পুঁথি-পরিচয় চতুর্থ খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত

পুঁথি-পরিচয়

পুঁথি-পরিচয়

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত

বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি

বিশ্বভারতীতে
বাঙ্গালা পুঁথিবিভাগের প্রতিষ্ঠাপক
তৎকালীন কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ও
রবীন্দ্র-সহচর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
স্মরণে

॥ পুঁথি-সংগ্রহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ-প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি ॥

(From Behar Herald 1875—1975)

Letter to the editor in quest of rare manuscripts.

"Sir,

Realising the urgent necessity of preserving old manuscripts of Sanskrit and vernacular literature from destruction and disappearance from India, Viswa-Bharati has undertaken to collect, edit and utilise them for public benefit. Mr. R. A. Sastry, late of Baroda Library has generously volunteered his service and is ready to travel throughout India for this purpose. Being a man of vast experience in this line of work he hopes to collect a large number of rare manuscripts scattered in obscure and out of the way villages, often in possession of illiterate persons. We earnestly hope that Mr. Sastry will be helped in his mission by those of our countrymen who are conscious of the importance of this great object. It is needless to say that any old manuscripts sent to us that have a literary or historical importance, will be gratefully received by our institution and preserved in Viswa-Bharati Library in Santiniketan with care.

Santiniketan, Feb. 2—Rabindranath Tagore."

[Behar Herald 19. 2. 1923]

Bengal Office
The 7th March 1866

My dear Hurry Mohun,

Last week I wrote to you to say that my father-in-law goes to Baboo Debendra Nath Tagore's House at Bhoobun Dangah at Bhulpore. He has started this morning. The bearer who will deliver this to you accompanies my father-in-law. Now as he is now in your part of the country, I hope you will do him the Hospitable; That is, kindly make arrangement for getting him milk and fish regularly and some Bael and other Morobba. রোজ করিয়া দিবেন—He is an invalid and may require the aid of Doctor. When you can get him Kadar from Rampore Hat, Kadar will be happy to attend on him. I shall try to get up to you by Saturday next.

Hoping you are quite well.

I am
Yours affly
Nilmoney Dey

Baboo
Hurrymohun Sorkar.

শুরুলের সরকার-বাড়ির দলিল-দস্তাবেজ হইতে উদ্ধৃত)

ভূমিকা

বিশ্বভারতী ১৩৫৮, ১৩৬৪ এবং ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে পুঁথি-পরিচয় গ্রন্থমালার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেছেন। ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো। প্রথম তিন খণ্ডে বিশ্বভারতী-সংগ্রহের ৫০০ ক'রে তিন দফায় যথাক্রমে ১৫০০ পুঁথির বিবরণ সংকলিত হয়েছে। প্রস্তুত খণ্ডে চতুর্থ পর্যায়ে ১৫০১ থেকে ২০০০ পর্যন্ত ৫০০ পুঁথির পরিচয় প্রকাশ করা হলো। এই গ্রন্থে বিবৃত ৫০০ পুঁথির মধ্যে ১২৯ খানি পুঁথির বিশেষ পরিচয় এবং অন্য পুঁথিগুলির সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পুঁথিগুলির সাধারণ পরিচয়ের মধ্যেই অসাধারণ তথ্য আবিষ্কার করতে পারবেন বিশেষজ্ঞগণ।

১২৯ খানি বিশেষ পুঁথির মধ্যে কতকগুলি পুরাপুরি ছাপা হলো। খণ্ডিত পুঁথির অনেকগুলি সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছে। কতকগুলির বিশেষ অংশ, ভনিতা বা পুষ্পিকা প্রকাশ করা হলো গুরুত্ববোধে। পদরত্নাকরের অদ্যাবধি প্রাপ্ত সম্পূর্ণ পদসূচী ও সংগ্রহতোষণীর নির্যাস মুদ্রিত করা হয়েছে। নতুন নতুন পীরমঙ্গল সাহিত্যে এই সম্ভার সমৃদ্ধ করা গেল। সেখ যুনিদের গুপ্তচেতন গ্রন্থখানি অমূল্য সংযোজন। বর্তমান সম্ভারে বীরভূমের হরিশপুর গ্রাম থেকে সংগৃহীত, আদর্শ পুঁথি থেকে ১২০৩ সালে লিপিকৃত হাসাম দীন-রচিত গোবিন্দচন্দ্র পুস্তকখানি সগৌরবে মুদ্রাঙ্কিত করা হলো।

এই খণ্ড পুঁথি-পরিচয়ের সেরা আকর্ষণ হচ্ছে নবাবিষ্কৃত ইসলামি পীরমঙ্গল পুঁথিগুচ্ছের সঙ্কলন। বীরভূমের রাজনগরের সঙ্গে যোগযুক্ত সুলতানপুর-অবিনাশপুর-হরিশপুর এলাকায় হরেসতুল্লার পুত্র বদর উল্ ইসলামের বাড়ি থেকে অধ্যাপক সুমঙ্গল রাণার সংগৃহীত পুঁথিগুলি এই : ১. আজদ্যার কেচ্ছা (১৫৩৮), ২. ওফাতনামা (১৫৩৯), ৩. কেচ্ছা আলি অলি (১৫৪১), ৪. [লক্ষ্মী]বন্দনা (নাগরী) (১৯১২), ৫. গরীব গদাই (১৫৪২), ৬. গীত মদন গুড়িয়া (১৫৪৩), ৭. গোপ্তচেতন (১৫৪৪), ৮ গোবিন্দচন্দ্র পুস্তক (১৫৪৫), ৯. পোস্তক কেচ্ছা মানিক ছওদাগর (১৫৪৭), ১০. লক্ষ্মীবন্দনা (১৫২৯)! ডান দিক্ থেকে বাম দিকে লিখিত খাতাখানির বয়েস উনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধ হতে পারে। কারণ, এতে ১২০১ সাল থেকে ১২৩৬ সাল পর্যন্ত অনুলিখিত পুঁথির প্রতিলিপি আছে। ১২২৪ সালের হিসাব আছে। খাতায় লিখিত পুঁথিগুলির পুষ্পিকার তারিখ আদর্শ পুঁথির তারিখ হওয়া অসম্ভব নয়।

এই গুচ্ছের একখানি পুঁথির (১৫৪৫) পুষ্পিকা এইরকম: ইতি গোবিন্দচন্দ পুস্তক সোমাপ্ত হইল লিখিত শ্রীচৌধরি মল্লিক ওলদে শ্রীনিমু মল্লিক ইবনে শ্রীহামিদ মল্লিক সাঃ বড়হাট পরগনে ভুরকুণ্ডা তালুক বিরভুম শ্রীযুত মোহারাজা মোহাম্মদ জমা খাঁ দেও॰া শ্রীযুৎ স্যাম চক্রবত্তি পুস্তকের মালিক নিজ আর কেহু দাও॰া করে সে দাও॰া বাতিল হয় ইতি সন ১২০৩ বার সও তিন সাল তা ১৪ মাহ মাঘ রোজ মঙ্গলবার ওক্ত এক প্রহর রাত্র॰ ॥ ১৫৬। (পৃষ্ঠা ২৫৫)।

পরগণা ভুরকুণ্ডার পাঠানগণের শৌর্যবীর্যের কাহিনী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন ধর্মমঙ্গলকার হৃদয়রাম সৌ (পৃ ৫৫১)। মহারাজা মোহাম্মদ জমা খাঁএর সঙ্গে জমিদারী লেনদেন ব্যাপারে সম্পর্ক ছিল শুরুলের সরকার জমিদারদের। শুরুল-সংগ্রহের দলিল-দস্তাবেজে তার প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগের প্রায়োগিক সহকারী শ্রীবুদ্ধদেব আচার্য শুরুল-দলিল-দস্তাবেজের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করছেন।

শুরুল-রেকর্ডসে সরকার জমিদারদের গো-ব্রাহ্মণকে একই গোহালিতে আশ্রয়-দানের সংবাদ আছে; দেশে বর্গীর উৎপাতের খবর আছে; কোম্পানীর রেলগাড়ীর বোলপুর-শুরুল-সিউড়ী লাইন পাতানোর সংবাদ আছে; চীপ সাহেবের নীলের চাষ সম্পর্কে দাদনের বিবরণ আছে; ১৮৬৬ সালে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভুলপুরের ভুবনডাঙ্গার আবাসে বসবাসের সংবাদ আছে; বর্ধমানের রাজা জাল প্রতাপচাঁদের খবর আছে। তেমনি রাজনগরের মহারাজ জমা খাঁ-এর শুরুলের জমিদারদের নিকট জমিদারি বিক্রয় ইত্যাদির হরেক রকম খবরই পাওয়া যাবে।

দেওয়ান শ্যাম চক্রবর্তী রাজনগরের ধারেকাছে কোনো গ্রামের বাসিন্দা হবেন। মহারাজ জমা খাঁ-এর বেগমের নাম ছিল উত্তমকুমারী। গরীব তৈয়ব, অনন্দি নাগর, অধম বালক, গরীব বরকত, জয়রাম দাস, অধীন বালক, সেখ মুনিদ, হাসাম দীন, বালক মিঞা, ফকীর বিরাম প্রমুখ 'মোমিন' জনগণ তখন রাঢ়ভুমিতে নাথধর্মের মাধ্যমে সত্যপীরের কেরামতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মে সমন্বয় করে চলছিলেন।

যাই হোক্, রাজনগরের পাঠান রাজা মহাম্মদ উল জমা খাঁ এবং রানী উত্তমকুমারী-দের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনেক উত্থান-পতনের পরে, বর্তমানের তীরে এসে থেমেছে কালীদহ, মোতিমসজিদে হিন্দু মোটিফের টেরাকোটায় বা পোড়ামাটিতে স্বস্তিকা চিহ্ন আর কালীয়দমনের চিত্রাবলী, হর্ম্যরাজির ভগ্নস্তূপের প্রত্নাবশেষ আর পরিপার্শ্বের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে নাথধর্মমুকুটিত ইসলামি পুঁথির বিচিত্র ভাণ্ডার। সুমঙ্গল-সংগ্রহে ঐ অঞ্চলের যে-সব প্রকীর্ণ পুঁথির খণ্ডিত পত্র আমাদের হাতে

এসেছে তাতেও রয়েছে বহুবিধ অজানা কাহিনীর আভাস। ধর্মমতে ভাঙ্গাগড়ার খেলায় এতদঞ্চলে সমন্বয় সাধন করে চলেছিলেন করতার সত্য নাথ নিরঞ্জন, অবধূত গোরক্ষরায় আর কাপালী জালন্ধরি হাড়িপার সহায়ে। দরিয়াতীরে তিনক্রোশব্যাপী, ব্যাঘ্রবাহন বৃক্ষ, তাতে আউঠহাত পত্র সমাবেশের নাথ ও আদিম শামাঁতন্ত্র ছিল তার মোদ্দা কথা।

সেনভূমের অনেকগুলি দলিল-দস্তাবেজ বিশ্বভারতী তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় চিঠিপত্রে সমাজচিত্র গ্রন্থে ১৯৫৩ সালে প্রকাশ করেছেন। সেনভূমের কর্ণাটী সেনগণ অতি প্রাচীন কাল থেকেই এখানে এসে বসবাস করে থাকবেন। সেনরাজবংশের পরম্পরায় সামন্ত সেনকে গোড়ার দিকেই পাওয়া যায়। ওঁরা ছিলেন কর্ণাটী ব্রহ্মক্ষত্রিয় জৈন আচার্যবংশীয়। এই বংশের লক্ষ্মণসেনদেবের নামে লখনোর নগর স্থাপিত হয়ে থাকবে। মুসলমানরা একে বলতেন নগর। অবশ্য 'নগর উন্টারি' গ্রামনাম ঝাড়খণ্ডের অপর প্রান্তেও আছে। নগর থেকে হয় রাজনগর। লখনোরের তদানীন্তন রাজশাসন জৈনধর্মাশ্রিত হওয়ার ফলে তার পরম্পরা ঐ অঞ্চলের সমাজের শিরায় শিরায় প্রবেশ করেছিল। ধর্মমতেও জৈনধর্মের পূর্ণ প্রভাব বর্তমান ছিল। প্রাচীনতর নাথধর্ম আদি এবং অন্তে জৈনধর্মপুষ্ট। রাঢ়দেশের নাথগণ জৈন গৃহস্থ শ্রাবকগণের বিপরীতধর্মী। এঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নমানের। এঁদের সামাজিকতায় হিন্দু-মুসলমান বিশেষ ভেদ ছিল না। এঁদের সাহিত্যকর্মেও সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টাই প্রকট। শ্রমণ্ মহাবীরের দ্বাদশ বৎসর দুশ্চর রাঢ়চারিকা, তপস্বিজীবনের ছদ্মস্তকালে চারি মাস বরিষায় পর্যুর্ষণা কল্প, তাঁকে কুকুরের আক্রমণ, এ সব তাঁরা ভালোমতেই জানতেন। আমাদের নবাবিষ্কৃত পুঁথিগুলি একজাই করে পর্যালোচনা করলে এই সত্য প্রতীয়মান হবে।

পক্ষান্তরে, মেয়েলি ছড়ায় চারি মাস বরিষায় পোখর্ণা যাবার কথা আছে, শীতলা-মূর্তিতে ঋষভদেব রয়েছেন, সাপে-কাটা বাঙ্গালা মন্ত্রে পার্শ্বনাথের, নেমিনাথের দোহাই আছে, হলদীর তেঁতুলবনে মহাবীরের আগমন-কথা আছে, বুদ্ধেশ্বর শিবঠাকুর রয়েছেন সিংহারণ্যে বাহমনী পীরের চেতিয় আস্তানায়, ফকির বিরামের সাটিনন্দে লক্ষ্মীরূপায় প্রকটিত হয়ে আছেন দেবী শামাঁরূপা।

হাসাম দীনের গোবিন্দচন্দ্র পুস্তক পাঠ করতে চাইলে, ১৯৭৩ সালে দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় Epigraphic Discoveries in East Pakistan গ্রন্থে বৌদ্ধ নরপতি গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী প্রমুখের যে সকল অনুশাসনলিপি প্রকাশ করেছেন সেগুলি ভালোভাবে দেখা দরকার। গ্রীয়ারসন সাহেবের আবিষ্কৃত মানিকচন্দ্র

রাজার গান এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য-সংগৃহীত নীলফামারির নাথযোগীদের গীত গানটি, ভবানীদাসের রচনা ও সুকুর মহম্মদের পুঁথিখানি আমাদের নবাবিষ্কৃত হাসাম দীনের রচনার সঙ্গে মিলিয়ে পুনঃসম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাহিনী-পরম্পরার উপস্থাপনা, চরিত্রসৃষ্টি এবং গ্রাম্য উপমা-উৎপ্রেক্ষাযুক্ত ভাষা-আলোচনায় হাসাম দীনের রচনার গুরুত্ব অসাধারণ।

মুরসিদ সাহাবুদ্ধি ও হেতম ওস্তাদের শিষ্য সেখ যুনিদ গুপ্তচেতন রচনা করেছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সম্পাদিত মীনচেতন গ্রন্থের অনুরূপ এই রচনা। বিষয় হচ্ছে কায়াসাধনার ইসলামি রূপান্তর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কিন্তু এঁদের আদ্যধ্যানের দেবতা। এই গ্রন্থখানিও সম্পূর্ণ মুদ্রিত করা হলো ১২০১ সালের আদর্শ পুঁথির অনুলিপি থেকে। ফকীর বিরামের লক্ষ্মীবন্দনায় বৈশিষ্ট্য আছে। থানা-হলদী-পারতালিতের সন্নিহিত সাটিনন্দী গ্রাম। ষষ্ঠ শতাব্দের মল্লশারুল-অনুশাসনে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির ইঙ্গিত আছে; বণিগ্‌গণের বর্ণনা আছে। সাটিনন্দী গ্রামে প্রস্তরনির্মিতা লক্ষ্মীপ্রতিমা তাঁর প্রকটিতরূপে দেবী শামাঁ। এবং বিস্ময়ের বিষয়, রাজনগর এলাকার ফকীর বিরাম সাটিনন্দী গ্রামের লক্ষ্মীদেবীর বন্দনা রচনা করেছেন। আজদ্যার বা অযোধ্যার কেচ্ছা গ্রন্থখানি বেগম উত্তমকুমারীদের ধর্মসমন্বয়ের প্রতীক। আরবীয় এবং বঙ্গীয় নানা রূপকথার সমন্বয় ঘটেছে বিভিন্ন সত্যপীর পালায়। নাস্তিক গরীব গদাই বাদশার জঙ্গনাম কাহিনীতে শামাঁধর্ম ও করতার ধর্মঠাকুরের আদল দেখা যাবে। আলি অলির কেচ্ছা, মদন গুড়িয়ার গীত, মানিক সওদাগরের কেচ্ছা নাথসাহিত্য ও সত্যপীর-মানিকপীরের বনামে সেকালের নাথযোগীদের কেরামত প্রকাশ। অনন্দি নাগরের ওফাতনামার মতো শাসনগ্রাম মইদাপুরের কবি রাধাচরণ গোপের রচিত আফৎনামা জাতীয় গ্রন্থাবলীর পরিচয় পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থের ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে। —এই ইসলামিবর্গের পুঁথিগুলি সম্পাদন করে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে আশায় কোনটিরই বিশদ আলোচনা আপাততঃ করা হলো না।

১৯৭৮ সালে আমরা মৈমনসিং সুসঙ্গের প্রাক্তন মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ-সংগ্রহের পুঁথিগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি। এতে রয়েছে ১. যোগিনীতন্ত্র ২ রতিরহস্য ৩. নারায়ণ দেব ও বংশীদাসের মনসামঙ্গল ৪. রাজা রাজসিংহ রচিত ভারতীমঙ্গল ৫. রাজা দ্বিজ জগন্নাথ সিংহ রচিত জগদ্ধাত্রী পাঁচালী এবং ৬. রাজা রাজসিংহ রচিত অসমাপ্ত ভারতী মঙ্গলের পুঁথি। পুঁথিগুলি রাজ-বদান্যতায় বিশ্বভারতী-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক।

১৯৭৪ সালে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর পরিচালনায় বিশ্বভারতীতে স্নাতকোত্তর বিভাগে বাঙ্গালা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে পঠন-পাঠন প্রবর্তিত হয়েছে। বর্ধমানে শুশুনী নদীর উপত্যকায় আমরা হায়ারাগ্লিফিক লিপির সন্ধান পেয়েছি। বিভিন্ন আলপনা-নক্সা থেকে এলাম, ক্রিট ও সিন্ধুলিপির হদিশ মিলেছে। শান্তিনিকেতন-সন্নিহিত একাদশ শতাব্দের সিঙাণ-শিলালেখ থেকে গৌড়ী-লেখরীতির নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে। কুলীনগ্রামের মালাধর বসুর আত্মজ সত্যরাজখানের মূর্তিতে উৎকীর্ণ লিপি এবং বিশ্বভারতীর 'মানবধর্ম-শাস্ত্র' পুঁথির (খৃ ১৪৩৯) লিপি থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে। নসরত সাহের বাজুহা-লিপির প্রতি ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

১৩৮৬ সালে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ড. সুরজিৎচন্দ্র সিংহ 'রাঢ় পরিকল্পনা ও বিশ্বভারতী সমাজ' নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেছেন। তাঁর প্রস্তাবে আমাদের কাজ ছিল. রাঢ়-অঞ্চলের পুঁথি-সংগ্রহ, রাঢ়-অঞ্চলের ধর্মীয় সংস্কার এবং বিভিন্ন প্রাচীন স্থানের নামের আধুনিক অবস্থিতি-নির্ণয়। পুঁথি-পরিচয় গ্রন্থমালার বর্তমান সম্ভারে প্রসঙ্গতঃ শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ রইলো, 'রাঢ়'দেশের (পৃ. ৪১২) অজয়কিনারে জয়দেবের 'কেন্দুবিল্লি' (পৃ. ৪০১), ময়ূরভট্টের বাসগ্রাম জিনদীঘি-'শ্রীমোরগ্রাম' (পৃ. ৫০৫), রামকিশোরের দিগ্‌দেব-বন্দনায় (পৃ ৯৪) বালিডাঙ্গার ঠাকুরাণী দেবী 'রাঢ়েশ্বরী' আর হিউয়েনৎ-সাঙের 'কমলাঙ্ক' বা রাজা গোবিন্দচন্দ্রের 'কলিঙ্গানগর' (পৃ. ২২৮)।

॥ প্রস্তুত গ্রন্থের পুঁথি-পরিচয় ॥

গরীব তৈয়ব-রচিত আজদ্যার অর্থাৎ অযোধ্যার কেচ্ছা (পৃ. ১) গ্রন্থে মুসলমানের দৃষ্টিতে হিন্দুর রামায়ণ-কাহিনীর স্বমহিমায় উত্তরণ রুদ্ধশ্বাসে পাঠ করতে হয়। সীতার চারিত্রিক কলঙ্কের গুঞ্জনও শেষ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে। সত্যপীর অন্তরালে থেকে রামকে দিয়ে আপন মাহাত্ম্য প্রচার করালেন।

আনন্দভৈরব (পৃ. ২৯) নরোত্তমদাসের প্রামাণ্য রচনা কিনা সন্দেহ আছে। বাঁকায় বানপড়ার সহজ সাধনার নতুন আখ্যায়িকা-সম্বলিত বলে হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়-সংগৃহীত এই পুঁথিখানি মুদ্রিত করা হলো।

বৌদ্ধ সহজপন্থী এবং শৈব নাথপন্থীদের অপভ্রংশ ছড়া ও পদ সবই ধর্ম-বিষয়ক। খৃষ্টীয় অষ্টম-ত্রয়োদশ শতাব্দে, অপভ্রংশে লৌকিক বিষয় নিয়েও কবিতা রচনা হতো। তবে, তার সংখ্যা খুব কম। চতুর্দশ শতাব্দের দিকে সঙ্কলিত

অপভ্রংশ ছন্দোনিবদ্ধ প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থে এইরকম কতকগুলি কবিতা ও পদ আছে। বারাণসী অঞ্চলে সঙ্কলিত এই গ্রন্থখানির বিশেষ আদর ছিল বাঙ্গালাদেশে। বিশ্বভারতীও এই গ্রন্থের কিছু পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। প্রাকৃতপৈঙ্গলের কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালী কবির লেখা। শৌরসেনী অপভ্রংশে লেখা হলেও এতে মাগধী অপভ্রংশের এবং পুরাতন বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব আছে। এর সব কবিতা এক সময়ের লেখা নয়। অর্বাচীনগুলি ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, চতুর্দশ শতাব্দের আগের নয়। তখন বাঙ্গালা, হিন্দী ইত্যাদি নবীন আর্যভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু মর্যাদা লাভ করেনি। সেইজন্যে চতুর্দশ শতাব্দ পর্যন্ত অপভ্রংশে কবিতা রচনা হতো। পঞ্চদশ শতাব্দেও হয়েছিল বিদ্যাপতির রচিত কীর্তিলতা। অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের ধারা মৈথিলের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালার ব্রজবুলি সাহিত্যে জের টেনেছে। শুভঙ্করের নামে প্রচলিত গণিত আর্যায় অপভ্রংশের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়ে গিয়েছে। বিশ্বভারতী-সংগ্রহে আর্যার পুঁথি (পৃ. ৩৭-৪৩) আছে চৌদ্দখানি। শুভঙ্কর ব্যতীত আরও অনেকে এই ধারায় পদরচনা করেছিলেন বিভিন্ন শৈলীতে। গণিত পদাবলীর ধারাও এই পর্যায়ে পড়বে। আদি চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত আর্যাও এই পর্যায়ে পড়বে। বর্তমান পর্যায়ে ১৮২৬, ১৮৩৯ এবং ১৯৪৬ সংখ্যক পুঁথিগুলি লক্ষণীয়।

নারদীয়পুরাণের অন্তর্গত একাদশীমাহাত্ম্য-কাহিনী স্বতন্ত্রভাবে বহু লোকের উপজীব্য হয়েছিল। এই কাব্য বা নিবন্ধগুলি 'নারদীয়পুরাণ', 'নারদপুরাণ', 'নারদসংবাদ', 'কণ্বমুনির পারণা', 'একাদশীব্রতকথা,' 'একাদশীপাঁচালী' ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ (পৃ. ৪৪-৫৫)। কানুরাম দাসের একাদশীপাঁচালী প্রসঙ্গে আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। বিশ্বভারতী থেকে এই প্রসঙ্গে গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন উষা চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী বড়ু শ্রীধরের একাদশীপাঁচালী সংগ্রহ করেছেন। সাগরদাস ও দুর্লভদাসের পুঁথিও সংগৃহীত হয়েছে।

অনন্দি নাগরের রচিত ওফাতনামা (পৃ. ৫৫) গ্রন্থখানি অংশতঃ মুদ্রিত হয়েছে। এই অংশ থেকেই 'ওফাতনামার বাত' হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কথকতার পুঁথিও (পৃ. ৫৮) অংশতঃ প্রকাশিত হলো। সেকালের পরম্পরা ও ভাষা আলোচনার জন্যে এই পুঁথিখানি মূল্যবান্। বিশ্বভারতীতে এই জাতীয় পুঁথি অনেকগুলি আছে। এগুলি সঙ্কলন ও আলোচনা করে বৃহত্তর কাজের অবকাশ রইলো। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পুঁথি দু'খানির মধ্যে প্রথমখানির (পৃ. ৬৯) গুরুত্ব পুষ্পিকার জন্যে। এই পুষ্পিকায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় পুঁথিখানিতে (পৃ. ৭১) গ্রন্থরচনা সম্পর্কে

মূল্যবান্ ইঙ্গিত আছে। কাকচরিত্র (পৃ. ৭২) পুঁথিখানির ভাষা ওড়িয়া-বাঙ্গালা মেশানো। বাঙ্গালাসাহিত্যে এই ধারাটি নতুন। বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে কিছু তুলনামূলক আলোচনা পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড গ্রন্থের ভূমিকায় করা হয়েছে। এই বিষয়ে ভালো একটি গবেষণাগ্রন্থ রচিত হতে পারে।

দ্বিজ কালিদাসের কলিকাবিলাসে (পৃ. ৮৪) দুর্গাসপ্তশতীর কাহিনী ও সতী পার্বতীর কাহিনী আছে। রামকিশোর শিরোমণির কালিকাসঙ্গীতামৃত (পৃ. ৮৬) পুঁথিখানি খণ্ডিতভাবে পাওয়া গিয়েছে। নিদ্রাবলী-বিজয়গঞ্জের, পরবর্তিকালের সমরশাহী-বৈনানের সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণি প্রথম শ্রেণীর সাধক কবি। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে পাওয়া গেলে বাঙ্গালাসাহিত্য সমৃদ্ধ হতো। এঁর যোগচিন্তামণি গ্রন্থ গোর্খবিজয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে। রামকিশোরের আরও কয়েকটি গ্রন্থ বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত হলো। বিশ্বভারতীপত্রিকায় সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণির পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এঁর পরিচয় অংশতঃ মুদ্রিত হয়েছে।

কীর্তনের তুক (পৃ. ৯৯) গ্রন্থে কীর্তনগানের তোকা ও ধুয়া অংশে নতুন নতুন অনেক আখর পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থ সেকালের কীর্তনীয়াগণের গানের আসরে বোধ করি নিত্যব্যবহার্য্য ছিল। শ্রীকান্তের কুরুক্ষেত্রনামক পাঁচালী (পৃ. ১০৪) গ্রন্থে অভিনব শৈলীতে ভারতপাঁচালী লেখার প্রচেষ্টা প্রকট। কৃষ্ণযাত্রার পুঁথির (পৃ. ১০৭) নিষ্কর্ষ থেকেই তার বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। কেচ্ছা আলি অলির কাহিনীর (পৃ. ১১৩) লেখক অধম বালক আর গরীব বরকত। এই রোমান্টিক কাহিনীটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হলো। ইসলামিসাহিত্যরসিকগণ এটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পারেন। গয়াক্ষেত্র উপাখ্যান (পৃ. ১৩৫) কাশীরাম দাসের রচনা কিনা তুলনামূলক অধ্যয়ন প্রয়োজন। অধীন তৈয়ব, জয়রাম দাস ও অধীন বালক রচিত গরীব গদাই (পৃ. ১৩৬) জঙ্গনামাজাতীয় পুঁথি। এই পীরমঙ্গল পুঁথিখানি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

গান ও ছড়া (পৃ. ১৬২) অংশতঃ প্রকাশ করা হলো। গরীব তৈয়ব রচিত মদন গুড়িয়ার গীত (পৃ. ১৬৪) সিদ্ধবৃক্ষ-সহরের কাহিনী। ওড়িয়া কবি কর্ণের 'ষোল পালা'য় মদন গুড়িয়ার গীত আছে। তুলনামূলক আলোচনা আবশ্যক। শঙ্করের গুরুদক্ষিণা (পৃ. ১৮০) সম্পর্কে বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাসে অংশতঃ আলোচনা আছে। সেখ যুনিদ-রচিত গোপুচেতন পোস্তকখানি (পৃ. ১৮১) ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত মীনচেতন গ্রন্থের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। হাসাম দীন-

রচিত গোবিন্দচন্দ্র পুস্তকখানি (পৃ ১৯৪) স্বতন্ত্র মর্যাদায় সাহিত্যপ্রকাশিকা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হতে পারে। হাসাম দীনের গ্রন্থ জালন্ধরিপাদের প্রসাদে রচিত। তাঁর পাঠ বীরভূমের লোকভাষা উপভাষা বিভাষার এবং হিন্দী আরবী ফারসী ভাষার শব্দভাণ্ডারের উপর আধারিত। কাব্যালঙ্কারের দিক্ থেকে অবধূত ও কাপালিকের কলহকে বীরভূমে প্রচলিত উপমা উৎপেক্ষা দিয়ে সাজানো হয়েছে। নাটকীয় আখ্যানভাগে সৃষ্ট চরিত্রগুলি অনুসরণ করলে বীরভূমের মাটির গন্ধ পাওয়া যাবে। অথচ এই গ্রন্থ সেরা-সাহিত্যের দরবারে হেলায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

যশশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলাস (পৃ. ২৫৬) মূলতঃ শ্রীমদ্ভাগবত-আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থ। পুঁথিখানির মালিক ছিলেন বীরভূমের রাইপুরের সিংহপরিবার। সংগ্রহ করেছিলেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ডক্টর বিমলকুমার দত্ত। গ্রন্থখানির নির্যাস প্রকাশ করা হলো। গ্রন্থখানির সম্পাদনা ও প্রকাশের উদ্যোগ করা হচ্ছে। ভিষক রসিক রচিত গৌরীমঙ্গল (পৃ. ২৫৯) গ্রন্থখানি প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে নতুন সংযোজন। আখ্যানভাগ নতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গৌরীমঙ্গলের যে সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে, এই গ্রন্থখানি তার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে প্রকাশিত হওয়া উচিত। এখানে কেবল আরম্ভ, ভনিতা ও পুষ্পিকা প্রকাশ করা হলো।

চাণক্যশ্লোক (পৃ. ২৬০) নিয়ে বিচিত্র সাহিত্যকর্ম করা হয়েছে। এখানে একটি নতুন গল্প দিয়ে. অংশতঃ মুদ্রিত করা হলো। চৈতন্যমঙ্গল (পৃ. ২৬২) পুঁথির কিছু পাঠ প্রকাশ করা গেল। সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সঙ্গে এই পুঁথিখানির পাঠ মিলিয়ে পড়লে নতুন আলোকপাত হবে। ছড়ার খাতায় (পৃ. ২৬৪) ঘরোয়া গোরক্ষনাথ সকলের কৌতূহল জাগাবে। অপ্রকাশিত অনন্ত মিশ্রের জৈমিনিভারতের পরিচয় (পৃ. ২৬৬) বিশ্বভারতী পূর্বেও প্রকাশ করেছেন। এই পুঁথিখানি সবচেয়ে পুরাতন। টপ্পার খাতায় (পৃ. ২৬৮) চণ্ডীদাস লক্ষণীয়। চণ্ডীদাস সমাজের শিরায় শিরায় অনুপ্রবেশ করেছেন। টীকাবলি (পৃ. ২৬৯) কৃষ্ণদাস-রচিত। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে অর্থভেদ প্রয়োজন। চিকিৎসাদর্পণ গ্রন্থ থেকে টোটকা সংগ্রহ করে লেখা হয়েছে (পৃ. ২৭১)। দশাবতার কথার (পৃ. ২৭২) কিছুই উদ্ধার আপাততঃ করা গেল না।

আমাদের প্রকাশিত উদ্ধৃতি থেকে জগৎরাম ও রামপ্রসাদের রচিত দুর্গাপঞ্চরাত্র (পৃ. ২৭৩) রচনা সম্পর্কে কিছু নতুন সংবাদ পাওয়া যাবে। রামপ্রসাদ-রচিত বিশাল গ্রন্থ কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কার করে, তার উপর কাজ করেছেন শ্রীমান্ সুনীতকুমার রায়। গ্রন্থখানি অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া দরকার। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধকাব্যের উপর এর প্রভাব পড়েছে।

সুরদাসের দোহাবলী (পৃ. ২৭৭) বাঙালী লিপিকরের হাতে কি রূপ নিয়েছে সে বোঝা যাবে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে। দীন রামদাস রচিত নামসংকীর্তন (পৃ. ২৮০) রচনাটি পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। গোবিন্দদাস রচিত নিগম-গ্রন্থখানির (পৃ ২৮২) সম্ভবতঃ নামান্তর গৌরাখ্যান। সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ায় বৈষ্ণবসাহিত্য সমৃদ্ধ হলো। অজ্ঞাত ভনিতার ও কালিদাস-রচিত নৈষধসঙ্গীত ও কালিকাবিলাস (পৃ ২৮৮) বাঙ্গালাসাহিত্যে নতুন তথ্য যোগাবে। জীবন-রচিত নৌকাখণ্ড (পৃ. ২৯৭) নতুন গ্রন্থ; কোনো বৃহৎ কাব্যের অংশবিশেষ হতে পারে।

কমলাকান্তদাস (পৃ. ২৯৯) সংকলিত পদরত্নাকর। (সা. প. প. ২১, পৃ. ১-২০। পুঁথির লিপিকাল ১২১৪ সাল।) সঙ্কলন সমাপ্ত হয়েছিল ১৭২৮/১৬২৮ ("যুগ যুগ্ম যুগল সমুদ্র শশী") ইত্যাদি পরিচিত পরিচয় যথাস্থানে শীর্ষকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এই পুঁথিখানি রামরতন রায় সংগ্রহ করেছেন বর্ধমান জেলার রায়না থানার বুলচন্দ্রপুর গ্রামের গোঁসাইবাড়ি থেকে। এই গোস্বামীবংশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বর্ধমান রাজবংশের। সুতরাং পদরত্নাকর বর্ধমান-রাজবাড়িতে সঙ্কলিত হওয়া অসম্ভব নয়। গ্রন্থখানির মাত্র পদসূচী দেওয়া হলো। খুঁটিনাটি আলোচনা করা হলো না। ৪৪-৪৮ সংখ্যায় মুদ্রিত পদাবলীগুচ্ছ (পৃ. ৩৪৯) থেকে অনেক নতুন পদের সন্ধান পাওয়া যাবে।

হৃদয়রাম সৌ রচিত পশ্চিমউদয়পালার পুঁথি (পৃ. ৩৫৫) বিশ্বভারতী দ্বাদশমঙ্গল গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে শেষ পর্যায়ে শ্রীমান্ বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়-সংগৃহীত হৃদয়রামের পুঁথির কিছু নতুন অংশ (১৭০০) প্রকাশ করা গেল। এই পুঁথিখানিতে হৃদয়রামের সঙ্গে শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাসের ভনিতা আছে। রামনারায়ণের পার্বতীপুরাণ (পৃ. ৩৫৬) নতুন গ্রন্থ। যুগলকিশোর দাসের রচনার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নাই। পূর্ণিমার ব্রতকথা (পৃ. ৩৫৮) প্রচলিত মেয়েদের ব্রতকথা গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়নি।

বালক মিঞার পোস্তক কেচ্ছা মানিক হওদাগর (পৃ. ৩৫৯) নতুন বস্তু। কাহিনীটি সঙ্কলন করলে ইসলামি-বাংলাসাহিত্য পূর্ণতর হবে। আমাদের পুঁথির সঙ্গে তুলনামূলক অধ্যয়ন করে নরোত্তমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (পৃ. ৩৮৩) পুনর্মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। অজ্ঞাত ভনিতার প্রেমভক্তিরসার্ণব নতুন (পৃ ৩৮৬) গ্রন্থ। মঙ্গলডিহি-নিবাসী নয়নানন্দদাসের প্রেমভক্তিরসার্ণব (পৃ. ৩৮৭) অদ্যাবধি মুদ্রিত হয়নি। বাঙ্গালা অভিধান (পৃ. ৩৮৮) সেকালের একটি অভিনব প্রচেষ্টা। এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করে মুদ্রিত করা হলে প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে গবেষকগণের উপকার হবে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত অধুনা অপ্রচলিত বহু শব্দের প্রকৃত অর্থভেদ হবে। নবিদুর্গার (৫৭)

নামে গ্রথিত বাঙ্গালামন্ত্র (পৃ. ৩৮৯) পূর্বে পাওয়া যায়নি। 'বাজানার বোলে' (পৃ. ৩৯১) পুরাতন রাগ-রাগিণীর আভাস পাওয়া যেতে পারে। বিশ্বম্ভর ঠাকুরের ব্রজবুলি ও ব্রজভাষায় রচিত পদাবলী (পৃ ৩৯৪) নতুন আবিষ্কার। অজ্ঞাত ভনিতার বৈষ্ণবকড়চায় (পৃ. ৩৯৬) নতুন কথা আছে। জয়দেব চণ্ডীদাস-প্রমুখের বৈষ্ণব পদাবলীতে নতুন পদের (পৃ. ৩৯৬) সন্ধান পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণের কড়চা (পৃ. ৩৯৮) থেকে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ধৃত প্রতিগ্রহ-বিচারাদির কথা আছে।

দ্বিজ মোহনদাসের ভক্তমালা (পৃ. ৩৯৯) পুঁথির অনেকগুলি প্রতিলিপি বিশ্বভারতী সংগ্রহ করেছেন দাঁইহাটের শ্রীকামাখ্যাচরণ ঘোষের মাধ্যমে। পুঁথিগুলি জীর্ণ ও খণ্ডিত। ৬৩ সংখ্যক পুঁথি থেকে জয়দেবের কাহিনীতে একটি প্রামাণ্য সংবাদ পাওয়া গেল: কেন্দুবিল্বি গ্রাম আছে অজয় কিনারে। জয়দেবের বাস সেথা গ্রামের বাহিরে॥ জয়দেব রাখেন করয়া কোপিন। বৃক্ষের তলেতে বাস সদা উদাসীন॥ —জয়দেবের উপর ওড়িয়া-দাবীর আপত্তি-খণ্ডনের এ একটি পাথুরে অস্ত্র হয়ে রইলো।

কৃষ্ণরামদাসের গুরু ছিলেন শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ের হরিচরণ। ভজনমালিকা (পৃ. ৪২৪) সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ষষ্ঠ খণ্ড সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ২৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায়। বিশ্বভারতীর পুঁথিখানি (৬৪) একক। উপরন্তু, এই গ্রন্থে গোবিন্দদাসের ভনিতা-যুক্ত পদ রয়েছে।

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ-রচিত ভবানীমঙ্গলের পুঁথি (পৃ. ৪২৫) বিশ্বভারতী ছাড়া আর কোথাও নাই। শিবরতন মিত্র 'রতন লাইব্রেরী'-সংগ্রহের এই পুঁথিখানি দেখে 'গঙ্গানারায়ণ বিরচিত ভবানীমঙ্গল' প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৩১৭ সালের কার্তিকসংখ্যার প্রবাসী পত্রিকায় (পৃ. ৮৫-৯৪)। সেই প্রবন্ধটি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকারের উপজীব্য হয়েছে। বীরভূমের মেটারি গ্রামের দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ মলুটীর রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের ভবানীমঙ্গল বিশ্বভারতী প্রকাশ করতে পারেন।

ভবিঠলের রচিত ভবিঠল ওমঝায় (পৃ. ৪২৭ নতুন বস্তু, রায়বার জাতীয় গ্রন্থ। আলোচনা হওয়া দরকার। শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদটি (পৃ. ৪৩০) বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত অন্য অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া উচিত। গৌরীকান্ত রায় কবি কালীপ্রসাদের রাশিনাম। নিবাস কলিকাতা মধ্যে সুতানুটি গ্রাম। জাতিতে প্রামাণিক। ভানুমতী উপাখ্যানের (পৃ. ৪৩১) মূল পুঁথি কেউ দেখেননি। ফলে, বিশ্বভারতীর ভানুমতী উপাখ্যানের পুঁথি প্রকাশিত হওয়া উচিত। ভুবনমোহন দাসের ভুবনমঙ্গল (পৃ. ৪৩৩) গ্রন্থ সম্পূর্ণ নতুন। সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান

পাবার যোগ্য গ্রন্থ। ভ্রমরসংবাদ (পৃ. ৪৩৫) শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৭ অধ্যায়ের দশটি শ্লোকের অনুবাদ কিনা 'ভ্রমরগীতা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার।

বিষ্ণুপাল, ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাসের রচনার যে অংশ মুদ্রিত করা হলো (পৃ. ৪৩৬-৪৪৪) তার সঙ্গে পূর্ব-প্রকাশিত পাঠ মিলিয়ে দেখলেই বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় জানা যাবে। কবিবল্লভের মর্দগাজীপালা (পৃ. ৪৪৪) এ যাবৎ কোথাও মুদ্রিত হয়নি। বিকল্প পুঁথি আর কোথাও আছে কিনা আমাদের জানা নাই। এটি পীরমঙ্গলসাহিত্যে নতুন সংযোজন। মহাভারতে কাশীরাম ও কবিচন্দ্র (পৃ ৪৪৬) ভনিতা সন্দেহজনক। কাশীরামের উপর কাজ করলে এর প্রকৃতি বিচার করা আবশ্যিক। পদ্মনাভ ঠাকুর ও পুলকের লিপিকৃত 'মহাযোগতত্ত্বসার' (পৃ. ৪৪৯) হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন-সংগৃহীত আধুনিক পুঁথি। উপস্থাপনা বৈষ্ণবীয়। মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের কবিতা (পৃ. ৪৫০) চিঠিপত্রে সমাজচিত্র গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীত (পৃ. ৪৫০) শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সংগৃহীত একখানি পুঁথির প্রতিলিপি থেকে সম্পাদন করে ১৩৭১ সালে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশ করেছেন। পরবর্তিকালে বীরভূমের বাতিকার গ্রাম থেকে শ্রীনীলিমা বিশ্বাস-সংগৃহীত আলোচ্য পুঁথিখানি মিলিয়ে পাঠ-নির্ধারণ করা হলে, গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ-পাঠান্তরের পরিচয় পাওয়া যাবে। পুঁথিখানির লিপিকর ছিলেন বোলপুরের আইনজীবী শ্রীশিবপদ ঘোষের পূর্বপুরুষ। মাধবসঙ্গীত নিম্বার্ক-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থ।

মীনমছন্দগোরখগোষ্ঠ (পৃ. ৪৫৩) নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থ। উত্তরবঙ্গের পুঁথি থেকে এটি অংশতঃ প্রকাশ করা হয়েছিল গোর্খ-বিজয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে, এবং পরে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয়েছে সাহিত্যপ্রকাশিকা পঞ্চমখণ্ড দ্বাদশমঙ্গল গ্রন্থে। মুকুন্দদাস-রচিত মীরাবাইএর কড়চাগ্রন্থখানি (পৃ. ৪৫৩) হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়-সংগৃহীত আধুনিক পুঁথি, সর্বাংশে অকৃত্রিম নয়। বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে হরিদাস-রচিত মুকুন্দমঙ্গল গ্রন্থের (পৃ. ৪৫৬) কোনো উদ্দেশ নাই। গ্রন্থখানি স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

অজ্ঞাতের 'যাত্রাপালা' (পৃ. ৪৫৭) বাঙ্গালার যাত্রাগানের ইতিহাস লিখতে গেলে কাজে লাগবে। কৃত্তিবাস-রচিত যোগাদ্যার বন্দনা (পৃ ৪৫৯) লক্ষণীয়। আমরা পূর্বে যোগাদ্যাবন্দনার বর্ণনা দিয়েছি। আলোচ্য পুঁথির পাঠ তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার। সনাতন গোস্বামী ভনিতায় রসকৌমুদী গ্রন্থ (পৃ. ৪৬১) পূর্বে পাওয়া যায়নি। পুঁথিখানি

জানা না-হলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণবরসনিবন্ধ। বৃন্দাবনদাসের ভনিতায় রসনির্যাস (পৃ. ৪৬৩) গ্রন্থও পূর্বে পাওয়া যায়নি। এই গ্রন্থখানি সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা যায়। শ্যামানন্দদাসের রসপূরকারিকা (পৃ. ৪৬৪) নতুন গ্রন্থ। বিশ্বভারতীর ২৫৩ সংখ্যায় রসপূরকারিকা শ্রীকৃষ্ণদাস-রচিত। শ্যামানন্দদাসের রসপূরকারিকা নতুন পাওয়া গেল। গোপাল দাসের রসমঙ্গলগ্রন্থের (পৃ. ৪৬৯) সংবাদও ইতঃপূর্বে জানা ছিল না; বিশ্বভারতীর নতুন আবিষ্কার। গোবিন্দদাসের রসমঞ্জরীও (পৃ. ৪৭১) নতুন গ্রন্থ। পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরীর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হওয়া দরকার। ১৩০৬ সালে নগেন্দ্রনাথ বসু পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী প্রকাশ করেছিলেন। রসিকানন্দের রাধাকৃষ্ণলীলারসপূর (পৃ. ৪৭৩) বৈষ্ণবসাহিত্যে নতুন আবিষ্কার। এই গ্রন্থের হদিশ পূর্বে পাওয়া যায়নি। ৯০-৯৪ সংখ্যায় রামায়ণের উদ্ধৃত পাঠগুলির প্রতি এই প্রসঙ্গে গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কবিচন্দ্র ও কেশব মিত্রের ভনিতাযুক্ত হওয়ায় রামায়ণের পাঠনির্ধারণ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। ১৯৫৬ সালে মণিকা ভট্টাচার্য এই বিষয়ে বিশেষ কাজ করেছিলেন।

রুদ্রদেবের রায়মঙ্গল (পৃ ৪৮১) সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় (বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিকা ২, প্রবন্ধমালা ১, বর্ধমান সাহিত্যসভা, বর্ধমান ১৩৫১) 'প্রাচীন-সাহিত্যপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধের ২৯ পৃষ্ঠায়। অতঃপর, সাহিত্যপরিষদের ও বিশ্বভারতীর পুঁথি মিলিয়ে বিশ্বভারতী পঞ্চমখণ্ড সাহিত্যপ্রকাশিকার 'দ্বাদশমঙ্গল' গ্রন্থে (পৃ. ১২১-১৪৬) প্রাপ্ত পুঁথিদ্বয়ের সমগ্র পাঠ প্রকাশ করেছেন ১৯৬৬ / ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে।

ডাক্তার সর্ববন্ধু দে-সংগৃহীত রালদুর্গার কথা (পৃ. ৪৮১) পুঁথিখানি নানা দিক্ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই পুঁথিখানি নিয়ে সম্প্রতি কিছু গবেষণা করেছেন অধ্যাপক ডক্টর সুমঙ্গল রাণা। আমাদের পুঁথির কাহিনীটি 'মেয়েদের ব্রতকথা' (জেনারেল লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬৪) গ্রন্থে (পৃ. ১৫০-৫৩) উদ্ধৃত কাহিনী থেকে স্বতন্ত্র। অনুমান হয়, রাঢ়দেশে প্রচলিত বিভিন্ন লোককথা এই ব্রতকথায় স্থানলাভ করেছে। রাল শব্দটি রাঢ় শব্দের প্রাকৃত রূপ হতে পারে। মঞ্জুমালা সূর্যপূজা ক'রে স্বামীর কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করিয়েছিল। এ পূজা রাঢ়দেশের ধর্মঠাকুরেরও। পুঁথির আকারে পাওয়া যেতে থাকলে এ কাহিনী প্রাচীন তো বটেই। সুতরাং এটি হল রাঢ়-দেশের জাতীয় ব্রতকথা।

ফকীর বিরামের লক্ষ্মীর বন্দনার (পৃ. ৪৮৪) কথা আগেই বলেছি। সেকালের নাগরী বয়ানটি আপাততঃ উদ্ধার করা গেল না। লিঙ্গপুরাণের প্রশ্নোত্তর (৯৮) সম্পর্কে

সেকালের এটি একটি নতুন প্রচেষ্টার নিদর্শন বলা যায়। বলরামচাঁদ, রাধিকা ও নিত্যানন্দের প্রচলিত শতনাম (পৃ. ৪৮৮) থেকে এতে ভিন্ন পাঠ আছে। নিত্যানন্দের শতনাম নতুন বস্তু। অজ্ঞাত, কমলাকান্ত এবং দীনবন্ধু ঘোষের শাক্তপদাবলীর (পৃ ৪৮৯) মধ্যে নতুন পদ খুঁজে পাওয়া যাবে। দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণের শিবরামের যুদ্ধ পালার পুঁথি (পৃ ৪৯২) পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। বিশ্বভারতীর এই পুঁথিখানি নতুন সংযোজন। দুর্গারামের শিশুজ্ঞানচরিত্রের (পৃ. ৪৯৩) পুঁথির পরিচয় আমরা পূর্বখণ্ডে দিয়েছি। এটি উপরন্তু আবিষ্কার। শীতলার বিরাটপালার পুঁথি (পৃ. ৪৯৬) পূর্বে পাওয়া যায় নি। মানিক গাঙ্গুলীর শীতলামঙ্গল (পৃ. ৪৯৭) বিশ্বভারতী দ্বাদশমঙ্গল গ্রন্থে সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছেন। ১৯৭৫ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যাপক Ralph W. Nicholas ও অদিতিনাথ সরকার এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ অনুবাদ করে এর ওপর গবেষণা-পত্র রচনা করেছেন The Fever Demon and the Census Commi›sioner নাম দিয়ে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দের বাঙ্গালাদেশের শীতলাপুরাণকথা-স্বরূপে গ্রন্থখানি গুরুত্বপূর্ণ।

শ্যামানন্দপ্রকাশ (পৃ. ৪৯৭) গ্রন্থে শ্যামানন্দের বৈরাগ্য ও পরবর্তী জীবনী স্বল্প কথায় বর্ণিত হয়েছে। ১৩৩৫ সালে অমূল্যধন রায়ভট্ট গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ছাপা বই ও পুঁথির মধ্যে বড় বেশি মিল নাই। এর পুঁথি অন্যত্র কয়েকখানি আছে। বিশ্বভারতীর এই পুঁথিখানি দেখে রায়ভট্ট মহাশয়ের গ্রন্থখানি সম্পাদন করলে প্রকৃত পাঠোদ্ধার হবে আশা করছি। অজ্ঞাত ভনিতার শ্যামাসঙ্গীত নতুন। নীলাম্বর ও দ্বিজ মনমহেশের (পৃ ৪৯৯) শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণব কবিতা পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

বীরভূমের আদিত্যপুর গ্রামের শ্রীবুদ্ধদেব আচার্য 'শ্রীধর্মপুরাণ'-গ্রন্থখানি (পৃ. ৫০০) তাঁর বাড়ি থেকে সংগ্রহ করেছেন। পুঁথিখানি নানা দিক্ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বাইশ কবি মনসামঙ্গলের মতো অনেকগুলি ধর্মমঙ্গলকারের রচনাসমবায়ে এই ধর্মমঙ্গল গ্রন্থখানি গ্রথিত। গ্রন্থখানি সম্পাদনা ক'রে সাহিত্যপ্রকাশিকা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই পুঁথিতে ময়ূরভট্ট-সম্পর্কে নতুন কথা আছে। ময়ূরভট্টের বাসগ্রাম জিনদীঘি-শ্রীমোরগ্রাম নিঃসন্দেহে জানা যাচ্ছে। ময়ূরভট্টের রচনা সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করেছেন বেবী দাস।

১৬০১ শকাব্দে কৃষ্ণরাম ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করেছিলেন। রুদ্ররাম চক্রবর্তী ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধে। খুলনা অঞ্চলের এই পুঁথিখানি প্রকাশ করেছিলেন আশুতোষ দত্তগুপ্ত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। রামধন চক্রবর্তীর ষষ্ঠীমঙ্গল বড়ো রচনা। লেখকের নিবাস ছিল পীলা। রচনাকাল সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দের প্রথম ভাগ। এর পুঁথি আছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (৬২৫৭)। বিশ্বভারতীর

'ষষ্ঠীমঙ্গল' (পৃ. ৫০৬) পুঁথিখানিতে ভনিতা পাওয়া যায়নি। পল্লীশ্রী-সংগ্রহেও 'ষষ্ঠীমঙ্গলের' একখানি পুঁথি আছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে যদুনাথ দাসের সংগ্রহতোষণীর পুঁথি (পৃ. ৫০৬) 'নিরুদ্দেশ' বলা হয়েছে। কিন্তু, ১৯৬৩ সালে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুঁথিখানি বিশ্বভারতীতে বিক্রয় করেছিলেন। প্রায় অখণ্ডিত পুঁথি। পুঁথিখানির সংক্ষিপ্ত নির্যাস মুদ্রিত করা হলো। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় শকাঙ্ক পাতন করে পুঁথিখানির লিপিকাল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ বলেছেন।

১১৪-১১৮ পাঁচখানি পীরমঙ্গলের পুঁথির বিবরণ দেওয়া গেল। দ্বিজ রামনারায়ণের রচনা পূর্বে পাওয়া যায়নি। দ্বিজ গঙ্গাধর ও অসিতাচরণের রচনাও নতুন। ভগীরথ দাসের রচনাও ইতিহাসে স্থান পায়নি। ফয়জুল্লা রচিত 'গাজীবিজয়' পাওয়া গিয়াছে। ফয়জুল্লা-রচিত 'গোরক্ষবিজয়' পাওয়া গিয়েছে। সত্যপীরের পাঁচালীও পাওয়া গেল। এই তিনটি রচনা একজনেরই লেখা কিনা অথবা তিনটি রচনাই একটি বৃহত্তর কাব্যসূত্রে গাঁথা হয়েছিল, এই আলোচনার জন্যে ১১৭ সংখ্যার সেখ ফয়জুল্লার সত্যপীর পাঁচালীখানি অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া দরকার। গোহর ফকিরের সত্যপীরের পুঁথিখানি মুদ্রিত হলে পীরমঙ্গল-সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে।

আদি চণ্ডীদাস প্রমুখের সহজিয়া পুঁথিখানির (পৃ ৫২৭) কথা ইতিহাসে ধরা হয়নি। জগৎরামের সহস্রমুখ রাবণের যুদ্ধ (পৃ. ৫২৯) তাঁর বৃহত্তর রচনার সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে নেওয়া দরকার। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের পুঁথি বর্ধমান-সাহিত্যসভায় (২৭৮) এবং এশিয়াটিক সোসাইটিতে (৪৯০৫ আছে। বিশ্বভারতীর সিদ্ধসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় (পৃ ৫৩১) অভিন্ন কিনা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। সুদামাচরিত্র পুঁথির একখানি পৃষ্ঠা মুদ্রিত করা হলো এর মূল্যবান্ পুষ্পিকার খাতিরে (পৃ. ৫৩৭)। দ্বিজ রামপ্রসাদের সুবচনীকথা-র মুদ্রিত পাঠ বিশ্বভারতীর পুঁথির (পৃ ৫৩৮) সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া দরকার। অজ্ঞাত ভনিতার স্বর্ণকারের ব্যবসায়ের সঙ্কেত বা ঠারের পুঁথিখানির (পৃ. ৫৪২) উপর কাজ করেছেন সুমঙ্গল রাণা।

স্বরূপদামোদরের কড়চা (পৃ. ৫৪৫) গ্রন্থের পুঁথি উত্তরবঙ্গ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন আশুতোষ দাস।, এই পুঁথির নামান্তরে 'আশ্রয়কল্পতরু' সংক্ষিপ্তরূপে মুদ্রিত হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির (৫৩৫৩) পুঁথি থেকে। বিশ্বভারতীতে স্বরূপদামোদরের কড়চা পুঁথির মুদ্রিত গ্রন্থ আছে ; স্বতন্ত্র পুঁথিও (১৯৪৯) আছে। ১২৫ সংখ্যায় পুঁথিখানির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'স্মৃতিকল্পদ্রুম' গ্রন্থ (পৃ. ৫৪৬) পূর্বে পাওয়া যায়নি। রসিক কবির হরধনুভঙ্গ (পৃ ৫৪৮) গ্রন্থটিও নতুন। সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণির আর একখানি গ্রন্থের অংশমাত্র মুদ্রিত করা গেল হরিনামতত্ত্বতরঙ্গিণী (পৃ. ৫৫০)। ভাষার

উৎকর্ষে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর রচনা। হৃদয়রাম সৌ-এর ধর্মমঙ্গলে (১২৯) শ্রীশ্যামপণ্ডিত, ধর্মদাস প্রমুখের ভনিতা পাওয়া যাচ্ছে (পৃ. ৫৫১)।

১৯৪৬ সাল থেকে অদ্যাবধি বর্তমান গ্রন্থকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সফর করে বহু পুঁথি ও দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করেছেন। ছোটনাগপুর থেকেও কয়থী অক্ষরে লেখা বহু বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে ডাক্তার সর্ববন্ধু দে-এর সহায়তায়। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে পুঁথি উপহার দিয়েছেন এবং বিক্রয় করেছেন। উপহার-প্রদাতৃগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন স্বর্গত ব্যরিষ্টার তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কর্মকর্তাস্বরূপে তাঁর বহুমুখী প্রেরণায় বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগের কাজ তখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালে বাঙ্গালা পুঁথির সংখ্যা ছিল ৬২৪০।

বিশ্বভারতীর পুঁথি-সংগ্রহ থেকে নাথ-সম্প্রদায় ও নাথ-সাহিত্যের উপর একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ 'গোর্খ-বিজয়' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে এবং প্রকাশমাত্র গ্রন্থখানি পণ্ডিতমহলে সমাদৃত হয়। ১৯৫১ সাল থেকে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথি-সংগ্রহের বিশদ-বিবরণী 'পুঁথি-পরিচয়'-গ্রন্থমালা প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিহাসে ও সঙ্কলনে 'পুঁথি-পরিচয়' অভিনব গ্রন্থ। ইতঃপূর্বে এর তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৮৬ সালে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো একটি অভিনব সাহিত্য-সংকলন গ্রন্থের আকারে। দলিল-দস্তাবেজ-সংগ্রহ থেকে একখানি নতুন ধরনের গ্রন্থ 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' প্রকাশ করা হয় ১৯৫৩ সালে। এর প্রবেশক খণ্ডগুলি বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে। পূর্বার্ধ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৮ সালে। অপরার্ধ প্রকাশের অপেক্ষায় এখন প্রেসে আছে।

বিশ্বভারতীর পুঁথিবিভাগে রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজের তখন (খৃ ১৯৫১) সংখ্যা ছিল সাকুল্যে হাজারখানেক। ১৯৫৮ সালে শ্রীনিকেতনের সন্নিহিত সুরুল গ্রামের সরকার-বাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজার কান্তিভূষণ সরকার তাঁদের মহাফেজ-খানা থেকে ব্যক্তিগত সংগ্রহ অংশতঃ বিশ্বভারতীকে দান করেন। ফলে, এই সংখ্যা সম্প্রতি প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বভারতী-সংগ্রহের অখণ্ডিত ও অপরিজ্ঞাত লোকসংস্কৃতিবিষয়ক পুঁথিগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে 'সাহিত্য-প্রকাশিকা'-গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এর ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অদ্যাবধি বাঙ্গালা পুঁথিবিভাগ থেকে একুনে পনেরাখানি মৌলিক প্রামাণ্য গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ করা হচ্ছে। পদমেরুগ্রন্থ-প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।

১৯৪৭ সাল থেকে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা-বিভাগের অধ্যাপক বর্তমান গ্রন্থকার বাঙ্গালা পুঁথি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং এখনো করছেন। পুঁথি-বিভাগের সংরক্ষক (১৯৫৭) ও সম্পাদক (১৯৫৯) স্বরূপে তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশ্বভারতীর ও অন্য নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রী বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগে এসে গবেষণা করে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন। বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগে পুঁথি-সংগ্রহ, পুঁথির তালিকা-প্রস্তুত, পুঁথি-সম্পাদন, গ্রন্থ-প্রকাশ ও গবেষণার কাজ ১৯৪৬ সাল থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। অধ্যক্ষ ভূদেব চৌধুরীর পরিচালনায় ১৯৭৪ সাল থেকে জোরকদমে চলছে।

প্রস্তুত খণ্ডে চতুর্থ পর্যায়ে বিশ্বভারতীর সাবেক সংগ্রহ ব্যতীত যাঁদের সংগৃহীত পুঁথিগুচ্ছ আলোচিত হয়েছে তাঁরা হলেন—তারকদাস মহন্ত, সর্ববন্ধু দে, রামরতন রায়, অক্ষয়কুমার কয়াল, অমলেন্দু মিত্র, সুমঙ্গল রাণা, কামাখ্যাচরণ ঘোষ, পশুপতি রায়, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, গৌরহরি সাহা, কালিদাস দত্ত, বিমলকুমার দত্ত, পঞ্চানন মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল চন্দ্র মৈত্রেয়ী বসু, অনিলকুমার চন্দ, সুধীরকুমার মাজী, বন্ধুদাস উপাধ্যায়, বুদ্ধদেব আচার্য, বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। —এঁদের প্রত্যেকের প্রতি সকৃতজ্ঞ সাধুবাদ নিবেদন করা গেল।

১৯৭৪ সাল থেকে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগে অধ্যক্ষ ভূদেব চৌধুরীর প্রেরণায় নবপর্যায়ে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। পুঁথি-সংগ্রহ, পুঁথি-পাঠ, পুঁথি-গবেষণা ও পুঁথি-প্রকাশের বহুমুখী কর্মধারা বেয়ে কাজের প্রবাহ চলেছে অব্যাহতগতিতে। প্রস্তুত গ্রন্থ প্রকাশের ঋত্বিক্ হলেন ভূদেব চৌধুরী। আমি যদি অধ্বর্যু'র ভূমিকা গ্রহণ করে থাকি, তন্ত্রধারকের কাজ করেছেন পুঁথি-বিভাগের প্রায়োগিক সহকারী বুদ্ধদেব আচার্য। বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুরজিৎচন্দ্র সিংহের সহানুভূতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হয়। সন্দেহস্থলে বুদ্ধির যোগান দিয়েছেন অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতীর গবেষণা প্রকাশন-সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক পশুপতি শাসমল ধন্যবাদার্হ। বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগের কর্মী গৌরহরি সাহা, অচিন্ত্যকুমার বিশ্বাস ও দীনবন্ধু ঘোষের অবদানও কম নয়। শ্রীলক্ষ্মী প্রেসের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। কর্মিগণের নিপুণতা ও তৎপরতার তুলনা নাই।

বিদ্যাভবন
শান্তিনিকেতন
শ্রীপঞ্চমী. ১৩৮৬
২২।১।১৯৮০

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
অধ্যাপক, সংরক্ষক-সম্পাদক
বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগ

১ আজন্ধার কেচ্ছা

গরীব তৈয়ব

পুঁথিসংখ্যা ১৫৩৮। পত্রসংখ্যা ৮৪। অখণ্ডিত। আকার ৮১/২"×৫১/২"। লিপিকাল আনু ১২০১ সাল। সত্যপীরপালার নূতন কাহিনী। বীরভূমের রাজনগর এলাকায় হরিশপুর গ্রামে প্রাপ্ত পুঁথি। সম্পূর্ণ পালাটি মুদ্রিত হইল। আধার তুলট।

আল্লা আল্লা বল ভাই নবি কর সার। হরদোমে জিগির কর মহাম্মদ মাদার ॥
আল্লা নবি দিনে ভাব মন করিঞা স্থির। কলিযুগে জাহির মিঞা দেওান সত্তপীর ॥
ছাহেব অনাথের নাথ মিঞা সত্তপীর। কোন মতে দুনিঞাতে হইবেন জাহির ॥
দুনিঞাতে জত লোক আছে মোছলমানে। সত্তপিরের কারামত তারা সবাই জানে ॥
হিন্দু লোক নাহি জানে দেওান সত্তপিরে। তেকারণে হিন্দুলোক পূজা নাহি করে ॥
এতেক ভাবিঞা মনে ছাহেব সত্তপিরে। নফর মাঙ্গাঞা নিল আপন হুযুরে ॥
দেওান বলেন বাত ছিদ্দিকা নফরে। বান্ধহ কোমর জাব অজদ্ধা নগরে ॥
নফর যুনিল জদি দেওানের কথা। ভাবিতে লাগিল তবে হেষ্ঠ কর‍্যা মাথা ॥
ছিদ্দিক বলেন দেওান যুনহে বচন। অজধ্যা নগর জাবে মরিবার কারণ ॥
যুর্জবংসে চুড়ামণি দসরত রাজা। দেবগন্ধর্ব্বলোকে জার করে পূজা ॥ ১]
[২ জার ঘরে নারায়ণ জন্মিল আপুনি। তাহার মহিমা আমি কি কহিতে জানি ॥
কৈসল্লের ওদরে জন্ম কোমললোচন। বৈমত্র ভাই জার ঠাকুর লক্ষ্যন ॥
বহুত করেন কৃপা লক্ষ্যনের তরে। জেমন সহদর ভাই জে এমন কেবা করে ॥
জেন একুই মাএর গর্ব্বে জন্মে দুই ভাই। এমন পিরিতি আমি কভু দেখি নাই ॥
ভারত সত্রঘন তার আর দুই ভাই। তাহার মহিমা কিছু তোমাকে সোমজাই ॥
জেকালে পড়িল লক্ষন শক্তিসেল বানে। অউখদ লাগিঞা গেল বির হনুমানে ॥
গন্ধমাধনে দেখ হনুমান চলে। যুর্জ্জঠাকুরকে পথে দাবিল বগলে ॥
মিতা বলিঞা তাখে বগলে দাবিঞা। গন্ধমাদনে দেখ প্রবেসিল জাঞা ॥
গন্ধমাদনে হনুমান প্রবেস করিল। খুজিঞা যউখদ পর্ব্বতে নাই পেল ॥
না পাইঞা অউখদ হনু ভাবেন তোথায়। ২] [৩ পর্ব্বত উপড়িঞা তবে করিল মাথায় ॥
মস্তকে পর্ব্বত কর‍্যা আইসে কতদূর। আসনে বসিঞা ছিল ভরত ঠাকুর ॥
ভরত বলে এমন কেবা আছে বলমান। আকর্ণ পুরিঞা তবে পুরিল সন্ধ্যান ॥

গণ্ডিবান মের‍্যাছিল হনুমানের বুকে। খেতিতলে পড়ে হনু রঘুনাথে ডেক্যে ॥
রাম শব্দ করিঞা জখন পড়িল হনুমান। য়ুনিঞা ভরথের তবে উড়িল পরান ॥
না বুঝিঞা বান মারিলাম কোন সেবকে। রাম সব্দ বল্যা তবে কোন সেবক ডাকে।
হাথে ধনুক বান করিলা পত্রআন। হনুমানের কাছে গিঞা দিল দরসন ॥
কহ বাপু হনুমান পবননন্দন। কি কারণে কোন পথে কর‍্যাছ গমন ॥
হনু বলে লক্ষন পড়্যাছে সক্তিসেল বানে। অউখদ আনিতে গেলাম গন্ধমাদনে ॥
চিনিতে না পারি অউখদ দারুন পর্ব্বতে। পর্ব্বত মস্তকে কর‍্যা জাছিলাম পথে ॥ ৩]
[৪ না বুঝিঞা বান তুমি মেল্যা কি কারন। তোমা হৈতে হৈল তবে লক্ষনের মরন ॥
এতেক বচন জখন ভরথ য়ুনিল। হায় সব্দ বল্যা ভরথ ধরণি পড়িল ॥
কহ বাপু হনুমান কি হইবে উপায়। কেমন প্রকারে লক্ষন প্রানদান পায় ॥
হনুমান বলে তবে মন বুঝিবার তরে। কেহু তুল্যা দেয় জদি তবে জাই ধিরে ধিরে ॥
য়ুনিঞা ভরত ঠাকুর কোর্দ্ধগতি হঞা। ধনুকের ছলে পর্ব্বত দিল উঠাইঞা ॥
গণ্ডিবান মার‍্যাছিল পর্ব্বতের তলে। বান তেজে পর্ব্বত উড়ে গগনমণ্ডলে ॥
হনুমান জে কোমন রামের সেবকে। লাফ দিঞা পর্ব্বতট ধরিল মস্তকে ॥
পর্ব্বত লইঞা আইল রামের সন্নিধান। অউখদ প্রবেসে দেখ বাচিল লক্ষন ॥
চারি ভাই যুদ্ধ্যাপতি ঐচ্ছে বলমান। জার বানে ত্রিভুবন হয় কম্পবান ॥ ৪]
[৫ জাহির হইতে চাহ অজর্দ্ধা নগরে। পিপিড়াকে পাখ উঠে মরিবার তরে ॥
এতেক বচন জখন দেওান জিউ য়ুনি। খল খল হাঁসেক জগতের মুনি ॥
বাছা তারা বটে যুর্দ্ধ্যাপতি বিরে মহাবির। আমী কেবল বাছা কাঙ্গাল ফকির ॥
কাঙ্গাল ফকির আমি ভিক্ষা মাগি খাই। না জানি ঝগড়া বাছা না জানি লড়াই ॥
তারা বটে যুর্দ্ধ্যাপতি হাতে গণ্ডিবান। আমার হাতিআর কেবল আএত কোরান ॥
কোরানের আএত জদি ফিকিঞা মারিব। হুকুম আল্লার তাখে গাওবত কর‍্যা দিব ॥
জাহাকে ফিকিঞা মারি আএতের বানি। পুনুরুপি উঠিঞা না খাএ ঘাস পানি ॥
গাওবত করিতে হুকুম নাহিক আল্লার। বাআবাদ করিতে হুনিঞা সর্ত্তি অবতার ॥
চল চল অরে বাছা সঙ্গে চলহ তুমি। কাঙ্গাল ফকিরের দেখিবি মরদমি ॥ ৫]
[৬ নফর বলে ভাল বলিলে গোসাঞি। বিদায় হইঞা আসি জননির ঠাঞি ॥
জননি বিদায় জদি দেয় অনুরঙ্গে। গুছুড়ি বহিঞা তবে জাব তোমার সঙ্গে ॥
দেওান বলেন তবে য়ুন অরে বাছা। মাকে ছেড়্যা অন্য পির মনে সেই মিছা ॥
মা বাপের খেদমত করিতে জদি জানি। ঘরে বস্যে পাই তবে কেরামত খানি ॥
য়ুন য়ুন অরে বাছা য়ুন মন দিঞা। মাএর নিকট আইস বিদাই হঞা ॥

ষুনিঞা নফর তবে করিল গমন। জননির কাছে জেঞা দিল দরসন ॥
জোড় হাতে কেবল বলিছে খাড়া হঞা। ওদরে রাখিল মা গ কিসের লাগিঞা ॥
তাহা বাদে ষপে দিলে সর্ত্তপিরের ঠাঞি। তার চাকরি করিতে মোর তাগদ নাঞি ॥
হুকুম কর গ মা জাই গ দুরান্তরে। মাতারি বলে রে বাছা কি বলিব তোরে ॥ ॥৬]
[৭ সর্ত্তপির নাম দেখ অমুল্ল রতন। তারে নিন্দা কর বাছা কিসের কারন ॥
গরিব তৈয়বে গায় সত্তপিরের পাএ। আল্লা আল্লা বল ভাই দুক্ষ্য দুরে জায় ॥

ছিদ্দিক খোসাল হৈল ষুন্যা মাত্রর কথা। তাগিদ চলিঞা জায় সত্তপির জোথা ॥
চলহে দেয়ান ছাহেব আর নাহি ডর। আমি গোলাম তোমার সঙ্গের নফর ॥
ষুনিঞা দেওান জিউ খোসালিত হঞা। দড়ি কড়ি গুদড়ি গলাতে গাথিঞা ॥
ছিড়্যা চতুনি দেখ মস্তকে বান্দিল। বহুত নিআলির দড়ি কোমরে নেপটীল ॥
কতকালের গুদড়ি তুলিঞা দিল গায়। কানা কড়ি গলাতে গাঁথে বাগছাল তায় ॥
গলাতে গাঁথি নিল হেনি গুজরাট। বাঘের চামড়া কাঁন্ধে চৌদিগে সাট ॥
ছিট্যাখুট্যা গুদড়ি কোমরে বান্দিঞা। অজদ্ধ্যা নগর জায় আল্লাকে ভাবিঞা ॥ ৭]
[৮ হাথে নিলেন রাঙ্গা লাঠি কান্ধে নিল ছাতা। কেবল পাঁজরা সার তাহে নাহি পাতা ॥
নফর লইঞা সঙ্গে করিল গোমন। অজর্দ্ধ্যা নগরে জাঞা দিল দরসন ॥
ছাহেব অনাথের নাথ ভাবেন সর্ত্তপির। কোন রূপে অজর্দ্ধ্যাতে হইব জাহির ॥
সহরে জতেক সিষু একুই ঠাঞি জড়। ফকিরে দেখিঞা তারা আনন্দ হৈল বড় ॥
সভে বলে অরে ভাই মন কররে স্থির। কোথা হৈতে আইল দেখ্য বাউলা ফকির ॥
কত কালের পুরান গুদুড়ি দিঞা গায়। গাত্রর গন্ধে কত ভূত প্রেত পালায় ॥
মাথার চতুলি ওহার দেখ খাড়া হঞা। পথে ঘাটে ছিট্যা কানি এন্যাছে কুড়াঞা ॥
গলায় গাথিঞা দিঞাছে বহুত কানাকড়ি। কোমরে বেন্ধ্যেছে দেখ বহুত নিআলি দড়ি।
কেহু বলে উহার গুদড়ি কেহ কেড়্যা। কেহু বলে মাঠ দিঞা নিঞা চল তেড়্যা ॥ ৮]
[৯ আর শিষু বলে ভাই মেরা বাত ষুন। গুদড়ি ভিতরে ওহার মেটাহ আগুন ॥
হাসিঞা বলে ভাল বলিলে আমারে। তবে কত কালের গুদড়ির ছারপোকা মরে ॥
বড়ই আনন্দ সিষু এই কথা বলি। দেআনের পেছু পেছু দেয় হাততালি ॥
তামাম ছাওাল তারা হাততালি দিঞা। দেওানের পিছে পিছে জায় জে চলিঞা ॥
দেওান বলেন কোটওল মজাক পানি ঘোরে। পাচ্ছাত বুজিঞা বিবি ইহার খবরে ॥
এত বল্যা পিরের মাএআ বুজা নাঞী গেল। দেখিতে দেখিতে পির গাএব হঞা গেল ॥
তামাম ছাওাল তারা দেখে খাড়া হঞা। দত্তেক মঝারে পির গেল গাএব হঞা ॥

ছাহেব অনাথের নাথ মিঞা সত্তপির। কেমন প্রকার আমি হইব জাহির ॥
এক কাঙ্গাল ব্রহ্মন আছে অজৰ্দ্ধ্যানগরে। পুৰ্ব্ব হইতে কথা কহি সভাকারে ॥ ৯]
[১০ ভিক্ষ্যা মাগ্যা খাএ দিজ মনে দুখ বাড়া। পুত্র নাহিক তার জনম আঁঠকুড়া ॥
বড়ই দুখিত ব্রহ্মন ভাবেন অন্তরে। বার বৰ্চ্ছ'র একভাবে সিবপুজা করে ॥
বার বৰ্চ্ছ'র পুজা করে সেই জে ব্রাহ্মন। তুষ্ঠ হঞা পুত্রবর দিল জে ত্রিলোচন ॥
মহাদেব বর দিল ব্রাহ্মনের তরে। দেবতার প্রসাদে তার দুই পুত্র ঘরে ॥
হরসিত ব্রহ্মন দুটি পুত্র পাইঞা। বড়ই আনন্দ সেই বাছার মুখ দেখিঞা ॥
হররোজ ভিক্ষা করে সেই জে ব্রাহ্মন। ভিক্ষা মাগিঞা করে ওদর পালন ॥
বিধার ফের হৈল ষুন তাহার বাত। তিন রোজ ব্রহ্মনের ঘরে নাহি ভাত ॥
তিন দিন তিন রাত্রি রঞা অনাহারে। সহরে চলিঞা জায় ভিক্ষ্যার খাতিরে ॥
ভিক্ষ্যা করিতে হোথা গেল ব্রাহ্মণ। উটাটোন করে হেথা ব্রহ্ম'নির মোন ॥ ১০]
[১১ ব্রাহ্ম'নি বলে আমার সব হইল আলি। পড়সির ঘরে ধার কর‍্যা আনি চালি ॥
ব্রহ্মন ঠাকুর গিঞাছে ভিক্ষ্যার লাগিঞা। সকাল রন্ধন করি ছিন্নান করিঞা ॥
দুটি বালক দুটি পালঙ্গ ওপরে। সিন্নান করিতে নারি জায় সরবরে ॥
আছমানে হইছে দেখ ডেড় পহর বেলা। সত্তপির নানামতে পাতে মাএআ খেলা ॥
ছাহেব অনাথের নাথ ভাবে মাএআ করি। ব্রাহ্মনের দুটি বালক আমি করি চুরি ॥
ভাবনা করিঞা পির করিলা গোমন। ব্রাহ্মনের ঘরে জেঞা দিল দরসন ॥
জে ঘরের মেঝ্যাতে বালক দুটি ছিল। সেই ঘরে জেঞা উপনিত হৈল ॥
আল্লা আল্লা বলিঞা ছাড়েন অহঙ্কার। মর্ত্ত পাতালে হৈল ষুলঙ্গ দুআর ॥
দুই বালক দুই বগলে দাবি লঞা। পা[তা]লের পুরে গেল ষুলঙ্গ বাহিঞা ॥
বলি রাজার মহল জেখানে আছিল। ১১] [১২ তাখে অধিক চারি জেজন নিচে নামিল ॥
ছাহেব অনাথের নাথ কৈল নানা রঙ্গ। হুকুমে হইল তোথা ষুবর্ণ পালঙ্গ ॥
পালঙ্গ ওপরে দুটি বালক রাখিঞা। বহুত করিল মেহের বালক লাগিঞা ॥
গরিব তৈয়বে ইহা করিল রচন। আল্লা আল্লা বল ভাই তামাম মুমিনগন ॥

হেথা ব্রাহ্ম'ণি দেখ করিলা ছিনান। বালকের লাগি মন সদাই উটাটান ॥
চুরি হইল দুটি বাছা নাহি তার ঘরে। তায় কান্দিনি মাএর মন উটাটান করে ॥
জাহার মাতারি নাঞি সেই অভাগিআ। সংসারে বেড়ায় সেই লোটাইঞা লোটাআ ॥
সংসারের মৰ্দ্ধে মা বই রে ধন নাঞি। মা মা বলিঞা ডাকে বালক বিকুলি সদাই ॥
মাএর যেমন প্রান পোড়ে বাছার তেমন নয়। মা বিনে বাছার তনু ধুলায় লোটায় ॥

তেমনি ব্রাহ্মনির বাছারে গেল চুরি। কতেক ভাবনা করে সেই ব্রাহ্মনের নারি ॥ ১২]
[১৩ বাছাকে সোআইঞা আইল করিতে ছিন্নান। দুধের লাগিঞা বাছার মুখাইল পরান ॥
জদি বা চেতন হয় দুধের লাগিঞা। পাছে কান্দে বাছা মর গড়াগড়ি দিঞা ॥
সিন্নান করিবেক কি অন্তবেস্ত হইঞা। ঘরকে তোরাঙ আইল কলসি লইঞা ॥
নামাইঞা কলসি বস্ত্র না বুদলে। ঘরে সন্তাইল নারি উলঙ্গ চুলে ॥
ঘরে ত দেখিল বাছা নাহিক বিছানে। আছাড় খাঞা নারি পড়িল অচেতনে ॥
কতক্ষ্যনে ব্রাহ্মনি চেতন পাইল। বাছা বাছা বল্যা রামঃ কান্দিতে লাগিল ॥
বহুত রোদন করে বাছা বাছা বলি। না দেখিঞা মাএর প্রান করিছে বিকুলি ॥
কোথা গেলি অরে বাছা অভাগিনি ছাড়িঞা। কালিনি মাএর প্রান জায় বিদরিয়া ॥
তোমা বিনে অরে বাছা দিনে অন্ধকার। এমন অধম জিউ না রাখিব আর ॥
মৎস্য জানে গহিন গম্ভির পক্ষি জানে ডাল। মাএ জানে বাছার বেদন প্রান পোড়ে জার ॥ ১৩]
[১৪ সিব আরাধিঞা জত্নে দুটি পুত্র পাইল। কোন পাপফলে মুঞি বাছা হারাইল ॥
বহুত রোদন করে না দেখে বাছারে। ভিক্ষ্যা মাগিঞা ঘর আইল দিজবরে ॥
আসি দেখিল ঘরে ব্রাহ্মনির রোদন। পুছিতে লাগিল তুমি কান্দ কি কারন ॥
ব্রাহ্মনি বলে ঠাকুর সর্ব্বনাস হইল। আমার সোনার জাদু কেবা হরে নিল ॥
বাছাদিগ্যে সোঙাঞাছিলু* পালঙ্গ ওপরে। সিনান করিতে মুঞি গেলাম সরবরে ॥
আসিঞা দেখিলাম ঘরে সোন হে গোসাঞী। সোনার জাদুআ চান্দ ঘরে কেনে নাঞি ॥
কি জানি মাএর বাছা কেবা কৈল চুরি। চির্ণ্য কিছুই নাঞি গোসাঞী নেবেদন করি ॥
এমনি মুনিঞা মনি ব্রাহ্মনির ওত্তর। আকাস ভাঙ্গিঞা মুণ্ডে পড়িল বজ্জর ॥
ভূমিতে পড়িঞা মুনি গড়াগড়ি জায়। বাছা বিহানে বুক ধরা নাহি জায় ॥ ১৪]
[১৫ বাছা বিহানে দুনিঞা সকল অসার। তোমা বিনে অরে বাছা সকলি অন্ধকার ॥
খেত্তিতলে পড়্যা দিজ অচেতন হইল। পুত্রবুকে মরিবাকে কাটারি কাড়িল ॥
কান্দিতে কান্দিতে কথা পড়্যা গেল মোনে। পূর্ব্বে জখন বর দিল ত্রিলোচনে ॥
আমার বরে হবে তোমার কোলে নোন্দন। মাতা পিতার পাপ হৈলে পুত্রের মরন ॥
মা বাপের পাপ জদি না থাকে সংসারে। রার্জ্জিধর হয়[না] জদি পাপকর্ম্ম করে ॥
রাজার পাপ থাকে জদি মুন হে ব্রাহ্মন। বরে পাইলে দুটি পুত্র অবস্য মরন ॥
খেত্তিতলে পড়্যা ব্রাহ্মন এই মনে করে। কোন পাপফলে আমার দুটি পুত্র মরে ॥
মনে মনে ব্রাহ্মন মুক্তি বিচারিল। আপনার পাপের লেষ দেখিতে ন পেল্য ॥
ব্রাহ্মনিকে ডেক্যা বলেন মনস্তাপ। আপনে জানহ কিছু করিঞাছ পাপ ॥
মুনিঞা ব্রাহ্মনি তবে ই সব কথা। ১৫] [১৬ ভাবিতে লাগিল তবে হেঙ্গ কর্য়া মাথা ॥

পুর্ব্ব হইতে জত কথা বিচার করিল। পাপের লেস কিছু দেখিতে না পাইল ॥
এক কথা ব্রাহ্মনির পড়্যা গেল মোনে। ঠোন কর্যাছিলাম নন্দাইএর সনে ॥
তাহাতে জদি পাপ হয় সোন হে গোসাঞী। বিচার করিঞা দেখ আর দোস নাঞি ॥
ষুনিঞা ব্রাহ্মন এবে এই কথা বলে। টোন করিলে নারির পাপ নাহি ফলে ॥
মনেত জানিলাম আমি এই কথা সোজা। এইত সহরে দেখ দসরথ রাজা ॥
তাহা পুত্র্ব রঘুনাথ সিতা জার নারি। দুষ্ঠ রাবনে জার সিতা করিল চুরি।
সেই সিতা উর্দ্ধারিঞা ঘরকে আনিল। তার পাপফলে আমার দুই পুত্র্ব মইল ॥
সিতা নঞা রঘুনাথ পুনু গেলা বনে। রাৰ্ত্তি ষুপিঞা গেলা ভাই জে লক্ষনে ॥
লক্ষ্যন বসিঞা আছেন পাটের ওপরে। আমি ব্রহ্ম্যহত্যা দিব লক্ষ্যনের ওপরে ॥ ১৬]
[১৭ ই বোল বলিঞা দিজ হাথে ছুরি নিঞা। লক্ষ্যনের সাক্ষাতে প্রবেসিল্যা জাঞা ॥
ষুনহ লক্ষ্যন ঠাকুর বলি জে তোমারে। তোমাদের পাপে আমার দুটি পুত্র্ব মরে ॥
সিতাকে করিল চুরি লঙ্কার রাবনে। চুরি কর্যা রাখে সিতা অসকের বনে ॥
রাক্ষ্যসের মাএআ কেবা বুঝিবাকে পারে। সিতা লইঞা রাবন রাজা কত কৃড়া করে ॥
কত পাপ কৈল সেই অসোক ভিতরে। তাখে উর্দ্ধারিঞা পুনু রাখে জে ঘরে ॥
পাপে মজিল রাজ্য ই তিন ভুবন। তে কারনে মৈল মর পুত্র্ব দুই জন ॥
পালঙ্ক ওপরে মোর দুটি পুত্র্ব ছিল। অচর্ম্মিতে দুই বাছা কেবা হর্যা নিল ॥
আপনার ভাল চাহ ষুন মন দিঞা। আমার বালক দুটি দেহ জে আনিঞা ॥
জদি পুত্র্ব নাই দিবে সোন অতপর। ভস্ম করিব তোমার অজর্দ্ধা নগর ॥ ১৭]
[১৮ গরিব তৈয়বে গায় ভাবিঞা দেওান। আল্লা আল্লা বল ভাই জত মোছলমান ॥

লক্ষ্যন বলেন ঠাকুর ষুন দিজবরে। জত দেখ মাএআ পচুঅতে ইহা করে ॥
সাত ভাই পচুআ সোন তার বানি। সাত ভাই মধ্যে তার একটি বহিনি ॥
জখন জাহাকে দে পচুআ জেঞা লাগে। তাহার বচন কিছু বলি তোমার আগে ॥
বালক থাকে দেখো আপনার ঘরে। পচুআর বহিনি তার গলা দেব্যা মারে ॥
সাত ভাই থাকে পিছাড়ে ডাণ্ডাইঞা। মরা ছেল্যা হাথে হাথে দেয় বাড়াইঞা ॥
পচুআর বহিনি দেখ ছাওাল রূপ ধরে। কলা কর্যা পড়্যা থাকে বিছানের ওপরে ॥
মএআ কর্যা পড়্যা থাকে বিছানে মষুদা। জননি তখন তার মুখে দেয় জে সুদা ॥
মাএর বাছা হয় তবে দুদ খাএ টান্যা। মএমা কর্যা পড়্যা থাকে চায় চাল পানে ॥ ১৮]
[১৯ ষুন হে ব্রাহ্মন ঠাকুর নিবেদন করি। পচুযাতে তোমার দুটি পুত্র করিল চুরি ॥
জে হইবার তা হইল বলি তোমার কাছে। জন্মিলে সংসারের মাজে মরন দেখ আছে ॥

অফবাদ খেমা কর জাহ আপন ঘরে। আরবার বালক হইলে বল্য সিঞা মোরে ॥
জেই ডণ্ডে বালক গিরিবেক মহিতলে। সেই দণ্ডে সোমাচার দিয় কুতুহালে ॥
সেই দণ্ডে সমাচার পাই জদি কথা। গুষ্টিযুর্দ্ধা পচুআর কাটিব মাথা ॥
বহিনি সমেত তার পাঠাব জোমপুরে। তবে সে বাচাব তোমার কোলের কোঙরে ॥
বাচাইতে নারি জদি তোমার নোন্দন। অগ্নিকুণ্ড কর‍্যা তবে তেজিব জিবন ॥
সর্ত্তি করিলাম ঠাকুর তোমার সাক্ষাতে। দোহাই শ্রীরামের জদি না পুড়ি অগ্নিতে ॥
মুনিঞা ব্রাহ্ম´ন তবে সোক সামালিল। পুনুরুপি মুনি গোসাঞি ঘরকে যাইল ॥
বিষম পিরের মাএআ কে বুঝিতে পারে। খির্দ্ধা হইল বড় ব্রাহ্ম´নের সরিরে ॥ ১৯]
[২০ খুদা লাগিল হেথা ঘরে কিছু নাঞি। মাগিঞা ওদর পুর্ন করেন গোসাঞি ॥
জেইমাত্র অন্ন´জল সরিরগত হইল। পুত্রসোক বেরাহ্ম´ন সব পাসরিল ॥
এইমত তেমুনি গোসাই করে গুজরান। কত রোজ গুজরিল যুনহ বিধান ॥
বিধাতার মাএআ কিছু বুঝা নাঞি গেল। পুনুরুপি ব্রাহ্মনি গর্ব্ববতি হইল ॥
ছ্রাতে উজান হৈল ব্রাহ্ম´নির মুখ। দেখিঞা ব্রাহ্ম´নের বড় বাড়্যা গেল যুখ ॥
এক দুই মাস গভ হইল জানাজানি। আন দিনে আন মুত্তি ব্রাহ্মনের রমনি ॥
পাঁচ ছয় মাস দেখ নিয়ড়িঞা গেল। দস মাস দস দিন পুন্নিত হইল ॥
দসমাসে খোলা গেল লোহার কেওাড়। পরস হইল নারি মহলের আড় ॥
চন্দ্রবদনি নারি য়বনি লোটায়। ছাওাল মানিক এক প্রসবিল তায় ॥ ২০]
[২১ কাঞ্চন জড়িত কিব্যা যুর্জ্জ প্রকাসিল। ছাওালের রুপে ঘর উজাল হইল ॥
ব্রাহ্ম´নের ঘরে বালক হইল জখন। আনন্দিত হইল বড় ব্রাহ্ম´নের মোন ॥
পুর্ব্বকথা ব্রাহ্ম´নের পড়্যা গেল মোনে। এক কথা কহিঞাছিল ঠাকুর লক্ষ্যানে ॥
সেই কথা ব্রাহ্ম´নের পড়্যা মোনে গেল। পুনুরুপি লক্ষনের কাছেতে আইল ॥
রাজ্জীপাটে বস্যা আছে ঠাকুর লক্ষন। দক্ষিনে বসিঞা আছে পবননন্দন ॥
হেন বেলায় মুনি প্রবেসিল আইস্যে। আসিস করিলেন সেইখানে বইস্যে ॥
কহিতে লাগিল কথা যুন হে লক্ষ্যান। হঞাছে বালক মোর যুর্জ্জের কিরন ॥
আপুনি কহিঞাছিলে বাচাবার তরে। সোমাচার দিতে আইলাম তোমারে ॥
চঞ্চালিতা হৈল তবে জে ঠাকুর লক্ষ্যান। হনুমানকে সঙ্গে করি করিল গোমন ॥
ব্রাহ্ম´নি আইসে দেখ আগু আগু ধেঞা। আপনার ঘরে সে প্রবেসিলা সিঞা ॥ ২১]
[২২ চারি পহর রাত্রি দেখ গুজরিঞা গেল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল ॥
লক্ষ্যান বলেন যুন পবননন্দন। কোনরুপে বাচাইবে বাছার জিবন ॥
হনুমান বলে তখন লক্ষ্যান গোচরে। কোন মতে বাচাইব আজ্ঞ্যা কর মোরে ॥

লক্ষ্যন বলে বাছা কথার যুনহ জড়। মহল ঘেরিঞা দেহ লেঙ্গুড়ের গড় ॥
গড়েড় ঘেরিঞা দেহ ব্রাহ্মনের বাড়ি। হাতে গণ্ডিবান আমি আপনি পহরি।
মুকেদ হইঞা বাছা জাগহ সাবধান। আসিবেক পচুআর বধিব জে পরান ॥
সাবধানে থাকো বাছা হাথে খড়্গ করি। পচুআর বংসনাস কর পাঠাও জোমপুরি ॥
হনুমান বলেন যুন হে গোসাঞি। লেঙ্গুড় বাড়াইতে কিছু পরমাদ নাঞি ॥
ছারখার করিঞাছি লঙ্কার জে গড়। লেজে বেড়াইল জত লঙ্কার কাপড় ॥
লঙ্কার কাপড়ে দেখ লেজে নাই আটে। ছারখার করিলাম পুরি বলি জোড় যুঠে ॥ ২২]
[২৩ লক্ষ্যনের আজ্ঞ্যা পাইঞা বির হনুমান। দেখিতে দেখিতে হৈল পর্ব্বত সোমান ॥
লক্ষ্যন হইলা চৌকি পহরি হনুমান। হোথা অন্তরে জানিলেন সর্ত্তপির দেওান ॥
পির বলে পুত্র্ হইল ব্রাহ্মনের ঘরে। চুরি করি আনি গিঞা যুলঙ্গ দুআরে ॥
যুলঙ্গ বাহিঞা আইলেন সর্ত্তপির। ব্রাহ্মনের ঘরে হইলেন জে হাজির ॥
জননি জাইছে নির্দ্রা পুত্র্ কোলে নিঞা। কোলে হৈতে সর্ত্তপির নিল ছিনাইঞা ॥
ব্রাহ্মনের পুত্র পির ছিনাইঞা নিল। যুলঙ্গ দুআরে আইসে প্রবেস করিল ॥
জতন করিঞা নিল আপনার কোলে। প্রবেস করিল এস্যা সপ্তম পাতালে ॥
যুবর্ণ পালঙ্গে জোথা আছে দুই ভাই। ইহ সিষু নিঞা পির গেলেন তোথাই ॥
তিনটে বালক হৈলো একিঠাঞি জড়। দেখিঞা পিরের আনন্দ হইল বড় ॥ ২৩]
[২৪ চেচাঞা ছাওাল জখন রা কেড়্যাছিল। ছাওালের রাএ মাএর নিন্দ ভঙ্গ হৈল ॥
উঠিঞা দেখিল কোলে নাইক নোন্দন। গড়াগড়ি দিয়া তবে হরিল চেতন ॥
অনক্ষ্যনে ব্রাহ্মনি চেতন পাইঞা। বাছা বাছা বল্যা ডাকে ব্যাকুল হইঞা ॥
কোথা গেলে মুনি ঠাকুর সর্ব্বনাস হৈল। কোলে হৈতে বাছা মোর কেবা হর্‌্যা নিল ॥
অস্তবেস্ত ব্রাহ্মন আইল সেই ঘরে। ব্রাহ্মনির রোদন দেখে ধুলায় ধোসরে ॥
কি হইল বলিঞা ডাকেন পরিত্র্যাঞি। কি করিব মোহাদেব ব্রহ্ম্া গোসাঞি ॥
আদ্য ভবানি দেবি কি কার্জ্জ করিলি। হাতে চন্দ্র দিঞা আরবার পুনু ভাড়াইলি ॥
বাছা বাছা বল্যা তারা কান্দিতে লাগিল। যুনিঞা লক্ষ্যন ঠাকুর লর্জ্যাগত হইল ॥
যুন বাছা হনুমান পবননন্দন। বাচাইতে নারিলাম মুনির নন্দন ॥
সত্যাবন্দি আছি মোঁ ইহার বালকের তরে। নিশ্চ্য় মরিব আমি অগ্নির ভিতরে ॥ ২৪]
[২৫ লেঙ্গুড় সামট বাছা চল জাই ঘরে। অগ্নিকুণ্ড কর জাঞা পবনকোঙরে ॥
লক্ষ্যনের বচন যুনিঞা হনুমান। জেমনকারে লেঙ্গুড় হইল স্থান মান ॥
ব্রাহ্মনরে বাহ্মনি হোথা ডাকেন বাছারে। হনুমান লক্ষ্যন চলিঞা আইল ঘরে ॥
লক্ষ্যন বলেন বাছা আমার বাক্য ধর। পুড়িবার কারনে বাছা অগ্নিকুণ্ড কর ॥

এমনি যুনিঞা তবে পবননন্দনে। অগ্নিকুণ্ড করে হনু লক্ষ্যন বির্দ্ধমানে ॥
চর্দ্দ তাল অগ্নি হৈল কুণ্ডের ভিতরে। কহিতে লাগিল কথা পবনকোঙরে ॥
গরিব তৈয়বে দেখ এই সব গাঞ। আর্ল্লা হো রছুল বল দুক্ষ্য দুরে জায় ॥

॥ ত্রিপদি ছন্দ ॥

লক্ষ্যন বলেন বানি মস্তকে অঘাদ হানি যুন বাছা বির হনুমান।
ব্রাহ্মন পুত্রে'র সন্ধি সত্যে হইলাঙ বন্দি অগ্নি খাঞা তেজিব প্রান ॥
পুর্ব্বের সত্তের কথা ২৫] [২৬ সর্ত্তি করিল জে পিতা কেকই কৈল সর্ব্বনাস।
কৈঁকইএর বোল যুনি অজর্দ্যার চুড়ামুনি তিন জোনে দিল বনবাস ॥
সিতা লক্ষ্যন জে রাম অজর্দ্দার গুনধাম প্রবেসিলা কাননভিতরে।
রামের কিঙ্কর হঞা বোনে বোনে জাই ধাঞা চর্দ্দ বর্চ্ছে'র অনাহারে ॥
বহুত পাইলাম দুখ বিধি হইল বৈমুখ দুক্ষ হৈল প্রানের অউরি।
পুর্বের ছিল লিখন বিধি তাহে বিড়ন্বন রাবনে করিল সিতা চুরি ॥
কি আর বলিব আমি সাগর বান্ধিলে তুমি সব তুমি জান হনুমান।
সাগর বান্ধিলে রঙ্গে বানর করিঞা সঙ্গে যুর্দ্ধ কৈলে রাবন বিদ্যমান ॥
পড়িলাম সক্তিসেলে তুমি উর্দ্ধার করিলে গন্ধমাদনের পরবেসে।
পর্ব্বত লইঞা মাথে এস্যা রামের সক্ষাতে বাচাইলে ইহার বিসেসে ॥
পুনু পরান পাঞা সঙ্গ রাম জে করিঞা লঙ্কাপুরি করে টলমল। ২৬]
[২৭ এক সত পুত্র' ছিল একে একে যুর্দ্দ কৈল বানঘাতে মরিল সকল ॥
কুম্ভকর্ন মহাবির রোনে কেহু নয় স্থির এস্যে সে সঙ্গরাম ভিতরে।
হাজারে হাজারে সেনা রোনে আসি দেয় হানা গ্রাস করি ভরএ ওদরে ॥
তাহাকে বধিল রাম অজর্দ্দার গুনধাম আর জত বিরনামা ছিল।
লইঞা ধনুক বান পুনু এস্যা সঙ্গরাম একে একে সকলি মরিল ॥
সকল জানহ তুমি কি আর বলিব আমি সমুখে হইল জয়রন।
রাবন নিপাত হৈল সিতায় উর্দ্ধার কৈল পুনরুপি অজর্দ্ধা গমন।
কিবা ছিল লর্ল্লাটে আমায় রাখিঞা পাটে রঘুনাথে কিব্যা ছিল মোনে।
সঙ্গেত লইঞা সিতা যুন হে তাহার কথা চল্যা গেল অসকের বনে ॥
একে সিতা বনবাস কহিল তোমার পাষ পুর্ব্বে ছিল বিধি বলি যুন।
ব্রাহ্মনের পুত্র হয় সর্ত্তে বন্দি হৈলাম তায় এই সর্ত্তে নিকটে মরন ॥

অগ্নিতে মরিব আমি হনুমান ষুন তুমি ২৭] [২৮ এই ছিল লর্ল্লাটে লেখা।
বিধি হৈল বিমুখ কহিতে বিদরে বুক ভাই সনে না হইল দেখা ॥
ষুন বাপু হনুমান মরে কর অবধান জাহ তুমি রামের সক্ষাতে।
কহিবে সকল তত্ত্ব কুটি কুটি দণ্ডবত মল্য লক্ষন পড়্যি অগ্নিতে ॥
পিতা মাতা আছে জোথা কহিবে সকল কথা প্রনাম জানায়্য চরনে।
বল্য হনু বারেবার কুটি কুটি নমস্কার তোমার পুড়্যা মল্য দেয়র লক্ষ্যনে ॥
বল্য জাঞা জম্বুবানে ষুন বাপু হনুমানে বিবিস্বনে জানইয় বারতা।
জত আছে বিরভাগে কহিয় সভার আগে আমার মরনের জে কথা ॥
ষুনিঞা ইসব কথা হনুমানে মোনে বেথা ষুন ঠাকুর সমিত্তার নন্দন।
আসিত্তে মরিবে তুমি কি আর বলিব আমি দোস দিবেন কোমললোচন।
এ বাক্য বলি ঠাকুর অভিমান কর দূর আপে নেহো আমার জিবন।
আগুতে ২৮] [২৯ মরিএ আমি পশ্চ্যাতে মরিবে তুমি কহিলাম তোমা বির্দ্ধমান ॥
লক্ষ্যনে ডাকিঞা কএ তোমার মরন নএ অবদ হইলে হনুমান।
পরের লাগ্যা পর মরে কেবা করে সংসারে বাছা অবিচার কর কি কারন ॥
হনুমান কএ কথা লক্ষ্যনে নোঙাঞা মাথা অফরাদ খেমহ আমার।
তিন দিন না মরিয় তুমি নিবেদন করিএ আমি রঘুনাথে জানাই সমাচার ॥
শ্রীরামের দোহাই দিঞা হনুমান চলিল ধাঞা তবুদ হইলা ঠাকুর লক্ষ্যন।
ধরিঞা পিরের পায় গরিব তৈয়বে গায় আর্ল্লা রছুল বল সর্ব্বজন ॥

লক্ষ্যনে প্রনাম দিঞা জায় হনুমান। অবিলম্বে গেলা রামের বির্দ্ধমান ॥
কুটি কুটি দোহার পাএ করিল দণ্ডবত। শ্রীরাম বলেন বাছা বল দেখি ভত ॥
সিগ্র করি কহ আগু লক্ষ্যনের কর্ল্যান। কান্দিতে কান্দিতে কহে বির হনুমান ॥ ২৯]
[৩০ কি কহিব কথা ঠাকুর সর্ব্বনাস হৈল। অগ্নিকুণ্ড কর্য্যা তোমার লক্ষ্যন ভাই মৈল ॥
এতেক বচন জখন রঘুনাথ ষুনিল। হাহা ভাই বল্যে তখন ধরনি পড়িল ॥
অচেতন হইঞা পড়িল খেতিতলে। জল দিল হনুমান বদনকোমলে ॥
কতক্ষ্যনে রঘুনাথ চেতন পাইঞা। জিজ্ঞ্যাসা করেন তবে হনুমান লইঞা ॥
কহ বাপু হনুমান সত্তি জেই ওর্ত্তর। আকাস ভাঙ্গিঞা মুণ্ডে পড়িল বর্জ্জর ॥
কিরূপে মরিল ভাই কহ সর্ত্ত মরে। ভাইএর কারনে মর মন উটাটন করে ॥
জখন পড়িল লক্ষ্যন সক্তিসেল বানে। তাহাতে বাচাইলে প্রান পবননন্দনে ॥
তখন বাচাইলে ভাই অউখেদ প্রদেসে। এখন আমার ভাই ছাড়িল কোন দোসে ॥

প্রাণের দোসর ভাই আমাকে ছাড়িঞা। কোন দোসে ছেড়্যা গেল নিদারুন হইঞা ॥ ৩০]
[৩১ কেমন ধরিব জিউ জিয়ন্তেতেই মরা। তোমা বিনে আরে ভাই দিনে আন্ধিআরা ॥
মহা যুর্দ্ধ্যাপতি ভাই বিরে মহাবির। পাপিষ্ট আমার প্রান না হয় বাহির ॥
প্রাণের দোসর ভাই কোথা গেলে পাব। তোমার লাগিঞা ভাই দহে ঝাপ দিব ॥
জানকি করিল চুরি লঙ্কার রাবন। বহুত পাইল দুষখ উর্দ্ধার কারন ॥
বহুত কান্দেন রাম ভাইএর লাগিঞা। প্রবোধ করিতে কেহু না পারে জাইঞা ॥
হনুমান বলে প্রভু জোড় করি হাত। আমার বচন যুন অনাথের নাথ ॥
কি জানি বাচিঞা আছেন ঠাকুর লক্ষ্যান। রঘুনাথ বলেন যুন পবননন্দন ॥
কি কারনে কি হেউতে মর লক্ষ্যান ভাই মরে। একে একে সব কথা কহিবে আমারে ॥
জে কারনে লক্ষ্যন ঠাকুর সর্ত্তে বন্দি হৈল। একে একে সব কথা সকলি কহিল ॥
কাঙ্গাল ব্রাহ্মন এক অজর্দ্ধ্যা নগরে। ৩১] [৩২ মহাদেবের বরে তাহার দুই পুত্র্ ঘরে ॥
বিধাতার করন কিছু বুঝা নাই গেল। আচম্বিতে দুটি পুত্র্ একি দিনে মইল ॥
ব্রাহ্ম্নের পুত্র্ মৈল ব্রাহ্ম্ন অতি রোসে। মুনি বলেন পুত্র্ মরিল কোন দোসে ॥
মনে মনে মুনি গোসাঞী অনুমান করে। রাজার পাপে আমার দুই পুত্র্ মরে ॥
এতেক বলিঞা মুনি আইল ধাওাধাই। ছুরি হাথে লঞা আইল লক্ষ্যনের ঠাই ॥
আসিঞা যুজ্জ মুনি কান্দে উচ্চস্বরে। তোমাদের পাপেতে আমার দুটি পুত্র্ মরে ॥
ভাল চাহ মোর পুত্র্ দেহত আনিঞা। নহে ব্রহ্ম্হত্যা দিব আমি ছওাল লাগিঞা ॥
হাতে ছুরি লইঞা বলে উর্চ্চস্বর। ভস্ম করিব তোমার অজর্দ্ধ্যা নগর ॥
ডরে ডরান তবে ঠাকুর লক্ষ্যনে। সর্ত্তি করিলেন ঠাকুর ব্রাহ্ম্নের স্থানে ॥ ৩২]
[৩৩ মনে কিছু না করিহ বলিএ জে তোমাঁ। এইবারকার অফরাদ মোরে কর ক্ষেমাঁ ॥
আর বার বালক জদি হবে তোমার ঘরে। সমাচার দিহ সিঞা আমার বরাবরে ॥
পচুআর জত গুন যুন তাহার কথা। তোমার পুত্র্ বাঁচাব পচুআর কেট্যা মাথা ॥
জদি তোমার পুত্র্ বাচাইতে নারি। সর্ত্তি করিলাম তবে অগ্নিকুণ্ডে মরি ॥
ত্রিবাচক করিঞা ঠাকুর সর্ত্তি করিল। ব্রাহ্ম্নে তুষ্ঠ কর্যা ঘর পাঠাইল ॥
তুষ্ঠ হইঞা মুনে ঠাকুর গেলা নিজ ঘর। পুনুরুপি হইল তাহার কোলে কোঙর ॥
জেই দণ্ডে বালক জন্মিল তাহার। লক্ষ্যনে ঠাকুরে এস্যা দিল সমাচার ॥
মুনি আসিঞা বলিল শিগ্রগতি। আমিহ গেলাও ঠাকুর লক্ষ্যনের সঙ্গতি ॥
লেঙ্গুড়ের গ[ড়] আমি করিলাঙ প্রতন।। দুআরি হইলেন তাহার ঠাকুর লক্ষ্যান ॥
দুই প্রহর রাত্রি হইল গগন উপরে। ৩৩] [৩৪ চেচাইঞা বালক তিন বার রায় কাড়ে ॥
তিন বার চেচাইল ঙা ঙা জেই করি। দেখিতে দেখিতে তাহার বালক হৈল চুরি ॥

ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনি তাহারা কান্দিতে লাগিল। লজ্জা পাইঞা লক্ষ্যন ঘরকে আইল ॥
অগ্নিকুণ্ড কর‍্যা দেখ ঠাকুর লক্ষ্যন। এই হেতু শুন তাহার মরনকথন ॥
জখন মরিবাকে গেলেন তোমার ভাই। তিন বার দিঞাছি প্রভু তোমার দোহাই ॥
সমাচার দিগা গোসাঞি রঘুনাথ গোচরে। তিন দিন পরে মর‍্য প্রভু বলিএ তোমারে॥
তিন দিন কাবার করি তোমার দোহাই দিঞা। তিন দিনের মধ্যে বালক দিব জে আনিঞা ॥

জদি তর্ল্লাস করিঞা দিএ মনির নন্দন। তবে না মরেন তোমার ভাই জে লক্ষ্যন ॥
যুনিঞাত রঘুনাথের ভরসা হইল। হনুমানে ডেক্যা গোসাঞি কহিতে লাগিল ॥ ৩৪]
[৩৫ বাছা তোমা বিনে কেবা আর বির আছে। আপনি তর্ল্লাস কর বলি তোমার কাছে ॥
তোমাকে অধিক বাছা কেবা আছে বির। সর্গ্র মর্ত্ত পাতাল তোমাকে জাহির ॥
বিরে মহাবির তুমি মহাযুর্দ্ধ্যাপতি। সাস্ত্রে পণ্ডিত তুমি বলি সিগ্রগতি ॥
তর্ল্লাস করহ তুমি ই তিন ভুবন। জেখানে পাইবে বাছা মনির নন্দন ॥
সিগ্র করি চলহ বাছা বিলম্বে কাজ নাঞি। তোমার প্রসাদে জেন বাচে আমার ভাই ॥
হনুমান যুনিল জদি এই সমাচার। জে আজ্ঞ্যা করিঞা করিল নমস্কার ॥
গরিব তৈয়বে গাএ সর্ত্তপিরের পায়। আর্ল্লা রছুল বল ভাই দুক্ষ্য দুরে জায় ॥

বিদায় হইঞা হনু করিল্যা গোমন। পুর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিন করিল ভ্রমন ॥
চারিকুন প্রিথিমি সকল ভ্রমিল। খোঞিজা মুনির পুত্র কথুই নাই পাইল ॥ ৩৫]
[৩৬ ছাওাল না পাইঞা চঞ্চলিত মন। কোর্দ্ধগত হঞা গেল জোমের ভুবন ॥
জোমরাজা বস্যে আছে আর জোমদুতে। হেনকালে হনুমান গেল আচম্বিতে ॥
দেখিঞা ত জোমরাজা চমৎকার হইল। অস্তবেস্ত হঞা কথা কহিতে লাগিল ॥
কহ বাপু হনুমান কোথাকে গোমন। কি কারনে আইলে হেথা জোমের ভুবন ॥
ব্রাহ্মানের পুত্র জেমনে চুরি হইল। একে একে সকল কথা সকলি কহিল ॥
তাহার লাগ্যা মরে আমার ঠাকুর লক্ষ্যন। তুরিতে আনিঞা দেহ মুনির নন্দন ॥
জদি নাহি দিবে যুন মন জে দিঞা। জোমালয় পুরি তোমার জাব উপড়িঞা ॥
উপড়ি জোমপুরি লেঙ্গুড়ে বান্ধিব। নয়ত ফেলাঞা লঙ্কাপুরি পার কর‍্যা দিব ॥
নয়ত ফেলাঞা দিব সাগরের জলে। সবংস হইতে বেটা জাবি রসাতলে ॥ ৩৬]
[৩৭ এমনি যুনিল জদি হনুমানের কথা। থর থর কাঁপে জোম হেঁট কর‍্যা মাথা।
এক দণ্ড থাক বাপু এইখানে বসিঞা। জোমালয় পুরি আমি আসি তপাসিঞা ॥
এতেক বলিঞা জোম হইল বিদায়। তপাস করিঞা ছাওাল কোথাও না পায় ॥

চির্ত্তগোপ্তকে ডেক্যা বলে মনে দুখ্য বাড়া। একে তর্ল্লাস কর জত কগজের গোড়া॥
জোমের আজ্ঞ্যা পাঞা কাগজ ঢুণ্ডিতে লাগিল। সোল হাজার কাগজের গোড়া
তর্ল্লাষ করিল।
না পাইল ঢুণ্ডিঞা কথু মুনির ছাওাল। জোমরাজার কাছে কহিল ততকাল॥
না পাইলাম মহারাজা মুনির নন্দন। তর্ল্লাস করিলাম আমি সকল ভুবন॥
ষুনিঞা ত জোমরাজা ব্যাকুল হইল। হনুমানের সাক্ষ্যাতে কথা কহিতে চলিল॥
ষুন ঠাকুর হনুমান পবননন্দনে। মুনির বালক নাহি আমার ভুবনে॥ ৩৭]
[৩৮ মরে নাঞি ছাওাল প্রমাঞি তার আছে। দেসে তর্ল্লাস কর গা বলি তোমার কাছে॥
ষুনিঞা ত এই কথা পবননন্দনে। বুঝি বাচাইতে নারিলাম ঠাকুর লক্ষ্যনে॥
কান্দিতে কান্দিতে হনু করিলা গোমন। বিবিস্বনের কাছে জাঞা দিল দরসন॥
বিবিসন বস্যা আছে মন্তি জম্ববান। ষুগ্ন'বির রাজা বস্যা সভা বির্দ্ধমান॥
বেলের কোঙর অঙ্গদ আর জত বিরগনে। হেনবেলে হনুমান গেল সেই স্থানে॥
কহিতে লাগিল সভে আইলে কি কারনে।
জেমতে মুনির পুত্র চুরি হঞাছিল। একে একে হনুমান সকলি কহিল॥
জে কারনে লক্ষ্যন ঠাকুর বন্দি হৈল সর্ত্তে। কহিল সকল কথা সভারি সাক্ষ্যাতে॥
ষুনি সভাই তবে ভাবে মোনে মোনে। কি হইবে উপায় ইহার বিবরোনে॥
তর্ল্লাস করিঞা না পাইলে হনুমান। তোমাকে অধিক কেবা আছে বলমান।
তর্ল্লাস করিঞা জদি না পাইলে সঙ্গি। তবে ত লক্ষ্যন মরিলেন সর্ত্তে হঞা বন্দি॥
ষুন বাপু হনুমান এই সকল কথা। আপনে তর্ল্লাস কর ঢোড় জোথাতোথা॥
চলিলেন হনুমান তখন কান্দিতে কান্দিতে। অবিলম্বে গেলা হনু মাএর সাক্ষ্যাতে॥
কান্দিতে লাগিলা হনু মাএর বির্দ্দমানে। মা বলে আরে বাছা কান্দ কি কারনে॥
হনুমান বলেন মা ষুন গ বচন। সর্ত্তে বন্দি হঞা মরেন ঠাকুর লক্ষ্যন॥
ব্রাহ্মনে পুত্র' জেমনে চুরি হইল। একে একে সকল কথা সকলি কহিল॥
জননি বলেন বাছা ষুনরে বচন। ভাবনা করহ বাছা কিসের কারন॥
তর্ল্লাস করিঞা বাছা না পাইলে দেসে। আমি প্রিথিমি ভ্রমিতে পারি এক্কের
নিমিসে॥ ৩৯]
[৪০ বৃথাই তোমাকে আমি গর্ব্বে ধরিলাম। অকারনে তোখে দুগ্ধ পিলাইলাম॥
কি কহিব দুগ্ধের কেরামতের কথা। ষুনিলে থাকিবি বেটা হেঙ্গ করা্য মাথা॥
টিপে দিঞাছিলাম দুগ্ধ এক ধার। বারটা তালের গাছ হঞা গেল পার॥
পার হঞা পড়ে দুগ্ধ সাগরের জলে। দুগ্ধতেজে ঢেউ ওঠে গগনমণ্ডলে॥

এমন দুগ্ধ তুঞি কর‍্যাছিস ভক্ষ্যন। জতেক খাওাইলাম দুগ্ধ সব অকারন॥
একদণ্ডের কাজ নয় বলিএ বিসেসে। তল্লাস করগা বাপা বেড়াইঞা দেসে॥
হনুমান বলে মা তুমি যুনগ বচন। চারিখুট প্রিথিমি আমি করিল ভ্রমন॥
কোথাও না পাইলাম মুনির নন্দন। তে কারনে আইলাম তোমার সদন॥৪০]
[৪১ এমনি বচন জখন হনুমান কহিল। যুনিঞা অঞ্জনা ধিয়ানে বসিল॥
ধিআনে ভকতা মাতা ধিয়ানে সকতা। ধিআনে জানে চারি যুগের বারতা॥
ব্রহ্মার্নে বালকে পির হর‍্যা নিঞা ছিল। সেই কথা অঞ্জন ধিআনে জানিল॥
অঞ্জনা বলে বাছা হনুমান বির। মুনির পুত্র হর‍্যাছেন দেওান সর্ত্তপির॥
জাহিরের লেগ্যা হর‍্যাছে মুনির ছাওালে। লুকাঞা রেখ্যেছেন সপ্তম পাতালে॥
জাও জাও অরে বাছা পাতাল ভুবন। ছাড়িঞা আনগা বাছা মুনির নন্দন॥
আর এক কথা কহি মোর বাক্য লইয়। পাতালভুবন বাছা একা নাই জেইয়॥
প্রিথিমির অধিপতি সর্ত্তিনারায়ন। তার হাতে ঠেকিলে বাছা হারাবে জিবন॥
সেইস্থানে পাবে মুনির নোন্দন। রঘুনাথে কহ গিঞা এই বিবরোন॥ ৪১]
[৪২ তাহার সাথে জেয় বাছা পাতালভুবন। অজর্দ্ধ্যানগরে আন মুনির নোন্দন॥
প্রিথিবির অধিপতি যুন মোন দিঞা। তাঁর কাছে রঘুনাথ আনিবেন ছাড়াঞা॥
ফকিরের কেরামত কহা নাহি জায়। ই তিন ভুবন জার ফুকে উড়্যা জায়॥
রঘুনাথে এই কথা সব কহগা জাঞা। পাতালভুবনে জেইয় সঙ্গতি হইঞা॥
যুনিঞা মাএর বাক্য পবননোন্দন। তোরায় আইল জোথা কোমললোচন॥
প্রনাম করিঞা তবে নোঙাইল মাথা। রাম বলেন কহ বাপু কুসল বারতা॥
হনুমান বলে যুন কোমললোচন। তল্লাস করিলাম আমি ই তিন ভুবন॥
মর্ত্ত ভুবন দেখ্যা না পাইয়া ছাওাল। জোমের ভুবন তবে গেলাঙ তত্কাল॥
সেইখানে না পাইলাম মুনির নোন্দন। তবে আইলাম জোথা মিতা বিবিস্বন॥ ৪২]
[৪৩ যুগ্রিব রাজা বস্যা আছে মন্ত্রি জাম্ববান। অঙ্গদ বির বস্যা আছে সভাবির্দ্দমান॥
সেইখানে সমাচার সকল কহিল। যুনিঞা সকল তারা কান্দিতে লাগিল॥
সেইখানে কহিঞা আমি এই বিবরণ॥ পুনুরূপি আইলাম মুঞি জননির সদন॥
ধেআনে জানিলেন মা সকল জাহির। মুনির পুত্র হরিঞাছেন দেওান সর্ত্তিপির॥
লুকাঞা রেখ্যাছেন তেনি পাতালভুবন। রঘুনাথে সঙ্গে করি করিহ গোমন॥
যুনিঞাত রঘুনাথের ভরসা হইল। হনুমানে ডেক্যা গোসাঞি কহিতে লাগিল॥
যুন অরে বাছা তুমি বির হনুমান। তোমাকে অধিক কেবা আছে বলমান॥
পাতালের ভুবন বাছা জাহ জে তোথাই॥ তোমার প্রসাদে জেন বাচে আমার ভাই॥

এমন শুনিঞা তবে রঘুনাথের কথা। জে আজ্ঞ্যা বলিঞা নোঙাইল্যা মাথা ॥ ৪৩]
[৪৪ শুন শুন প্রভু তুমি অখিলের পতি। কেমনে জাইবে আজি হৈল বহুত রাতি ॥
অফরাদ খেমা কর করি নিবেদন। কালি আনিঞা দিব মুনির নোন্দন ॥
রঘুনাথের কাছে হনু বিদাই হৈল হেথা। মন দিঞা শুন দেওান সর্ত্তপিরের কথা ॥
পিরের মেহেরে অধিন বালকে গায়। আর্ল্লা রছু[ল] বল ভাই দুখ্য দুরে জায় ॥

পাতালভুবনে দেখ সর্ত্তনারায়ন। তিনটি বালক লঞা বড় আনন্দিত মন ॥
সোনার পালঙ্গ দিল অঙ্গ অভরন। সোনার গহনা অঙ্গে দেখিতে বিচক্ষণ ॥
তাড় তোড়র দিল গলে সুবর্নমালা। সুবর্ন পইতা কন্ধে সোভা করে ভালা ॥
সোনার অঙ্গুরি হস্তে দেখিতে প্রচুর। পাএ সোভা করে দেখ সোনার নপুর ॥
সোনার বাঁকি তায় দেখিতে লাগে ধন্ধ। পাতালে উদয় কর্‌্যা জেন সোনার চন্দ্র ॥ ৪৪]
[৪৫ রাত্রি দিন থাকে তারা সোনার পালঙ্গে। সদাই সর্ত্তপির দেখ পুনর্জিত অঙ্গে ॥
পুত্রু দাখিল বাসএ না বাসএ ভিন। খেদমতে হাজির তারা থাকে রাত্রদিন ॥
রাত্রিদিন সেবা করে চরনকোমলে। গুরুভক্তি বির্দ্ধালাভ দেয়ানজী বলে ॥
তৈইয় গাএনে ইহা করিল রচন। আর্ল্লা আর্ল্লা বল ভাই তামাম মুমিনগন ॥

তিনটি বালক সঙ্গে পির আনন্দিত মন। পাতালপুরি গেল হনু কর্‌্যা রাম সোঙরন ॥
হনুমান বলে আমি কি বুর্দ্ধি করিব ॥ কোনখানে কোথা গেলে সিশুরে পাইব ॥
জেখানে আসনে আছে দয়ার সাগর। তাহার নিকটে আছে একটা সরবর ॥
সেইখানে গেলা হনু বলি জোড়মুঠে। এক বৃক্ষ্য ছিল সেই সরবরের ঘাটে ॥
সেইখানে জাঞা হনু ভাবেন মোনে মনে। কি বুর্দ্ধি করিব আমি হইব কেমনে ॥ ৪৫]
[৪৬ এমতি ভাবনা করে বির হনুমান। দেখিতে দেখিতে হৈল বিঘত প্রমান ॥
গাছের ওপরে হনু উঠিল জাইঞা। রহিল হনুমান পত্রে মিসাইঞা ॥
সেই সমএ সর্ত্তপির হইঞা মেহেরবানি। সিশুরে বলেন আনি দেহ অক্ষরপানি ॥
সুবর্ণের গড়ুআ হাথে করি নিল। তিন ভাই একস্তরে সরবরে গেল ॥
তিন ভাই জাইঞা ডাণ্ডাইল এক স্তরে। কৃষ্ণ বলরাম জেন কালিন্দির তিরে ॥
জেন তিনটা সোনার গাছ পথে চল্যা জায়। গাছে থেক্যা হনুমান দেখিবারে পায় ॥
হনুমান ভাবনা করেন মোনে মোনে। জিজ্ঞাসা করিব ইহারা কাহার নন্দনে ॥
এমন বলিঞা হনু কোন কাজ্য কৈল। হনুমান বেস ছাড়ি ব্রাহ্মনমুর্ত্তি ধৈল ॥
সুবর্ন পইতা কান্ধে হাথে বায়ুবন্ধ। পরিধান শুক্ল্য ধুতি পণ্ডিতের ছন্দ ॥ ৪৬]

[৪৭ আঙ্গুলে অঙ্গুরি সোভে চুআ চন্দন গায়। বগলে করিঞা পুঁথি ধিরি ধিরি জায়॥
হেন বেলায় তিন সিষু জল নিঞা জাইতে। সেই সমএ হনুমান আগুলিল পথে॥
ব্রাহ্মর্ন দেখিঞা তাদের সন্দ হৈল মোনে। নমস্কার করে তারা ব্রাহ্মর্নের চরনে॥
আসির্ব্বাদ করিল ঠাকুর পবননন্দন। কোন জাতি বট তোমরা কাহার নোন্দন॥
কোনসে আছ তোমরা কোথা তোমাদের ঘর। কি কারনে এস্যাছ হেথা বলনা উর্ত্তর॥
এমনি ষুনিঞা তারা হনুমানের কথা। তিন ভাই কান্দে তারা হেষ্ট কর্যা মাথা॥
সর্ত্তপির মুখে তারা ষুন্যেছিল বানি। কহিতে লাগিল তারা দুস্কের কাহিনী॥
কি কহিব দুস্ক ঠাকুর কিব্যা তুমি বল। নিভা আগুন তুমি কেনে ভুক দিঞা জাল॥
মুনিবংশে জন্ম মোদের অজর্দ্ধ্যাতে ঘর। ষুর্জ্জমুনি পিতার নাম ষুনহ উর্ত্তর॥ ৪৭]
[৪৮ মাএর নাম কৃষ্ণপিআ আমাদের জননি। কত না উঠাও মোদের অন্তরের আগুনি॥
মাতা ছিল মোদের অপুত্র্যক হইঞা। আমাদিগে পাইঞাছিল সিব আরাধিঞা॥
সর্ত্তপির ছাহেব দেখ জাহির সংসারে। পুজা নাহি কৈল কেহ অজর্দ্ধা নগরে॥
তে কারনে সর্ত্তপির কোর্দ্ধগত হইঞা। আমাদিগে তিন ভাইকে এন্যাছেন ধরিঞা॥
পাতালে রেখেছেন ঠাকুর ষুন দিজবর। এই জে রাজ্যের নাম কাঞ্চননগর॥
পুর্ব্বের সমস্কার লর্ল্লাটের লেখা। আর কি মা বাপের সাতে মোদের হইব দেখা॥
বহুত কান্দেন সিষু মোনে পড়িল দুখ। আর না দেখিব মোরা মাতা পিতার মুখ॥
ষুনিঞা সিষুর কথা হনুমান হৈল বিকল। ধারাস্বর হঞা পড়ে দুই আখিতে জল॥
বুক বাঞা পড়ে ধারা রাতুল লোচন। ষুন ষুন অরে বাছা তিন সিষুগোন॥
জেদেসে তোমাদের রে মাতাপিতা আছে। সেই দেসে বাড়ি মোর বলি তোদের
কাছে॥ ৪৮]
[৪৯ অজর্দ্ধাতে বাড়ি আমি শ্রীরামের কিঙ্কর। হনুমান নাম ধরি ষুন দিজবর॥
ষুন ষুন অরে বাছা মোনকথা নাঞি। তোমাদিগ্যে নিঞা চল অজর্দ্ধ্যাকে জাই॥
তাগিদ চাপহ আমার কান্ধের ওপরে। অবিলম্বে লইঞা জাব অজর্দ্ধ্যা নগরে॥
তোমাদিগ্যে লঞা জাই জোথা বাপ মাএ। এই বেলে এস্য ফকির জেন তল্লাস নাই
পাএ॥
ছাওাল বলেন ষুন তুমি পবননোন্দন। মরিবার অউষদ কর গলাতে বন্ধন॥
সর্ত্তিনারায়ন নাম ভুবনে প্রচার। জার নামে ভবসিন্ধু হঞা জাব পার॥
হেন সর্ত্তপির ঠাকুর সংসারে তারন। না বুঝিঞা হেন বাক্য বল অকারন॥
জদি তোমার মনে থাকে আমাদিগে নিতে। মিনতি করগা আগে পিরের সাক্ষ্যাতে॥
তেনি জদি ছেড়্যা দেন কৃপাযুক্ত হইঞা। তবে নিঞা জেত্যা পাব সোন মন দিঞা॥

নহে তুমি হেন বাক্য বল অকারন। মরিবার অউখদ কর গলায় বন্ধন ॥ ৪৯]
[৫০ এতেক বচন জদি বলিল ছাওালে। মুনিঞাত হনুমান কোর্দ্ধে বড় জলে ॥
মুন অরৈ মুনির পুত্রর্ বলি উর্চ্চস্বরে। বনের পসু বল্যা পারা জাপ্যেছ মোরে ॥
বাহুবল মধ্যে মুঞি হেন সক্তি ধরোঙ। পাতাল সমেত উপুড়্যা নিঞা জেতা পারোঙ ॥
মিনুতি করিতে বল মোরে ফকিরের পাএ। রামের কৃপাতে আমি কাখে পায় ভএ ॥
তুরিত চাপহ আমার কান্ধের ওপরে। অবিলম্বে লঞা জাই অজর্দ্ধানগরে ॥
ছওাল বলেন মুন ঠাকুর পবননোন্দন। তোমার সাতে কি তেনি করিতে আসিবে রোন ॥
মুখের হুহুঙ্কারে তোর কিব্যা নাহি হয়। মুখের জবাবে জার দরিআ বান্ধা জায় ॥
অহঙ্কার করিলে জতি ফকিরের সনে। ফুক দিলে উড়ে জাবে জোমের ভুবনে ॥
হনুমান বলে মুন মুনির নোন্দন। মুন্যাছ কাহারু মুখে রাবনকথন ॥
সহা নহি জায় তোদের এমত বচন। ৫০] [৫১ পুরি নাস কর্যাছিলাম লঙ্কাভুবন ॥
এক সত জোজন দেখ সাগর পাথার। আকাসমণ্ডলে ঢেউ কেবা হয় পার ॥
এমন সাগর আমি কর্যাছি বন্ধন। তাহার বির্ত্তান্ত কিছু মন দিঞা সোন ॥
পর্ব্বত লইঞা আসি মস্তক ওপর। নল নিল তাহারা বৈসাএ থরেথর ॥
আমারা পর্ব্বত আনি মস্তক ওপরে। নল নিল দুই বিরে যায় গিরি করে ॥
মস্তকে পর্ব্বত লঞা আসি অনুকোপে। বামহস্তে কর্যা পর্ব্বত তারা নেয় লুফে ॥
দেখিঞা আমার বড় কোর্দ্ধ হৈল মোন। লোম্বে লোম্বে পর্ব্বতগোলা করিল বন্ধন ॥
দেখিঞা ত নল বিরের সন্ধ হৈ[ল] মোনে। স্মরন লইল গিঞা শ্রীরামের সদনে ॥
মুন মুন অ ঠাকুর করি নিবেদন। হেন বুঝি হইলে মোর নিকট মরন ॥
হনুমান পর্ব্বত লঞা আইসে মাথে। ঝোকমারি কর্যা লোফ্যাছিলাম হাথে ॥ ৫১]
[৫২ সেই কোপে হনুমান কোপগতি হইঞা। লোম্বে লোম্বে পর্ব্বতগোলা আনিছে বান্ধিঞা ॥
জদি পর্ব্বত ফেল্যা দিব কোপ কর্যা মোনে। নিশ্চর্এ জাইব ঠাকুর জোমের ভুবনে ॥
নিলের কাতর বানি রঘুনাথ মুনিঞা। আমারে করিলেন আজ্ঞ্যা কৃপাযুক্ত হঞা।
সোন সোন হনুমান মোর বাক্য ধর। বাড়ইএর সভাব বটে ক্রোর্দ্ধ কেনে কর ॥
ঘরছাওা বড়ইএর নাহি রাগ কোপে। জত খড় পায় সব বামহস্তে লোফে ॥
না বুঝিঞা কোপ কর পবনকুমার। তবে ত সিতার মোর নহিল উর্দ্ধার ॥
সান্ত হইলাম আমি দুরে গেল কোরোদ। কৃপাযুক্তে রঘুনাথ করিলেন প্রবোধ ॥
রাবন রাজার আমি করিলাঙ পুরি নাস। বনের পসু বল্যা মুখে কর উপহাস ॥

এস্য বাছা কান্ধে চাপ লঞা জাব তোরে। ভিক্ষা মাগ্যা খায় ফকির কি করিতে পারে ॥ ৫২]

[৫৩ জদি বা ফকির বেটা কিছু বলিবেক আমায়। মারিঞা ডালিব তারে মুঠকির ঘায় ॥
ছাওাল বল্লেন লাগুর্ন পরিনামে। যুখানে ডুবাইল্লে ভরা মোনের ভরমে ॥
বুঝিতে নারিবে ফকিরের খিআল। পরিনামে দোস আছে বাড়িল জঞ্জাল ॥
হনুমান নাঞি যুনে ছাওালের বচনে ॥ কন্ধের ওপরে সিযু নিল তিনজোনে ॥
পআন করিল হনু কর্য়া অহঙ্কার। অন্তরে জানিল তাহা পির অবতার ॥
সর্ত্তপির দেওান ভাবেন মোনে মোনে। দিরকু হইল সিযু নাঞি এল্য কেনে ॥
পানি আনিবারে তিন সিযু গেল। নামাজের বেলা জায় কেনে নাই আইল ॥
থেআনে বৈসেন মিঞা দেওান সর্ত্তপির। হনুমানের সব কথা হইল জাহির ॥
অন্তরজামিনি ছাহেব অন্তরে জানিঞা। আমার ছাওালে হনু মিঞা জায় পালাইঞা ॥
পালন করিলাম আমি কিসের কারনে। আমার ছাওালে লঞা জায় হনুমানে ॥ ৫৩]
[৫৪ তবে আমি কিসের বোলাব সর্ত্তপির। কেমন প্রকারে আমি হইব জাহির ॥
সোনার বরন দেখ দুরে তেআগিঞা। কত কুটি কুটি কৃষ্ণ নিল অঙ্গে উঠাইঞা ॥
মংস গলিঞা পড়ে যুন উর্চ্চস্বরে। লাখে লাখে পোঁকা হইল মংসের ভিতরে ॥
অকুন পারা পোকাগোন অঙ্গ পরে। ঝুলি কথা ঝাড়িলে পোঁকা ঝুড়ি দুই পড়ে ॥
দুরগন্ধি গাএর গন্ধ কাঁথা দিঞা গাএ। গাএর গন্ধেতে ভূত প্রেত পালাএ ॥
জেই পথে হনুমান জেছ্যে পালাইঞা। তার আগুপথে পির রঞাছে বসিঞা ॥
হেন বেলায় হনুমান সেই পথে জায়। তিন সিযু দেওানে দেখিবারে পায় ॥
চিনিল্ল দেওানজিকে দেখিঞা নআনে। কহিতে লাগিল সিযু পবননন্দনে।
জার ডরে হনুমান জেছ্য পালাইঞা। সেই ফকির আগুপথে রঞাছে বসিঞা ॥
না ধরিলে মোদের কথা না যুনিলে কানে। মোনের ভরমে নৌকা ডুবাইলে যুখানে ॥ ৫৪]
[৫৫ সোনে পাটে অগ্নি তুমি দিলে ভেজাইঞা। ফকিরকে ভাণ্ডাইঞা জাবে কোন পথ দিঞা ॥

মর্ম্ম না জানিঞা কথা জেবা জোন কয়। পরিনামে বিচার যুগতি ভাল নয় ॥
না বুঝিলে মর্ম্ম তুমি অহঙ্কার করি। অহঙ্কারে রাবন মইল সিত কর্য়া চুরি ॥
অহঙ্কারে পুরুসরাম পাল্য পরাজয়। অহঙ্কারে দুর্জ্জধন রাজা হইল খয় ॥
তেমনি অহঙ্কার কৈলে তুমি পবনকোঙরে। অহঙ্কারে পুড়্যে মইলে ফকিরের কহরে ॥
হনুমান কয় কথা মোন দিঞা সোন। কোথাকার দেখিলি পির কিসের নারায়ন ॥
কাজ্যের কথা করনে পাই সাখি। হস্তের সম্ভ মেনে দর্প্পনেই দেখি ॥

এই ফকিরের বড়াক্রি করিস তোরা। দৃষ্টে দেখি জেন কুঠ্যা মনিস্বের পারা ॥
পাইল কথার ভেদ বলি অসকাল। চুপ কর‍্যা চল বাপু মুনির ছাওাল ॥
অধমো তৈয়বে ইহা করিল রচন। আল্লা আল্লা বল ভাই জত মমিনগন ॥

[৫৬ অহঙ্কার করিল তবে বির হনুমানে। কহিতে কহিতে গেলা পিরের বির্দ্ধমানে ॥
ছাহেব অনাথের নাথ ছিলেন ডাণ্ডাইঞা। আগুলিলেন রাহা পির বাহু পসারিঞা ॥
সোন সোন অরে বাপু পবননোন্দোন। কোথা নিঞা জাহ তুমি অনাথের জিবন ॥
না জাহ না জাহ ছেড়্যা দাও ততকাল। কি কারনে নিঞা জায় কুঠ্যার ছাওাল ॥
ফকিরের বচন মুনি হনুমান কয়। কোথা বা তোমার পুত্র্য এরা মুনির পুত্র্য হয় ॥
পরের বাছাকে বল আপনার বাছা। বুঝি ডিগরালি তোমার সব কথা মিছা ॥
মুর্জ্জমুনি ঠাকুর আছে অজর্দ্ধ্যাতে ঘর। সিব আরাধিঞা পাইল তিনটি কোঙর ॥
জার লাগ্যা সর্ত্তে বন্দি মরিছেন লক্ষ্যন। ব্যাকুল হঞাছে বড় শ্রীমধুসোধোন ॥
আজ্ঞ্যা করেন রঘুনাথ বালকের তরে। ব্যাকুল হইঞা ফিরি নগরে নগরে ॥
মর্ত্তভুবন আমি ঢুণ্ডিলাম ততকাল। জোমের ভুবন ঢুড়ে না পাইলাম ছাওাল ॥ ৫৬]
[৫৭ ধেআনে দেখিঞা কহিলেন আমার জননি। পাতালে ছাওাল পাবে বল্যাছেন তেনি ॥
সেই উপদেস পাঞা ব্যাকুল হইলাঙ। রঘুনাথের আজ্ঞ্যা পঞা পাতাল আইলাঙ ॥
ছয়টা পাতাল দেখ্যা না পাইল ছাওালে। সপ্তম পাতাল আইলাম সেসকালে ॥
সেখানে না পাইঞা মনির নোন্দোন। তাহার নিচেতে গেলাম চারি জোজন ॥
পরের বাছাকে তুমি চুরি কর‍্যা নিঞা। প্রকার করিঞা হেথা থাকো লুকাইঞা ॥
তুমি ত ফকির নয় বড় হারামখুরি। দিনে দাও গাএ কেঁথা রাত্রে্য করহ চুরি ॥
ফকির হইঞা তোমার এই সব রিত। পরের পুত্র্য আপন বল ই কোন চরিত ॥
জে হবার তাই হৈল ফকির জাও পালাইঞা। নহে অপমান পারি কহি দড়াইঞা ॥
দেওান বলেন মুন পবননোন্দোন। কঠুর বচন তুমি কহ কি কারন ॥
কোথা মুনির পুত্র্য দেখিনি নজরে। আমার ছাওাল বটে মুদাও ঘরে ঘরে ॥ ৫৭]
[৫৮ ছোট হৈতে তিন সিষু করিলাম পালন। ফকিরের ছাওাল নিঞা জায় কি কারন ॥
আন্ধেলার নড়ি আমার সুবনের সোনা। কুঠ্যার জিবনধন জানে সর্ব্বজোনা ॥
এতেক বলিঞা পির পসারিল বাহু। পুর্নিমার চন্দ্রে জেন গ্রাসিল রাহু ॥
হনুমান বলে তখন কোর্দ্ধ বচন। কাল পূন্য হইল পারা নিকট মরন ॥
অধম জোনাকে কেহু ভাল্ল নাহি বলে। জেমন সভাব তার তাই চাঞা বোলে ॥

দেওান বলেন হনু তেরা হযুর কই। তুমি হাজার বলিলে তমু ছেড়্যা দিব নাই ॥
মুনিঞা ত হনুমান কোৰ্দ্ধ বড় হইল। ফকিরে মারিতে হাত গাছে বাড়াইল ॥
এক বৃক্ষ্য পাতালে আছিল ভালে ভাল। সপ্তকোস যুড়্যা জার আগুলেছে ডাল ॥
এমন বৃক্ষ্যে হনুমান হাত বাড়াইল। বিসম পিরের মএআ বুজা নাই গেল ॥
ছাহেবের গর্জ্জব হৈল সোন তার বাত। না আইসে উপুড়্যা গাছ লেগ্যা রইল হাত ॥ ৫৮]
[৫৯ টানাটানি করে হনু বিধি কৈল দাগা। না আইসে উপুড়্যা গাছ হাত রইল লগা ॥
প্রানসক্তি টানে হাত পাএ দিঞা ভর। পাএর দাপটে একটা হইল সরবর।
তমুত না আইসে হাথ গাছ হৈতে ছেড়্যা। কান্দিতে লাগিল হনু মহিতলে পড়্যা ॥
দেখিঞা দেওানজিএর হাসি উপস্থিল। তামাসা দেখিতে হাথ পুনু ছেড়্যা দিল ॥
খালাস পাইঞা হনু চারিপানে চায়। ফকিরকে মারিতে পুনু আগুসরি ধায় ॥
কিচিমিচি করে হনু আগু এস্যা খেঞা। হাসেন ছাহেব দেওান সেইখানে ভাগুাইঞা ॥
কোরানের আএত মিঞার মুখে বার্যাইল। হনুমানের বল বুদ্ধি সব হর্যা নিল ॥
বল বুৰ্দ্ধি নাহি হনু চারিপানে চায়। ভুমেত পড়িঞা হনু গড়াগড়ি জায় ॥
তমুত সাহস করে মারিবার তরে। কোথা পালাইঞা জ[া]বে যুন রে ফকিরে ॥
টাটোক টোটক জানো ভারিভুরি। তেঞিত মুনির পুত্র করা এন্যাছ চুরি ॥ ৫৯]
[৬০ আমাকে জ্ঞ্যান কর্যা হর্যা নিলে বল। মুঠকির ঘাএ আজি করিব রসাতল ॥
দন্ত কিচিমিচি করে আসিতে চাহে নড়্যা। উঠিতে তাগদ নাই ঠাঞে থাকে পড়্যা ॥
দেখিঞা দেওানের বড় কোৰ্দ্ধ হৈল মোন। গর্জ্জব হইঞা দেওান বলিছেন তখন ॥
সোন অরে হনুমান কেনে দেহো দুখ। আপনার দোসে তেঞি পোড়াঞাছ মুখ ॥
সেবক বলিএ৷ আমি তেঞি তোরে চাই। নহেত গৰ্জ্জবে আজি কর্যা দিথাম ছাই ॥
তখন দেওানে চিত্তে দুক্ষ্য বড় হৈল। মুখে হইতে বদ দোওা বাহির হঞা গেল ॥
সেইত অক্ষ্যর ভাই বড়ই বিবন্ধ। গজবে পড়িঞা হনু হঞা গেল অন্ধ ॥
অন্ধক হইল হনুমান পাসরে আপনা। আচাম্মিতে দুটি চক্ষ্য হঞা গেল কানা ॥
কানা হৈল দুটি চক্ষ্য দেখিতে না পায়। খেতিতলে পড়্যা হনু গড়াগড়ি জায় ॥ ৬০]
[৬১ এতদিনে আমারে বিধাতা হইল বাম। অহঙ্কার কর্যা না শুনিলাম পরিনাম ॥
না শুনিলাঙ পরিনাম কি হবে উপায়। আপনার দোসে নৌকা ডুবাইলু দরিআয় ॥
জননির মুখে জেমন কথা যুন্যাছিলাঙ। তাহার লক্ষন কিছু প্রতিক্ষে দেখিলাঙ ॥
হনুর কাতর বানি যুনিঞা দেওানে। পুনুরূপি গেলা মিঞা আপনার স্থানে ॥
তৈয়ব গাএনে ইহা করিল রচন। আল্লা আল্লা বল তামাম মুমিনগন ॥

ত্রিপদী ছন্দ

পড়িঞা সে খেতিতলে হনুমান কান্দিঞা বলে সমুখে বলেন হায় হায়।
কি করিব কোথা জাব কেমনে দেখিতে পাব পরিনামে কি হইবে উপায়॥
জানিল সে পরিনাম মোরে বিধি হৈল বাম মাএর কথা না যুনিলাম কানে।
রঘুনাথের ধর্‌য়া পায় আসিতে বলিলেন মায় তবে বিধি বাম হব কেনে॥
লজ্ঘিঞা গুরুর কথা জে জোন চলএ জোথা পরিনামে সেই পায় দুখ। ৬১]
[৬২ বড় কষ্ঠ পায় তারা যুখানাতে ডুবে ভরা কুনুকালে নাঞি তার যুখ॥
রাবন রোনকালে বর্জ্জাঘাত সক্তিসেলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষন।
পড়িঞা সে খেতিতলে ভাইকে করিঞা কোলে প্রভু রাম করেন রোদন॥
শ্রীরাম দেখিঞা দুখ ধরিতে না পারে বুক অমত্তি করিলাঙ গোমন।
গন্ধমাদনে জাঞা অউষদ আনিলু* গিঞা তবে ঠাকুর বাচিল লক্ষ্যন॥
বুঝি আমি বারেবার বাচাইতে নারিলাঙ আর মরিলেন সমির্ত্তার কুমার।
তাহার মরনে রাম মরিবেন পরিনাম জানকির কি হবে নিস্তার॥
বহুত রোদন করে পড়িঞা খেতিপরে তিনটে ছাওাল কর্‌য়া কোলে।
ছাওালের গলে ধরি কান্দিছেন হু হু কারি কাতর হইঞা কিছু বলে॥
যুনরে ছাওাল সিযু বচন বলিএ কিছু তোমাদের কথা করিলাঙ লঙ্ঘন॥
এবে সে জানিলু* ভালে পড়িলাঙ অঘাদ জলে এবে আমার নিকট মরন॥
ছাওাল যুনিঞা কয় যুন অহে ৬২] [৬৩ মহাসয় আপনার আপনি কৈলে ডেড়ি।
এখন কেনে হনুমানে অভিমান কর কেনে খেতিতলে পড়্যা গড়াগড়ি॥
কয় বির হনুমানে যুনরে ছাওালগনে যুন বাছা এই সমাচার।
যুন মোর এই তত দেখিতে না পাই পথ দিবসে হইল অন্ধকার॥
দিবসে আন্ধার কৈল ফকিরের সাঁপ হৈল দুই চক্ষ্য হইল মোর কানা।
কি আর বলহ তুমি কোথাকারে জাব আমি নিজবাহু না দেখি আপনা॥
জখন আসিএ হেথা কঞাছিলেন এই কথা জননির মুখে যুনেছিলাঙ।
তাহার লক্ষ্যন জত ফলিল বিসয় মত সেই সব প্রতিক্ষে দেখিলাঙ॥
আপনা না জেন্যা মনে ডুব্যা মইলাঙ এতদিনে তোদের কথা না যুনিলাঙ কানে।
পরিনামে আছে দুখ বিধি হৈল বৈমুখ ইহা আমি জানিব কেমনে॥
কত মত প্রকারে বুকাইলে মোর তরে সেই বাক্য হইল পরিনাম। ৬৩]
[৬৪ না যুনিল তোদের কথা অন্তরে লাগিল বেথা মোরে বিধি এবে হৈল বাম॥

জননিকে না দেখিব আর না অজদ্যা জাব এইবার মরন আমার।
জেখানে দেওান আছে বলি বাছা তোদের কাছে তিন ভাই জাহ পুনর্ব্বার॥
আমাকে বৈমুখ হবেন পুনু দআ না করিবেন আর না করিবেন মোরে কোলে।
কেমনে জাইব কাছে বিধাতা লেগ্যাছে পিছে দড়বাক্য মুন রে ছাওালে॥
নিশ্চ‍্য় জানিল বানি সর্ত্তিপির বটেন তেনি, নৈরাকার আপে নারায়ন।
গকুল মথুরা ধাম তেনি কৃষ্ণ বলরাম দড় কর‍্যা জানিলু* এখন॥
জোথা আছে নারায়ন জাহ তোমারা তিন জন মোর কহিয় কুটি নমস্কার।
তোমা না ভজিঞা হনু বৃথাই জিবন তনু মরিলেন পবনকুমার॥
ছাওাল বলেন মুন আমাদের নিবেদন ৬৪] [৬৫ মুন গোসাঞি পবননোন্দনে।
আমারা কেমনে জাব লাজে মুখ দেখাইব পুনুর্ব্বার দেওানের সদনে॥
এতদিন সর্ত্তপিরে পালন করিল মোরে ভাব করি পুত্রে‍্র সোমান।
সত্রু‍্ভাব করিলে তুমি কেমনে জাইব আমি নিবেদন মুন হনুমান॥
পুর্ব্বের সমস্কার বলি আমি বারেবার এই ছিল লর্ল্লাটের লেখা।
মাতা পিতা আছে জোথা জাইতে নারিনু তোথা পুনুরুপি না হইব দেখা॥
জাইতে নারিনু* হনু দুই দিগ হইল সন্ন‍্দ না জাইব অজদ্যা ভুবনে।
এ বড় রহিল তাপ না দেখিল মায় বাপ সত্রু‍্ হইলেন ফকির দেওানে॥
দেওান হইল অউরি অজদ্যা জাইতে নারি ইকুল ওকুল দুকুল হারাইলু*।
বিসুম পাথার নদী ডুবাইঞা মেল্যা বিধি সোতে পড়্যা ভাসিতে লাগিলু*॥
কহে বির হনুমানে ৬৫] [৬৬ মুনরে ছাওালগনে এই মোর লর্ল্লাটে আছিল।
খসিল কামানের সর বসভুত নহে আর বাচিবার উপায় কিছু বল॥
কারে বা ইসব কর লাজে মুখ দেখাইব আপনার আপনি করিহু* ডেড়ি।
অসার সংসার ইহাতে না রহিব আর মরিব গলাতে দিঞা দড়ি॥
ভাবিঞা দেখিলু* মনে সোন রে ছাওালগনে জিবন জৌবন অকারন।
ধরিঞা পিরের পায় অধিন তৈয়বে গায় আর্ল্লা বল পাপ বিমোচন॥

॥ পাচালির ছন্দ ॥

মরন নিশ্চর্য় কথা মুনিঞা নিদানে ॥ কহিতে লাগিল কথা মনির নন্দনে ॥
ইহার উপায় হনু আর নাহি দেখি। জে আগুনে পুড়ে মরি সেই আগুনে সেকি ॥
সেই সর্ত্তপির ছাহেব সর্ত্তি অবতার। তেনি বা তরাইতে পারেন হইঞা কাণ্ডার ॥
একচির্ত্তে সর্ত্তপিরে কর সোঙরোন। উর্দ্ধার করিঞা নিবেন পতিতপাবন ॥ ৬৬]
[৬৭ ছাওালের বচন মুনি পবনকুমার। সর্ত্তপির সর্ত্তপির বলে সাতবার ॥
পুনরূপি হনুমান লাগিল কহিতে। নিঞা জাইতে পার একবার পিরের সাক্ষাতে ॥
দেখিলে পড়িএ তাঁর চরণ ধরিঞা ॥ তবে জদি দআ করেন নফর বলিঞা ॥
তোমরা চল আগে আগে আমি জাই পাছ। চরনে ধরিঞা দোওা মাগ্যা নিও কীছু ॥
মুনিঞা ত সিযুগন লাগিল ভাবিতে। আগু আগু জায় তারা কান্দিতে কান্দিতে ॥
পিছে পিছে হনুমান অন্ধক হইঞা। আপনার হস্ত ছাওালের কন্দে দিঞা ॥
চারিজোন এই মতে করিলেন গোমন। কান্দি কান্দি গেলা জোথা নারায়ন ॥
বিরস বদনে গেলেন পিরের সক্ষ্যাতে। মুখে না বেরায় কথা লাগিল কান্দিতে ॥
দেওান বলেন বাছা কান্দ কি কারন। ইঙ্গিতে বুঝিলেন তাহা পবননোন্দন ॥
ভক্তি করিলেন জাঞা সোন তার তত। ৬৭] [৬৮ লাখে লাখে পিরের পাএ করিল দণ্ডবত ॥
তোমাকে মারিতে ছাহেব হাথ বাড়াইলুঁ। ছাহেবের চরনে বড় অফরাদি হইলুঁ ॥
অফরাদ কর ক্ষেমা ঘুচাইঞা মাএআ। নফর বলিঞা গোসাঞী পুনু কর্য়া দএআ ॥
না জানিঞা তোমা সনে বাদ কৈলাঙ আমি। তেমতি উচিত ফল দিখাইলে তুমি ॥
চরনে পড়িয়া হনু কান্দিতে লাগিল। দএআর ঠাকুর সর্ত্তপিরের দওআ উপজিল ॥
বিসম পিরের মাএআ বুঝা নাই গেল। রঘুনাথের মুর্ত্তি ছাহেব ততক্ষ্যনে হৈল ॥
দুর্ব্বাদলস্বাম গোসাঞি অমৃত রসাল। দির্ঘ নাসিকা চারি চৌরস কপাল ॥
মুখসসি মৃনাল জিনিঞা ভুজদণ্ড। দক্ষিনে অক্ষয় তার বামেতে কুদণ্ড ॥
সিরে জটাভার হৈল বাকল উতারি ॥ বসিলেন রাম জেন বিরাসন করি ॥
অন্ধক আছিল হনু দেখিতে নাহি পায়। লোটাঞা লোটাঞা ধরে সর্ত্তপিরের পায় ॥ ৬৮]
[৬৯ কৃপা করি আখি দান দেহ সর্ত্তপির। ই তিন ভুবনে কথা হইল জাহির ॥
যুগে যুগে তোমার নাম অভিরত নিব। সয়াল ভুবনে আমি জতকাল জিব ॥
তোমা চরনের ভরসা করি বাঞ্ছাকল্পতরু। সতজিবের জিব আমি সভাকার গুরু ॥
বিনয় করেন হনু ভাবিঞা পরমাদ। দএআ করি সর্ত্তপির কৈল আসির্ব্বাদ ॥

অনাথের নাথ পির হইল মেহেরবান। অন্ধ আছিল হনু আঁখি পাইল দান॥
বল বুদ্ধি জত কিছু হর‍্যা নিঞাছিল। পিরের দোওাতে হনু চতুরগু´[ন] পাইল॥
আনন্দের সিমা নাঞি পবন নোন্দনে। পুনু পুনু দণ্ডবত পিরের চরনে॥
নআন মেলিঞা জদি দেখিতে লাগিল। রঘুনাথের মূর্ত্তি দেখ্যা মনে ধন্ধ হৈল॥
কহিতে লাগিল তবে পিরের সন্নিধানে। অজদ্যা ছাড়িঞা তুমি পাতালপুরে কেনে॥
আপনে করিলে আজ্ঞ্যা সিন্ধুর কারন। আমাকে ভাণ্ডাঞা আগু এস্যাছ নারায়ন॥ ৬৯]
[৭০ জদি প্রভু রঘুনাথ কোমললোচন। সেবকেরে এত দুক্ষ্য দেহ কি কারন॥
তোমার চরনে ধুলা হঞা আছি লাগিঞা। তবে এত দুক্ষ্য দেহ মোরে কিসের লাগিঞা॥
ঝাড়িঞা ফেলিলে ধুলা রসাতলে জায়। এমন করিতে গোসাঞি তোমা না যুআয়॥
বুঝিলাঙ আপনে দুখ দিঞাছ শ্রীহরি। আপনে ব্রাহ্ম´নের পুত্র´ কর‍্যা এস্যাছ চুরি॥
সেখানেত নাম ধর রঘুনাথ বলিঞা। সর্ত্তপির নাম ধর পাতালে আসিঞা॥
এমন বিসম মাএআ কে বুঝিতে পারে। এতখানি কর তুমি নফরের তরে॥
দেওান বলেন হনু তেরা হযুর কই। রঘুনাথ নই আমি সর্ত্তপির হই॥
হনুমান বলে জদি সর্ত্তপির দেয়ানে। ফকিরের মূর্ত্তি একবার দেখাও নআনে॥
ফকিরের বেশ জদি দেখাও পির গুনমুনি। নএআনে দেখিলে তবে সর্ত্ত কর‍্যা মানি॥
দেওান বলেন থাক তুমি বিমুখ হইঞা। ৭০] [৭১ ফকিরের কাআ বাছা দেখিবি ফিরিঞা॥
যুনিঞা ত হনুমান ফিরিঞা রহিল। বিষম পিরের মাএআ বুঝা নাই গেল॥
মাথায় বান্ধিল পির ছেহেগি গুরুবাট। বাঘের চামড়া কান্ধে চৌদিগ্যে সাট॥
গাএ দিল যুর্ব্বা ছিরে দিল তাকি। দমছে দিদার মোলা হেমোডাকা রাখি॥
দেওানের সাজনখান তায় কীছু বলি। পিরের হাল অঙ্গে নিল হামেল ছেহেলি॥
আল্লা খোদায় এলেম বলে দম দম। কোম্বরে বান্ধিল টান্যা রসিবাটা সোন॥
তুতির পিজিরা হাথে লাগাঞা সিকলি। হক আল্লা বলিঞা দস্তে মারেন তালি॥
ফকিরের বেস তবে হইঞা দেওানে। দেখরে পবনপুত্র´ ফিরিঞা নআনে॥
যুনিঞা দেওানের কথা ফিরিঞা চাহিল। ছাহেবের রূপ দেখ্যা মূর্চ্ছ´াগত হৈল॥
মূর্চ্ছ´াগত হইঞা পড়িল খেতিতলে। নিজহস্তে সর্ত্তপির হনুমান তোলে॥
উঠ উঠ অরে বাছা চক্ষু মেল্যা চাও। ৭১] [৭২ আমি ত ফকির যুঝে কথা কের্ণে কয়॥
হনুমান বলে গোসাঞি কথা কব কি। তোমার বরনে মূর্চ্ছাগত হইঞাছি॥
নিশ্চ´য় জানিলাঙ তুমি সর্ত্তিনারায়ন। নআনে দেখিঞা গোসাঞী জানিল এখন॥
অধম তৈয়বে ইহা করিল রচন। আল্লা আল্লা বল ভাই জত মুম্মিনগন॥

হনুমান বলে গোসাঞি কি বলিব আর। চারি যুগে ধর তুমি চারি অবতার॥
সর্ত্তপির বলেন যুন পবনকোঙরে। অবতারের কথা বল কি দেখিঞা মোরে॥
হনুমান বলে গোসাঞী নিবেদন করি। অবতারের কথা আমি কি বলিতে পারি॥
সর্ত্তযুগে হইলে নৃসিংহ অবতার। হেরনকশ্ছ্যব জায় করিলে সংহার॥
ত্রিতিআ যুগে রঘুনাথ অবতার হঞা। রাবনে বধিলে তুমি ই মাএআ পাতাঞা॥
দোওাপরে কিষ্ণ হইঞা অবতার। গোপকুলে জর্ম্ম নিঞা গোপের উর্দ্ধার॥ ৭২]
[৭৩ কলিযুগে অবতার চৈতন নিতাই। উর্দ্ধার করিঞা নিলে জগাই মাধাই॥
জগাই মাধাই তারা বড় ধন্য ছিল। হরিনাম যুন্যা তাহারা নিস্তার পাইল॥
হরিনামে তর্য়্যা গেল জগতসংসারে। আবার সর্ত্তপির নাম ধর কিসের খাতিরে॥
দেওান বলেন বাছা মন করহ স্থির। এ কারনে নাম আমি ধরি সর্ত্তিপির॥
মন দিঞা যুন তুমি সেই সোমাচার। জে কারনে হইল আমার পূজার প্রচার॥
অপুত্রের্কে পুত্র্র্ দিএ নিধনিআরে ধন। বন্ধখানায় থাকিলে করি বন্ধন বিমচন॥
আন্ধলা পায় আঁখি সোণ্ডরন কৈলে। উঠাইঞা দিএ নৌকা দরিআএ ডুবিলে॥
পাপে হইল পুন্য দেখ মর্ত্তভুবন। রসাতল জায় পুরি পাপের কারন॥
তেকারনে অরে বাছা সর্ত্তরূপ হঞা। সংসার তারন কৈলু* পদ্মহস্ত দিঞা॥ ৭৩]
[৭৪ সোন সোন অরে বাছা বির হনুমান। আমি মোছলমানের সর্ত্তপির হিন্দুর নারায়ন॥
জাহির হইনু* আমি সকল সংসারে। সর্ত্তপিরের পূজা করে প্রতি ঘরে ঘরে॥
মোছলমান সির্ন্নি দেয় মোর্ল্লাকে ডাকীঞা। হিন্দু সব পূজা করে ব্রাহ্মর্ন আনিঞা॥
সব দেসে জাহির হঞাছি ঘরে ঘরে। কেহু নাহি মানে মোরে অজদ্যানগরে॥
তেকারনে হর্য়্যা আনিলাম মনির নন্দন। পাতালভুবনে বাছা আছি এ কারন॥
হনুমানে বলে গোসাঞি সংসারের সার॥ অজদ্যাতে করিব তোমার পূজার প্রচার॥
কৃপা করি দেহ গোসাঞি মনির নন্দন। সর্প্তে বন্দি হঞা মরেন ঠাকুর লক্ষ্যন॥
চরনে পড়িঞা হনু কান্দিতে লাগিল। দআর ঠাকুর সর্ত্তপিরের দআ উপজিল॥
সোন বাছা হনুমান সোন মন দিঞা। অফরাদ কৈলু* খেমা সেবক বলিঞা॥ ৭৪]
[৭৫ সঙ্গে কর্য়্যা লঞা জায় ব্রাহ্মর্নের নন্দন। অজদ্যাতে কর জাঞা পূজার প্রতন॥
রঘুনাথে সব কথা তুমি বল্য জাঞা। জেন সর্ত্তপিরের সির্ন্নি করে আপুনি আসিঞা॥
সির্ন্নির দস্তুর ভাই জেই মাফিক ছিল। হনুমানে সর্ত্তপির সকলি কহিল॥
হাতে হাতে যুপে দিল তিনটি ছাওাল। বিলম্ব না করহ বাছা জাহ ততকাল॥
হনুমানের হাতে যুপে তিন সিষু দিল। ছার্ল্লাম করিঞা হনু বিদায় হইল॥

পিঞ্চের উপরে নিল তিনটি ছাওাল। একে একে লঙ্গিল সপ্তম পাতাল ॥
তল পাতাল গেলেন পবনকুমার। হু বল্যা একটি ছাড়িল হুহুঙ্কার ॥
মুলঙ্গ দুআর হৈল রামের কৃপায়। পথ পাঞা হনুমান অজদ্যাকে জায় ॥
মুলঙ্গ দুআর ফের মুদিত হইল। রঘুনাথের সাক্ষাতে আনন্দে চল্যা গেল ॥
আছিলেন রঘুনাথ উর্দ্ধমুখে চেঞা। ৭৫] [৭৬ আনন্দের সিমা নাঞি বালকে দেখিঞা ॥
হনুমানকে রঘুনাথ কর‍্যা নিল কোলে। লাখে লাখে চুর্ম্ম দিল বদনকোমলে ॥
তো বিনে বাছা সখা নাঞি ই তিন ভুবনে। কল্যান কুসলে থাকো পবননোন্দনে ॥
কোনখানে পাইলে বাছা মনির ছাওাল। একে এক সব কথা কহ ততকাল ॥
রঘুনাথের কথা মুন্যা হনুমান কয়। কি কৈব দুক্ষের কথা কহা নাঞি জায় ॥
তোমার আজ্ঞ্যাএ গেলাম পাতালভুবনে। পাইলু মুনির পুত্র্য অনেক জতনে ॥
তলাতল রসাতল চতুর্থ পাতাল। মুতল ভুতল দেখ্যা না পাইলু ছাওাল ॥
তবেত প্রবেশ করিনু সপ্তম ভুবনে। সেই পুরে নাঞি পেলাঙ মুনির নোন্দনে ॥
না পাইঞা মুনির পুত্র্য মোন উটাটন। তার নিচে গেলাম তবে চারি জোজন ॥
জে কিছু মুনিঞাছিলাম জননির ঠাঞি। তোথা সিমু রেখ্যাছিলেন সর্ত্তপির গোসাঞি ॥ ৭৬]
[৭৭ জতেক পাইলু দুক্ষ্য পাতালভুবনে। কতেক কহিব গোসাঞি তোমার সদনে ॥
জেমনে পুখুরঘাটে করিল গোমন। বিরিক্ষের উপরে উঠে আছিল জেমন ॥
জেমনে হঞাছিলেন ব্রাহ্মনের বেস। জেমনে সিমুর মুখে পাইল উর্দ্দেস ॥
জেইরূপে আনিছিলেন চুরি করিঞা। জেমনে সর্ত্তপির পথে আগুলিল গিঞা ॥
জেমনে বৃক্ষের ওপর হাত লাগ্যা ছিল। বলবুর্দ্ধি হারাইঞা জেমনে অন্ধক হৈল ॥
জে কারনে কৃপা কৈল সর্ত্তিনারায়ন। সকলি কহিল তাহা রামের সদন ॥
সোন সোন অ প্রভু কোমললোচন। কেমন প্রকারে আছে ঠাকুর লক্ষ্যান ॥
তোরায় চলহ প্রভু মুনহ গোসাঞি। কি জানি ঠাকুর লক্ষ্য[ন] আছে বা কী নাঞি ॥
তিন দিন রঘুনাথের লাগি নাহি পাঞা। তিন দিন আছিলেন পথপানে চেঞা ॥
তিন দিন গুজরিঞা চারি রোজ আইল। রঘুনাথ নাঞি এল্য নিশ্চয় জানিল। ৭৭]
[৭৮ অগ্নিতে দিতেই ঝাপ বলি কুতুহালে। ব্রাহ্মন ঠাকুর লক্ষ্যানে তুলে নিলেন কোলে ॥
অধম তৈয়বে ইহা রচনা করিল। আমিন আমিন বল ভাই মমিন সকল ॥

•

চৌদা তাল অগ্নি উঠেছে খরতর। রাম বলে মোল মোর প্রানের দোসর ॥
বহুত কান্দেন রাম ভাই ভাই বলি। ধাইঞা আইলেন রাম করিঞা বিকলি ॥

অগ্নিকুণ্ডের কাছে রাম সম্ভমে আইল। ভাই ভাই বলিঞা বহুত কান্দিতে লাগিল ॥
কোথা গেলে লক্ষ্যন ভাই আমারে ছাড়িঞা। দিবসে আন্ধার হৈল তোমা না দেখিঞা ॥
ফুকারি ফুকারি কান্দেন অখিলের পতি। আন্ধলার নড়ি আমার পথের সঙ্গতি ॥
সিতা লাগি কত দুক্ষ পাইলে লক্ষ্যন। সক্তিসেলে পড়্যা ভাই লইল মরন ॥
দেসকে আইলে তুমি উর্দ্ধার করিঞা। এখন কেনে ছাড়িলে কোন দোস পাইঞা ॥
রঘুনাথের সোকের কথা কেবা ইহা বলে। ৭৮] [৭৯ সর্ব্বাঙ্গ ভিজিল প্রভুর নআনের জলে ॥
ব্রাহ্মন ঠাকুর কোলে করেছিল জে লক্ষ্যন। কি জানি মরেন রাম ভাইএর কারন ॥
আপুনি জে ব্রাহ্মন ঠাকুর কোলে কর্যা লঞা। রঘুনাথের সাক্ষাতে লক্ষ্যনে দিল লঞা ॥
রামের ভাই লক্ষ্যন জে সর্ব্বত্রে জয়। সির্দ্ধা পুরুস সেহ মরিবার নয় ॥
ব্রাহ্মন বলেন রঘুনাথ না করহ রোদন। এই জে তোমার ভাই দেখহ লক্ষ্যন ॥
কোলে কর্যাছিলাম আমি অগ্নির ভিতরে। কাহার সকতি জে তোমার ভাইকে মারে ॥
রঘুনাথের হাতে যুপে লক্ষ্যনকে দিল। চারিমুখা ব্রহ্মা তখন অন্তধ্যান হৈল ॥
লক্ষ্যনে পাইঞা রাম মনকুতুহালে। সব্বাঙ্গে ফিরাইঞা হাথ বৈসাইলেন কোলে ॥
হনুমান বলে ঠাকুর বিলম্ব আর নাঞি। তুরায় চলহ জোথা ব্রাহ্মন গোসাঞি ॥
ছয় জন এই মতে করিলেন গোমন। অবিলম্বে গেলেন জোথা কান্দিছে ব্রাহ্মন ॥ ৭৯]
[৮০ ছাওাল লাগিঞা তারা অন্ধক হঞা ছিল। সিসু সঙ্গে রঘুনাথ সেইখানে গেল ॥
রঘুনাথ বলেন গোসাঞি কর অবধান। এন্যা দিলাম তোমার পুত্র দেখ বিদ্যমান ॥
জেইমাত্র ব্রাহ্মন ই কথা সুনিল। অন্ধক আছিল তারা পুনু আঁখি পাইল ॥
নআন মেলিঞা জদি চায় দুইজনে। সোনার বরন পুত্র দেখে তিনজোনে ॥
জেন গকুল ছাড়িঞা এল্য কৃষ্ণ বলরাম। জেন সিসু সঙ্গে খেলা করেন জননির ঠাম ॥
জেন খুদা লাগিলে এস্যা জননির ঠাঞি। তেমনি পুত্র কোলে নিলেন মুনি গোসাঞি ॥
আকাসের চন্দ্র জেন হাথের ওপর পাইল। তেমনি ব্রাহ্মন বড় হরসিত হৈল ॥
হামলিঞা বাছুর জেন গাবি সনে মিলে। তেমনি ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনি পুত্র কৈল কোলে ॥
দুইজনে তিন পুত্র কোলেত করিঞা। আনন্দ হইঞা তারা নাচে পাক দিঞা ॥ ৮০]
[৮১ ব্রাহ্মন বলেন রঘুনাথ সোনহ বচন। কেবা হর্যা নিঞাছিল আমার নোন্দন ॥
কোথা আছিল বাছা পাইলে কোনখানে। দড় কর্যা বল গোসাঞি ইহার বিধানে ॥
জেনরূপে সর্প্তপির হর্যা নিঞা ছিল। একে একে রঘুনাথ সকলি কহিল ॥
জেমন কর্যাছিলেন আজ্ঞ্যা সির্ম্নির কারন। সকল কহিল কথা ব্রাহ্মন সদন ॥
সোন সোন মুনি গোসাঞি মোন করহ স্থির। তোমার পুত্র হর্যাছিলেন দেওান সর্প্তপির ॥

সির্নি দিতে আজ্ঞ্যা পির কর্যাছেন আপুনি। একমন হঞা কর সর্ত্তপিরের সিরিনি ॥
জদি সর্ত্তপিরের সির্নি গোসাঞী না করিবে। নিশ্চ্য় বলি পুত্র পুনু হারাইবে ॥
একমোনে সোধ জদি সর্ত্তপিরের সিরিনি। অনাথের নাথ পির হবেন মেহেরবানি ॥
ব্রাহ্মন বলেন ঠাকুর সোন আমার বানি। দিজকুলে জন্ম মোর কেমনে করিব সিরিনি ॥ ৮১]

[৮২ কোনকালে নাহি য়ুনি জে সির্ন্নির কথা। কেমন কর্যা করিব সির্ন্নি কেমন বেবস্তা ॥
জেমত প্রকারে পির আজ্ঞ্যা কর্যাছিল। একে একে দিজবরে সকলি কহিল ॥
একজায় গানে পিরে মোন করিঞা স্থির। পিড়ার ওপর য়ুক্য বস্ত্র নিসা দিঞা তির ॥
গুআ কড়ি সির্নি রস্বা তার ওপর থুঞা। পুন্য করিবে ঘট আম্রসাক দিঞা ॥
আটা গুড় দুগধ আর গুবাক কদলি। সওা সওা কর্যা দর্ব্ব আনিবে সকলি ॥
ইষ্টমিত্র ডাকিঞা বাটিবে সিরিনি। দোওা দিবেন তোমায় সর্ত্ত গুনয়ুনি ॥
এতেক বলিঞা রাম জায় বিদায় হইঞা। ভিক্ষ্যা মাগিতে জায় দিজ পির খিআইঞা ॥
আর দিন ভিক্ষা মাগি পায় জত ধন। সেদিন পাইল ভিক্ষা তার চারিগুন ॥ ৮২]
৮৩] ঘরকে আইল দিজ তায় কিছু বলি। সওা সওা কর্যা দর্ব্ব আনিল সকলি ॥
ইষ্ণমিত্র ডাকিঞা করিল সির্ন্নি আএজন। তুষ্ট হঞা বর তারে দিল নারায়ন ॥
দুখ তাপ গেল দুর সর্ত্তপিরের বরে। ধন ধান্য নানা রত্ন হইল থরে থরে ॥
এইমতে পূজা হইল অজদ্ধ্যানগরে। সর্ত্তপিরের সির্নি জাহির হৈল ঘরে ঘরে ॥
অধম তৈয়বে ভনে সত্তপিরের পায়। আল্লা আল্লা বল ভাই কাল্লাম হৈল সায় ॥

এই আরজ করি তোমার চরন ধরিঞা। মুলুকের পাতসায় রেখ্য লেওাজিঞা ॥
জত য়ুভা আছে মুল্লুকে জত জমিদার। সভাকারে দিবে দোওা সর্ত্ত খোনকার ॥
লওাজিম জত আছে পাইব চাকরান। সভাকারে দোওা দিহ সর্ত্তপির দেওান ॥
জেবা য়ুনে জেবা ভুনে ভক্তি করিঞা। তাহাকে দিবে দোওা কৃপাযুক্ত হঞা ॥ ৮৩]
[৮৪ এই আরজ করি ছাহেব ধরি তুওা পায়। আসরসমেত গাজি হইয় বরদায় ॥
মাঁ বিবি জত আছে আসরভিতরে। সাহাদিগ্যে দোওা দিবে ফাতেমাঁ সাদরে ॥
কলিয়ুগে জাহির সর্ত্তপিরের কাল্লাম আল্লা বল ভাই জত মোছলমান ॥

২ আনন্দভৈরব

রচয়িতা ঃ নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৭০৪। পত্রসংখ্যা ২৭-৩৯। অখণ্ডিত। আকার ৬"×৩"।
আধার আধুনিক কাগজ।

[২৭ক অথ আনন্দভৈরব গ্রন্থ লিখ্যতে।
ম্লেখান্য করিনু ক্ষোভ গান্ধারিকা।
স্পর্শ ইহা শুরাম মনাধিকানুজখীনঃ।
ইতি—দৃষ্টি মত লিঃ।

পদ্মাবতী বলে মুই করি নিবেদন। এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে হয় মন ॥
হে কান্ত শ্লোকের অর্থ করিবে স্মরণ। বাহ্য নাহি কহা যায় মনের কারণ ॥
তবে যে কহি আমি তোমার উপরোধে। অন্য জ্ঞান যদি কর হয়ে অপরাধে ॥
আপন ভজনকথা কহিব কেমতে। মায়ামোহিত জীব ইহা না পারে বুঝিতে ॥
পদ্মা বলে মায়ামোহিত বলি কারে। ভালমন্দ যে জন বিচার করে ॥
আপনাকে বৈরাগী মানি ভক্ত সংসারে। সেইজন মায়ামোহিত দেখহ বিচারে ॥
বলে গোঁসাইয়ের ধর্ম্ম করেছি আশ্রয়। গোসাঞী করে কার ধর্ম্ম তাহা না বুঝয় ॥
আদি মূল যদি কহি মনে কর দুঃখ। আমি যদি ঠাকুর বলি তবে পাও সুখ ॥
এই লাগি দণ্ডবৎ করি দূর হইতে। এবে কহি শ্লোকার্থ শুন একচিত্তে ॥ ২৭ক]
[২৭খ রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ লীলাগুন। নায়ক নায়িকা এই অষ্টজন ॥
ক্ষেমঙ্করী যাহে কহি তার নাম রূপ। খোর কহিয়ে যারে নায়িকাস্বরূপ ॥
গান্ধারিকা কহি জারে সেই হয় গন্ধা। স্পর্শ নামে সর্প হয় বুঝিবারে ধান্ধা ॥
ইচ্ছা কহিয়ে যারে সেই শব্দ হয়। রাম শব্দে অর্থরস গ্রন্থকারে কয় ॥
লীলাকারি হয় মন অধিকারী বলি জারে। চব্বিশ অক্ষরের অর্থ কহিলাম তোমারে ॥
অষ্টদশ অক্ষরের বাহ্য নাহি হয়। নায়ক সময়ে শতে শ্রীকান্ত ভজয় ॥
পদ্মাবতী কহে ভজ কার অনুসারে। সেই সব তত্ত্ব কহ করিয়া বিস্তারে ॥
মহাজনের করন বিনে নাহি নয় মনে। কান্তা কহিয়ে তাহা করহ শ্রবনে ॥
এইমত ভজন পূর্ব্ব হইতে আছে। পূর্ব্ব মহাজন কহি পর কহি পাছে ॥

অনাদি ব্রহ্মার ধামে হইল শক্তির জনম। দিব্যমূর্ত্তি হয়ে তার আকর্ষন মন ॥ ২৭খ]
[২৮ক এক ইচ্ছা দুই ইচ্ছা তিন ইচ্ছা করিল সঙ্গম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের হইল জনম ॥
মুখে ব্রহ্মা বক্ষে বিষ্ণু শিব ভগদ্বারে। ক্রমেতে প্রবল হইল তিন সহোদরে ॥
তিনজনে দয়া করি মন্ত্র সমর্পিলা। তপস্যা করিতে যাহ তিনে আজ্ঞা দিলা ॥
আজ্ঞা পাইয়া চলিল ভবনদীর তীরে। তপস্যা করয়ে সবে বিজ ক্রোশ দ্বারে ॥
অনাদি ব্রহ্মা চলিলা তবে বুঝিবারে মন। যোগনিদ্রায় নিপুন হইয়াছে কোন জন ॥
মৃত শরীর হইয়া জলে ভাসি যায়। ছি ছি বলিয়া ব্রহ্মা জল দিল পায় ॥
কুপিয়া অনাদি ব্রহ্মা তারে দিল শাঁপ। পৃথিবীতে না হবে পূজা কইলে হেন পাপ ॥
পুনরপি গেলা তেঁহ বিষ্ণুর নিকটে। আস্তেব্যাস্তে বিষ্ণু জল দিল তিন পুটে ॥
হাঁসিয়া অনাদি ব্রহ্মা বর দিল তারে। তোমা ছাড়া কোন ধর্ম্ম না হইবে সংসারে ॥
সেইরূপে গেলা মহাদেবের সাক্ষাতে। ধ্যানভঙ্গ হইল দেখি দর্শন বিকটে ॥ ২৮ক]
[২৮খ পুনরপি শিব নবদ্বার মুদিয়া। করিতে লাগিল ধ্যান বিস্ময় পাইয়া ॥
যোগবলে যোগেশ্বর বৃত্তান্ত জানিলা। উঠাইয়া কোলে করি নাচিতে লাগিলা ॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃপা কৈল ভালমতে। মোর বাঞ্ছাপূর্ণ সব হইবে তোমা হইতে ॥
মোর চিত্ত দুর্ব্বল দেখি হইল তোমার ভক্তি। অঙ্গীকার কর তোয়ে দিল আদ্যাশক্তি ॥
শিব কহে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিলে মন্দ গোঁসাই। এমত কর্ম্ম দোষের সীমা নাই ॥
তবে কহে অনাদি ব্রহ্মা কেবা বটি আমি। আদ্যাশক্তি কেবা বটে কেবা হও তুমি ॥
বুঝিয়া মহেশ তবে কৈলা অঙ্গীকার। শক্তির চরনে আসি কৈলা নমস্কার ॥
হাসি মহামায়া কহে মধুর বচন। আমার পালন তুমি করিবে সর্ব্বক্ষন ॥
তোমার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছা মোর। বুঝিলে নিকট বটে না বুঝিলে দুর ॥
যাহার লাগিয়া মোরে করিলা ভজন। আমাকে জানিলে তার পাবে দরশন ॥ ২৮খ]
[২৯ক মনে মনে বুঝি দেখ উপাসনা কি। হর কহে কামবীজের আশ্রয় হইয়াছি ॥
বীজের স্বরূপ আখি দেখ আমার গুন। হর কহে সর্ব্ব অঙ্গ করাহ দরশন ॥
শুনিয়া হরের বাক্য ত্যজিলা বসন। শিব করে একে একে অঙ্গ নিরীক্ষন ॥
শক্তির সঙ্গেতে উদয় কইল সর্ব্বগুন। পশিলা অন্তরে হর হইয়া অচেতন ॥
বিভোগ হইয়া যোগী ভূমিতে লোটায়। উঠাইয়া মহামায়া জানুতে বসায় ॥
চেতন করাইল হর অনেক যতনে। স্থির হইয়া হর কহে কি হইল মনে ॥
কহিতে কহিতে পুন হইল অস্থির। ইহা বোঝে রসিকজনে যেই হয় ধীর ॥
শক্তি কহে স্থির হইয়া করহ স্মরণ। একে একে কহি শুন আপনার গুন ॥
নখচন্দ্র মুখচন্দ্র কপালচন্দ্র আর। গণ্ডস্থল দুই চন্দ্র অঙ্গ চন্দ্রসার ॥

চন্দ্র অমৃত হইলে সুধামৃত খেয়ে। পিতে না পারে চকোর পিয়াসেতে মরে ॥ ২৯ক]
[২৯খ পাদপদ্ম নাভিপদ্ম উরুপদ্ম আর। মুখপদ্ম আঁখিপদ্ম আছে আর চার ॥
বিকশিত হইলে পদ্ম মধুগন্ধ ছোটে। অলিগন উড়ে যায় যাহার নিকটে ॥
পীতে না পাইয়া মধু ব্যাকুল অলি। আর যত গুন আছে তাহা শুন বলি ॥
পরিসর বক্ষের উপরে দুই গিরি। চন্দনের গন্ধ আছে তাহার উপরি ॥
ভূমাঙ্গ নিকটে যায় সিদ্ধ লাগিয়া। জ্বালাতে জ্বলয়ে অঙ্গ স্পর্শ না পাইয়া ॥
এইমত কত গুন বাহ্য অঙ্গে আছে। কহিবারে করি ভয় চৈতন্য হর পাছে ॥
হর কহে বাহের গুন কহিলে আমারে। অন্তরের গুন কহ প্রান অস্থিরে ॥
শক্তি বলে চক্ষু মুদি করহ স্তবন। সঙ্ক্ষেপে কহিবে কিছু অন্তরের ধন ॥
সহস্রদল পদ্ম হয় মস্তক উপরে। অথার নামেতে তথা আছে সরোবরে ॥
উদর ভিতরে আছে মানসসরোবর। তথা হইতে ফুল গেল সহস্রদল উপর ॥ ২৯খ]
[৩০ক উর্দ্ধমুখ অধমুখ হয়ে আছে ফুল। তার ভিতরে মূল বস্তু আছে সর্ব্বকাল ॥
অক্ষয় সরোবরের জলে গুন অধর। তথা হইতে যায় চলি মানসসরোবর ॥
পদ্মের তাটি বেয়া উর্দ্ধগতি চলে। সবার সহিতে মিসায় পুন সেই জলে ॥
মানসসরোবরের উপরে ক্ষীরসরোবর। তাথে উপজিল পদ্ম শতদল ॥
মূল বস্তু স্বরূপে আসি সেই পদ্মে রয়। তার নাম সরোবর পৃথিবী নাম ধরয় ॥
তাথে হইতে উপজিল শতদলপদ্ম। তার নাম সরোবর বুঝিবারে ধন্ধ ॥
শতদল পদ্মের পরাপর বস্তু হয়। ঘোর অঙ্গসরোবরে উরুপদ্ম উপজয় ॥
এইমতে আছে কত কহা নাহি যায়। শুনিলে হবে অসম্ভব দেখাব তোমায় ॥
এই কথা কহিতে শক্তির মৃত্যু হইল। চন্দন শুনে বিভূতি হয় ললাটে পরিল ॥
এইমত জন্ম মৃত্যু একশত আটবার। ৩০ক] [৩০খ একশত আটবারে হইল একশত
আট হাড়।
গাঁথিয়া পরিল গলে হাড়ের করি মালা। সেই হাড়ের মালা লইয়া হইল বিভোলা ॥
তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু আইল শিবসন্নিধানে। দোঁহে কহে সদাশিব এমন হইল কেনে ॥
হাড়ের মালা গলায় কেন ইহার অর্থ কি। হর বলে মালা পরে বৈরাগী হয়েছি ॥
ব্রহ্মা কহে এই ধর্ম্ম করহ গ্রহণ। ইহার বৃত্তান্ত কথা করিব শ্রবণ ॥
হর কহে শুন ব্রহ্মা কহিয়ে নিশ্চয়। আদ্যাশক্তি বিনা ইহা কহা নাহি যায় ॥
বাহ্যে দেখাইল হর তাহার আকার। ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহার মনে হইল চমৎকার ॥
কতক দিবস পর জানিল কিছু গুণ। ব্রহ্মা করেন সৃষ্টি বিষ্ণু করেন পালন ॥
সদাশিব গিয়া তাহার পোছেন আকার। এই হেতু শাস্ত্রে কহে শিব করেন সংহার ॥

অসংখ্য অসংখ্য সৃষ্টি কে করে গনন। অন্তরকথা কহি তাহার করহ শ্রবণ ॥ ৩০খ]
[৩১ক একদিন হর শক্তি বসি একাসনে। হর কহে শক্তি তুমি ছিলা কোন্ স্থানে ॥
যোগবলে চোদ্দ ভুবন আমার গোচর। ধ্যানে না পাইলাম তোমায় ভুবনভিতর ॥
আদ্যাসক্তি বলেন তুমি কহ মিছা সব। ধ্যানযোগ না কর না কর অনুভব ॥
আমার অঙ্গেতে তোমার হইল জনম। পাসরিলে আপনা জানি আমার গুন ॥
অখণ্ড ভুবন মধ্যে গুপ্তচন্দ্র গ্রাম। চলাচল নাই সেই নিত্যসিদ্ধধাম ॥
বাহ্য নাহি দেখিতে অন্তরে নাহি জানি। বেদে নাহি জানে সেই অপূর্ব কাহিনী ॥
আমি আছি শতদলপদ্মের ভিতরে। চন্দ্র সূর্য্যের গতায়াত নাহি সেই স্থানে ॥
পদ্মের মধ্যে আছে নায়ক নায়িকা। ছয় দলে ছয় জন আমি চন্দ্ররেখা ॥
এই বাক্য কহিতে দোহার জীবন মৃত হইল। আব্রহ্মভুবন যাইয়া সকল দেখিল ॥ ৩১ক]
[৩১খ চৌদ্দ ভুবন হয় তার অখণ্ড নাই। সত্য কি মিথ্যা বটে শুনেছি মায়ার ঠাঁই ॥
বাহ্য অঙ্গেতে তার সকল দেখিয়ে। প্রবেশিলা অন্তরে অতি সুক্ষ হইয়ে ॥
অতঃপর অঙ্গে অঙ্গে তাহার নামতে। অষ্টজন আছে শতদল মধ্যেতে ॥
নিশা চন্দ্ররেখা কহে আমা হইতে সব। আমার অঙ্গে আমি স্থিতি আমি অনুভব ॥
আমার রূপ গুন বৈসে নয়নকানার আঁখে। নয়নকানা হইতে দেখি ভুবনের লোকে ॥
চৌদ্দ ভুবন মধ্যে আর আছয়ে লোচনে। তাহারা দেখিতে পায় জেনে কামার গুনে ॥
আমার সব গুন বৈসে নয়নকামার অধরে। বয়ানকামা হইতে সব আস্বাদি সংসারে ॥
আমার শব্দগুনগ্রতা মৃত্তিকার কানে। চৌদ্দভুবনের লোক সেই গুনে গুনে ॥
আমার গন্ধ গুন কালিকার নাসাতে। জগত পাইল গন্ধ গন্ধকালি হইতে ॥ ৩১খ]
[৩২ক আমার স্পর্শগুন বৈসে স্পর্শমন্নির অঙ্গে। সে তত্ত্ব জানে লোক চন্দ্র সূর্য সঙ্গে ॥
আমি নিলা চন্দ্ররেখা আর সব অচৈতন্য। আমা হইতে সচেতন হয় জগজন ॥
তোমা হইতে আমি বাহ্যদেহেতে বসিল। হর শক্তি দোহার বাহ্যস্থিতি হইল ॥
শক্তি কহে যোগেন্দ্র কর অবধান। জানিতে পারিলে কিছু অগম্য স্থান ॥
হর কহে কিছু আমি নারিলাম বুঝিতে। শক্তি কহে ধীর স্বরূপ দেখহ আমাতে ॥
আপনার অষ্ট অঙ্গে কৈলাম অষ্ট সখি। আট হইতে চৌষট্টি যোগিনী যাহা দেখি ॥
এক এক গুনি করিলাম এক এক প্রকৃতি। হরকে ভজহ সবে পাবে উপপতি ॥
শক্তি জানে রসতত্ত্ব আর জানে শঙ্কর। সহজ বস্তু আস্বাদিতে কুচনিনগর ॥
পদ্মাবতি বলে ইহা আর জানে কে। ৩২ক] [৩২খ বিস্তারিয়া কহ দেখি মনে লেগেছে ॥
এই পৃথিবীতে হয় চন্দ্রকলা গ্রাম। সেই গ্রামে বাস কৈলা চন্দ্রকেতু নাম ॥
রাজার কুমার হয় ধরি অনেক গুণ। সেই গুণে পার্ব্বতীর হরিলেক মন ॥

পার্ব্বতী শিখাইল তারে সহজ কারন। অষ্টনায়িকা করে সহজভজন॥
পশ্চাতে লিখিব এই অষ্টজনার নাম। ইহা দৈবশক্তি বটে কর অবধান॥
সহজপুরে ছিল হরিনারায়ন রাজা। ভৈরব নামে পুত্র কৈল তার পূজা॥
সদয় হইয়া কালী হইল মুর্ত্তিমান। ভূমিতে পড়িয়া ভৈরব হরিল গেয়ান॥
আস্তব্যাস্ত হয়ে কালি উঠাইল তারে। অর্দ্ধচন্দ্র পশে কালি হইলা অস্থিরে॥
ভৈরব কহেন মাতা এমন হইলা কেনে। কালী কহে কহা যায়না অকথ্য কথনে॥ ৩২খ]
[৩৩ক ভৈরব কহেন মাতা ধরি তুয়া পা। অকপটে কহি কেন হইল গা॥
কালী বলে এই কথা বড়ই বিষম। কেমনে কহিব তোরে আপন ভজন॥
বুঝিতে নারিবি শুনে না করিবি কানে। সেদেশের আচরণ এদেশ কে জানে॥
আমি ত মোহিতে পারি জগতের মন। আমার মন আকর্ষন করে যেই জন॥
তাহারে বা যেবা জন পায়রে মোহিতে॥ ৩৩ক] [৩৩খ সেইজন উদয় আসি করিল আমাতে॥
ভৈরব কহেন আমি নারিলাম বুঝিতে। কালী কহেন তার স্বরূপ আছয়ে পৃথিবীতে॥
সেইস্থানে সেইজন সেইমত গুন। সেই রূপ সেই কাল সেই স্বরূপ হন॥
সেই বাক্য এই বাক্য যেন একই জাতি। শুনিলে তাহার কথা পূর্ব্ব হবে স্থিতি॥
ভৈরব কহে কোথা আছ কহ দেখি মোরে। কালী কহে কহি শুন ইহার বিস্তারে॥ ৩৩খ]
[৩৪ক এই পৃথিবীতে হয় চন্দ্রকোনা গ্রাম। অষ্ট নায়িকা আছে শুন তার নাম॥
সুলোচনা সুলক্ষনা সুচিত্তা সুধামুখী। কনকলতা হেমলতা কাঞ্চন আনকি॥
চতুর্জাতি হইয়া থাকে অষ্ট ঘরে। ভোজনের কালে সবে মিলয়ে একন্তরে॥
স্নান করিতে সবে আইসে একসঙ্গে। ঘাটেতে বসিয়া কথা কহে নানারঙ্গে॥
পাঁচজনা সঙ্গে লইয়া করহ গমন। তা সবার সঙ্গে হইবে তাহাই মিলন॥ ৩৪ক]
[৩৪খ ভৈরব কহেন আমি করি নিবেদন। সঙ্গে করি লয়ে যাব কেমন পাঁচ জন॥
শুনি কালী কহে বাছা শুনহ বচন। বাহ্মনপণ্ডিত সঙ্গে লবে একজন॥
আর একজন নিবে বৈষ্ণবপণ্ডিত। একজন মনুষ্য লবে শাস্ত্ররহিত॥
আর একজন নিবে যারে কহে মন্দ। এই সব লোক লইয়া যাও সেই চন্দ্র॥
দিনকতক বৈ ভৈরব আনিল পঞ্চ জন। একে একে কহি তাদের নামকরণ॥৩৪খ]
[৩৫ক গঙ্গাদাস বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবপণ্ডিত। শ্রীধর নামেতে হয় শান্তচিত॥
বিদ্যানিধি নাম হয় ব্রাহ্মনপণ্ডিত। বিজয়রাম নাম যার বিপরীত॥

এই পঞ্চজন সঙ্গে চলিলা ভৈরব। বুঝিবারে পারে যার আছে অনুভব ॥
আনন্দে চলিয়া যায় সঙ্গে পঞ্চজনা। কতক দিবস পর আইল চন্দ্রকোনা ॥
গ্রামের নিকটে আছে দিব্যসরোবর। নানা জাতি বৃক্ষ শোভা তাহার উপর ॥
শ্রমযুক্ত হয়ে সবে বসিলা বৃক্ষতলে। জল ভরিবারে তারা আইল হেনকেলে ॥
বিজয়রাম নিশ্বাস ছাড়ি উচ্চারিল হরি। হরি শব্দ শুনিলেন কনকসুন্দরী ॥
সুলক্ষনা কহে ভাই শুন মোর বানী। হরি শব্দ কহিল কেন কহ দেখি শুনি ॥
সুচিত্তা কহয়ে শুনহ উত্তর। হরি শব্দের অর্থ হয় হরিহর ॥
হরি শ্রীকৃষ্ণ তার করহ স্মরণ। সুধামুখ কহে ইহার অর্থ শুন ॥ ৩৫ক]
[৩৫খ নবীন বিল্বপত্র দেখিল গাছের উপর। হরি শব্দ কহিল তেই শীতি হইল হর ॥
কনকলতা কহে শুন আর অর্থ হয়। হরি সার অর্থ বলি বাঁকা কয় ॥
বানরিগন বানর করি কোলে। এ গাছ ও গাছ করে লক্ষ দিয়া বোলে ॥
কৌতুক দেখিয়া তেই কহিল হরিকথা। আর অর্থ আছে কহে হেমলতা ॥
হরি শব্দ কহে এই সুবৈদ্য মনোহর। যতন করি লেহ অর্থ আছে বহুদূর ॥
এই লাগি হরি শব্দ উচ্চরিল মুখে। ইহার অর্থ আছে কহিল অনেকে ॥
হরি শব্দ অর্থ সর্ব্বদেবে বলে। সোমলতা দেখিলেন ভোজমূলতলে ॥
এই লাগি হরি বলিল কুতুহলে। সুলক্ষণা বলে শব্দের [অর্থ] নাহি মিলে ॥
কি কহিব আজি সাঙ্গ শুনহ গোসাঞী। মুখ্য অর্থ করে দিতে সে কিছু সুধাই ॥
এই বাক্য বলি তারা করিল গমন। বিজয়রাম কহে ধন্য যুবতীর গন ॥ ৩৫খ]
[৩৬ক বিদ্যাবিধি ছয় জনের বাহ্য যে বুঝিল। কনকন তার বাহ্য বুঝিতে নারিল ॥
শ্রীধর কহেন এই মনুষ্য উত্তম। পৃথিবীতে নাহি দেখি ইহাদের সম ॥
শ্রীধরের উর্দ্ধ হয় কৃষ্ণদাসে। সর্ব্বকাজের কাজী হইয়া উত্তম হইল কিসে ॥
গঙ্গাদাস কহে তারা হয় স্ত্রীজাতি। গুটা চারি কথা তারা শিখেছিল কতি ॥
ভৈরব হয়ে কেহ নাহি কৈল বিচার। শুনিতাম শ্রবণে কিছু অর্থ আছে তার ॥
গঙ্গাদাস কহে আজ্ঞা না কইলে মোরে। সিদ্ধান্ত করিব অর্থ করিতাম দুরমারে ॥
ভৈরব কহেন সবে কর অবধান। সুলোচনার গুন তারা করিল ব্যাখ্যান ॥
সবে মিলি যাব তাহার অন্বেষনে। কেমনে সে অর্থবান কেমনে বাখানে ॥
গঙ্গাদাস কহে সেই আছে পরবাসে। কিরূপে করিব মোরা তাহার উদ্দেশে ॥
যদবধি তাহার সনে সাক্ষাৎ না হয়। তদবধি এই গ্রামে রহিব নিশ্চয় ॥ ৩৬ক]
[৩৬খ এত বলি সবে মিলি করিল গমন। গ্রামের নিকটে গিয়া পুছে একজন ॥
সুলোচনার কোন বাটা কার ঘরে আছে। লোকে বলে এ বারি কুলগাছ আছে ॥

বিজয় বলে ওহে শুনহ বচন। সুলোচনার ঘরে হয় এক এক জন ॥
সেইজনা কহে তার ঘরে কেউ নাই। বিধি দয়া তারে আছে দুই ভাই ॥
শুনিয়া তাহার বাক্য চলিলা তরিতে। গোধূলি সময় হল তার বাড়ী যাইতে ॥
দক্ষিণদুয়ারী তার হয় বড় ঘর। পশ্চিমদুয়ারী হয় ঘর পরিসর ॥
দ্বারের নিকটে গিয়া হরি শব্দ করে। এইটুকু স্থান দেহ আমা সবাকারে ॥
মধ্যাহ্ন করিয়ে বেলা দুই দণ্ড থাকিতে। রাত্রে থাকি যাব মোরা কালি প্রভাতে ॥
সুলোচনা কহে আছে অনেকটুকু স্থান। স্থান থাকিলে হবে কি পড়িবে বাঁকার বান ॥
সবে মিলি বসি তবে করেন বিচার। নানামত অর্থ তবে করে বার বার ॥ ৩৬খ]
[৩৭ক বিজয়রাম কহে অর্থ করহ শ্রবন। বাঁকা হয় যবন বালক পঞ্চজন ॥
দিবসেতে তারা সব খেজমত করে। রাত্রিতে আসিয়া বুঝি থাকে এই ঘরে ॥
আর ইহার অর্থ আছে কহেন শ্রীধর। বাঁকা পদে ধনুক বলে বান শব্দে শর ॥
গ্রামের রক্ষক হয় গ্রামে রাত্রে ফেরে। রাত্রিশেষে বুঝি আসি থাকে এই ঘরে ॥
বিদ্যানিধি বলে ইহার এমন অর্থ নয়। বাঁকা শব্দের অর্থ ধর্ম্মরাজকে কয় ॥
নিশ্চয় কহিলাম এই ধর্ম্মরাজের স্থান। দেওয়ানি আসিয়া বুঝি করিবেক বান ॥
ঢাকঢোলের বাদ্য শুনিবারে। আসিবেক লোক দেখিবারে ॥
বাঁকার বানের অর্থ কহিলাম সবায়। বিষ্ণুদাস কহে ইহার এই অর্থ নয় ॥
বাঁকা শব্দের অর্থ বিদ্যুতলতা হয়। অগ্নিকোনে বিদ্যুতলতা দেখি ঘনে ঘন ॥
তৎকালে দেবতা আসি করিবেক বান। অল্প খরে ছাওয়া দেখিতেছি ঘরখান ॥
ভিজিব আমরা সব তাকে বলে ধনী। ৩৭ক]
[৩৭খ মেঘের নাহি দেখ বিদ্যুত সঞ্চারে। বাঁকার বানের অর্থ কহিলাম সবারে ॥
এত শুনি ভৈরব গঙ্গাদাসে কয়। তুমি কহ বাঁকার বানের অর্থ কিবা হয় ॥
গঙ্গাদাস কহে বাঁকা পদে কলিক। অসম্ভব বাক্য তাহে সেই হইল ধিক ॥
এমত নানা অর্থ করে নানা মতে। সুলোচনা নাহি মানে অর্থের মধ্যেতে ॥
সুলোচনা কহে মূঞী করি নিবেদন। রন্ধন করিয়ে আগে করহ ভোজন ॥
পশ্চাতে করিবে সবে অর্থ বিমোচন।
কি কহিতে পারি আমি নারিজাতি ছার। ভোজন করিয়ে পাছে করহ বিচার ॥
ভৈরব কহেন সঙ্গে আছে জিতেন্দ্রিয়গন। দ্বিতীয় বার কেহ না করে ভোজন ॥
বুঝিলেন সুলোচনা শুনি তার বানী। জলযোগের আয়োজন করিল আপনি ॥
চিনি কিনি নগত দধি দুগ্ধ ছানা। পকান্ন আনে দ্রব কে করে গণনা ॥ ৩৭খ]
[৩৮ক যার জাতে রুচি তাহা করিল ভক্ষন। সংক্ষেপে কহিয়ে দ্রব্য না যায় গনন ॥

সুলোচনা কহে এই নিবেদন কারি। জিতেন্দ্রিয়জনা হয়ে কেন বল হরি ॥
বিদ্যানিধি বলে সর্ব্বদেবাকে বলি।
সুলোচনা কহে জগত মোহে যে। বিদ্যানিধি বলে মায়া কহি তারে ॥
সুলোচনা কহে মায়ার হিত কে করে।
ভৈরব কহেন আমি করি নিবেদন। হরি শব্দের অর্থ কহ শুনিতে হয় মন ॥
সুলোচনা কহে মুই মুর্খ অগেয়ান। পণ্ডিত অগ্রে কেমনে করিব ব্যাখ্যান ॥
পণ্ডিত নহি গো মাতা নিবেদন করি। হরি শব্দের অর্থ কহ মোরে কৃপা করি ॥
ভৈরব আমার নাম সহজপুরে বাস। হরিনারায়ণ রাজার পুত্র কালীমায়ের দাস ॥
তার আজ্ঞা হইল মোরে তোমারে দেখিতে। তোমার দরশন লাগি কহিলাম ত্বরিতে ॥
সুলোচনা কহে তুমি প্রতিত গেলে মনে। ভৈরব কহেন তার আজ্ঞা বিজেয় সমানে ॥ ৩৮ক]
[৩৮খ আমারে মোহিত করে কালীসঙ্করী। প্রান গেলে তার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি ॥
শুনি কহে সুলোচনা তুমি ত উত্তম। কালিসঙ্করী মাএ তোমার উপাসন ॥
ভৈরব কহেন মাতা করি নিবেদন। সদয় হইয়া কহ মনের করম ॥
সুলোচনা কহে তুমি শুনহ শ্রবণে। সামান্য করণ বটে বিশেষ হয় গুনে ॥
প্রকৃত অপ্রকৃত দুই হয় কাম। প্রকৃত কামের কর্ত্তা কন্দর্প হয় নাম ॥
কামদেব হয় প্রকৃত কামের কর্ত্তা। বাঁকাগতি চলন তার যেন বিদ্যুৎলতা ॥
কন্দর্প মায়া আদি সবার মন হরে। কন্দর্পকে মোহিত কামদেব করে ॥
হরি শব্দের অর্থ এই দুইকে হরে যে। তাকে বলি বাঁকার বান ধর্ম্ম বহি সে ॥
এইমত অনেক গুন কহিনু তোমারে। সেই করন কেমন করে লিখিব অক্ষরে ॥
প্রাতঃকালে উঠি তারা বন্দিল চরনে। তার ঠাঁই বর মাগি করিল গমনে ॥ ৩৮খ]
[৩৯ক আপনার দেশে আসি সেই ধর্ম্ম আচরে। সেসব লিখিতে হইলে গ্রন্থ হয় ভারে ॥
পদ্মাবতী বলে আমি করি নিবেদন। সেই ধর্ম্ম জাজন করিল আর কোন জন ॥
শ্রীকান্ত কহেন পদ্মা শুন মোর বানী। এই ধর্ম্ম জাজন করিল ভারতমুনি ॥
কামরূপা মন্ত্রে তাহার উপাসন। আপনি লিখেছেন আপনার গুন ॥
সকল ভগবান মুখ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার চরিত্র গোঁসাই করেন বর্ণন ॥
সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ। চণ্ডিদাস সেই ধর্ম্ম করেছে জাজন ॥
জয়দেব গোস্বামীর রীত সেইমত হয়। গুনরূপী ভজন কৈলা সুর মহাশয় ॥
মহাপ্রভুর মনের করণ না জায় লিখনে। নিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র দেখহ নয়নে ॥
বীরভদ্র গোসাঞীর কি কহিব গুনে। বৈরাগ্যকে শিখাইল আপন করনে ॥
দেখহ যে বৈরাগ্য প্রকৃতি না দেখে। এখন সেসব জন প্রকৃতি বিনে ক্ষনেকে ॥

কেহ যদি এই কথা প্রতীত না যায় মনে। বার শত নারাকে তের শত নারী দিল কেনে ॥
দেখহ যে বৈরাগ্য প্রকৃতি না দেখে। এখন সে সব জন প্রকৃতি বিনে ক্ষণেকে ॥
অন্তহরি প্রভুর সেই জানয়ে। নিষ্কাম হয় রতিচিহ্ন পাওয়ে ॥ ৩৯ক]
[৩৯খ অপ্রাকৃত গুনে আগে আকর্ষয়ে মন। সেই গুনে সঙ্গম করয়ে অনুক্ষন ॥
প্রকৃত কাম আসি উপস্থিত হয় রস। কন্দর্প আসি করি তার হয় বশ ॥
শুন শুন পদ্মাবতী কহিলাম তোমারে। কহিবার কথা নহে সাধিহ অন্তরে ॥
শ্রীগুরুর চরণপদ্ম হৃদে করি আশ। আনন্দভৈরব কহে শ্রীনরোত্তমদাস ॥
বৈরাগ্য বৈষ্ণবের নহে রসিকের করণ। ইহা বুঝিবার শক্তির প্রয়োজন ॥

৩ আর্যা

রচয়িতা ঃ শুভঙ্কর, সদাশিব দত্ত, ধূলাদণ্ডী

পুঁথিসংখ্যা ১৮২৬। পত্রসংখ্যা ১। অখণ্ডিত। আকার ১২″ × ৯½″।
লিপিকাল ১২১১ সাল। আধার তুলট। গণিতের আর্যা।

[১ক কথং বকসি চিত্রাঙ্গীঃ চিত্তসেন ন তস্করঃ য়ম্মৃতং বিসমৎপর্ণং জ্জো রোক্ষসি
তত ভয় ॥১॥
সরবরগতা নিরা ত্রিষ্ণাতর নরাধিপঃ সিংহনাদ ময়াদেক্ষা বঞ্চিতা তেন হেতুনা ॥২॥
ক্ষের্ত্তমেক ময়াদোত্তা নখরা নবাতুলাঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম ন বুদাক্তে বঞ্চীতা কেন হেতুনা ॥৩॥
সত্তং সত্তং গতং সিংহ না পিতং বারিসিতলংঃ তস্মাৎ মধুরবাক্কেন পুত্রভাবেন পুত্রিকা ॥৪॥

প্রায়ান
খরতর বরসর হতদসবদন ঃ খগচর নগধর ফলধর সয়ন ঃ
জগতর দুখহর ভবভয় সমন ঃ পরপদ লয় কর কমলজ নয়ন ॥৫॥
বরমেক গুনিপুত্র ন চ মূর্ক্ষ সর্ত্তৈরূপী একচন্দ্র তমহন্তি ন চ তারা গুনিরূপী ॥৬॥

॥ অহো মহোক্ত ॥
মহতা যো পুর্ব্বং বিপক্তকালে চ পর উপগারং
জধীষ্ট মধ্যে পতিতে চ রাহু কলানিম্বিপুর্ণ চয়ং দধাতি ॥৭॥

বলানিদহতে ॥ জমাবন্দীর আরিজা ॥
জমি বিঘা জত তঙ্কা করিবে বলন ঃ তঙ্কাপ্রীতি সোলগণ্ডা কাটার ধরণ ঃ
জত আনা তত গণ্ডা পাইপ্রিতি বট ঃ গণ্ডাপ্রিতি সোল তিল জানহ এত ঃ
কড়াপ্রিতি চারিতিল স্নুভঙ্কর ভণে ঃ জমাবন্দ কর সভে আনন্দীত মনে ॥

মনকষার আর্জ্জা ॥
তঙ্কায় লইবে মন জত আসবাব ঃ আনায় আড়াইসের মনের হিসাব ঃ
জত সের থাকএ ছটাকী তত হয় ঃ ছটাকেতে পঞ্চ বট স্নুভঙ্কর কয় ॥

মাসমেক নরো জাত্তী দ্বমাংস মৃগস্নুকর অহিরেক দিনম জাত্তি অদ্য ভোক্ষ ধনুগুন ॥১॥

কাকচিত্র বটে জানি তিন ক্রান্তে বট বাথানি ঃ
নবদন্তে করিয়া মার ঃ সাতাসি জবে বটবিচার ঃ
আসি তৈলে বটো কর ঃ লেখার গুরু স্নুভঙ্কর ॥
তিন ক্রান্তি করা ঃ চারিকাকে কড়া ঃ
নবদন্তে কড়া ঃ সাতাসি জবে কড়া ঃ
আসি তিলে কড়া ঃ ॥·· ···॥
বরং পণ্ডিত সক্রূনাং ন চ মুক্ষেন মৌত্ততা ঃ
বালকেন হতো রাজন বিপ্র চৌরেন রক্ষিতা ॥১॥
আটেটী স্বনক নিকটে চুচঙ্গ চরিতে ঃ
রে রে রেবট রেবট চপট চপট বহিছে ককর্কট সাকট রিখে ॥৪২॥ ৫২॥ ১ক]

[২খ ৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ৺৭শ্রীশ্রীরাম সন ১২১১।
মাসমাহিনার আরিজা ঃ।
মাসমাহিনা জার জত দিনপ্রতি পড়ে কত ঃ
তঙ্কাপ্রতি ১০॥// দষ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি আনাপ্রতি দুই কড়া লবে দুই ক্রান্তী
মনে বুঝ্যা কর আঁক হয়্যা সাবধান সদাসীব দত্ত কহে বুঝ বুদ্ধিধান ॥

বৎসর মাহিনার আরিজা ॥
বৎসর মাহিনা জার জত দিনে তার পড়ে কত ॥
তঙ্কাপ্রতি ৫৫ তিনকড়া পাচ দণ্ডী কয়্যা গেল ধূলাদণ্ডী ॥

কড়িকসার আরিজা ॥
জত তত জমা রাখী   তঙ্কার উপর ভাগ লিখী ঃ
জমা জদি কাহনে রয়   তবে অঙ্ক হরিতে হয় ঃ।
কাহনে লইবে পোন চৌকে লবে বুড়ি   গণ্ডায় লইবেন কাক পোণে পাচ কোড়ি ॥ ২খ]

৪ আর্যা

রচয়িতা ঃ গুরুদাস, আদি চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস, সারদাচন্দ্র, পীতাম্বর. দ্বিজ পঞ্চানন

থিসংখ্যা ১৮৩৯। পত্রসংখ্যা ৬। অখণ্ডিত। আকার ৯½"×৬"।
লিপিকাল আঃ ২০০ বছর। আধার তুলট। গণিতের আর্যা।

৺৭ শ্রীরামজয়

[১খ আদিঅন্ত্য প্রেমসাধ্যে গানধারিচোরিত্র ঃ মোনে প্রেমে দুইজোনে সাধে বিপোরিত ঃ
ঘুচায় মোনের ঘোর চিতান রূপের বাগা ঃ   রাধাকৃষ্ণ নামে মোন সদা করে আগা ঃ
জাহা চাই তাহা নাই পাইলে প্রাণ ধরে ঃ   কানের ভিতরে বিফলে গেলে মানিক হারাবে ঘরে ঃ
মানিক জখ[ন] জাবে ভাই চোরে ধরিবে চোর ঃ   জার নাই অধি[কা]র তার বড় জোর ঃ
পবনে পবনবদ্ধ আকাসে আকাসে আকাস ঃ   হংতে হংত মিসালে রাধার প্রকাষ ঃ
রাত্রি জখন নাছি[ল] দিন ছিল কোতা ঃ   দিন ছিল কোতা অমাবসে দিন চন্দ্র ছিল কোতা ঃ
পুস্প মরিয়া গেলে কোতা থাকে গ্রাণ ঃ   মনস মরিয়া গেলে কোথা থাকে প্রাণ ঃ
কি লাগিয়া পরমহণ্ডস আই[সে] আর জায় ঃ   কি লাগিয়া পরমহংস উর্টিয়া মিলয় ঃ
কহে গুরূদাস সদা রসে ভোর ঃ   এই অর্থ করে সেই গুরু মর ॥১॥

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা
সন ১২৩৬ সাল

[৩খ হা কৃষ্ণ কোরূনাসিন্ধু দয়ার নিধি গোপথে ঃ   গুপিনাকান্ত রাধাকান্তে নমথুতে ॥১॥

বাঞ্ছাকল্পতোরু কৃপাসিন্ধু ভয় ……ঃ পতিতপাবোনে ভবে ইষ্টে…ভো নম নমহ ॥২॥
অজ্ঞান ত্রিমিরাধোম্ব গানঅঞ্জন সোলোকায়াঃ চক্ষেরউন্নগ তস্ম শ্রীগুরুভে নম নম ॥
পরম গুরুভে নম নম পর পর গুরুবে নম নম পরমেশ্বর গুরুভে নম নম রাধাকৃষ্টে নম নম
দাদষ গোপালেকে নম নম চৌউসোটি মোহন্তকে নন নম ॥৩॥ বোষ্টম গোসাঞেঃ
নম নম ॥৪॥
গোবিন্দবোল্যবা দেবি কৃষ্ণভিকতপজ্বায় আন সামপেআরি জগধোইপামি কোলি
চৌন্তকার
ষেলি সত্তা জোগে সত্তাবতি ত্রেতায়ে বিন্দা[সোরি] দপরে মালতিসতি কলিজুগে
তুলসি দেবিতাঃ
নোম নোম তুলোসি অগ্রে দিলাম জল পরোকালে মা দিয়ো থল
তুলোসি দেবি ভো নম নমঃ শ্রীকৃষ্ণচতৈনভে নম নম শ্রীগুরু গুরুভে নম ॥৫॥
গুরু কোন গোরূপ বোষ্টম গো গায় গোরূপ বোষ্টম কোন গোরূপ ভকত্তের সরূপ
ভকত্তো কার গোরূপ আনোন্দের নাস গোরূপ প্রভু নিত্তানন্দ রাম থাকেন কথায়
নিত্তথানে বিরেজমান সহজ মানুষ দিপতমান পঞ্চরস রসয়ের নায়েক কে হনুমান
সখ্যরসয়ের নায়েক কে চিদাম মুভল আদি ॥১॥
সান্তরসয়ের নায়েক কে মনিপতনি আদি ॥১॥
বাসোলিত রসয়ের নায়েক কে নন্দ জসোদা আদি ॥১॥
মোধুররসে নায়েক কে ছিমোতি আদি……….আদি ॥১
মধুর….. কোনো এই পঞ্চভাবে কৃষ্ণ ব্রোজে কৈলা খেলা নিলা।

৭ শ্রীরামজয়

[চেখ চর্দ্দ ভুবনে ভুবনে তিন ঃ সপ্তম আখরে আছয় চিন ঃ
দুইটি আখরে রূব জায় রথি ঃ তিনটি আখরে সদত থিতি ঃ
নিজ্জন কানোনে আচয় ঘর ঃ দুইটি অক্ষর পাচের পর ঃ
কপুর্র তাম্বুর সিতল জলে ঃ মন আনন্দিত নেপনকালে ঃ
তাপিতজোনায় আনন্দিত হয় ঃ সিতু ভিতু জোন ভয়েতে পালায় ঃ
অষ্টম আখর………জবে ঃ কনেক আসন পাইবে তবে ঃ
পঞ্চোরসো আকাত্রো মিলি জে জাগো যাবে করায় কেলি
পঞ্চরস আদি অনুবাদ হয় আদিচণ্ডিদাষ বিধায় কয় ঃ ১॥

একায় বেহ্মাণ্ড ভুবন তিন ঃ   তাহার মাজারে পুরুষ ভিম ঃ
সতো রজো তম নিগোমসার ঃ   দুই গিরিবর খিরিদধার ঃ
যুমুদ্রমাজারে আছয় কমলফুল ঃ ॥
তাহারো উপরে জুগলকিসর সেই সে ভজনমুল ঃ ॥
ভগতোভোমরা গোন্ধা নো জানিয়ে ধাইয়ে উদয় হয় ঃ
গোন্ধা নো জানিয়ে জে জন না ধায় ঃ
তাহারি গন্ধো নীচ হয় ঃ   জাদো না করিয়ে জে জন না ভজে ঃ
সে জোন কামোনে জাইবে ব্রেজে ঃ   চৈত্তন্য বলে ত্রয় বড় দুখ ঃ
কৃষ্ণদায বলে আমি কোবু না হারিবো তাহারি মুখ ॥১দ

দয মৌনিগণ বোসিয়ে তিরে ঃ   মোন মহাসয় ধ্যান করে ঃ
ধ্যানে উবজিল জাহা ঃ   বেদ বিধি না পায় তাহা । ১॥
সাধ্যো বিনে সিধ্যে·········কোবুল নাই হয় ।   কিপা করি কহ রায় পাবার উপায় ॥ ১।
সেবাসোগ সাধুক রূপ ঃ   সিধ্যোরুপচার দ্রেহি ঃ
তদভাবানিষ পালাকান্তি ঃ   ব্রজো···· ·· ·কানাঃ সারোদাচন্দ্রইতি ॥ ৪খ]

[৫ক হয়তু যুন্দরি ঃ দোপাকে কাহরি ঃ রাবোন তু উরি ঃ
পিতাম্বর দোইরি ঃ সুন্দর ভুসন ভরি ঃ হনুমান পিতাম্বর লই ধরি ঃ ১॥
···   ···   ···   ···   ···   · ·   ··   ···   ···
···   ···   ···   ···   ···   ···   ···   ···   ···

রস বোজে রসিকে রসিকে বোজে রস ঃ   মুক্ষু চাসা কি বুজিছে রূপ কোথা রস ঃ
ভোমর কমলদল থাকে একঠাই   কখিল কোয়ল তারা খায় বোনফল ঃ
তার কাছে সালিকপাখি করে কলমল ঃ   রাজহংসে কমল দেখি বগের নেঙাভেঙা ঃ
চলন মন······দেখি পা দুখিনি টেঙা   উট বলে মোর উচো গলা আর কে আমন আছে ঃ
উটেরে টোরিয়ে দর্প পাহাড়ের নিচে ঃ
······ভোমনে মোউর নাচে ধরি পেকমখানি
খোটরের ভিতরে পেচা নোইলে পোয়ানি ঃ
দিজ পঞ্চাননে কয় রসের সাগর
কুমড়ফুলে বসেগা লোপাত কুড়ো নাগর ঃ ॥

৫ আর্যা

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৯৪৬। পত্রসংখ্যা ২। খণ্ডিত। আকার ১২"×৪½"।
লিপিকাল আঃ ২০০ বছর। আধার তুলট। গণিতের আর্যা।

শ্রীরাম

রাজকন্যা উক্তী

[১ক সৈন নাপি ছিদ্রদং মাংস্য মচ্ছপি সলিলং গতায়।
মৎস মাংস পরিতেস্থা কীং নরখসি জাম্বকী ॥

মৎস্য উক্তি

আপ্তছিদ্র ন জানামী পরছিদ্র অনুসারিনী।
জার হস্তে পতিং হন্তা জলে ত্রিষ্ঠতি নগ্নিকা ॥২॥

কন্যা

অতি কাম কোন স্তেনু......কুকার্জ্জং কুরুতে ময়া।
বুদ্ধিং দেহী শিবে বামা যেন লোকাবসাম্যহং ॥৩॥

মৎস্য

গচ্ছ গচ্ছ গ্রহং গচ্ছ জাবৎ তিষ্ঠতি শর্ব্বরী ভাষিতং।
চৌরে চৌরেণ মম স্বামী নিপাটীতং ॥৪॥

ড়া

॥ সশেমিরা ॥

সংভাব প্রতিপর্ণা না......পঞ্চমেকং বিধক্ধকাঃ।
অঙ্কে কুমার[মা...] হত্যাকীং নাম পৌরস— ১
শেৎবন্দ সমন্ধস্য গঙ্গাসাগরসঙ্গোমে।
মুচ্চতে পাপং মিত্রদ্রোহি বিমুচ্চতে ॥২॥

মিত্রদ্রোহি তু মাং বিদ্যা জেন বিশ্বাসঘাতক
তেন বা নরকে জান্তি জাবৎ চন্দ্রদিবাকার ॥৩॥
রাজসি রাজপুত্রশী জদি কথান নমিচ্ছশী
দেহী দান দ্বিজে সর্ব্বে দেবতারাধনং কুরু ॥৪॥
গৃহে বসতি কৌমারি নটব্যাং নৈব কস্থতি
বিক্ষ ব্যাঘ্রমনি শ্বানাং কথং জানামী হে যুন্দরী ॥৫॥
তাম্বুলেন বিনা রাজ জারিভূতা সরেশ্বতি
মুখে না নিসবে বানি ভানুমত্যাং তিলং যথা ॥৬॥ ১ ক]

আর্য্যা

৭ শ্রীশ্রী ॥

[১খ রাজরানির গলে ছিল গজমতি হার   রজনিতে খেপ্ত হইল করিতে বেহার।
অর্দ্ধেক মকত্তার হাড় হইল স্থানান্তর   পঞ্চম ভাগের ভাগ রাজার সীওর
দসম ভাগের ভাগ দাসী কুড়িয়া পাইল   তবু বতিষ মকত্তার হার গলে গাথা ছিল
কহ দেখি কতো মক্তার হারগাছ ছিল ঃ।

সদাগরের চারিপুত্র বাণিজ্যাতে গেল   সফরেতে এক লাল বিকাইতে আইল
জেষ্টে পুত্র বলে তিনজনার ধন পাই   আপনার অর্দ্ধেক দিয়া······আমী
মর্দ্দম পুত্র বলে তিন[জনার] ধন পাই   আপনার ছয় আনি দিয়া লাল আমী লই
লইল মর্দ্দম পুত্র······তিন জনার   ধন পাই আপনার যুকী দিয়া লাল
আমী নই কনেষ্ট পুত্র······   ধন দেহ তিনজনা আপনার দুইআনি
দিয়া নাম আমী লই······কহ দেখি   লালের কত মল্য কাহার কত ধন আছে ঃ।
৭ শ্রীশ্রীহরিস্বহায়—   ১খ]

৬ একাদশী পাঁচালী

রচয়িতা ঃ কবিচন্দ্র মিশ্র

পুঁথিসংখ্যা ১৫৫৮। পত্রসংখ্যা ১২। খণ্ডিত। আকার ১৪"×৪২/১"। লিপিকাল ১২৬০ সাল। আধার তুলট। নারদীয়-পুরাণের অন্তর্গত বিষয়-অবলম্বনে। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

[১খ শ্রীশ্রীদুর্গা॥

দেবগুরুপদবন্দ করিয়া প্রণতি। শভাশতজন বন্দো জত মহামতি॥
ব্যোষ বাল্মিক আদি বন্দো জত কবি। অবনিমণ্ডলে বন্দো রশাতল দেবি॥
গুরু শকলে আমী করি পুটাঞ্জলি। কিষ্ণ অবতারে বন্দো প্রভু বোনমালি॥
হরির চরণে রহু চঞ্চল ভকতি। প্রণমহো বিনাপাণি দেবি আদ্যাশক্তি ঃ॥
একাদশিব্রতকথা ষুনিয়া পুরাণে। ভাশারুপে রচি কিছু শাস্তের বিধানে॥
ধর্ম্মকথা তেজী জেবা অর্ন্যচর্চ্চা করে। পুর্ব্বাজিত পুর্ন্য তার শকলি শংহারে॥
মহাপুর্ন্নকথা লোক করহ শ্রবণ। একচিত্র হয়ে ষুন না হয়্যে অন্যমন।
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে করি পুটাঞ্জলি। শাদরে ষুনহ একাদশীর পাঁচালী॥

শ্রীকিষ্ণ পুছিলা জুধিষ্টীর মহারিশী। অবনি আনিল কেবা ব্রতএকাদশী॥
করিলে কি পুর্ন্ন হয় কিবা তার ফল। না করিলে কিবা পাপ কহনা সকল॥
কি লাগিয়া উপবাষ করয়ে শংশার। কিবা পুর্ন্য কিবা পাপ কি বিধি তাহার॥
সত্ত করি কহ মোরে এ শকল···ষ। শন্দেহ ঘুচক করি ব্রত উপবাষ॥
হাশীতে লাগিল কিষ্ণ ষুনি হেন বাণী। একাদশী ব্রতকথা কহেন আপনি॥
ভালকথা [জিজ্ঞা]শীলে আমারে রাজন। জাহার প্রশঙ্গেতে পাপ হয় বিমচন॥ ১খ]
[২ক মহাপুর্ন্যকথা লোক ষুন একচিত্রে। একাদশিব্রত উপজিল জেনমতে॥
পুর্ব্বে গিয়াছিলাম আমী জমের ভুবন। শম্ভাষ করিল আশী জম ততক্ষণ॥
শম্ভমে আসিয়া মোর চরন বন্দিল। পর্দ্দঅগ্র সিংহাশন আনি জগাইল॥
পুষ্পপাণি করিয়া পুছিল জমরায়। কি কারণে আগমন আমার শভায়॥
ক্ষেনেক রহিয়া তারে বলিলাম বচন। কৌতুকে আইলাম জম তমার শদন॥

স্বর্গ হইতে যুনিলাম ধর্ম্ম যুবিচার। অদ্য দেখিব তোমার এ চারি দুয়ার ॥
হাশীয়া জমের আমি ধরিলাম করে। প্রথমে গেলাম তার পূর্ব্বদুয়ারে ॥
দেবরুপী দ্বার খানি দেবতার বরে। বিশাই নিমিত সেই নানা রুপ ধরে ॥
হিরা নিলা আদি জত প্রবালে রচিত। নানা ছন্দে লাগে দির্ব্ব চিত্রবিচিত্র ॥
দুই ভিতে শভে দির্ব্ব যুবণ্যের ঘর। কনক শিকলে নাবে বিশদ চাম্বর ॥
শারিশারি শভা করে ফুটিকের স্তম্ব। দেখি আচায্য জেন যুয্যার আরম্ভ ॥
মউয়ের পাখে চারিচালের ছিটনি। হিরা মণিময় কত মাণিক মেটনি ॥
রত্নসিংহাশন কত প্রীতি ঘরে সাজে। সারেঙ্গ দক্ষিণাব্রত লক্ষলক্ষ বাজে ॥
চতুর্ভিতে নাবে মনিমুকুতার ঝারা। চালের উপরে সাজে যুবণ্যের বারা ॥
নেতের পতকা উড়ে দেখিতে যুন্দর। তার চারিপাষে আছে দির্ঘ শরবর ॥
মৃণাল ভাঙ্গিয়া খায় হংশ্য চক্রবক। জলচর পক্ষ্য ডাকে যুমধুর ডাক ॥
পুশকন্নির চারিদিগে নানা পুষ্পবন। ২ক] [২খ যুগন্ধ শিতল যুর্দ্ধি বহে তপবন ॥
মধুপান করে মর্ত্ত ভ্রমরের ধ্বনি। ককিল ঝঙ্কারে ঘন মধুরশ যুনি ॥
নানারত্ন অলঙ্কার দির্ব্ব বশত্র পরি। পারিজাতমালা বিভশীত বিদ্যাধরি ॥
নানা জন্ত্র বাদ্য তার বংশী আদি বিনা। বাদ্যরব বিনা কিছু নাই জায় যুনা ॥
ম্রিদঙ্গ দুন্দুভি শঙ্খ বাজেআর কান। নিত্যগিতে আনন্দিত জমের দুয়ার ॥
উত্তরে গেলাম আমী শে যব দেখিয়া। কহিব তাহার কথা যুন মন দিয়া ॥
দেবতা শকল তথা দির্ব্ব রম্বশ্রুল। দেখিতে দেখিতে শথান মনুহর ॥
যুচারু উজ্জল স্থল নাস্ত্রি দিবারাতি। হিরামণি মরকত মাণিকের জৌতি ॥
দুয়ারের চারিভিতে মধুর কানন। করে বস্ত্র মধুরাখে জত জক্ষগণ ॥
দেবমুত্তি জজ্ঞ শব দেখিতে যুন্দর। শভাকার শিরে শভে যুবর্ণ্য টোপর ॥
কণককুণ্ডল কন্নে শভিত কেয়ূর। দুকরে বলয়া শাজে চরণে নপুর ॥
দির্ব্ববস্ত্র পরিধান শর্ব্বাঙ্গে চন্দন। মধুপীয়া মত্ত হয়ে আছে জক্ষ্যগণ ॥
ধনের ঈশ্বর এক জক্ষের প্রধান। শকল জক্ষের পতি কুবের শমান ॥
গজ বাজি রথে বির করিয়া শাজন। জয় জয় শব্দ তথা ব্যেয়ানিষ বাজন ॥
লক্ষ্য লক্ষ্য জক্ষগণ করিয়া শংহতি। জমে শম্ভাশিতে জায় জেন ধনপতি ॥
দেখিয়া উত্তর আমি প্রশংসিয়া জমে। শেপথে গেলাম আমি দ্বার পশ্চিমে ॥
তথায় তপশ্যা করে জত মুনিবর। বিচিত্র বাঙ্গলা মত আছয়ে বিশতর ॥
অতি ধর্ম্মময় দ্বার দেখি মনোহর। কতক্ষণ বশী চিত্র কৈল বিশ্বাম্বর ॥ ২খ]
[৩ক ব্রহ্মার শমান তথা আছে সির্দ্ধমনি। তপশ্যার ফলে তার জলন্ত আগুনি ॥

ভিক্ষ্যার বাকল পরে শীরে জটাভার। জগাশনে শর্ব্বক্ষণ ধ্যান শভাকার ॥
পুর্ব্ব নদি র্বহে আছে তথা বহে শ্রুত জল। তাহাতে তর্পন করে মণিরা শকল ॥
তুলসী প্রধান নানা পুস্পের কানন। শেই পুষ্প দিয়া মণি পূজে নারায়ন ॥
পুন্যার প্রভাবে দ্বারে নাহিক মলিন। জমে প্রশংশীয়া আমি গেলাম দক্ষিণ ॥
করজোড়ে করি জম করে পরিহার। না জাবে না জাবে গশাগ্র দক্ষিণদুয়ার ॥
আপনি অন্তর্জামি শকলি গোচর। শেই দ্বারে মহা দুক্ষ পায় পাপি নর ॥
জাইবে দক্ষিণে প্রভু না করিবে রোষ। নিজকর্ম্ম ভুঞ্জে প্রজা নাহি মোর দোষ ॥
ইশত হাশীয়া তবে জমের বচনে॥ শমন শংহতি গেলা দুয়ার দক্ষিণে ॥
অন্তশ্রুরে থাকি দিষ্ট দিলাম পশ্ছাতে। শমন মুদ্গর তথা পড়য়ে নিখাতে ॥
মুশল মুদ্গর তথা পড়য়ে পশ্চাত।
নানারূপে জমদুত নানা অশত্র ধরে। নানাবিধি পাপি নরে নানা শাস্তি করে ॥
চুলেতে ধরিয়া মারে দুহাতিয়া বাড়ি। নহার জিঞ্জীর গলে দু চরণে বেড়ি ॥
পাজরে মারিল যুল কান্দে পাপীগণ। তথাচ নাহিক জায় পাপীষ্টজিবন ॥
শৃগাল কুকুর ধরে টানাটানি দিয়া। ভুমেতে পড়িল পাপী যুন্নেতে ভেদিয়া ॥
মহামাংশে মর্ত্ত হয়ে কুকুর শৃগাল। মহারব করি ডাকে যুনিতে বিটকাল ॥
কিলিকিলি করি ধায় যুকনি গিধিনি। শঙ্গ্যা হইল এক্ষেনে রহিল ৩ক] [৩খ পরিত্রাহি ডাকে পাপী অমঙ্গল ধ্বনি ॥
বড়শী ফটায়ে গালে বান্ধে বির্ক্ষডালে। বাতাশে দুলায় পাপি ডাকে কিষ্ণ বলে ॥
নাখে মুখে বুর্ক্কে রক্ত পড়ে খানখান। মহাদুক্ষ পায় পাপী না জায় পরাণ ॥
কার বুকে দেয় তুলে দারুণ পাথর। চৈতন্ম হইয়া পাপি হরিল উত্তর ॥
তাম্বের মুন্দর কন্না অগ্নি হেন জলে। ধরিয়া তাহারে পাপি করিলেন কোলে ॥
শ্বর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া পাপীর লটায় ধরনি। ত্রাষে মহাডাক ছাড়ে খেতে চাহে পানী ॥
বর্জ্র হেন চড় মারে দুত তার গলে। কুন লাজে জল চাহ জমদুত বলে ॥
কামে বষ হইয়া হরলা গুর্ব্বাঙ্গনা। ইহাকে অধিক আর পাইবে জন্ত্রণা ॥
কাক জমদুত আশী বশিল নিকটে। দুই চক্ষু খুলে খায় বজ্রসম টোটে ॥
গুরুপত্নিপানে চাহিলে পাপআখি। শে সব অধর্ম্মে হইলে পরম পাতকি ॥
শেই মহাপাতকে তোর চক্ষু খুলে খাই। কাক জমদুত আমি তোমারে বুঝাই ॥
কাহারে ফেলায় লয়ে অগ্নিশমতৈলে। চৈতন্ন হারায়ে পাপী ধড়পর বুলে ॥
দুহাতুয়া হাতিড়ি দিয়া কামারদুত পীটে। অগ্নির ভিতরে জেন লহারে আওটে ॥
কুম্ভকারদুত হাতে লইয়া চাকবাড়ি। ভাঙ্গিয়া পাপির মুণ্ড উপড়ায় দাড়ি ॥

থাশীয়া থশীয়া পাপীরে ধরে লয়ে চাকে। মহারব করে তারা পড়ে কুম্ভুচাকে ॥
কান্ধে কান্ধে জড়াইয়া করে অপমান। সমাংশ্য ভক্ষণ করে মলমর্ত্ত পাণ ॥
মস্তক ভিজায় তার ঘোড়ার মুতালী। ৩খ] [৪ক পাচদিগে পাচজট রাখে খালি খালি ॥
গলায় ওড়ের মালা করায় শাজন। আগে পাছু বাজে ঢোল দগড়ি-বাজান ॥
কমরে বান্ধিয়া দড়ি দেই টিটকারি। চোরে জেন লৈয়্যা বুলে সারিসারি ॥
পুনপুন মারে দুত মুকরের বাড়ি। অস্থিমাত্র সার হইল মাংস গেল সড়ি ॥
হাতে খুর করিআ নাপিতদুত ধায়। মারিআ ধরিআ খুর দিলেক গলায় ॥
কাটিয়া দেহের ছাল ফেলিল সকল। কান্দিতে লাগিল পাপি ব্রেথায় বিকল ॥
ছটপট করে পাপি পড়িয়া ধরনি। জমদুত দেই তাহে লবনি ছিটনি ॥
দারুন রজকদুত পাটেতে আছাড়ে। হাড় চুর্ন্ন্য হইল তাবু প্রাণ নাহি ছাড়ে ॥
করাতে চিরিয়া তারে করে দুইখান। তথাচ পাতকি শব না তেজে পরান ॥
পুনুরুপী লয়ে জায় শাস্তি করিবারে। ব্যোকুল হইয়া পাপি দন্তে ত্রিন করে ॥
সুত্রধর জমদুত পাখরুরাল লইয়া। হস্তপদ কাটিয়া ফেলে চৌরঙ্গি করিয়া ॥
হস্তপদকাটা পাপির গড়াগড়ি বুলে। ধরিয়া জমের দুত বিষ্টকুণ্ডে ফেলে ॥
বজ্রশম কিটগণ বেড়িয়া শে খায়। পরিত্রাহি ডাকে পাপি শংরে বাপমায় ॥
মুশল মদ্যাল করে কণ্টকশয়নে। হরি হরি হেন শাশতী নাহি ত্রিভুবনে ॥
ব্যাঘের ধনি মুনি ছাড়ে অতি বিপরীত। ঘাড় ভাঙ্গিয়া কার পীয়এে মুনিত ॥
ভালুকশকল নখে শর্ব্বাঙ্গে বিদারে। রক্ত পীয়া তবু পাপি প্রাণে নাহি মরে ॥
মহিষ দিঘল শ্রিঙ্গে বিন্ধিয়া শে তুলে। শর্প খেদাড়িয়া খায় অগ্নিহেন জলে ॥ ৪ক]
[৪খ লোহার সিকল হাতে লোহার মুদ্গর। ঘোর মুক্তি জমদুত দেখি ভয়ঙ্কর ॥
অসেস প্রকারে পাপি ক্রন্দনের রোল। সব্দ করি উঠে জেন সমুদ্রে কল্লোল ॥
দেখিআ প্রজার দুখ্য করুনাসাগর। প্রজা উদ্ধারিতে বুদ্ধি তাল অন্তর ॥
আমিত সৃজিল সৃষ্টী পালি প্রজালোকে। আমি বিদ্যমানে জিব মরে কুম্ভিপাকে ॥
প্রভু বলে বিদ্ধি করি জিব উদ্ধারিতে। পরসিতে নারে জেন সমনের দুতে ॥
এইসব যুক্তি আমি মনেতে ভাবিয়া। পাপি সকলের কাছে দাণ্ডাইল গিআ ॥
তা সভার পাপক্ষয় আমা দরসনে। বৈকুণ্ঠে চলি সভে পুষ্পের বিমানে ॥
ক্ষেনেক জমের সঙ্গে রহাস্য বঞ্চিআ। গেলাম অমরাবতি গরুড়ে চাপিআ ॥
প্রজার দেখিআ কষ্ঞ মনে দুঃখ্য বাসি। আপনার অর্দ্ধঅঙ্গ কৈল্প একাদসি ॥
হেন তিথি পাইআ করে উপবাস। জমদুতের শক্তি নাঞি জায় তার পাস ॥
দসমিতে সঞ্জত করিবে সাবধানে। একাদসি দিনে হরি পুজিবে বিধানে ॥

গন্ধ পুষ্পা নৈবিদ্য নিসি উজাগরে। দেব বিষ্টু পুজিআ পারনা তার পরে ॥
গণ্ডুস করিতেমাত্র করে নিল জল। য়ন্তরিক্ষে পাপসকল কান্দিআ বিকল ॥
একাদসিকথা যুন রাজা যুধিষ্টির। কেবল জানিবে ব্রত আমার সরির ॥৪খ]
[৫ক······হরির বাসরে। সমন তরিতে পথ করিল সংসারে ॥
দসমিতে জেবা করে রমনিতে মন। আপনার জননী করএ হরণ ॥
একাদসিদিনে য়ন্ন জে করে ভক্ষণ। ব্রহ্মহত্যা যুরপান গোমাংস ভক্ষণ ॥
একাদসি জন্মাষ্টমী আমার সিবরাত্র। নিশ্চয় কহিলাম যুন জুধিষ্টির পাত্র ॥
একাদসি তেজি যেবা য়ন্য ব্রত করে। গঙ্গাজল ছাড়ি জেনে কুপজলে মরে ॥
সঞ্জত করিআ জেবা ব্রত করে নাস। পুর্ব্বাজিত পুণ্য তার সকলি বিনাস ॥
এতেক বলিল জদি দৈবকিনন্দন। প্রতুত্তর দিল তারে জুধিষ্টিরা জন ॥
য়তি য়ভ্তুত গোসাঞি তোমার বচন। হেন বিপরিত কহ নারায়ন ॥
য়জ্ঞাত বিপাকে কহ ভাঙ্গে উপবাস। পর্ব্বাজিত পুর্ণ্য তার কেন হব নাস ॥
সেইদিনের ব্রতফল নাঞি হব জানি। পুর্ব্বার্জ্জিত পুর্ণ্য তার কেন হব হানি ॥
এত যুনি বলে কৃষ্ণ জুধিষ্টি সাক্ষাতে। পূর্ব্বাজিত পুর্ণ্য নাষ হয় জেনমতে ॥
চন্দ্রকেতু নামে রাজা ছিল মহামতি। বিদর্ভ নগরে রাজা নারায়নে মতি ॥
চন্দ্রাবতি নামে তার পতিব্রতা নারি। ধর্ম্মেতে তৎপর কন্যা রুপে বিদ্যাধরি ॥
বিনদ মন্দিরে হৈল দুজনে মিলনে। মদনে পিড়িত য়ঙ্গ একাদসিদিনে ॥
সঙ্গার কারনে ব্রত ভাঙ্গে নরপতি ।৫ক] [৫খ না নংঘিল বার্ক্য তার ভার্য্যা চন্দ্রাপতি ॥
পতিব্রতা ধর্ম রাম করিল পালন। সামিদিগে য়ঙ্গ দিআ ভাবে নারায়ন ॥
ধর্মলোকে সক্ষি রাখি করে মনে মনে। বঞ্চিল সৃঙ্গাররস নৃপতির সনে ॥
এইমতে ব্রতভঙ্গ করিল রাজন।
তার সঙ্গে চন্দ্রাবতি হৈল অনুম্রতা। সর্গ জাইতে নরনাথে না দেই দেবতা ॥
একাদসি ভংঙ্গ তার গেল সর্ব্ব ধর্ম। সেই পাপে চন্দ্রকেতু পাইল পক্ষজর্ম্ম ॥
পক্ষজর্ম্ম হৈল রাজা বড়ই সরির। পক্ষ পক্ষ য়ধিকারি বলে মহাবির ॥
চন্দ্রাপতি হৈল তবে বিরাটকুমারী। নিলাবতি নামে কণ্যা হৈল রাজেস্বরি ॥
জনম হইতে কন্যা য়তি অভিমানি। একাদসিদিনে সে না খায় আন্নপানি ॥
জনক আসিয়া তবে বলে কন্যাস্থানে। রাজকন্যা হৈআ ব্রত কর কি কারনে ॥
ধর্মবাঞ্ছা কর জদি কর দান ধ্যান। উপবাস দিআ কেন দগধ পরান ॥
কি ধন মাগহ ঝিয়া কহ শুনি কথা। আমি বিদ্যমান তোর মহাগুরু পীত্যা ॥
বলিতে লাগিল কন্যা করিয়া ভকতি। করজোড়ে পিত্যা আগে বলে চন্দ্রাবতি ॥

মনে দুখ্য জাগে তার ছলছল আঁখি। আর জন্মে ছিল মোর নাম চন্দ্রামুখি ॥
চন্দ্রকেতু নামে মোর প্রভু নরপতি। একাদসি ব্রতভঙ্গ করিল ভূপতি ॥ ৫খ]
[৬ক সেই পাপে পক্ষজোনি গমন তাহার। এতেক বলিল জদি পিতার গোচর ॥
জদি তার সঙ্গে মোর হয় দরসন। তবে সে মনের দুখ হয় বিমচন ॥
কুমারির বাক্য রাজা যুনিঞা মুর্ছিত। য়ন্তরে জর্ন্মিল সোক লোকে য়কথিত ॥
রাজা বলে যুন ঝিয়ে আমার বচন। য়সম্ভর্ব্য কথা তুমি কহ কি কারন ॥
যনার জতেক আছে রাজার কুঙর। বাছিআ বাছিআ লেহ তব জজ্জ্য বর ॥
লিলাবতি এত যুনি গজ্জিল রাজাকে। পিতা হৈআ হেন কথা কহ দুহিতাকে ॥
জে গতি সামির হয় ভায্যার সে গতি। এই সব বাক্য তবে বলে লিলাবতি ॥
জদি না জাইতে দিবে কোড়িল বার্য্যেরে। স্ত্রিবধ দি আমি তোর উপরে ॥
এত যুনি মনদুখে বিরাটভূপতি। সহিত্যে য়নেক দিল কন্যা সংহতি ॥
তথা গিএে দেখে কন্যা পক্ষমহারাজ। করিল প্রনাম স্তুতি পরিহরি লাজ ॥
একাদ[সি]ব্রত প্রভু ভাঙ্গীলে আপুনি। আমারে য়নাথ করি পাইলে পক্ষজোনি ॥
চন্দ্রাবতি নাম মোর না চি[ন] আমারে। এতদিন আইনু প্রভু তোমা সেবিবারে ॥
আজি যুভদিন মোর সফল জিবন। তোমা হেন ৬ক] [৬খ সামিসংঙ্গে হৈল দরসন ॥
এতেক কান্দিআ কহে প্রভুর চরনে। আচম্বিতে পুষ্পবিষ্টি হৈল সেখানে ॥
দেবগন প্রসংসিলা প্রতিব্রতা জায়া। নিজরুপ হৈল রাজা তেজে পক্ষকায়া ॥
পুনশ্চ দুজনে বিভা করাইল দেবতা। সামিকে করিল মুক্ত কন্যা প্রতিব্রতা ॥
সঙ্গত করিআ ব্রত ভাঙ্গিল নরপতি। মহাদুখ পাইআ পুন হইল মুকতি ॥
সঙ্গত করিআ জদি ব্রতভঙ্গ করে। পুর্ব্বাজ্জিত পুর্ন্য তার সকলি সংহারে ॥
একাদসির কথা যুনি রাজা জুধিষ্টির। শ্রীকৃষ্ণে করিল স্তুতি লটায়ে সরির ॥
ইবে সে জানিলু একাদসির মহর্ত্ত। ইহা তেজি আমি আর না করির ব্রর্ত্ত ॥
এতেক যুনিআ ব্রত করাইল ভিমেরে। য়দ্যাবধি ভিম নাম রহিল সংসারে ॥
নারদপুরানে যুনি ব্রতের মহিমা। কবিচন্দ্র মিশ্র তাতে কিবা দিবে সিমা ॥
... .

[১৭খ কবিচন্দ্র মিশ্র বলে শ্রীকৃষ্ণচরণে। পরকালে গোতি নাঞি নারায়ন বিনে ॥
ইতি একাদসি পাচালি সমাপ্ত ॥ সন ১২৬০ সাল তাং ৫ মাঘ—

৭ একা[illegible]লী

রচয়িতা ঃ বড়ু শ্রীধর

পুঁথিসংখ্যা ১৭৯৭। পত্রসংখ্যা ১২। অখণ্ডিত। আকার ১৩½" × ৪½"।
লিপিকাল ১২১৬ সাল। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

৺৭ শ্রীশ্রীরামজয় ॥

[১খ ষুভক্ষণে লিখিতে আরম্ভ করিলাম পুথি। ফাগুনের ২১ দিন তাহে পঞ্চামির তিথি ॥
দিক্ষাগুরুর সিক্ষাগুরুর শ্রীচরণ বন্দিয়া। লিখিব পাঁচালি ছন্দ আনন্দিত হৈয়া ॥
পিতামাতার চরণ বন্দো লটাইয়া ধরনি। আমি অতি মুড়মতি কি বলিতে জানি ॥
বন্দো মাতা স্বরস্বতি করি জোড়পানি। আপনার গুনে দয়া করিবে আপনি ॥
তোমা সহরণে গো লিখিব পুথি আমি। মন্দ জদি হয় মা দোস পাবে তুমি ॥
তোমার শ্রীচরণে মা মোর জদি থাকে মতি। অনাআসে লিখিব একাদসির পুথি ॥
বন্দো দেব নিরাঞ্জন সংসারের সার। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস্বর শ্রজন তাহার ॥
প্রলয় কারণে সেই সকলি তাহারে। তাহার জনম কেহ কহিবারে নারে ॥
এক মন চিত্তে বন্দো হরির চরণ। সংসারের সার হরি তুমি সে তাহারে ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র বরুণ জম বন্দো য়ার প্রাজাপতি। গঙ্গা ভাগিরথি বন্দোম করিয়া ভকতি ॥
স্বরস্বতি ত্রিপুরা বন্দোম আর ব্রহ্মনি। নারদ আদি করিয়া বন্দো জত মহামুনি ॥
সংসারের জত তির্থ বন্দিলাম মাথে। নবগ্রহ তারা বন্দো করি জোড়হাথে ॥
সাবধান হইয়া বন্দো পুরানবচন। খেমহ আমার দোষ জত মহাজন ॥
বাপের অগ্রেতে যেন পুত্রের ধামালি। ১খ] [২ক শ্রীধর কহে একাদসীর পাচালি ॥

গুরুজন সিরে বন্দো মকরন্দ পথে। নারায়ন জুধিষ্টির চড়ি একা রথে ॥
একাদসি ব্রেতকথা উপজিয়া গেল চিত্তে।
পুব্বকথা কহ গোসাঞি ব্রতের বিধান। একাদসিব্রত ছাড়ি না করিব আন ॥
কহিব সকল কথা পুরানবচন। প্রণতি করিয়া বলে ধরিয়া চরণ ॥
একাদসি করিলে পুণ্যফল কিবা হয়। কহিব সকল কথা প্রভু মহাসয়।
জুধিষ্টীর বচন শুনিয়া নারায়ণ ॥

একাদসির কথা কহি সুন দিয়া মন। মহাপুণ্য কথা কহি শুন মহাজন॥
মহাপুণ্যকথা কহি সুন একচিত্রে। একাদসির উপবাস হইল জেনমতে॥
একাদসি তির্থ হইলা আপনি নারায়ন। সংসার তারিতে ব্রত করিলা শ্রজন॥
একাদসি ব্রত ত্রিভুবনের সার। একাদসি করে লোক পরলোক তারিবার॥
ব্যাস করিল ব্রত আর মুনিগন। একাদসিব্রত ফলে সর্গেতে গমন॥
অপুত্রিক দষরথ রাজা একাদসি করে। সেই পুণ্যফলে চারি পুত্র পাইল মুনির বরে॥
এ কথা শুনিয়া জুধিষ্টীর আনন্দিত মন। ভিমে একাদসি বলে করাইল তখন॥
জুধিষ্টীর বোলে ভিম একাদসি করে। সেই ভিম একাদসি ভূসিত সংসারে॥
কৃষ্ণ জুধিষ্টীর গেল ২ক] [২খ জমের সদন। সংভ্রমে উটীয়া জম দিল সিংহাসন॥
প্রদক্ষিণ হইল জম হইয়া জোড়হাথে। ভক্তি হইয়া স্তুতি করে এক মন চিত্রে॥
ব্রহ্মা স্তুতি করিতে নারে এ চারি বদনে। ইন্দ্র স্তুতি করিতে নারে সহস্রলোচনে॥
সেবক হইয়া থাকি প্রভু তোমার চরণে। জিবন সফল মোর আইলে আমার ভুবনে॥
কুটীকুটী ব্রহ্মাণ্ড প্রভু তোমার উদরে। তোমারে স্তুতি করিতে কৃষ্ণ কোন জনে পারে॥
জমের স্তুতি সুনি কৃষ্ণ বলিল বচন। দক্ষিণদুয়ারে তোমার কে করে ক্রন্দন॥
লোকের কলরব আর অস্ত্রের ঝঞ্ঝনি। পাতকির কলরব সুনি প্রভু জদুমনি॥
লোহার মদ্গর মারে পাতকির মুণ্ডে। লোহার বড়সি বান্ধিয়া গাছে টাঙ্গে॥
তপ্ত নরক মর্দ্ধে কেহ ডাক ছাড়ে। কুলে থাকিয়া জমদুত মুণ্ডে বারি মারে॥
তপ্ত সাড়াসি দিয়া দুতে গাএর মাংস কাড়ে। পরিত্রাহি পাপীলোক কষ্টে ডাক ছাড়ে॥
পরধন পরস্ত্রী জে হরে বলে ছলে। তাম্রমুত্তি তপ্ত করিয়া দেয় তার কোলে॥
কন্যাদান করিয়া কন্যার কড়ি লয়। মাংসের বোঝা মাথায় রক্ত পুজ খায়॥
মাতাপীতে লজ্ঘে জেবা জেষ্ট সহদর। দুতে তার গাএর মাংস কাড়ে ডাকে নিরন্তর॥
অন্নদান জলদান জেবা নাহি করে॥ ২খ]
... ...

৭ শ্রীশ্রীহরি

[৭ক কহ কহ অরে দুত কে মারিল তোরে। ধিরে ধিরে কথা কয় জমের ঘোচরে॥
কিসের বিসই তোর আদিত্তনন্দন। দ্বারিকার জতলোক হরির স্বরন॥
একাদসির উপবাস করে সর্ব্বজন। দ্বারিকার বন্দি আনিবার বড়ই দুর্জ্জন॥
তাহার বন্দি আনিবার বড়ই সংসয়। বিদায় দেহ নাথ সুন নৃপরায়॥
সেই বন্দি আনিতে গেলাম বিষ্ণুদুত মারে। তোমা হেন সহস্র জম কি করিতে পারে॥
এত সব অপমানে দুতে কহে কথা। অভিমানে জমরাজা হেট করে মাথা॥

চিত্রগোপ্ত হের আইস বলি হে তোমারে। কি করিব কি করিব বুদ্ধি বল মোরে ॥
চিত্রগোপ্ত লইয়া জম করে অভিমান। হেনকালে নারদ গেল জম বিদ্যমান ॥
সম্ভ্রমে উটীয়া জম বন্দিল চরণ। পাদ্যঅর্ঘ দিল আগে বসিতে আসন ॥
ফুকরিয়া কান্দে জম চক্ষে পড়ে পানি। জমের কৃন্দন দেখি জিজ্ঞাষে মহামুনি ॥
মুনি বলে জম কেন বিরষবদন। চিত্রগোপ্ত নাহি কেন লিখন পঢ়ন ॥
কেন জমদুত সব পড়ি আছ ভ্রতল। আজ্জি কেন জমদুত বিরস বদন ॥
কান্দিতে কান্দিতে জম কহে সবকথা। বিষ্ণুদুতে করে মোর দুতের আবস্তা ॥
দ্বারিকার বন্দি আমি আনিতে না পারি। বিষ্ণুদুতে লয়্যা জায় মোর দুতে মারি ॥
শ্রীশ্রীরামজয় ॥ ৭ক]

[৭খ ৺৭শ্রীশ্রীহরি ॥
লোহার মুদ্গর চামের দড়ি লইল কাড়িয়া। সকল অস্ত্র কাড়িয়া লয় মোর দুতে মারিয়া ॥
বিস্তর প্রহার কৈল জিয়াবানা নাজেয়। কেমন করিব বুদ্ধি বল মহাসয় ॥
নারদ বলেন ষুন জম অধিকারি। ব্রহ্মার বিসই তুমি জাও ব্রহ্মার পুরি ॥
ব্রহ্মার অগ্রেতে গিয়া কর নিবেদন। তাহার আগে লইয়া চল দণ্ড সিংহাসন ॥
এসব ষুনিয়া জম ধরিল চরণ। ব্রহ্মার আগে জাবে মুনি আমার কারণ ॥
চলিল জমরাজা নারদ সংহতি। কালদণ্ড মহিসে জায় সিঘ্রগতি ॥
ব্রহ্মার আগ্রেতে গেল নারদ তপধন। বৈষ বৈষ নারদেরে দিল সিংহাসন ॥
চতুরমুখে ব্রহ্মা আছেন দেবগণবেষ্টীত। দণ্ড ছাড়িয়া জম বসিলা ভুমিত ॥
চিত্রগোপ্ত আদি জত দুতগণ। ব্রহ্মা বলেন উঠ জম বিষাদ কি কারণ ॥
তোমার অধিকার এই সকল ভুবন। কেন দুত ক্রন্দন কর দুক্ষ তেজ মনে ॥
ইন্দ্র আদি জত দেব ব্রহ্মার সাক্ষাতে। উটীয়া কহেন জম করি জোড়হাথে ॥
দ্বারিকার বন্দি আমি আনিতে না পারি। বিষ্ণুদুতে লইয়া জায় মোর দুতে মারি ॥
ব্রহ্মা বলেন ষুন জম অধিকারি ॥ বিষ্ণুদুতে আমি কী বলিতে পারি ॥
একাদসি করে জেবা হরিনাম লয়। তোমা হেন কত জমে নাই করে ভয় ॥

[৮ক ৺৭শ্রীশ্রীহরি ॥
ব্রহ্মা বলেন ষুন জম দ্বারিকার কথা। রুকাঙ্গাদ নামে রাজা রাজ্জ করে তথা ॥
একাদসি করে রাজা বড় সাবধানে। তাহার লোক বিষ্ণুপুরি জায় সেই পুণ্যে ॥
তোমার অধিকার নাক্তি তাহার ভুবনে। কিষের বিসাদ ভাব দুক্ষ তেজ মোনে ॥
নারদ বলেন ব্রহ্মা ষুন আমার বচন। তবে কেন শ্রজন কৈলে জমের করাণ ॥

এক কন্যা শ্রজন করিয়া দেহ তুমি। তবে ত রাজার ব্রতভঙ্গ করি দিব আমি ॥
মদন লোভে ভুলিবেক সংহতি তাহার। ব্রত ভঙ্গ হইলে হবে জমের অধিকার ॥
হেন কন্যা দেহ মোরে ইন্দ্র বিদ্যাধরি। সেই কন্যা লয়ে তার ব্রতভঙ্গ করি ॥
জজ্ঞ আরম্ভ কৈল ব্রহ্মা আপনি। ব্রহ্মার তেজে হইল কন্যা একখানি ॥
করজোড়ে রহে কন্যা বাপের স্রমুখে। অচেতন হইল ব্রহ্মা কন্যারূপ দেখে ॥
একদিষ্টে চাহে ব্রহ্মা কন্যার বদন। লাজে হেটমাথা কন্যা সঙ্কুচিত মন ॥
দেখিয়া চঞ্চল মূর্ত্তি উপজিল ভয়। চতুরমুখে ব্রহ্মা কন্যার ভিতে চায় ॥
ইন্দ্র জম বরূণ দেখে জত দেবগণ। লজ্জা পাইয়া ব্রহ্মা করে হেট বদন ॥
মহিনি দেখীয়া জম আনন্দিত মন। এই কন্যা হইতে মোর দুস্ক বিমোচন ॥
কন্যা লইয়া জাও মুনি রাজার ভুবন।
জমরাজা চলিয়া গেল আপনার স্তানে। স্তানদান করে কন্যা গন্ধ চন্দ্রনে ॥ ৮ক]
[অতঃপর মোহিনীর সহিত রূকাঙ্গদ নৃপতির বিবাহ ইত্যাদি বর্ণনা]

[১০ক ৺৭শ্রীশ্রীহরি ॥
রূকাঙ্গাদ করিল বিভা আনন্দিত মন। সঙ্খ দুন্দবি বাজে অনেক বাজন ॥
আনন্দিত হইয়া রাজা নড়িল ততক্ষন।
মুনির চরণে দোহে হইল নমস্কার। সত্যধর্ম্ম রাখিয় রাজা কি বলিব আর ॥
এ বোল বলিয়া নারদ গেল নিজস্তানে। শ্রীধর কহে হরির চরণে ॥

আর এক কথা কহি যুন সাবধানে। তারাবতি ব্রতভঙ্গ হইল জেমনে ॥
যুজ্য মুকুট নামে রাজা সর্গপুরি বৈষে। স্বরির দুর্ব্বল তার ব্রত উপবাষে ॥
একাদসি করে রাজা বড় সাবধানে। পতিব্রতা তাহার নারি সর্ব্বলোকে জানে ॥
দৈবদোষে একাদসি ভাঙ্গিল কুমারি। পৃথিবীতে পড়িল সেই গ্রন্ধরূপ ধরি ॥
কন্যা বলে এক কথা যুন নৃপরায়। একাদসি ভাঙ্গি জদি যুন মহাসয় ॥
রাজার অগ্রেতে কুমার কহে জোড় হয়্যা ॥ কাহার কুমারি বাপু তুমি কৈলে বিভা ॥
ব্রহ্মার নন্দিনী কন্যা মহিনি নাম ধরে। নারদ করাইল বিভা অরণ্য ভিতরে ॥
ঘ্রেতের প্রদিপ লইয়া আইল আয়্যাগণ। হেনকালে রাজা আসি দিল দরসন ॥
ব্রহ্মনেরে দান কৈল রজত কাঞ্চন। মহিনির কল্যানে রাজা বিলায় জত ধন ॥
রাজকাজ্য তেজিলেক প্রাজার পলন। মহিনি সহিত রাজা থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
দষমির বাদ্য বাজে রাজা ১০ক] [১০খ র ভুবনে। পালঙ্গেতে বসিয়া রাজা যুনিল শ্রবণে ॥
দসমির সঙ্গত রাজা জানিল নির্ণয়। প্রাৎকালে উটীয়া রাজা মুখ প্রক্ষলয় ॥

দেখীয়া মহিনির হ্রিদয় হইল চমৎকার। না পারিল ব্রতভঙ্গ করিতে রাজার ॥
[অতঃপর রাজার ব্রত উদ্‌যাপন নারায়ণের নিকট বরলাভ ও স্বর্গগমন। পরে মোহিনী কর্তৃক একাদশীর ব্রত পালন এবং স্বর্গলাভ।]

[১৬খ শ্রীহরি ॥
পুরুস হইয়া জদি যুনে একাদসির পাঁচালি। ধনে ধান্য পুত্রে তার বাড়ে ঠাকুরালি ॥
স্ত্রিলোক যুনে জদি হইয়া একমতি। জতি সতি পতিব্রতা হয় পুত্রবতি ॥
বিধবা যুনিলে হয় স্বর্গেতে বসতি। অকুমারি যুনে জদি হয় উত্তমপতি ॥
অপুত্রক যুনে জদি পায় পুত্রবর। ধন বর জেবা জায় পায়্যতি সত্তর ॥
জেই বর মাগে তাহা পায়্যা জদি একাদসি করে। রোগ সোক বন্ধন খষে একাদসির পুন্নে ॥
বড়ুর শ্রীধরে কহে একাদসির পাঁচালি। জেই জন যুনে ভনে বাড়ে ঠাকুরালি ॥
বিপ্রকুলে জার জন্ম সর্ব্বলোকে জানি। হরি হরি নাম বল মুক্তিপদ বানি ॥
সাবধানে একাদসি কর হরি আরাধনে। এহারে অধিক ব্রত নাই ত্রিভুবনে ॥
ইতি একাদসির পাঁচালি সমাপ্ত। জতা দিষ্ট ততা লিখীতং লিক্ষকের দোষ নাস্তি ॥
ভিমস্বপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম
সয়অক্ষর শ্রীরামমোহন নস্কর সাং কৃষ্ণনগর সন ১২১৬ সাল তা ১০ চৈইত্রি ব্রহপতিবার ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে এই পুস্তক সমাপ্ত ইতি—

৮ একাদশী পাঁচালী

রচয়িতা: কবিচন্দ্র মিশ্র

পুঁথিসংখ্যা ১৭৯৬। পত্রসংখ্যা ১৬। খণ্ডিত। আকার ১৩½"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥ অথ একাদশীর পাচালি ॥
দেবগুরুপাদ বন্দ করিয়া প্রণতি। শবাশতজোন বন্দো জত মহামতি ॥
ব্যাশ বাল্মিক আদি বন্দ জত কবি ॥ অবনিমণ্ডলে বন্দ রশাতল দেবি ॥
হরির চরণে রহুক য়চলা ভকতি। প্রণমহ বিনাপানি দেবি আদ্যশক্তি ॥

একাদশি ব্রতোকথা ষুনিঞা শ্রবণে। ভাশারূপে রচি কীছু শাস্ত্রের বিধানে ॥
ধর্ম্মকথা তেজি জেবা যেই চো…করে। পুর্ব্বাজ্জিত পুর্ণ তার সকলি শংহারে ॥
মহাপুণ্যকথা লোক করহ শ্রবণ। একান্তে ষুনিলে হয় পাপ বিমচ[ন] ॥
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে করি পুটঞ্জলি। শাদরে ষুন সবে একাদশির পাচালি ॥
[অতঃপর পাঁচালী আরম্ভ]

৯ ওফাতনামা

রচয়িতা ঃ অনন্দি নাগর

পুঁথিসংখ্যা ১৫৩৯। পত্রসংখ্যা ১০। খণ্ডিত। আকার ৮½"×৫½"।
লিপিকাল আ. ১২০১ সাল। আধার তুলট। জঙ্গনামা জাতীয় গ্রন্থ।

[১ ৭ শ্রীআল্লাহো গনে ॥
হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লেল্লা আলেহে ছাল্লাম। বিছমিল্লা হের'রাহ মানের র'হিম ॥
করিম রহিম পাক পরবর দেগার। রছুলের নাম কিছু করিব প্রচার ॥
আল্লার কউসে ফকির নোঙাইঞা মাথা। কহিতে লাগিলা কিছু কাল্লামের কথা ॥
প্রিথিবি আকার হইল জাহার প্রতনে। নবি বিনে সারতি নাঞি ই তিন ভুবনে ॥
এলাহি রছুলের নাম নেএ জে সর্ত্তরে। কাআমতে জাইতে হইবেক জাহার হযুরে ॥
রছুলে ভজহ সভে হইঞা সাবধান। মন দিঞা ষুন ভাই আল্লার ফরমান ॥
ইআদ করিঞা কাল্লাম কহ বারেবারে। মনেত জানিহ আজাব না হইবেক গোরে ॥
এলাহি রছুলে জেবা রহে পাসরিঞা। ১] [২ তাহার আজাব হবে সোন মন দিঞা ॥
মহাম্মদ মোস্তফা আখেরি পএগম্বরে। ওফাতনামার বাত কহে অনন্দি নাগরে ॥

রোজ বরোজ ইহা জেবা সোনে। ভেস্ত জাইবে সে আল্লার ফরমানে ॥
জেবা পড়ে জেবা সোনে তাহার ছবাব। রছুলের হুকুম তারে না হয় আজাব ॥
একচিত্তে উফাতনামা সোনে জে সওঁরে। পড়িবেক নামাজ তার দিন পএগাম্বরে ॥
জেই সব ষুনিবেক কহিব কাল্লাম। আতস দোজখের আঁচ্য তাহারে হারাম ॥

মন দিঞা জেই জন সোনে ভালমতে। আজাব এড়াএ সেই আজরাইলের হাথে ॥
ওফাতনামার বাত মিছা ভাবে জেই। বড় কাফির কাআমতে হইবেক সেই ॥ ২]
[৩ এক রোজ মহাম্মদ মদিনায় বসিছিলেন। মেহতর জিবরিল তোল্লা জমিতে আইলেন ॥
জিবরিল বলেন রছুল এক বাত কহি। বহুত দোআ তোমাএ ভেজিলেন ইলাহি ॥
ইলাহিলের জত বাত কহে জিবরিলে। ফরমান লঞা আইলাঙ তোমার দরবারে ॥
রছুল বলেন ইআর সব এক কহি। এক আএত মোরে ভেজিলা ইলাহি ॥
যুনিঞা ইআর সব খোসালিত হইল। অবুবক্র যুনিঞা জে বিসাদ ভাবিল ॥
এই সব বাত নবি কহিলা ইআরে। উঠিঞা আইলা সভে আপনার ডেরে ॥
আরাম করিলে সাহেব আপনার ঘরে। বিবি আসিঞা দিলেন হাত ছাতির ওপরে ॥
বিবি বলেন বাত সাহেব সোনহ আমার। অমুদ গরম কেনে দেখি জে তোমার ॥
রছুল বলেন ৩] [৪ বিধি কি কহিব আর। এমতি হুকুম দেখ হইল আল্লার ॥
সফরের চান্দে জহমত হইল আমার। রবিঔল আউলে জাব ইলাহির দরবার ॥
যুনিঞা আসিঞা বিবি বলে হায় হায়। মহাম্মদ মোস্তফা তাহারে বুজায় ॥
রছুল বলেন বিবি কি কান্দ একেলা। তামাম আলম খাইবেন মউতের পিআলা ॥
দুই রোজ গুজরিল যুমার রোজ হইল। বের্ল্লান আসিঞা দেখ আওাজ করিল ॥
আওাজ যুনিঞা বলেন দিন পএগাম্বরে। বের্ল্লানে ডাকিঞা বিবি আনহ হুযুরে ॥
আওাজ যুনিঞা বিবি আইলেন বাহিরে। বের্ল্লানে ডাকিঞা আনে রছুলের হুযুরে ॥
রছুল বলেন ৪] [৫ আর বের্ল্লানে ডাকিঞা। মহজিদে বাঙ্গ ছালাত দেহ তুরিতে জাইঞা ॥
আর বাত কহিঅ তুমি আমার ইআরের হযুরে। আবুবক্র সির্দ্দিকি জেন ইমামত করে ॥
রছুলের হুকুমে বের্ল্লান আইলেন সর্ত্তরে। কহিতে লাগিলা বাত সির্দ্দিকি হযুরে ॥
বেল্লান বলে আমি কি করি বেকত। রছুলের ফরমানে তুমি করহ ইমামত ॥
কান্দেন ইআর সব কাতরপরানি। রছুল ইমামত সভার এমন কেনে যুনি ॥
এতেক যুনিঞা বের্ল্লান আইলেন হযুরে। কান্দতে লাগিলা বের্ল্লান দেখিঞা পএগম্বরে ॥
রছুল বলেন বের্ল্লান জাহ ত চলিঞা। চারি ইআরে আনহ তলব করিঞা ॥
রছুলের ফরমানে বের্ল্লান গেল জে সর্ত্তরে। চারি ইআরে বোলাইঞা আনিলেন হযুরে ॥ ৫]
[৬ কান্দিতে লাগিলা ইআর সব দেখিয়া পএগম্বরে। রছুল দস্ত উঠাইঞা দিলেন ওস্মারের দস্তেরে ॥
ইআরের সাথে আইলেন সাহেব মহজিদ ভিতরে। বহুত কুসিসে নামাজ পড়েন দিন পএগাম্বরে ॥
নামাজ পড়িঞা নছিঅত করেন চারি ইআরে। নেকি বদি দুই রাহা দুনিঞা ভিতরে।

নেকিহা বড় চিজ দুনিঞার ভিতরে। নেকি করিহ সভে আমার খাতিরে ॥
এই বাত ইআর সব জখন সুনিল। জমিনে পড়িঞা সভে কান্দিতে লাগিল ॥
গাএর কাপড় সভে ফেলেন কাড়িঞা। মাথাএ লাগান খাক দেরেগ করিঞা ॥
জতেক ইআর সব বলেন হায় [হায়]। আমা সভাএ এড়িঞা রছুল জাবেন কোথাএ ॥ ৬]
[৭ সিদ্দিকি বলেন সোন দিন পএগাম্বরে। এক খোআব দেখিলাঙ আমি বিছান ওঁপরে ॥
রছুল বলেন বাত বলিহে তোমারে। কি খোআব দেখিলে তুমি কহত আমারে ॥
এই খোআব দেখিলাঙ সাহেব বিছানেতে সুতিঞা। বিবি আএসার চাদর জেন গেল
জে উড়িঞা ॥
রছুল বলেন তুমি সোন মন দিঞা। খামিদ মরিবেক ওহার দেখিলাঙ ভাবিঞা ॥
ওম্মর খেতাব তারা জোডে দোন হাথ। মহাম্মদ মোস্তফা সোন মোর বাত ॥
এক খোআব বড় আমি দেখিল নজরে। ইহার বিসেস কথা কহ পএগাম্বরে ॥
রছুল বলেন ওম্মর বাত বলি তোরে। কি খোআব দেখিলে তুমি কহত আমারে ॥
রছুলের হুকুমে ৭] [৮ ওম্মর কহিতে লাগিল। ফকিরের মঞ্জিল জেন গাএব হঞা গেল ॥
জাহানেতে আমি ছিলাম সভার ওপরে। বিদায় হইলাঙ আমি সোনহ ওম্মরে ॥
মির ওছমান দেখ আইল হযুরে। জোড়হাথে কহেন বাত সোন পএগাম্বরে ॥
এব খোআব সাহেব আমি দেখিল নজরে। বিচার করিঞা মোরে কহ পএগাম্বরে ॥
রছুল বলেন সোন ভাই মির ওঁছমান। কি খোআব দেখিলে তুমি কহ ফরমান ॥
কহিতে লাগিল বাত দুই হাথ যুড়িঞা। কোরানের এক ওরখ গেল জে উড়িঞা ॥
রছুল বলেন ভাই দেখিলাঙ ভাবিঞা। মেহতর জিবরিল ওরখ লঞা গেল সিঞা ॥ ৮]
[৯ আপনি সাহেব আলি জোড়ে দোন হাথ। মহাম্মদ মোস্তফা রছুল সোন মেরা বাত ॥
বড় এক খোআব আমি দেখিল নজরে। ইহার বিসেস কথা কহ পএগাম্বরে ॥
রছুল বলেন আলি বাত বলি তোরে। কি খোআব দেখিলে তুমি কহ ত আমারে ॥
এই খোআক সাহেব আমি নজরে দেখিল। চাল ভাঙ্গিঞা জেন খান খান হইল ॥
রছুল বলেন আলি বাত সোন মোর। দুনিঞাতে চাল ছিল দিন পএগাম্বর ॥
সভাকার চাল আমি জাইব চালিঞা। ভাঙ্গা চাল দেখিলে আলি ইহার লাগিঞা ॥
হাছন হোছেন ৯] [১০ বলে বছুলের হযুরে। নানা বড় এক খোআব দেখিল নজরে ॥
রছুল বলেন বাত সোনহ ইমাম। কি খোআব দেখিলে তুমি কহ ফরমান ॥
কহেন ইমাম দোন রছুলের হযুরে। আজিম দরাথ এক জমিন বিচে গিরে ॥

রছুল বলেন ইমাম বাত সোন হে। অই জে আজিমদ রাখআ মিছিলাম সে ॥
বিবি আসিঞা কহেন রছুলের হযুরে। কি খোআব দেখিলে তুমি কহত আমারে ॥
বাত কহেন বিধি হযুরে বসিঞা। ঘরের খোমবা জেন পড়িল খসিঞা ॥
রছুল বলেন বিবি বাত সোন তুমি ॥

[অতঃপর পুঁথি খণ্ডিত]

১০ কথকতার পুঁথি

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫২৫। পত্রসংখ্যা ৩০। খণ্ডিত। আকার ১৬½"×৩½"।
লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট।
মহাভারত অবলম্বনে কথকতা।

[৭৮ ক দ্রৌ ভীম কোথা। প্রাণ কেন এমন করে ॥ দ্রৌ উ। পদ্মা নয়নে পাঠায়েছি। ঞে। এমন কর্ম্ম কর। একা পাঠাও। কুবের পালিতা তুমি। হয়তো কার সঙ্গে বিবাদ হলো ॥ উ ॥ একা পাঠাই নাই। কৃষ্ণ বলে ডাকিতেছি। ঘট পৃষ্ঠে বহন। সর্ব্বে গং। ভীম একি দেব সঙ্গে বিবাদ কুবেরের স্তব ॥ স আগং ॥ বরণ ক্ষমা বিদায়। পরে একদিন পর্ব্বতোপরি মনিমান সহ বিবাদ ॥ সে কুবের সখা। যুদ্ধ হত ক্রমে গন্ধমাদন সামুতে গং। সেই স্থানে ৪ জন দ্রৌ সমিভ্যারে আছেন। এমন সময় ইন্দ্রালয় হতে অর্জুন মাতুলি সহ রথা রূঢ় আগং। আনন্দ উ। এই অর্জুন এলরে। সপ্রণাম। যু অর্জ্জনকে পেয়ে মৃতদেহে প্রাণ। কুশল জিজ্ঞাসা। তবে কি প্রকারে ছিলে। আর ইন্দ্র নাকি আমায় স্মরণ করেছেন। তুমি যার ভাই এতে করেই আমি ধন্য হলেম। না হবে কেন। এতগুণ না হলে আমার ৭৮ ক]
[৭৮ খ শ্রীকৃষ্ণ সখা বলেন। অ উ। মহারাজ আমার কি গুণ জে কিছু তোমার চরণ প্রসাদ বলে। আজ্ঞা করি দাসো দ্বহং। ভৃত্যো দ্বহং। জতবার জন্মিতে হয় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে জেন তোমার সঙ্গ হয়। সাক্ষাৎ

ধর্ম্ম। পরস্পর প্রীতিবাক্য। তবে ২ ভাই পাশুপতাস্ত্র লাভ।
আর দিকপালের। জ্ঞাতে করে নিবাতকবচ জয়। দেবা জ্ঞাদের
জয় করিতে পারে না। কৈ ২ আমি ১ বার দেখবো। মহারাজ
অস্ত্রত এই মন্ত্রপূত করিলে শত শত ত্রিলোচন ধারি বেরল
দেকতে পেলেন তারাই নিবাতকবচ বিং করলেন। শূলাঘার্তে
এত প্রতাপ। যু উ। অর্জ্জুন তবে ১ বার মন্ত্রপূত করো দেখবো। উ।
মহারাজ মহাদেবের বারণ আছে প্রতিযোগী না হলে ত্যাগ না।
অন্যথা জগদ্দাহ হবে। যুরু ছেড় না। ১টি বার মন্ত্র পড় দেখবো। ৭৮ খ]
[৭৯ ক আঃ তথা মন্ত্রস্মরণে ভূকম্প উল্কাপাৎ দিগদাহ হবেতে লাগলো
দেবগণ উ। ও কি কর গো। বিরম ২। যুরু দেখলেম আরনা ২ সাম্য কর
এমন অস্ত্র ঞে। পরে উপবিষ্ণু। এমন সময় মার্কণ্ডেয় ঋষি আগং।
০॥। আসতে আজ্ঞা হক ২। একি ভাগ্য। উপবিষ্ট কুশল প্রশ্ন। যুরু।
যুগধর্ম্ম কয়। তথা সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি মাহাত্মং শৃণু॥ অল্পবুদ্ধি
অল্প বলে পরাক্রম পিতামাতার সঙ্গে কুটুম্বতা॥ জন উ॥ কেমন
হে তোমার পিতরে সঙ্গে আহারাদি আছে। উ। ছিল আজ ২ বৎসর
নাঞি। আমাকে বলেন্নাই আমি বলবো কেন। এত কি হীন।
তাতে একটি কথা শুন সুদেব নামে ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে বাস।
পশ্চিম দেশে তাঁর পিতৃব্য থাকেন। বারুনি গঙ্গাস্নান করে
আমি। আর ভ্রাতষ্পুত্রটি আছে। ১ বার দেখে আসি ভ্রাতষ্পুত্রেণ
পত্রতা। তথা গং। আসুন। এলেম। কেমন আছ। উ। হাঁ। চল্লে হয় ৭৯ক]
[৭৯ খ ওখানে তিনি ঠাকুরাণিটী ঠাকুরাণিটি উ। কে উনি। সেই পিতৃব্য এষেচেন।
ও বলে এষেচেন তাকি। আমি তোমার রাঁদুনি বামুনের মেয়ে বুঝি। কে কে
তা এই আর কিনা ম্লান। পথে কেউ জিজ্ঞাসা করেন কি। ভাই কোন
কালে নাকি ১ জন বাপ ছিল তাঁর আবার ভাই খুড়ো। তাঁর ৫ বৎসর
৬ বৎসর অন্তর নিলুই না এলেই নয়। আর সেই ভালমানুষের মেয়েকে
কি বলবো॥ তিনি তো সে দিন থাকুন॥ পরে একদা স্ত্রী সম্পর্কীয়
১ জন আগং। ১টা ঘটি হাতে ব্যস্থ পথে জিং। কেন গো আজ ব্যস্থ।
ভাই এমন কুদেশে বাস করি কি কবো কোন সামগ্রী পাওয়া দুগ্ধ
না দধিনা। অনুগ্রহ করে মাসে ১০ দিন ১২ দিন পায়ের ধূলো
পড়ে তিনি তোমার কে। আমার যে স্ত্রী তার যে মামা তার যে

সম্বন্ধি। তার যে মাসি সসুরের পিসি সসুরের সম্বন্ধির ভাই ॥০
দিন গেল ॥০॥ অথ ঘোষযাত্রা ॥০॥ বৈউ ॥ কৃষ্ণদ্বার কাংগত পাণ্ডব ৭৯ খ]
[৮০ক দ্বৈত বনং গতঃ ॥০॥ এখানে ১ বিপ্র হস্তিনায় গং। পাণ্ডবের বৃত্তান্ত উ ঃ
৺গাণ্ডিবধন্বা চ.........বৃকোদরশ্চ সংরব্ধিনাবন্তক কাল কল্পৌ। ন
শেষয়িতা যুধি শক্র সেনাং শরান কিরন্তাব শনি প্রকাশান ॥ নিরন্তর
যজ্ঞ ভোজ্যবান ঠনঠনা সুসিক্ষা মার্জ্জিত উজ্জল করে বাখচে ॥ ধৃত উ।
আমাদের এঁবা কি কর্চ্চেন। বৈ উ। শৃনু। এখানে দুর্য্যো কর্ণাকে উ।
যু প্রভৃতি ভ্রষ্য রাজ্য শ্রিয়াহীন। অসহায়। এই সময় যুদ্ধ করে বিনাস করে
আসি চল। শত্রু রাখা নয়। উ। মামা কি বল উ। এ সাধু পরামর্শ নয়।
আমার মনে নয় না। দুষা উ। কেন। শকু উ। ভাল সুনত। জখন ভীম
গদা লয়ে দাড়াবে তখন কে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলত। দুঃষা উ। তাবাগ্রে। ৮০ক]
[৮০খ বলে কি গদা হাতে করবে। না চুপ করে থাকবে। তোমাদের সকলকে যমসাৎ।
পরামর্শ সুন ॥ যদ্বে লক্ষী স্থয়া প্রাপ্তা দুরাপ্তা ভ্রাতৃভিঃ সহ। ইন্দ্রপ্রস্থ
গতে যান্তীং দীপ্যমানাং যুধিষ্ঠিরে ॥ তোমার ঐশ্বর্য্য যু দেখে নাই। না
দখলে শক্রহিংসাগ্নিতে দাহ হয় না। উ। তবে কেমন করে দেখাব। তা বল
শকু উ। বর্ষ্যন্তে গোবৎসপদচিহ্ন দশনার্থ সকল রাজ্ঞ গমন করেন।
ঐ সময় অনেক বৎস হয়। বার্ষিক মঙ্গলাচরণ কর্ম্মটা। এই ছলে গং কর্ত্তব্য
সস্ত্রীক বলবাহন ভৃত্যগণ সমিখ্যারে তারা বল্কলাম্বরধারি। আমাদের
সুবেশালাং কৃতা যত স্ত্রী অলংকার পরুগ। সেজ্জেকুজে চলুক। দেখেই
পাণ্ডব ঘুরে জাবে দেশান্তরং দেহান্তরং বা নিষ্কণ্টকে রাজ্য মামা
কি বুদ্ধি তোমার বাপু তবু ভাবতে পাইনে। আর বলি দ্রৌপদী দুঃখিনী ৮০খ]
[৮১ক সালংকৃতা স্ত্রীগণ দেখে ফেটে ২ মরে জাবে পাণ্ডব সঙ্গে ২ প্রাণযোগ ॥
৺ন তথাহি সভামধ্যে তস্যা ভবিতুমর্হতি। বৈ মনুষ্যং তথা দৃষ্টা তব ভার্য্যাঃ
সালঙ্কৃতা ॥ কর্ণ্য উ বলেচেন ভাল। এ কথায় মত বটে ॥ ৺ন তথা
হ্যাপ্লুয়াং প্রীতিমধাপ্য বসুধামপি। দৃষ্টা তথা পাণ্ডুপুত্রান বল্কলাজ্জিন
বাসসঃ। উ। তবে প্রাচীনদ্বের বল। তোমার পিতার নিকটে চল। এই
পরামর্শ ভাল ॥ নতুবা বিদুর করবে অমঙ্গল। এই আহ্লাদে ৪ জন গং। কেও।
কানা শুণ পায়ের শব্দে জান্তে পারে। ১ জন নয়। অনেক জে আজ্ঞা আমি
শকুনি। দুর্য্যোগো গননায় জাবেন। ইচ্ছা। গবাস্কনঃ কলোয়। কে কে জাবে।
তোমার শত পুত্র সস্ত্রীক কর্ণ্য এবং আমিয়। আব মৃগয়াও হয় ॥ ধৃত উ ॥

শুনেছি সেখানে নাকি পাণ্ডব আছে। বিরোধ হবে না ত। না মসয় এমন
বিরোধ কি। দেখ॥ বিদুরু। কুরুনাথ সুনাচল। পাণ্ডব অত্যন্ত কাতর।৮১ক]
[৮১খ তাদের শ্রী ঐশ্বর্য্য দেখাতে যাবেন। ভীষ্ম উ। আচার্য্য আজ্ঞ ভ্রেদের ১
খানা হবে॥ হয় হক। ধৃত উ। দেখ জেন বিরোধ হয় না। এই সকলেই
সুসজ্য। ৬৫ হাজার রথি। ২ লক্ষ হস্তি। ২ লক্ষ অশ্ব। ৪ লক্ষ পদাতি।
সাজ ২ শব্দে বাজে তুরী ভেরী। তথা গতি বিগতি। দুর্য্যো উ। স্ত্রী সজ্জা
করতে বল গাত্রে নৈর্ম্মন্য করুণ। গা রগড়াতে লাগিলেন। হয়না। দুঃস্বা
উ। এখন হয় নাই। স্ত্রীর এখানে যত স্ত্রী সেজেকুজে হাবভাবে অহং
কেড়ে ২ গড়ন গং। শিবিকাদি আরোহণ। জয় শব্দ নমঃ সাধু ২॥ জয়তি
বন্দি। বীরদর্প মেদিনী কম্পিতা। ধূম পড়ে গেল। উদিকে থেকে ইদিকে
আসচেন। চ চ॥ বর্ত্ম শোধকগণ। অগ্রে ২ দামামা হস্তিগণ॥ যূথে ২। সু
সজ্জা হয়ে। ঝমর ২ করে পা দুই জেতেই উ। আমাদের এমন চলা নাই।
অভ্যাস নাই। কখন চন্দ্র সূর্জ্জি আমাদের দেখতে পায় না॥ কোনকালে ৮১খ]
[৮২ক বেরিএচি॥ হাতনাড়া নংনাড়া দিয়ে আগং। কুলু ২ ধ্বনি॥ অহংকারে
মড় ২ করে ভেঙ্গে ২ পড়চে॥ পা নড়ে না। মাগো ওটা কি॥ আঃ বগ
দেখিস না॥ ৭ জন্মে না। অন্যোন্য মনোজ্ঞ কথা। কর্ণ্য হেসে দুর্য্যোর গায়ে
পড়চে। কখন দুর্য্যো কর্ণ্যের গাএ। আজ হয়েছে কপালগুণে
বাড়ালে আর কি। অগ্রে পথপরিস্কার॥ স্ত্রিয় উ। ও দুঃখিরে
সন্দেস খাবি। উ দুখানা গয়না দে। দ্রো কত খেতে দেয়॥
রথ ঘর ২॥ এখানে ইন্দ্র উ। চিত্ররথ চিত্রসেন আমার পাণ্ডব বনবাসি
অতি কাতর। তাদের শ্রী দেখাতে যাচ্চে। দুর্য্যো। এদের পথে এমনি
প্রতিকার করবে। জেনো ফল পথেই পায়। যে আজ্ঞা গন্ধর্ব্বেরা
আগং। অপূর্ব্ব স্থানে শিবির খট্টাদি লয়ে সয়ন। এখানে ভ্রেরাও
গমন করে বিশ্বাবসুকে বস্ত্র উষ্ণীস বলয়াদি প্রদান। উ। এতো ৮১ক]
[৮২খ পারিতোষিক কখন পাই নাই। ০॥ দূতে আজ্ঞা দ্বৈত বলে আবাসস্থান
কর জে আজ্ঞা গং। পথে গন্ধর্ব্ব উ। কে রে এদিকে আসিস নে ২ আস
বি তো মস্তকচ্ছেদন। উ যে আজ্ঞা মস্তক বৈকি। নারে হাবী ওদিকে
জাসনে। কোন দেবতা এরা ওদেরি বন হবে। ৺প্রবিসন্ত বনদ্বারি
গন্ধর্ব্বাঃ সমবারয়ন। সেনাগ্রং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রাপ্তং দ্বৈতবনং সর
এযে উ। না মহারাজ ওদিকে হলো না। কেন। আজ্ঞা। জাদের বন

তারা বারণ। না দিলে ত হয় না। উ। আরে বলে কি। উ। পালংকে সয়ন
করে আছে। বলে মস্তকচ্ছেদন। জা বল গীয়ে মহারাজ দুর্য্যো এসে এষে-
চেন॥ পথ দেও নতুবা এক্ষণেই যমালয়ে প্রস্থান হবে॥ জ্বে আজ্ঞা।
অহংকোরে লোক অহংকারেই মরে॥ উ। আমলো উঠে জা। জানিষনে
রাজা দুর্য্যোধন আসচেন। পঃ। উ। কোথাকার দুর্য্যো। ওরা বলে
তখনি জানি। কেবা চেনে ওদের। ঘরে মানে না। গন্ধর্ব্ব উ। আসি ৮২খ]
[৮৩ক সনে ২ এখানে গন্ধর্ব্বরাজ শয়ন করে। যদি বাঁচবি তো ওদিকে জা।
শব্দ করিষনে। আর যু প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব আছেন। ০॥ এই এক-
কালীন কুলু ২ ধ্বনি॥ যুরু। এ ধ্বনিটে কিসের। ভীম উ আজ্ঞা
কৌরবী সেনা। দেখ ভাই ওদিকে জেওনা। বিবাদ জেন হয় না॥ কি
কর্ত্তে জাব ঘরে দ্বারে থাকবো॥ বিবাদ কেন করবো॥ ঈশ্বর জেমন
করেচেন তেমনি থাকবো। বসে ২ দেখবো। ভিক্ষায় জাওয়াও
হবে না॥ যুরু॥ জ্ঞাতিবিরোধ জেন হয় না। ভীম উ ওরা শ্রীসম্পত্তি
প্রকাশ করবে। আমাদের শ্রীসম্পত্তি আছেন কাল বাঁকা রূপ
নয়নমুদ্রিত হয়ে দেখবো। নয়ন মোন জুড়াইবে। এ জে অনিত্য ধন
নিয়ে বেড়েচে। নিত্যধন তো পায় নাই। এমন ধন কার আছে।
ভীম দ্বারে বসে দেখেন ঐ আসচেন। গন্ধর্ব্বরাও উঠেচে। এদের
সমিভ্যারে বিবাদটা হলো। দুর্য্যো উ। কে আছিস রে। ৮৩ক]
৮৩খ] একেস্ত সোময় তাতে স্ত্রী নিকটে। স্ত্রী উ। ওমা কর্ত্তা রাগ করেচেন
উ এদের দূর করে দে। সৈন্য গং। গন্ধর্ব্বসমিভ্যারে ঘোর যুদ্ধ। ক্ষত বিক্ষত।
খড়্গো খড়্গো বান ঠন ২ সৈন্য পঃ। দুর্য্যো উ। মা ভৈষ্যেতি গিরাশ্বাস্য
গন্ধর্ব্বাংশ্ব ততো রুষা। দুর্য্যো দুঃস্বা কর্ণ্য প্রভৃতি শত ভ্রাতা তখন
ধনুকে গুণার্পন মারয়ত ২ ধ্বনি। বানবৃষ্টি। সৈন্যোপরি দেখেন
সেনা ভগ্না। চিত্ররথে সংবাদ। অগ্নি গাত্রোত্থান। উ। ধনু দেও তো
হে। রথারূঢ় কেমন দুর্য্যো দেখি সুসজ্জ। ঘোরযুদ্ধে। আদান সন্ধান
লক্ষ জ্ঞান হয় না। বর্ষার ধারার ন্যায় বানবৃষ্টি। ইশীকাস্ত্র। বায়-
ব্যাস্ত্র। কর্ণ্যকে হতাশ্ব হত সারথিঃ। বিরথি প কার্ণ্যাপয়ানং। ০॥
ঐরূপ দুর্য্যোকে॥ দুঃস্বা। বিবিংশতি। পুন কর্ণ্য। দুর্য্যো কোথা
জাবি। অধার্ম্মিক। আজ ধরে লয়ে ইন্দ্রকে প্রদান। বানের তেজে
সম্মুখে দাড়াতে পারে না। এ দেশীয় বান নয়। তং পলায়ন দেখে ৮৩খ]

[৮৪ক ধনু জ্যা গলায় গলায় দিয়ে আনয়ন। এ যুদ্ধে প্রাণদণ্ড নাই। বাঁধ
বেটাদেরে ২। অশ্ব নিকটে বন্ধন। শ্রী দেখাতে এসেছ পাণ্ডবে।
বাঁধ ২। শত স্ত্রী লুকাচ্চে। কেশ ধরে রথে লয়ে আয়। অসহায়।
যখন গন্ধর্ব্ব বেঁধে আনে। অনাথের ন্যায় ব্যস্থ সমস্ত। রোরুদ্যমানা
কি হবে রে এই আমাদের কপালে ছিল। সৈন্য কে কমনে পলায়ন॥ তখন
চিত্রসেন। উ। ওরে দুরাত্মা এই যোগ্যতা। পরাক্রম জান না। তাদের
পাঞ্চালীর করেচো কেশাকর্ষণ। এই সময়। এই সময় দুর্য্যো স্ত্রী
শকুনীর মাথার উপর পা। দেখে দুঃস্বাপ। উ। কোথা পলাও
ধিক থাক তোদের জীবনে। হাঁরে দ্রৌ পড়েচে বিপদে ডাকবে
কৃষ্ণ ২ বলে হরি বস্ত্ররূপী হয়ে লজ্জা রাখবেন। যখন তোরা
করেছিলি দ্রৌ অপমান সভায় ডেকেছিল কৃষ্ণ বলে দংশেচে
কালসাপে সে বিষে কিসে ত্রান পাবে তাও ত নয়নে দেখে- ৮৪ক]
[৮৪খ ছিস। কত বস্ত্র বর্ণ্য হয়েছিল বল দেখি তোদের এখানে কে আছে
ত্রান করিবে। এখানে কে আছে। এখন পলালে কি হবে ১ উপায়
আছে সোন। জাও দয়াময় মুনিকটে। তারা যে হরিদাস দয়ালু
তোদের মত নয়॥ অনায়াসে দয়া করবে। জাও ২। সুনে দুঃস্বা ভীমের
নিকটে ছুটে পড়েচে। মেজ্দাদা ২ কে ২ দূর হ॥ অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং
গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতং। বলে বগল বাজয়ে উঠলো। আমি বলিবা কি॥
আমাদের বড় দুঃখ দিয়েছিস। দেবতা আছেন যেমন করেছিলি
দ্রৌ কেশাকর্ষণ আজ তার প্রতিফল পেলি এই সময় যুরু।
ভীম কিরে শব্দা কিসের। কোথাকার কি। মসয় পূজা করুণ।
দুঃস্বা চছুটে যুর চরণে পড়েচে। মহারাজ রাখগো উ দুঃস্বা কেনরে নয়নে
জল। মশয় আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েচে। ভীম উ। ভালই তো হয়েচে। ৮৪খ]
[৮৫ক তোদের গুষ্টি মরবে॥ যুরু॥ এই যে এই যে সুনলেম। তোমরা আহ্লাদ
আমোদ করে সুসজ্জ হয়ে আসচেন। এর মধ্যে কি হলো। আবার
এমন দশা কেন। ম্লান দেখি যে॥ কথাটা কি। বল দেখি। পায়ে রক্ত
পড়েচে। কেন ভীম ত কিছু বলে নাঞি। উ। আমি শত্রু জাগ ৺
অস্মাভি। দুউ। আজ্ঞা না। গন্ধর্ব্বেরা শত স্ত্রীকে কেশাকর্শন হরণ
করিলেন। এবং রাজাকে বেঁধেচে। যুরু ভীমকে॥ কেন কার কি কে
কার এই যে বসে আছি দেখচি। এবার তো আমরা নই বিন বারণ

করবে। যুরু যাও ভাই। কুলবধূর অবমান বসে আছ। দেখচ। উ
কেন ওরা আমাদের কে। আমবাও জ্বাই নাই। এমন কিছু বলি নাই
করি নাই। কে কার আজ্ঞাকারি পরের কথায় কাজ কি। পরে
করেচে কার কি। সে কথায় কাজ কি। এখন পাসা খেলুগনা।
তোর মামা কোথা। এই সময় ডাক বসে জাগ। একি যুকে ৮৫ক]
[৮৫খ পেয়েচো ঘণ্টার গভুর বসে থাকবে। মাথা কেটে দে জা। নেয় ২
গো গো বলে নাচ না। এই সময়। যুরু। ভাই তোমার জ্ঞান নাই।
কুলে জ্রে কলঙ্ক হবে॥ উ। হলেই ভাল্ কেন কিসের কলঙ্ক।
ওদের ৭ পুরুষের কলঙ্ক হবে। যদি বেঁচে থাকে আমার হাতে। ভালই হয়েচে।
যুরু। আমাদেরি ও কুলবধু॥ উ। কেন আমাদের দ্রৌ তার ওই কেশে
ধরেচে। মনে নাই। যুরু। ভাই এমন কথা বলো না। ৵তে শতানি
বয়ং পঞ্চ বয়ং পঞ্চশতানিতে। পরেষু প্রতিপন্নেষু পঞ্চোত্তর শতাবয়ং।
আর শত্রু হতে মুক্ত করলে॥ ৵বরং প্রদানং রাজ্যঞ্চ পুত্রজন্ম চ পাণ্ডবাঃ।
শত্রোশ্চ মোক্ষণং কৃচ্ছাৎ ত্রীনিচৈকঞ্চ তৎসমং। শত্রুমোক্ষণ এই তিনের
সমান। ভীম উ। পরে হতে হয়ে জ্বাগ তোমার এ কথায় কাজ কি। ধর্ম্ম
নিয়ে বসে থাকগে। তায় আমাদের বেদনা নাই। যুরু। অর্জ্জু কৈ। আজ্ঞা এই ৮৫খ]
[৮৬ক জ্রে। ভাই কৌতুক দেখচো॥ হাঁ রে শ্রীকৃষ্ণের সখা তুমি যদি না জাও
তবে যে কলঙ্ক হবে। লোকে কবে কৃষ্ণদাস হয়ে রক্ষা করে নাই।
কুলবধূর অবমান হলো। উষা আজ্ঞা করবেন তাই করবো। আমরা
আজ্ঞা করি। উ। ভাই সরণাগত ত্যাগ না। উ। চল্লেম। ভীম উ।
তোর উপো হয়ে এল। গদাহাতে। যে যাবে অ সে আমি।
আমায় পরাস্ত করে জাবে। ভাল সোন দেখি॥ দ্রৌপদীর কাল
কেশে ধরেচে তাকে বলে যা। এ কথা সুনে সে আর বাঁচবে। ওদের
স্ত্রী বিধবা করবো না হলে কেশ বাঁধবে না। সে যদি বলে জ্রে কে
তবে চন্দ্রসূর্য্য প্রমাণ আমি এখনি গদাহাতে করে জ্বাবো।
তার অনুমতি না হলে কার সাধ্য। সে শুনবে আর মরবে। এই
পরিবেশন করে শ্রান্ত নিদ্রা হয়েচে। কেন না বিলম্ব হলে হয়তো
হয়ে জাগ। সে ঘুমায়েচে। যুরু দুঃস্বা জা ত দেখি ২ কেমন কৃষ্ণের ৮৬ক]
[৮৬খ সখী হতে পেরেচে কিনা। তুই ত তার ক্লেশ ধরেছিলি। এত দুঃখ দিয়েছিস
দেখি ২। দুঃস্বা গং। রাজ্ঞা। মধুসূদন ২। এখানে দ্রৌ পাকগৃহে

দ্বারে অঞ্চল পেড়ে সয়ন। নিদ্রা এই সময় দুঃস্বা ছুটে গিয়ে চরণে পড়েচে।
চোক বুজে উ। কে য় ঠাকুরপো কেন ২ এ কি। চক্ষে জল কেন। উ
আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েচে। এলোকেশে সোনার প্রতিমা। আঃ
এই দণ্ড খানিক নিদ্রা হয়েচে কেন এঁদের সঙ্গে বিবাদ হয়েচে। না
তবে কি মুখ ম্লান কিছু খাও নাই। উ। এই ঘোষযাত্রায় দ্বৈত
বলে এসেছিলাম। গন্ধর্ব্বেরা শতস্ত্রীহরণ। কেন। এঁরা কোথা
জ্ঞান নাই ষে সুনেচে না। হাঁ আমাদের এঁরা কি বেঁচে আছেন।
বেগে গং। উ অর্জ্জু একি কৌতুক দেখ। বল দেখি ওদের কে আছে।
আমি বিপদে পড়ে ডেকেছিলাম কোথা রৈলে বিপদভঞ্জন ৮৬খ]
[৮৭ক এষে ত্রাণ করিলেন। দুঃস্বা চকে হাত দিয়ে রোদন। ঘরে থেকে সাধ
করে বৌকে এনেছিলাম বৌরে বৌ। তাদের কেশ ধরে লয়ে গেল
বৌরে বৌও তু। এনে দে তোর পায়ে পড়ি বৌরে বৌ। উ। ভয় নাই ২।
ভীম উ। ওখানে আর বাড়াবাড়ি। দ্রৌ উ। কুলবধূর অবমান কেশাকর্ষন
তদনুভূতা আছি। জায় না জাও বল নাথ বলে ডাকি। রাজা মধুসূদন ২।
উ। আমাদের কৃষ্ণবস দ্রৌ মনের গুণে। না হবে কেন এখন বিলম্ব জাও
২। শীঘ্র মুক্ত করে এনে দেয়॥ ভীম উ। তা এই জে জাওয়া জাচ্চে
কাঁদনি ২ ছিঁচকাঁদুনে। কতগুনো নিয়ে জালায় পড়েচি। কাজে ২
সুতরাং। তৎক্ষণাৎ সুসজ্জ। অর্জুন ও দেবি রথ লয়ে দুঃস্বাকে
সারথি করে। ভীম প্রতি বিন্দু কেশা। নকুসহ। দুই সারথি করে
তিষ্ঠ ২ পূর্ব্বক গং। হাঁ ২ কোথা জাও রে॥ ত্যাগ কর ২॥ গাণ্ডিবে গুণার্পন। ৮৭ক]
[৮৭খ টঙ্কারে বাণবৃষ্টি। চিত্রসেনসমিভ্যারে। গন্ধর্ব্বেরাও তুমুল যুদ্ধ।
দুর্য্যো বাঁধা। দুঃস্বা স্ত্রীর পা মুখের উপর। অর্জ্জু কি করে দেখেচে।
ভীমনকুলসহ তথাবিধ। নানাস্ত্র পরস্পর আচ্ছন্ন। ভীমনকুলসহ
তথাবিধ। নানাস্ত্র পরস্পর আচ্ছন্ন। ভীম উ। মসয়রা ভালই করেছিলেন।
ঘর ভাল নয় কি বলবো। এমন সময় চিত্রসেন ধনু ফেলে দিয়ে অর্জুনের
রথে আগং। তথা অর্জুন ধনু ফেলে উত্তরীয় গলায় দীয়ে কৃতা-
ঞ্জলিঃ দণ্ডায়মান। গন্ধর্ব্ব উ। তোমার পিতা ইন্দ্র পাঠায়েচেন।
তাই তোমাদের সাহার্য্য করতে এসেচি। অর্জ্জু উ। মসয় যদি পিতা

এমন আজ্ঞা করে থাকেন ভাল করেন নাই। আমাদেরি ত
কুলবধু। এই কথা হচ্চে। ওদিকে স্ত্রী লয়ে আকাশপথে গং।
অর্জ্জুন এককালিন শরপঞ্জর করেচেন। উ আ মলো জ্বাই। ৮৭খ]
[৮৮ক কোথা। বান মাথায় পড়ে আর কোথা জাবেন। ভীমের
রথে চিত্ররথ। সধনুস্যক্তা কৃতাঞ্জলি। মসয় হয়েছিল ১
প্রকার। ঘরে জালা বড়। এখানে অর্জুন লক্ষ দিয়ে দুর্য্যোকে
মুক্ত। ভীম উ। দেয় ২ খুলে দেও। তোমার মামা কৈ। দুর্য্যো উ।
মরণ কেন হলো না রে। জে পাণ্ডবে শ্রী দেখাতে এষেছিলাম।
তারাই মুক্ত করিলে॥ সেই যুদ্ধারে জেতে হলো। শত ভ্রাতা
বধূ সঙ্গে মুক্ত। দুর্য্যো যুকে প্রণাম। এষ ভাই কল্যান হগ।
এমন অতি সাহস কর। উ। আজ্ঞা ভাল হয় নাই। আর
এমন হবে না। কেন না প্রায়োপবেশ। ০॥ শতস্ত্রী দ্রোকে
প্রণাম। এষে আহা মুখগুলি সুখায়ে গিয়েচে। কিছু খাও
নাই। উ আর সেই সকালে চারটি পান্তভাৎ খেয়ে এষেছি।
একথা বিদায়। এষো ভাই কিছু মনে কর না। আরমনে গেচি।
দুঃস্বা উ। সৈন্য কোথা গেল। ভীম উ। পথে পাবে। দুর্য্যো উ। ওর ৮৮ক]
[৮৮খ কথাগুলো সওয়া জায় না। বরং মরণ ছিল ভাল। রাজা
সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। দুর্য্যো কিছু দুর এষে। উ। মামা আর গৃহে জাব না।
দুস্বাকে লয়ে জাও। আমি প্রয়োপবেস করি। কুশাসন
পাতিত ভয়ে কাছে কেও যেতে পারে না। দুঃস্বা কাতর।
মামা দাদা মরে। শকুনি নিকটে গীয়ে দাড়াল। দুর্য্যো উ।
আমার কাছে কেও এস না প্রাণ ত্যাগ করি। এ মুখ দেখাব
কাকে। জাও পিতায় কয়ো এ কোন শতপুত্র হলো। সেই
বিদুরে কালামুক বেটা যা বলেচে তাই হলো জাও। পিতাকে
বলে দুঃস্বাকে রাজা করো। উ। মহারাজ কি কও গো কাকে
কি বলেন। একি সিংহের ভাগ শৃগালে কিনিতে পারে।
শকু উ। শুন ভাই বটে। মর্ত্তে এষেছিলে মরবে। ভাল দেখ
দেখি আমি কেবল কলঙ্কা হলেম। মিথ্যা করে সর্ব্বস্বটা
নিলেম। তোমাদের পক্ষ কত টেনে মরি। শৃণু। কি করবে
জয় পরাজয় ইন্দ্রের আছে। উ। এমনি তো পরাজয় এমন কার ৮৮খ]

[৮৯ক পরাজয় হয়েচে আর কাজ নাই ক্ষমা দেও। শকু উ। এমন কি
আর হয় না। উ। কোথা হয়েচে। তুমি। বটে। আর তোমাদের
সঙ্গে কথা কব না। পলালে সকলে। এমন সময় কর্ণ আগং
মহারাজ দৃষ্ঠা ২। সাক্ষাৎ হবে এ আর মনে ছিল না। দুর্য্যো উ।
তুমি আর আমার সঙ্গে কথা কয়ো না। ধিক থাক আমাকে
তোমার বাহুবল আশ্রয় করে পাণ্ডবে জয়াসা। পলালে হে।
স্ত্রীগুলোকে কেশ ধরে লয়ে গেল এই অবমান ধিক জীবনে।
উ। মসয় হয়েচে বলুন॥ তাকে জানে এ দিশি বাণ নয়। কি বলবো
জাকে স্ত্রী দেখাতে এলেম সে মুক্তঃ। তবে প্রাণ পেলাম। এই
পুরুষার্থ। বিশেষে বিদুর জে হাসবে। সৈতে পারব না। ১ কথাই ভাল
কেউ বুঝাতে পারে না। ভারতমতে। অসুর সমসপ্তকগণ অলাযুষ অলম্বুষ
প্রভৃতি দুর্য্যোকে পাতালে লয়ে গং। স্বপ্নের ন্যায়। উ মহারাজ মর না। ৮৯ক]
[৮৯খ আমরা যজ্ঞ করছি। পরে কুরুক্ষেত্রে বড় যুদ্ধ হবে। আমরা জেয়ে তোমার
স্বহায় হবো। এখানে শকুনি বুদ্ধিমনে দেখে উ। ১টা কথা বলি শুন
আঃ দশা কেন কি বলবে। অমনি উঠেচে। উ-। সোন দেখি। গন্ধ
র্ব্বেরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তখন কেমন পরাক্রম। ওদের সঙ্গে
যুদ্ধ অতি লঘু। এইটি জানালে তোমাদের হতে গন্ধর্ব্বেরা বড়
যোদ্ধা গন্ধর্ব্ব হতে পাণ্ডব। এমন করে কি যুদ্ধ করেছিল। দুর্য্যো
হাস্য উঠে বসলেন। মামা কি বুদ্ধি তোমার এ বুদ্ধি তোমার
কোথা থাকে। জন্ম ২ এম্নি মামা হয়ো। আর বাপু তবু ভাবিনা। তখন
আহ্লাদে সর্ব্বে যগ্যগৃহে গং। বিদুর ধৃত নিকটে। উ মহারাজ তোমার
পুত্রের গুণ দেখ। তারা দেবতা। দুর্য্যো প্রণাম। ভীষ্ম উ। পাণ্ডব কেমন
পদার্থ জানলে। তাদের যে বনমালি আছে। দুর্য্যো উ। তা জেনেছি।
কেন না মামা জা বলেচেন। দৃষ্ঠা ২। এখানে অন্তঃপুরে জতো দেসের
... ... ইত্যাদি ৮৯খ]

[৯১খ উপস্থিত। দাড়ায়ে যুরু। কে তুমি। আজ্ঞা দুর্য্যো মহারাজ লাঙ্গলযজ্ঞ
করবেন নিমন্ত্রণপত্র পাঠায়েচেন। যুরু। শুন দূৎ বলো প্রতিজ্ঞা করে
এসেচি দ্বাদশ বর্ষ ১ বৎসর অজ্ঞাৎবাস উত্তীর্ণ হলে জাবো। ভীম উ।
অমন নয় বলো ১৩ বর্ষান্তে গদাঘাতে শতভ্রাতা যমালয়ে পাঠায়ে

তবে হস্তিনায় জাব। বলিস। নতুবা তারা থাকতে জাবো না॥ জাচ্চি গরিব মসয়॥ যুরু। ভাই কটুবল অন্ধ ব্যামহ পাবেন। উ জন্ম ২ তা পারা জাবে। অধর্ম্ম হয় আমার হবে॥০॥ এখানে মহতী যজ্ঞারম্ভ। কুলু ২ ধ্বনি রাজগণের সমাগম। ৺ অশ্বপৃষ্ঠে। চাতুর্ব্বর্ণ্যিকীসভা। মনিমণ্ডিত চন্দ্রাতপাচ্ছন্ন। প্রত্যেক সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ। স্ত্রীগণ সুসজ্জীভূতা গবাক্ষে দর্শন। অনবরত আহুতি দীয়তাং ভুজ্যতাং আগচ্ছ ইদং ভুঙক্ষ ধ্বনি। ধৃত উ। দেখ বিদুর অনেকেরি ৯১ক] [৯২ক সমাগম উ। এ আমারি কাজ সৎকর্ম্ম। ক্রমে যজ্ঞ সমাপন॥ মাল্য-চন্দন। তোষামদ খোসামুদে যাকে বলে। কেয় উ। এ যজ্ঞ রাজসূয় হতে বড়॥ সামান্য ব্যাপার॥ কেয় উ। অজ্ঞান বলে কি। এমন হয়েচে না হবে। আর যজ্ঞ করেচে বটে কোন যজ্ঞ চতুর্দশভুবননাথ শ্রীকৃষ্ণ আপনি স্বর্ণকলস লয়ে কাঁকে অভিষেক করেচেন। এমন অদৃষ্ট কার হবে। কেমন সোভা দেখলে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন হলো। জজ্ঞাতে ৪ জন বসে আছেন। কর্ণ্য উ। এই দেখ মহারাজ সোন পাণ্ডব বিনাশ করে রাজসূয় করবো প্রতিজ্ঞা করসেন। পাদৌ ন ধাবয়েত্বুবৎ যাবন্নো নিহতো দুর্জনঃ। কীলালজং ন ন খাদেয়ং চরিস্যে চাসুর ব্রতং॥ নাস্তী নৈব বক্ষ্যামি যাচিতো যেন কেনচিৎ।০॥ অর্জুন মিশ্রি লেখেন। জল পর্য্যায়কে অভেদোপচারে দুগ্ধ তাতে জন্মে ঘৃত তা খাব না। তবে না ঘৃত ভোজন ব্যতিরেকে অন্নরা ভোজন। কিম্বা। জলজং মাংসমিতি কোচিৎ। কী লালং রুধিরে জলে ইতি কোষঃ মাংসস্য রক্তজত্ব ৯২ক]

... ... ইত্যাদি

... ...

... ...

অতঃপর :—

[১১১ক বনে নিবসতাং তেষাং পাণ্ডবানাং মহাত্মানাং। বর্ষণ্যেকাদশাতীয়ু কৃচ্ছ্রেন ভরতর্ষভ॥ ফলমূলাশণাস্তেহি সুখার্হা দুঃখমুত্তমং। প্রাপ্তকাল মনুধ্যান্তঃ সেহুরুত্তম ... ... কস্যচিত্বথ কালস্য ব্যাস সত্যবতীসুতঃ। আজগাম মহাযোগী পাণ্ডবান্নবলোককঃ॥ তুমাগতমভিপ্রেক্ষ্য কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ পত্যুত্তাম্য মহাত্মানং প্রত্যগৃহ্লাপ যথাবিধি॥ তুমাসীননুপাসীনঃ

শুশ্রূষু নির্যতেন্দ্রিয়ঃ। তোষয়ন প্রাণিপাতেন ব্যাসংপাণ্ডবনন্দনঃ
তানবেক্ষ্য কৃশান্ পৌত্রান্ বনে বন্যেন জীবতঃ। মহর্ষিরনুকম্পার্থ
সব্রবীদ্বাষ্প গদ্গদং ॥ যুধিষ্ঠির মহাবাহো শৃণু ধর্ম্ম
ভৃতাম্বর। না তপ্ত তপসো লোকাঃ প্রাপ্নুবন্তি মহৎ সুখং ॥
সুখদুঃখেহি পুরুষঃ পর্য্যায়েনোপসেবতে। নহ্যনন্তং সুখং
কশ্চিৎ প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ ॥ প্রজ্ঞা বা ক্রোড়পত্র দৌপদী
হরণে স্বেব পুরুষঃ সংযুক্তঃ পরয়াধিয়া।

১১ কবিকঙ্কণ চণ্ডী

রচয়িতা : মুকুন্দরাম

পুঁথিসংখ্যা ১৫৪০। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১৩½"×৪"। লিপিকাল ১১৭৭ সাল। আধার তুলট। পুষ্পিকায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনা থাকায় মুদ্রিত হইল।

[১৮২ক ......দেবি সিবসন্নিধানে। কৃপা করি মহেস সভার কৈল মানে ॥
মহেসে প্রণাম করি চলে চারি জন। প্রসাদ পাইল সভে ভুষণ চন্দন ॥
ইন্দ্রে নিয়া সুপীসা দিলেন চারি জনে। দেখি পুরন্দর বড় হরসিত মনে ॥
পাইলা বধুর সনে পুত্র মালাধর। সচিরে তাহার বাত্রা পাঠাল্য সর্ত্তর ॥
পুত্রের বারতা পায়্যা সচি আনন্দিতা। প্রাঙ্গনেতে চাঁন্দয়া টানায় চারিভিতা ॥
আরোপিলা দধি মধু পুর্ণ করি ঘটে। রূপীল কদলিবৃক্ষ দ্বারের নিকটে ॥
পুত্রবধু নিছিয়া পেলিল সচি পান। নিজোজিলা সভাকারে জার জেই স্থান ॥
পার্ব্বতি মহেস গেলা কৈলাসসিখরে। সুখি হয়্যা নরপতি রহে সুরপুরে ॥
পুনরুপি রত্নমালা নাচে আরোপীল। প্রসাদ করিয়া ইন্দ্র হাথে পান দিল ॥
অনুদিন নৃর্ত্ত করে দেবের সমাঝ। ভুসন প্রসাদ নিত্য দেন সুররাজ ॥
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে গায়। এত দুরে অম্বিকামঙ্গল হৈল সায় ॥ ৪২৯ ॥
॥ অথ বারিবিসর্জ্জন ॥
ক্ষেম গো অভয়া দাসে কর দয়া গচ্ছ গচ্ছ নিজধাম।
আসি সমাসমা দোস কর ক্ষেমা সত্রুকুলে হবে বাম ॥

দিন নিসা আট বাদ্য গীতনাট ভাল মন্দ হৈল জেবা
দোস নাহি নিবে গুণ আদরিবে করোঁ দণ্ড বড় সেবা ॥
তোমার ইঙ্গিতে করিনু সঙ্গেতে কৈল আত্মসমর্পণ।
দোস গুণ ভারি ক্ষেম মাহেস্বরি তোমা করি স্মোঙরণ ॥
জেবা নাহি আইল ধুমে পাসরিল জেবা বিসরিল মনে।
হরি হরি বলি করিয়া অঞ্জলি দোসের নাস বিধানে ॥
কৃপা করি বিনে তুমি আজ্ঞা দিনে করিয়া মোর সন্মান।
কাব্য নবরস জস অপজস আপনি তাহে প্রমাণ ॥
তন্ত্রমন্ত্রহিন পুজা অষ্টদিন মুর্খজনে নাহি জানে।
আমি মুর্খ অন্ধ দুর কর ধন্ধ হাম মুড়মতি জনে ॥
বুধ মৃগ [ব্যাধে] তোমার আরোধে জে জন না জানে এই।
নিবেদন এই করি কৃপামই তুমি বড় কৃপামই ॥
গায়নে বাএনে পড়ি গো চরণে নাএেকেরে দিবে বর।
জেবা জন সুনে করিবে কল্যানে মোর কণ্ঠে দিবে স্বর ॥
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত রসিক ১৮২ক] [১৮২খ মাঝে সুজান।
তাঁর সভাসদ রচি চারুপদ শ্রীকবিকঙ্কণে গান ॥ ৪৩০ ॥
ইতি শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডীকার পুস্তক সমাপ্ত ॥
জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষিক নাস্তি দোসক ॥
ভিমস্বাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥
ভিম আদি করিয়া জে ভঙ্গ দেয় রণে। অবিস্বক মতিভ্রম মহামুনিগণে ॥
জদি বাটী বাড়ি হয় না লবে অপরাধ। দোস ক্ষেমা করি সভে করিবে আসির্ব্বাদ ॥
পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির ঠাই। গবাগুণা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই ॥ ০ ॥
ইতি লিখিতং শ্রীনন্দদুলাল রায় দেবশর্ম্মণঃ সন ১১৭৭
সালের ২৭ জৈষ্ঠে বৃহস্পতিবারে অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত হইল ॥
নিজ বাটীতে নিজ ঘরে দক্ষিণ দুয়ারির ঘরে পিড়াতে বস্যা
লিখা হইল ॥ ০ ॥ শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডীকায়ৈ নমঃ — শ্রীশ্রীসিবায়
নমঃ —শ্রীশ্রীজয়দুর্গায়ৈ নমঃ —শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ সাং খণ্ডঘোষ ॥
সন ১১৭৬ সাল মহামন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টী হইল সস্বি হইল না
কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও কোথাও জলাভূমে
হইল টাকায় ১২ বার সের চালু।৯১০ সাড়ে ছয় পোণ চালু সের
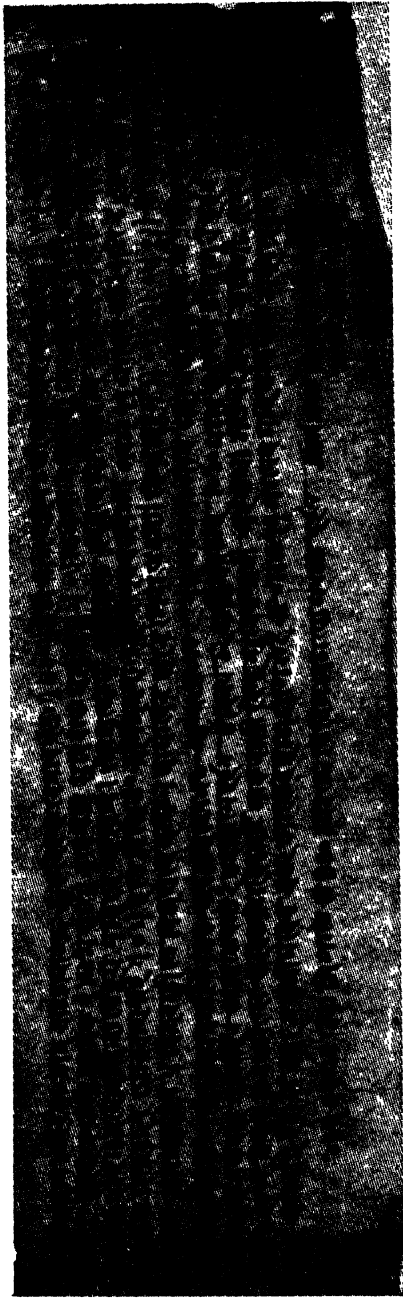
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (পৃ. ৭০-৭১)

হইল তৈল ২॥০ আড়াই সের লবণ ১ এ[ক] সের কলাই ১১ এগার
সের তরিতরকারি নাস্তী সাক নাস্তী কিছুমাত্রেক নাস্তী
এই কথা সর্ত্ত বৎসরের মন্বিসী বলেন আমরা কথন এমন
যুনি নাই ইহাতে কত কত মন্বিসী মরিল বড় বড় লোকের
হাড়ী চাপে নাই নাং সন ১১৭৭ সালের মাহ ভাদ্র তক
মহাপ্রলয় হইল এই সন রহিল আর কী বা হয়—
১৮২ এক সও বিরাসি পাতে ৪৩০ চারি সও তিরিস নেচাড়্যে
সমাপ্ত হইল—শ্রাবণ মাসে টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল
অনেক মন্বিষী নষ্ট হই মহামন্বন্তর—

১২ কবিকঙ্কণ চণ্ডী

রচয়িতা ঃ মুকুন্দরাম

পুঁথিসংখ্যা ১৮৮০। পত্রসংখ্যা ১৭৭। অখণ্ডিত। আকার ১৩″×৪½″। লিপিকাল ১১৭৬ সাল। আধার তুলট। মূল্যবান্ দিগ্‌বন্দনা-সংবলিত অংশ আছে।

আরম্ভঃ চণ্ডীবন্দনা। গণেশবন্দনা। দিগবন্দনা সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণিক। রাগরাগিণী সম্বলিত।
শেষাংশ ঃ ইতি শ্রীশ্রীমতি জয়চণ্ডিকার অভিনব মঙ্গল সম্পূর্ণ ॥
শ্রীগুরুদেব নমঃ ॥ জথাদৃষ্টীঃ তথা লিক্ষতং দোসং নাস্তি ক্ষেমকং
ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ। মতিভ্রম ॥ সকাব্দা সন ১১৭৬ সাল
তারিখ ৩০ ভাদ্র রোজ বুধবার সম্পূর্ণ হইল শ্রীরামকিসোর মণ্ডলের
পুস্তক। সয়ক্ষর তস্য পীতা শ্রীভোলানাথ পাট্টারি সাং কৃষ্ণরামপুর
শ্রী ॥

১৩ কাকচরিত্র

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৯১৭। পত্রসংখ্যা ৪৩। খণ্ডিত। আকার ৮"×১½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তেরেট পত্র। কাকের বিভিন্ন ডাকে শুভাশুভ শাকুন নির্দেশ।

লাভহানি পাইব জবে প্রসন্ন হইব প্রতি পত্রে লাভ
হানি পাইব ইতি সংক্ষপক্ষেপ ইতি ॥—॥ ২খ]

[১ক এ রাজ্যে রাজা হইব
কি না হইব

এ রাজ্যে রাজা হইব ১
এ গ্রামে থিলে মন্দ ২
এ লোক কার্য্য করিয়্যা আসিব ৩
এ দেশে রাজা রহিব ৪ ১ক]

[১খ

এহার গর্ভ ফলিব ৫
এ ব্যাধি ভাল হব ৬
এ উপদ্রপ মন্দ ৭
এ উপদ্রপ মনিস্যের ৮ ১খ]

[২ক এ রাজাজ্ঞ দরসন করিব
কি না করিব

এ রাজাজ্ঞ দর্শন করিলে ভল ১
এ রাজ্যে রাজা না হইব ২
এ গ্রামে থিলে ভল ৩
এ রাজকার্য্য করি আসিব ৪ ২ক]

[২খ

এ রাজ্যে জিব ৫
ইহারা ভেক লিব ৬
এ ব্যাধ কার্যাব ৭
অবস্য পূজা করিব ৮ ২খ]

[৩ক এ সামন্তকু সেবা করিব না করিব

এ সাম্নন্তকু সেবা করিলে ভল ১
এ রাজাকু দর্শন করিলে মন্দ ২
এ রাজ্যে পূজা হইব ৩
এ গ্রামে থিলে মন্দ ৪ ৩ক]

[৩খ

এ লোক কার্য্য করি আসিব ১
এ রাজ্য ঘর করিলে ভল ২
ইহার গর্ভ ভলিব ৩
এ ব্যাধি পাপের ৪ ৩খ]

[৪ক এ রাজ্যে থিলে ভল কি মন্দ

এ রাজ্যে থিলে ভল হইব ১
এ সামন্ত সেবা করিলে মন্দ ১
এ রাজ্যে রাজা হইব ৩
এ রাজাকু দর্শন করিলে ভল ৪ক]

[৪খ

এ প্রতিকুলে গেলে মন্দ ৫
এ লোক কার্য্য করিব অসিব ৬
এ প্রদেশে রাজ্যে রহিলে মন্দ ৭
ইহার গর্ভ ফলিব ৮ ৪খ]

[৫ক এ ঘোড়া কিনিলে ভল কি মন্দ

এ ঘোড়া কিনিলে ভল ১
এ রাজ্যে থিলে মন্দ ১
এ সামন্ত সেবা করিলে ভল ৩
এ রাজাকু দর্শন করিলে মন্দ ৪ ৫ক]

[৫খ •

এ রাজ্যে রাজা হইব ৫
এ গ্রামে থিলে মন্দ ৫
এ লোক পুন কার্য আসিব ৭
এ প্রদেশে পুন রাজ্যা হিব ৮ ৫খ]

[৬ক এহা জিনে বৃত্তি
পাইব কি না পাইব

এহা জিনে বৃত্তি পাইব ১
এ ঘোড়া কিনিলে মন্দ ২
এ রাজ্যে থিলে মন্দ ৩
এ সামন্ত সেবা করিলে ধন হারিব ৪ ৬ক]

[৬খ

এ সামন্ত সেবা কৈলে ধন পাইব ৫
এ রাজাকু দর্শন কৈলে কিছু না পাইব ৬
এ রাজ্যে রাজা হইলে প্রজা সুখি হিব ৭
এ গ্রামে থিলে মন্দ ৮ ৬খ]

[৭ক এ গভে মাইব হইব
কি অণ্ডি হইব

এ গভে অণ্ডি হিব ১
এহা জিনে বৃত্তি পাইব ২
এ ঘোড়া কিনিলে ভল ৩
এ রাজ্যে থিলে দুখ পাইব ৪ ৭ক]

[৭খ

এ সামন্তকু সেবা কৈল্যে ধন লাভ হিব ৫
এ রাজাকু দর্শন কৈলে ধন লাভ হিব ৬
এ রাজ্যে রাজা হইলে প্রজা সুখি হিব ৭
এ গ্রামে থিলে মন্দ ৮ ৭খ]

[৮ক এ পুত্র ভাগ্যবন্ত হিব
কি না হিব

এ পুত্র ভাগ্যবন্ত হিব ১
এ গর্ভে কন্যা হিব ২
এহা জিলে বৃত্তি বিলম্বে পাইব ৩
এ ঘোড়া কিনিলে হানি হিব ৪ ৮ক]

[৮খ

এ রাজ্যে থিলে অনেক লোক উবেগার করিব ৫
এ সামন্ত সেবা কৈল্যেকু লাভহানি হিব ৬
এ রাজাকু দর্শন কৈল্যে প্রজা সুখি পাব ৭
এ রাজ্যে রাজা হিব প্রজা পীড়া পাব ৮ ৮খ]

[৯ক এ বন্দি ফিটিব কি না ফিটিব

এ বন্দি নিকটে ফিটিব ১
এ পুত্র ভাগ্যমন্ত হিব ২
এ গর্ব্ভে অস্তি রহিব ৩
এহা দিলে বৃত্তি নিকট পাব ৪ ৯ক]

[৯খ

এ ঘোড়া কিনিলে হানি হিব ৫
এ রাজ্যেথি উত্তম লোক পাব ৬
এ সামন্তকু সেবা কৈলে পুরু লাভ পাব ৭
এ রাজাকু দর্শন কৈলে সম্ভাব রহিব ৮ ৯খ]

[১০ক এ গলা লোক আসিব কি না আসিব

এ গলা লোক আসিব ১
এ বন্দি বিলম্বে ফিটিব ২
এ পুত্র ভাগ্যবন্ত হিব ৩
এ গর্ব্ভে মায়ি হইব ৪ ১০ক]

[১০খ]

এহা জিলে বৃত্তি বিলম্বে পাইব ৫
এ ঘোড়া কিনে লাভ ন হিব ৬
এ রাজ্যে থিলে লোক পীড়া পাব ৭
এ সামন্তকু সেবা কৈলে পার হিব ৮ ১০খ]

[১১ক এ সুনিলে বার্ত্তা সত্য কি মিথ্যা

এ সুনিলে বার্ত্তা সত্য ১
এ গলা লোক আসিব ২
এ বন্দি নিকট ফিটিব ৩
এ পুত্র ভাগ্যবন্ত হিব ৪ ১১ক]

[১১খ

এ গর্ব্ভে অস্তির হইব ৫
এহা জিলে বৃত্তি পাইব ৬
এ ঘোড়া কিনিলে ভাল হিব ৭
এ লোক রাজ্যে থিলে ভাল না হিব ৮ ১১খ]

[১২ক এ গরু কিনিলে ভাল
কি মন্দ

এ গরু কিনিলে ভল ১
এমন সুনিলে বার্ত্তা মিথা ২
এ গলা লোক বিলম্বে আসিব ৩
এ বন্দি ভাল হিব ৪ ১২ক]

[১২খ

এ পুত্র ভাগ্যবন্ত হিব ৫
এ গর্ভে মাই হুয়িব ৬
এহা জিলে বৃত্তি বিলম্বে পাব ৭
এ ঘোড়া কিনিলে মন্দ ৮ ১২খ]

[১৩ক এ সড়য়িতে পারিব ১
কি না পারিব

এ সড়য়িতে পারিব ১
এ গরু কিনিলে মন্দ ২
এ সুনিলে বাত্তা সত্য ৩
এ গলা লোক বাত্তা মধ্যম কহিব ৪ ১৩ক]

[১৩খ

এ বন্দি না ফিটিব ৫
এ পুত্র ভাগ্যবন্ত হিব ৬
এ গর্ভে অণ্ডি রহিব ৭
এহা জিলে বৃত্তি নিকট পাব ৮ ১৩খ]

[১৪ক এমন চিন্তিলে কথা
ভল কি মন্দ

এমন চিন্তিলে কথা ভল ১
এ গড় ঘিনিতে পারিব ২
এ গরু কিনিলে ভল ৩
এ সুনিলে বার্ত্তা মির্থা ৪ ১৪ক]

[১৪খ

এ গল লোক বিলম্বে আসিব ৫
এ বন্দি নিকটে ফিটিব ৬
এ পুত্র ভাগ্যমন্ত হইব ৭
এ গর্ভে কন্যা হুইব ৮ ১৪খ]

[১৫ক এ দুস্থ ফিটিব
কি না ফিটিব

এ দুস্থ ফিটিব ১
এ মন চিন্তিলে কথা মন্দ ২
এ গড় ঘিনিতে পারিব ৩
এ গরু কিনিলে মন্দ ৪ ১৫ক]

[১৫খ
এ গলা লোক আসিব কিছু বিপর্ত্ত দেখি ৫
এ সুনিলে বাত্যা সত্য ৬
এ বন্দি বিলম্বে ফিটিব ৭
এ পুত্র ভাগ্যবন্ত হইব ৮ ১৫খ]

[১৬ক এ রোগ ভল হইব
কি না হইব

এ রোগ ভাল হইব ১
এ দুস্থ না ফিটিব ২
এমন চিন্তিলে কথা ভল ৩
এ গড় ঘিনিতে পারিব লোক লাগিলে ৪ ১৬ক]

[১৬খ
এ গরু কিনিলে ভল হইব ৫
এ সুনিলে বার্ত্তা মিছা ৬
এ গলা লোক আসিব ৪
এ বন্দি নিকটে ফিটিব ৮ ১৬খ]

[১৭ক একনি দুইজনে পীরিত
হইব কি না হইব

একনি দুইজন পিরীত হইব ১
এ রোগ ভাহিব ২
এ দুখ নিকট ফিটিব ৩
এমন চিন্তিলে কথা মন্দ ৪ ১৭ক]

[১৭খ
এ গভম্বিতে জিব বড় দুখ পাব ৫
এ গরু কিনিলে মন্দ ৬
এ সুনিলে বার্ত্তা সত্য ৭
এগলা লোক আসিল মধ্যম ভল ৮ ১৭খ]

[১৮ক এ বৎসর দেবতা সুপাল্য
হইব কি না হইব

এ বৎসর দেবতা পালন করিব ১
একনি দুজনে ভাব হিব ২
এ রোগ ভাল হিব ঔষধ করিলে ৩
এ দুস্থ ফিটিব নিকট ৪ ১৮ক]

[১৮খ

এমন চিন্তিলে কথা ভাল হিব ৫
এ গভদ্বিতে বড় হানি পাব ৬
এ গরু কিনিলে ভল ৭
এ সুনিলে বাত্তা সত্য ৮ ১৮খ]

[১৯ক এ হাথি কিনিলে
ভাল কি মন্দ

এ হাথি কিনিলে ভল ১
এ বৎসর দেবতা পালন করিব না ২
একনি দুইজনে নিকট ভাব হিব ৩
এ রোগ ভাল না হিব না জিব ৪ ১৯ক]

[১৯খ

এ দুখ নিকটে ফেটিব ৫
এমন চিন্তিলে কথা মন্দ ৬
এ গড় ঘিনিব একদিনে ৭
এ গরু কিনিলে মন্দ ৮ ১৯খ]

[২০ক এ বিভা করিলে
ভাল কি মন্দ

এ বিভা করিলে ভল ১
এ হাথি কিনিলে মন্দ ২
এ বৎসর দেবতা সুপালক করিব ৩
একনি দুইজনে ভাব হিব ৪ ২০ক]

[২০খ

এ রোগ ভাল হিব ৫
এ দুখ নিকট ফিটিব ৬
এমন চিন্তিলে কথা ভল ৭
এ গড় ঘিনে লোক মরিব ৮ ২০খ]

[২১ক এ ঘর তুলিলে
ভল কি মন্দ

এ ঘর তুলিলে ভল ১
এ বিভা করিলে মন্দ ২
এ হাথি কিনিলে ভল ৩
এ বৎসর দেবতা পালক করিব ৪ ২১ক]

[২১খ

একনি দুইজনে মধ্যেম ভাব হিব ৫
এ রোগ ভাল না হিব ৬
এ দুস্থ নিকটে ফিটিব ৭
এমন চিন্তিলে কথা মধ্যম ৮ ২১খ]

[২২ক এ লোক পাঠাইলে ভাল
বার্ত্তা পাইব কি না পাইব

এ লোক পাঠাইলে বার্ত্তা ভল ১
এ ঘর তুলিলে মন্দ ২
এ হাথি কিনিলে মন্দ ৩
এ বিভা করিলে ভল ৪ ২২ক]

[২২খ

এ বৎসর দেবতা পালন ন করিব ৫
একনি দুই জনের ভাব হইব ৬
এ রোগ ভা[ল] হইব ঔষধ করিলে ৭
এ দুস্থ না ফিটিব অদভ ৮ ২২খ]

[২৩ক এ জুয়া হারিব
কি জিনিব

এ জুয়া হারিব ১
এ চাস চসিলে মন্দ ২
এ অনুকুলে গেলে মন্দ ৩
এ লোক পাঠাইলে মধ্যম ভাল ৪ ২৩ক]

[২৩খ

এ ঘর তুলিলে মদ্ধম ভল ৫
এ বিভা করিলে মন্দ ৬
এ হানি করিলে মন্দ ৭
এ বৎসর দেবতা পালক করিব ৮ ২৩খ]

[২৬ক এ বিষয় করিলে ভল
কি মন্দ

এ বিষয় করিলে ভল ১
এ জুয়া হারিব ২
এ চাস করিলে ভল ৩
এ অনুকুলে গেলে মন্দ ৪ ২৬ক]

[২৬খ

এ লোক পাঠাইলে ভাল বার্ত্তা পাইব ৫
এ ঘর তুলিলে মন্দ ৬
এ বিভা করিলে ভল ৭
এ হাথি কিনিলে মন্দ ৮ ২৬খ]

[২৭ক এ ডিহিতে থাকিলে
ভাল কি মন্দ

এ ডিহিতে থাকিলে ভাল ১
এ বিসয় করিলে মন্দ ২
এ জুয়া হারিব ৩
এ চাস করিলে মন্দ ৪ ২৭ক]

[২৭খ

এ অনুকুলে গেলে ভল ৫
এ লোক পাঠাইলে মন্দ বার্ত্তা পাব ৬
এ ঘর তুলিলে ভল ৭
এ বিষয় করিলে মন্দ ৮ ২৭খ]

[২৯ক এ উপেদ্রিব ভল
কি মন্দ

এ উপেদ্রিব ভল ১
ইহার হাথে পদার্থ থুইলে মন্দ ২
এ ডিহিতে রহিলে ভল হইব ৩
এ বিসয় করিলে মন্দ ৪ ২৯ক]

[২৯খ

এ জনাতে জিনিব ৫
এ বাস বসিলে মন্দ হিব ৬
এ অনুকুলে গেল ভাল ৭
এ লোক পাঠাইলে মন্দ বার্ত্তা পাব ৮ ২৯খ]

[৩০ক এ জুদ্ধে গেলে হারিব কি জিনিব
এ জুদ্ধে গেলে জিনিব ১
এ উপদ্রিব মন্দ হিব ২
ইহার হাথে পদার্থ থুইলে মন্দ হিব ৩
এ লোক পাঠাইলে মন্দবার্ত্তা পাব ৪ ৩০ক]

[৩০খ
এ বিসয় করিলে ভল হিব ৫
এ জুদ্ধে গেলে হারিব ৬
এ চাস চসিলে ভল হিব ৭
এ অনুকুলে গেলে মন্দ হিব ৮ ৩০খ]

[৩১ক এ উল্কাপাত পড়িলে ভল কি মন্দ
এ উল্কাপাত পড়িলে রাজ্যকু মন্দ ১
এ জুদ্ধে গেলে হারিব ২
উম্মা গেলে ভল ৩
এহার হাথে দ্রব্য দিলে হানি হিব ৪ ৩১ক]

[৩১খ
এ ডিহিতে থাকিলে বড় মন্দ ৫
এ বিসয় কৈল্যে মন্দ হিব ৬
এ জুয়া খেলিলে মন্দ হিব ৭
এ চাস চশিলে মন্দ হিব ৮ ৩১খ]

[৩২ক এ লোক সঙ্গে গেল ভল কি মন্দ
এ লোক সঙ্গে গেলে ভল ১
এ উল্কোপাত পড়িলে লোক মরিব ২
এ জুদ্ধে জিব ৩
এ উঘ গেলে মন্দ হিব ৪ ৩২ক]

[৩২খ
এসব হাথে দব্য দিলে ভল ৫
এ উল্কাপাত পড়িলে মন্দ ৬
এ জুয়াতে জিনিব ৭
এ যোগে গেলে জিব ৮ ৩২খ]

[৩৩ক এ চাশ চশিলে
এ ভিক্ষা মাগিলে
ভল কি মন্দ

এ চাশ চশিলে ভল ১
এ লোক সঙ্গে গেলে মন্দ ২
এ উল্কাপাত পড়িলে রাজাকু মন্দ ৩
এ জুয়া খেলিল হারিব ৪ ৩৩ক]

[৩৩খ

এ উঘে গেলে মন্দ ৫
এ সঙ্গে গেলে ভেদ পড়িব ৬
এ উল্কোপাত মন্দ ৭
এ জুয়া হারিব ৮ ৩৩খ]

[৩৫ক এ উপদ্রব
কেমন ছাড়িব

এ উপদ্রব দুর্গাকে ছাগল দিলে ভল ১
এ উপদ্রব গর্ব্বের ভাল হিব ২
এ চাস চসিলে মন্দ হিব ৩
এহার সঙ্গে গেলে মন্দ হিব ৪ ৩৫ক]

[৩৫খ

এ উপদ্রব দেবতার ৫
এ জুদ্ধে হারিব ৬
এ যোগে গেলে ভল ৭
এহার হাথে পদার্থ দিলে মন্দ ৮ ৩৫খ]

[৩৬ক এ ব্যাধি পাপের
কি কর্ম্মের

এ ব্যাধি কর্ম্মের ১
এ পিড়ার প্রতিকার করিলে জাব ২
এ উপদ্রব মনিস্যের ৩
এ ভিক্ষা মাগিলে পিড়া পাব ৪ ৩৬ক]

[৩৬খ

এ লোকের সঙ্গে ভেট হইলে মনে দুখ পাব ৫
এ উল্কাপাত পড়িলে মন্দ ৬
এ জুয়াতে জিনিব ৭
এ যোগে গেলে জিব ৮ ৩৬খ]

[৩৭ক ইহার গর্ভ ফলিব
কি না ফলিব

ইহার গর্ভ ফলিব ১
এ ব্যাধি পাপের ২
এ উপদ্রব ভল ৩
এ পিড়া দেবতার ৪ ৩৭ক]

[৩৭খ

এ সেবা করিলে জিব ৫
এ সঙ্গে গেলে ভেদ পড়িবে ৬
এ উল্কোপাত মন্দ ৭
এ জুয়া হারিব ৮ ৩৭খ]

[৩৮ক এ প্রদেশে আসিয়া
রাজাকু দর্শন কৈলে
ভাল কি মন্দ

এ প্রদেশে রাজ রহিব ১
ইহার গর্ভ ফলিব ২
এ ব্যাধি মর্ম্মের ৩
এ রাজ্যে থিলে মন্দ ৪ ৩৮ক]

[৩৮খ

এ উতপাত ভূতের ৫
এ রাজ্যে রহিব ৬
এ লোক কথা কহি আসিব ৭
এ উল্কাপাত মন্দ ৮ ৩৮খ]

[৩৯ক এ লোক কার্য্য করি
আসিব কি না আসিব

* এ লোক কার্য্য করি আসিব ১
এ প্রদেশে না যাব ২
ইহার গর্ভ ফলিব ৩
এ ব্যাধি পাপের ৪ ৩৯ক]

[৩৯খ

এ উপদ্রব ছাড়িব ৫
এ উপদ্রব প্রেতের ৬
এ চাস চসিলে ভল ৭
এ লোক দুখ না হিব ৮ ৩৯খ]

১৪ কালিকাবিলাস

রচয়িতা ঃ দ্বিজ কালিদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৫৯১। পত্রসংখ্যা ৪৫। অখণ্ডিত। আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল ১২৬৫ সাল। আধার তুলট। দুর্গাসপ্তসতীর কাহিনী ও সতীপার্বতীর কাহিনী সম্বলিত। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ ৺৭ শ্রীশ্রীহরি॥

অথ কালিবিলাস॥ দির্ঘ্য ত্রিপদী॥

প্রনমামি তব পায় বন্দে দেব গণরাঅ একদন্ত কুঞ্জরবদন।
খর্ব্বস্থুল কলেবর চতুসকর লম্বোদর বিঘ্নহর হরের নন্দন॥
তুমি অখিলের ধাতা অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা তব নাম কর‍্যে সিদ্ধি হয়।
তুমি দেব নিরঞ্জন ব্রহ্মমইনন্দন সর্ব্ব অগ্রে তুমারে পুজয়॥
আকাস পাতাল তুমি ত্রিলোকের কত্রা তুমি ত্রিগুন তোমাতে নিরূপণ।
তুমি হরি তুমি হর তুমি প্রভু শীষ্টীকর মুলাধার তুমি গজানন॥
তুমি জল তুমি স্থল তুমি জলন্ত অনল পর্ব্বত কানন রত্নাকর।
প্রকৃতি পুরুশ তুমি অনাদি অন্তরজামি আদ্যঅন্ত কে জানে তোমার॥
তুমি জারে কর দয়া ঘুচে সে জিবের মায়া সেই জিব মোক্ষপদ পায়।
সমনে না করে ভয় চতুবর্গ ফল পায় পুরানেতে প্রমাণ আছয়॥
আমি অতি অকিঞ্চন নাহি জানি তবার্চ্চন জথাসক্তি করিনু বন্দন।
কর‍্যেছি জে মনোরথ হয় জেন মনমত দাস করে এই নিবেদন॥

অতঃপর গুরুবন্দনা এবং সুরথরাজা ও দেবী দুর্গার পূজামাহাত্ম্যকথা।

... ...

[৪ক ··কালিকার শ্রীচরণ হৃদয়ে করিআ ধ্যান মন সঁপে সেই রাঙ্গা পায়।
সেই কালিকার দাস এই কালিকাবিলাস পাঁচালিপ্রবন্ধে গান গাঅ॥ ৮॥

... ...

[৮খ···স্মরণ হইল শেষে সব দেবতার। দুর্গারে স্মরিআ দুর্গে হইব উর্দ্ধার ॥
কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালিদাস কালিকাবিলাস ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

[১০খ···জদি সক্তি থাকে জিনহ আমাকে কর হে আসি সমর।
নহে নিজ প্রাণ লইআ পস্থান কর ওরে দৈত্যচর ॥
এতেক বচন সুনিঞা তখন রুসিআ ধম্মলোচন।
ত্রিপদির ছন্দে পাঁচালি পবন্দে দ্বিজ করিলা রচন ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

[৪৫গ···সুনহ সুরথ তুমি আমার বরেতে। শত্রুবধে নিজরাজ্য পাবে অচিরাতে ॥
শুখে এবে রাজ্যভোগ কর নরপতি। অষ্টম মন্নন্তরে হইবে ভুপতি ॥
এত বলি ভগবতি অদর্শন হৈল। বর পায়ে সুরথ আপন রাজ্যে গেল ॥
দুর্গাবরে সত্রুবধ অনাসে করিল। মহাসুখে নিজরাজ্য করিতে লাগিল ॥
কতদিনে পুত্রে রাজ্য করে সমার্পন। তপস্যা করিআ তনু ত্যজেন রাজন ॥
মাকণ্ড ভাগুরি প্রতি কহেন তখন। অষ্টম মন্নন্তরে রাজা হৈল সেই জন ॥
সুনিআ ত ভাগুমুনি সন্তুষ্ঠ হইল ॥ কালিকাবিলাস এবে সমাপ্ত হইল ॥ ২০ ॥ ৬৪ ॥ ৮৪ ॥
ইতি কালিকাবিলাস সমাপ্ত হইল ॥

ইতি লিখিতং শ্রীনিলাছল সেনস্য
ইতি সন ১২৬৫ সাল তারিখ ৩ অগ্রেন

১৫ কালিকাসঙ্গীতামৃত

রচয়িতা ঃ রামকিশোর শিরোমণি

পুঁথিসংখ্যা ১৯১৩। পত্রসংখ্যা ৯। খণ্ডিত। আকার ১০"×৩½"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা সম্বলিত গ্রন্থ। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

[৩ক অসিত অম্বুজ পায় প্রতিবিম্ব দেখা যায় পরদেব প্রকাশ নখরে।
তার কোটি এক অংশ পঞ্চদেব অবতংশ শিবাকার মঞ্চ বলে জারে॥
নির্ম্মল নিতম্ব উরু জিনি রামরম্ভা তরু মধ্যদেশ ডমরুনিন্দিত।
কিঙ্কিনী দনুজ করে বিরাজিত কটি পরে সাজায় সঙ্কিনি সমোচিত॥
কদম্বকোরকাকার অবিরল কুচভার আপাদলম্বিত মুণ্ডমাল।
চতুর্ভুজা ভয়বরা বামে অসিমুণ্ডধরা লোলজিহ্বা আনন করাল॥
ত্রিনেত্র ঘূর্ণিত অতি সূর্য্যমণ্ডলাকৃতি ভাল উর্দ্ধে শশির উদয়।
নাম ········ বহুরূপা·········· সুচারু কিরণকর চয়॥
শোভে সিন্দুরের ফোটা রবি কোটি সম ছটা মুহুর্মুহু অট্ট অট্ট হাস।
শব যুগ্ম শ্রুতিমূলে নাসায়বেসর দোলে দসনে দামিনী পরকাশ॥
কণ্ঠে মন্দাকিনী পারা গলদ্রক্ত বহে ধারা শিবা কোটি সঙ্গে নিনাদিনী।
এককালে করে রোল যেন প্রলয়ের গোল অম্বর সম্বরে প্রতিধ্বনী॥
যোগিনী ভৈরবযুথে চামর ব্যজন হাথে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅঙ্গে ঢুলায়।
পদ্মিনী বিজয়া নারি লইয়্যা তাম্বুল বারি সমআনু সদত জোগায়॥
দিব্য শ্রোণি পরিপাটি লাবণ্য গণেশ কোটি বিষ্ণু কোটি সহস্র বন্দিনি।
অগ্নি কোটি সমেজ্জিলা বায়ু কোটি মহাবলা কোটি মহারুদ্র স্বরূপিনী॥
সিন্ধু কোটি গভিরতা মহাকালী লোকমাতা নভ কোটি সমান প্রতি ৩ক] [৩খ ভা।
যম কোটি সমভয়া রিপু দেখ্যা ছাড়ে কায়া লক্ষ কোটি সুমেরুসন্নিভা॥
হরিনাম জ্ঞানযোগ আর জত উপভোগ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চয়।
অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি আয়ু জস বল বুদ্ধি পায় পদ করিলে আশ্রয়॥
আপনে শিয়রে বসি সপনে কহিলে নিসি ভয় হল্য সুনিঞা ভাবিত।
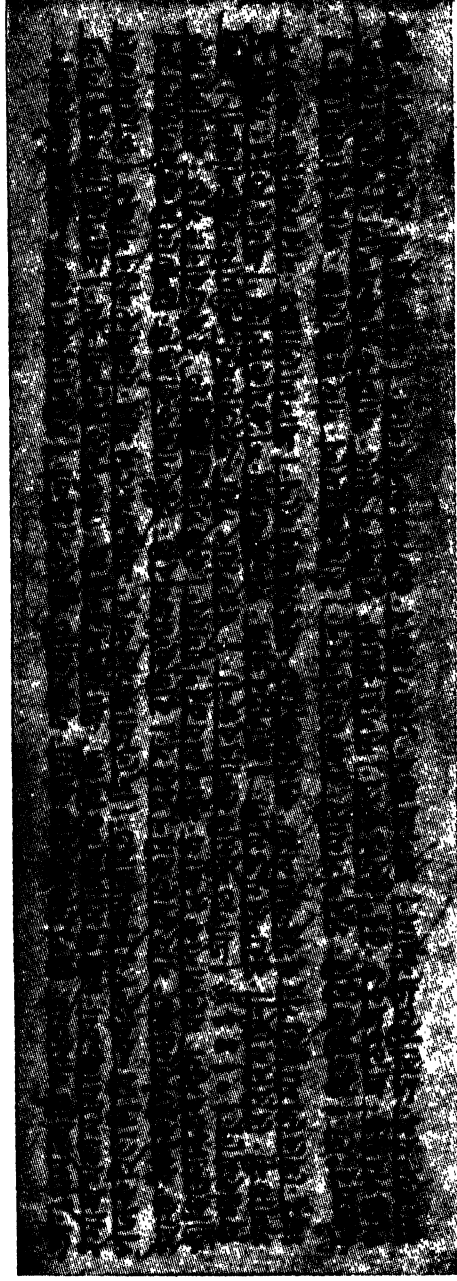
সাধকেন্দ্র কবি রামকিশোরের স্বপ্নবিলাস (পৃ, ৮৬-৮৭)

দিলে আজ্ঞা গুরুভার   অমৃতগানের সার   রচ কাব্য নতুন সঙ্গিত ॥
শিরোধার্য্য সেই বাক্য   ধ্যান করি পদমোক্ষ   সাহসেতে করিনু প্রবেস।
বুদ্ধিরূপা ভগবতি   হৃদীৎপদ্মে কর‍্যা স্থিতি   চিন্ত দেবি করি সবিশেষ ॥
শ্রীকিশোর তব দাস   মনে সদা করে আস   স্থান চায় চরণযুগলে।
কহি পুন স্তুতিমতে   রক্ষ ভবানন্দসুতে   কালীদাস কনিষ্ঠ কমলে ॥

॥ অপিচ শ্রীমতি কালীর বন্দনা ॥

বন্দ পরাৎপরা   ভবভীতিহরা   শ্রীমতি দক্ষিণা কালী।
ব্রহ্ম সনাতনী   বেরি বিমর্দ্দিনী   সুরশির মণ্ডমালি ॥
জপি তব নাম   পদ বহ্মধাম   শঞ্চয় করিলা হর।
অমর কিন্নর   গন্ধর্ব অপ্সর   সেবে তোমা পূর্বাপর ॥
গুরু সুরাচার্য্য   কাম তেজ বীর্য্য   অবতার আর দশে।
আগমসোচিত   নারদসাধিত   কশ্যপ উভয় বংসে ॥
বিড়ম্বিত বিধি   সুরথ সমাধি   রাজ্যহত গেল বন।
ঋষির আদেশে   পদ পূজি সেষে   পায় ধরা হারাধন ॥
পঞ্চপর্বযুত   অর্চিত অচু্র্ত   চরণ চূড়ার ফুলে।
দাসরথি রাম   পূজিত সংগ্রাম   সাসিত রাক্ষসদলে ॥
দিবাকর সোম   যমদগ্ন্‌ যম   আরাধিত ভ্রগুরাম।
হইল অক্ষয়   প্রতাপ দুর্জ্জয়   জপিয়্যা কালীর নাম ॥
মরতে সুরথ   দেখাইল পথ   বিদি ৩খ] [৪ক ত বিশ্বমণ্ডলে।
পুরোবা মান্ধাতা   আদি করি তথা   অর্চিত অবনীপালে।
কুবের বসন্ত   বাসুকী অনন্ত   বিভীষন বান বলি।
জয়ন্ত বাসব   জারজ পাণ্ডব   নিত্য আরাধিত কলি ॥
যমুনাতে সদা   পদ্মিনী যে রাধা   বলি বিধি উপচারে।
পূজা সাঙ্গ করি   শেষেতে সুন্দরী   মহামন্ত্র জপ্র করে ॥
আনি পুষ্পরস   কলসে কলস   ব্রজের রাখাল জারা।
কদম্বের ফুলে   মালতির কুলে   গোষ্ঠে আরাধিল তারা ॥
উর আবাহনে   মঙ্গলবিধানে   নিবেদি তোমার পায়।
শ্রীরামকিশোরে   তার ভাবঘোরে   নিতান্তে কৃতান্তদায় ॥

॥ অপিচ শ্রীমতি কালীর বন্দনা পয়ার ॥

প্রণমহো পরম প্রকৃতি শক্তি আদ্যা। মন্ত্রময়ী তন্ত্রে গো মাতৃকা মহাবিদ্যা॥
পরাজিত চরণপঙ্কজ নীলোৎপল। কোকনদদর্পহারি করপদতল॥
ঢল ঢল করে পদে জাবকের সোভা। কুড়ি নখে কোটি চন্দ্র সমতুল প্রভা॥
পদাঙ্গুল নখর প্রখর করচয়। জার গুণে প্রধান পুরুষ এক হয়॥
পুন তার কোটি অংশ কলা এক কণা। ব্রহ্মা আদি শিবাবধি হল্য পঞ্চজনা॥
পাদপদ্মে পূরট পাশূলি বঙ্করাজ। সম্ভব বিভব সব চরণের সাজ॥
মনোহর জঘন নিতম্ব গুরুভার। তুলনাতে ত্রিভুবনে তুল্য নাঞি জার॥
কটি হেরি কেশরি অধিক লজ্জা পায়্যা। গিরিশৃঙ্গে করে বাস আপনা নিন্দিয়া॥
গতপ্রাণ হতবাহু শোভিত কিঙ্কিনী। দিরদগমনা রাজহংস বিড়ম্বিনী॥
বসনবিহিনা বামা সুধায়ে মগনা। মহাভয়ঙ্করী ভীমা করালবদনা॥
চতুর্ভুজা ভুজের ভূষণ হেম চু ৪ক] [৮খ ড়ি। তথি মনি পরেষ মুকুতা গড়াগড়ি॥
বামে ছিন্নশির অধ উর্দ্ধে মহা অসি। দক্ষিণে অভয় বর ভক্ত অভিলাসি॥
নবঘন নিন্দি ঘোর রুচিরা দক্ষিণা। শিবের হৃদয়ে পা পরিহাস সুন্যা॥
করিকুম্ভ জিনি দম্ভ কুচকুম্ভ ধরে। মরমে পরম পিড়া দাড়িম্ব বিদরে॥
বক্ষস্থল বিরাজিত বিচিত্র কাঁচলি। চাঁদমনি মানিকে রচিত কথোগুলি॥
বিধি বিষ্ণু বাসবের উত্তমাঙ্গ সার। কণ্ঠে দোলে পাদলম্বি সুরশিরহার॥
লোলিত বসনাগলদ্রক্ত তিন ধারা। মেরুশৃঙ্গে বহে যেন মন্দাকিনী পারা॥
ত্রিনয়না বালা কমণ্ডুলাকার ছবি। মুখের প্রতিভানিভা সমকোটি রবি॥
শ্রুতিমূলে শবশিশু যুগল কুণ্ডল। শিরোরুহ নম্র বান কুটিল কুন্তল॥
ভালে অর্দ্ধচন্দ্র অধ সিন্দুর অলকা। সিন্দুরের বিন্দু পাশে শত পূর্ন্ন রাকা॥
খগমনি বিহগ নায়ক নিন্দে নাসা। মহামেঘ প্রলয়গর্জিতজিত ভাসা॥
নিন্দিত দাড়িম্ববীজ দশনের পাঁতি। সম্ভাসয়ে নিকটে নাসাগ জমুতি॥
মুহুমুহু হুহুঙ্কার অট্ট অট্ট হাস। প্রতিশব্দ সুন্যা স্তব্ধ তিনলোকে ত্রাস॥
গুণের গরিমা সিমা মহিমা তদন্ত। মহেশের মুখে শেষ না হইল অন্ত॥
ক্ষাদৃশী কহিলে মোরে সেই কৃপাবল। সাধিত সঙ্গিতামৃত নতুন মঙ্গল॥
জতক্ষণ আসরে তোমার হয় গান। অবিলম্বে জগদম্বে হবে অধিষ্ঠান॥
ঘটে আসি পাটে বসি পূর্ণ কর আস। কিশোর শিরোমনি গায় কালিকার দাস॥৬॥

॥ মহাকালের বন্দনা ॥ ত্রিপদি ॥

অবনত হাথেতালে বন্দিলাঙ মহাকালে অচিন্ত্য ৪খ] [৫ক অব্যক্ত আদ্যমূল।
চতুর্ভুজ মহাবল প্রকাশিল করতল শায়ক কপ´র দণ্ড শূল॥
অচিরাত অবতীন্ন´ অতিঘোর ধুম্রবন্ন´ মহাকায় প্রলম্ব উদর।
ব্যাঘ্রজিন কটিবেড়া ধৃত রক্তবাস ধড়া ভীমমুখ বেস ভয়ঙ্কর॥
ত্রিণেত্র তপনাকার গলে উত্তমাঙ্গ হার পিঙ্গজটা উর্দ্ধকেশবান।
সদা পুর্ব্বরসে প্লুত বিপরিতরতিযুত উরে কালী সদা অধিষ্ঠান॥
সগুনা সংহতি মায়া ধরিলে অনন্তকায়া বিরচিলে ব্রহ্মাণ্ড আপার।
স্বর্গ মর্ত্য চলাচল পাতাল সুতলাতল জলস্থল করিলে সঞ্চার॥
অবতার কৃত যুগে মৎ[স্য]রূপ হয়্যা আগে উদ্ধার করিলে চারি বেদ।
সুধাহেতু সুরাসুরে ক্ষীরোদ মথন করে মন্দার ধরিলে অবিচ্ছেদ॥
বরাহ অবয় ধরি প্রবেসি পাতাল পুরি প্রাণে বধি হিরন্যাক্ষ বিরে।
দসনে ধরিয়া ক্ষিতি উঠাইলে লঘুগতি বস্যে প্রজা তাহার উপরে॥
ধরি নরসিংহরূপ বিনাসিলে দৈত্যভূপ হিরণ্যকশিপু দুই জনে।
বায়ন মুরতি হয়্যা ত্রিপাদ ধরনী লয়্যা নিলে বলি পাতালভুবনে॥
জবে যমদগ্ন্যঘরে ভৃগুরাম অবতারে সমরে সাসিলে শত্রুগণ।
পুন জনমিঞা অংশে নাস নিসাচরবংশে সিন্ধু বান্ধ্যা বধিলে রাবন॥
নিরুপিত ছিল পূর্ব্বে রোহিনী ধরিল গর্ব্ভে´ অবতীন্ন´ ব্রজভূমণ্ডলে।
কুরু পাণ্ডবের ভেদ তাহাতে মহত খেদ হস্তিনা তাড়িলে মহাহলে॥
কলির প্রবিষ্টকালে প্রভু বৌদ্ধ রূপ হল্যে বেদবিধি নিন্দার কারণ।
অবশেষে কল্কীকায় একাকার অভিপ্রায় ইচ্ছাময় জখন যেমন॥
ধ্যানে তোমা আদ্যপান্ত অমরে না পাল্য অন্ত তাহে কি তদন্ত কব আ ৫ক] [৫খ মি।
বায়ন হইয়্যা নাথ চন্দ্রে আকর্ষণ হাথ দাস অভিলাস পুর তুমি॥
বসি সহস্রার পদ্মে অলক্ষিতে থাকি ছদ্মে সুন গান সুরস রসাল।
দেসবর্গে কর দয়া নায়েকে চরণছায়া গায়কে সুস্বর যন্ত্র তাল॥
আমি দাস অতি দিন ভাবি কবি মেধাহীন যে বলায় বলি সেই বানী।
বিপ্রবংশ মহীতলে মুখটি ফুলিয়াকুলে গাইল কিশোর শিরোমণি॥৭॥

॥ গঙ্গার বন্দনা ।। ত্রিপদি ছন্দ ॥

বন্দ গঙ্গা তরঙ্গিনী সর্ব্বতীর্থস্বরূপিনী সুরধনী সর্বপাপহরা।
কৃষ্ণদেহ সমুৎপন্না শ্বেত চম্পকের বর্ন্ন্য কৃষ্ণতুল্যা ধ্যান অগোচরা ॥
গোলোকে শিবের গান দেবসভা বিদ্যমান রাধাকৃষ্ণ বস্যা একাসনে।
গানে সমাহিত চিত প্রেমে অঙ্গ পুলোকিত আচম্বিত আদ্র দুই জনে ॥
দ্রবরূপে ধান ধরা সবিস্ময় দেবতারা হাহাকার শব্দ সুরকুলে।
ব্রহ্ম সন্নিকটে ছিল অবিলম্বে ধায়্যা গেল আধান করিল কমুণ্ডুলে ॥
স্থাপিলা কারণবারি অন্তর্ভূর্তা সুরেশ্বরি পুরাতনী সুস্থির যৌবনা।
জিনি স্থলপদ্মদল পাদপদ্ম নিরমল ভবসেতু ভয়বিমোচনা ॥
রম্ভাস্তম্ভদম্ভ হরে নিবিড় নিতম্ব উরে কটিতে কিঙ্কিনীজাল শোভে।
কঠিন শ্রীফলাকৃতি স্তনযুগ্ম ভার অতি ধায় মন ক্ষীরপান লোভে ॥
সিন্দুর তিলক ভালে চন্দনের বিন্দু কোলে সকল সৌভাগ্য সমন্বিতা।
বিভূতি কবরিভার মালতি কুসুম হার রতনভূষণবিভূষিতা ॥
মুক্তাফল পংক্তিসমা দন্তসারি মনোরমা শত ইন্দু উদিত বদনা।
পরিধান রক্তবাস আননে ইশত হাস চারু রক্ত সুচারুনয়না ॥৫খ]
[৬ক বিনিন্দিত ইন্দিবরে কটাক্ষি খঞ্জন ফিরে পক্কবিম্ব নিন্দে ওষ্ঠাধর।
বিচিত্র রচিত চিত্র গণ্ডে কস্তুরিকা পত্র আন্দোলিত নাসায় বেসর ॥
বহ্নি সুদ্ধাং সুকাধানে রহিলা ব্রহ্মার স্থানে কৃতার্থ করিয়া স্বর্গপুরি।
সুরসিদ্ধ মুনি জত কাম্য করি শত শত অর্ঘ্য দেই স্বর্ন্নপাত্র করি।
রক্তযবা কুঙ্কুমাক্ত অগুরুচন্দনসিক্ত মন্দার মালতি বিল্বদল।
অঞ্জলি অঞ্জলি করি সুরবধূ বিদ্যাধরি নিত্য পূজে চরণযুগল ॥
দিতে পার বিষ্ণুধাম ধর বিষ্ণুপদি নাম পারকর্ত্রী পতিতপাবনি।
পিতৃলোক উদ্ধারিতে সূর্য্যবংশ ভগিরথে তপস্যাতে আনিল ধরনী ॥
স্বর্গে ধারা মন্দাকিনী স্বর্গবর্গনিস্তারিনী ব্রহ্মলোকব্যাপিনী অমরা।
পাতালেতে ভোগবতি ইহলোকে ভাগিরথি সুখদা মোক্ষদা পরাৎপরা ॥
সে সব বিস্তার কথা পুরানে প্রচুর গাথা বেদে গায় মহিমা অনন্ত।
যে মরে তোমার জলে বিমানে বৈকুণ্ঠ চলে দেখ্যা দণ্ড পেলায় কৃতান্ত ॥
শতেক যোজনান্তরে গঙ্গা বল্যা জদি মরে নিষ্পাপ নির্ম্মল তার কায়।
বিষ্ণুদূতে আনে ধর্য়া ভূরুভঙ্গে জায় তর্য়া এড়ায়্যা সমনসঙ্কা দায় ॥

গমনে তোমার তীর   পাপ নাঞ্রি হয় স্থির   সঙ্গ ছাড়ে কথোত্রর হত্যে।
স্নান করি ফির‍্যা জায়   পাপে জদি মন ধায়   ঘাড়ে ধরে ঘর জাত্যে ॥
অতেব গঙ্গার কুলে   সাধু বস্যে সেই স্থলে   নাঞ্রি জানে পাপের বাতাস।
দরসন পরসনে   গঙ্গায় মৌশলস্নানে   করে মহাপাতক বিনাস ॥
যে তব নিকটে রয়   ভূচর খেচর চয়   সরট করট আদি করি।
বিহরে দুকুল ধারে   গঙ্গা ৬ক] [৬খ জলে পেট ভরে   অন্তকালে জায় স্বর্গপুরি ॥
কিম্বা সূনসুত হয়্যা   থাকে গঙ্গাতীর লয়্যা   অথবা কমঠ মিন নিরে।
সফল জীবন তার   ভারথে না আস্যে আর   বাস করে বৈকুণ্ঠমন্দিরে ॥
অপার মহিমা জানি   শিরে ধরে শূলপাণি   ত্রিলোকতারিনী ত্রিপথগা।
শ্রীকিশোর দ্বিজ বলে   প্রার্থনা তোমার জলে   পরে যেন মরে হত[ভা]গা ॥৮॥

॥ চৈতন্যবন্দনা পয়ার ॥

বন্দিব চৈতন্যচন্দ্র সুচারু চরণ।   অবতীর্ণ অবনিতে নিস্তার কারণ ॥
ভক্তরূপে ভবার্ন্নবে ভারাবতারনে।   ভক্তিযোগ ভজন জানাতে জনে জনে ॥
শচীগর্ব্ভসমূদ্ভুত স্বর্ন্নদীসমিপ।   নিকটে নিম্নগা গঙ্গা নাম নবদ্বিপ ॥
গলিতকাঞ্চন কান্তি রূপের গৌরব।   বিধুরুচি বদন মদন পরাভব।
বাল্যলিলা কথোগুলা করিয়া সাধন ॥   পরে ব্রহ্মচর্য্যা ধর্ম্ম সাবিত্রী গ্রহণ ॥
নানাশাস্ত্রে নিপুণ নিয়ত নীত সিক্ষা।   একদিন অকস্মাৎ গুরুসনে কক্ষা ॥
বাদার্থে বাড়িল বেলা গুরু নাঞ্রি মানে।   গণ্ডমুর্খ বল্যা গালি দিলেক ব্রাহ্মণে ॥
সুনি কোপে কম্পিত অধরে চাপে দন্ত।   ঐমনি পুস্তক পিঠে প্রহারে নিতান্ত ॥
সেইকালে যড়ভুজ এল্লাইল চুল।   হাথে সর ধনু বাঁসি দণ্ড কমণ্ডুল ॥
সবিস্ময় সার্বভৌম বলে সর্বনাস।   পায়ে ধরে স্তুতি করে রক্ষ নিজ দাস ॥
সন্তোসিয়া সন্তিপনে আর শচিমাতা।   সন্যাসে উদাস মন গমন সর্বথা।
সময়ে সাক্ষাৎ গুরু কেশবভারথি।   দিব্যভাব জানাইল সন্যাসপদ্ধতি ॥
বীরভাব সঙ্গে নিত্যানন্দ অবধূত। ৬খ] [৭ক অদ্বৈত আচার্য্য আদি সন্ধি যুথেযুথ ॥
গৌরীদাস গদাধর মুরারি মকুন্দ।   পুরন্দর প্রিয়শখা রায় রামানন্দ ॥
বনমালি বাসুদেব দাস বৃন্দাবন।   বাণঃপ্রস্থ তীর্থচয় করিতে ভ্রমণ ॥
কটিতে কৌপিন দণ্ডকমণ্ডুলধারি।   বিগলিত প্রেমধারা বলে হরি হরি ॥
দিনহীন পতিত অধম জত ছিল।   হরিনাম হার কর‍্যা ধর‍্যা ধর‍্যা দিল ॥

পাপির প্রধান ছিল জগাই মাধাই। অপমান হয়্যা পুন তরাল্য নিতাই॥
ত্রাণ করি পাতকী প্রবেশ বারানসে। শিবের প্রসাদপাল্য ভক্ষণের আসে॥
তথা হইতে হিঙ্গুলাজে করিলা গমন। মরতে মানবজন্ম খণ্ডন কারণ॥
অবশেষে উৎকলে দেখিলা জগন্নাথ। বিমলামন্দিরে অদর্শন অকস্মাত॥
কৈবল্যপুরিতে হল্য সম্বরণ লিলা। সখা সব কান্দে সোকে ডাকে বাহু তুল্যা॥
ইত্যাদি সন্ন্যাসবিধি সাধিয়া গৌরাঙ্গ। আধান বিমনা কৈল ছাড়ি সখাসঙ্গ॥
চৈতন্যচরণে চিত্ত্য রাখিয়া চেতন। গাইল গউরগুণ কিশোর ব্রাহ্মণ॥ ৯ ॥

॥ বিপ্রবন্দনা ॥ পয়ার ॥

নমোহো ব্রহ্মণ্যদেব প্রভূ পুরাতন। হরি জার নিত্য করে চরণ বন্দন॥
দ্বিজসেবা প্রতি দিবা করি দামোদর। শ্রীধর ধরিলা নাম পায়্যা বিপ্রবর॥
এমন ব্রাহ্মণপদে মোর প্রণিপাত। যে চরণচিহ্ন হৃদে রাখে রমানাথ॥
ধরামর দ্বিজবর হন ধর্মগুরু। বদনে বিরাজে বেদ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
মহাতেজ বীর্য্য ব্রহ্ম অগ্নির প্রতিভা। জার বলে মহিতলে হয় রাত্রি দিবা॥
দেবতার ক্রোধ হল্যে আছে প্রতিকার। আমোঘা ব্রাহ্মণবাক্য লিপি বিধাতার॥
বিপ্রমন্য ৭ক] [৭খ তার চিহ্ন দেখ অদ্যাবধি। লবণ হইল বারি দক্ষিণ জলধি॥
ব্রহ্মশাঁপে মার্জার হইল সুরপতি। ব্রহ্মশাঁপে ধ্বংশ হল্য সগরসন্ততি॥
ব্রহ্মশাঁপে চন্দ্রকে দারুন ধরে যক্ষা। শিবের শরণ নিল পাইবারে রক্ষা॥
ব্রহ্মশাঁপে মল্য দশরথ নরনাথে। ব্রহ্মশাঁপে পরিক্ষিত মল্য সর্পাঘাতে॥
ব্রহ্মশাঁপে শিলা হল্য গৌতমের দারা। ব্রহ্মশাপে পাণ্ডুরাজা প্রাণে হল্য সারা॥
ব্রহ্মশাঁপে ধ্বংস হল্য জদুবংশ ঘটা। ব্রাহ্মণের বরে জন্মে বিধবার বেটা॥
বিপ্রের মহিমা জত না হয় বর্ন্নন। একমুখে নহে সাধ্য করি নিরূপণ॥
চারি বর্ন্ন আছে এই সংশার ভিতরে। বিপ্রভক্তিহিন তথা হয় যেবা নরে॥
হরিভক্তিহিন সেই সর্ব্বথা পাষণ্ড। পরকালে সমন দারুন করে দণ্ড॥
সুকৃতি প্রণাম নিত্য করএ ব্রাহ্মণে। বিপ্র বিষ্ণু এক আত্মা পুণ্য দরসনে॥
যে মূঢ় মানব এই ভারথ ভিতরে। দ্বিজে দেখ্যা অব্যাজে প্রণতি নাক্রি করে॥
কোপেতে কেশব লয়্যা চক্র সুদর্শন। মস্তক কাটিতে তার ইচ্ছা করে মন॥
জাচক ব্রাহ্মণে যদি কো[প]দৃষ্টে চায়। লৌহের শলাকা যোম লোচনে পুরায়॥
অহঙ্কারি দ্বিজবরে যে করে ভর্চ্ছন। তপ্ত লৌহপিণ্ড মুখে করায় ভক্ষণ॥
ব্রাহ্মণের নিন্দা কিম্বা করে উপহাস। বাস্তু বৃক্ষ নাক্রি বাঁচে সবংসে বিনাস॥

সপ্তদ্বীপা তীর্থ জত সাগরসলিলে। সে তির্থসমুহ ব্রাহ্মণের পাদাঙ্গুলে ॥
ব্রহ্মহত্যা আদি মহাঘোর পাপ জত। লিপ্ত হয়্যা থাকে জদি কর‍্যা শত শত ॥
সদ্য সে সকল পাপে মুক্ত সেইক্ষণে। ব্রাহ্মণের পাদোদক ভক্ষণ ধারণে ॥ ৭খ]
[৮ক বিদ্যাযুক্ত হন কিম্বা বিদ্যাবিরহিত। বিশেষ সামান্য ভেদ নাস্তি কদাচিত ॥
বিপ্রকুলে জন্ম নিলে পুজ্য আবস্যক। ভেদবুদ্ধে ভবিষ্যতে য়ক্ষয় নরক ॥
অপকর্ম্মদোষে দোষ্য নহে দ্বিজগণে। যেমন জানিবে গাভি অভক্ষ ভক্ষণে ॥
দ্বিজপাপ সাবিত্রীস্মরণমাত্র ক্ষয়। আবাহন করিলে দেবতা ঘটে রয় ॥
এইহেতু অনাচারি ব্রাহ্মণপুজিত। যদি শূদ্রজিতেন্দ্রিয় তথাপি বর্জ্জিত ॥
ঋষিসম দুষি শূদ্র নহে সমতুল। শূকর অগ্রাহ্য যথা খায়্যা কুশমুল ॥
দ্বিজপদসুধাহ্রদ বিপদ বিনাস। রচিল কিশোর দ্বিজ দ্বিজকুলদাস ॥ ১০ ॥

॥ দিগবন্দনা ॥

আগে বন্দ গণপতি মুষিকবাহনে। বিঘ্নহর সঙ্গিতের মন দেহ গানে ॥
গুরুগণে শুদ্ধমনে বন্দ শতবার। মন্ত্রদাতা আদি তথা পরমিষ্টসার ॥
তদনন্তে বন্দিব প্রকৃতি পঞ্চজনে। অসার সংসার সার হল্য জার গুণে ॥
গণেশজননী দুর্গা রানী লক্ষ্মী রাধা। সাবিত্রী সহিত এই প্রকৃতি পঞ্চধা ॥
গৌরি আদি যথাবিধি ষোড়শমাতৃকা। বন্দিব ব্রহ্মানীসহ অষ্টধা নায়িকা ॥
মহাবিদ্যাগণ বন্দ মস্তকের পাগে। কালী নীলসরস্বতী দুর্গপদযুগে ॥
তুরিতা তুরিত বন্দ ছিন্নমস্তকারে। ভুবনেশ[রী] ষোড়শী ভৈরবী সমাদরে ॥
মহাবীরা প্রত্যঙ্গিরা চরণে প্রণাম। বৈরিবিঘতিনী বামা না হইয় বাম ॥
কামাখ্যা বাসলি বন্দ মাতঙ্গী বগলা। ত্রিকূটা ত্রিপুটা ধূমা মর্দিনী কমলা ॥
জনে জনে ইত্যাদি চরণে দণ্ডবত। প্রণতিপূর্বক বন্দ পীঠ পঞ্চাশত ॥
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মানী বন্দিব পুনর্বার। বৈকুণ্ঠে বন্দিনু পদ সর্বমঙ্গলার ॥
অম ৮ক] [৮খ রাবতিয়ে বন্দ দেবি পুলোমজা। বরুণআলয়েতে অম্বিকা অষ্টভুজা ॥
জত্ন করি যমোলোকে বন্দ কালরূপা ॥ শুভাচণ্ডী বন্দিব কুবেরে জার কৃপা ॥
অগ্নিলোকে মহানন্দা বন্দ সাবধানে। কুরঙ্গবাহিনি তথা মারুতভবনে ॥
নৈঋতে বন্দিব রক্তদন্তিকাচরণ। ত্রিশূলধারিনি বন্দ ইশানে আসন ॥
বন্দিব বৈষ্ণবীরূপা সপ্তম পাতালে। দেবতা মোহিনী বন্দ সহর সিংহলে ॥
মনদ্বিপ মধ্যে দেবি বন্দিব সুরসা। লঙ্কাপুরে বন্দ উগ্রকালী মুক্তকেশা ॥
সেতুবন্দে বন্দ মাতা রামের ইশ্বরী। পুরুষউত্তমধামে বিমলা সুন্দরী ॥

বিরোজার বন্দ পদ উড়িডস দেসেতে। কামিনিরে করি নতি লীলাদ্র পর্বতে॥
বঙ্গদেশঅধিষ্ঠাত্রী বন্দিলাঙ কালী। অযোধ্যায় মহেশ্বরী বন্দ কৃতাঞ্জলি॥
বারাণসে অন্নপূর্ন্না বন্দনা করিয়া। গআর গয়েশ্বরিপদে নতিমান হয়্যা॥
কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজ্যে কাত্যায়নি। দ্বারিকায় মহামায়া বন্দ পুটপানি॥
মহেশ্বরি বন্দিলাঙ মথুরার পাটে। বিন্ধাচল হিঙ্গুলাজ কালি কালিঘাটে॥
ক্ষিরগ্রামে বন্দ যুগাদ্য জ্ঞানবাদিনী। রামের স্থাপিতা মহিরাবণনাসিনী॥
কিরীটইশ্বরি বন্দ কিরীটকোনাতে। মূর্তিময়ী হন মাতা দুই প্রহরেতে॥
ঢাকেশ্বরী ঢাকায় বন্দিনু নতশিরে। অধিষ্ঠান হয় মাতা আমার আসরে॥
তমলোকে বর্গভীমা বন্দ বিষ্ণুরথা। ঘাটশিলা বন্দিব বাসুলি বিশ্বমাতা॥
সেয়াখালা গ্রামে বন্দ উত্তরবাহিনি। বিক্রমপুর বন্দ আর মৌলায় রঙ্কিনী॥
তড়িয়ার জয়চণ্ডী বন্দ একমনে। মঙ্গলার চরণ বন্দিব বর্দ্ধমানে॥
রাজবলহাটে বন্দ শ্রীরাজবল্লবি। লাউগ্রামে দণ্ডেশ্বরি বন্দ মহাদেবি॥
বোঙাগ্রে বসন্তচণ্ডী বন্দ ব্রহ্মশিলা। গান সুন আসরে উরিয়া ৮খ।[৯ক কর খেলা॥
বালিডাঙ্গা গ্রামেতে বন্দিব রাড়েশ্বরি। আমার প্রপিতামহ জাঁর আজ্ঞাকারি॥
পাড়াম্বায় পার্বতি বন্দিনু কামারবুড়ি। কাইতির কালী বন্দ নেয়্যাড়ে নেয়্যাড়ি॥
আমতার মেলাইচণ্ডি গোতানে বিশালা। সাটিনন্দের বন্দ লক্ষ্মী নাড়িচার মঙ্গলা॥
পাঁচড়ার বাসুলি গোগ্রামে ভগবতি। দোঁহার চরণ বন্দ করিয়া প্রণতি॥
নিজগ্রামে বন্দ মাতা সিংহবাহিনী। শঙ্খচক্র কৃপাণ ত্রিশূল বিধারিনী॥
কামিন্যা সহিত বন্দ ধর্ম্মদেবতায়। প্রণতি দক্ষিণেশ্বরে শীতলার পায়॥
আলয়ে বন্দিনু আদ্যা বরদা দক্ষিণা। জার সম যোগ্য নাঞি ত্রিলোকে তুলনা॥
প্রণাম করিয়া বন্দ সিজুয়াশিখর। বিসটিকরিকে জার পুরি চাঁপাইনগর॥
হাসনহাটি বন্দ আর সালমূলাপুরি। নারিকেলডাঙ্গায় বন্দিব বিসহরি॥
একে একে কতেক বন্দিব স্থানে স্থানে। এককালে অসংখ্য প্রণতি জনে জনে॥
পদ্মিনী বিজয়া জয়া যোগিনীর যুথ। সসাগরা বন্দ ধরা জারা পঞ্চভূত॥
বন্দ সুরতরঙ্গিনীসহ তীর্থবারা। মহাধাম কৈলাশ গোলক হরিদ্বারা॥
কাশিপুর পৈরাগ বন্দিব প্রণিপাত। করপুটে সিন্ধুতটে বন্দ জগন্নাথ॥
গয়াক্ষেত্র বন্দ আর প্রভু গদাধর॥ পরলোকনিস্তার বিস্তার চরাচর॥
প্রকৃতির গুণভেদে বন্দ তিন জনা। স্থিত্যাদয়ে হরিহর বিরিঞ্চি গণনা॥
প্রভুঅংশ অবতংস দশঅবতার। বন্দ রুদ্র একাদশ নাম যথা জার॥
ইন্দ্র আদি ক্রমাবধি বন্দ দিকপাল। আদিত্যাদি নবগ্রহ বন্দ চিরকাল॥

বন্দনা বন্দিলে হয় তুই চারি মাস। কোটি শিবলিঙ্গ বন্দ বারানসে বাস ॥
রামেশ্বর সেতুবন্দে ব্রজে গোপেশ্বরে। কাম্যলিঙ্গ বৈদ্যনাথ বন্দ ৯ক] [৯খ জোড় করে ॥
অপর অনাদি জত অবনিমণ্ডলে। সকলে প্রণাম করি বন্দ হাথেতালে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বন্দ হনুমান। গোকুলে গোবিন্দ বন্দ বেহারের স্থান ॥
বস্তুযোগ বিদিত বিগ্রহ জত ঠাঞি। সকলে বন্দিয়া বন্দ বোড়োর বলাই ॥
বন্দিব বৈষ্ণবশ্রেষ্ট পষ্ট জারে কয়। নারদ বাল্মীকি ব্যাস শুক মহাশয় ॥
মনুমুনি মহন্ত জাবন্ত দেবঋষি। ব্রহ্মচারি গিরিপুরি ভারথি সন্যাসি ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর বন্দিব কলিযুগে। কূর্ম্মানন্ত উপান্ত অনন্তকুটি নাগে ॥
চারি বেদ পুরাণ প্রকাশ কাব্য জত। আগম নিগম তন্ত্র বন্দ শত শত ॥
যড় ঋতু মাস পক্ষ করন যোগ তিথি। ত্রিসন্ধ্যা নক্ষত্র চন্দ্র বন্দ দিবা রাতি ॥
জনক জননী বন্দ জর্ম্মকর্ম্মদাতা। পঞ্চপিতা বন্দিলাঙ আর সপ্তমাতা ॥
শিষুরক্ষাকারি বন্দ ষষ্ঠি তালপুরে। মুখঢুষি মানুসি বিনয়ে তুসি তারে ॥
মেরুদণ্ডে ব্রহ্মঅণ্ডে স্থিতি জত জনা। ক্রমসংখ্যা ইহলোকে কে করে বন্দনা।
বন্দনা করিতে জারে না হইল মনে। শত শত অবনত তাহার চরণে ॥
বন্দনা হইল সুন সঙ্গিত পসার। কিশোর বলেন হরি বল একবার ॥ ১১ ॥

আরম্ভ কালিকাসঙ্গিতামৃত ॥ তত্রাদৌ শৃষ্টিপত্তনং ॥
জয়কালী মুণ্ডমালী জয় জগদম্বে। তরিব তারিনী তব নাম অবলম্বে ॥
দয়া কর দিগম্বরী দক্ষিণকালিকা। ছাওালে না ছল্য ছদ্মে ছাড় বিবিসিকা ॥
অনবিজ্ঞ প্রাজ্ঞ নহি তব আজ্ঞাভার। বিরচিতে সঙ্গিত অমৃত অতিসার ॥
কুপের মণ্ডূক ভাসে সমুদ্রসলিলে। পার কর মহাকালী স্থান দেহ কুলে ॥
আগম পুরানে সুনি দয়া কর জারে। পঙ্গু ৯খ] [১০ক হয়্যা পর্বত লঙ্ঘিতে সেই পারে ॥
রাজ্যহত সুরথ প্রথমে দিল পূজা। দ্বিতীয়ে রাবণবধে পূজে রামরাজা ॥
ত্রিতিয়ে যমুনাতীরে ব্রজের গোপিকা। পূজিল পরমপদ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ॥
চরাচর চতুর্থে অর্চয়ে জগজন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করস্থ কারণ ॥
সুন রে অবোধ নর পরিবোধ জ্ঞান। শ্রবণে পাইবে সুখ পরে পরিত্রাণ ॥
ক্রমে ক্রমে নানা যোনি ভ্রমণ করিলে। বহুপুণ্যে মানবশরীর মহিতলে ॥
প্রথমে স্থাবরজন্ম ত্রিশ লক্ষ বার। নব লক্ষি নিয়মিত জলজসঞ্চার ॥
রুদ্রসংখ্যা কীটযোনি করিয়া ভ্রমণ। তদন্তে বিংশতি লক্ষি পশুতে পতন ॥
দশলক্ষি খেচরযোনিতে গতাআত। চতুর্লক্ষি নরযোনি শেষের বরাত ॥

ইত্যাদি ভ্রমণ করি জদি পুণ্য থাকে। বিপ্র হয় নহে পুন পড়ে কুম্ভি পাকে ॥
বিপ্রকুলে জনমিলে মুক্ত সুনিশ্চয়। কৃষ্ণ একাদশ স্কন্ধে মুচকুন্দে কয় ॥
ইহা জানি মুক্ত জদি হবে এ শরীরে। কালিকাসঙ্গিতামৃত সুন সমাদরে ॥
সাধুসঙ্গ কর সদা ধরামর সেবা। ভবে ভাগ্যবান হবে সুখে জাবে দিবা ॥
জার গুণ সুনিলে পবিত্র কলেবর। ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় মোক্ষি তারপর ॥
পুনঃপুন কহি সুন বরিয়া প্রার্থনা। পূর্ব্বউক্ত হয় ব্যক্ত দৈবে ঘটনা ॥
আদি শৃষ্টি উপস্থিত জার আকঞ্চনে। নিবেদন করি কিছু সভা বিদ্যমানে ॥
আদ্যাশক্তি কালীপদে স্থির কর‍্যা মন। গাইল সঙ্গিতামৃত কিশোর ব্রাহ্মণ ॥

॥ ত্রিপদী ছন্দঃ ॥

সুন বন্ধু সভাজন আদি শৃষ্টি বিবরণ উৎপত্তি হইল জার গুণে।
সপ্তসিন্ধু ক্ষিতি খণ্ড না ছিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড মেরুদণ্ড আদি ১০ক | [১০খ ত্রিভুবনে ॥
নিরন্তর অন্ধকার সর্বশূন্য উর্দ্ধে জার বস্যে বিন্দু সবি সর্গধাম।
অখণ্ডমণ্ডলস্থল আবৃত সহস্রদল মহাকৈলাসাখ্য ধরে নাম ॥
সেই সে গোলোক হয় স্থান অতি নিরাময় তথি আদ্যাশক্তির নিবাস।
শৃষ্টিহেতু মহাকালী অঙ্গের কিরণাবলী মহাজ্যোতি করিলা প্রকাস ॥
সেই জ্যোতি অংশকলা মহাকাল জনমিলা মহাবিষ্ণু প্রভেদ শরীর ॥
দাণ্ডাইয়্যা সন্নিকটে স্তুতি করে করপুটে লোচনপূর্ণিত প্রেমনির ॥
দেখি তুষ্টা মহাশক্তি পুনর্বার ভাবে যুক্তি সেবাহেতু সঙ্গে সহচরি।
অভিমত ছিল মনে আকর্ষণ করি আনে অধিরাধা পদ্মিনী সুন্দরি ॥
পরিধান নীলাম্বর মুখরুচি মনোহর করে সুধা তাম্বুল ব্যজন।
কালি কালি মুখে ডাকে আনুসঙ্গি সদা থাকে পরিচর্য্যা জখন যেমন ॥
তবে নিজ অঙ্গে আদ্যা শৃজিলেন মহাবিদ্যা অপর অনেক শক্তি লোকে ॥
ইংসাশক্তি আদি করি আবরণ সহচরি দশ শতদলময় থাকে ॥
তাহার কর্ণিকাকুঞ্জে বিপরিতরতি ভুঞ্জে কালকান্ত সহিত কালিকা।
সঙ্গিনী পদ্মিনী সখি সময় অপাঙ্গে লখি জাচে সুধাবদনে রাধিকা ॥
এইরূপ দুই জনে নিকুঞ্জ নির্জন স্থানে আরম্ভ করিলা নিত্যলিলা।
শ্রীমতি আদ্যার পায় শ্রীরামকিশোর গায় আগমে অনাদি প্রকাশিলা ॥ ২ ॥

॥ পয়ার ॥

আদ্যা মহাশক্তি দেবি মহাশিবযুতা। রচিতে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড বিপরিতরতা ॥

য়তিশ্রমে ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষরে অঙ্গ হত্যে। বিন্দু শতসিন্ধুরত বেগ বহে সেঁাতে ॥
বিরোজ্যৌ ব্যাপিকা তথি অতি বলবান। জগ বই আর কিছু নাঞি হয় জ্ঞান ॥
এইকালে উগারে ব্রহ্মাণ্ড রাসি রাসি। বদন বিরস নহে সদা অট্টহাসি ॥ [অধ দংক্তে]
কোটি কোটি রমন করিয়া অবহেলে। ১০খ]
[১২ক [কালিকাসঙ্গীতা]মৃত নিগূঢ়ার্থ বিরচিত শ্রীরামকিশোর শিরোমণি ॥ ৪ ॥
॥ পয়ার ॥
ধরনী জতনে জদি ধরিলেন অহি। আনন্দিত প্রজাপতি স্থির হল্য মহি ॥
তখন বলেন ব্রহ্মা মহেশের প্রতি। প্রজাসৃষ্টি কর আজ্ঞা দিলা ভগবতি ॥
বিধির বচন সুনি মহেশ উল্লাস। মনমত প্রজাজত করেন প্রকাশ ॥
সমাধিত চিত্তেতে সাধেন যোগবল। উপস্থিত করে শিব উন্মত্ত পাগল ॥
লাঙ্গটা মাথায় জটা অৰ্দ্ধচন্দ্র ভালে। নন্দি ভৃঙ্গি আনুসঙ্গি নাচে হাথে তালে ॥
প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ দক্ষ দানা। দীর্ঘ যেন তাল শাল বিকৃতি রচনা ॥
বিকট দসন কার বিস্তারবদন। দেখি বিধি ডরাইল করে নিবারণ ॥
আরম্ভে এমন সৃষ্টি না করহ শিব। সংহার করিবে জত সংশারের জীব ॥
ক্ষেমা কর দিগম্বর মন রাখ যোগে। অসম্ভব প্রজাসৃষ্টি কোন কার্য্যে লাগে ॥
বিধিবাক্যে নিষেধ মানিল পুরহর। নিজ আবরণ লয়্যা যোগে দিলা ভর ॥
নিরস্ত করিয়া শিবে বিরচে সংশার। প্রথমে মহত নামে জন্মাল্য কুমার ॥
মহতের পুত্র জাকে অহঙ্কার বলে। সকল শরিরে স্থিতি ভুবনমণ্ডলে ॥
অহঙ্কারসুত আর হল্য পঞ্চজন। পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন ॥
এই পঞ্চজনে সভে বলে পঞ্চভূত। জার গুণে প্রাণি বদ্ধ হইল বহুত ॥
শ্রীমতি আদ্যার পদ সদা ১২ক] [১২খ করি ধ্যান। কালিকাসঙ্গিতাম্রিত শিরোমণি গান ॥ ৫ ॥

॥ ত্রিপদি ছন্দঃ ॥
আদ্যা আচ্ছাদিতে ব্রহ্মা হরসিতে প্রকাশে মানসসুত।
সনকাদি ঋষি জতেক তপস্বি বিবরিয়া কব কত ॥
মনু শায়ম্ভব মরিচি উদ্ভব পুলস্ত পুলহ কেতু।
অঙ্গিরা বশিষ্ট ভ্রূগুমনি শ্রেষ্ঠ নারদ সাধন হেতু ॥
রূচির কর্দম হইল নির্গম অত্রী প্রেচেতস দক্ষ।

মনু মুনি স্তুত বেদাগম শ্রুত উপস্থিত লক্ষ লক্ষ ॥
অপর বিস্তর হল্য চরাচর অচল অবধি করি।
সুমেরু নিকট রহে হেমকূট হেম হিমালয় গিরি ॥
শ্বেত সৃঙ্গবাণ নীলাদ্র পাশান মন্দার গন্ধমাদন।
মাল্যবান শৈল উদয় অচল পূর্বে কৈল আরোপণ ॥
মেরুপৃষ্ঠদেশে অস্ত্রগিরি বস্যে বাহিরে কাঞ্চনভূমি।
আবির্ভুতা তথি যোগে সরস্বতী তাণ্ডব করএ কামি ॥
বারতিথিগণে আশ্রয় অঙ্গনে সিতাসিত পক্ষ মাস।
রবি নিসিনাথ করে গতায়াত কদাচিত অবকাশ ॥
রাশিচক্রাসনে ফিরে গ্রহগণে সূর্য্যের মণ্ডল লয়্যা।
উর্দ্ধলোক হত্যে গঙ্গা আচম্বিতে বহে মেরুশৃঙ্গ বায়্যা।
নাম মন্দাকিনী সুরতরঙ্গিনী সঙ্গিনী অলকসুতা।
ত্রিপথগামিনি সিতা ভদ্রাকিনী বঙ্কু মহাবেগযুতা ॥
ব্রহ্মাণ্ডের যোত্র দেখি······ ·········॥

অতঃপর পুঁথিটি খণ্ডিত।

১৬ কীর্ত্তনের তুক্ক

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৭৪১। পত্রসংখ্যা ২। অখণ্ডিত। আকার ১৯"×১৩"। লিপিকাল ১২৫০ সাল। আধার তুলট। কীর্তনগানের আখরসম্বলিত গ্রন্থ।

৭৮/শ্রীহরি। সন ১২৫৯ সন ১২৬০ সাল

অথ মাথুর লিখতে।

গৌরাঙ্গবিরহজরে প্রান ছটফট করে জিবনে ন বান্ধে থেহা ঃ
না দেখিএ চাঁদমুখ ঃ বিদরিএ জায় বুক ঃ না জানি কেমন করে দেহা ঃ
ষুচন্দ্র মুখের হাসি ষুদা পরে রাসি রাসি তব প্রভু না পারি দেখিতে ঃ
গউরপ্রিয় ভক্তগন ঃ তারা হৈল নিদারুণ বাসঘোস বাঁচ কি জন্যেতে ঃ

তোকা

হরি হরি বল মন জিবন উপায় ঃ
এ দুখের দুখি জে বিস্ময় হএছে সে ঃ এ না দুখ নিবেদীব কায় ঃ
উঠি নিশিবসাতে সখিগন সঙ্গে লএ ঃ ন বৃন্দাবন করএ পআন ঃ
বিন্দাবোন হেরি হেরি কেন্দে কহে সহচরি ঃ এই ভাল বনেরি সমান ঃ

ধুআ

জেদিন হতে কৃষ্ণ গিছে। বৃন্দাবন সব বন হএছে ঃ তোক
সেই বৃন্দাবোন সেই তরুগন সেই সে মাধবিতলা
সেই পষুগন ডাকে ঘনে ঘনে ঃ দিগুণ উঠিছে জালা ঃ
কখিলের গানে ঃ যুড়াইথ প্রানে ঃ এখন দহিছে কেনে ঃ
পাপ কায়া নিঠুর হইয়া শ্যামবন্ধু জদি গেল ছাড়ি প্রানে ঃ
ধুআ। জারে দেহ ছারি প্রান গেল ঃ তারে কি বাঁচিতে বল ঃ

তোকা

আমি যদি মরি ষুন সহচরি ঃ কহিএ তোনা মার কাছে

ছারিবে তনু আনলস বারিতে তোলিবে তামাল গাছে ঃ ধু ঃ অঙ্গ ছের না আনল মাঝে ঃ
অঙ্গ তোলে রেখ তমাল গাছে ॥
কহে সহচারি এত বৃক্ষ ছারি জখন আসিবে ব্রজে ঃ
দিখাইবে তারে করপুট করে তমাল গাছেতে আছে ঃ
ধুআ। তোমরা ইহাই বল্যে সামের কাছে ঃ তোলা আছে প্রারি তামাল গাছে ঃ
তোক। হায়রে বিধি কাহারে দুশীব মরমে মরিব এত জদি ছিল মনে ঃ
নিদারুন বিধি দিএ গুণনিধি হরিএ লইলি কেনে ঃ।
ধুঃ॥ তালযোগা ॥ না হয় দরসন্নুখ রে।
বিধি আমার ভালো দেখিতে নারে রে ॥ ঐ ॥
বিধি দিএ কেন হরে নিলি রে ॥ ঐ ॥ তোঞি রে
আমার কৃষ্ণ নিলি চুরি করি রে ॥ জদী নিলি কৃষ্ণ
চুরি করি তারে……রে জতন করি রে ॥ ঐ ॥
তোর এত জদি ছিল মনে তবে কৃষ্ণ দিএছিলি কেনে।
জে করে আদরে এখন তাহার ভুপতি কয়।
যু ॥ আদরে আদরে ফেরে আদর ছাড়া রইতে নারে
ইহার অউ……জানি
কহিএ সখি গো ওই ঃ
ধুঃ আমি বিন্দা নাম ধরি ঃ ছলে এনে দিতে পারি ঃ তোক প্রতম প্রতম নয়ান ঝুরে ঃ
লোকে কহে সিরমুল ঃ
ভিতর কলিজা সেইতে কি কর দরশন ॥ ধুআ
প্রতম ন নআন ঝুরে ঃ দশমুল তার কি কাজ করে ঃ সখি বিরাট তনাআ দেহ দান ঃ
বায়সঅ জারবে অন্তর জরজর কি ভেলা পাপ পরাণ ঃ
বও জার তিম্ব তাহার বাহন পুন তাহার ভক্ষের ভক্ষনিজ মুতে
বিনদন পুরিনাশ কৈল ঃ জার হেন দুখু পিএ দিল ঘরে মনি তিনগুণ করি—
বেদ মিসাইএ পুরি দেখ সখি একত্ত করিআ
আমি অভাগিনি রামা বিধি মোরে হৈল বামা হরি প্রাণ ত্যাগিঞা ঃ ২ ॥
ধুআ আন গোরল খেএ মরি বিরহজালা আর সইতে নারি ঃ তোক ঃ আজি কাল
করি দিবস গঞাইল হরি ঃ
দিবসে দিবস করি মাসা মাসা মাসা করি বছর গঞঞালি হরি ঃ। জিবনে কি আর
থাকে আশা

ধুআ ঃ জে দিন হতে গেছেন হরি বসিলে উঠিতে নারি :
কাগজ্ঞ কাটী কাটী ঘুরি বনাএ
ঘুরি ওরে পবনকা সাঁৎ
কে করেগা পবন বেচরা ঘুরি হামারা হাত ঃ ধুঃ জ্বখন ডুরি খিচে নিবঃ
সামকে ঘরে বসে নাগালি পাব ঃ তোক ঃ প্রেমের অঙ্কুর
আত জাত ভেল না ভেল মুগল পলাশা প্রতিপদ চন্দ্র উদয় জামিনি মুখ লাগি ভৈ গেল
নৈরাসা ।

আমারা প্রেমের অঙ্কুর পেতেছিল ঃ দারুন বিধি এসে ভেঙ্গে দিল : ধুআ
মিন রে অঙ্কুর কেন রে পলতা...... । সে জদি সেজন কি কাজ এই জিবনে ঃ
জদি নবিন প্রেমে বিছাদ হল ঃ বাছার কাজ মরণ ভাল ঃ
সখি ষুন তবে মোর বাত ঃ গাম ঘেরি যেই ডুরি মিলে হাত হাত ঃ
হুকুরি২ কান্দএ ফুকুরি রাই কহে তব রাই ঃ
আমার কৃষ্ণধোন জে এনে দিবে ঃ আমায় মিনি মুলে কিনে নিবে ঃ কহে বিনদিনি
রাই ।

অরুন নআনে ঃ বিনয় বচনে ঃ পিয়সখি মুখ চাই ঃ ধুআ
এবার স্যামের নাগালি পাব ঃ নয়ান পরি থুব ঃ পেমের দ্বারে দিব গো কপাঠ ঃ তোক
পেমের কুলুপ লাগাইব ঃ ত্রিদয় মাঝারে থুব ঃ সখি কহিয় তাহারি আগে ঃ ।
জাহার লাগিএ জেজন মরএ সে ধন কারে লাগে ঃ
জাররি তরে জে জন । মরে তাল খয়রা ঃ সে ধন লাগিএ তারে ঃ সখি কহিয় তাহারি
আগে ঃ ।

জারে ছুইলে আমার কথা রে সিনান করে সেজন দেখিঞা ঃ
কহিবে হাশীঞা কহিবে আমার হএ ঃ
কদম্বতলাতে কি কম্ম করেছ কালিন্দির জল ছোএ ঃ সখি জমুনা আছএ সাক্ষি ঃ
আর জদি হয় ঃ মনে জদি লয় ঃ কুপৃতা নামেত পাখি ঃ
জাহ সহচরি মথুরা নগরি ঃ বন্ধুর কাছেতে বশো ।
বন্ধু এই দেশে কালা এসে বারেক জিজ্ঞাসে এশো । তাল দশকুশী ঃ
মাথুর ঃ ।
অনেক প্রকারে বুঝাইবে তারে জদি না এসে সে ঃ ।
বুঝিআ নিশ্চিত করি বোধ হিত মোনেতে জা আইসে ।
ধুঃ শভাই ধর গো সভারি গলে ঃ ঝাপ দিব জমনাজলে ঃ মিছা আর সব্য কত কাল

জা আছে কপালে   কর এই কালে   মিটাব আখার তিন।
ধুঃ জদি কৃষ্ণপেমে আমি মরি ঃ   যুন সব সহচরি ঃ
প্রেমের দ্বারে দিব গো কপাটে ঃ।
ধুঃ পেমের দ্বারে দিব কাটা ঃ   ঘুচাব পিরিতির নেটা ঃ তোক   য তোর ভোমরারে
আনিত জাই ঃ
চিন্তা করনা কোমলিনি রাই ঃ
রাইএর বচনে চলে সহচারি নিঠুর হইএ পাশ ঃ
সহচরি সাথে   প্রস্থান করিতে   চলে ধনঞ্জয় দাস ঃ।
রাধে গোআলিনি বেসে   জাব দেসেদেসে   খুজিব জগিনি হএ্যা ঃ।
কাহ্ন ঘরে জদি   পাব গুননিধি   বান্ধিব বশন দিয়া ঃ
এই বাত ঘরে নাহি লাগএ ঘর ॥
ধুআ ঃ।   আমার কুলে কালি দিলে জে ঃ
তারে বেন্ধে এনে রাখিবে কে ঃ তোক
নআন পহরি   চলে সহচরি ং   মাথাএ মল্ম হাঁড়ি ঃ।
দহি নেব সহচরি ঃ   চমকিত মধুপরি ঃ।   যুনি দারি সব ধ্যেএ আইল ঃ
দহি নে দহি নে বলে   দ্বারি   দুতিগনে বচনমাধরি   ভুপতিনাথ ভনে ঃ॥
ধুঃ দধি নয় জে নিবি তোরা ঃ   আমরা কৃষ্ণপ্রেমের আনল পোড়া ঃ   আনলে কি
মধুপুরি ঃ
অরে অ দ্বারি ই ত বর অন্তরজামিনি ঃ।
ধুআ ঃ।   আনলে ধরিলে অঞ্চলে ধরে ঃ   ইথে ব্রেজঙ্গনার মন পুরে ঃ
......কএে......ভায়   সরূপে কহিবে যোই ঃ।
বারি পরশ করএ অন্তর সিতল উপদেশ কহি দ্বারে তোয় ঃ।
সিতল বলে নায় জলে ঃ   মনের আগ্যন দ্বিগুন জ্বলে ॥
তোহা রিদয় কয় ঃ
পরমাগি নাহি দেখাইত   বহু মস ভাবি যায় ঃ   বন পুরে তা সভাই দেখে ঃ
পানি পর জদি আগলি যুন ঃ   সরূপে কহিবে সখিমুহ ঃ   জে আনল জেনো .. ঃ
সে নই..... ভাবে কেনে ঃ।
কি সুধা দেখি জদি আগলি ভাই ঃ   আন মাখন দোই ॥
ধুঃ আমরা ব্রেজে আইরিনি   কোথা পাব খির ননি ঃ   এল বোজে বন ঃ সকলি...
গলে গজমতি হার ঃ।

ধু ঃ। আমরা বেজের আইরিনি ঃ আমরা কৃষ্ণপেম কাঙ্গালিনি ঃ মধুপুর রঙ্গনা লাজ্জে জাই ঃ।

দ্বারি তুই মুখামুকি ঃ কপাল ভেঙ্গেছে সেই এসেছি তুর দেসে আইল তোর পিত একবার।

দেখা হবে সই। ধুঃ।

হেই দ্বারি তোর পাএ পরি একবার এনে দেখা বংসিধারি। ধুঃ কৃষ্ণ পাব রমা বসোত।

... ...।

আমার মিনতি সেই ঃ নিপতি আপ কই ঃ একবার দেখাও সই।

ধুআ ঃ তোদের রাজা জদি বিচার করে অবিচারে প্রেরি মরে ঃ দ্বারি দুতিকে প্রিবয করি দ্বারি চলিলা ত্বরিতে।

নিপতি ভেটী জাই ॥

ব্রজবর রূপ সিধি আইল

আইল আহিরিনি। তব পদ দরশণ চাই ঃ

ধুঃ দ্বারি দুআরে দিএ পৃয়াস। বেজের ব্রেজঙ্গনা

ভিজ্জে মানাঃ মুনি দ্বারি সব নিস্তব হইল ॥ কহিল নিপতি

আগে ঃ॥ ধুঃ। জারে জখন বিধি লাগে ঃ তখন জেন

ডাল ধরে তখন সেই ডাল ভাঙ্গে ॥

১৭ কুরুক্ষেত্রনামক পাঁচালী

রচয়িতা ঃ শ্রীকান্ত

পুঁথিসংখ্যা ১৯৩৮। পত্রসংখ্যা ১৯। খণ্ডিত। আকার ৭১/২"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। কাঠখোদাই হরফে ছাপা।

[২৬ সারথী পদে রতি ব্যর্থ দিনত রতি,
গত দাশরথী, দেখ না মন সিয়রে শমন ॥

কথা ॥
যার ইচ্ছেতে সৃষ্টি লয় বিনে সেই নাম লয় উপনীত নন্দালয় হইয়ে আনন্দ।
দেখে নন্দনের শোকে নন্দ নিরবধি নিরানন্দ রহিত হয়েছে স্পন্দ যুগল আখি অন্ধ ॥
মুনি কন দিয়ে পত্র কালরূপ করুণানেত্র কৃষ্ণ তোমার কুরুক্ষেত্র ওহে নন্দ ভূপতি।
জীর্ণ তনু যার লেগে গমন করহ বেগে প্রাপ্ত হবে নিরুর্দ্বেগে প্রাণপুত্র শ্রীপতি ॥
সেস্থানে হয়ে বিদায় বাঁচাইতে বিচ্ছেদদায় দেন বার্ত্তা যশোদায় কহেন মুনি যতনে।
তার লাগি অতি কাতর মা তোর মাখনচোর শত বৎসর অগোচর আজি পাবি সে রতনে ॥
তৎসূত ত্রিতাপ বারি গোকুল মাত্র সবারি শোকাগ্নিতে দিবেন বারি কি ফল তার রোদনে।
ত্বরায় জাউন নন্দরায় মাতুলি চল ত্বরায় আর কেন্দ না উভরায় কৃষ্ণ বলে বদনে ॥
পুত্র আগমন প্রভাবে মধুমাখা মুনির ভাবে যুগলনয়ন ভাবে বলে নন্দ রমনী।
আমার দূর হবে কি দূরদৃষ্ট ইষ্ট কি পরাবেন ইষ্ট কৃষ্ণ কি মোর প্রাণকৃষ্ণ দিবে না বারহে মুনি ॥

অতঃপর গীত ও কথা
[২৫ গীত। রাগিনী সিন্ধু ভৈরবী। তাল যৎ
এস গো রাই রাজকুমারী ভেসো না আর নয়নজলে।
রাধে বিধি দিলেন বলে তোমার চিন্তামনির চিন্তানলে
বলে গেলেন মুনিবর, ত্যাজ ধূলায় লুণ্ঠিত কলেবর
রাধে অম্বর সম্বর পীতাম্বর শ্যামকে লো কুদিন আজি হারিলেন হরি
কর শীঘ্র গমন প্যারী এলেন কুরুবংশ ধ্বংশকারী কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞস্থলে ॥

একে বিচ্ছেদ উন্মাদিনী তাতে বিবাদিনী ননদিনী সদা ভাবিচ গো রাই বিনোদিনী
গোকুল অকুলে।
অন্তরে বুঝিলাম অন্ত ছিদেমের শাপ হলো অন্ত তুমি পাবে কান্ত আজি একান্ত চল
রাই শ্রীকান্ত বলে ॥

অতঃপর গীত ও কথা।

[৩৮ এক দ্বারী এসে কয় শুন রে বুড্‌ডি। নিকাল হিয়াছে তোড়েঙ্গে হাড্‌ডি ॥
ক্যা বাত কহে তো দোচার গণ্ডী। ব্রজকি গোয়ালিন ঝুট্টা রেণ্ডী ॥
বক বক কর না ক্যামজানা গাই। হোনে আই মহারাজন কি মাই ॥
কাঁহা রে লছমন ক্যাছা ধরম। কাহারে চৌবে গোল কাহে দ্বার মে।
ইয়াবৎ শুনকে কহে ফের দশরথ। ছোড় দেও রেণ্ডী কো শুন রে মারমত ॥
বদনাম ক্যা কাম রেণ্ডীকো আগলি। জো বাহা জো কাহা জানে দেও পাগলী ॥
ক্যা কাম ঝুট মুঠ নাম লেও রামকা। জবাব কর সাফ আপনে কাম কা ॥
না হক দেনা আদামীকো জালা। তোম নেহি দে তেহ হরি দেনেওয়ালা ॥

অতঃপর গীত ও কথা।

[৪৭ গীত। রাগিনী জয়জয়ন্তী তাল যৎ।
গ্রহণং কুরু হে গোবিন্দ সব নিবেদয়ামি। দৈন্য দ্বিজবরে কুরু ধন্যহে গোলকস্বামী ॥
ইন্দ্র ভোজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েছি আমি। কোথা পাব হে কেশব অন্নাভাবে ভ্রমি ॥
অতঃপর প্রহ্লাদচরিত্র পাঁচালী ॥
গীত। রাগিনী খাম্বাজ। তাল কায়ালি।
কর শ্রীনাথ অনাথে করুনা।
মন ভ্রান্ত তন্নাম স্মরনে না
শান্ত হলো না অবসান্ত দিবে এ ভ্রান্তমতি মন,
নিতান্ত করে হরি কৃতান্তবাসে যেতে বাসনা দুঃখ হরিবার কারণ
হরি হে · চরণ স্মরণ সদা করিবার কারণ।
বিনয়ে বলি বারবার, দুরাচার এ মানসে না শুনে খপুরসে
মন ত ভুলা[লে] যম যন্ত্রণা জলে হরি মন্ত্রণা। ভেবে করি কি মন্ত্রণা ॥
কথা।

প্রহ্লাদের ভাব দেখি কহিতেছে ষণ্ড। কি কাল ৫৭] [৫৮ হইলি ওরে অকালকুষ্মাণ্ড ॥
জনকের সুখ জনক সেই বিদ্যা পড়। শুন বার্ত্তা ও দুরাত্মা ও দুর্ব্বাক্য ছাড় ॥
মজালি কেনে হয়ে পুত্র তারি শত্রু গুণে। দোর্দ্দণ্ড প্রাণদণ্ড করিবে যদি শুনে ॥
প্রহ্লাদ কহেন গুরু করুন শাস্ত্রে দৃষ্ট। কে বধিবে জীবন সেই জীবন সেই কৃষ্ণ ॥
যে জন জীবন কৃষ্ণ প্রতি করে দ্বেষ। আপনার জীবন আপনি করে শেষ ॥
মুক্ত পাব আমি যাতে আছি তার বিহিতে। তুমি কেন আমারে রহিত কর হিতে ॥
যে জন নিষেধে কৃষ্ণবচন কহিতে। তার তুল্য শত্রু মম কে আছে মহীতে ॥
কি দোষে আমারে গুরু ফেলিবে অহিতে। হিত ভিন্ন অহিত কি করে পুরোহিতে ॥
প্রাণকৃষ্ণ নিন্দে প্রাণে পারিনে সহিতে। আলাপ করিলে কৃষ্ণদ্বেষীর সহিতে ॥
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কথায় না পারি রহিতে। গুরু আমি অন্য ভার পারিনে বহিতে ॥
করিলে সংসারবাঞ্ছা কি পুত্র দুহিতে। কি ফল দুর্গমে পড়ে অশেষ দ্রহিতে ॥
গুরু সে করোনা আমার মতিকে মোহিতে। ফেলনা পাপ আগুনে ত্রাদহ দুহিতে ॥
শুনে বাক্য কোপাক্ষ করিয়া ষণ্ড বলে। মজিলি মজালি ওরে কুলাঙ্গার ছেলে ॥
সর্ব্বদা সুশিক্ষ তোরে দিই শত শত। যাতে মানা করি হবি তাতেই তুই রত ॥
যাতে তুষ্ট হবে পিতা বদনে সেই ভাব ভাষ। কর শেষে শিশুবয়সে ও সব সন্ন্যাস নাশ ॥
তাড়না করি ৫৮] ৫৯ য়া ষণ্ড যত নিজ বলে বলে। তত শিশুর প্রেমধারা নয়নযুগলে গলে ॥
জপিছেন অবিশ্রাম শ্রীরাধা রমণে। প্রহ্লাদের প্রমাদ নগরবাসীগণে ॥

অতঃপর গীত ও কথা। [খণ্ডিত]

১৮ কৃষ্ণযাত্রা

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৮৭৫। পত্রসংখ্যা ১৩০। অখণ্ডিত। আকার ১১"×৮"। লিপিকাল আ. ১৩০ বৎসরের পূর্ববর্তী। আধার আধুনিক কাগজ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

টপ্পা আগমনি
তমা অধিন অকোরি ওহে গৃরি ধরি চরণে।
মঙ্গলারী অমঙ্গল দেখি সঅন সপনে।
হর আমার হরশনে বেড়াঅ শসানে
আমি দেখেলেম নঅনে
অন্ন'পন্ন'ার অন্ন বিনে বারি বহে দুনঅনে।
সংঙ্গেতে লএ গজানন শাঁঅরে কোরিএ আশন
মলিন শেই বিধুবদন মা মা বলে করে রোদন
ষুনে শঅ কি মাএর প্রাণে ॥২॥
জিবনবল্লব বল হোএচে দুর্ব্বল বল
.... .আন হে অচল নইলে খেএ হলাহল
জ্বিবন তেজিব জ্বিবন।
......সিদ্ধিঝলা গৃহবাশ নাই বেল্লতলা
গলাঅ তার হাড়ের মালা গৃরি বলে গৃরিবালা
আসবে গো তার চিন্তে কেনে।

তমার কাছে নিলাম শঙন ধরি তব ঐ সিচরণ
কাল পেএ কাল শম্ভু এশে সিঅরে ঘেরেচে শমন।
তাসিত হোএচি আমি তার তারা তিনঅনি
করমা দুর্গে আমার ভার্গে শমনভুবন গমন বারন
ষুনেচি মা বেদাগমে দুস্থ খণ্ডে দুর্গা নামে
নামের গুনে গরল প্রাণে জোই হল সেই ত্রিলচন।

অতঃপর সূচীপত্র

১	পোলের ঠাকরণ বিশঅ	মহড়া	চিতান	
২	ঠাকরণ বিশঅ	মহড়া	চিতান	দোলন
৩	পোলের জবাব	মহড়া	চিতান	দোলন
৪	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫	আগমনি	ঐ	ঐ	ঐ
৬	গোষ্ট রাখালের উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৭	ভজন আগমনি	ঐ	ঐ	ঐ
৮	মানের জবার	ঐ	ঐ	ঐ
৯	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১০	রূক্মিনির মানের জবাব	ঐ	ঐ	ঐ
১১	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১২	পাতন মান	ঐ	ঐ	ঐ
১৩	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪—১৫	পাতন দুর্জ্জঅ মান	ঐ	ঐ	ঐ
১৬—১৭	পাতন বিন্দ্যা উক্তি মাথুর	ঐ	ঐ	ঐ
১৮—১৯	জবাব চণ্ডিপূজার পদ উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
২০—২১	জাগউক্তি পাতন	ঐ	ঐ	ঐ
২২	পাতন জশদার খেদ উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
২৪—২৫	দুর্জ্জঅ মানের জবাব কৃষ্ণ উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
২৬—২৭	পাতন প্রভাশজজ্ঞ বিন্দে উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
২৮—২৯	জবাব জোগি উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৩০—৩১	জবাব মুবল রাজা দুর্জ্জো উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৩২—৩৩	জবাব জটিলে কুটিলের	ঐ	ঐ	ঐ
	আএনঘোশ উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪—৩৫	পাতন মন্দোদরি গন্ত	ঐ	ঐ	ঐ
	মধু দত্ত উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬—৩৭	পাতন অম্বরিশ রাজা উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৩৮—৩৯	পাতন লবকুশের যুদ্ধ	ঐ	ঐ	ঐ
	সিত্যার খেদউক্তি			

৪০—৪১	জবাব গো সিংহ অর্জ্জুন উক্তি	মহড়া	চিতান	দোলন
৪২—৪৩	জবাব ধির কৃষ্ণ উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৪৪	সিবের বন্দনা	ঐ	ঐ	ঐ
৪৫	পাতন মুবল শংবাদ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭	পাতন মুবল রাজা উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৫০	পাতন মদনের লহর	ঐ	ঐ	ঐ
৫৩	জজাতির লহর	ঐ	ঐ	ঐ
৫৫	মুলচনার লহর	ঐ	ঐ	ঐ
৫৭	গোপেরি বস্তহরণ	ঐ	ঐ	ঐ
৫৯	মশানের জবাব	ঐ	ঐ	ঐ
৬২	পাতন চির্শ্বসিংহ উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৬৪	মোহিনির লহর	ঐ	ঐ	ঐ
৬৬	দুর্জ্জোধনের গৃহ দগ্ধ	ঐ	ঐ	ঐ
৬৮	জবাব মুমুদ্রমন্তনে মোহিনির উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৭০	জবাব বস্তুহরণের	ঐ	ঐ	ঐ
৭২	জবাব শরাসন উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪	জবাব লবকুশের যুদ্ধ শ্রীরাম উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬	পাতন আএন ঘোশের লহর	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮	পাতন মুর্পনখার লহর	ঐ	ঐ	ঐ
৮০	পাতন শরাশন উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৮২	পাতন কালিনাগ উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৮৬	পাতন বালিরাজ উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৮৮	জবাব মুর্পনখা ইন্দ্রজিত উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৯০	পাতন পৃমিলো উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৯৩	পাতন উত্তরা উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৯৬	পাতন শোত্ত্যভামা উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
৯৮	পাতন রাম বনবাস বসিষ্ঠ উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
১০০	পাতন ধির উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
১০৩	পাতন বেহুলা শঙ্খদত্ত উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ

		মহড়া	চিতান	দোলন
১০৬	পাতন মশান সিমন্ত উক্তি	মহড়া	চিতান	দোলন
১১০	পাতন মশান খুল্লনা উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
১১৩	পাতন বানরাজা	ঐ	ঐ	ঐ
	মুনি উক্তি			ঐ
১১৬	জবাব বালি রাজার	ঐ	ঐ	ঐ
	শ্রীরাম উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
১১৮	পাতন অভিমন্য উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
১২০	জবাব বালিরাজা শ্রীরাম উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
১২২	জবাব পৃমিলে অর্জুন উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
১২৪	জবাব সিত্যার বনবাস	ঐ	ঐ	ঐ
১২৬	ঠাকরণ বিশঅ ভজন	ঐ	ঐ	ঐ
১২৭	জবাব মন্দোদরি গস্ত ইন্দজিত উক্তি	ঐ	ঐ	ঐ
১২৯	জবাব মুবলশংবাদ	ঐ	ঐ	ঐ

৭ শ্রীশ্রীহরি

[১ মহড়া পোলের ঠাকরণ বিশঅ

ও মা তুগের্গ এই কোলীযুগে মুখ জত মা দিলী ইংরেজে
মিনিমুতর গিরি জেমন : ভারথবর্ষের লোকে জেমন :
শাসনে রেখেচে :

কোরে নোতন ভোল : ভাসা পোল :
গঙ্গা বেন্দেচে।

গঙ্গা হোল সক্তিহাড়া : লজ্ঘে গেল গাড়ি ঘড়া
তাথে জুয়ার ভাটা কোমি বাড়া
পোল ভাসীচে সহজে ॥
অশাধ্য শাধনা শব হোচ্চে তোর তেজে।
কল বেদেচে আগুন জল মনে মনে ভাবচে কল
শে নকল কে জা······ কিবা······
আর জলে কলে রেলের গাড়ি চালিএ দিলে
আবার আগুনে বোট ভাশ্চে জলে ঝড় তুফান না মানে ॥
গেশের আলঅ এক আলতে শহরমুদ্র আল।

ও দিন পোরিমানে ধর্ম্মঘড়ি ঘড়ি ঘড়ি বাজতেছে ॥
চিত্যান
শোত্য তেতা দাপর কোলি শব তমার নিলে।
ও তিনযুগের খবর যুনেচি মা তারা গো হদ্য কোলিকালে ॥
মাটির ভিতর বশাএ নল তার ভিতরে আশ্চে জল
কোলিকেতা শহরে।
কথা তিপিনিতে জলের গড়া শহরে দেই জলের ছড়া
বড়মানুশ জারা নিচ্চে স্তার তেতাল উপরে ॥
নোতন নোতন সিষ্টি দেখে হর্ব্ব হোলো লোকে।
কলের কলিকেস্তা কোরেচ কালি কোলিযুগের বেভার বুজে ॥
তুমি শকল করচ্য ॥ হোলো কোলির দেবতা মেলেচ্ছ্য ॥
পাতকি ঘাতকি লোকে তারিতে
কি বল গঙ্গা মা তুমি মা আছ কলিতে।
দেখে পাপাচার পাপের ভার তুই মা বুঝি লুকাচ্য ॥

৭ শ্রীশ্রীহরিপদ ভরসা
পাতন দুর্জ্জঅ মান
মহড়া
[১৪ কালকার গত নিসি ওহে কালশসি তমার কাল হোএচে
এখন হোএচ কমলিনি মানতরঙ্গ মানে হে রবে না পেরি
ও শে সাম তিভঙ্গ লএ রাই রাগের বালিস
বালিশে রেখে অলিশ রিশ কোরে বিশের বাতি
পেরি তাই জেলেচে
কালিকার ছক বোলব কার কাছে
আমাঅ ডেকে বলে সৈই পেমে আর দিব না সৈই
হব জল সৈই কর সে অসৈই
কালার পেমে আর দিব না সৈই
হোল রাই কমলবাসি কালশোসি ঃ
হোল না আশা আসি রাগ বেড়েচে ॥
চিত্যান
সামের শংক্কেতে রাই মনে করে কুঞ্জেতে

রাইধ্বনি······কেশব শঙ্গিনি বলিলেন কুঞ্জ সাজাতে ॥
কেউ গাথে কুসুমের হার দেক্তে অতি চমৎকার
হারের কি বাহার গুঞ্জ ফুলের হার
সামের গলে বিনে সাজে কার
জতন করে ঘরে ঘরে রেখে পুষ্প ভারে ভার ॥
ফুলের বুকি কেউ তুলে নাছে পেলে গো
কালাচাঁদ আশবে বোলে অঙ্গে বাজে পাছে ॥

॥ দোলন ॥
পিরিত চিনবে সাম কেমন কোরে ।
তুমি অরসিক হও ব্রজপুরে ॥
পিরিতি তিন অক্ষ্যর অতি মনুহর
জার দাঅ নটবর পোড়েচ ফেরে ।
কথাএ পিরিতি সিকেচ শ্রীপতি সত্য কোরে সাম বল আমারে ॥
হোএ পেমেতে বিভলা দেখ দেখি ভলা
নারির পদ রাখে রিদমাঝারে ।

মহড়া
[১৫ লএ ভিক্ষ্যা ঝালা জাঅ হে চিকনকালা রাধা কুঞ্জবনে ।
কাল হের না মান কোরে রাই পণ করেচে বিছেদে বিধুমুখি ।
অনুরাগ বেড়েচে হবে না মানের অন্ত আর কেনে মিছে কথান্ত
সিকান্ত তোর পেমে রাই খেন্ত হোল মনে ।
সাম হে তোর দআ নাই মনে ।
কুঞ্জে এশে রাই ধনি পুহাইল রজনি লএ শঙ্গিনি বলে শজনি
কৈ এল গো সাম গুনমনি আশপথে নঅন দিএ
ছিল রাই কপালিনি ।
চাতক মেঘের রব সুনে বারি পানে গো
মেঘে কি পিপাশা জাঅ মিনি বোরিশনে ।

চিত্যান
পেএ জালাতন কুঞ্জবনে সুন সাম ।
শ্রীমতি নাই হে তার শে মতি তোর পৃতি শংপৃতি শে সাম ॥

মানেতে রাই কিশরি হোএচে তার কি শরির
জেমন কেশরি ওহে শ্রীহরি এখান হোতে কর শ্রীহরি
মুখের নিসি দুখেতে রাই পুহাইল শর্ব্বরি।
তখন বিন্দে কঅ বানি চিন্তেমনি হে উঠেচে দিনমনি
জাগল গুরুজনে।
জদি শাম হোতে পার জোগি।
কাল অংঙ্গে হরিভষ্ম মাখি।
রাধার মানতরঙ্গ তবে হবে ভঙ্গ সাজহে ত্রিভঙ্গ
না ধন বৈরাগি।
বেশ কোরে মুবেস কর রিশিকেশ ঢুলু ঢুলু জেমন করে অঁাখি
কণ্ঠে লএ হাড়ের মাল পোরে ফনির জাল
বম বম বোলে হঅ বিঅগি—১

১৯ কেচ্ছা আলি অলি

রচয়িতা অধম বালক, গরীব বরকত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৪১। পত্রসংখ্যা ৭৩। অখণ্ডিত। আকার ৮½"×৫½"। লিপিকাল আনুমানিক ১২০১ সাল। আধার তুলট। সত্যপীর পালার অভিনব কাহিনী। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

আল্লার কউসে এখন নোঙাইঞা মাথা। মোন দিঞা মুন পিরের কাল্লামের কথা॥
একীন করিঞা মুন পিরের কাহিনি। নিয়ত হাসিল হয় জার মানিলে সিরিনি॥
পির বলে ভজে জে থাকী তার কাছে। ধন দিঞা বক্তুর করি মাগি তার নছে॥
আল্লার কউসে এখন নোঙাইঞা মাথা। ৫] [৬ মোন দিঞা মুন খইরএ ছওদাগরের কথা॥

বার্ল্লক বলিঞা সহর ছিল দুনিঞার ভিতরে। খইরত নাম সওদাগর গুজরান করে ॥
গুজরান করেন সাধু তার নাই দায়। বহুত মালমার্ত্তা তারে দিঞাছে খোদায় ॥
হিরামন মানিক কত পরেষ পাথর। রজত কাঞ্চন কত আছে থরে থর ॥
সব ধোন আছে তার কিছুই নাই দুখ। বাঞ্ছা হঞা দেখে নাই বালকের মুখ ॥
আঁঠকুড়া করে তাথে করেয়েছেন করতার। এই বাতে দুনিঞাতে আছে গুনাগার ॥
এই হেতু কত দিন আছে ছওদাগর। বানিজ করিতে মোনে চিন্তিল অন্তর ॥
সওদাগরনিকে ডেকে লাগিল কহিতে। দুর দেস জাব আমি বানিজ করিতে ॥ ৬]
[৭ দুর দেসে জাবে সাধু মোনেত বুজিঞা। ঘরেত খরচ দিছে প্রচুর করিঞা ॥
নেয়ে ডেড়্যা মাঝি কত বোলাইঞা নিল। সাজন করিঞা ডিঙ্গা জলে ভাঁসাইল ॥
ভাসাইল চৌডিঙ্গা সোন তার কথা। বানিজ করিতে জেছে ছফর মুলুক জোথা ॥
আনন্তিনগর গেল অনেক দিবষে। নৌকা বান্ধিল তোথা মোনের হরিসে ॥
একমেগা নামে কাঠরিয়া দুনিঞাতে ছিল। সর্ত্তপিরের সির্ন্নি দিঞা বড়ই বাড়িল ॥
একদিন কাঠুরিআ আনন্দীত হঞা। পিরের সির্ন্নি করে নদীর তিরে জেঞা ॥
গ্যাতি কুটুম্ব আনিল সকলে। পিরের সির্ন্নি করে মোন কুতুহলে ॥
নৌ বাহিঞা সাধু আইল হেনকালে। আনন্দ দেখিঞা নৌকা লাগাইল কুলে ॥ ৭]
[৮ সাধু বলে অরে ভাই করি অবধান। কোন কর্ম্ম কর কহ মোর বির্দ্ধমান ॥
কাঠরিআ বলে সাধু মোন কর স্থির। দুনিঞাতে জাহির দেওান সর্ত্তপির ॥
তাহার সির্ন্নির মহিমা ভাই কী বলিতে জানি। মোনরত সির্দ্ধ হয় মানিলে সিরিনি ॥
অপুত্রের পুত্র্র হয় নিধনিআর ধোন। বন্ধ্নে থাকী তার বন্ধন বিমচন ॥
আন্ধলা আঁখি পায় সোঙরন কৈলে। উঠাইঞা দেন নৌকা দরিআএ ডুবিলে ॥
এত মনরত জদী ছওদাগর যুনিল। এক মোন করি সিরেতে বাদিল ॥
ছও[দা]গর বলে ভাই করি অবধান। অপুত্র্ক আছি আমি হকু সন্তান ॥
পুত্র্র বল্যা ফল জদী পির দেন মোরে। হাজার টাকার সির্ন্নি দিব সর্ত্তপিরের তরে ॥ ৮]
[৯ পিরের সির্ন্নি দিব বল্যে ছওদাগর বলে। আমিন আমিন করে ওঠিল সকলে ॥
ফুল সির্ন্নি দিল সেই ছওদাগরের হাতে। একীদা সাবুদ কর্য়া বান্ধে মাথার পাগে ॥
বানিজ করিতে আমি এলাম দুরন্তরে। বড়ই বানিজ আর্ল্লা মিলাইল মোরে ॥
নৌকা বাহিঞা সাধু করিল গোমন। বর্ল্লক সহরে এস্যা দিল দরসন ॥
বার বার্চ্ছর বই সাধু ঘর চল্যে এল্য। ছওদাগন্নি জেঞা খাড়িহ যবে হইল ॥
সওদাগর বলে রামা মোন কর স্থির। দুনিঞাতে জাহির দেওান সর্ত্তপির ॥
একমেঘা নামে কাঠরিআ দুনিঞাতে ছিল। সর্ত্তপিরের সির্ন্নি দিঞা বড়ই বাড়িল ॥

ফুল সির্ন্নি নিঞাছি একীন করিঞা। গোছল করহ তুমি সরবরে জেঞা ॥ ৯]
[১০ খামিদের কথা নারি কানেতে ষুনিঞা। গোছল করিল নারি সরবরে জেঞা ॥
(একীদা সাবুদ কর‍্যা ফুল সির্ন্নি খেল্য।)
বার বর্চ্ছের বই হইল মোলাকাত। পাতসা অজিরে রহিল একসাত ॥
একীদা সাবুদ কর‍্যা ফুল সির্ন্নি খেল্য। সেই দিন সেই খেন গর্ব্ব রঞা গেল ॥
রজ বির্জ্জে খুমির হইল প্রথ[ম] মাসে। গর্ব্ব মৈথুনে তনু বাড়ে দিস্যা দিসে ॥
আর আতস খারবাদ হইল মিলন। দধির পসরাখি পত্রদাষকোম্বল ॥
দোয়জ মাসে থির রহিল নিশ্চ্ছলে। একত্রে হইল তনু মুল কোর্ম্মল ॥
আর জল দধি আত্র বৈসে সতদল কোম্বল ॥
তেয়জ মাসে হইল তোনের আকার। রন্ধে রন্ধে সঞ্চে সঞ্চে লাগিল সঞ্চার ॥
নাসক দধি আত্র বৈসে ভাটি আর উজানি। মিনি তাগে মিনি ষুতে চামের ছাওনি।
রন্ধে পাষকায় দেখ্য খোদা ওস্কার। পাঁচ ভাই সমেত বৈসে মোনাএ ভোমর ॥ ১০]
[১১ পাঠাইঞা দেসে আপনি পহরি। খেম চিন হেউত পবন পহরি ॥
এক দুই তিন মাস হৈল জানাজানি। আন দিনে আন মুর্ত্তি সাধুর রমনি ॥
ছ রাতে ওজান হৈল ছওদাগর নিরমুখ। দেখিঞা ত ছওদাগরে বাড়ি গেল ষুখ ॥
এক দুই তিন চারি পাচ ছয় মাসে। উলটিঞা তোলা মোলা গর্ব্ব নিছে পাষে ॥
অষ্ট মাষে বৈসে গেল তোলের আকার। নয় মাসে বন্ধে বন্ধে লাগিল সঞ্চার ॥
সন্যস্থলে মুলাকাত হইল ষুভ মাসে। দসমিতে লাগে তালি ঘনে বহে সাসে ॥
দষ মাসে খোলা গেল লোহার কেঙাড়। প্রস[ব] হইল নারি মহলের আড় ॥
চন্দ্রবদনি রামা অবন্নে লোটায়। ছাওাল মানিক দুটি প্রস[ব] হইল তায় ॥
কাঞ্চনজড়িত কির‍্যা ষুর্জ্জ প্রকাসিল। ১১] [১২ ছাওালের রূপে ঘর উজ্জালা হইল ॥
একটির কারনে সাধু মানান মেন্যাছিল। জাঙ জঙক দুই বালক তার ঘরে হৈল ॥
আঁঠকুড়ার ঘরে দুই হইল ফরজোন্দ। আছমান জমিন তার হইল রোসন ॥
পাঁচ দিনে বালকের পাচটি ধরিল। একুস্যা আসিঞা তখন উপনিত হইল ॥
নাম রাখিবার তরে সাধুর মোনে পড়্যা গেল। সহরের কোটালে নিল বোলাইঞা ॥
ষুবুন্নের সিরপাও তার মস্তকে বান্ধিঞা। ব্রাহ্মন আনিতে তখন দিছে পাঠাইঞা ॥
ছওদাগর বলে কোটাল ষুনহ বচন। দুটি বাছার নাম রাখিব আনগা বামন ॥
ব্রাহ্মন আনিবার তরে বলিছিল মুরে। অনাথের নাথ তাহা জানিল অন্তরে ॥
আমি বালক দিলাম খেরতের ঘরে। আমি বেগর বাছার নাম কে রাখিতে পারে ॥ ১২]
[১৩ সহরের ব্রাহ্মনে পির ফিকীর করে। ভিক্ষ্যা মাগিবারে তার দুর দেষে [ফেরে ॥]

সহরে ঘরে ঘরে কোটাল বেড়ায় খুজিঞা। পেরেসমান হৈল কোটাল ব্রাহ্মন নাই পাঞা ॥
ব্রাহ্মর্ন না পাঞা পেরেষমান হঞা। পেলাম নাই বামন আমি বলিছি গা জেঞা ॥
অনাথের নাথ আমার সত্তনারায়ন। নাম রাখিবার তরে হছেন ব্রাহ্মর্ন।
তসরের জোর পির পরিধান করিঞা। লক্ষি টাকার পটুকা মস্তকে বান্ধিঞা ॥
মুবর্ণ পৈত্যা কান্ধে চুআ চন্দন গায়। বগলে করিঞা পুথি ধিরি ধিরি জায় ॥
বটবৃরিক্ষী একট রাহের ওপর ছিল। মএআ কর্য়া সর্ত্তপির সেইখানে বসিল ॥
পেরেসমান হঞা কোটাল সেই পথে জায়। পথের ওপর ব্রাহ্মন বৈসে দেখিবারে পায় ॥
দুরে থেকে দেখে কোটাল ব্রাহ্মনের আকার। ১৩] [১৪ ভূমিষ্ট হইঞা কোটাল করেন নমস্কার ॥
কোটালিআ বলে প্রভু করি নিবেদন। ছওদাগরের ঘরে হলিছে ছোর্ন্নার নন্দন ॥
আঁঠকুড়ার ঘরে জদী হইল ফরজোন্দ। আছমান জমিন তার হলিছে রোওসন ॥
আমাকে পাঠাইল ব্রাহ্মনের তরে। তামাম সহর আমি ফিরিলাম ঘরে ঘরে ॥
তোমাকে দেখিলাম আমি রাহের ওপরে। ধিরি ধিরি জদী চল খেঁরতের ঘরে ॥
তার ঘরে জাও জদী মুন হে ব্রাহ্মন। মান একরাম পাবে বহুত কীছু ধন ॥
ব্রাহ্মর্ন বলে বাছা তোর আগে বলি। বৃধ ব্রাহ্মর্ন আমি চল্যা জেত্যা নারি ॥
কোটালিআ বলে নানা ছন্দে। চলে জেত্যে নার তবে কর্য়া নিএ কন্ধে।
মুনিঞা ব্রাহ্মন বলে নানা ছন্দে। বাপের কালে নাই চড়ি কারূ কন্ধে ॥
ব্রাহ্মনে বলেন বাছা মুন তড়ারড়ি। ধিরি ধিরি চল জাছি ছওদাগরের বাড়ি ॥ ১৪]
[১৫ কোটালিআ জায় তখন আগু আগু ধেঞা। পাছু জেছেন সর্ত্তপির ই মাআ পাতাঞা।
অনাথের নাথ পির ভাবেন মোনে মোনে। কতক্ষ্যান জাব আমি কোটালিআ সোনে ॥
অনাথের নাথ পির কি করিতে নারে। তিলমাত্র্ চল্যে গেল খের্রতের ঘরে ॥
পাছু পানে কোটালিআ তাকীঞা চায়। কোথা গেল ব্রাহ্ম্ বোটা দেখিতে না পায় ॥
না পেলাম ব্রাহ্মনে বলিগা ছওদাগরে। পেরেসান হঞা জায় সাধুর ঘরে ॥
পেরেসমান হইঞা কোটাল ভাবে মোনে[মন]। ছওদাগরের ঘরে জেএ দেখিল বামন ॥
বসিবাকে এন্যা দিল সোনার সিঙ্গাসন।
সিঙ্গাসন দেখ্যা মোনে মোনে হাসি। বাপের কালেরে ইহাতে নাই বসি ॥ ১৫]
[১৬ ব্রাহ্মর্ন বলে জদী তোর ছর্দ্দা থাকে। এক মুঠা খেড় তবে এন্যা দে আমাকে ॥
একমুঠা খেড় তখন আনিঞা ত দিল। আসন ভিড়িঞা পির তাহাতে বসিল ॥
আত্রসার ঘটী করিল প্রতন। পঞ্জীকা দেখিঞা নাম রাখিছে তখন ॥
উর্ত্তর দক্ষ্যিন পুর্ব্ব পশ্চিম খড়ির দিল রেখ। সর্গ্ মর্ত্ত পাতালে খড়ি লাগিল প্রত্তেক ॥

ব্রাহ্মর্ন বলেন সাধু তোরে আমি বলি। দুটী বাছার নাম রৈল আলি আর অলি ॥
আলি অলি নাম জখন ব্রাহ্মর্ন রাখিল। ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধোন ব্রাহ্মর্নকে দিল ॥
ব্রাহ্মন বলেন সাধু বলি জে তোমারে। কার তরে ধোন নিব কেহু নাই ঘরে ॥
মালমাত্তা নাই নিব যুন সাধু ভাই। ভক্ষীআ ব্রাহ্মর্ন মোর ঘরে কেহু নাই ॥ ১৬]
[১৭ আলি অলি দুটি বালক কোলেত করিঞা। ব্রাহ্মর্নের সাক্ষ্যাতে দুটি বালক দিলেক আনিঞা ॥
দুটি বালক ব্রাহ্মর্ন কোলে করে নিল। অঝর নআনে বহুত কান্দিতে লাগিল ॥
ছওদাগর বলে যুন ঠাকুর ব্রাহ্মর্ন। দুটি বালক কোলে কর‍্যো কান্দ কী কারন ॥
ব্রাহ্মন বলেন সাধু বলি জে তোমারে। বড়ই কসনা আছে বালকের ওপরে ॥
তিন মাসের ওর্ম্মর হইবে জখন। বড় দুক্ষ্য পাইবেক ইহারা ভাই দুই জোন ॥
এতেক বচন জখন ছওদাগর যুনিল। বুক বিদরিঞা বহুত কান্দিতে লাগিল ॥
স এক টাকা বাটায় করিঞা। ব্রাহ্মর্নের হযুরে দিলেক ধরিঞা ॥
ব্রাহ্মর্ন বলেন সাধু বলি জে তোমারে। এই টাকা সির্ম্নি দিহ সর্ত্তপিরের তরে ॥ ১৭]
[১৮ বারে বারে বলি আমি মোন কর স্থির। মেহেরবান হবেন দেওান সর্ত্তপির ॥
বারে বারে পির সিম্নি দিতে কহিঞা। সেখান হইতে ব্রাহ্মর্ন গেল গাএব হঞা ॥
সির্নি দিতে বল্যে গেল পাসরিল মোনে। সেই অফরা[দ] পেলেন সর্ত্তপির দেওানে ॥
সিন্নি মেন্যা ছওদাগর সিম্নি নাই দীল। সেই অফরাদ আমার সত্তপির পাইল ॥
আচম্বিতে আলি অলির মা মর‍্যা গেল।
মর‍্যা গেল ছওদাগরনি আর কেহু নাই। অনাথ হইল তারা দুটি ভাই ॥
দুনিঞার বিচে ভাই মা বড়ই ধন। জার মা নাই তার বৃথাই জীবন ॥
মাএর জেমন প্রান পোড়ে বাছার তেমন নয়। মাতারি বিহনে বাছার' তনু ধুলায় লোটায় ॥
জদী বা মাএর বাছা জায় দুরন্তরে। ঘরে থাকীলে মা ভাল থাকে ঘরে ॥ ১৮]
[১৯ জদী বা বিপদ হয় দুরন্তরে। কানিনি মাএর প্রান পোড়এ অন্তরে ॥
মর্চ্ছে জানে গহিন গম্ভির পক্ষ্যে জানে ডাল। মা জানে বাছার বেদন প্রান পোড়ে জার ॥
মর‍্যা গেল ছওদাগরনি না পায় দেখিতে। বালক প্রবদ আমি করিব কেমতে ॥
দুগ্ধের ছাওাল সে প্রবোধ নাই মানে। অভিরিতে কান্দে তারা মাএর কারণে ॥
কহর হইল বড় বলি তড়াবড়ি। তিন রোজ সাধুর ঘরে না চড়িল হাড়ি ॥
গোর কাফন কৈল মৌতাকান্দ ন্দিঞা। কহর হইল বড় দুটি বাছা নিঞা ॥
সত্তিপির বলেন জদী আলি অলি মরে। সর্ত্তিপির বল্য তবে কে বলিবে মোরে ॥
অন্তবেস্ত হলেন পির বালকের লাগিঞা। সাধুর ঘর জেছে গলে কাথা দীঞা ॥ ১৯]

[২০ নেগট বান্দিঞা কীস্তী বান্দিছেন কোমরে। দড়িকড়ি গেঁথ্যা নিলেন গলার ওপরে ॥
ধিরি ধিরি নারায়ন করিলেন গোমন। খৈরতের ঘরে জ্রেঞা দীলেন দরসন ॥
দুআরে আসিঞা বলে দম দম মাদার। হরঘড়ি বলেন হক রহম আল্লার ॥
ফকীরের আওাজে সাধু আইল বাহিরে। মিনতি করিঞা কথা বলে ধিরে ধিরে ॥
দেওান বলেন রে বাছা সোন মেরা বাত। তিন দিনের ফাকা আছি মো খিলাও ভাত ॥
ছওদাগর বলে ছাহেব ষুন মেরা বাত। আর এক গ্রহস্তের ঘরে মেগ্যা খাওগা ভাত ॥
ফকীর বলেন বাছা বলি জে তোমারে। সকল সহর ফিরিলাম ঘরে ঘরে ॥
তোর ঘরে এলাম আমি বড় আসা করে। ছওদাগরের ঘরে ভাত খাব ওদর ভর্যা ॥
অচর্ম্মিতে ছওদাগরনি গেলিছে মরিঞা। কেবা ভাত তোমাকে দিবেক পাকাঞা ॥ ২০]
[২১ ফকীর বলেন সাধু তোমাকে সোমজাই। খানা না খেলে আমি ওঠ্যা জাব নাই ॥
জত হবেক ভাত না পাকাবে তুমি। তোমার দরজাতে পড়্যা রহিলাম আমি ॥
কোলের ছাওাল সেই প্রবদ নাই মানে। অভিরত কান্দে তারা মাএর কারনে ॥
কতি জাবেক ছওাল দুট জাবেক মরিঞা। কিছু ছাওাব করিগা ফকীরকে ভাত দিঞা ॥
আলি অলি দুটি ভাই ধুলায় পড়্যা কান্দে। অনাথের নাথ পির বলিছেন তাহারে ॥
কতখন হইবেক ভাত পাকাইবে তুমি। হিরুআন দুটি বাছা কোলে করি আমি ॥
ফকীরের আওাজ তখন ছওদাগর ষুনিঞা। কোলে কর্যা দুটি বাছা দিলেন আনিঞা ॥
জেইমাত্র বালক দুটি ফকীর কোলে কৈল। মাএর কোলেতে জেন বাছা আরপেল ॥ ২১]
[২২ উর্দ্ধসাসে কান্দিছিল কর্যা মহারোল। আরাম পাইল বালক ফকীরের কোল ॥
বালকের আরাম সাধু নআনে দেখিঞা। ছিতার কর্যা ভাত আনে পাকাইঞা ॥
ছিতাব করিঞা ফকিরকে দিল ভাত। কহিতে লাগিল সাধু জোড় কর্যা হাত ॥
আলমপানা ছালামত বলিএ তোমারে। মেহেরবানকী কর জদী থাক আমার ঘরে ॥
কেন্দে কেন্দে ধরিছে ফকীরের চরন। আমার আলি অলি দুটি বাছার করিবে পালন ॥
ফকীর বলে আমি ওহাই চাই। কাঙ্গাল ফকীর আমার ঘরে কেহু নাই ॥
একমোঠা খেতে পাইলে থাকী তোর ঘরে। পালন করিব তোর দুটি বালকেরে ॥
এইমোতে দুটি বাছার করেন পালন। রোজ বরোজ বাড়েন ভাই দুই জোন ॥
এইমোতে পাঁচ বর্চ্ছ'র করিলেন পালন। মেহেরবান হছে তাখে সত্তিনারায়ন ॥ ২২]
[২৩ খুব জোরআর হৈছে তাহারা দুটি ভাই। তাহাদের সোমান বালক সহরে কেহু নাই ॥
ছওদাগর আছে পালঙ্গে বসিঞা। সেইখানকে গেল ফকির ছাওাল দুটি লঞা ॥
খুব জোরআর হৈল ইহারা দুটি ভাই। নাও জে আপ জাদু আমি ডেরে জাই ॥
এতেক বচন জখন ছওদাগর ষুনিল। অঝর নআনে বহুত কান্দিতে লাগিল ॥

কেন্দ্যা কেন্দ্যা ধরিছেন সাধু ফকীরের চরনে। আলি অলির মাঁ আমার মৈল এত দীনে ॥
সএক টাকা সাধু বাটায় পুরিঞা। ফকীরের হযুরে তবে দিলেন ধরিঞা ॥
ফকীর বলে সাধু তোমারে সোমজাই। কার তরে ধোন নিব ঘরে কেহু নাই ॥
মালমর্ত্তা নাই নিব সোন সাধু ভাই। তোমারে করিঞা দোআ ডেরে চল্যে জাই ॥
ছওদাগরের কাছে ফকীর বিদায় হঞা। অনাথের নাথ পির গেলেন মিলাঞা ॥ ২৩]
[২৪ ছাওদাগর বস্যে আছে দুটি বাছা লঞা। বহুত মেহের করেন বালকের লাগিঞা ॥
এইমতে কথোক দিন করেন গুজরান। কি জানি খিআল হৈল আল্লার ফরমান ॥
এক গ্রহস্তের বহু করেছেন পআন। ছওদাঘরের ঘরে গেল কুটিবাকে ধান ॥
দুগ্ধের ছাওাল জেছে পাছু রাখিঞা। পেছু পেছু জেছে কেন্দ্যে মা মা বলিঞা ॥
মা মা বলিঞা পাছু কেন্দ্যে জায়। আলি অলি দুই ভাই তাহা যুনিবারে পায় ॥
আলি বলে অলি ভাই তোমাকে সোমজাই। আমাদের মা কেনে দুনিঞার বিচে নাই ॥
সকল লোকের মা দেখিছি ঘরে ঘরে। আমাদের মা নাই দুনিআর ভিতরে ॥
চল চল অরে ভাই বাবার কাছে জাব। বাবা যুধাইলেরে মাএর খবর পাব ॥
ছল ছল দুটি আখি জেছে দুটি ভাই। কয় দেখি বাবা আমাদের মা কেনে নাই ॥ ২৪]
[২৫ বেগর মাএতে পএদা হলছি দুটি ভাই। আমাদের মাঁ কই তোমাকে সোমজাই ॥
ছওদাগর যুনিল জদী বালকের তুণ্ডে। আকাষ ভাঙ্গ্যা পড়িল ছাওদাগরের মুণ্ডে ॥
জদী বলিব তোদের মা গেলিছে মরিঞা। অনাথ পাচিরে বাছা মাএর লাগিঞা ॥
কেন্দ্যে কেন্দ্যে বলিছেন খৈরত ছওদাগর। মোন দীঞা সোন বাছা মাএর খবর ॥
এক রোজ তোর মাঁ দাগাবাজি কৈল। গোশ্ছাঁ সামালিতে নেকে অনেক মারিল ॥
আমার সাতে সে ঝগড়া করিঞা। পাঁচ বশ্ছর আছে রে মা বাপের ঘড় জেঞা ॥
আলি অলি বলে বাবা তোমারে সোমজাই। রাহা কতদুর আমরা জাই দুই ভাই ॥
খৈরত বলে বাছা তোমাকে সোমজাই। তিন রোজের রাহা তোমরা কেমনে জাবে দুই ভাই ॥
খৈরত যুনিঞা বহুত ভাবে মোনে মোনে। তিন রোজের রাহা বটে জাইবি কেমনে ॥ ২৫]
[২৬ পালঙ্গ ওপরে বৈসে থাক দুই ভা[ই]। আমি এন্যা দেখাইছি মোনকথা নাই ॥
বালকে প্রবধ সাধু করে এই মোতে। আলি অলির মা আমি পাব কোথা গেলে ॥
মর্যা গেল ছওদাগরনি না পাই দেখিতে। বালক প্রবধ আমি করিব কেমতে ॥
এতেক ভাবনা সাধু অন্তরে ভাবিঞা। রূপিআ মহুর নিল সঙ্গেত করিঞা ॥
সঙ্কুকা সহর বল্যা ছিল দুনঞা পরে। ছুরত নাম ছওদাগর গুজরান করে ॥
ছুরত বলিঞা নাম রঙ্গ পরিপাটি। মল্লিকা বলিঞা তার ছিল এক বেটি ॥

সিআনি কন্যা ছিল ছুরতের ঘরে। বহুত মার্ত্তা দিঞা সাধু তারে বিভ্যা করে ॥
মল্লিকার কথা কীছু বুজা নাহি জায়। রাত্র‍্য দিন মল্লিক কুন্দলভেজায় ॥
জেদিনে মল্লিক কুন্দল নাহি পায়। বেনাগাছে জেঞা চুল জড়ায় ॥
সাদি কর্য়া সওদাগর রহিলেন সেইখানে। আলি অলির দুটি বাছা কথা কহিছে তার কানে ॥ ২৬]

[২৭ মাছোড় দোটী বাছা আছে মো ঘরে। তোমাকে করিলাম সাদি তাহার খাতিরে ॥
জখন আসিবে তারা মা মা বলিঞা ॥ তাহারে করিহ কোলে পিআর করিঞা ॥
মল্লিকা বলেন গোসাই তোমাকে সোমজাই। কেমনে হইবেক প্রতিত ওর্দ্রে ধরি নাই ॥
তুমি খামিদ দিবে পুত্র‍্য আমা বরাবরে। ঞেখের পুথুলি করিব নআন ওপরে ॥
বালকে খ[ব]র সাধু সেইখানে কহিঞা। বল্ল্য‍ক সহর এস্যে পোহুঁছিল সিঞা ॥
সাজ্জন বাজনে দেখ ঘরে চলে এল্য। ঘরে থেকে আলি অলি দেখিবারে পাইল ॥
দুরে থেকে দুই ভাই বাপকে দেখ্যিঞা। দৌড়াদৌড়ি এল তারা মা মা বলিঞা ॥
আলি অলি বলে বাবা তোমারে সোমজাই। দেখাহ দেখি আমদের মাঁ কোন ঠাই ॥ ২৭]
[২৮ খৈরত বলে বাছা বলিএ তোমারে। তোদের মা আছে মাপার ভিতরে ॥
দুরে থেক্যে ছাওদাগর দিল দেখাইঞা। দৌড়াদৌড়ী এল্য দুই ভাই মা মা বলিঞ্র] ॥
ওআড় তুলিঞা তবে ডুলিতে সাঁমাএ। ষুন গো বেদিল মা তোর দআ নাই ॥
কারনে জানিলাম গো কঠিন তোমার হিআ। বালক বলিঞা কীঞ্চীত নাই দআ ॥
আপনার মা বল্যে বলে দুই জোন। পরে কীব্যা জানে সেই পরের বেদন ॥
সতমাএর কথাগুলি মধুরস বানি। হেঁটে গাছ কাট্যে ওপরে ঢালে পানি ॥
অন্তরে নাই দআ মুখে পিআর করে। নানা ছলা মাআ কর্য়ে কহে লাডকারে ॥
আহা মরি মরি বাছা তোদের বালাই জাই। আমা বেগর কত দুখ পাইলে দুটি ভাই ॥ ২৮]
[২৯ আমি সহ হঞাছিলাম মা বাপের ঘরে। আমা বেগর কত দুখ্য পাইল দুই সহদরে ॥
ছওদাগরনি দুটি বাছা তুল্যা নিছে কোলে। লক্ষ্য লক্ষ্য চুম্ব দিছে বদনকোমলে ॥
বালকের পিআর সাধু নজরে দেখিঞা। হাথে হাথে দুটি বাছা দিছেন ষুপিঞা ॥
ছওদাগর বলে রামা ষুন আমার বানি। পালন করিবে দুটি আমার জাদুমুনি ॥
মল্লিকা বলে কথা ষুন হে গোসাই। কেমনে প্রতিত জাবে ওদরে ধরি নাই ॥
তুমি খামিদ ষুপ্যা দিলে মোর মোর হাতে। এখেঁর পুথুলি করিব নআনের সাতে ॥
এইমোতে কথদিন গুজরিঞা জায়। অদিষ্টের লিখন কারু রদ নাই জায় ॥
সওদাগর বলে দেখ মল্লিকার তটে। বস্যা খেত্যে দেখ রাজার ভাড়ার নাই আঁটে ॥
তুমি থাকীবে আপন সরমনিঞা ঘরে। পালন করিবে আমার দুটি লাড়ীকারে ॥ ২৯]

[৩০ মল্লিকা বলেন ষুন হে গোসাই। কেমনে প্রতিত জাবে ওদরে ধরি নাই ॥
দুরদেশ জাব আমি বানিজ্ঞ লাগিঞা। ঘরেত থাকীবে তুমি দুটি বাছা নিঞা ॥
নিআ ডাঁড়ি মাঝি কত সঙ্গে কর‍্যা নিল। সাজন করিঞা ডিঙ্গা জলে ভাসাইল ॥
অনন্তিনগর গেল অনেক দিবসে। নৌকা বান্ধিল তোথা মোনের হরিসে ॥
এছা ভাতি ছয় মাহিনা গেল গুজরিঞা। মল্লিকা ভাবিছে তখন ঘরেত বসিঞা ॥
চালু ধান্য নহে জৌবন বাখারি বেন্ধ্যা থোব। সোনা সঙ্ক নহে জৌবন হাতে কানে নিব ॥
ই রূপ জৌবন আমি কাহাকে ষুপিব।
বিভা কর‍্যে ছওদাগর দুরদেসে গেল।
ছাঁচ পাঁচ ভাবে মাগি মোন নহে স্থির। গোছলের বানা কর‍্যে হইল বাহির ॥
বিরহে অন্তর তার সর্ব্বক্ষ্যন ডহে। চঞ্চল নআন কর‍্যে চারি পানে চাহে ॥
এক বাদসার মোগল জায় রাহের ওপরে। ৩০] [৩১ দুরে থেক্যে মল্লিকা দেখিল নজরে ॥
বাদসার মোগল সেই খুবছুরত ধরে। বিকল হইল মাগি দেখিঞা তাহারে ॥
লাজ ভয় কুল দেখ সব তিআগিঞা। ছিফাইএর কাছে গেল হাসিঞা হাসিঞা ॥
কহিতে লাগিল কথা জোড় করি হাথ। সোন হে মোগ[ল] তুমি অনাথের নাথ ॥
আমার খামিদ গেল বানিয করিবারে। বার বর্চ্ছ'র হৈল এখ নাই আইল ঘরে ॥
কি জানি বানিজে কোন পথে গেল। কোথা বিপাকে পড়্যা ন ডুবি হৈল ॥
তুমি এস্যা বস্য আমার পালঙ্গ উপরে। জোড়হাত কর‍্যে কন্যা বলে ধিরে ধিরে ॥
ছওদাগরের ঘরে মালিঅতে বলাই কমি। পালঙ্গ ওপরে কেবল বস্যা থাকীবে তুমি ॥
ষুনিঞা মোগল ভাবেন মোনে মোনে। মর্ম্ম না জানিঞা আমি জাইব কেমনে ॥ ৩১]
[৩২ মর্ম্ম না জানিঞা বাত্র্যা জেবা জোনা কয়। পরিনামে যুক্তি বিচার ভাল নয় ॥
আগেত জানিঞা মর্ম্ম পশ্চ্যাত ষুনিব। কিব্যা জাতি কুল সিল প্রথমে জানিব ॥
মোগল বলে নারি তুঞী নিঞা জাবি মোরে। বল দেখি আর কেবা আছে তোর ঘরে ॥
নারি বলে ষুন মোগোল গোসাই। সতিনির দুটি বাছা আর কেহু নাই ॥
অল্পকালেতে তাদের মা মরে গেল। দুতিআ পক্ষ্যাতে সাধু মোরে সাদী কৈল ॥
সেই দুট বালক আছে মোর ঘরে। বএসে নবিন তারা কী করিতে পারে ॥
মোগল বলে তবে তোমার আছে লেঠা। তোমাখে জে বৈরি হবে তোমার সতিনের বেটা ॥
সতিনের বালক দুটি মারিতে পারিষ ঘরে। তবে জেঞ্য তোর আমী পালঙ্গ ওপরে ॥ ৩২]
[৩৩ নারি বলে ষুন মোগল গোসাই। এখনি মারিব আমি ওর্দ্রে ধরি নাই ॥

মোগলে মুঞা মাগি মুক্তা এই কথা। বালক দুটি মারিতে হইল আনমর্ত্তা ॥
পিরের মেহের অধিন তৈয়বে এ রস গায়। আর্ল্লা হো রছুল বল ভাই দু[খ] দুরে জায় ॥

ত্রিপতি ছন্দ ॥

মোগল ঘোড়াতে আছে কন্যা ডাড়াইল কাছে জোড়হাতে ডাড়াইল হযুরে।
নারি বলে বলি আমি এইখানে থাক তুমি কেনে জাবে মরিবার খাতিরে ॥
মোগল বলে জাবে তুমি একেলা থাকীব আমি আমাকে রখিঞা জাবে ঘরে।
তোমার বালক আছে মিঞা জাবে তার কাছে সবধানে মারিবেক আমারে ॥
নারি বলে মুন তুমি উপায় করিব আমি জদী বা কারায় দাও মোরে। ৩৩]
[৩৪ তোমার কারার পই তবে আমি ঘরে জাই বালক বল্যা ধরি নাই ওদরে ॥
মোগলে সেইখানে থুঞে এল্যো মাগি ঘরে ধেঞা বালক দুটি মারিবার তরে।
বুর্দ্ধিমান নৌড়ি ছিল তারে বোলাইঞা নিল আলি অলি কোন বুর্দ্ধে মরে ॥
বান্দী বলে মুন তুমি উপায় করিব আমি খৈরতের কিব্যা নাই ধোন।
পালঙ্গে বৈসহ তুমি উপায় করিছি আমি মানসকে মারিতে কতক্ষ্যন ॥
খৈরতের ঘরে ভাই মালিঅতের কমি নাই সকল জীনিষ তার ছিল।
আসিঞা আপন ডেরে খুজিঞা ভাণ্ডারঘরে জহর নিকালিঞা নিল ॥
একেত জহর পানি তাহাতে মিসাঞা চিনি ফিকীর কৈল মারিবার লাগিঞা।
আলি অলি বলিঞা পিআর করিঞা ডাকে মাগি মারিবার লাগিঞা ॥
তারা ভাই দুই জনে সহরের বালকের সোনে খোলা করে আপনার মোনে। ৩৪]
[৩৫ সতমা ফিকির কর‍্যা মারিতে জহরে ধর‍্যা আলি অলি কীছুই নাই জানে ॥
আলি বলে অলি ভাই চলরে সিতারি জাই আজ মঁা বড় দআ করে।
আজি ভাগ্য হৈল মোরে সিতারি জাইব ডেরে বিধি বাম বালকের ওপরে ॥
বাবা পারা ঘর এল তাহার সোমাচার পাইল তেঞী মঁা ডাকে উভরায়।
চল্যা জেছে দুটি জোনে সর্ত্তপির ভাবি মোনে অধম বালকে ইহা গায় ॥

মাএর আওজ পেঞা দুটি ভাই আইল ধাঞা খাড়া হইল মাএর হযুরে।
আলি অলি কুতুহলি মাএর হুযুরে বলি মা ডাকিছিলে কীসের খাতিরে ॥
বালকের মুনিঞা বানি বলে মাগি দোচারিনি বিভলে করিছ তোরা খেলা।
কীছু খেত্যে পাও নাই ঘরে মাএর প্রান কেমন করে আকাষেরে তিন প্রহর বেলা ॥ ৩৫]
[৩৬ নবাতে সরবত করি [কর] রেখেছি কাটরা ভরি দুই ভাই খাওগা বাটিঞা।

অভাগি মাএর মোন   হিআ ডহে সর্ব্বক্ষ্যন   প্রান পোড়ে তোদের লাগিঞা ॥
মাএর য়ুনিঞা বানি   সরবতের পিআলা আনি   বাটিঞা লইল সেই ঠাঞী।
সতমা ফিকির কৈল   মারিতে জহর দিল   জহর খাইল দুটি ভাই ॥
ইজিদা কোটুন ছিল   এমামে জহর দিল   বেইমান ঘরের গোলাম।
ইমাম পিআসের জোরে   জাইঞা দোস্তের ডেরে   না জানিঞা খাইলেন তামাম ॥
ভাল মোন্দ নাই জানি   খেলেন জহরপানি   লেটেল মিঞা পালঙ্গ ওপরে।
ইলাহির হুকুম ছিল   ইমামের মওত হৈল   তেছাই হইল আলি অলি।
খেত্যে মিলিতে জহরে   কলিজা আটিঞা ধরে ৩৬]   [৩৭ দুটি ভাই করেন বিকুলি ॥
কেমন কেমন করে গা   চলিতে না চলে পা   অঙ্গ তাদের হইল মলিন।
পড়িঞা বিসম পাকে   বাপ বাপ বলে ডাকে   এবে বিধি তারে হইল ভিন ॥
আসিঞা বাপের ডেরে   লেটিল পালঙ্গ পরে   দুটি ভাই তেজিল পরানে।
সত্তপির অনাথের নাথ   য়ুন হে তাহার বাত   তাহা পির জানিলেন ধিআনে ॥
ধরিঞা পিরের পায়   অধিন বালকে গায়   আর্ল্লা রছুল বল মোমিনগোনে ॥

গলাগলি দুটি ভাই আছেন মরিঞা।   দুআরে কেআড় মাগি দিছে লাগাইঞা ॥
জিঞ্জির কুলুফ মাগি লাগাইছে তসলি।   ঘরের ভিতর মধ্যে রইল আলি আর অলি ॥
জেমন ছওদাগর হাতে য়ুপে দিঞাছিল।   তেমনি কোমজাত মাগি পালন করিল ॥ ৩৭]
[৩৮ বাপ থাকীতে বাপ নাই মা গেলিছে মর‍্যা।   সতমা জহর দিঞা মেলেক ফিকির করা‍্যা ॥
নিশ্চ্এ মরিল আলি অলি দুটি ভাই।   আহা বলিতে তাদের দুনিঞাএ কেহু নাই ॥
ঘরের ভিতর দুটি ভাই রইল মরিঞা ॥   পিরিতি করেগা মাগি ছিফাইএর সাতে জেঞা ॥
হাস্য কুতুহল করে নানা রঙ্গ।   ছিফাইএর সাথে মাগির মজ্যে গেল মোন ॥
গলাগলি দুটি ভাই আছে জে মরিঞা।   ভাবিছেন সর্ত্তপির সিয়রে বসিঞা ॥
পির বলে দুনিঞাতে জদী আলি অলি মরে।   সর্ত্তিপির বল্যা তবে কে বলিবেক মোরে ॥
অস্তবেস্ত হলেন পির সেবকের লাগিঞা।   খৈরতের ঘরে এলেন কাথা গাএ দীঞা ॥
দুআরে কেওাড় দিঞাছেন বজ্জর সোমান।   কোনদিগে রাহা নাই ভাবিছেন দেয়ান ॥
অনাথের নাথ পির কী করিতে নারে।   সেতমাছিরূপে সামাইলেন সেই ঘরে ॥ ৩৮]
[৩৯ গলাগলি দুটি ভাই আছেন মরিঞা।   সেতমাছিরূপে সিয়রে বসিলেন জেঞা ॥
বিছমির্ল্লা বল্যা পির অঙ্গে হাথ দিল।   অঙ্গের জহর সব পানি হঞা গেল ॥
নির্দ্রাতে থাকীঞা জেন য়ুকবালা ভেজিঞা।   দুই ভাই উঠল তখন পাষমোড়া দিঞা

আল্লা আল্লা বল ভাই জত মোছলমান। মর্যা ছিল দুটি বাছা পেল্য জিউদান ॥
আলি বলে অলি ভাই সোন মোন দিঞা। খুব নির্দ্রা জাছিলাম রে পালঙ্গে যুঞা ॥
এই বেটা মোহাপাপ এল্য কোথা হৈতে। নির্দ্রাভঙ্গ কৈলেক বেটা কীসের খাতিরে ॥
দেওান বলেন বাছা যুনরে বচন। খুব নিন্দ্রে জাছিলে রে ভাই দুই জোন ॥
সতমাএ মের্যেছিল জহর পিলাইঞা। দুটি ভাই পালঙ্গে আছিলি মরিঞা ॥
বিদেসি ছিফাই সনে মজে গেল মোন। নজর কর্যা দেখ তোমরা ভাই দুই জোন ॥ ৩৯]
[৪০ ফকীরের কথা যুন্যা চক্ষ্য মেল্যা চায়। বিদেসি ছিফাইকে ঘরে দেখিবারে পায় ॥
বিদেসি ছিফাইকে দেখ্যে ডরে হালে মোন। বিকুলি করিঞা ধরে তারা পিরের চরণ ॥
এই জে ছিফাই দেখি দুরন্ত বরাবরে। ঘরে থাকীলে পুনু মারিবেক আমারে ॥
লোটাঞা লোটাঞা ধরে সত্যপিরের পায়। প্রানহেতু রক্ষ্যা পির বলহ আমায় ॥
পির বলে রে বাছা যুনহ বআন। জঙ্গলে জাইঞা তোমরা বাচাওগা প্রাণ ॥
বাঘ ভাওল কত আছে ত বসিঞা। আমাদের দুটি ভাইকে খাবেক ধরিআ ॥
দেওান বলেন বাছা তোমরা নহ একা। তোমাদের ওপরে আল্লা নবি আছেন সখা ॥
জঙ্গলের রাহা পির দিলেন দেখাইঞা। এই পথে জাও বাছা সোন মোন দীঞা ॥
জঙ্গলের রাহা পির দেখাইঞা দিল। সন্ধের সম্ন্যাষ পির মিলাইঞা গেল ॥
মাএর জালায় দুটী ভাই রহিতে নারে ঘরে। দুটি ভাইএ ৪০] [৪১ চল্যা গেল গহন কাননে ॥
বড়ই বিকট বোন ঘো[র] অন্ধকার। সেই পথে চল্যে জেছেন দুটি ছাওার ॥
বিদাতার ফের হৈল যুন তার বানি। ছোট ভাইকে পিআষ লাগিল খেত্যা চায় পানি ॥
অলি মিঞা বলে ভাই বলি জে তোমারে। পানির পিআস বড় লাগিল আমারে ॥
আলি বলে অলি ভাই দুখ দিলি মোরে। কোথা পাব পানি আমি বোনের ভিতরে ॥
জদী পানি নাই দীঘি বলি উভরায়। এইখানে মার ভাই গলায় দিঞা পায় ॥
কান্দিছেন অলি মিঞা বল্যে হায় হায়। ন্যহিক ওদরে আমায় ধর্যাছিল মায় ॥
ভেএক মুখ দেখে আলি কান্দিতে লাগিল। হাতে গুল্‌তাই করে তখন দরাযে ওঠিল ॥
পর্শ্চিম তরফে আলি বাটুল চালায়ঃ পানির নিসান কথু দেখিতে না পায় ॥ ৪১]
[৪২ পৃষ্ঠা নাই। দক্ষিণ শব্দ দিয়ে আরম্ভ।
[৪৩ ভাইএর কারনে আমি দহে ঝাপ দিব ॥
কোথা গেলি অ ভাই অভাগা ছাড়িঞা। কেমনে বাচিব আমি তোমা না দেখিঞা ॥
ভেএর কারনে আমি জিঅন্ততে মরা। ভাইর কারন আমি হৈলাম দিসাহারা ॥
জঙ্গলে পড়িঞা কান্দে সোনার জাদুমনি। অন্ত[রে] জানিলেন আমার সত্য গুনমনি ॥
আস্তবেস্ত হলেন পির সেবকের লাগিঞা। জঙ্গলে আইলেন পির ই মআ পাতাঞা।

কত্বর ওাসে পির পানি ওঠাইল। অলি মিঞার কাছে পির এসে পোঙছিল ॥
আর না কান্দিয় বাছা আমা পানে চাও। তোমার লেগ্যে এন্যাছি পানি উঠ্যা খাও ॥
অলি বলেন দেওান তোমাকে সোমজাই। ভাইকে দেখিতে পাইলে তবে পানি খাই ॥
দেওান বলেন বাছা পানি খাও তুমি। তোমার ভাইকে বাছা দেখাইব আমি ॥
ললপত করয়া পির পানি খাওাইল। অলি সঙ্গে কর‍্যা বোনে দেওান চলিল ॥ ৪৩]
[৪৪ দেওান বলেন বাছা আমা পানে চাও। এই পথে গেলেরে ভাইএর নাগালি পাও ॥
জদলের রাহা পির দিল দেখাইঞা। সম্নের সম্নখ গেলেন মিলাইঞা ॥
মিলাইঞা গেলেন পিরের স্থির নয় মোন। দাওদ ছওদাগরকে দেখান গা সপন ॥
অনুপাম সহর বল্যা ছিল দুনিঞা পরে। দাওদ ছওদাগর তায় গুজরান করে ॥
অনাথের নাথ পির ভাবেন তখন। দাওদ সওদাগরকে দেখান সপন ॥
কুজা বল্যা এক বেটা আছে তার ঘরে। আড়াই হাত কুজ জার পিঠের ওপরে ॥
অনাথের নাথ পির ভাবেন তখন। ষুনরে দাওদ বাছা বলিএ বচন ॥
জঙ্গলে পড়িঞা আছে সোনার নন্দন।
কালি ফজিরে তুমি কোমর বান্দিঞা। সোনার জাদুকে তাগিদ আনগ কুড়াঞা ॥
ই কথা বলিএ পির গাএব হঞা গেল। আল্লার তামাসায় রাত্র ফজর হইল ॥
প্রভাতে ওঠিঞা স্থির করে মোন। ৪৪] [৪৫ সপ্নকথা দাওদ ভাবে ততক্ষ্যন ॥
দস বিস লোক সাধু সঙ্গে কর‍্যা নিঞা। জঙ্গলে চলিঞা গেল সিকার লাগিঞা ॥
সেই ত জঙ্গলে সাধু সিকারে বেড়ায়। সোনার জাদুমনি দারখততলে দেখিবারে পায় ॥
অপরূপ হাথ পাও বিপরীত আঁখি। এমন ষুন্দর বালক কভু নাই দেখি ॥
বালক দেখিঞা সাধুর ভাব জর্ম্মিল। দৌড়া জেঞা কোলে তুল্যা নিল ॥
ধিরি ছওদাগর করিল গমন। আপনার ঘরে জেঞা দিল দরসন ॥
কোথা গেলে প্রানপ্রিআ সাফল্য জিবন। জঙ্গলে পড়্যা পাইলাম সোনার নন্দন ॥
এমন ষুন্দর বালক কভু নাই দেখি। সোন সোন সওদাগরনি মেল দুই আঁখি ॥
নআন খুলিঞা জদী চক্ষ্য মেল্যা চায়। সোনার জাদুমুনিকে দেখিবারে পায় ॥
সোন সোন ছওদাগরনি বলিএ এখন। সোনার জাদুমুনির করিব পালন ॥ ৪৫]
[৪৬ ষুন্যা ছওদাগরনি এই বাক্য বলে। পরের ছেল্যাতে কভু ঘর আল করে ॥
আপনার কানা খোড়া আপনাকে ভাল। দুধে আঙ্গা[র] দিলে দুদ নহে ঝাল ॥
এখন পুসিবে তুমি ঘৃত অন্ন দিঞা। কোন দিনে চল্যা জাবে মুখে ছাই দীঞা ॥
ছওদাগর বলে ছওদাগরনি কি বলীলি মোরে। পুনুর্ব্বার রেখে আসি বোনের ভিতরে ॥
সওদাগরনি বলে প্রভু ষুনহ বআন। জাহাদ চালাইতে তোমাকে লাগে বলিদান ॥

এই ছোড়াকে রাখগা কারাকারে নিঞা। জাহাজ চালাব মোরা বলিদান দিঞা ॥
ছওদাগর ছওদাগরনি মছনত করিল। কারাগার ঘরকে অলিকে নিঞা গেল ॥
ওকদড়ি জেহেলবেড়ি নিল অতপর। বুকে তুল্যে দিছে জাদুর জগদলপাথর ॥
কারাকারে পড়্যা কান্দিছেন জাদুমনি। অন্তরে জানিলেন আমার সর্ত্ত গুণমনি ॥
অস্তবেস্ত হলেন পির সেবকের লাগিঞা। কারাকার ঘরকে এলেন ই মএআ পাতাঞা ॥
অনাথের নাথ পির ভাবেন অতপর। বুকে হৈতে ঠেল্যে ফেলেন জগদল পাথর ॥
ওকদড়ি জেহেলবেড়ি সকল খস্যা গেল। নআন মেলিঞা বাছা চাহিতে লাগিল ॥
দেওান বলেন বাছা ভএ কর না তুমি। তোমার ওপরে জে মকুর্ত্ত আছি আমি ॥
রোজ কএ কারাকারে থাক স্থির কর মোন। দাওদের ঘরে তোমার বান্দিব লগন ॥
তোমা সাদি দিব আমি দাওদের ঘরে। বারে বারে বলি বাছা আল্লা জদী করে ॥
কুজার কথা ভাই সোন মোন দিঞা।
একরোজ কুজা দলিজে বস্যা ছিল। সহরের লোক সাদি দিঞা সেই পথে এল ॥
কতেক তামাসা করে রঙ্গ পরিপাটি। কতেক ভাওএ নাচায় কতেক নাচে নটি ॥
তাথাই তাথাই কর্য্যে পথে চল্যে জায়। দলিজে বসিঞা কুজা দেখিবারে পায় ॥ ৪৭]
[৪৮ তামাসা দেখিঞা কুজা চল্যে এল্য ঘরে। কহিতে লাগিল কুজ মাএর বরাবরে ॥
তামা[সা] দেখিঞা এলাম কিসের কারন। আমার সাদী না দাও কেনে ষুন গো বচন ॥
জননী বলেন বাছা তোর নাই বুজ। পিষ্টের ওপরে তুর আড়াই হাত কুজ ॥
চক্ষ্যে ডেলা হানিছে তোর হাত পা গুটি। চক্ষ্যের মাথা খেঞা তোকে কে দিবে বেটি ॥
ছাওদাগরনি বলে প্রভু ষুনহ বচন। দুরদেসে জাহ তুমি সোমন্দ কারন ॥
ছওদাগর বলে রামা বলি জে তোমারে। জদী আসিতে চাহে তারা বর দেখিবারে ॥
ছওদাগরনি বলে প্রভু সোন মোন দীঞা। বাছার সোমন্দ করিব অন্যাকে দেখাঞা ॥
ছওদাগর ছওদাগরনি এই কথা কঞা। দাওদ ছওদাগর জায় সোমন্দ লাগিঞা ॥
সক্কুকা বলিঞা সহর ছিল দুনিঞা পরে। ৪৮] ৪৯] দৌলত নামে ছওদাগর গুজরান করে ॥
গুজরান করে সাধু আনন্দ পরিপাটি। মনহরি বল্যা নাম ছিল এক বেটি ॥
সিআনি কন্যা ছিল দৌলতের ঘরে। দাওদ ছওদাগর গেল তার সোমন্দ তরে ॥
কখন তোমার সোনে দেখা হএ নাই। আমার ঘরে এল্যা কেনে বল দেখি ভাই ॥
দাওদ ছওদাগর বলে স্থির কর মোন। তোমার ঘর এলাম আমি সোমন্দ কারণ ॥
অবিভাহিতা কন্যা আছে তোমার ঘরে ঘরে। তেকারনে এলাম আমি সোমন্দ খাতিরে ॥
দৌলত বলে জদী ফরমাইলে তুমি। মিছা কথা দুনিআএ কইএ নাই আমী ॥
কন্যার জোগা পাত্র জদী দেখিবারে পাই। তবে বেটি ষুপিব আমি ভাবিঞা ইলাই ॥

ষুনিঞা দাওদ দৌলতের ধরে হাতে। ৪৯] [৫০ জেঞা জদী দেখিবে গা চল আমার সাতে॥
খেঞা পিঞা রাত গুজরান কৈল। বিহানে বর দেখিতে দৌলত চলিল॥
দাওদ ভাবেন আমার বিহাই জেছে সাতে। কী জানি কুজা আমার বাহিরে থাকে পাছে॥
দৌলতে পাছু রেখ্যে দাওদ এল্য ঘরে। কুজাকে দেখিল এস্যা বাহির দুআরে॥
কুজাকে দেখিঞা দাওদ বর্হ্মে জল্যা গেল। বদজোবান বলিঞা কুজার মাকে গালি দিল॥
ষুন রে বদবক্তি মাগি ষুন মন দীঞা। আন্দার কোনে ছোড়াকে রাখো ছাপাঞা॥
এইমোতে কুজা লুকাইঞা রাখিল। দৌলত ছওদাগর দাওদের ঘরকে এল্য॥
আদ্য অন্ত পদ্যজল বসিতে আসন দীল। চিনি চাঁপা দুগ্ধ গুড় খেতে এন্যা দীল॥
কারাকার হইতে অলি নিঞা এল্য। হজের পানিতে তাখে গোছল দীলাইল॥
অষ্ট অভরন তার অঙ্গে পরাইঞা। ৫০] [৫১ দৌলতে[র] হযুরে তবে দেখাইছে নিঞা॥
জেইমাত্র্য দৌলত অলিকে দেখিল। মূর্চ্ছাগত হঞা তখন জমি পড়িল॥
কথক্ষ্যনে দৌলত চেতন পাইঞা। কহিতে লাগিল কথা খোসালিত হঞা॥
দৌলত বলেন ভাই স্থির করহ মোন। সোমোন্দের কাজ্য নাই বান্দ গা লগন॥
জেম্য কন্যা তেমন পত্র দেখিলাম নজরে। বিভার লাগিঞা কাবার দিঞা জেছি তোরে॥
এতেক বলিঞা দৌলত করিল গোমন। আপনার ঘরে জেঞা দিল দরসন॥
কোথা আছ প্রানপ্রিআ সাফর্ল্ল জিবন। নজরে দেখিলাম আমি ছোর্ন্নার নন্দন॥
জেমন কথা তেমন পাত্র দেখিলাম নজরে। বিভার লাগ্যা কাবার দিঞা এলাম তারে॥
এতেক বলিঞা তারা আনন্দীত ঘরে। লগনের সামানা দাওদ করে আপন ঘরে॥
দাওদের ঘরে দেখ কিব্যা নাই ছিল। ৫১] [৫২ লগনের সামিগ্রি হুকুমে মাঙ্গাইল॥
ভারি বেগারি কত নিল বোলাইঞা। থরে থরে ভার সেজে দিছে পাঠাইঞা॥
দষ বিষ বরজাত্র্য সঙ্গে কর্যা নিল। লগন বান্দিতে দাওদ খোসালে চলিল॥
খেঞা পিঞা রাত্র্য গুজরান কৈল॥
প্রভাতে উঠাইঞা সভে স্থির করে মোন। লগ্ন বান্দিব এখন অনগা ব্রাহ্মর্ন॥
বাহ্ম[ন] আনিতে তারা বলিছিল ঘরে। অনাথের নাথ আমার জানিলেন অন্তরে॥
পির বলে ব্রাহ্মর্[ন] জাবে লগন ধরিবার তরে। আমি বিনে বাছার লগন কে ধরিতে পারে॥
জদী জাবেক ব্রাহ্মর্ন লগন ধরিবার তরে। গুনিঞা গাঁথিঞা কথা বল্যা দীবেক তারে॥
সাস্ত্র্য মিছা না হবেক পাঞ্জীকা দেখিঞা। এখনি কুজার নাম দীবেক বলিঞা॥
জদী কুজার নাম তারা দীবেক বলিআ। তবে আমার অলি বাছার নাই হবে বিভা॥
আর্ল্লার ভেজ্যা জদী হব নারায়ন। অলি বাছার লগন বান্ধিব এখন॥ ৫২]

[৫৩ তসরের জোড় পির পরিধান করিঞা। লক্ষি্য টাকার পটুকা মস্তকে বান্দীঞা॥
মুবর্ন্ন পৈতা কন্ধে চুআ চন্দন গায়। বগলে করিঞা পুথি ধিরি ধিরি জায়॥
ব্রাহ্মর্ন আনিতে তারা পথে চল্যা জায়। পতের ওপরে ব্রাহ্মর্ন দেখিবারে পায়॥
সভে বলে ও ঠাকুর মুনহ ব্রাহ্মর্ন। ছওদাগরের ঘরে এস্য বান্দিতে লগন॥
আদর করিঞা জে ব্রাহ্মর্নে নিঞা এস্য। আদ্য অন্ত পাদ্যজল বসিতে আসন দিল॥
আম্রসার ঘটি করিল প্রতন। পঞ্জিকা দেখিঞা বান্দিছেন লগন॥
দস দিবসে লগন বান্ধ্যা দিল। আনন্দ হইঞা সাধু ঘরকে চলিল॥
মুর্ল্লুকে মুর্ল্লুকে জত ছওদাগর ছিল। আমন্ত করয়া সভাকায় বোলাইঞা নিল॥
মুল্লুকে মুল্লুকে জত বাযুল্যা আছিল। তলব করিঞা সভে বোলাইঞা নিল॥
সর্গের কামিলা সাধু নিছে বোলাইঞা। সোনার চৌদল দাও বোনাইঞা॥
একেত কামিলা দাওদের হুকুম পাইল। মুবর্ন্ন চৌদল তখন বানাইতে লাগিল॥ ৫৩]
[৫৪ কতক তামাসা করে রঙ্গ পরিপটি। কতেক ভাউএ নাচায় নাচায় কত নটি॥
মুবর্ন্ন চৌদল তখন আনে মাগাঞা। ঘরে ঘরে আতষ বাজী দিছে পাঠাঞা॥
হাওাই চরখি কত পাঠায় ভারে ভার। চাদর মন্দির কত নাই লেখা তার॥
ডেড়াচুষ কুম্ভরি কত পাঠায় থরে থরে। নানা বস্যা আতসবাজি পটায় ভারে ভারে॥
মুবর্ন্ন চৌদলে অলি বসিল আসিঞা। মুবর্ন্ন সেহেরা দিল মস্তকে বান্দীঞা॥
জেইমাত্র অলিকে চৌদলে চাপাইল। দেখিঞা কুজার মা বর্ম্মে জল্যা গেল॥
পরের ছেল্যা নিঞা জাব বিভা দিবার তরে। আপনার জাদুকে কেমনে রেখ্যা জাব ঘরে॥
আপনার বাছায় নিব সঙ্গে করিঞা। আপনার বিভা বাছা দেখুখ গা জেঞা॥
ছওদাগর বলে রামা তোর নাই বুজ। পিঠের ওপরে ছোড়ার আড়াই হাথ কুজ।
চল্যা জেত্যা নারিবেক রাহার ওপরে। কেমন করয়া নিঞা জাবি বল দেখি মোরে ॥ ৫৪]
[৫৫ লম্বা লম্বা চারি কাহার আন মাঙ্গাইঞা। কাপড়ে করিঞা ডুলি দাও হে সাজিঞা॥
ডুলির ভিতর দড়ি দিবে হে কাটিঞা। তার ভিতর বাছার কুজ জাবেক ঝুলিঞা॥
সওদাগর বলে রামা তোমাকে সোমজাই। আলি পগার পথে কত দেখিবারে পাই॥
আগু আগু বেলদার তুমি দাও পাঠাইঞা। আলি পগার পথের জাবেক কাটিঞা॥
এইরূপে কুজাকে দিলেক সাজিঞা। শুভক্ষন করয়া বিভায় চড়িল জেঞা॥
কোলে করে অলিকে চৌদলে চাপাইল। পুর্নিমার চান্দ জেন উদায় করিল॥
কতক তামাসা করে রঙ্গ পরিপাটি। কতেক ভাআএ নাচায় নাচায় কত নটি॥
রাহেত চলিল কত বাজানা বাজাঞা। সন্দুকা সহর দেখ পোঙছিল গা জেঞা॥
চারি ঘড়ি রাত্র জখন আছমানে হৈল। ঘরে ঘরে মানিক মসাল জ্বালাইল॥

তামাম সহর দেখ গস্ত ফিরিঞা। ৫৫]   [৫৬ দৌলতের ঘরে গেল আনন্দিত [হ]ঞা ॥
তামাম বরিআত বসিল থরে থরে।   কুজাকে নিঞা দাওদ ভাবিছে অন্তরে ॥
বস্যবার তরে জায়গা ঢুড়িঞা বেড়ায়।   পাঁচিরে আছিল মুরি দেখিবারে পায় ॥
মুরির ভিতর কুজ দিল ঢুকাইঞা   আড়াই হাথ কুজ থাকে পাচির পার হঞা ॥
বিভাঘরের কুকুরগোলা বড়ই নাবড়।   হাথ কর‍্যে কুজ পরে মুড়িল কামড় ॥
ভাল বিভা দিতে বাবা আইলে তুমি।   অঙ্গ জল্যা জায় পুড়ে মরি আমি ॥
ললপত কর‍্যা তাখে প্রবধ করিল।   এক বেওার ঘরে তাখে লুকাইঞা রাখিল ॥
খেঞা প্যিতে রাত্র্য দুই প্রহর হল।   মোল্লা মাঙ্গাইয়া অলির আর্গ পড়াইল ॥
এইহেতু রাত্র্য জায় গুজরিঞা।   প্রভাতে ওঠিল সভে ইলাহি ভাবিঞা ॥ ৫৬]
[৫৭ ডেড় প্রহর বেলা জখন আছমানে হৈল।   মোল্লা মাঙ্গাইঞা ঝুনা পড়াইল ॥
ইলাহি কলতার মের‍্যাছিল রক্তে।   কন্ন্যে কুমার বসিল এক তক্তে ॥
মোনহরির মাঁ দেখ আনন্দীত হৈল।   বিটির বেস তখন বানাইতে লাগিল ॥
ঘুচাইল বেসের পেটেরা ঘুচাইছে ঢাকুনি।   হাথ ভর‍্যা বাহির করে সোনার চিরনি ॥
সোনার চিরনিতে নোখের চেনা দিঞা।   ডালিম মাথার কেসে দিলেক ভেজিঞা ॥
কেসগুলি মুঞ্জিঞা করিল মুসাড়।   নানা ছন্দে খোপা বান্ধে গঞ্জরে ভোমর ॥
বান্দিল বিনদ খোঁপা বামে টালিঞা।   বত্তিষ ভোমরা তায় বেড়াইছে গুড়িঞা।
অলকা তিলকা সোভে নআনে কাজল।   বাহু যে ভঙ্গিমা রঙ্গ দেখি কলেবর ॥
বাহুর মানে তুল্যা দিছে মুবর্ন্ন তাড়।   গলায় গাথিঞা দিছে গজমতি হার ॥
বার মাসে বার ফুল চৈত্রে ফুটে ভাঁটি।   একে একে মুন্দরির পেটারার খোলে গাঁটি ॥ ৫৭]
[৫৮ প্রথমে কাপড় পরে লক্ষিবিলাস।   ছয় মাসের পথ যায় কাপড়ের গন্দ বাস ॥
লক্ষ্যিবিলাসের ধুলায় লোটায় দসি।   গালে গুআ ভর‍্যা জে মুচকী মের‍্যা হাসি ॥
সেহত কাপড় মাএর মোনে নাহি ভায়।   বেটিকে পরাঞা কাপড় দুরে ফেলায় ॥
তবে জে কাপড় আনে গুজরাট মালটি।   জায় লেখা আছে সরূল সরূল পুঠি ॥
সেহ জে কাপড় মাএর মোনে নাহি ভায়।   বিটিকে পড়াঞা কাপড় দুরে ফেলায় ॥
তবে জে কাপড় আনে কানাই বৃন্দাবোন।   জায় লেখা আছে পুস্পবরিসন ॥
সেহ জে কাপড় দেখ মোনে নাই ভায়।   বেটিকে পরাঞা কাপড় দুরে ফেলায়।
মেঘডুম্বরি সাড়ি আনে আঙ্গাইয়া।   পরাইতে লাগিল তখন আনন্দিত হঞা ॥
বেরমুখি বল্যা এক বস্ত্র আছিল।   সেই বস্ত্র নিঞা ওপর অঙ্গে দিল ॥

মুরঙ্গ মুড়িঞা রূপ নেহানিল। জেঠেঞা কুরূপ ছিল্য ভেঙ্গ্যা গড়াইল ॥ ৫৮]
[৫৯, ৬০ পৃষ্ঠা নাই। পান……
[৬১ তাহার বোদলে কন্যা মোরে দেখাইঞা। কুজার সঙ্গে তোমার দিল বিভা তোমা দি কঞা ॥
কালি নিঞা জাবে আপনার ঘরে। আমাকে রাখিবে ঘোর অন্ধকারে ॥
এতেক বচন জখন মনহরি মুনিল। অঝর নআনে বড় কান্দিতে লাগিল ॥
কেন্দ্যা কেন্দে কন্যা এই কথা কয়। তোমি বেগোর মোর পতি আর কেহু নয় ॥
তোমি মোর নিজ পতি তোমার আমি নারি। কাহার সকতি ইহা ঘুচাইতে পারি ॥
তুমি কিছু বল প্রভু না দিব ছাড়িঞা। তুমি তরু আমি লতা রহিব বেড়িঞা ॥
জেইমাত্রে কুজা মোর পালঙ্গে দিবে পা। বিস খাইঞা মরিব নয় গলায় দিব দা ॥
জত তত দুক্ষা সব আলি জে কহিল। সেই সব কথা কন্যা লেখিঞা রাখিল ॥
গোপ্তে ছুরি এক রাখে লুকাইঞা। আল্লার তামাসায় রাত্রি গেল পোহাইঞা ॥
প্রভাতে উঠিঞা সভে স্থির কর‍্যা মোন। ৬১] [৬২ বর কন্যায় দৌলাত বিদায় করিছে তখন ॥
নানা দান করে সাধু কি কব বআন। প্রিথিমির তুলনা নাঞি তাহার সোমান ॥
আনন্দিত হঞা বরকন্যা বিদায় করিল। খোসালিত হঞা দাওদ ঘরকে চলিল ॥
সহর নিকট জেই দাওদ জেঞা হইল। চৌদল হইতে তখন আলিকে নামাইল ॥
অঙ্গ অভরন জাদুর নিলেক কাড়িঞা। কুজার অঙ্গেতে বেস দিল পরাইঞা ॥
কোলে কর‍্যা নিঞা জে চৌদল চাপাইলে। সালুকের পাতে জেন মেণ্ডুক সোভা কৈল ॥
চৌদলে চাপিল বেটা দেখিঅল দুত। সাক্ষ্যাত হৈল জেন সাওড়া গাছের ভুত ॥
ধাকা দিঞা আলিকে নিল মাঙ্গাইঞা। বন্ধখানা দিছে কারাকারে নিঞা ॥
তোকদড়ি জেহেলবেড়ি দিছে অতপর। বুকে তুলে দিছে জাদুর জগদাল পাথর ॥
কারাকারে পড়্যা কান্দে সোনার জাদুমনি। অন্তরে জানিল আমার সর্ত্ত গুনমুনি ॥ ৬২]
[৬৩ আস্তবেস্ত হছেন পির সেবক লাগিঞা। কারাকারে গেলেন পির গলায় কাঁথা দিঞা ॥
তোকদড়ি জেহেলবেড়ি খুলে দিল অতপর। বুকে হৈতে ঠেলে ফেলে জগদালপাথর ॥
নআন খুলি জদি চক্ষু মেল্যা চায়। ফকিরকে দেখিঞা জাদু বলে হায় হায় ॥
আলি মিঞা বলে ফকির কি বলিব তোমারে। কত দুক্ষ্য দিলে ফকির আমার ওপরে ॥
ফকির কহেন বাছা মোনকথা নাঞি। কালি ফজরে তোমার মিলাইব ভাই ॥
আল্লা আল্লা বল ভাই জত মোছলমান। জে দোমে না নিবে নাম সেই দোম হয়রান ॥
পিরের মেহেরে অধিন বালকে গায়। আল্লা রছুল বল ভাই দুক্ষ দুরে জায় ॥

ত্রিপদি ছন্দ ॥

দাওদ সওদাগরে ফিরে আইল ঘরে হরসিত হৈল তার মনে।
দেখিঞা বহুর মুখ মোনে বড় হৈল সুখ কুজাকে বোলাইঞা আনে॥
সোন সোন অরে বাছা প্রান ধন সব মিছা জাহ তুমি বাসরের ঘরে। ৬৩]
[৬৪ বিভা দিঞা আনি নারি কন্যা আর মনহরি আনন্দ হৈল বাছা তোরে॥
কুজা বাসরে জায় অগরচন্দন গায় পুষ্পের মালা দোলে গলে।
আর জত রমনি নারি পুষ্প কলসি সারি জয় জয় সবাই মেল্যা বলে॥
কুজা বাসরে জায় আগরচন্দন গায় চৌদিকে জলিছে মানিক।
মনহরি কন্যা ছিল বেস বনাইঞা এল্য রূপ তার জলিছে ঝিকিঝিক॥
কুজা বাসরে আছে কন্যা ডাডাইল কাছে দেখ্যা তনু হইল জরজর।
কুজা বলে আছি আমি কুজ চাপহ তুমি আজি কুজ করিছে দরদ॥
সুনিঞা নারির মনি এত কথা নাঞি জানি সওামি মোর কঞাছে বচন।
তুমি ত গুনমনি আমি বড় অভাগিনি তবে কেনে কপালে দুইজন॥
জবে সাদি হৈল তাখে কঞাছিলেন আমাকে কেবল আমারা দুটি ভাই।
তাহার বচন রাখি ৬৪] ৬৫] এইখানে বস্যা থাকি কুজাকে জোমঘর পাঠাই॥
গোপতে ছুরি ছিল তাহা নিকালিঞা নিল ফিকির কৈল মারিবার তরে।
নিধি হইল ভিন্দ কুজাকে আইল নিন্দ বসিল কন্যা বুকের ওপরে॥
বুকের ওপর বসিঞা আতি খোসালিত হঞা আল্লা গুনা মাপ কর্য তুমি॥
এক বই দুই নাই করোছেনইলাই কুজাকে জবাই করি আমি॥
কুজাকে জাবাই কৈল জমিনে ডালিঞা দিল আল্লার হুকুমে রাত্র পোহায়।
কুজার মা বাপ ছিল ফজরে দেখিতে আইল অধম বালকে ইহা গায়॥
গরিব বরকতের বানি আমি অধম কিব্যা জানি পির জারে কর্যাছেনো দআ।
সুনহ তাহার কথা আউচের তলাতে দেখা কে বুঝিবেক সর্ত্তপিরের মএআ॥

ফজরে উঠিঞা কুজার মা দেখিবারে জায়। দুআরে লহরগড়ু দেখিবারে পায়॥ ৬৫]
[৬৬ কোথা গেল কুজার বাপ দেখুক আসিঞা। বাসরে কাছাকে ছুড়ি ফেলেছে কাটিঞা॥
সুনিঞা দাউদ তখন বলে হায় হায়। হাথে তলআর কন্যায় কাটিবারে জায়॥
কাটিবারে জায় বেটা বেদরদ হঞা। কন্যা বাদসার দোহাই দিছে ঘরে থাকিঞা॥
উর্চ্চস্বরে দিছে কন্যা বাদসার দোহাই। বেগর ইলছাফে জদি মোরে মার ভাই॥
ছাহেবের মাএআ কেবা বুঝিবাকে পারে। আলি বাদসা সিকারে জায় সেই রাহা পরে॥

লোক লস্কর নিঞা বাদসা সেই ফথে জায়। কন্যা বাদসার দোহাই দিছে য়ুনিবারে পাএ ॥
বাদসা বলে অজির তোমাকে সোমজাই। এই আন্দ কে দিছে বাদসার দোহাই ॥
রহ রহ অজির সিকারকে নাই জাব। আদালত করিঞা এহার ইনছাফ করিব ॥ ৬৬]
[৬৭ দোহাই য়ুনিঞা জদি ইনছাফ না করিব। আল্লার দরবারে তবে গুনাগার হইব ॥
বাদসার হুকুম অজির পাইঞা। তাম্বু কানাত খাড়া কৈল ইনছাফ লাগিঞা ॥
মএদানে তাম্বু কানাত কৈল জেই খাড়া। ইনছাফ করিবেন বাদসা মনে দুক্ষ্য বাড়া ॥
ছাহেবের মাএআ কেবা বুঝিবারে পারে। সেই রোজ খইরত এল্য সেই জে সহরে ॥
ইনছাপ করিছেন বাদসা বসিয়া সভায়। খইরত ছওদাগর তাহা য়ুনিবারে পায় ॥
নেইআ ডাড়ি মাঝি ঘাটেতে রাখিঞা। ইনছাফ করিছে বাদস আমি য়ুনি জেঞা ॥
অজিরে ডাকিঞা বাদসা করে ফরমান। দাই মূর্দ্দাইকে ইহার মাঙ্গাইঞা আন ॥
বাদসা বলে অজির য়ুন মন দিঞা। দাউদ ছওদাগরে আন পাকড়িঞা ॥
বাদসার হুকুম জখ[ন] অজির পাইল। দাওদ ছওদাগরে পাকুড়ে আনিল ॥ ৬৭]
[৬৮ বাদসা বলে সাধু তোমারে সোমঝাই। তোমার আন্দরে কে দিছে বাদসার দোহাই ॥
দাওদ বলে বাদসা সোন আমার বানি। কতেক কহিব আমি দুখের কাহিনি ॥
কালি এল্যাছি আমি বাছার বিভা দিঞা। বাসরে বাছাকে বহু ফেলেছে কাটিঞা ॥
বাদ[সা] বলে দাউদ কস্যা থাকো তুমি। তোমার মূর্দ্দাইকে মাঙ্গাইছি আমি ॥
কাপড়ের কাডার ব্রাহে টানাইঞা। মনহরি কন্যাকে আনে মাঙ্গাইঞা ॥
বাদসা বলেন বিধি বাত বলি আমি। আপনার খামিদকে মেরেছ কেনে তুমি ॥
কন্যা বলে বাদসা য়ুনহ ফরমান। একে একে কহি আমি খামিদের বআন ॥
আমার খামিদকে বোন্দখানা দিঞা। কুজাকে আমার কাছে দিলেক আনিঞা ॥
তখন খামিদ আমার কঞাছিল মোরে। একে একে সব কথা কহিব হয়ুরে ॥ ৬৮]
[৬৯ বর্ব্বক বলিঞা সহর ছিল দুনিঞা পরে। খইরত বলিঞা ছওদাগর গুজরান করে ॥
অপুত্রক হঞা ছিল দুনিঞার ভিতরে। দুটি পুত্র পেঞাছিল সত্তপিরের বরে ॥
সির্ন্নি মানিঞা তার বাপ সির্ন্নি নাই দিল। সেই অফরাদে তাদের মা মর্য়া গেল ॥
জননি মরিঞা গেল আর কেহু নাঞি। অনাথ হইল তাহারা কেবল দুইটি ভাই ॥
তাদের পালনের লেগ্য তার বাপ বিভা কৈল। সতমাএ য়ুপে দিঞা বানিজ্যে চল্যা গেল।
সতমাএর জালায় রহিতে না পারে ঘরে। দুই ভাই চল্যা গেল জঙ্গলের ভিতরে ॥
বিধাতার ফের হইল য়ুন তার বানি। ছোট ভাইকে পিআস লাগে খেত্যা চায় পানি ॥
পানি আনিবারে তার বড় ভাই গেল। পুনুর্ব্বার ভাই তার ফিরে নাই এল্য ॥
জঙ্গলে পড়্যা কান্দে সোনার জাদুমুনি। সেইখানে গেলেন আগে সর্ত্ত গুনমুনি ॥

সোন সোন বাদসা জি ষুন ফরমান। তাদের দুটি ভাইএর আলি অলি নাম ॥ ৬৯]
[৭০ আলি অলি নাম জখন বাদসা ষুনিল। আছাড় খাইঞা বাদসা জমিনে পড়িল ॥
কি বলিলে কি বলিলে কন্যা বল দেখি মোরে। বড় সেল দিলে আমার বুকের ওপরে ॥
দুই চারি লোক তখন দিল পাঠাইঞা। কারাকার হইতে অলিকে নিল মাঙ্গাইঞা ॥
জেইমাত্র দুই ভাই দেখাষুনা হইল। গলাগলি দুই ভাই কান্দিতে লাগিল ॥
আলি অলি নাম তখন খইরত ষুনিঞা। কান্দিতে লাগিল তখন বুক বিদরিঞা ॥
বাদসা বলে আমি কান্দিছি আপন দুখে। বুড়া বেটা কান্দিছে কেনে আপন ষুখে ॥
বাদসা বলে আগু নিঞা এস্য বুড়া। উহার ঠাঞি পাব জত কান্দনের গোড়া ॥
খৈরতকে নিঞা গেল বাদসার বরাবরে। তুমি কেনে কান্দিছ বুড়া বল দেখি মোরে ॥
খইরত বলে বাদসা ষুন মন দিঞা। বার বর্চ্ছর হৈ[ল] ঘর আনিছি ছাড়িঞা।
আমার দুটি বাছার নাম আলি আর অলি। সেই দুখ্য পড়িল মোনে তোমার আগে বলি ॥ ৭০]
[৭১ বাদসা বলে সাধু বলি অতপর। কি নাম তোমার বটে কোন দেসে ঘর ॥
খৈরত বলে বাছা বলি বরাবরে। খৈরত বলিঞা নাম থাকি বর্দ্ধকনগরে ॥
বাদসা বলে তবে মোনে বড় তাপ। সেই আলি অলি মোরা তুমি মোদের বাপ ॥
হেনকালে সর্ত্তপির ভাবিঞা অন্তরে। আদালত ষুনিতে ফকির আইল ধিরে ধিরে ॥
আলি অলি দুটি বাছার হাতেত ধরিঞা। খৈরতের হাথে হাথে দিছেন ষুপিঞা ॥
চিনে নাও চিনে নাও আপনার জাদুমুনি। ডুলি সাজিঞা সাহে[ব] এস্য জে আপুনি ॥
চলিলেন পির তখন এই কথা বল্যা। কাহার খাটুলি নিঞা সাধু পেছু পেছু চলে ॥
খাকিমামা বল্যা পির ইআদ করিল। আসিঞা খাকিমামা ছার্ল্লাম করিল ॥
দেওান বলেন খাখিমাঁ ষুন আমার রা। তোমার কাছে আমার আছে আলি অলির মা ॥
খাকি বলে কন্যা রেখ্যাছি হৈল বার বর্চ্ছর। কোলে হৈতে দিছেন কোলে তুল্য সেই ডুলির ভিতর ॥
আগু জায় পির পেছু সাধু নিঞা জায় ডুলি। পোহছিল জোথা কান্দিছেন আলি আর অলি ॥
অলি বলে আলি ভাই তোর দআ নাঞি। বেদরদ হঞা ভাই আছিলি কোন ঠাঞী ॥
কারনে জানিলাম রে কঠিন তোর হিআ। কেমনে আছিলি ভাই আমাকে পাসরিআ ॥ ৭১]
[৭২ এতেক বলিঞা তারা কান্দিছে দুটি ভাই। বাছা বাছা বল্যা জননি গেল তাদের ঠাঞি ॥
দুটি বাছাকে জননি নিল দুই কোলে। সর্ব্বাঙ্গ ভিজিল মাএর নআনের জলে ॥

মা বাপ আর বেটা হৈল একস্তর। সর্ত্তপির বলে ষুন খৈরত সওদাগর॥
চিনে নাও চিনে নাও আপনার জাদুমুনি। একিন করিঞা দিবে পিরের সিরিনি॥
আল্লা আল্লা বল ভাই ষুন মেরা বাত। বার বর্চ্ছের বই তাদের হৈল মোলাকাত॥
মনহরি কন্যাকে নিল বোলাইঞা। তক্তে বৈসাইল তাখে জয় জয় দিঞা॥
বড় ভাই বাদসা হৈল তক্তের ওপরে। ছোট ভাই অজির হৈল বলি সভাকারে॥
খৈরতের ধন কড়ি জত জাহাদে আছিল। অনুপাম সহরে সব নিঞা আইল॥
খৈরত বসিল দেখ তক্তের ওপরে। অনাথের নাথ মেহের হইল তাহারে॥
খৈরত বলে আলি অলি ষুন মোন দিঞা। বল্লকের খবর একবার দেবে আনিঞা॥
তোর সতমা কেমন আছে ষুন মন দিঞা। তাহার খবর তাগিদ দেবে আনিঞা।
দুই ভাই কোমর বেন্ধ্যা আসওার হঞা। বল্লক সহর দেখ পোহুছিল সিঞা॥ ৭২]
[৭৩ মগল আছিল দেখ ঘরেত বসিঞা। গর্দ্দন মারিল তার তলওার খুলিঞা॥
সতমাকে আলি অলি গাড়ারে গড়িল। বল্লকে আলিয়ত অনুপামকে পাঠাইল॥
সহস্র এক টঙ্কা ভজিত করিঞা। পিরে[র] নামে সির্ন্নি করে ভক্তিযুক্ত হঞা॥
আটা গুড় দুগ্ধ আনিল কদলি। সওা মোন কর‍্যা দর্ব্ব আনিল সকলি॥
ইষ্ট মিত্র প্রিতিবাসি ডাক দিঞা আনি। হরসিত হঞা করে পিরের সিরিনি॥
তুষ্ট হঞা সর্ত্তপির তারে দিল বর। বড়ই নামদার বাদসা সংসার ভিতর॥
নাএকে দোআ দিহ পির হঞা মেহেরবান। পাল পুন্য হইল গিত হইল তামাম॥
এই আরজ করি ছাহেব ধরি তুআ পায়। আসর সমত গাজি হইয় মেহেরবান॥
অধিন বালকে মিঞা সর্ত্তপিরের পায়। আল্লাহো রছুল বল কাল্লাম হৈল সায়॥

ইতি সোমাপ্ত হইল পোস্তক হজরত সর্ত্তপির এই পোস্তক ভিখুমল্লিক আর কেহু দাওা করে সে দাওা বাতিল সন ১২৩৭ সাল। পোস্তকে মালিক শ্রীভিক্ষুমলিক ওলদে শ্রীমানিক চৌধুরি মোল্লা সাং তাহানা পরগনে জয়নুজান থান কৃষ্ণ লাট বনসাড়ক বরকম আড়াই আনা। ৭৩]

২০ গয়াক্ষেত্র উপাখ্যান

রচয়িতা ঃ কাশীরাম দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৫১১। পত্রসংখ্যা ৮। খণ্ডিত। আকার ১৩½"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। গয়াক্ষেত্রমাহাত্ম্য। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ ৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥
অথ গয়াক্ষেত্র উপাক্ষণ ॥

রাজা বলে কহ মুনি গঙ্গ্যার নন্দন। তবে পুনূ কি কৈলা কোন্তল তপধন ॥
ভিস্ম কৈলা তবে সে কুন্তল মনিবর। ব্রহ্মহ্রদ দেখি মুনি বাখানে বিস্তর ॥
তথা হইতে গয়াক্ষেত্র গেলা মুনিবর ॥ মহাক্ষেত্র গয়াতির্থ বাখানে বিস্তর ॥
গয়াষুর নামে ছিল পূন্যবন্ত ষুর। তার সৃষ্টি গআক্ষেত্র খ্যাত তিনপূর ॥
এতো ষুনি জিজ্ঞাসিলা ধম্মের নন্দন। কহ ষুনি পীতামহ এহার কারণ ॥
পশ্চাত ষুনিব সে কোন্তল উপাক্ষান। আগে কহ ষুনি গয়াষুরের কথন ॥
তমগুণে জন্ম হয়া অষুরনন্দন। কোন পূন্নে হেন তির্থ করিল সৃজন ॥
ভিস্ম কৈলা ষুন রাজা কুন্তির কুঙার। ত্রিপুর নামেতে দৈত বিক্ষাত সংসার ॥
দেব দ্বিজ হিংসা দুষ্টু করে নিরন্তর। তার ভয়ে পালাইল জতেক অমর।
সিবের নিকটে গিয়া কৈল বহু স্তুতি। প্রকারেতে ত্রিপূরে বধিল পষুপতি ॥
ত্রিপুর বধিয়া নাম হইল ত্রিপুরারি। ত্রিপূরের দৈত ষুকদন্তের কুঙারি ॥
সতি গূণবতি কন্নে রুপে অনুপাম। প্রধান ত্রিপূর ভায্যা প্রভাবতি নাম ॥
গর্ভবতি সেইকালে আছিল ষুন্দরি। নারদ কহিল আসি দৈত্ত বরাবরি ॥
.. ..। ... ... ॥

অতঃপর কাহিনী বর্ণনা। .. ..
তুষ্টু হএ দিলা কৃষ্ণ গয়াষুরে বর। [৯খ গয়াক্ষেত্রে গোবিন্দ হইল গদাধর ॥
গয়াক্ষেত্র পবিত্র করিয়া ভগবান। গড়ুড়ে চাপিয়া তবে হইল অন্তর্দ্ধান ॥
মহাভারথের কথা অম্রিত সমান। কাসি কহে ষেই ষুনে লভ্য দ্বিব্যজ্ঞান ॥

ইতি গয়াক্ষেত্র সমাপ্ত ঃ
জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষ্যক দোস নাস্তি
মনিনাঙ্ক মতিভোম সাক্ষর শ্রীনফর দে
সাং নিজো গ্রাম এ পুস্তক পটনাথে শ্রীবাবুরাম সরকার
সাং কাচিগড়ে সন ১২৬৪ শাল তারিখ ৩১ আশাড় ॥
বাবুরাম ॥

২১ গরীব গদাই

রচয়িতা ঃ অধীন তৈয়ব, জয়রাম দাস, অধীন বালক

পুঁথিসংখ্যা ১৫৪২। পত্রসংখ্যা ৮৩। আকার ৮½"×৫½"। অখণ্ডিত। লিপিকাল আনুমানিক ১২০০ সাল। আধার তুলট। সত্যপীর পালার অভিনব আরবীয় কাহিনী। বীরভূমের রাজনগর এলাকায় হরিশপুর গ্রামে প্রাপ্ত পুঁথি। সম্পূর্ণ পালাটি মুদ্রিত হইল। ডান হইতে বামে লিখিত। প্রকাশ থাকে যে ইসলামি পালাগুলি সবই ডান হইতে বাম দিকে লিখিত।

৭ শ্রীহবিব
৭ শ্রী আল্লা হো কাফি ॥ জঙ্গনা মা হজরত আমিরন মোঁ মিমিন সহন সাহ
মর্দ্দান আলি হয়দর ॥
আল্লা আল্লা বল ভাই নবি কর সার। মোহাম্মদের দিন বিন গতি নাই আর ॥
আল্লার কউসে ফকির নোঙাঞিঞা মাথা। কহিতে লাগিল পির কাল্লামের কথা ॥
জোনমাত সহর বল্যা ছিল ঢুনিঞা পরে। গরিব গদাই বাদসা তাএ গুজরান করে ॥
গরিব গদাই বাদসা জোনমাত সহরে। বাদসাই করে মর্দ্দ তক্তের ওপরে ॥
তক্তে বার দিঞা বাদসাই করে নামাকুল। না মানে আল্লাতালা না মানে রছুল ॥
আপনি আল্লা আপনি রছুল আপনি পয়গাম্বরে। আল্লা রছুল হঞা আছে তক্তের ওপরে ॥
মুল্লুকে মুল্লুকে জত বাদসগণ ছিল। সবাই মেল্যা দাম দিঞা জমীদার হৈল ॥
রাজ্যে রাজ্যেশ্বর ই দস ইআর। সাত সত্ত কুঞ্জর চল্লিষ পাত্র জার ॥
আল্লার মকর কিছু কহা ৮] [৯ নাহি জায়। এমনি মালাওল পএদা হৈল ঢুনিঞায় ॥

একদিন গরিব গদাই তক্তে দিঞা বার। হযুরে মাঙ্গাইল নবাব আছওার॥
বাদসার হুকুম ওজির পাইঞা। তামাম লোক আনে বোলাইঞা॥
ওজ্রিরে ডাকিঞা বাদসা বলে ফরমান। সহরের তামাম লোক বোলাইঞা আন॥
মির ওমরাও কার মুখে লম্বা দাড়ি। বাদসার হযুরে খাড়া হাথে লাল ছড়ি॥
ছৈয়দ সেখজাদা জত মোগল পাঠান। ব্রাহ্ম'নপণ্ডিত আর জত হিন্দুআন॥
ফকির বৈষ্টম ছিল জতেক ভিখারি। আনিল সকল লোক এক এক করি॥
বস্যা আছে গরিব গদাই তক্তে দিঞা বার। তামাম খল্যক আসিঞা পোঙছিল দরবার॥
ছাল্লাম করিঞা খাড়া হইল সবাই। সভাকারে কহেন বাদসা গরিব গদাই॥
আমি আল্লা আমি নবি আমি পয়গাম্বরে। ভেহেস্ত দোজখ মেরা দেখহ নজরে॥
জে মোরে মানিব তারে ভেহেস্তে রাখিব। নহিলে দোজখে ডেল্যা প্রহার করিব॥ ৯]
[১০ মোছলমান হঞা বসিবেক আল্লা রছুল। জানবার্চ্চা মারিঞা তার করিব নিরমুল॥
হিন্দু হঞা ভজ্বিবেক জেবা নৈরেকার। আমার কহরে পড়িলে নাইখ নিস্তার॥
খেতে যুতে মেরা নাম নিবেক সদাই। সোবার বেলায় বলিবেক গরিব গদাই॥
মেরা নাম জার মুখে না যুনিব। সহর হইতে তারে দুর কর্য্যা দিব॥
মোছলমানে মানা আল্লা নবির নাম নিতে। হিন্দুকে হইল মানা দেও পাথর পুজিতে॥
আমার নাম জার মুখে নাই যুনিব। সহর হইতে তারে দুর কর্য্যা দিব॥
সহরের লোক বলে বিধি হৈল বাম। সাদ হইল নিতে আল্লা রছুলের নাম॥
কান্দএ সহরের লোক করে হায় হায়। কি করিলেন আল্লাতালা কি করিলে খোদাএ॥ ১০]
[১১ বুড়া লোক বলে মোরা আর কোথা জাব। ঘরে বস্যা আল্লার নাম ধিরি ধিরি লিব॥
দৈছতে মুকে বলেন গরিব গদাই। অন্তরে আল্লার নাম ভাবেন সদাই॥
এছে ভাঁতি কথদিন গেল গুজরিঞা। ইলাহির তামাম কিছু সোন মোন দিঞা॥
রর্ব্ব ছাড়েন আল্লার ববু'ল জানিল। ছাল্লাম করিঞা খাড়া হইল জিব রাইল॥
আল্লা কহেন জিবরিল যুনহ খবর। সেতার করে জাহ তুমি জোলমাত সহর॥
মালাওল পাতসাই করে বেদিল হইঞা। তাহাকে এস গা কিছু ইবরত দিঞা॥
দুই প্রহর রাত জখন আছমান ওপরে। পর্শ্বিক হইতে আইল জিবরিল জোলমাত সহরে॥
যুঞা নিদ্রা জেছেন বাদসা পালঙ্গ ওপর। জিবরিল হইল খাড়া সিরানা ওপর॥
যুখে নিদ্রা জেছে বাদসা পালঙ্গে পড়িঞা। পালঙ্গ সমেত জিবরিল দিল উলটিঞা॥ ১১]

[১২ বিবুটি খাইঞা বাদসার মুখে নাহি রায়। গড়াগড়ি পড়িঞা বাদসা করে হায় হায়॥
আল্লার মকর কিছু বুজ্যা নাই গেল। ময়তের কথা বাদসার ইআদ হইল॥
মনেত করিল বাদসা ত করিছি এখন। আখেরে মওত আছে না জ্যায় খণ্ডন॥
প্রভাতে উঠিঞা বাদসা তক্তে বার দীল। আছহার ইআরে তামাম বোলাইঞা নিল॥
অজিরে ডাকিঞা বাদসা বলে ফরমান। সহরের তামাম লোক বোলাইঞা আন॥
বাদসার হুকুম ওজির পাইঞা। সহরের তামাম লোক লিব বোলাইঞা॥
হযুরে হইল খাড়া ছাতি পরে হাত। আলম পালা ছাল্লামত হুকুম কর বাত॥
বাদসা বলে এস্যাছ তোমরা হিন্দু জবন। মোন দিঞা মুন তোমরা আমার বচন॥ ১২]
[১৩ বাদসাই করি আমি দুনিঞার ভাবনা। কষ্টকালে তোমাদের না লিব খাজানা॥
ব্রাহ্মন পণ্ডিত তোমরা এস্যাছ বিস্তর। একটি কথার জবাব দেহ দেখিঞা সাস্ত্র॥
মুনিঞা তামা[ম] লোক জোড় কৈল প্পানি। পারি ত জবাব দিব বল দেখি মুনি॥
হেন বুজি ঘুচাইলে আমাদের সাদ। বলিতে নারিলে বুঝি হইবে প্রমাদ॥
বাদসাই করি আমি বসিঞা তক্তেতে। বল দেখি আমার মওত কাহার হাতে॥
মুনিঞা সভার মুণ্ডে পড়িল বর্জ্জর। কোথাও না পায় কথা দেখিঞা সাস্ত্র॥
জত জত মোল্লা লোক পড়েন নামাজ। কালাম পড়িঞা করে আখেরের কাজ॥
কি করিব বল্যা লোক করে হায় হায়। বসিঞা তামাম কেহু কারু মুখ চায়॥
মোনে যুক্তি দড়াইল ভাবিঞা সবাই। হফ্‌ত রোজ বাদসার কাছে বিদায় হঞা জাই॥ ১৩]
[১৪ বার দিঞা বস্যা আছে বাদসা গরিব গদাই। দরবার সমেত লোক গেলেন সবাই॥
হযুরে হইল খাড়া ছাতি পরে হাত। আরজ কর্‌্যা বলি ছাহেব সোন মোদের বাত॥
জ্বান আম্বা পাই বাদসা বন্দগি মোদের লে। হফ্‌ত রোজকে বাদসা বিদাই করি দে॥
হফ্‌ত রোজ আমরা বিচার করিঞা। মওতের কথা তোমাখে কহিব আসিঞা॥
মুনিঞা গরিব গদাই খোস ওক্ত হইল। হফ্‌ত রোজকে বাদসা বিদাই কর্‌্যা দিল॥
কি হইবেক বলিঞা চলিল আপন আপন ঘরে। মোনে আন্দেসা করেন সভে ভাবেন অন্তরে॥
তামাম দিন গেল তবে নিসা সাম হৈল। হিন্দুলোক আপন সাস্ত্র দেখিতে লাগিল॥
আদ্য অথর্ব্ব বেদ জতেক আছিল। তল্লাসিঞা কথা কেহু দিসা নাই পাইল॥ ১৪]
[১৫ এমনি দুই চারি রোজ গুজরিঞা গেল। তামাম আলম হিন্দু ভাবিতে লাগিল॥
ভাবিতে লাগিল লোক মাথায় দিঞা হাত। বিধাতা ঘুচাইল মোদের জোলসাতের ভাত॥
কোন দিজ বলে মুন আরে ভাই। কি করিব চল মোছলমান পাড়া জাই॥
বস্যাছে মোছল্লি সব ঘেরাও করিঞা। তৌরিত ইঞ্জীল জবুর ফোরকাল চারি কিতাব নিঞা॥

কেহু কোরান পড়েন কেহু পড়েন নামাজ। তছবি তেলাওত করেন আখেরের কাজ॥
তৌরিত ইঞ্জিল জবুর ফোরাকান দেখীঞা। পাইল কথার সোধ নবিকে ভাবিঞা॥
সভে বলে চল জাই বেইমানের পাষ। উঠিল তামাম লোক হইঞা ওর্ল্লাস॥
হিন্দু মোছলমান সব একসাত হঞা। বাদসার হযুরে সভে ছার্ল্লাম কৈল নিঞা॥
তুমি জে বাদসাই কর বসিঞা তক্তেতে। তোমার ময়ত আছে হজরত আলির
হাতে॥ ১৫]
[১৬ আছএ সহনসাহ মর্দ্দান আলি আরব সহরে। তোমাকে তুড়িবে বাদসা একুই
পএজারে॥
কুয়ত সাহ মর্দ্দান আলি এছে জোর ধরে। ধরতি উঠাইতে পারে আছমান ওপরে॥
শুনিঞা খোসাল বাদসা গরিব গদাই। সভাকারে সিরপাও দিল লক্ষ্যের কাবাই॥
গরিব গদাই বলে জদী হজরত আলি মরে। আর্ল্লা নবি হইঞা থাকিব সংসারে॥
হজ আলির নামে বাদসা বলে মাব মার। সাজহ তামাম লোক জত আসোআর॥
আসোআর সাজআর জত আছে ঢালি। আরবে তুড়িব জেঞা হজরত আলি॥
এছাই বাদসা হাকিল ফরমান। আগে ত করিল খাড়া ঝাণ্ডা নিসান॥
বগসির্যা ফিরিঙ্গি রোহনা কত পালআন। সাজিল তামাম লোক বাদসার ফরমান॥
কোল মাল খএরা ডোম জতেক আছিল। লাখ দুই জড় কর্যা লড়িতে চলিল॥ ১৬]
[১৭ আপনি কুফার কোট্টল হাথির ছাওারে। মার মার করিঞা জায় লড়িবার তরে॥
কানে কানে ঘোড়া হাকিল পাএ পায়। আজরাইল সম হইঞা লড়িবারে জায়॥
তামাম ঘোড়া ঠেকে লাগে পাএ পায়। ধুলা উড়াইঞা ঘোর করে দুনিঞায়॥
কোস দুই তিন রাহা করিল পআন। নফর চাকর সব হইল হয়রান॥
রাত্র্য দিন নারে কেহু মালুম করিতে। কমর বান্ধিঞা সব জাইছে লড়িতে॥
রাত্র্য দিন জায় তবে রাহেত হাটিঞা। আলির মএদানে এক পোঙছিল জেঞা॥
চারি প্রহর দিন জেঞা হইল নিমেসাম। ওর্ত্তরিল নস্কর কত সব করিল মোকাম॥
মিছিলে মিছিলে সব লস্কর উত্তরিল। জার জেবা হাথি ঘোড়া স্থান লাগাইল॥
বড় গোলা কামান দাগে করে দাড়ু দুড়। নবিন মেঘে জেন করে হাড়ু হুড়॥ ১৭]
[১৮ এইস্থানে রহিল তামাম নস্কর। জার জে তাম্বুখানা ছিল উঠাইল ঘর॥
তক্তে থেক্যা তক্তে জানিলেন বর্ব্বন জলিল। তাঁহাকে ছাফি নাই জানিলেন সবিল॥
ইলাহি বলেন মুখেরদকে করিঞা। সাজিল কুফর কোট্টল আলির লাগিঞা॥
না মানে আর্ল্লাতালা না মানে খোদায়। বেইমান হইঞা আলিকে মারিবারে জায়॥
বেইমানে জাইতে নাই দিব অতপর। এমন ফিকির করি জেন ফিরে জায় ঘর॥

ইলাহির কুদরত কিছু সোমজ্ঝা নাই গেল। আড়ে দিগে সোল কোষ দরিআ হইল ॥
দরিআ দেখ্যা ডরাইল বাদসার ওজির। মাছে নিগুলিতে পারে থাকুক কুম্ভির ॥
ইকূল ওকূল দরিআ দুকূল পাথার। পার হৈতে পারে কেবা কুদরত কাহার ॥
ওজির হইল খাড়া ছাতি পরে হাত। আজিল হে ফিরো জাই সোন মেরা বাত ॥ ১৮]
[১৯ জয়রাম বলেন নাএকে দিহ বর। ডেরা ভাঁড়ি নিঞা বাদসা ফিরা্যা গেল ঘর ॥
পিরের মেহের অধিন বালকে ইহা গায়। আল্লা রছুল বল ভাই দুখ দুরে জায় ॥

বাদসা বলে ওজির সোন সোমাচার। সোলকোষ দরিআ দেখি কেমনে হবে পার ॥
ওজির বলে বাদসা আরজ জানাই। দরিআ হইতে পার তাগদ মেরা নাই ॥
তক্তোর ওপরে তুমি বোলাও করতার। দরিআ বান্ধিতে তুমি মাঙ্গায় বেগার ॥
হেকমত করিঞা বান্দ দিব জে ডেরা দিঞা ॥ তামাম লোক লস্কর জাবে পার হইঞা ॥
যুনিঞা বাদসা বড় খোসলিত হৈল। মুল্লু্কে মুল্লুকে সব প্যাদা ভেজ্যা দিল ॥
পঞ্চাস হাজার বেগার নিল মাঙ্গাইঞা। বান্ধ বান্ধিতে দরিআ দিল দেখাইঞা ॥ ১৯]
২০ ওদরের জালাতে বেগারি সব কান্দে। বিস হাজার বৎসর সেই বান্দ বান্দে ॥
পালাইতে নারে কেহু বাদসার ডরে। এক বিনস্ত বান্ধ বান্ধিতে না পারে ॥
এছে ভাঁতি কত দিন গেল গুজরিঞা ॥ আল্লার তামাসা কিছু সোন মোন দিঞা ॥
আপনি ইলাহি আল্লা কাদির পরওরে। খাব দেখাইলেন জেঞা আলি জোরওারে ॥
ইলাহী বলেন যুন আলি জোরআর। গরিব গদাইএর ঘুচাহ অধিকার ॥
গরিব গদাইএ তুড়্যা এস্য ততকাল। আমার দোআতে তুমি হইবে নিহাল ॥
সোহোনাতে বাত আমি বলি তোমার সাতে। গরিব গদাইএর মওত লেখ্যাছি তোমার হাতে ॥
কালি ফজরে তুমি কব্জার বান্দিঞা। তাগিদ বেইমানে তুড়্যা এস্য জেঞা ॥ ২০]
[২১ এত বলি ইলাহি বিদাই হঞা জান। আল্লার তামাসায় দেখ হইল বিহান ॥
ফজররে উঠিঞা আলি অযু করিঞা। আল্লার দরগায় তাত বন্দগি করিঞা ॥
সাদিলাম রেকাবদারে করিল ফরমান। তাগিদ দুলদুল ঘুড়ি জিন করি আন ॥
সাদি মাত্র্ পাইল অলির কথার চিন। দুলদুল ওপরে বান্দিল সোনার জিন ॥
উঠিলেন সহনশাহ আল্লাকে ভাবিঞা। যুর্ব্বা দিস্তার ছিরে বান্দিলেন আঁটিঞা ॥
সোল চান্দের ঢাল লিলেন তেগ যুলফেকীর। বিছমিল্লা বল্যা ঘোড়ায় হইল ছাওার ॥
আলি বলে কেবল চলিব রাতদিন। ঘোড়ার দাপটে কাঁপে আছমান জমীন ॥
আছমান জমিন তারা কাঁপে থরহর। আমাদের ওপরে আল্লা পড়িল বর্জ্জর ॥

দুলিচা ওপরে আছে রছুল পয়গাম্বর। ২১] [২২ হজরত আলি দেখেন তাহা করিঞা নজর॥
ছাল্লাম করিঞা তবে চুমিল কদম॥ রছুল বলেন হকু আল্লার রহম॥
রছুল বলেন বুঝিলাম তোমার কাজ। কোমর বান্দিঞা তোমার কোথাকে সাজ॥
হজরত আলি বলেন ছাহেব তোমাকে জানাই। যুলমাত সহরের বাদসা গরিব গদাই॥
কুফর কোমজাত সেই বড় ইজাহিল। তোমার হুকুম পাইলে তোড়ও তার সির॥
এমনি যুনিঞা রছুল কুয়তসার বাত। কাফিরের নাম যুনি কানে দিল হাথ॥
মেরা বাত রাখ বাবা আলি জোরআরে। কদাচিত নাই জাইয় জোলমাত সহরে॥
জে না মানে আল্লাতালা না মানে পরবরে। তোথা জেত্যা চাহ তুমি মরিবার তরে॥
হজরত আলি বলেন ছাহেব তোমার হুকুম পাই। দোহাই আল্লার তুড়িব গরিব
গদাই॥ ২২]
[২৩ নবির কথা রদ করিঞা আলি হাঁকে ঘোড়া। দেখিঞা রছুল তবে আগে হৈল খাড়া॥
আল্লার দোহাই লাগে বাবা মেরা ছির নাও। কোফরের দেস জদী এক পা বাড়াও॥
হজরত আলি আপুনি যুনিঞা এই কথা। ভাবিতে লাগিল আলি হেঁট করি মাথা॥
ঘোড়া সমেত আলি ফিরে আইল ঘর। বসিঞা রহিলেন নবি দুলিচার ওপর॥
বড়খাঁর হুকুমে জয়রামদাসে গায়। বান্দাইলে দিস্তার জারে খাজুরের তালায়॥

হজরত অলি বলে আল্লা কাদির পরওরে। মোহাম্মদ মোস্তফা জেত্যা না দিল আমারে॥
আপনি আল্লা মোনে ভাবেন বেথা। ফকির হব গলে লিব আসিমোনের কাথা॥
কাঁথা গলে দিঞা আমি ফকির হইব। রছুলের ঠাঞী অলিকে ভিক্ষ্যা মেগ্যা লিব॥
ফকির হইল আল্লা আপে করতারে। ২৩] [২৪ আসিমোনের কাঁথা লিল গলার ওপরে॥
আসিমোনের কাঁথা দেখিতে হৈল মোটা। মাথায় দিস্তার হাতে সওামোনের সোটা॥
আপনি কাদির আল্লা ফকির হইঞা। রছুলের দরজায় পোঙছিল আসিঞা॥
আপনে কাদির বলে দম দম মাদার। হরঘড়ি বলেন হকু রহম আল্লার॥
ফকির দেখিঞা রছুল উঠিল তড়াবড়ি। ঘরে হৈতে আনিলেন চারি গণ্ডা ছোর্নার কড়ি॥
ফকির বলেন সোন দিন পয়গাম্বরে। টাকাকড়ির আসম ভাব কিছু নাই মোরে॥
আল্লার ফকির আমি নাছের ভিখারি। আল্লার গুদুড়ি মোরে সেই হৈল ভারি॥
ভিক্ষ্যা নাই লিব আমি সোন পয়গাম্বর। গুদুড়ি বহিতে একটী দেহ ত নফর॥
ফকিরে আরজ করি নবি দস্তগির। জতেক নফর ছিল করিল হাজির॥ ২৪]
[২৫ গুদুড়ি রেখ্যাছি আমি জমিন ওপরে। এমন নফর দেহ জেন তুল্যা নিতে পারে॥
নবির নফরে কাঁথা তুলিবারে জায়। বেলিআজ বলে কাঁথা হইয় বর্জ্জরকায়॥

ফকির হইঞা মাআ করএ বিধাতা। নড়াইতে নারিল কেহু ফকিরের কাঁথা।
দেখিঞা হজরত নবি চারিপানে চায়। আবুবক্কর ছিদ্দিক কাঁথা তুলিবারে জায়॥
কাঁথা ধরিঞা ছিদ্দিক টানাটানি করে। থাকুক উঠাবার কাজ হিলাইতে নারে॥
দেখিঞা হজরত রছুল ছিদ্দিক পানে চায়। ওম্মর খেতাব কাঁথা তুলিবারে জায়॥
ওম্মর খেতাব কাঁথা ধরি বহুত জোর করে। জমিন হইতে এক বিলস্ত উঠাইতে নারে॥
দেখিঞা হজরত নবি চারিপানে চান। কাঁথা তুলিতে জেছেন মির ওছমান॥ ২৫]
[২৬ কাথা ধরিঞা ওছমান টা[না]টানি করে। থাকুক উঠাবার দায় নড়াইতে নারে॥
ফকির বলেন রছুল সোন তোমায় বলি। গুদুড়ি বহিতে এন্যা দেহ সেরে খোদা আলি॥
ঘরে জাইঞা নবি গুনেন পরমাদ। কি বল্যা বলিব আমার আলি দামাদ॥
বিসাদ ভাবিঞা নবি মোনে বহুত দুখি। জায় কি না জায় আলি যুধাইঞা দেখি॥
পালঙ্গে বসিঞা আছে আলি হয়দর। হেনকালে গেল ওথা দিন পয়গাম্বর॥
রছুলে দেখিঞা আলি উঠিল তড়াবড়ি। নবিকে বসিতে আসন দিছেন দৌড়াদৌড়ি॥
রছুল বলেন আমি বসিতে পাব কোথা। আল্লার ফকির এল্য এক গলায় দিঞা কাঁথা॥
ভিক্ষ্যা না লেয় সেই এল্য কোন অলি। ২৬] [২৭ বলে গুদড়ি বহিতে এনা দায় সের আলি॥
তাহা পারিবে নারিবে বাবা বল ধিরেধির। নয় বিদায় কর্য়া দিএগা আল্লার ফকির॥
পালঙ্গ ওপরে সের আলি আছিল বসি। ফকিরের হযুরে আইল তরা পসি॥
হযুরে আসিঞা আলি করিল ছাল্লাম। ফকির বলেন তুজে করম ছাল্লাম॥
কাদির বলেন জদি জাবে মেরা সাতে। আমার গুদুড়ি তুল্যা লায় আপন মাথে॥
এতেক বচন জদী কহিল ফকির। বিচমিল্লা বলিঞা উঠে আলি দস্তগির॥
নবিকে ছাল্লাম করি বিদায় হইল। বাম হাথে কর্য়া কাঁথা মস্তকে তুল্যা নিল॥
দেখিঞা আছহার লোক হইল হয়রান। ফকিরের সাথে জান আলি পালআন॥
আলি কহেন ছাই বলিএ তোমারে। আমায় নিঞা এল ছাহেব জাবে কোথাকারে॥
কাদির বলেন যুন আলি হয়দর। তোমায় নিঞা জাব আমি যুলমাত সহর॥
আলি কহেন ছাহেব বলিএ তোমারে। যুলমাত সহর জাবে তুমি কিসের খাতিরে॥ ২৭]
[২৮ আল্লা কহেন যুনহ আলি হএদরে। তোমাকে বেচিব বাবা যুতমাত সহরে॥
কাদির বলেন বাছা তোমাকে বেচিঞা। জেবা কিছু পাব খাব দোআ করিঞা॥
এতেক বচন আলি যুনিল ফরমান। অন্তরে বেথিত হলেন আলি পালওান॥
ঢাল তলআর ঘোড়ায় ছাওাব রছুল নাই দিল জেতে। কুফরের মুল্লুক এখন জেত্যা হৈল খালি হাতে॥

আলি কহেন বাত ফকিরের হযুরে। আমায় নিঞা জাবে জদি যুলমাত সহরে ।।
এই মএদানে মিঞা খানিক থাকো বসি। জিন্নত ফাতেমার কাছে বিদায় হঞা আসি ।।
হাছেন হুছেন মোর মাছুম দুটি ভাই। এক নজর দেখ্যা আসি জদী তোমার হুকুম পাই ।।
ফকির বলে ঘর জাবে আলি হয়দরে। আসিতে বিলম্ব হবে জরু লতকার মেহেরে ।।
জদি ঘর জাবে বাবা অসিয় সবিল। দেরি হইলে নয় ঘটিবে মস্কিল ।।
এক দরখত তলায় বস্যা রহিল ফকির। আপন ঘরে পোঙছিল আলি দস্তগির ॥
আলিকে দেখিঞা উঠেন ফাতেমা মাদরে। অস্তবেস্ত অযুর পানি দিল হাজির কর্য্যা ॥ ২৮]
[২৯ বসিবার তরে দিল খাসা বিছান। দিলগির হইঞা কহেন আলি পালআন ॥
অযু করিব কি বিবি বসিব পালঙ্গ পরে। আল্লার ফকির এল এক নবির দরবারে ॥
ভিক্ষ্যা না নেয় সেই এল কোন অলি। বলে গুদুড়ি বহিতে এনে দাও সের খোদা আলি ॥
ফকিরের ছাওাল নারিল এড়াইতে। কাঁথা বঞা জাছি বিবি ফকিরের সাতে ॥
ফকীরের সাতে জাছি বিবি কহিতে লাগে বেথা। মোন দিঞা যুন বিবি ফকীরের কথা ॥
ফকির বলে জাব আমি যুলমাতসহরে। তোমাকে লইঞা জাব বেচিবার তরে ॥
ফকীর বলেন বাবা তোমাকে বেচিঞা। জেবা কিছু পাব খাব দোআ করিঞা ॥
এতেক বলিঞা ফকির কহে বাত। তেকারনে আইলাম করিতে মুলাকাত ॥
আলি কহেন বিবি তোমাকে সোমজাই। যুলমাত সহরে বাদসা গরিব গদাই ॥
গরিব গদাইএর কথা কহি তোমার আগেতে। তাহার মওত আল্লা লেখিল আমার হাতে ॥
বেচিবার তরে ফকির লঞা জেছে তোথা। লোক লস্কর ২৯] [৩০ মোরে ঘেরিবে
গাছের পাতা ॥
জদি বা কুফর কোট্টল ঘেরিবে আমারে। আবলোস রহিব বিবি তোমার অন্তরে ॥
জনম যুধা মুলাকাত হইল দুইজনে। ফকিরের সঙ্গে জাই কুফর ভুবনে ॥
এই কথা কহিলেন হযুরে হঞা খাড়া। বিপদ পড়িলে পাঠাবে দুলদুল ঘোড়া ॥
বিবি বলে বার বর্ছ্ছরের রাহা যুলমাত সহর। কেমনে পাইব আমি সে সব খবর ॥
যুনিঞা হজরত আলির মোনে হৈল যুদ। কাটরা পুরিঞা মিঞা মাঙ্গাইল দুদ ॥
এই দুদ রাখিবে বিবি নজর করিঞা। ভাল মন্দ পাবে এই দুদ দেখিঞা ॥
যুলমাত সহরে জদী ঘেরিবেক কেউ। এইসব দুদ তবে হঞা জাবে লৌ ॥
জদি ঢাল তলআর ঘোড়া না পাঠাবে মোরে। গুনাগার হবে বিবি আল্লার দরবারে ॥
যুনিঞা ফাতেমা বিবি বলে হায় হায়। ধুলায় লোটাঞা কান্দে গড়াগড়ি জায় ॥
বিবি বলেন বলি গা আমি বাবার হযুরে। বর্জ্জর পাড়্যাছেন বাবা আমার ওপরে ॥
আলি বলেন বিবি কান্দিবার বেলা আছে। একেলা ফকির বস্যা গজ্জব হয় পাছে ॥

বিবির হযুরে আসি এই কথা কঞা। ফকিরের হযুরে ছাল্লাম কৈল জেঞা ॥ ৩০]
[৩১ বড়খার হুকুমে জয়রামদাসে গায়। বাঁসবেড়া দিতে দিস্তার দিন জায় ॥

ফকির বলেন কেনে এতেক দিরিঙ্গি। যুনিঞা হজরত আলি করেন বন্দগি ॥
জরু লডকার মএআ ছাড়িতে লাগে বেথা। করতার বলে চল মাথাতে লেহো কাঁথা ॥
আসিমোনের কাঁথা আলি রাখিছিল জমিন ওপরে। হজরত আলি তুল্যা নিল ছিরের ওপরে ॥

ইলাহি বলেন বাবা আস্তে আস্তে জাও। আল্লার তামাসায় আগে দেখে দরিআও ॥
আলি বলেন যুন ফকির অধিকারি। রাহা কতদূর কাথা বহিতে না পারি ॥
ইলাহি বলেন এই দরিআ কহর। সোল কোষ দরিআ পার যুলমাত সহর ॥
আলি বলেন তবে থোড়াই দেখি পথ। এই বেলাতে যুন আমার হকিকত ॥
অই জে গরিব গদাই যুলমাত সহরে। না মানে আল্লাতালা না মানে পএগাম্বরে ॥
গরিব গদাইএর বাত বলি তোমার সাক্ষ্যেতে। তাহার মওত আল্লা লেখেছেন মোর হাতে ॥
আলি বল্যা নামটি যুনিবে জার কথা। লোক লস্কর ঘেরিবে গাছের পাতা ॥ ৩১]
[৩২ আমার নাম বুদ্বল্যা রাখো দরিআর কিনারে। তবে সি জাইতে পারি কুফর সহরে ॥
আল্ল্যা বলে কি নাম রাখিব তোমারে। আলি বলে নঙখরিদা গোলাম বল্যা ডেক মোরে।

ইলাহি বলেন যুন হজরত আলি। তোমার হযুরে আমি এই কথা বলি ॥
তোমারে নফর বলিতে পারে কোন জোন। তোমার নাম রহিল নঙখরিদ পালআন ॥
সের আলি নাম তোমার রহিল গোপতে। সোল কোষ দরিআ পার হইব কেমতে ॥
হজরত আলি বলে যুন কেরামতের ধনি। পার হবার কথা কিছু আমি ত না জানি ॥
পার করিতে পার জাব যুলমাত সহর। নহেজ কহ মোরে ফির্যে জাই ঘর ॥
আল্ল্যা বলেন দরিআর নাহি নাও ভেলা। দরিআর ওপরে ভাল বসিবার মোছল্ল্যা ॥
ছাগলের চামড়া পানির ওপর ভেল্যা দিল। আল্ল্যার তামাসাএ ওছল্ল্যা ভাঁসিতে লাগিল

ইলাহি বলেন যুন আলি কুতুহলে। এস্য বাবা তুমি চাপসিঞা কোলে ॥
বসিবার মাত্রে বিলম্ব হঞাছিল। আল্ল্যার হুকুমে দরিআ পার হঞা গেল ॥ ৩২]
[৩৩ কত মাএআ জানে আল্ল্যা আপে করতার। দেখিতে দেখিতে দরিআ হঞা গেল পার
সোল কোস দরিআ গেল পার হঞা। যুলমাত সহর তবে পোহছিল জাঞা ॥

ইলাহি বলেন শুন আলি জোরআরে। এখন বলহ তুমি রহিবে কার ঘরে॥
আলি বলে ছাহেব আমার কথা লএ। তুমি জোথা রাখ ছাহেব সেই কথা হএ।
এই সহরে আছে আজাজিল ছওদাগর। জার একঘর ভরা আছে পরেসপাথর॥
ছওদাগরের মর্ত্তার কথা কহিতে না পারি। টাকা আসরফি কত কড়ির বাখারি॥
লালমতি কত আছে আজাজিলের ঘরে। কারবার লাগিঞা রাখিবেক তোমারে।
এই কথা বল্যা আল্লা আলির বরাবর। সাতে কর্যা লঞা গেল আজাজিলের ঘর।
আপনি গেলেন আল্লা হইতে জাহির। ছওদাগরের ঘরে করেন আল্লার জিকির॥
অনেক্ষ্যন বলে লিল্লা দম দম মাদার। হরঘড়ি বলে হউক রহম আল্লার॥ ৩৩]
[৩৪ অনেক্ষ্যন জিকির করিলেন দুইজনে। আল্লা নবি আওাজ গেল ছদাগরের কানে॥
নিন্দছে উঠিঞা মুকরালা ভেজিঞা। সওা এক রূপিআ বাটাতে পুরিঞা॥
আল্ল°ার ফকির আল্ল°ার গুন গায়। সওা এক রূপিআ ধরে ফকিরের পায়॥
রূপিঞা রাখিঞা সাধু করিল ছল্ল°াম। হাদি বলে হকু তুজে আল্ল°ার রহম॥
ফকির বলেন সাধু দোজখ হৈল কাল। পেটের লাগি বেচিতে আনিলুঁ ছওাল॥
আপন বেটা আনিলাম বেচিবার তরে। কেহু জদি কিনে নেয় রাখি তার ঘরে॥
ছদাগর বলে ছাহেব ধরি তোমার পা। কেবা কিনে নিতে পারে কালসাপের ছা॥
ফকির বলেন ওহাতে দোস কিছু নাঞি। তোমার দৌলতে দষ রোজ বস্যা খাই॥
আজাজিল বলে কির্ম্মত বল দেখি তুমি। জদি মুলে বলে তবে কিনে নিব আমি॥ ৩৪]
[৩৫ শুনিঞা হজরত আলি আগ বরাবরে। খানেজাদের লাগি বুঝি পাঞাছ মরে॥
আমাকে কিনিঞা নিবি শুন অরে ভাইআ॥ মিঞা গুনিঞা দেহ নয় লাখ রূপিআ॥
শুনিঞা ছওদাগর কানে দিল হাত। শুন ফকির ছাহেব শুন মেরা বাত॥
নয় লাখ রূপিআএ কিনে নিব তোরে। কি কাম করিতে পারিবে বল দেখি মোরে॥
জে কাজ বলিবি তোঁ করিব সেই কাজ। ডেল্যা দিস দরিআএ নয় আগুনের মজ॥
শুন্যা ছদাগর বড় খোসালিত হইল। নয় লাখ আসরপি হযুরে এন্যা দিল॥
সন্দুক খুলিঞা টাকা হযুরেত দিল। মএআ করিঞা আল্ল°া হেছাব কর্যা নিল॥
আপনি আল্ল°া হিছাব কর্যা নঞা। হজর আলিকে ডাকেন হাতসান দিঞা॥
ইলাহি বলেন শুন আলি জারআর। পাছানিঞা লেহ তুমি আমি করতার॥
আলি বলেন আল্ল°া শুন মোর কথা। ৩৫] [৩৬ আমার ওপরে জখন চাপাইলে কাঁথা॥
তখনি পাছানিঞা তুমি করতার। তোমাকে পাছানিতে পারে কুদরত কার॥

দোওা কর‍্যা জাও থাকি আজাজিলের ঘরে। রাত্র্যদিন দোওা কর‍্য আমার ওপরে ॥
এত য়ুন্যা দোওা কর‍্যা বিদা হৈল করতারে। দেখিতে দেখিতে গেলেন দরিআর কিনারে ॥
খাজে জিন্দায় ডেক্যা বলেন কুতুহলে। আলির কামাঞি থাকুক তোমা হাওালে ॥
নয় লাক্ষ রূপিআ দরিআতে ডেল্যা দিঞা। সন্যের সন্যাস আল্ল্যা গেল গাএব হঞা ॥
হেথা হজ আলি থাকে আজাজিলের ঘরে। চারি মাহিনা হজরত আলি গুজরান করে ॥
একরোজ আজাজিল আগ বরাবরে। নয়খরিদা বলিঞা ডাকিছেন আলিরে ॥
হজরত আলি বলেন যুন ছওদাগর। নয়খরিদা বলিঞা কেনে ডাক অতপর ॥
য়ুন্যা ছদাগর গোর্চ্ছা সামালিতে নারে। নয় লাখ টাকা গুন্যা দিলাম ভাত
মারিবার তরে ॥ ৩৬]
[৩৭ যুনিঞা হজরত আলি আগ বরাবরে। খানেজাদের লাগি কোটাল পাঞাছ মোরে ॥
ছদাগর বলে আমি কত সব তাপ। নয় লাক্ষ টাকা গুন্যা নিল তুঞি ছোড়া বাপ ॥
আলি বলে কাজ্য ফরমাইস কর তুমি। জে কাজ বলিবে হাজির আছি আমি ॥
য়ুন্যা ছদাগর এক গাধা মাঙ্গাইল। গাধার ওপরে পালান ভিড়্যে দিল ॥
খুব এককুন হাড়ি আলির হাতে দিঞা। ছদাগর বলে তখন গোশ্ছ্যাদিল হঞা ॥
একছালা কাঠ আনগা গাধার ওপরে। আর এক বোঝা এন্য মাথার ওপরে ॥
আলি বলেন কোট্টোল দিল লেগ্যাছে পারা। আলি বলে কিব্যা মোরে পালিলাক ওহারা ॥
গোশ্ছ্যায় হজরত আলি আগ বরাবর। এক চট কোলায় লএ পাঠাব জোমঘর ॥
কুলহাড়ি আর গাধা লঞা চলিল জঙ্গলে। বলে চলিঞা জায় আল্ল্যার তওছ্ছ্যলে ॥
বিঘে ছয় জমি জেই গেল ছাড়াইঞা। গাধার জাতি পড়্যা থাকে আলি পানে চেঞা ॥ ৩৭]
[৩৮ দুই বিঘা জমি জেত্যা সাতবার পড়ে। মারিলে কাটিলে গাধা তমু নাহি নড়ে ॥
গোশ্ছ্যাএ আলি গাধার কাছে জেঞা। খুব এক চাপড় মারিল আটিঞা ॥
গাধা বলে আল্ল্যাতালা কি হৈল মোরে। এতদিনে পড়্যা গেলাম আলির কহরে ॥
আর এক চাপড় জদি মারিল আমারে। ভিক্ষ্যা মাগ্যা খেথ্যাম জেঞা জোমঘরে ॥
আপনি হজরত আলি চল বনমাজ। তোমা বল্যা জানিলে না করিথাম এমন কাজ ॥
গাধা বলে ছাহেব আগু চল তুমি। আপনার খবরে পাছ জাছি আমি ॥
এত য়ুন্যা হজরত আলি আগু আগু জায়। পরান বিকুলি গাধা পাছ পাছ ধায় ॥
পথে জেত্যা হইল উছুর বড় বেলা। পিআসে আকুল আলি যুখাইল গলা ॥
জত কাঠুরিআ গিঞাছিল কাঠ আনিবারে। আলির সাতে দেখা হইল রাহের ওপরে ॥
আলি বলে যুন কাঠরিআ জেই ভাই। ৩৮] [৩৯ কোন বন গেলে ততকাল কাঠ পাই ॥
জত কাঠরিআ বলে মনেত ভাবিঞা। কহিতে লাগিল তারা ইতপাক্ করিঞা ॥

নয় লাখ রুপিআর চাকর আজাজিল ঘরে। সোভারি ভাঙ্গিবে ভাত মুলমাত সহরে ॥
এক কাঠরিআ বলে মুন মেরা বাত। ওহারি কারনে গেল আমা সোমা ভাত ॥
বুড়া এক কাঠরিয়া সেইখানে ছিল। জত কাঠরিআর তরে বলিতে লাগিল ॥
বুড়া বলে এমন বনে ওহাএ পাঠায়। জেত্যা মেলিতে গাধা মুর্দ্দা জেন বাগে খায় ॥
সভে বলে অ ঠাকুর কথাএ দেহ মন। নজতিকে দেখ তুমি অই বড় বন ॥
অই দেখ বড় বন নজর করিঞা। জড় কর্‌য়া আনগা কাঠ ছালা চাপাইঞা ॥
অই একট গাছ দেখ বনের মাঝেতে। গাধাকে বান্দিবে ওই গাছের তলাতে ॥
অই গাছের কথা কি কহিব হযুরে।
তিন কোস উর্চ্চ গাছ বনের ভিতরে। মুনিঞা খোসাল আলি ডাকেন সভারে ॥
দোওা করেন হাত দিঞা সভার মাথাএ।
জতেক করিআ একস্তর হঞা। ডাগুাইল আলির কাছে বোঝা লাগাইঞা ॥ ৩৯]
[৪০ কাঠুর্‌য়া বিদাই হৈল করিঞা ছার্ল্লাম। জঙ্গলে চলিঞা গেল নআলি পালআন ॥
পিরের মেহেরে অধিন তৈয়বে গায়। আর্ল্লা নবি বল ভাই ভরসা খোদায় ॥

ত্রিপদি পক্ষ্যমান

কাঠুর্‌য়া বিদাই দিঞা জান আলিরে গাদিঞা জঙ্গলেত করিলেন পরবেস।
মনেত আছএ সাধা জঙ্গলে লইঞা গাধা ভাবেন আলি লাকড়ির বিসেষ ॥
তিন কোস গাছ লম্বা জেন আছমানে খাম্বা সওা কোস জার ডালের প্রতন।
গাছের ওপরে বাসা কত পক্ষ করে আসা লাখে লাখে তাহে না জায় গনন ॥
মহুর কুকিল মুআ দেখ্যা লাগে আচাভুআ খঞ্জনা আর নখা আর বেনাওতি।
সারেস বগুলা কাগা মানিকজোড় লগনগা মাছরাঙ্গা আর টিঠানি বহুতি ॥
বুলবুল মাথায় ঝুটা পানকৌড়ি বাবই চটা পানফিঙ্গা জেই ৪০] [৪১ আর ভিমরাজ
সিদিনি গিধিনি নিল মাছ মকর সঙ্কচিল সিকরা বহুরি আর কত বাজ ॥
গাছের খোটরে খাছা লাখে লাখে আছে পেচা রামমুআ তাহে হাজারে হাজার ॥
জখন ত কাড়এ রা পুলকিত করএ গা কলরবে জার ঘোর অন্ধকার ॥
বেগোমা বেগমি জিআ বেনাবধু বনটিআ পাতরাঙ্গি দহিআল হরিমুনা।
গড়ুর বিনতার ছা দেব অংসে জে কাড়ে রা কুঞ্জর কলপ কটাস কোনা ॥
মএনা পএরা বোল চিপকের গণ্ডগোল তিলাপাক পাকড়ি রাইমুনি।
ভারত চণ্ডুলের ছা নানা বর্নে ই কাড়ে রা অপরূপ জেই মধুরস বানি ॥
গাছের তলাতে জত ডাহুক তিতির সত সত সরালি করালি আর কাদাখোচা ॥

টিঠি টিপটিপ্পি বোল গন্ডুরের গণ্ডগোল চামচিকা দেখী যার নাক বোচা ॥
চাকাচাকি জার বঙস সিন্দুরিআ রাজহংস লভ্য নিজেই আহার ৪১] [৪২ ধর‍্যা খায়।
সেতা নেতা পানঝাপা দামগুড়গুড় মোর্ল্লফা কুড়া বগি ঘুন ঘুনাইতে চায় ॥
হাপিনি হাপিআ তারা গাছের পাতার পারা ধুনাফুরুই জে হাজারে হাজার।
জখন জে কাড়এ রা কুলপিত হয় গা কলরবে হয় ঘোর অন্ধকার ॥
কোঁকুঙ্গল ধানেশ্বরা ঢুতিএ আর বেসরা খাটেশ্বরা আর জোর্ব্বা বাতকে।
পাড়ুস্ব টুবুকি ঘুতি পানিঘাগা তুরমতি বাসা বাসালি দেখ লাখে লাখে ॥
মুরগা মুরগি জত তাহা না কহিব কত সঞ্জেবেলায় করএ কোলাহুলি।
হাড়গিল্যা মাথা লাল বড় পক্ষ্য জোঞ্জাল জাহার গলায় আহারে ঝুলি ॥
ফুদখুনি টুনটুনি পাতঘুগা রামবুনি ধানেষ করকট অগ্নিএ খোরা।
সেত আর সেতকাগ নাড়াবুনি কাডবগ লাখে লাখে আছে কত দাচোরা ॥ ৪২]
[৪৩ আর গাছে আছে জত তাহা না কহিব কত কাগজে জার হিছাব নাই হয়।
সেই জে গাছের কথা আউঠ হাত জার পাতা এছাবি বিরিক্ষ্য দেখ ঢুনিঞাতে রয় ॥
আজিমদার খত দেখি হজরত আলি দিলে দিলে খুসি গাধা সমেত সেইখানেতে জান।
ধরিঞা পিরের পায় অধিন তৈয়বে গায় আর্ল্লা আর্ল্লা বল জতেক মোছলমান ॥

পয়ার ছন্দ

জঙ্গলেত গেল আলি গোশ্চ্ছা অনুছান্দে। সেই গাছের জড়েতে গাধা লঞা বান্ধে ॥
হাতে রন্ধনহাড়ি দিল জঙ্গলে ডালিঞা। জঙ্গলের জত কাঠ আনে জে কাটিঞা ॥
জঙ্গল বলে ইআ আল্লা কি হইল মোরে। এতদিনে ঠেকি গেলাম আলির কহরে ॥
ঘড়িখানেক মধ্যে ছালা তৈয়ার করিঞা। গাধা আনিতে জায় আনন্দিত হঞা।
গাধার কথা কিছু সোন অনুরাগ। গাধাকে ভক্ষ্যন কর‍্যা বস্যা আছে বাগ ॥ ৪৩]
[৪৪ গাধার গোস্ত খাইঞা আছেন বসিঞা। মোছে তার দিছে বাগ আঁখি নাচাইঞা ॥
হেনকালে হজরত আলি সেইখানে জান। দেখিঞা বাঘের ভক্ষ্য উড়িল পরান ॥
বাঘ বলে আর্ল্লাতালা কি হইল মোরে। এতদিনে ঠেকে গেলাম আলির কহরে ॥
এতেক ভাবিঞা বাঘ পালাইঞা জান। হজরত আলি তাহারে দেখিবারে পান ॥
কতদূর পালাইবে বাঘ বল দেখি মোরে। দোহাই আর্ল্লার আছে আজি তোমারে ॥
বাগ বলে আর্ল্লাতালা মস্কিল হৈল মোরে। হজরত আলি পা দিল বাঘের কোমরে ॥
বাঘের কানে ধর‍্যা তিনবার উঠাইল। বেআক্কেল বাঘ বল্যা তারে গালি দিল।
কোমজাত বাগ তুমি না জানহ অন্তরে। বিগানা চাকর আমি আজাজিলের ঘরে ॥

গাধা খাইলে প্রমাদ হইল জে মোরে। ঘরে গেলে গুড় পাড়া বাসিবে আমারে ॥ ৪৪]
৪৫] বর্জ্জর চাপড় আলি বাঘের ওপর মারি। আছমানে উঠিঞা বাঘ পড়িল জমি ধরি ॥
বাঘ বলে জিউদান দেহ আলি হয়দরে। না জাগা করাছি কাম বনের ভিতরে ॥
তোমার গাধা খাইলাম মাফ কর তুমি। তোমার কাঠগুলি নয় দিঞা আসি আমি ॥
আলি বলে চল তুমি আজাজিলের ঘরে। বেগর দোসে বাছা কে মারিবেক তোমারে ॥
গাধার পালান দেখ আছিল পড়িঞা। কুউঅৎ মরদান সাহা আনে উঠাইঞা ॥
বাঘের ওপরে পালান ভিড়্যে দিঞা। সেরের ওপরে ছালা দিল চাপাইঞা ॥
জেইমাত্র হজরত আলি আগু আগু জায়। পরানের বিকুলি বাঘ পাছু পাছু ধায় ॥
হজরত আলি ভাবনা করেন অতপর। আসিবার বেলায় এক কথা কঞাছে ছদাগর ॥
ময়দানে ডাণ্ডায় বাঘ যুন মন দিঞা। এক বোঝা লাকড়ি আনিল উঠাইঞা ॥
বনেত বসিঞা আলি ভাবেন মোনে মোনে। বোঝার মাফিক কাঠ নাই পেলাম বনে। ৪৫]
[৪৬ না পাঞা লাকড়ি দিলে বেজার হঞা। সেই গাছের কাছে আলি প্রবেসিল জেঞাম
আলি বলেন গাছ সোমঝাই তোমারে। এতদিনে ঠেকিঞা গেলে আলির কহরে ॥
গাছে টান দিল আল্লানবিকে ভাবিঞা। জড়পিড় সোমেত গাছ এল্য উখাড়িঞা ॥
আজরাইল সম গাছ লঞা হাত পরে। খোসাল হইঞা আলি জায় রাহা পরে ॥
বাঘ বলে কি করিব জাব কোথাকারে। জাহা বাপের কালে জানিনা তা বৈতে হৈল মরে ॥
গাছ হাথে লঞা পোহছিল পালওান ॥ দেখিঞার বাঘের উড়িল জে পরান ॥
বাঘ বলে গোস্বায় আঁখ করাছ রাঙ্গা। আমাকে চালাইতে পারা হাতে কৈলে ঠেঙ্গা ॥
এতেক বলিঞা বাঘ পাছু পাছু ধায়। সহরের তামাম লোগ দেখিবারে পায় ॥
সভে মেল্যা বলে ভাই দেখ খাড়া হঞা। বাঘের পিষ্টেতে ছাল আনে চাপাইঞা ॥
সহরের লোক কান্দে হঞা হাহাকার। সওদাগরের হযুরে জানায় সমাচার ॥ ৪৬]
[৪৭ সভে বলে ছদাগর যুন অতপর। মানুস মারিতে তুমি রেখ্যাছ চাকর ॥
বাঘের পিষ্টেতে ছালা আনে চাপাইঞা। হয় নয় তুমি দেখহ নজর করিঞা ॥
আর এক কথা কহিতে লাগে জে ডর। একট গাছ আনিছে হাথের ওপর ॥
সেই গাছের কথা কি কহিব তোমারে। তিন কোষ গাছ উর্চ্চা হাতের ওপরে ॥
সেই গাছ দেখিঞা লোক কাঁপে থরহয়। কেমনে রাখিবে গাছ সহর ভিতর ॥
জেখানে আনিঞা গাছ ফেলাঞা দিবে ॥ তিন কোসের গরু মানুষ জোমঘর জাবে ॥
এই কথা ছওদাগরে কহিতে দেরি ছিল। হেনকালে হজরত আলি সহরে পোহছিল ॥
তামাম লোক পালাইল ছাড়িঞা সহর। সওদাগরের মুণ্ডে পড়িল বর্জ্জর ॥
বাঘ দেখ্যা, ছওদাগর সামাইল ঘরে। ... ... দরজ্জা ওপরে ॥

... ... ছওদাগর। ... ... আলি হয়দর ॥ ৪৭]
[৪৮ কোথা গেলে ছওদাগর বাত মেরা নায়। আনিলাম কাঠের ছালা দেখ্যা মুন্যা নায় ॥
দাস্তকপাটি লেগ্যাছে সাধু ভুমে পড়্যা। ডাকাডাকি করেন আলি রা নাহি কাড়ে ॥
গোশ্চ্র্যায় হজরত আলি অগ বরাবর। হাতের গাছ দিল ফেল্যা সহর ভিতর ॥
জেখানে বাদসার খোসবাগ ছিল। সেইখানে হজরত আলি গাছ ফেল্যা দিল ॥
ফেল্যা দিল গাছ জেই আলি হজরত। তিন কোসের গরু মানুস হইল গাওবত ॥
আলি বলে বাঘ তুমি আমার বাত নায়। এইখানে ফেল্যা ছালা জঙ্গলে তুমি জায় ॥
জেইমাত্র পাইল বাঘ আলির ফরমান। জমিনে ফেলিঞা ছালা করেন ছার্ল্লাম ॥
বাঘ বলে কেহু জদি বেগার নিঞা জায়। পেটে খাইতে সেহ কিছু ইলাম পায় ॥
মুনিঞা খোসাল বড় .. ..। তোমাকে ইলাম... ... ... ॥ ৪৮]
[৪৯ বাঘকে হুকুম দিলেন আলি পালওান। উঠিঞা বাঘ তখন করিল ছার্ল্লাম ॥
আলির কাছে বাঘ তখন বিদা হঞা জায়। গাঙ্গাড়ি পাতাঞা দেখ সহর সাম্বায় ॥
কারু ধরে হালের বলদ কারু ধরে ঘোড়া। গাবি বাছুর মারে কারু মারে
ছাগল ভেড়া ॥
গরু ঘোড়া মের্যা মানুসে চোপ করে। বাঘছানি লাগিল তামাম সহরে ॥
গরু মানুস খালি কর্যা বনে চল্যা গেল। ছওদাগর বল্যা আলি ডাকিতে লাগিল ॥
দৈছতে উর্ত্তল নাহি দিল ছওদাগর। গোশ্চ্র্যায় হজরত আলি আগ বরাবর ॥
কেওাড়ে মারিল লাথ আলি পালওান। ভাঙ্গিঞা কেওাড় তবে হৈল হাজারখান ॥
দরজা বাহিঞা আলি পোঙছিল আন্দর। দৈছতে আঁখ মুন্দে রহিল ছওদাগর ॥
আলি বলে উঠ সাধু কত নিন্দ জায়। আনিলাম কাঠ আমি দেখি মুনি নাও ॥ ৪৯]
[৫০ জঙ্গলে হইতে কাঠ আনিলাম আমি। আর কি কাম করিতে হবে ফরমাইস কর তুমি ॥
ছওদাগর বলে বাবা জে কাম কৈলে তুমি। সেই কাম্যের জালা আগু সামালিএ আমি ॥
বসিঞা রহিল আলি আজাজিলের ঘরে। সহরের রাইয়ত গেল বাদসার দরবারে ॥
বস্যা আছে গরিব গদাই তক্তে দিঞা বার। তামাম রাইয়ত দেখ পোহুছিল দরবার ॥
ছার্ল্লাম করিঞা খাড়া ছাতি পরে হ[া]ত। আলমপানা ছালামত বারেক মুন বাত ॥
আলমপানা ছালামত আরজ জানাঞী। পান হুকুম হউক মোরা সবাই উঠে জাই ॥
বাদসা কহেন কথা করিঞা ভাবনা। বাপবড়াপের কালে তোদের না নিলু খাজেনা ॥
কিবে দোসে বেটিচোদ জাবি অন্যত্তরে। কেহু জোর কর্যা থাকে বলহ আমারে ॥
রাইয়ত সকল বলে তোমা দোস নাঞি। আজাজিলের ডরে আমারা ভাগ্যা জাই ॥ ৫০]
[৫১ ওজির ওমরাও নহে সেই আজাজিল। আমার রাইয়তে কেনে কলেক মস্কিল।

রাইয়ত সকল বলে মন করহ স্থির। তার ঘরে এস্যাছিল এক যে ফকির ॥
পেটের জ্বালাতে ছেল্যা বেচিবার তরে। আজাজিল ছওদাগর নিলেক তাহারে ॥
মন দিঞা মুন সেই ছেল্যার নাট। একদিন ভেজিল বনে আনিবারে কাঠ ॥
জঙ্গলের কাঠ আনে বাঘের ওপরে। তিন কোস গাছ আনে হাতের ওপরে ॥
সহরে ফেলিল গাছ মুন তার তত্ত। তিন কোসের গন্ধ মানুস হৈল গাওবত ॥
মুনিঞা খোসাল বাদসা গরিব গদাই। সভারে সিরপাও দিল লক্ষ্যের কাবাই ॥
মালমর্ত্তা বখসিষ দিল সভাকারে। নেহাল হইঞা সভে চল্যা গেল ঘরে ॥
বাদসা বলে আমি আল্লা আমি খোদায়। আমা বহি অন্য কেহু নাই দুনিঞায় ॥
আমাকে চাহিঞা মর্দ্দ কেবা আমার সহরে। মির ওমরাও মাঙ্গায় নবাব আছওারে ॥ ৫১]
[৫২ বিরেসি হাজার ফৌজ তৈনাত করিঞা। হুকুম করিল বাদসা গজ্জব হইঞা ॥
আজাজিলে আন আর তাহার চাকর। কেছা জোরআর বেটা ভাঙ্গিল সহর ॥
মির ওমরাও ওজির মুনিঞা ফরমান। আগেত করিল খাড়া ঝাণ্ডা নিসান ॥
জার জেবা ঘোড়া পিস্টে ছওার হঞা। হাঁকিল এরাকি ঘোড়া ধুলা উড়াইঞা ॥
দেখিতে দেখিতে গেল আজাজিলের ঘর। ঘেরাও করিল জেন জোমের দোসর ॥
উজির বলেন মুনহ ভাই ছওদাগর। হাজির করহ কেছা লঞাছ চাকর ॥
ছয়দাগর বলে আমাএ বিপাক পড়িল। এতদিনে বুঝি মোর ঘর বার গেল ॥
ভাবিছেন সাধু বড় আপনার অন্তরে। হজরত আলির কাছে কথা বলে ধিরেধিরে ॥
তোমাকে নিঞাছিলাম ভাল হবার তরে। আমার জানবাচ্চা মারা গেল তোমার খাতিরে ॥
হজরত আলি বলে সাধু কোন্ চিন্তা নাঞি। দেখিব মএদানে গিধি কে ছেই ছিপাই ॥ ৫২]
[৫৩ কেনে দুস্ক ভাব সাধু আপন অন্তরে। জদি বিপাক ফেলে কিছু তোমার ওপরে ॥
আমি সঙ্গে চল্যা জ্যাব বাদসার দরবারে ॥
লোক লস্কর মুর্দ্দা বেটার পাঠাব জোমঘর।
আপন নামে মর্ল্লুকে ফিরাইব দোহাই। তোমাকে বখসিষ জে করিব বাদসাই ॥
এতেক বচন আলি ছওদাগরে কঞা। উঠিলেন সাহানসা আল্লাকে ভাবিঞা ॥
আসিমোনের সোঁটা আলি কন্ধপরে লঞা। তামাম নস্করে আলি পোহছিল জেঞা ॥
দুই আঁখি হৈল মিঞার আফতার মুমান। দেখিঞা ছিফাই সভের উড়িল পরান ॥
আড়আঁখে হজরত আলি জার পানে চায়। আঁখ দেখিঞা তার জান উড়ে জায় ॥
থরহর কাঁপে দেখ জত পালওান। ঘোড়া হৈতে জমিনে পড়্যা গড়াগড়ি জান ॥
ওজির ছামনে খাড়া ছাতি পরে হাত। মুন হে পালওান বাবা মুন মেরা বাত ॥
তোমাকে আসিঞাছিলাম ধর্য্যা লিবা তরে। কার বাপের কুদরত কে নিঞা জেত্যা পারে। ৫৩]

[৫৪ মেহেরবানগি করি বাবা জদি জাহ সাত। বিরেসি হাজার লস্করের তরে রঞ জায় ভাত ॥
যুনিঞা হজ[রত] আলি ভাবেন ইলাই। কি করিতে পারে তোদের গরিব গদাই ॥
আমি গেলে জদি তোমাদের রহে ভাত। তবে কি করিব জাব তোমাদের সাত ॥
চলিলেন হজরত আলি মেহেরবান হঞা। সওদাগরে নিল তবে সঙ্কেত করিঞা ॥
বস্যা আছে গরিব গদাই তক্তে দিঞা বার। ছওদাগরে লঞা উজির গেল দরবার ॥
বাদসা বলে উজির বলি জে তোমারে। হযুরে মাঙ্গায় আজাজিল ছদাগরে ॥
আলিকে তামাম লোক রহিল ঘেরিঞা। ছওদাগরকে দিল তবে হাজির করিঞা ॥
হজুরেতে আজাজিল কাঁপে থরহর। হেষ্ঠ মাথা করিঞা রহিল ছওদাগর ॥
বাদসা বলে কোটুল কি যুনি খবর। ঝুট কথা কহিলে মারিবে ছওদাগর ॥ ৫৪]
[৫৫ ছওদাগর বলে জদি কাট আমার মাথা। ঘরবার গেলে না কহিব ঝুট কথা ॥
এক ফকির এস্যাছিল কোমরে জিঞ্জির। আমার ঘরে করে এস্যা আল্লার জিকির ॥
পেটের জালাতে ছাওাল বেচিবার তরে। কুবুদ্ধি লাগিল ছাহেব কিনে নিলাম তারে ॥
মন দিঞা যুন ছাহের সেই জনার নাট। আমার বোলে গেল বনে আনিবারে কাঠ ॥
মেরা বাত যুনে গেল দিল অনুরাগে। জঙ্গলে কাষ্ঠ আনে ছালা বোনের বাগে ॥
আর একট গাছ আনে আপনারি হাতে। তিন কোসের গরু মানুষ মল্য গাছ চাপাতে।
যুনিঞা খোসাল বাদসা গরিব গদাই। ছওদাগরে সিরপাও দিল লক্ষের কাবাই ॥
এবারকার গুনা মাফ করিলাম আমি। এছা পাল দেখ্যা কিনেছ জেই তুমি ॥
কথায় খোসাল হইল যুন্যা বির্দ্ধমান। হযুরে মাঙ্গায় কেছা রেখ্যাছ পালওান।
ডাকিতে লাগিল তখন নয়খরিদ বলিঞা। ৫৫] [৫৬ ওজির বলে ছাহের দেখা দায় সিঞা ॥
সোটা হাতে আলি ভাবেন পরবরে। দেখিতে দেখিতে গেলেন দরবারে ॥
দরবারে জেঞা মন করিল স্থির। এমন বেইমানে কেনে নোঙাইব ছির ॥
উচ্চছির কর্য্যা আলি রহিল তখন। ছিরপায় নিখা বাদসা করিল এখন ॥
বাদসা বলে ছওদাগর তোমা নারি লেখা। ইহাকে কিনেছ তুমি কত দিঞা টাকা।
ছওদাগর বলে ছাহের কত সব তাপ। নয় লাখ টাকা গন্যা নিল অই ছোড়া বাপ ॥
অজির বলে বাদসা নিখা কর্য্যা দেখ। এই পালওান হয় জে তোমার নাএক ॥
দস লাখ টাকা লেহ যুন ছদাগর। মনে না করিহ কিছু তুমি জাহ ঘর ॥
ছদাগর বলে বাদসা তোমারে যুমজাই। টাকাতে কাম নাই ঘুচুক ঘরের বালাই ॥
গ্রহস্ত হঞা কেহু ঘরে রাখে এমন রাড়। ৫৬] [৫৭ পাএ পড়ি পিঠ্যা তাগিদ দাও ছাড় ॥

বাদসা বলে টাকা দিঞা কিনেছ জোরআর। বেগর টাকাতে লিলে হইব গুনাগার॥
দস লাখ টাকা দিল ষুন্দুক খুলিঞা। ঘর গেল ছওদাগর ছার্ল্লাম করিঞা॥
জে জাহা মনে করে দেন রর্ব বানি। নালা কাটাইঞা ঘরে ঢুকাইল পানি॥
চারি মাহিনা আলি মিঞা গুজরান করে। মির ওমরাও অজির কাঁপে থরহরে॥
অজির বলে মোদের নহিল গুজরান। কোন দিন পালআন বেটা বধিবে পরান॥
নিসাভাগ রাত্রে করে পালাবার যুগতি। এ বেটা থাকিতে মোঁদের নাহি গতি॥
বুড়া এক আছিল অজিরের খেস। কার ডরে ছাড়ি জাবে আপনার দেস॥
আমি এক ষুক্তি বলি ষুনহ খবরে। আমার যুক্তিতে এই পালওান মরে॥
সহরের পশ্চিমে এক আছে অজগর। তাহার তোমারা কিছু না জান খবর॥ ৫৭]
[৫৮ তিন কোস যুড়্যা সাপ আছেন পড়িঞা। বিসের জালায় গাছপাল গেল ছাইঞা॥
হেন সাপ মারিতে পারে কোন জন। উড়ু উড়ু লিঙ্গুলিঞা করএ ভক্ষন॥
এই ষুক্তি কর্য্যা তোমরা বলগা বাদসাএ। সাপকে মারিতে জেন পালওান পাঠাএ॥
অজির বলে যুক্তি লাগিল মর মোনে। খাড়া হইল গিঞা বাদসার বির্দ্ধমানে॥
ছাহেব তোমাকে কহিতে দহসত লাগে। এক অজগরের ডরে লোক সাত কোস ভাগে॥
দস লাখ টাকা দিঞা কিনেছ পালওান। সাপ মারিতে তারে কর ফরমান॥
বাদসা বলে উজির বাত মেরা নে। তাগিদ পালওান পাঠাইঞা দে॥
উজির জাইঞা কএ কথায় দেহ রস। সাপকে মারিলে তোমার হয় জস॥
ষুনিঞা হজরত আলি আগ বরাবরে। খানেজাদের লাগি কোট্টল পাঞাছ মরে॥ ৫৮]
[৫৯ হজরত আলি বলে বেটা কত সব তাপ। কোন বেটীচোদ জাবে দেখাইতে সাপ॥
অজি বলে জে জাবে দেখাবার লাগিঞা। বিসের জলনে সেই জাবে খাক হঞা॥
গাছপাল মরা জোথা দেখিবারে পায়। সাপকে মারিতে তুমি সেই পথে জায়॥
কথাবাতরা নাঞি মিঞা চল্যা জান রোসে। পর্ব্বতপ্রমান সাপ পড়্যা তিন কোসে॥
দণ্ডেই জান পির আদমি নাহি লখে। কাঠা দুই অন্তরে থেক্যা তখনি ত দেখে॥
মন্দ মন্দ নিদ্রে সাপ আছে মেনে গিয়্যে। আলি বলে নাহক এলাম সাপ আছে মর্য্যে॥
জেহকু সেহকু রে মন্নত আছে একবার। পএদা হৈলে মন্নত আছে হকুম আর্ল্লার॥
নিদ্রা জায় সাপ তোথা হঞা অচেতন। মুরদাকে মেল্যা নাম করিবে কোন জন॥
একে ত মুরদা সাপ তায় জেন বুড়া। বাম হাতে কর্য্যে সাপে মারিল হুড়া॥
একে ত অজগর সাপ তাহে হুড়া খাঞা। ৫৯] [৬০ আকাস পাতাল সাপ উঠিল হাকীঞা॥

মএদান ওপরে খাড়া আলি জোরঅরে। নিশ্বাস ছাড়িঞা সাপ অইসে গিলিবারে ॥
আলি বলে কোনুবাতে নহি আমি কম্মি। কোন দোসে বধিব তেরা বুঝিব মর্দ্দমি ॥
সোটা হাতে আলি রহিল খাড়া হঞা। সোটা সমেত আলিকে গিলিল নিঞা ॥
হজম করিবারে সাপ করএ ভাবনা। হজম হবার পুরূস নহে জলে কাঁচসোনা ॥
মাওবানা হইল সাপ ভরিঞা ওদর। হজরত আলি বিসে হইল জরজর ॥
আলি বলে আপনি আল্লা গেলে বেচিঞা। এইবার বাচিব ছাহেব কেমন করিঞা ॥
তোমার দোওাতে সাপ একবার মুখ মেলে। আদ কোস তফাতে পড়িগা কুতুহলে ॥
গাএবে কহিছেন কথা আপে করতার। এই বুদ্ধি নাহি ধর আলি জোরআর ॥
বুড়া অঙ্গুলির টিপুনি দেহ সাপের পেটে। জেন বিকুলি করিঞা সাপা বেত মেল্যা উঠে ॥ ৬০]

[৬১ মুনিঞা হজরত আলি মুকরালা ভেজিল। সাপের পেটে হজরত আলি অঙ্গুলি দিল ॥
কুয়ত করিঞা মিঞা দাবে সাপের পেটে। বিকুলি করিঞা সাপা বেত মেল্যা উঠে ॥
উলট পালট খাঞা সাপ মেল্যা দিল বেতে। কুদিঞা হজরত আলি ডাণ্ডাইল তফাতে ॥
কোর্দ্দি হঞা সোঁটা মারে সাপের ওপর। আছমান হইতে জেন পড়িল বর্জ্জর ॥
আলি মিঞা হাতের সোঁটা বর্জ্জর সোমান। আল্লার হকুমে সাপ হইল সাতখান ॥
আলির জামার দাওন রক্তে ভিজেছিল। গোশ্ছা হঞা হজরত আলি দরবারে আইল ॥
মুনিঞাত ভরসা রাখে গরিব গদাই। আলিকে ছিরপাও দিল লক্ষের কাবাই ॥
অজির বলেন ছাহেব বলিএ তোমারে। আজরাইল সম সাপ কে মারিতে পারে ॥
হজরত আলি বলে সাহেব কত সব তাপ। মহাজন পাঠাঞা দেখুক তেরা বাপ ॥
দেখিতে চলিল সভে মুনিঞা হকিকত। মরিঞা রঞাছে সাপ জেন পর্ব্বত ॥ ৬১]
[৬২ মারা সাপ দেখ্যা বাদসায় করিল জাহির। মরাতিব্যা দিল তারে জমি জায়গির ॥
অজির বলে মোর মনে রহিল জে সাদ। মল্য না পালআন বেটা হৈল পরমাদ ॥
কারূ ভুর্ত্তে কিছু নয় খোদা জেবা করে। মুল্লুক ছাড়িঞা চল জাইব দেসান্তরে ॥
সেই বুড়া ওমরাও খাড়া হৈল দোন পায়। হাতে আসা কর‍্যা অজিরের ডেরে জায় ॥
নিমেসামের বেলে বৈসে ঘেরাও করিঞা। কহিতে লাগিল কথা যুক্তি বিচারিঞা ॥
বুড়া ওমরাও বলে তোমরা সব ছেল্যা। বাদসার দরবারে আমি ফের জাছি চল্যা ॥
তোমার বাপ জখন আজির তায় আমি জানি। তখন তোমরা ছোটগুলি মুন তার বানি ॥
একদিন গরিব গদাই তক্তে দিল বার। মির ওমরাও মাঙ্গাইল অজির আছওার ॥
তামাম হিন্দু মোছলমান আনে বোলাইঞা। কহিতে লাগিল বাদসা খোসালিত হঞা ॥ ৬২]

[৬৩ আমি আর্ল্লা আমি নবি আমি পএগম্বরে। ভেহেস্ত দোজখ মোর দেখহ নজরে ॥
উঠিতে বসিতে আমার নাম লইবে সদাই। সোবার বেলায় মুখে বলিবে [নাম] গরিব গদাই ॥
জত মোল্লা মখাদিম ছিল কহিল সভাতে। বল দেখি আমার মওত আছে কার হাতে ॥
মোর্ল্লা মখাদিম কহেন দেখিঞা কোরান। হজরত আলির হাতে ময়ত আর্ল্লার ফরমান ॥
স্থনিঞা গরিব গদাই হইল খোসাল। জত মোর্ল্লা মখাদিমে করিল নিহাল ॥
বিস হাজার ছিফাই তৈআর করিঞা। দরিআর কেনারে দেখ পোহছিল জেঞা ॥
সোল কোস দরিআ দেখ দুকুল পাথার। পার হৈতে পারে কেবা কুদরত কাহার ॥
তোমার বাপ খাড়া হৈল ছাতি পরে হাত। আজি নহে ফিরে জাই স্থন মেরা বাত ॥
স্থনিঞাত বাদসা ঘরে ফিরে আইল। পঞ্চাস হাজার বেগার মাঙ্গাইঞা নিল ॥
বিস হাজার বর্চ্ছর বান্দ বান্দে দরিআরে। এক বিলস্ত বাঁদ কেহু বান্ধিতে না পারে ॥
এই যুক্তি বলি সভে সোন মর ফরমান। ৬৩] [৬৪ বান্দ বান্দাইতে এখন পাঠায় পালওান ॥
অজির বলে যুক্তি লাগিল মোর মোনে। কহিতে চলিল তারা বাদসার বির্দ্দমানে ॥
তছলিম করিঞা খাড়া ছাতি পরে হাত। আলমপানা ছালামত বারেক স্থন বাত ॥
আপনে জানহ আপনার হকিকত। হজরত আলির হাতে আছে তোমার ময়ত ॥
দরিআ পার হৈলে হজরত আলি মরে। অক্ষ্যয় অমর হঞা থাক দুনিঞার ভিতরে ॥
দস লাখ টাকা দিঞা কিনেছ পালওান। বান্দ বান্দিতে কেনে করহ ফরমান ॥
বাদসা বলে পালওান মেরা বাত নাও। দরিআ বান্দিতে তুমি ছিতাব চল্যা জাও ॥
পিরিতি করিঞা তার হাথে দিল চান্দ। হুকুম করিলাম বাবা বেন্দ্যা এস্য বান্দ ॥
স্থনিঞা হজরত আলি আগ বরাবরে। খানেজাদের লাগী কোট্টল পাঞা মোরে ॥
আলি বলে জদি না জাব বান্দ বান্দিবা লাগিঞা। তবে ত জানিবে বেটা নাকামি করিঞা ॥ ৬৪]

[৬৫ সোটা হাতে করি আলি ভাবেন পরওরে। ঢুলিতে ঢুলিতে গেলেন দরিআর কিনারে ॥
ইকুল উকুল দরিআ দুকুল পাথার। বান্দিছে বান্দ দেখ বেগার পঞ্চাস হাজার ॥
এক বিলস্ত বান্দ কেহু বান্দিতে না পারে। আর্ল্লা কি দিঞা বান্দিব বান্দ দরিআ ওপরে ॥
আর্ল্লা আপুনি বেচিঞা গেলে করিঞা রহম। এইবার রাখ আর্ল্লা মোর সরম ভরম ॥
কহর স্থলমাত পানি জাইছে বহিঞা। আলি বলেন বান্দ বান্দিব কেমন করিঞা ॥
হাতে আছিল সোটা জমিনে রাখিল। উর্ত্তর তরফ দিঞা মিঞা নজর করিল ॥
আঠ কোস করিঞা দুই পাহাড় আছিল। সেই জে পাহাড়ে মিঞার নজর পড়িল ॥
খোসাল হইলেন সেই পাহাড় দেখিঞা। আলি বলেন এক পাহাড় আনি উপড়িঞা ॥

পাহাড় ওপরে আলি পড়েন নামাজ। দোগানা ভেজেন তবে আখেরের কাজ ।। ৬৫]
[৬৬ হজরত আলি বলে পাহাড় সোমজাই তোরে। এতদিনে ঠেকি গেলে জে আলির
কহরে ।।

বিছমিল্লা বলিঞা পাহাড়ে দিল নড়া। দুর দুর সবদে ছাড়ে পাহাড়ের গোড়া ।।
পাহাড়ে ধরিঞা টান দিল পালওান। উঠাইল পাহাড় আল্লার ফরমান ।।
আল্লা বলিঞা পাহাড় দরিআএ ডালিল। আট কোস দরিআর পানি আটক পড়িল ।।
আর আঠ কোস জায় পএআর হইঞা। আলি বলে আর পাহাড় আনি উখাড়িঞা ।।
দুই পাহাড় আলি দরিআএ ডালিল। সোল কোস দরিআর পানি আটক পড়িল ।।
দেখিতে দেখিতে সোল কোস দরিআ বান্দা গেল। বান্দের ওপরে বান্দ তিন কোস
উর্দ্ধ হৈল ।।

দেখিতে দেখিতে ভাই সোল কোস গেল বান্দা। তামাম বেগারে সব লেগ্যা গেল ধান্দা ।।
বড় কোড়া বলে ভাই সুন আমার বাত। এই বেটা ভাঙ্গিলেক তোমা সুমার
ভাত ।। ৬৬]

[৬৭ কতেক মুর্দ্দত আছি বান্দের ওপরে। ই বেটা বান্দে বান্দ কিসের খাতিরে ।।
আমা সুমার ভাতে ধুলা ডেল্যা দিঞা। পালাইঞা জান জায় বেটা প্রান লইঞা ।।
ঘেরিঞা মারিগা চল রাহের ওপর। করিব বড়াঞি জেঞা বাদসার বরাবর ।।
গরিব গদাই জদি নিপাও করে। কতেক মুর্দ্দত মোরা বস্যা খাব ঘরে ।।
জতেক বেগার সব মছলত করিঞা। আলিকে ঘেরিল রাহা পরে জাঞা ।।
পঞ্চাস হাজার বেগার ঘেরাও করিল। ঘেরাও করিঞা তখন কহিতে লাগিল ।।
সুন অহে পালওান বাত বলি তোরে। বান্দিলে আমাদের বান্দ কিসের খাতিরে ।।
আনিলে পর্ব্বত জেন উপড়িঞা মুলা। তামাম বেগারের ভাতে দিঞা জেছ ধুলা ।।
সকল বেগারের হাতে তুমি ধুলা দিঞা। ঠেকিলে বেগারের হাতে কোথা জাও
পালাইঞা ।। ৬৭]

হজরত আলি বলেন কি বলে এই বেটা। ফিরে ডাণ্ডাইল রাহে ঘুমাইঞা সোঁটা ।।
আলি বলে অরে বাবা কি করিবে আমারে। দস রোজ জরু লড়কা দেখ গা নজরে ।।
টাম টুম করিঞা ভাই পালাইবি পারা। পড়্যাছ কোড়ার হাতে পরানে জাবে মারা ।।
আলি বলে বাবা সব ফিরে জাহ ঘরে। দস রোজ জরু লাড়কা দেখ গা নজরে ।।
সুবুদ্ধি আছিল কোড়া কুবুদ্ধি লাগিল। দুরে থাকিঞা আলিকে টামনা মারিল ।।
আলির ওপরে জাইঞা টামনা মারে। ঠনাঠন বাজে জেন পাহাড়ের ওপরে ।।
বরিসে টামনার ঘা নির্ণয় নাহি জানি। ঘন ঘন বিদ্যুকি জেন মেঘে বরসে পানি ।।

জত তত বাজে টামনা আলিকে হেজেঞা । চুর্ন হঞা জায় কিব্যা গুড়া প্রমান হঞা ।।
জত টামনা ফিকিঞা মারে আলির ওপর । কারি নাহি করে অঙ্গ বর্জ্জর বরাবর ।। ৬৮]
[৬৯ আলি বলেন বাবা সব দিল লাগিল পারা । জোমপুরি জাবে বাবা পরাণে হবে
হারা ।।
রুখিল হজরত আলি নাই হয় স্থির । ছুটিল কোড়ার হাতে জেন জায় তির ।।
একজোনে ধরিঞা ফেলে আর জনের ওপরে । কৃসানে জেন টিয়া চুরমার করে ।।
কেহু কাটার বনে পসে কেহু গাছ পরে । কেহু কেহু পালায় কেহু পানিতে ডুবে মরে ।।
আথালি পাথালি মরে কি কহিব কথা । বান্দের ওপরে ভাঁসে জত বেগারের মাথা ॥
টেঙ্গরি উড্যা গেল কারু উড্যা গেল হাড় । মগজ উড্যা গেল কারু মারিল চাপড় ॥
পঞ্চাস হাজার বেগারে নিধন করিঞা । বাদসার দরবারে আলি পোহছিল জেঞা ॥
কেহু বলে বান্দ পারা বান্দিতে না পারিঞা । তেঞি ত পালওান আইল পালাইঞা ॥
এইমাত্র গেল বান্দ বান্দিবার তরে । পহরেকে বান্দ বান্দিল জে কেমন কর্যা ।।
আলি বলেন না মাঙ্গল কত সহিব তাপ । মহাজন পাঠাহ দেখুক তেরা বাপ ॥ ৬৯]
[৭০ ই কথা ষুনিঞা দেখ তামাম একাইল । ভাল ভাল চারি জোনা পাঠাইঞা দিল ॥
দেখিছে তামাম লোক জে করিঞা নজর । তিন কোস উর্চ্চ বান্দ বান্দের ওপর ॥
একদৃষ্টে হইঞা দেখিছে জে সবাই । নিষ্ঞাই বেন্দেছে বান্দ ঝুট বলে নাঞি ।।
গরিব গদাই ষুন্যা খোসালিত হৈল । হজরত আলিকে তবে বলিতে লাগিল ॥
মরদমির লোক তুমি বলি জে তোমারে । তোমা হেন পালওান না দেখি নজরে ॥
অর্দ্ধেক মুল্লুক আমি দিব জে তোমারে । নিজের এক কাম কর্যা দাও বলি জে
তোমারে ॥
আমার দোসমোন আছে আরব সহরে । আরব সহরে জদি সেই হজরত আলি মরে ॥
আমি হইব আল্লা রছুল করিব তোমারে । আল্লা রছুল হঞা রহিব দুনিঞার ভিতরে ॥
আলি বলে বেইমান কি কহিলি আমারে । সেই তেরা বাপ আলি এই দেখ নজরে ॥ ৭০]
[৭১ আলি বিনে এছা কাম কে করিতে পারে । ষুনিঞা গরিব গদাই কাঁপিছে অন্তরে ॥
পিরের মেহেরে অধিন তৈয়বে গায় । আল্লা হো রছুল বল ভাই দুক্ষ্য দুরে জায় ॥

বাড়িল মনের দুক্ষ্য আর বলিব কাখে । ঘরে ষুকুনি পুসিলে গোহালে গরু তাকে ॥
ডাকাডাকি করে বাদসা গরিব গদাই । নিমকহালাল করহ জতেক ছিফাই ॥
কেবল দিরঙ্গ মাত্র ছিল কহিবারে কথা । আলিকে ঘেরিল জেন দারখতের পাতা ॥
আলি বলে জে করে আল্লা জে করে জে রছুল । বংসে বাতি দিতে তোদের না থুব এক মুল ॥

আমারে ঘেরিলে বেটা মনে নাহি দুখ। আর কি দেখিবি তোরা জক্ক লড়কার মুখ ॥
আপনার আপনি ভরসা করেন এই বাতে। একেলা কি করিব আমি দসজনার হাতে ॥
যুদ্ধহাতে কি করিব মুঞী একেলা তোন। ঘরের বিবিকে একবার করি সোঙরোন ॥ ৭১]
[৭২/১. দুগ্ধ রেখ্যাছিলাম আল্লা নাহি জানে কেউ। হুকুম করিলাম আল্লা সব হউক লো ॥
এইমাত্র্ কথা হজরত আলি কঞাছিল। হোথা কাটরার দুগ্ধ সব লহু হৈল ॥
রান্দন রান্দেন বিধি চড়াইঞা ডিবি। রক্তের গড়ু আইল তাহা দেখিলেন বিবি ॥
লহু দেখিঞা বিবি পাসরে আপনা। দুর কর্যা ফেলেন বিবি অঙ্গের গহনা ॥
বিবি ফাতেমা কান্দে ঝুরে দুটি অাঁখি। কান্দেন হরিনি ঘোর পিঞ্জিরার পাখি ॥
কালা খেপা হঞা বিবি বুলে চহুতরে। বিপাক পড়িল আল্লা আমার ওপরে ॥
ছাহেব মারা গেল আমার কেমন বক্ত। বিবির কান্দনে নড়ে ইলাহির তক্ত ॥
না করিব ঘর আমি খেড় না দিব চালে। বিক্রম করিঞা বিবি গেল ঘোড়াসালে ॥
বিবির কান্দন ঘোড়া নজরে দেখিঞা। কান্দিতে লাগিল ঘোড়া বিবি পানে চেঞা ॥ ৭১]
[৭২ ঘোড়া বলেন বিবি য়ুনহ মন দিঞা। জার জার কান্দ তুমি কিসের লাগিঞা ॥
বিবি বলেন বাবা সোনহ খবর। বিপাক পড়িল বাবা আমার ওপর ॥
য়ুন য়ুন অরে ঘোড়া বলিএ তোমারে। ছিরের খামিদঁ মারা জেছেন য়ুমাত সহরে ॥
বিবি বলেন জখন গেলেন য়ুলমাত সহরে। একটি কথার কাড়ার মিঞা কঞাছিলেন মোরে ॥
বিবি বলে সব কথা কহিঞা গেলেন য়ুদ। কাঁটারায় কর্যা মিঞা রেখ্যা গেলেন দুধ ॥
এই দুদ দেখিহ বিবি নজর করিঞা। ভাল মন্দ খবর পাবে দুদ দেখিঞা ॥
য়ুলমা সহরে জদি ঘেরাওঁ করে কেহু। আল্লার হুকুমে দুদ হঞা জাবেক লহু ॥
এ দুদ লহুর বরন দেখিবে জে নজরে। ঢাল তলআর ঘোড়া ভেজ্যা দিহ মোরে ॥
ঢাল তলআর ঘোড়া জদি না ভেজ মোরে। গুনাগার হবে বিবি আল্লার হযুরে ॥
সেই দুদ লহু দেখ্যা লাগিল তরাস। ৭২] [৭৩ তুমি য়ুলমাত গেলে পাই কৌনে খালাস ॥
ঘোড়া বলেন মা গো ই কোন কথাএ। তুমি একবার কর দোওা আমার মাথাএ ॥
বিবি বলেন বাবা বলি জে তোমারে। বার বৎছ্‌রের রাহা কেবা জেত্যা পারে ॥
ঘোড়া বলেন মা গ য়ুন গ হকিকত। বার বৎছ্‌রের রাহা নয় চারি ঘড়ির পথ ॥
আগেড়ি পিছেড়ি কেহু খুল্যা দিতে পারে। আলি ছওার হঞা জেন পিঠের ওপরে ॥
তাগিদ কর্যা খুলে দেহ এগেড়ি পিছেড়ি। বার বৎছ্‌রের রাহা য়ুজে চারি ঘড়ি ॥
বিবি বলেন দোওা করিবেন পরবর দেগার। তল্লাস কর গা মিঞা জেখানে হেতিআর ॥
কান্দিছেন বিবিজান বদন মলিন। তার পরে দেখিলেন দুলদুলের জিন ॥
জিন দেখিঞা বিবি গ মাথায় ঘা মারে। কোন জোনা উঠাঞা দিবে দুলদুলের ওপরে ॥

ঘোড়া বলে বিবি ছাহেব বলিএ তোমারে। ৭৩] [৭৪ গরু সোওা হঞা নিব পিঠের ওপরে ॥
কান্দিছেন বিবি দোন আখি লাল। তারপর দেখেন আলি সোল চান্দের ঢাল ॥
ঢাল দেখিঞা বিবি মাথায় ঘা মারে। কেবা উঠাঞা দিবেক ঘোড়ার ওপরে ॥
হাছেন হুছেন খাড়া ছাতি পরে হাত। আমারা উঠাঞা দিব সুন মেঁাদের বাত ॥
বহুত করিলেন দোওা হাত দিঞা মাথায়। ঢাল তলআর দিছেন ইআদ আল্লায় ॥
ছরঞ্জাম তামাম দিল ওঠাইঞা। আপনে বান্দেন জিন কান্দিঞা কান্দিঞা ॥
এগেড়ি পিছেড়ি ঘোড়ার খুল্যা দিল। বিবিকে ছাল্লাম কর‍্যা উড়িতে লাগিল ॥
ঢাল তলওার দিল ঘোড়ার ওপ্‌রে। কি জানি জেত্যা ঘোড়া রাহে জদি পড়ে ॥
এতেক ভাবিঞা বিবি দিলে সুমঝিঞা। আলির খিলকাতে দিল সরপোস করিঞা ॥
বামে ছরঞ্জাম আলির উঠাইঞা দিল। আছমান ওপরে ঘোড়া উড়িতে লাগিল ॥ ৭৪]
[৭৫ জুখন দুলদুল ঘোড়া গোশ্বা দিলে দৌড়ে। আসি হাজার কোস গেলে এক দোম ছাড়ে ॥
বার বশ্বরের রাহা সুলমাত আছিল। ছয় ঘড়ির মাজে দুলদুল পোহছিল ॥
একাকার ওড়ে ঘোড়া আছমান ওপরে। সোল কোস দরিআ বান্দ দেখিল নজরে ॥
পাথরে আলির পাঁজ পাইল দেখিবারে। আলি বিনে এছা কাম কে করিতে পারে ॥
আলির পাঞ্জাতে ঘোড়া ছাল্লাম করিঞা। যোল কোস দরিআ গেল পার হইঞা ॥
তামাম সহর ঘোড়া ঢোণ্ডিঞা বেড়ায়। আলির সাতে মোলাকাত দেখিতে না পায়।
ঢোণ্ডিছে দুলদুল ঘোড়া করিছেন ভাবনা। মএদানে দেখিল এক ঝাণ্ডা নিসানা ॥
এছাই দাবানা দুলদুল কর‍্যাছিল। তামাম লস্কর দেখ পার হঞা গেল ॥
সোট হাতে খাড়া আছে আলি পালওান। দুলদুল ঘোড়া জ্ঞাঞা করিল ছাল্লাম ॥ ৭৫]
[৭৬ আলিকে দেখিঞা ঘোড়া নোঙাইল মাথা। কহ দেখি অরে ঘোড়া খোসখবর কথা ॥
কহ রে কহ রে ঘোড়া কহ ঘরের কথন। বিবি কেমন আছেন ইমাম দুই জন ॥
ঘোড়া বলেন ছাহেব আরজ জানাঞি। রাত দিন কেঁন্দে বেড়ান ইমাম দোন ভাই ॥
কহিছে দুলদুল ঘোড়া কান্দিঞা কান্দিঞা। রাত দিন আছেন মঁা দিলগির হঞা ॥
নবি হুতাসন সর্ব্বক্ষন না খান ভাত। জাখে দেখে তাখে পুছে হজরত আলির বাত ॥
হজরত আলি সুনিঞা যে ঘরের খবর। জহুদ তুরিঞা জাব আরব সহর ॥
ঢাল তলআর ঘোড়া জদি আইল। তামাম লস্করে ভাবনা পড্যা গেল ॥
একেলা আছিলখাড়া সোটা নিঞা হাতে। কারু কুদরত নাহি নজিক জাইতে ॥
ভাবনা পড়িঞা গেল তামাম লস্কর। হজরত আলি তখন বান্দিছেন কোমর ॥
উঠিলেন আলি বিছমিল্লা বলিঞা। ছিরে দাওদের টোপ দিল উঠাইঞা ॥ ৭৬]
[৭৭ নবির কাবাই নিলেন সঙ্গে সাজ্জআল। দস্তে তুল্যা নিল মুছা পএগাম্বরের ঢাল ॥

লাফাতা ইর্ল্লা আলি নছিয়াফে যুলফেকর্কার। হাতে তুল্যা নিলেন মিঞা তেগ যুল ফেকর্কার ॥
উঠিলেন হজরত আলি বল্যা মার মার। বিছমির্ল্ল বল্যা ঘোড়ায় হইল ছাওার ।।
ছাওার হইতে ঘোড়া বাএ করে ভর। দেখিঞা কাঁপিল তবে তামাম লস্কর ॥
আলি বলে ঘোড়া বলি জে তোমারে। পারিবে নারিবে সাবুদ বল মোরে ॥
আলি বলেন আছি সোটা হাতে নিঞা। সাবুদ বলহ নয় জ্বাই বিদাই হঞা ॥
ঘোড়া বলেন তখন আলির নিকটে। সাদ করে নবিজি চাপিলেন মোর পিঠে ॥
এক দোমে গেলাম আর্ল্লার দরবারে। আর দোমে আইলাম নবিজির ডেরে ॥
জঙ্গ আহাদ বাদসা এছা জোর ধরে। পরবেন্দ্যা উড্যা জায় আছমান ওপরে ॥ ৭৭]
[৭৮ তাহাকে ধরিলাম বাএ করিঞা ভর। তবে ত কএদ হইল কোমজাত কুফর ।।
নারিএ পারিএ তুমি হয় আছওার। ধালমলা করি একবার হুকুম আর্ল্লার ।।
আলি বলে সোমসের তেগ বলি জে তোমারে। নারিবে পারিবে সাবুদ বল জে মোরে ॥
সোমসে বলে ছাহেব বলি জে তোমারে। বার বর্ছর ফাঁকা আছি তোমার ঘরে ॥
একবার আপন হাতে দেহ ছিনাইঞা ॥ একবারে এক জোজন জাইব বাড়িঞা ॥
আলি বলেন ঢাল আরজ মেরা লে। এই বেলাতে আমাএ সাবুদ কহিঞা দে ।।
ঢাল বলে আছি এখন সওা হাত হঞা। রোনের বেলায় সোল জোজন জাইব বাড়িঞা ।।
বিছমির্ল্লা বলিঞা আলি ঘোড়া দাবাইল। আছমান জমিন সব কাঁপিতে লাগিল ॥
আছমান জমি বলে আর্ল্লা কি হৈল মোরে। আজি পড়িঞা গেলাম আলির কহরে ॥ ৭৮]
[৭৯ ভুঞিকম্প হৈল জেন কাঁপে মহিধর। কম্পবান হইঞা কাঁপে মেত্নি থরহর ॥
মামা আজিযুর্ল্লা বলে কোথাকারে জাব। ঠেক্যেছি আলির হাতে কোনখানে বাচিব ॥
দেখিতে দেখিতে ঘোড়া বাএ করে ভর। জান নিঞা পালায় তবে তামাম লস্কর ॥
লস্কর বেড়িঞা মিঞা বেড়াপাক দিল। কুমারের চাক জেন ঘুরিতে লাগিল।
বেড়াপাক দিল মিঞা মএদান ওপরে। পালাইতে নাঞি রাহা জেন কবুতর ঘোরে ॥
জে তরফে লোক লস্কর পালাইতে চায়। সেইদিগ্যে আলিকে দেখিবারে পায় ॥
রোন ঘোর হইল কেহু দেখিতে না পাই। ঘোড়ার পাএ মারা গেল অনেক ছিফাই ॥
দুই হাতে তলওার ঘোড়ার ওপর। মার কাট পড্যা গেল তামাম লস্কর ॥
দুই তরফ মারে চোট নির্ণয় নাহি জানি। সাওন মাঁসে মেঘে জেন ঘোন বরসে পানি ॥ ৭৯]
[৮০ কলরব পড্যা গেল তামাম লস্করেতে। দিবসে আন্দার কেহু না পায় দেখিতে ॥
এক জোনাকে ধর্যা ফেলে আর জোনের ওপরে। কৃসানে টিমা জেন চুরমার করে ॥
আদকটা হঞা কেহু করে ধড়ফড়। লহুর নদি বহে জেন আসাড়িআ পড় ॥

ঠাঞী ঠাঞি মুণ্ড কত হৈল রাসি রাসি। দুরে থাকিঞা পাহাড় জেন বাসি ॥
হাথির ওপর মল্য হাথি ঘোড়ার পর ঘোড়া। তাহাতে পসিঞা গেল আলি মিঞার খাঁড়া ॥
গরিব গদাই দেখেন নজর করিঞা। পালাইতে লাগিল তখন হাথি হুলাইঞা ॥
আলি বলে খাড়া রহ কোমজাত কুফরে। তুমি জদি আল্লা তবে ভাগ কার ডরে ॥
এছাই কুফরে জদি মারিব তলওার। বেহেস্তখানা জাবে কবে ইমান নাপেকার ॥
বাঁ পাএর পএজার নিল নিকালিঞা। মারিল পএজার দিলে গোস্ছা হঞা ॥
এছাবি পএজার মারিল সির পরে। ৮০] [৮১ মগজ ফুটিঞা পড়ে জমিন ওপরে ॥
মরিল গরিব গদাই আর কেহু নাঞি। সহরে পড়িল হজরত আলির দোহাই ॥
তক্তের ওপরে তখন আলি দিল বার। অজির নাজির খাড়া তামাম আছআর ॥
সহরে সহরে জত জমিদার ছিল। আলি হইল বাদসা সবাই দাম দিল ॥
এছা ভঁাতি কতদিন বাদসাই করিল। জাব আপনার দেস মেনে ইআদ হৈল ॥
আজাজিল ছওদাগরে নিল বোলাইঞা। বাদসাই করহ সাধু তক্তে বার দিঞা ॥
ইলাহি আলমিল্য আল্লা লেখ্যেছিল বক্তে। আলির হুকুমে সাধু বার দিল তক্তে ॥
ছওদাগর হইল বাদসা তক্তের ওপর। তৈআর করহ ঘোড়া জাব আরব সহর ॥
আনিঞা দিল ঘোড়া তৈআর করিঞা। ছাওার হইল মিঞা আল্লাকে ভাবিঞা ॥
জেইমাত্র ঘোড়া আলির লাগি পাইল। ৮১] [৮২ পর্শ্চিম মু কর‍্যা ঘোড়া ওড়িতে লাগিল ॥
চলিলেন হজরত আলি ছাওার হইঞা। দরিআর কিনারা তবে পোহছিল জেঞা ॥
দরিআ আরজ কর‍্যা বলিছে হুযুরে। আজদাহা পাহাড় রহিল আমার ওপরে ॥
ময়দান ওপরে ঘোড়া রহ খাড়া হঞা। জেখানকার পাহাড় সেইখানে রাখি জেঞা ॥
ঘোড়া বলে পিঠ হৈতে নামাইতে নারি। অই দুইটা কর হাতে অই কত ভারি ॥
দুই জে পাহাড় আলি হাতে করিঞা নিল। তমু ত দুলদুল খোড়া উড়িতে লাগিল ॥
জেখানকার পাহাড় আলি সেইখানে থুঞা। আরব সহর জায় ঘোড়ায় ছওার হঞা ॥
উড়িল মিঞার ঘোড়া বাএ কর‍্যা ভর। পোহছিল আলি এস্যা আরব সহর ॥
দুলদুলের পাএর ভরে মেদুনি নহে স্থির। আরবের লোক দেখে উবু কর‍্যা ছির ॥
সবাই বলে হজরত আলি এল্য ঘর ॥ আপনি আইলেন নবি দিন পএগাম্বর ॥ ৮২]
[৮৩ নবিকে দেখিঞা আলি চুমিলেন কদম। নবি বলেন হউক তমায় আল্লার রহম ॥
বড়ই খোসাল হইল মিঞার নফর চাকর। বিদাই হঞা ঘর গেলেন দিন পএগম্বর ॥

রহিলেন হজরত আলি আপনার ঘরে। বার দিঞা বসিলেন পালঙ্গ ওপরে ॥
হাছেন হুছেন এলেন দুই ভাই ইমাম। মিঞার পাএতে জেঞা করিলেন ছালাম ॥
দোন ইমাম কোলে নিঞা খোসালিত মন। জেন কাঁচসোনা ডগমগ গউর বরন ॥
জেমন খোসে রহিল আলি আপনার ঘরে। সর্ব্বপির করিয় দোওা নাএকের ওপরে ॥
পিরের মঙ্গল অধিন তৈয়বে গায়। আল্লা হো রছুল বল ভাই কাল্লা[ম] হৈল সায় ॥ ৮৩]

২২ গান ও ছড়া

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৭২৬। পত্রসংখ্যা ৬। খণ্ডিত। আকার ৮"×১০"। লিপিকাল ১২৪৪ সাল। আধার তুলট।

৭*শ্রীশ্রীহরি
তাল একতালা
আগে কি জানি……নারীর প্রাণে সয় হে এত।
কাঁদাব মনে করিছি সখী কাঁদী তত।
সাধ করি যে সাধবে এসে, প্রানের জ্বালায় সাধি শেষে,
লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে, অপমান আর সব কত।

তাল আড়ঠেকা
গা তোল গা তোল প্রিয়ে, উঠিয়ে বসন পর।
আর কত ঘুমাইবে, উদয় হলো দিবাকর।
গত নিশি জাগরণে কাটায়েছ মম সনে,
সেই সনে সুখাসনে এলায়ে বেনী,
চন্দ্রমুখ ছিন্নচিন্ন পয়োধরে নখচিহ্ন।
কটিতে বসন যুক্ত, এ কি হেরি চমৎকার।

ইত্যাদি

৭ শ্রীশ্রীদূর্গা ৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

সন ১২৪৪ সাল

তেজ পুত্র লঘুসঙ্গ ঃ ভজ সাধু সমাগমে ঃ

মহিলতা সঙ্গ দোসেন ঃ ভেকেন ভক্ষয়ে ফনি ॥৪॥

মাতাপ্রেক পিত্তাপ্রেক মম তস্বিত পক্ষেন ঃ

অযুক্ষনিভি পালিত অযুগবাসনং সৎসঙ্গজাত গুনা ভবন্তে ॥৫॥

মাতাবন্ত পিতাবন্ত পুত্রজাত সনে গুড় ঃ

অচিরেব নৌবকালেন ঃ সভেবন্ত ভবেস্বতি ॥৬॥

হৃরিমাল্য চম্ব প্রএ কগন্মতে মন্দির রিদং

কুহু কল্লক বোনারন্য বিধেকেয়ঃ বিপজগ্রৎ ॥৭॥

সজ্জনাং গুনমচ্ছন্তি দোসমছন্তি দুজ্জনঃ

ভ্রমরা পুস্পম্মছন্তি বো···মছন্তি মক্ষিকা ॥৮॥

······স্তি মান্যাবমান্য জান্যন্তি নেতরে সম্ভবঃ

বিভূতি মধ্যনিভুতমেবাকে প্রিয়জন ঃ ॥৯॥

৭ শ্রীশ্রীহরি

সন ১৩০৬ সাল

মণি মুকতা কোথা লাগে জে ধবল অঙ্গ   কর্ম্মভোগে দিনদিন তনু হয় ভঙ্গ.

ত্রিংশতি দিবসে বির হয় বলবান,   পুনর্বার রোগ ধরে বধিতে পরাণ

এহার বিত্যান্ত কথা বলো শর্ব্বজন   না জদি বলিতে পার মারবো তোমার বান

অর্থ্য পুন্ন··· ···শুনলে তো প্রাণ

পুরুষ উক্তি

নারি নয় পশু হয় বোনের ভিতর।   তাহার উপর বৈশে রসিকনাগর॥

নানাবিধ অলঙ্কারে ভুশিত শেকরি।   শশধর জিনি তার রুপের মাধরি॥

ইহার বিত্যান্ত কথা বলতে নারো জদি   নিশচয় জানিবো মোনে তোমরা দ্রৌউপদি

এহার অর্থ্য নর নারির কুঞ্জর যুনলে বোঁধু

ইত্যাদি।

২৩ গীত মদন গুড়িয়া
রচয়িতা ঃ গরীব তৈয়ব

পুঁথিসংখ্যা ১৫৪৩। পত্রসংখ্যা ৫৩। অখণ্ডিত। আকার ৮½×৫½। লিপিকাল আ. ১২০১ সাল। আধার তুলট। সত্যপীর পালার সম্পূর্ণ কাহিনীটি মুদ্রিত হইল।

॥ গিত মদন গুড়িআ ॥

আল্লার কউসে এখন নোঙাঞিঞা মাথা। মোন দিঞা মুন মদন গুড়িআর কথা ॥
অধমেত দোআ কর সত্য হজরতে। মদন গুড়িআর কথা গেঞা জাই গি[তে] ॥
সিদ্ধবিক্ষ বলিঞা সহর ছিল দুনিঞা [ভিতরে]। মদন গুড়িআ তোথা গুজরান করে ॥
গুজরান করে মএরা তার নাই দায়। বহুত মালমাৰ্ত্তা তায় দিঞাছে খোদায় ॥
হিরামন মানিক কত পরেসপাথর। রজত কাঞ্চন কত আছে থরে থর ॥
রাঙ্গ সিসা আছেক তাম্বের পাসান। কত ধন আছে তার কত নিব নাম ॥
আখারি বাখারি কত বান্ধা আছে ···। গড়া গড়া জায় কত কাপাসের মানি ॥
কত মাতা তাখে দিঞাছে পরবরে। সাত পুত্ৰ্য সাত বধু আছে জার ঘরে ॥ ১]
[২ বড় মাৰ্ত্তাদার তারে করেছেন পরবরে। নিহাল করিঞা ধোন দিঞাছেন তাহারে ॥
রাত্র্যদিন টাকা কড়ি নাড়ে আর চাড়ে। এক কড়া বএ করিতে পরানে টান পড়ে ॥
এক কড়া কড়ি জানে প্রানের মুমান। কুবির সোমান তার ধোনের বাখান ॥
এতেক জানিঞা দেওান সৰ্ব্বোপির। মদন গুড়িআর ঘরে হব গা জাহির ॥
বুজিবারে জাব আজি গুড়িআর মোন। এতেক ভাবিঞা দেওান করেন সাজন ॥
গলায় গাঁথিঞা নিলেন ছেহনি গুজরাট। বাঘের চামড়া কান্ধে চৌদিগে সাট ॥
ছিড়েখুড়া কাঁথাগুলি কমরে বান্দিঞা। বহুত নিআলির দড়ি তায়নে পটিঞা ॥
হাতে নিলেন রাঙ্গা লাঠি কান্দে নিলেন ছাতা ॥ ২] [৩ কেবল পাঁজরা সার তাহে নাহি পাতা ॥
ধিরে ধিরে নারায়ন করিলেন গোমন। মদন গুড়িআর ঘরে দিলেন দরসন ॥
দমছে দিদার মৌলা কইছেন কাদিব। আল্লার ফকীর মোরে থোড়া দেবে ভিখ ॥
গুড়িআ বসিঞা আছে পালঙ্গ ওপরে। সোনা রূপার ডাঁড়ি হাতে বিকীকীনি করে ॥
তকৰ্ব্বরি করে আছে পালঙ্গ ওপরে। আল্লার ফকির আছে বাহির দুআরে ॥

গুড়িআর ছোট বহু ঘরেত আছিল। দেওানে হাক পাঞা কন্যা ভাবিতে লাগিল ॥
রত্নাবতি নাম তার পরম ষুন্দরি। রূপে গুনে অনুপাম জেন মঞ্জদরি ॥
দেওানে হাকে কন্থে ভাবে সেই ঠাঞী। আজ্বি ফকীরকে ভিক দিব জে করে গোসাঁই ॥ ৩]
[৪ হেন ঘরে বিভা দিলেক বাপ মাএ। ফকীর বৈষ্ণমে কেহু ভিখ নাই পায় ॥
একমুঠা চালু কন্যা আঁচলে করিঞা। ফকীরের কাছে কন্যা খাড়া হৈল জেঞা ॥
ছর্ল্লাম করিঞা কন্যা বলেন ধিরে ধিরে। চালুগুলি নিঞা ছাহেব দোআ কর মোরে ॥
দেওান বলেন বাছা সোন আমর বাত। চালুগুলি ফিরে নিঞা গুচ্যে খেলাও ভাত ॥
রত্নাবতি বলে প্রভু ষুন মোন দিঞা। কোথা পাব ভাত আমি তোমার লাগিঞা ॥
সোভার দুসমোন আমি হাঁড়ি নাই হাতে। কদাচিত নাই পাইএ হেঁসেলঘর জেতে ॥
দেওান বলেন তখন আজিজ হইঞা। গুচ্যে ভাত দিঞা মাঁ রাখ নেওাজিঞা ॥ ৪]
[৫ খির্দ্রায় অন্তর আমার জেছে গ পুড়িঞা। মোর অন্তস ঠাণ্ডা কর থোড়া অন্ন দিঞা ॥
ষুনিঞা কন্যার বড় দআ ওপজিল। দেওানের হযুরে কথা কহিতে লাগিল ॥
জতি ভাত খাবে দেওান বলি জোড়মুঠে। ঘড়িখানেক থাক জেঞা পুখুরের ঘাটে ॥
দলিজে আনিঞা ভাত দিব গো ফকীর। সযুর সাসুড়ি আমায় করিবে বাহির ॥
মোন বুঝিবারে দেওান করিলেন গোমন। দিঘি সরবরে জেঞা দিলেন দরসন ॥
পুখুরের ঘাটে দেওান রহিলেন বসিঞা। রত্নাবতি কন্যা আইসে জলের লাগিঞা ॥
ন্সোতন হাড়ির ভাত কলসিতে ভরিঞা। ফকিরের কাছে কন্যা খাড়া হৈল জেঞা ॥
ছর্ল্লাম করিঞা কথা বলে ধিরে ধিরে। তাগিদ করে ভর ভাত ঝুলির ভিতরে ॥ ৫]
[৬ কি জানি ননদি মোর এস্যা তোরাতুরি। মাথামুণ্ডির ডরে আমি বারে হৈতে নারি ॥
জেইমাত্র কন্যা ভাত দিছেন ষুমাজ। সেইকালে নোনদির মুণ্ডে পড়্যে গেল বাজ ॥
পুখুরের ঘাটে দেখে আপন নজরে। কুবোল বলিঞা বহুত গালি দিল তারে ॥
কোমজাত বেওস্যা ছোড়ি চুরি করে ভাত। কোন জোক্তি করিস এস্যা ফকীরের সাত ॥
মএরার ভাত তোমার নাই লাগে মোনে। কোন জোক্তি করিস এস্যা ফকীরের সোনে ॥
থাক ল বেওস্যা ছুড়ি থাক জে বসিঞা। বাবাকে ই সব কথা কঞা দিছি জেঞা ॥
এতেক বলিঞা ছোড়ি বহুত গালি দিল। রত্নাবতি বলে মুণ্ডে বর্জ্জর পড়িল ॥ ৬]
[৭ দেওান বলেন বাছা ভএ কর না তুমি। তোমার ওপরে গো মর্দ্দত আছি আমি ॥
বারে বারে বলি মাঁ মোন কর থির। পাছানিঞা লে গ আমি দেওান সর্ত্তপির ॥
জদি বাকসলা মাঁ হবে তোমার ঘরে। সোঙরন করিস মাঁ ওর্দ্ধারিব তোরে ॥
এতেক বলিঞা পির অন্তরধেআন হৈল। রত্নাবতি কলসি লঞা ঘরে চলে এল ॥
ননদিনি ঘরকে জেঞা বলে দৌড়াদড়ি। আজি তোমার ছোট বৌ হেষ্ট করেছে দাড়ি ॥

কোথাকার জবন ফকির ছিড়েকাঁথা গায়। তাখে ভাত দেয় গা পুখুরগাবায় ॥
আমি গেলিছিলাম বাবা জলে স্থলে। এই সব চরিত ছোড়ির দেখেছি নজরে ॥
এতেক বচন জখন মদন যুনিল। কোপদিষ্ট হঞা বেটা বঙ্কে জলে গেল ॥ ৭]
[৮ রত্নাবতি জল লঞা চলে এল্য ঘরে। বহুকে দেখিঞা বেটা অগ্নিহেন জলে ॥
কোর্দ্দগত হঞা হাতে নিল লড়ি। বেদরদ হঞা মস্তকে মেল্য বাড়ি ॥
কোমজাত বেওস্যা ছোড়ি চুরি করে ভাত। কোন জোক্তি করিস জেঞা ফকীরের সাত ॥

নাচাড়ি তামাম

আর কীছু কথা লোকা যুন অনুপাম। জানকী বলিঞা তার ছোট বেটার নাম ॥
ঘরে নাই ছিল সেই দুর দেসান্তরে। বলদ নিঞা গেলিছিল বানিজের তরে ॥
ছাহেবের মাএআ কীছু বুজা নাই গেল। সেইদিনে জানকী ঘর চল্যা এল ॥
মদন গুড়িআ পাইল খবর। তোমার পুত্র বানিজ করিঞা আইল ঘর ॥
দুই চারি দুত দিল পাঠাইঞা। তোমা পিতা তলব করে কিসের লাগিঞা ॥ ৮]
[৯ জানকী পাইল পিতার খবর। তুরন্ত আসিঞা করিল দণ্ডবত ॥
জেইমাত্র মদন বেটাকী দেখিল। কোপদিষ্ট হঞা কথা কহিতে লাগিল ॥
আর কীছু যুন্যাছ বাছা ছোট বহুর নিত। ফকীরের সোনে কথা কহে বিপরিত ॥
কোথাকার জবন ফকীর ছিড়েকাথা গায়। তাখে ভাত দেওগা ছোড়ি পুখুরগাবায় ॥
তোমার ভগ্নি গেল জলের তরে। এই সব চরিত ছোড়ির দেখিল নজরে রে ॥
অদিষ্টের লিখন ছিল জে করে গোসাই। এমন মানুস আর ঘরে কাম নাই ॥
গুড়িআর কুটম্ব সব একতা হইঞা। মদনকে রাখে তখন একঘরে করিঞা।
মদন বলেন বাছা ছাড় বহুর আষ। এই ঘড়ি ছোড়িকে নিঞা দে গা বোনবাস ॥ ৯]
[১০ এতেক বচন জখন জানকী যুনিল। অঝরনআনে বহুত কান্দিতে লাগিল ॥
তোমার বৌ চোর নয় নয় গো মোন্দকারি। কখন ত নাই দেখি তার পরদারি ॥
লক্ষির সোমান বহু দোষ ওহার কী। কোন অফরাধে দোসিছ পরের ঝি ॥
এতেক বচন জখন মদন যুনিল। কোপদিষ্ট হঞা বেটা বঙ্কে জলে গেল ॥
কী ভাবিছ বাছা কী ভাভিছ তুমি। হুকুমেতে তোমার বিভা দিঞা আনিব আমি ॥
জানকি বলে ত আমাঞে জে কৈলে গোসাই। বোনবাস দিলে গো আমার চারাও নাই ॥
কান্দিতে কান্দিতে জানকী করিল গোমান। রত্নাবতির কাছে গিঞা দিল দরসন ॥
কী যুনিছি অ কন্যা কী যুনিছি কথা। তোমার কথা যুন্যা আমি হেট করেছি মাথা ॥ ১০]
[১১ কোথা জবন ফকীরের পাঞাছিল সাত। তাখে না কী পুখুরগাবায় দিঞাছ গা ভাত ॥

তোমার নোনন্দ গেল জলের তরে। এককে সতেক করে বলেছে বাবারে॥
মুনিঞা ত পিতমোহ হৈঞাছে নৈরাস। তোমাখে জে আজ্ঞ্যা হৈল দিতে বোনবাস॥
রত্নাবতি বলে প্রভু তোমারে সোমজাই। অদিষ্টে লিখন কারু খণ্ডাইতে নাই॥
সিতাঠাকুরানি দেখ কোন কৈল আস। দৈবের কারনে কেনে হলিছে বোনবাস॥
তেমনি কর্য্যে ছাড় তোমী অভাগিনির আস। এই ঘড়ি অভাগিনিকে দাও গা বোনবাস॥
ঘরে আছে গুরুজোন হই গা বিদায়। অধিন তৈম্নবে দেখ এই রস গায়॥

ত্রিপদি ছন্দ॥

পড়িঞা বিসম ফান্দে রত্নাবতি পড়্যা কান্দে ১১] [১২ সঘনে বলএ হায় হায়।
কী করিব কোথা জাব কোথা গেলে কুল পাব পরিনামে কী হবে উপায়॥
আমি বড় অভাগিনি ভাল মন্দ নাই জানি পাপিকার্য্য নাহি পরদার।
গুরুর ভজন বিনে নাই কীছু মোর মোনে তবে কেনে এত অবিচার॥
সমুর সাসুড়ি ঘরে সেবা কৈলাম বহুতরে পতিসেবা কৈলাম রাত্র্যিদিনে।
ডরে ডরাইঞা ঘরে সেবা কৈলাম বহুতরে তবে বিধি বাম হৈল কেনে॥
বিধি হৈল নৈরাস আমি হৈলাম বনবাস বাঘ ভাওল পালে পালে আছে।
নানা পশু বোনে থাকে পড়িলাম বিসম পাকে কেমনে গোঙাব তাদের কাছে॥ ১২]
[১৩ কান্দএ মদকের ঝি আর আমার হবে কী একদণ্ড না দেখিলে মরি।
ঘরবাড়ির না ছাড়িল মএআ।
সওামির চরন ধরি কান্দএ কন্যা হুহুঙ্কারি তুমি প্রভু না ছাড়িয় দআ॥
মুনিঞা জানকীরাম চিন্তিল আপন কাম বিসম সঙ্কটে জায় প্রাণ।
তুমি মোর প্রিয় নারি তোমা না দেখিলে মরি ভাবনা করিছ অকারন॥
মুন নারি মোর প্রিয় বোনবাস নাই জেয় তোমাকে রাখিব নিজ ঘরে।
জদী বাবা দিব তাড়ি ভিন্ন ঘর করিব বাড়ি দুই জোনে রইব একস্তরে॥
মুন্যা কন্যা রত্না নারি সোওামির চরণে ধরি সঘনে বলএ হায় হায়।
আমি বড় অফরাদী[ঞা] তোরে বোনে পাঠাঞা কেমনে রইব পাসরিঞা॥
খিচিঞা প্রেমের সর বিন্দে কৈলে জরজর আর প্রান ধরিতে না পারি। ১৩]
[১৪ তোমি না হইয় সাতি এমন কথা তোমায় না যুআএ।
গুরুজোনা ঘরে আছে জাইঞা তাহার কাছে বিদায় হঞা আমি আসি।
চরনে ধরিঞা বলি দআ না ছাড়িয় হরি এক দণ্ড দুই দণ্ড থাক তোমী বসি॥
সমুরের চরন ধরি কান্দে কান্দে কন্যা হুহুঙ্কারি সঘনে বলএ হায় হায়।

মিছে ই ঝিআরির বোলে বোনবাসি কৈলে মোরে কান্দে কন্যা গড়াগড়ি জায় ॥
বহুত কান্দিঞা বলে ভিগিল আঁখের জলে তমু সমুর দআ নাহি করে।
গালে লাগিল কালি কলঙ্কে ভরিল ডালি মআ করো রহিতে চাসি ঘরে ॥
তোমার মুণ্ডে মারি লাথি মুন অ ল কলাবতি ঘরে হৈতে ঝাট হ দুর। ১৪]
[১৫ কোটাল ডাকীব তটে ধরিব ভমরজটে গরব করিব তোর চুর ॥
মুনিঞা সমুরের মতি কান্দে কন্যা রত্নাবতি বিচলিত হৈল তার মোন।
ধরিঞা পিরের পায় গরিব তৈয়বে গায় আল্লা রছুল বল সর্ব্বজোন ॥

মুমুরের কাছে কন্যা বিদায় হঞা। সামুড়ির কাছে গেল কান্দিঞা কান্দিঞা ॥
জে ঠেঞা সামুড়ি তার বসিঞা আছিল। কেন্দে কেন্দে রত্নাবতি সেইখানকে গেল ॥
কান্দিঞা কান্দিঞা কন্যা ধরে সামুড়ির পায়। জনমকার মোর্ত্তন মোখে কর গো বিদায় ॥
মুনিঞা সামুড়ি তার ভাবিল নৈরাস। তোমা দুসি তোমার সমুর দিছে বনবাস ॥ ১৫]
[১৬ সামুড়ির কাছে কন্যা বিদাই হইঞা। জা সবের কাছে এক দেখা করি জেঞা ॥
জে ঠেঞাত ছয় জা বসিঞা আছিল। কেন্দ্যে কেন্দ্যে রত্নাবতি সেইখানকে গেল ॥
বিধাতা ঘুচাইলে বুন তোমা সোমার আস। দৈবের কারনে আমি হইলাম বোনবাস ॥
জা সব এই কথা শ্রবনে মুনিঞা। কান্দিতে লাগি কন্যার গলা পাকড়িঞা ॥
ছয় জাএর ছোট তুমি ঝিআরি মুমান। তোখে বিদায় দিঞা কেমনে রাখিব প্রাণ ॥
জা সবের কাছে কন্যা বিদাই হইঞা। ননদীনির কাছে একবার দেখা করি জেঞা ॥
জে ঠেঞা ননদী তার বসিঞা আছিল। কেন্দ্যে কেন্দ্যে রত্নাবতি সেইখানকে গেল ॥
মুখ তুলে কয় কথা অ আ টাকুরঝি। মোর কপালে উপবাদ তুমি করিবে কী ॥ ১৬]
[১৭ সেই কথা ছোড়ি তার শ্রবনে মুনিঞা। আর ঘরকে গেল ছোড়ি ঘ[াড়] বেঁকাইঞা ॥
দুরে থেক্যে রত্নাবতি দণ্ডবত করিঞা। সওমির সাক্ষ্যাতে পোঙছিল জেঞা ॥
সোভার চরনে প্রভু হইলাম বিদায়। ঝাট কর‍্যা বোনবাস দাও গা আমায় ॥
স্বামী কান্দিছে কন্যার রূপ লেহারিঞা। কন্যা কান্দিছে স্বামীর চরণ ধরিঞা ॥
কেন্দ্যা কেন্দ্যা জানকী করিল গোমন। গহন কানন বোনে দিল দরসন ॥
বড়ই বিকট বোন ঘোর অন্ধকার। সেই পথে চল্যা জেছে গুড়িআর কুমার ॥
হর না হরনি দেখ জঙ্গলে আছিল। মনুষ্য দেখিঞা তারা কম্পমান হৈল ॥
হরনা বলে হরনি সোন মোন দীঞা। কোথাকার হেমা দুট প্রবেসিল মিঞা ॥ ১৭]
[১৮ হরনি বলে প্রভু করি নিবেদন। হেমান কোথা দেখিলে মানুষ দুই জোন ॥
কত কত জীব বিধি সংসারে শ্রীজীল। মনুষ্য সোমান কারু বুদ্দী নাই হৈল ॥

সকল আকার দেখি মনুষ্যের লক্ষ্যন। হেমান কেনে বল তুমি কীসের কারন॥
আমারা হেমান প্রভু তোমারে সোমজাই। হেমান করে আমাদিগ্যে শ্রীজীল গোসাঞী॥
অন্নˊ পানি নাই পাই খাই বোনের ঘাষ। আমারা হেমান প্রভু বলি তোমার পাষ॥
হরনা বলে হরনি সোন ফরমান। উহার দুঃখ সুনিলে ধরিতে নারিবি প্রান॥
সিদ্দবিক্ষ বলি সহর আছে দুনীঞা পরে। মদন গুড়িআ তায় গুজরান করে॥
তাহার সুত্য জানকী ওহার নাম। না বুজীঞা কন্যাকে দিঞাছে অপমান॥ ১৮]
[১৯ লক্ষ্যির সোমান বহু দোষ উহার কী। কোন অফরাদে দোসি করে পরের ঝি॥
এতেক বচন জখন হরনি সুনিল। অঝরনআনে বহুত কান্দিতে লাগিল॥
সোনহ হরনা সুন ফরমান। ধরি নারি প্রান সুন্যা মিছে অপমান॥
চলহ মাগিঞা নিই গা জানকীর ঠাই। পালন করিব বোনে জে করে গোসাই॥
হরনা বলে নারিজাতি বুদ্ধী নাই ধর। সংসার বুঝাইতে পার আপনাকে নার॥
কাল চুল মাথায় কালমুড়া জাতি। কদাচিত ভাল নয় বলি সিগ্রগতি॥
মানুষ বিসম জাতি সুন মন দীঞা। প্রকার করিঞা আমাদিগ্যে নিব ধরিঞা॥
হরনি বলে আমরা কাছে নাই জাব। দুরে থেক্যে সব কথা জিজ্ঞাসা করিব॥ ১৯]
[২০ হরনা হরনি এতেক বলিঞা। জানকীকে জেছে সুধাবের লাগিঞা॥
সুন হে সুন্দর কুমার বলি উচ্যস্বরে। ত্রি সঙ্গে কর্যা তুমি জেছ্য কোথাকারে॥
জানকী বলেন তোমরা আর কথা বল। নিভা আগুন কেনে ফু দিঞা জাল॥
উপবাদ হৈল আমার নারির ওপরে। তে কারণে থুতে জেছি বোনের ভিতরে॥
হরনা হরনি তারা এতেক সুনিঞা। কান্দিতে লাগিল বুক বিদরিঞা॥
জতি বা দুসমন হৈল বলি জে তোমারে। সুপিঞা জাহ কন্যা আমাদের বরাবরে॥
সুপীঞা জাও কান্যায় না করিয় আন। পালন করিব বোনে ঝিআরি সোমান।
জানকী বলেন আমি বলি বারাবরে। পসুজাতি থাক তোমরা বোনের ভিতরে॥ ২০]
[২১ অন্নˊ পানি নাই পাও খাও বোনে ঘাষ। কীরূপে সুপিব কন্যা তোমাদের পাষ॥
সুনিঞা হরিনি কোপে জল্যে গেল। জানকীর হুযুরে কথা কহিতে লাগিল॥
পসু বল্যা গালি দিলি কীসের খাতির। মোন দীঞা সোন বেটা পসুর চরিত॥
গুরুর বচননে জার মোন নাই থাকে। পসু বলিঞা তারে ই সাস্ত্রেˊ লেখে॥
পুত্রˊ হঞা অন্নˊজল না দেয় বাপ মাকে। সুন রে গুড়িআ বেটা পসু বলি তাখে॥
রাইয়ত হঞা হাকীম সোনে মুখামুখী করে। পসু বলিঞা সাস্ত্রে লেখে তারে॥

জামাই হঞা জে সন্থুরঘরে থাকে। মুন রে গুড়িআ বেটা পমু বলি তাকে ॥
আমাদিগ্যে পমু বলিষ কিসের খাতিরে। আমাকে অধিক পমু দেখিছি তোরে ॥
সে নয়নে আপন নারি থুতে জাসি বোনে। তুঞী বেট্যা বড় পমু দেখিলাম নআনে ॥ ২১]
[২২ আপন ছির্দ্র নাই জানিষ পরকে দিষ খোটা। লাজের ঘাটে ঘধুস নাই মুন রে পমু বেটা ॥
তোর বাপ মুনস্যা পমু নাই তার গিআন। না বুজিঞা কন্যায় দিঞাছে অপমান ॥
এতেক বলিঞা হরিনি ফিরে গেল। মুনিঞা জানকী বড় কান্দিতে লাগিল ॥
কেন্দ্যে কেন্দ্যে জানকী করিল গোমন। গহনকানন বোনে দিল দরসন ॥
কান্দিছে জানকীরাম অরণ্যভিতরে। অরণ্যভিতরে কন্যায় মুপব কাহারে ॥
রত্নাবতি বলে প্রভু মুন মোন দীঞা। ছেড়া জাবার উপায় দিএ বাতলাঞা ॥
খানিক বসহ তুমি আসন ভিড়িঞা। খানিক নির্দ্রা জাব তোমার উরা ঠেষ দিঞা ॥
জখন আসিবে নির্দ্রা সোন আমার কথা। চুলে ধরে আস্তে আস্তে নামাইয় মাথা ॥ ২২]
[২৩ চুলে ধর‍্যা মস্তক ভুমে নামাইঞা। তুমি জেঅ অ প্রভু নিদারুন হঞা ॥
মাত্র একটি বাক্য আছে ধরি তুঙা পায়। তিন মাঁসের গর্ব্ব আছে আমার গায় ॥
জতি পুনু দআ করি নিঞা জাও মোরে। পাছে কলঙ্ক দাও অভাগিনির ওপরে ॥
জানকী বসিল তখন আসন ভিড়িঞা। কন্যা মুতিল তখন উরাত ঠেসন দীঞা ॥
উরাতে ঠেসন দীঞা সোঙরে গোবিন্দ। অচমিতে কন্যার চক্ষ্যে আইল নিন্দ ॥
কালনির্দ্রা আইল অচেতন হইঞা। কান্দিছে জানকীরাম রূপ নেহারিঞা ॥
জে ফকীর আমার ঘরে খেঞাছিল ভাত। সেই ফকীরের জদী পাইএ মুলাকাত ॥
কর্ম্মের ভাগ্যে জদী তার লাগী পাই। রত্নাবতি কন্যা মুপে জেএ তার ঠাঁই ॥
জদী প্রভু সত্তি হও মোর হও সখা। এই ত অরণ্যে প্রভু এস্যে দাও দেখা ॥ ২৩]
[২৪ সর্ত্তপির বলে জানকী সোঙরন কৈল। অনাথের নাথ আম অন্তরে জানিল ॥
অন্তরে জানিঞা পির বলে হায় হায়। মিনিদোসে বোনবাস দিছে মোর মায় ।
অন্তবেস্ত হছেন পির সেবকের লাগিঞা। সেইখানকে গেলেন পির গলায় কাঁথা দিঞা ॥
দেওান বলেন বাছা সোন রে বচন। ত্রি সঙ্গে বোনে কেনে করিছিষ রোদন ॥
এতেক মুনিঞা জানকী ফিরিঞা চায়। মলঙ্গ ফকীরকে তখন দেখিবারে পায় ॥
জানকী বলেন ছাহেব মুন আমার বাত। গেলিছিলে আমার ঘরে মেগ্যে খেতে ভাত ॥
সেই অফরাদে ভাবিছি নৈরাস। তেকারণে দিতে আনিছি বোনবাস ॥
ভাবনা করিছি আমি অরন্যভিতরে। অরন্যভিতের কন্যা মুপিব কাহারে ॥ ২৪]
[২৫ দেওান বলেন বাছা মুন মেরা বাত। পালন করিব বোনে সোপ মেরা হাত ॥

জানকী বলেন প্রভু বলিএ তোমারে।   কীছু মূর্ত্তি জদী দেখাও আমারে॥
দেওান বলেন বাছা মুন মেরা বাত।   কী রূপ দেখিতে তোমার আছে সাদ॥
জানকী বলেন প্রভু জদী কর দআ।   এইখানে দেখাই দিখি চতুর্ভুজ কায়া॥
দেআন বলেন বাছা রহ রে ফিরিঞা।   চতুর্ভুজ কাআ একবার দেখ ডাড়াইঞা॥
মুনিঞা জানকী ফিরিঞা রহিল।   চতুর্ভুজ কায়া প্রভু ততক্ষ্যনে হৈল॥
চতুর্ভুজ কায়া হইলেন চক্রগদাধর।   ঝলমল করে চড়া মউরের ওপর॥
কান্দে হাত দীঞা দেওানজী বলে।   দেখা হৈল কদর্ম্বের তলে॥ ২৫]
[২৬ মস্তকে অলকা জটা রবি সোমা তেজ।   কিষ্টপা[দ]পদ্মে ভজে মুনি জতেক॥
দেবরাসি নারদ হইছে তপধন।   ত্রিদন্তে বিনেতে সদা গান হরিগুন॥
[শ্রবণে কোণ্ডল দিল বোনমালা গলে।   দেখিঞা জানকীরাম পড়িল পদতলে॥]
সর্গে মন্দাখিনি জে পাতালে ভগবতি।   মিত্তিকা কৌরস হায়া হৈলেন ভাগিরতি॥
দুর্ব্বদল সম্বাম রূপ হাতে গণ্ডিবান।   রত্নসিঙ্গাসনে বস্যে কোমলনআন॥
বামে ত জানকী বসেন দক্ষ্যিনে লক্ষ্যন।   সোমুখে করেন স্থিতি পবননন্দন॥
মচ্ছ্য কুম্ভ ধরাধর সিদ্ধ আদিরূপ।   দস অবতার প্রভু হইলেন সরূপ॥
স্রবনে কোণ্ডল দিল বোনমালা গলে।   দেখিঞা জানকী পড়িল পদতলে॥ ২৬]
[২৭ পতিত জর্ম্মিল প্রভু আমার অন্তরে।   মুপিঞা জাব কন্যা তোমা বারাবরে॥
কন্যা জেছেন নির্দ্রা অচে[ত]ন হইঞা।   জানকী কান্দিছেন মুখপানে চেঞা॥
আস্তে আস্তে মাথা ভুমে নামাইঞা।   জানকী জেছেন তখন নিদারুন হঞা॥
দেআন আছেন দেখ সিয়রে ডাড়াইঞা।   কন্যা জেছেন নির্দ্রা অচেতন হইঞা॥
উঠ উঠ মাঁ তুমি কত নির্দ্রা জাও।   সর্ত্তপির খাড়া মাঁ তুমি পাছানিঞা নাও॥
জত তত দেওান ডাকেন উভরায়।   ঘুমে আছেন কন্যা তখন চেন নাই পায়॥
অনাথের নাথ ভাবেন সর্ত্ত গুনমনি।   জঙ্গলের ঝোরাতে দেখিলেন পানি॥
সর্ত্তপির দেওান পানি নিলেন উঠাইঞা।   কন্যার গাএ ছিটা মারেন মেহেরবান হঞা॥
জেইমাত্র কন্যার গা জলের ছিট পাইল।   নির্দ্রাভঙ্গ হইল কন্যা চেতন পাইল॥ ২৭]
[২৮/২৬ নির্দ্রাভঙ্গ হঞা কন্যা চক্ষ্য মেল্যা চাও।   মলঙ্গ ফকীককে তখন দেখিবারে পায়॥
কন্যা বলেন ফকীর সোন আমার বাত।   গেলিছি আমা ঘরে মেগ্যে খেতে ভাত॥
তোখে ভাত দিঞা আমার আবস্তা।   সবুর লাঠি মেরা্য দুর কলেক মুন দুখের কথা॥
কন্যাকে প্রবধ করেন সর্ত্ত গুনমুনি।   বড় দুখ পেলে মাঁ আমারি জননি॥
বড় দুখ পালি মাঁ আমারি খাতির।   তোমাখে বানাইঞা দিছি সোনার মন্দির॥
মুনিঞা কন্যা তখন করে দণ্ডবত।   তুমি সকলি করিতে পার সর্ত্ত হজরত॥

বিস্বকর্ম্মা বল্যে পির সোঙরন কৈল। আসিঞা লোকমান ছার্ল্লাম জানাইল ॥
বিস্বকর্ম্ম হইল খাড়া ছাতি পরে হাত। কী হুকুম হৈল মোরে অনাথের নাথ ॥ ২৬]
[২৭ এই বহু বোনবাস আমার খাতির। ইহাকে বোনাইঞা দে সোনার ম[ন্দি]র॥
সওা [কোস] যুড়্যে কর পাচির প্রতন। চিত্র্য বিচিত্র্য ঘর যুবন্য গঠন ॥
একে ত কামিল্যা দেওানের হুকুম পাইল। অরণ্যভিতরে ঘর গড়িতে লাগিল ॥
সওা কোস যুড়ে কৈল পাচির প্রতন। চিত্র বিচিত্র ঘর যুবন্য গঠন ॥
ডাহিমুহি লেখিল কানাই বৃন্দাবোন। লেখিতে লাগিল জত পুস্পবরিসন ॥
আকাসে লেখিল জত দেবের বসতি। মিন কুম্ভ লেখিল বাসকী খনিপতি ॥
ফটিকের থোম্ব দিল থরে থরে। মানিক মন্দির ঘর হৈল বলিএ সভারে ॥
লোকমান বোনাইল ঘর ঝলমল তারা। লোকমান বোনইল ঘর ছয়কুড়ি দুআরা ॥
ছয়কুড়ি বাদ্য পির হুকুমে আনাইল। ২৭] [২৮ ছয়কুড়ি দুআরে বাদ্য চৌকীদা থুইল ॥
দেওান বলেন মাঁ বলি গো তোমারে। আনন্দে বস তুমি পালঙ্গ ওপরে ॥
একমুঠা অন্য দিলি মুজে পাছানিঞা। সদাই রহিলাম তোর বেটার দাখিল হঞা ॥
মুনিঞা কন্যা করিছে দণ্ডবত। তুমি সকল করিতে পার সত্তি হজরত ॥
দেওান বলেন মাঁ সোন গো বচন। তোমার সমু[র]কে একবার দেখাব সপন ॥
কন্যা বলেন দেয়ান বলি জে তোমারে। আরবার দুস্খ আমার দিবে গা সমুরে ॥
জদী বা সমুর দুস্খ্য পাবে পুনর্ব্বার। পরকালে তবে মোর না হবেক উর্দ্ধার ॥
দেওান বলেন বাছা দুস্খ্য নাই দিব। তোমার ভালরিলেগ্যা সপন দেখাইব ॥
পিরের কেরামত একবার দেখিবি নজরে। গোষ্টীমুর্দ্দা পাএ পড়্যা নিঞা জাবেক তোরে ॥ ২৮]
[২৯ হুমা বাঘের পিস্টে পির আছআ রহঞা। সপ্ন দেখাইতে জেছেন ভয়ঙ্কার হঞা ॥
কোর্দ্দ হঞা বাঘ পির চড়াইছেন বুকে। ঝলকে ঝলকে লহু উঠিছে গুড়িআর মুখে ॥
বৌকে বোনবাস দিলি কিসের কারণ। তেকারনে আইলাম তো বদিতে জিবন ॥
আপনার কল্যান চাসি সোন মোন দীঞা। গোষ্টীমুর্দ্দা বৌ গিঞা আন গা মানাইঞা ॥
জদী নাই আনিবি বলিএ তোমারে। গোষ্টীমুর্দ্দা পাএ ধর্যা আন গা তাহারে ॥
আমার সেবক মুর্দ্দ্য না করিল গুনা। বৌকে না আনিলে বেটা পাইবি জন্তনা ॥
সপ্ন দেখাইঞা পির বিদায় হঞা গেল। রত্নবতি নিঞা বোনে প্রমাদ পড়িল ॥
জয়পাল বলিঞা এক রাক্ষ্য জোরআর। সেই ত জঙ্গলে আছিল জমীদার ॥ ২৯।
[৩০ রাজ্যবেবহারে কাজ্য রাজা নাম ধরে। ছয়কুড়ি রাক্ষ্যস তার তাবে ফিরে ॥
সেই দীনে সেই জে জয়পাল জোরআর। সেই ত জঙ্গলে গেল করিতে সিকার ॥

বিধাতার চরিত্র্য কীছু বুজা নাই জায়। সেইদিন জয়পাল সিকার নাই পায় ॥
সিকার নাই পায় জবে ছয়কুড়ি রাক্ষসে। রত্নাবতির মন্দির দেখিল অবসেসে ॥
মন্দির দেখিঞা জয়পাল জোরআর। মন্দির ঢুড়িঞা দেখ মন্দির কাহার ॥
মন্দির ঢুড়িঞা তোমরা দেখ তড়াবড়ি। দেবতা নিরমান কী বা মানুস্যের বাড়ি ॥
ছয়কুড়ি রাক্ষ্যস এস্যা মন্দির পাসে। পালাইল ছয়কুড়ি বাঘ রাক্ষ্যস তরাসে ॥
কদুআর সামাঞা দেখে মন্দিরভিতরে। পরমসুন্দরি এক পালঙ্গ ওপরে ॥ ৩০]
[৩১ জয়পালে জেঞা কহিছে তুরাতুরি। মন্দিরের ভিতরে এক পরমসুন্দরি ॥
জয়পাল খোসাল হইল বারেবার। আজ্ঞ ত জঙ্গলে কন্যাকে করিব সিকার ॥
সুন হে রাক্ষ্যস সব সুন মোন দিঞা। আজি কন্যাকে লঞা জাব সিকার করিঞা ॥
কান্দিছে রত্নাবতি বলে হায় হায়। কি করিব কোথা জাব কি হবেক উপায় ॥
চণ্ডিকা ভবানি দেবি জগতজননি। এইবার রক্ষ্যা কর জগতভবানি ॥
সর্ত্তপির বল্যা কন্যা করে সোঙরন। এইবার রক্ষ্যা কর পতিতপাবন ॥
দেখা দিঞাছিলে প্রভু অনাথি বুলীঞা। এইবার তরিব আমি কেমন করিঞা ॥
সর্ত্তপির বল্যা কন্যা সোঙরন কৈল। অনাথের নাথ আমার অন্তরে জানিল ॥ ৩১]
[৩২ অন্তরে জানিঞা পির বলেন হায় হায়। রাক্ষ্যসের ভএ মাএর প্রাণ উড়্যা জায়।
অনাথের নাথ পির বলেন হায় হায়। জাইতে বিলম্ব আমার কী হবে উপায় ॥
জখন রত্নাবতি বোনবাস এল্য। তিন মাসের গর্ব্ব তার অঙ্গে ছিল ॥
ছয় মাস বোনবাসে করিল গুজরান। নয় মাস গন্ত গন্তি প্রমাণ ॥
বেটা নাড়িকা আছে গন্তের ভিতরে। অনাথের নাথ পির জানেন অন্তরে ॥
অনাথের নাথ পির ভাবেন মোনে মোনে। সেতমাছিরূপে কন বালকের কানে ॥
কি কর কি কর বাছা গর্ব্বে বসিঞা। রাক্ষ্যস নিপাত কর তৌলদ হঞা ॥
ছাহেবের মাএআ কীছু বুঝা নাই গেল। সেই ঘড়ি বালক তৌলদ হইল ॥ ৩২]
[৩৩ তৌলদ হঞা বালক আঁখ মেল্যা চায়। জননি রোদন করে দেখিবারে পায় ॥
বালক বলেন মাঁ করিছ রোদন। তোমার রোদনে মোর স্থির নহে মোন ॥
জননি বলে রে বাছা সোন আমার বাত। জাতি কুল গেল আমার রাক্ষ্যসের সাত ॥
বালক বলেন মাঁ ধলিএ তোমারে। নয় মাস দুক্ষ্য পাইলে আমার খাতিরে ॥
আমি পুত্র্য থাকীতে তোমার আবস্থা। রাক্ষ্যস বধিব আমি কত বড় কথা ॥
হাড় গোস্ত নাই বাছা এখনি ছওাল। কেমনে যুঝিবে বাছা রাক্ষ্যস মোহাকাল ॥
সিসুকাল বল্যা না জানিস মোনে। পুতুনা বধিল হরি চুক্ষ্য করল পানে ॥
পর্ব্বত ধরিল সপ্ত বরিসের ছওাল। নিস্তার করিল জত গকুলের গোআল ॥ ৩৩]

[৩৪ সেই সিমু হও আমি রাক্ক্যস ধনুক ধরোঙ। সহস্র সহস্র রাক্ক্যস সংহারিতে পারোঙ ॥
মাএ পুত্রে এই কথা কহিছে বসিঞা। হেনকালে রাক্ক্য এল্য হাহাকার করিঞা ॥
আঁওল জাওল সিমু কোমরে বান্দিঞা। রাক্ক্যস ওপরে টুটে হাহাকার করিঞা ॥
সমুখে সালের গাছ নজরে দেখিল। বাহুবলে ছুট গাছ উপড়িঞা নিল ॥
রাক্ক্যসের ওপরে মারে বেড়াবাড়ি। বিসাসত রাক্ক্যস জায় গড়াগড়ি ॥
মগজ ফুটিল কারু চুর্ন্ন হৈল হাড়। মাথার খুলি ভাঙ্গী কারু দেখা গেল হাড় ॥
কেহু কেহু পালাঞা গেল বোনমুখ দিঞা। কত রাক্ক্যস মরিল পানিতে ডুবিঞা ॥
ছয়কুড়ি রাক্ক্যস মইল লড়াই করিঞা। সভে জয়পাল বাঁচে গাছে আড়াইঞা ॥ ৩৪]
[৩৫ দআর ঠাকুর সর্ত্তপির গেলেন সেই ঠাইঞে। ফকীরকে জয়পাল দেখিল জাইঞা ॥
গলায় কুড়ারি বেন্দ্যা চরনে ধরিল। বিনয় করিঞা কথা কহিতে লাগিল ॥
হাড় গোস্ত নাই এখুনি কার ছাওাল। সেহ না কী যুর্দ্ধি করে রাক্ক্যস মোহাকাল ॥
হেন বুঝি বালকে তোমার দআ আছে। মরিল রাক্ক্যস সব মাগি তোমার কাছে ॥
দরদরন্দ পিরের দআ উপজিল। জয়পালকে সর্ত্তপির কহিতে লাগিল ॥
জার জেবা কর্ন্ধ মণ্ড আছিল পড়িঞা। স্থানমান কর‍্যে তুমি দাও জোড়াইঞা ॥
স্থানমান কর‍্যে জদী জোড়াইঞা দিল। অনাথের নাথ পির দআ উপজিল ॥
অমরিত কুণ্ডের পানি দিল খিড়াইঞা। ছয়কুড়ি রাক্ক্যস ওঠে জিউদান পাইঞা ॥৩৫]
[৩৬ তাহাদিগ্যে সর্ত্তপির বিদায় করিঞা। জননি কেমন আছে দেখিব গা জেঞা ॥
দেওান বলেন অ মা কর‍্য না তুমি। তোমার ওপরে ম°া মর্দ্দত আছি আমি ॥
মুনিঞা কন্যা করে দণ্ডবত। তুমি সব করিতে পার সর্ত্তি হজরত ॥
আমি এক পুত্র্র ছিলাম জঙ্গলভিতরে। দোছরা ভাই হৈল তোমার কোল পরে ॥
আনন্দে বস্যা থাক তুমি পালঙ্গ ওপরে। সহরের তামাসা আমি দেখি গা ঘরেঘরে ॥
আর্ল্লা আর্ল্লা বল ভাই জত মোছলমান। সর্ত্তপিরের কউসে তৈহয়বে এ রস গান ॥

ত্রিপদি ছন্দ

মদন পালঙ্গে ছিল দিনে বড় ভয় পাইল রাত্রীভাগে সপন দেখিঞা।
রাত্রী প্রভাত হৈল ভাল হইল প্রভাতকাল ওঠে মদন ৩৬] [৩৭ অন্তর কাঁপিঞা ॥
জেই সপন মদন কয় দিনে বড় পায় ভয় সেই সপন প্রতি ঘরেঘরে।
অন্তরে কাপএ মোন কী হবে এখন সহর সমেত চতকারে ॥
মদন গুড়িআ ভাবে আর নাই ভাল হবে সভে মেল ভাবেন নৈরাস।
লক্ষ্যির সোমান বৌ ইহা না বলিল কেউ না বুজিঞা দিলাম বোনবাস ॥

সাত পুত্র্ ডাকিঞা আতি বড় ভএ পাঞা সভাই মেল্যে করেন যুগতি।
চন্স বৌকে আনি ঘরে বুঝাইঞা তাহার তরে সভে মেল্যা করিঞা মিনতি॥
মদন গুড়িআ আগে চলে তারা সেষভাগে সঙ্গে চলে গুড়িআর কুমার।
বিচিত্র্ নিষ্মান ঘর আতি বড় সভাকর দেখ্যা সভে লাগে চমতকার॥
সওা কোষ পাচির বেড়া চুআ চন্ন্নের ছড়া আমলিত নাসিকার বাস। ৩৭]
[৩৮ ইন্দ্রের ভুবন পারা জেন আছমানের তারা দেখ্যা সভে লাগিল তরাস॥
ফটিকে রলা গাথুনি দিপ্ত্ কৈল মেদনি স্থানে স্থানে দেখি নানা রঙ্গ।
সতদল করিঞা মোনে ধায় অলি মধুবোনে খেলি করে ভোমরের সোনে॥
বিসকর্ম্মর নির্ম্মান ঘর অতি বড় সভাকর স্থানে স্থামে দেখি ভাঁতি ভাঁতি।
দেবতা অষুরে নারে বলি আমি এত দূরে কিবা করে মনুস্যসকতি॥
মানিক মঞ্জীত গাঁথা চন্দনের চৌকাঠা লাগাইছে দুআরে কপাট।
কুঁজি কুলুফ চিন রূপার পতকা হেন জিঞ্জীর সোনার ষুঠাট॥
সভে অতি ভএ পাঞা মন্দির সামাইল জেঞা ৩৮] [৩৯ জেখানে রত্নাবতি ছিল।
গ্যাত কুটুর্ম্ব সঙ্গে পুতকীত হঞা রঙ্গে সেইখানে সভে চলে গেল॥
সষুর দেখিঞা কন্যা আপনার মোনে জেন্যা অভিসার করে মোনে মোনে।
উঠীল জে তোরাতুরি রত্নাবতি ষুন্দরি দণ্ডবত কৈল সভারি চরনে॥
ভাষুর সষুর দেখি লজ্যাগত দুটি আখি নিজপতি দেখিল যুবতি।
সভারি চরণতলে আতি বড় কুতুহলে লক্ষ্যে লক্ষ্যে করেন প্রণতি॥
মদন বলেন বাছা জত বল লাগে মিছা ষুন তুমি আমার বচন।
তুমি ত মানুস নয় পিরের কিঙ্কর হও দড় কর্য্যা জানিছুঁ এখন॥
কন্যা বলেন ঠাকুর ও সব বল গ দূর এক বাক্য বলি উর্চ্চ্যস্বরে। ৩৯]
[৪০ কলঙ্কনি কন্যা আমি জগতে জান গো তুমি কেমনে লঞা জাবে ঘর॥
বলি আমি অতপর না জাব তোমার ঘর দুসি হঞা আছি এই বোনে।
কী আর করম কাজ জগত পুরিল লাজ দড় কর্য্যা জানিলাম এখনে॥
মদন বলেন বাছা জত বল লাগে মিছা দুস্ক না ভাবিঅ বিনদিনি।
অভিমান যেল্ল দুরে কৃপা কর্য্যা চল ঘরে আজি হৈতে ঘরের চুড়ামুনি॥
সষুর কহিল কথা অন্তরে লাগিল বেথা ইহা রদ করিব কেমনে।
চল সষুর ঘর জাব আর কিছু না বলিব দড় কর্য্যা জানিলাম এখনে॥
চল সষুর ঘর জাব আর কীছু না বলিব মোনে মন।
ধরিঞা পিরের পায় গরিব তৈয়বে গায় আল্লা রছুল বল সর্ব্বজোন॥ ৪০]

[৪১ মদন ওড়িআ আনন্দিত হঞা। ফুলে চৌদলে বৌকে লিছে চাপাইঞা ॥
নানা সব্দ উল্লসিত দুবদুবি বাজায়। দণ্ড চারি মৰ্দ্ধে দেখ জঙ্গল ছাড়ায় ॥
গিআতি কুটুম তারা ভাবে মোনে মোনে। রত্নাবতি জঙ্গলে পুত্রর্ পাইল কেমনে ॥
বিভা হৈলে নিজ ঘরে ছিল তিন মাষ। দৈবের কারনে ছয় মাস বোনবাস ॥
অচর্ম্মিতে বনমর্দ্ধে কোথা পেলেক ছেল্যা। আকাষ হইতে নয় কেহু দিলেক ফেল্যা ॥
গিআতি কুটুম সব একছাত হঞা। মদন ওড়িআএ বাত্রর্া যুধাইল জেঞা ॥
গ্যাতি কুটুম্ব সব বলিছে ধিরে ধিরে। দোচারিনি কর্ন্নর্ায় কেমনে নিবে ঘরে ॥
দোচারিনি নয় কন্যা কহিছে তরাস। পরিক্ষ্যা দিলে কন্যা হইবে খালাষ ॥
পরিক্ষ্যা দেয় জদী দসের বরাবরে। তবে ত খালাষ পাবে নিঞা জাবে ঘরে ॥ ৪১]
[৪২ যুনিঞা মদন ভাবে মোনেমোনে। কহিতে চলিল কন্যার বির্দ্ধমানে ॥
মদন বলে অ বছা বড় হৈল লেটা। দসজোনা গিআতে তোমাকে দিছে খোটা ॥
পরিক্ষ্যা দাও জদী দসের বারাবরে। তবে ত খালাষ পাবে নিঞা জাব ঘরে ॥
যুনিঞা কন্যার ভয় নাই মোনে। কহিতে লাগিল কন্যা দসের বির্দ্ধমানে ॥
কোন পরিক্ষ্যা নিবে যুধাও গা দসেরে। সেই পরিক্ষ্যা দিব আমি দষ বরাবরে ॥
যুনিঞা মদন ভাবিতে লাগিল। দশজোনা গিআতের কাছে কহিতে চলিল ॥
তোমরা ধর্ম্মসোভা কৈতে তরাস। কোন পরিক্ষ্যা নিঞা বৌকে করিবে খালাষ ॥
দষ জোনা বলে জদী বোলাইবেক সতি। জোঘর পরিক্ষ্যা দেকু সিগ্রর্গতি ॥
যুনিঞা কন্যার মোনে ভএ নাই ছিল। যুভ যুভ বল্যা তখ[ন] অনুমতি দিল ॥ ৪২]
[৪৩ মদন গুড়িআ তখন ভাবিত হইঞা। সগ্রের্র কামিলা তখন নিছে বোলাইঞা ॥
যুন হে কামিলা ভাই যুন ফরমান। জোএর মোণ্ডপ ঘর করহ নির্ম্মান্ ॥
একে ত কামিলা মদনের আজ্ঞ্যা পাইল। জোএর মণ্ডপ ঘর গড়িতে লাগিল ॥
জোএর চারি চাল করিল নির্ম্মাণ। মর্দ্ধখানে দিছে তা তোষক বিছান ॥
জোএর রল্লা বাতা দিছে লাগাইঞা। জোএর বান্দিছে দড়ি আটুনি করিঞা ॥
মদন বলেন বাছা ঘর হৈল তৈআর ॥ পরিক্ষ্যা দিঞা ঘুচাও কুলের খাঁকার ॥
যুনিঞা কন্যার ভএ নাই ছিল। যুভ যুভ কর্য়্যা তখন অনুমতি দিল ॥
জানবি গঙ্গার জলে সিন্নর্ান করিল। সিন্নর্ান করিঞা কন্যার অঙ্গে যুতি হৈল ॥ ৪৩]
[৪৪ সাতপাক জোঘরে প্রতিক্ষ্যা করিঞা। মর্দ্দখানে বৈসে কন্যা জয় জয় দিঞা ॥
মর্দ্দখানে বৈসে কন্যা ধরিঞা আসন। ইষ্টদেব গুরুদেব করে সোঙরন ॥
চণ্ডিকা ভবানি দেবি জগতজননি। এইবার রক্ষ্যা কর জগতভবানি ॥
সর্ব্বপির বল্যা কন্যা করে সোঙরন। এইবার রক্ষ্যা কর পতিতপাবন ॥

দেখা দিঞাছিলে অনাথে বলিঞা। এইবার বাঁচিব আমি কেমন করিঞা ॥
আপনি মরিঞা জ্বাব তার নাই দায়। কোলের জ্বাদুআ পাছে সেহ মারা জ্বায় ॥
গুড়িআ কুটুম্বগোলা একোতা হঞা। ছামুদুআরে অগ্নি দিলেন মেটাঞা ॥
একে ত জ্বো অগ্নির লাগ পাইল। ৪৪] [৪৫ তুবু´ চৌদ্দতাল অগ্নি জ্বালিঞা উঠিল ॥
সর্ত্তপি[র] জ্বানিঞা বলেন হায় হায়। মিনিদোসে পুড়িঞা মারিছে মেরা মাএ ॥
কোথা বা রজত ধোন কোথা বাগদড়ি। জ্বোএর ঘর প্রভু সামান গুড়িগুড়ি ॥
আহা মরি অ মোর বাছ তোর বালাই জ্বাই। তোর লাগ্যা দৌড়াদৌড়ি এলাম গ হেথাই ॥
দআর ঠাকুর সর্ত্তপির ঢাকীঞা রহিল। অগ্নির ঘর সব পুড়ে মাটি হঞা গেল ॥
দেআন বলেন মাঁ হই গ বিদায়। জ্বাও গো আপন ঘর পরিক্ষ্যা হৈল সাএ ॥
কন্যা বলেন দেওান বলিএ তোমারে। পানির পিআস বড় লেগেছে আমারে ॥
দেওান বলেন বাছা আমি কী করিব। অগ্নির ভিতরে আমি পানি কোথা পাব ॥ ৪৫]
[৪৬ তোমাখে রাখি জদী পানি আনিতে জ্বাই। অগ্নিতে পুড়্যা তুমি হঞা জ্বাবে ছাই ॥
কন্যা বলেন জদী পানি নাই দিবে। পতিতপাবন নাম তুমি কোন গুনে ধরিবে ॥
অগ্নির ভিতর জদী নাই দিবে পানি। তবে কেনে তোমার নাম সর্ত্তগুণমনি ॥
পির বলে দড়াঞা জেন্যাছ মোরে। এখনি পিলাব পানি অগ্নির ভিতরে ॥
গঙ্গাদেবি বলে পির সোঙরন কৈল। আসনে আছিল গঙ্গার আসন টলিল ॥
স্বুক্লবস্ত্র´ পরিধান স্বুক্ল অভরন। দুই বাই সঙ্গ দেবির শ্রীরাম লক্ষন ॥
ত্রিজগমহিনি রামা গঙ্গা ঠাকুরানি। স্বুবন্নে´র ঝারিতে ভর্য্যা নিলেন পানি ॥
জেখানে সোঙরন করেন অখিলার মুনি। সেইখানে আইলেন গঙ্গা ঠাকুরানি ॥ ৪৬]
[৪৭ কী কাজ্যে সোঙরন কর অখিলের মনি। পির বলে সেবকে পিআস থোড়া পিলায় পানি
দেওান বলেন মা বলি গো তোমারে। নিজমুর্ত্তি গঙ্গা এল্য দেখ গো নজরে ॥
কোনে থেক্যে বলে মাঁ হয় গো বিদায়। লাখে লাখে দণ্ডবত তোমার রাঙ্গা পায় ॥
জল খিলাঞা গঙ্গা হইল বিদায়। অধিন তৈএবে দেখ এই রস গায় ॥

মদনের গ্যাত কুটুম্ব সব একসাত হঞা। সভে মেল্যা আইল দেখিবার লাগিঞা ॥
দিষ্ট করিঞা দেখিছে সর্ব্বজোন। জলিছে কন্যারূপ স্বুর্জ্জের কীরণ ॥
দেখিঞা সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য কএ। রত্নাবতি বজ্জিলাম মানষ মেনে নয় ॥

ধন্য ধন্য সচিবতি কন্যা পদ্ম্যাবতি। সরূপে জানিলাম কন্যা বটে কুলবতি ॥ ৪৭]
[৪৮ জদী কোন দোষ হৈত সুন হে বচন। অগ্নির ভিতরে কন্যার হৈথ মরন ॥
গ্যাতি কুটুম্ব সঙ্গে একতা হইঞা। ফুলের চৌদোলে বৌকে নিল চাপাইঞা ॥
কুটুম্ব সকল এস্যা ধন্য ধন্য কয়। রত্নাবতি বজিলাম মানুস মেনে নয় ॥
বিধাতার চরিত্র্য কিছু বুজা নাই গেল। স্বাআমির মোনে তার কোমতি জর্ম্মিল ॥
কহিতে লাগিল আপন স্ত্রী বরাবরে। সুন কন্যা রত্নাবতি বাত বলি তোরে ॥
কোথা হৈতে গর্ত্ত তোমার হৈল অচর্ম্মিতে। ই সব পরিক্ষ্যা মোর নাই লাগে চিত্তে্য ॥
সুনিঞা কন্যার হইল তরাস। তখনি বলেছিলাম জখন দিলে বোনবাস ॥
সেই কথা প্রভু তোমার নাই পড়ে মোনে। সকলি কঞাছিলাম তোমা বির্দ্দমানে ॥ ৪৮]
[৪৯ জানকী বলেন এখন বুঝি বারেবার। বুজিতে না পারি কথা চাতুরি তোমার ॥
রত্নাবতি বলে প্রভু কি কহিব আর। ভালমোন্দ কথা না জানি সোমাচার ॥
হেন বুঝি অভাগিনিকে নাই নিলে ঘরে। প্রকার করিঞা বুজি মারিবে আমারে ॥
স্বামীর আর্দ্দাষ আমি কব কার আগে। বুজিঞা করহ সাস্তি জেবা মোনে লাগে ॥
কর্ম্মকর্ত্তা স্বামি তুমি কী করিতে নার। মিনি অফরাদে প্রাণে মারিতে পার ॥
মা বাপে সুপে দিলেক তোমার হাতে। প্রাণে মারিলে কেহু নাইথ রাখিতে ॥
গ্যাতি কুটুম্ব তারা ভাবে মোনে মোন। রত্নাবতি মারিতে চাও অকারণ ॥
জদী কোন দোষ থাকীথ সুন হে বচন। অগ্নির ভিতর কন্যার হইত মরণ ॥ ৪৯]
[৫০ জার সাতে পিরিতি কর্য়াছে বোনবাসে। অগ্নিবারা মন্ত্র্য সিখেছে তার পাযে ॥
জানকী বলেন কন্যা সুন মোন দিঞা। মরিতে ডরাও কে[ন] সতিকন্যা হঞা ॥
মস্তকে খড়্গ ধর্য়ে ফেলি জে কাটিঞা। তবে জদী জোড়া জাও সতিকন্যা হঞা ॥
রত্নাবতি বলে ত বিলম্ব কেনে কর। খরসান মারিঞা মোরে দুইখান কর ॥
আপনি মরিঞা জাব তার নাই দায়। কোলের জাদুআ পছে সেহ মারা জায় ॥
আপনার কোলে নাও আপনার ছেল্যা। তবে কেট্যে ফেল মোরে দুইখ্যান কর্য়া ॥
জানকী বলে কন্যা কেনে করিষ লেঠা। এখন কোলে ত থাকুক তোমার বেটা ॥
জাবত আমার মোনে নয় ত পর্ত্তয়। তাবত বুজিতে নারি কাহার তনয় ॥ ৫০]
[৫১ রত্নাবতি বলে তবে বিলম্ব কেনে কর। খরসান মের্য়া মোকে দুইখান কর ॥
জেইমাত্র্য খরসান হাত পরে নিল। মেঘের আড়ে চন্দ্র্য সুর্জ্জ্য লুকাইল ॥
জেইমাত্র্য জানকী কাটিবাকে জায়। সন্যে থেকে সর্ত্তপির বলে হায় হায় ॥
অস্তবেস্ত হলেন পির সেবকের লাগিঞা। কন্যার মস্তকে পির [ব]সিলেন গা জেঞা
খরসান লঞা কন্যাকে কাটিবারে জায়। মস্তকে থাকীঞা পির বলে হায় হায় ॥

এ পুথি লিখিলাম আমি পাটশা[লায়] বশি। জে যুনিবে শেই শিযু হইবেক ক্ষুশি ॥
জথা দিষ্টীতং তথা লিখিলং লিক্ষক দোষ নাস্তি
॥ ইতি ॥
শযক্ষর শ্রীগৌরহরি পরামানিক সা—কাচামুনি ॥ এই পুথির মালি[ক] শ্রীশেখ আওয়জ
সাং নেতটানা এহার দক্ষিণা ॥ ।০ এক যুকার ধান্য দিয়ছিল। আমী শস্তুষ্ট আছি সন
১২৩৫ সাল তারিখ ১৬ অগ্রাণ বেলা চারি ডণ্ডে সম[য়]।

২৫ গোপ্তচেতন পোস্তক

রচয়িতা ঃ সেখ যুনিদ

পুঁথিসংখ্যা ১৫৪৪। পত্রসংখ্যা ৪১। অখণ্ডিত। আকার ৮½"×৫½"। লিপিকাল সন ১২০১ সাল। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

৭*শ্রীশ্রীহবিব ॥
ইলাহি অলমিলে ছাল্লাম বহুতরে। পহিলা দুনিঞাএ বন্দ দিন পাএগম্বরে ॥
চারি ফিরিস্তার পাএ করি নিবেদন। মন দিঞা শুন কথা গোপ্তচেতন ॥
জতেক ফিরিস্তা আছে বন্দ সভাকারে। আর জত পির বন্দ ভুবন সংসারে ॥
আজরাইল জিবরিল আর মিকাইল। সংসার সংহার ফিরিস্তা নাম ইছরাফিল ॥
জিবরিল ফিরিস্তা বন্দ খেজমতে হাজির। আল্লার কালাম তেহোঁ করেন জাহির ॥
হরদমে হাজির ফিরিস্তা আল্লার দরবারে। ইলাহির ফরমান আনে নবির হযুরে ॥
দাদা আদম হাওঁার আর বন্দিব চরনে। জাহার মহিমাগুন আছএ ফোরকানে ॥
দাদা আদম বন্দো একিদা কারারে। জাহা হইতে আদম ছুরত দুনিঞার ভিতরে ॥
চারি পএগাম্বরে বন্দো করি নিবেদন। ১] [২ চারি কেতাব উতরিল জাহার কারন ॥
ছাল্লাম করিঞা মুছে পএগাম্বরে। তোঁরিত কেতাব পএদা হৈল জাহার তরে ॥
দাউদ পএগাম্বর বন্দ করি নিবেদন। জবুর হইল পএদা জাহার কারন ॥

ইছে ইছে পএগম্বর ছাল্লাম করিঞা। ইঞ্জিল কেতাব খোদায় দিলেন ভেজিঞা॥
মহাম্মদ মোস্তফা বন্দো আখেরি পএগম্বরে। ফোরকান কেতাব পএদা হৈল জার তরে॥
অবিরতি ফোরকান করিছেন নজর। আল্লার দোস্ত মহাম্মদ দিন পএগম্বর॥
চারি কুরছি বন্দিঞা কহি দিল হঞা আছা। জার ঘরে হইল পএদা মহাম্মদ মোস্তফা॥
আব্দুল মতল্লিব বন্দোঁ সিরের ওঁপরে। মহাম্মদ মোস্তফা পএদা হৈল জার ঘরে॥
আব্দুল্লা বন্দিব সিরে জোড় করি দস্তে। ২] [৩ মহাম্মদ বন্দিব সিরে আবত্নল্লার ষুতে॥
ছৈয়ম কুরছি বন্দো সিরে মহাম্মদ হাসিম। আব্দুল মন্নাফ বন্দ করিঞা তছলিম॥
চারি কুরছির পাএ করিঞা ছাল্লাম। চারি কলমা বন্দো সিরে আল্লার কালাম॥
মজহব বন্দিব সিরে একিদা করিঞা। চারি মজহবের কথা ষুন মন দিঞা॥
পহিলা মজহব বন্দ ইমাম আজম। মুমিনের দিল হৈতে কৈল বহু কাম॥
দোএম মজহব বন্দ ইমাম সাফই। ইমাম আনছারি তিন মজহবে কই॥
মহাম্মদ হামুল নাম মজহব চাহারম। এই মজহব চারি মজহব তামাম॥
চারি মজহবের পাএ ছাল্লাম করিঞা। চারি ফকিরের কথা ষুন মন দিঞা॥
আউআল ফকির খোদ খোদা বদসার। দোএম ফকির নবি মহিমা ৩] [৪ আপার॥
দাদা আদম বন্দ ছৈয়ম ফকির। জাহা হৈতে আদম ছুরত ত্নুনিআতে জাহির॥
পহিলা কইলা তেহোঁ আল্লার এতকাত। রোজা নামাজ কৈল বাঙ্গ ছালোআত॥
চাহারম ফকির বন্দ হজরত আলি। জাহার দবকে আছমানে লাগে তালি॥
এই চারি ফকিরের পাএ করিঞা ছাল্লাম। দোআজদহ এমাম বন্দ চাহাদাহ মাছুম॥
আউল ইমাম বন্দো মহাম্মদ গনি। ছাল্লাম করিঞা বন্দ ইমাম আস্কন্নি॥
ছৈয়ম ইমাম বন্দ আলি আর নকি। চাহারম ইমাম বন্দ আলে আর তকি॥
মহাম্মদ বাকর বন্দো ইমাম পঞ্চম। সসম ইমাম বন্দো মুছে কাজিম॥
জাফর ছাদকের পাএ করিঞা ছাল্লাম। জয়নল আবেদিন বন্দো হপ্তম ইমাম॥
আলি রেজা বন্দো সিরে নহম ইমাম। আলি আকবর বন্দো সিরে দহম ইমাম॥
ইআজদাহ ইমাম বন্দো হাছন ইমাম। ৪] [৫ হোছেন সহিদ নাম দোআদস তামাম॥
আনন্দিতে বন্দো সিরে ই বার ইমাম। ফাতমা জিন্নতের পাএ করিঞা ছাল্লাম॥
দোআজদাহ ইমাম বন্দো আনন্দিত [হঞা]। চাহারদাহ মাছুমের কথা ষুন মন দিঞা॥
তৈয়ব তাহির বন্দে কাছিম ইবরাহিম। ইবরামের পাএ বহু করিঞা তছলিম॥
এই চারিজন বন্দো নবির ফরজন্দো। পাজতন পাক বন্দো করিঞা প্রবন্দো॥
ইবরাহিম খলিলুল্লা বন্দো আবুবুদ তরাছের ঘরে। ছর্ম্মত ফরজ পএদা হইল জাহার তরে॥

কন্যার মস্তকে পির রহিলেন বসিঞা। জানকী আইল হেথা কাটিবার লাগিঞা ॥
জেইমাত্র খরসান কাটিতে ওঠাইল। কাটিতে উঠাইল হাত নামাইতে নারিল ॥
কন্যার মস্তকে পির রহিলেন বসি। জানকী হইলেন হো উর্দ্ধবাহু সন্যাসি ॥ ৫১]
[৫২ [উর্দ্ধবাহু হঞা জানকী ভ্রময়ে সহরে।]
নামাঞী নারিল হাত মোনে হৈল তাপ। কী করিব কোথা জাব কী হইল রে বাপ ॥
গ্যাতি কুটুম্ব সব যুন আমার বাত। সভে মেল্যা টানাটানি নামাও আমার হাত ॥
যুনিঞা গ্যাত কুটুম্ব সেই বাক্য ধরে। হাজারখানেক লো[ক] ধরে টানাটানি করে ॥
বন্ধুবান্ধব বলে ভাই যুনহ বচন। বুজিলাম জানকির হইল মরন ॥
সন্যে থেক্যে বলেন পির যুন আমার বানি। একীন করিঞা দাও গা পিরের সিরিনি ॥
কুবুর্দ্ধি মদনকে যুবুর্দ্ধী আইল। ভক্তিভাবে মদন পিরের সির্ন্নি করিল ॥
সহস্র এক টঙ্কা ভঞ্জিত করিঞা। পিরের নামে সির্ন্নি করে ভর্ক্তিযুক্ত হঞা। ৫২]
[৫৩ আটা গুড় দুগ্ধ আনিল কদলি। সওা মোন কর্য়ে দব্য আনিল সকলি ॥
ইষ্ট মিত্র্য প্রতিবাসি ডাক দিঞা আনি। একান্তিভাবে কৈল পিরের সিরিনি ॥
অনাথের নাথ পির হলেন মেহেরবানি।
জেই ঘড়ি মদন পিরের সির্ন্নি কৈল। সেই ঘড়ি জানকীর হাত নেম্যে গেল ॥
জেমনি দো[য়া] করিলে পির মদনের তরে। তেমনি দো[য়া] কর এস্যা নাএকের ঘরে ॥
পিরের মেহেরে গরিব তৈয়বে রস গায়। আর্ল্লা হো রছ[ল] বল কার্ল্লা[ম] হৈল সায় ॥

তামাম যুদ কেচ্ছা মদন গুড়িআ সন ১২১০ সাল রোজ ৩১ চৈইত্রী। লিখিতং শ্রীচৌধরি মোল্লা সাং বড়হাট—৫৩]।

২৪ গুরুদক্ষিণা

রচয়িতা শঙ্কর

পুঁথিসংখ্যা ১৮৭৭। পত্রসংখ্যা ২২। খণ্ডিত। আকার ১০"×৩½"। লিপিকাল ১২৩৫ সাল। আধার তুলট। গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থের আধারে রচিত। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

... ...

[২ক ‥ ‥ ... ‥ রাখিল বন্ধুস্থানে। এ সকল গোপ্তকথা কেহ নাই জানে॥
কালপুর্ণ হইল শেই কংশও রাজার। বিনাশিয়ে মাতাপিতা করিল উদ্ধার॥
এই রশে কতদিন বঞ্চিল শ্রীহরি। মহাষুখে ষুখি লোক মথুরা নগরি॥
রামরাত্র পৌইল প্রিতিশ্য´বিহান। সভা করি বশিলেন কমলনয়ান॥
য়নেক লোক বশিয়াছে জ্ঞানেতে উৎর। য়নেক পণ্ডিত বৈশে সভার ভিতর॥
মথুরার লোক বৈশে য়তি বিচক্ষণ। পড়িয়া ষুনিয়া শব য়মৃত বচন ॥ ২ক]
[২খ পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা শমিশ্যা পুরিয়ে। মুক্ষু´ নাহি বুঝে থাকে একদিষ্ট দিয়া॥
পণ্ডিতসভায়ে কানাই নাই কহে কথা। হ্নিদে গুণে বষুদেব মনে পাইল বেথা॥
শপ্তঘটী বেলা হইল তৃতিএ প্রহর। শভাভাঙ্গি ঘরে গেলা রাম দামুদর॥
ঘরে গিয়া বাপ মায়ে শকলি কহিল। শভাতে বশিয়ে য়াজি বড় লজ্জা হইল॥
পাট নাহি পড়ি মোরা গোকুল নগরে। গোধন চরাইতে গেলাম এ বার বৎসরে॥
... ...
... ...
... ... ইত্যাদি।

[১৭ ক জমেরে প্রবদ করি দেব দামুদর। রিশিপুত্রু তুলি নিল রথের উপর॥
জমপুরো হইতে জিল শিবির কুণ্ডর। শ্রীকিষ্ণ চরণে মতি রচিল শঙ্কর॥
... ...
... ... ইত্যাদি॥

তোমার মহিমা কে ব ২২খ] [২৩ক লিতে পারে। ধন্য ধন্য করে শভে দৈবকির তরে॥
য়নাআশে তপিশ্যা করিনু কতদিনে। শেই পুন্নে মোর গর্ভে জন্মিলে নারায়নে॥
হরি হরি বল ভাই ভজ নারায়ণ। গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত হরি বল সর্ব্বজন॥

এছে এছে পির বন্দো পএগম্বরের মুতে। ছল্লত ফরজ পত্রদা হইল জাহা হৈতে ॥
তবে ত বন্দিঞা কহি খোআজ পঞ্চ পির। জাহার কামাক্তি দেখ দুনিঞাএ জাহির ॥
আউআলে বন্দিঞা কহি খোআজ নেজাম দিন। দোয়জে বন্দিব সিরে কুতুব আফরিন ॥
ছৈয়ম বন্দিব সিরে খোআজ নছরদিন। চাহারম বন্দিব খোআজ মএনদিন ॥
সএখ ফরিদ ৫][৬ সেখের গঞ্জ বন্দনা করিঞা। মুতিআর পির বন্দো আনন্দিত হঞা ॥
এছে এছে পির বন্দো আল্লার ফকির। জাহার কামাক্তি দেখ দুনিঞাএ জাহির ॥
ই সকল পিরের পাএ ছাল্লাম করিঞা। চারি খান্দানের কথা মুন মন দিঞা ॥
আউগ খানওঁাদা চিস্ত তবকাত দোএম। চাহারম হরতুঁরি হইল কাদরি ছৈয়ম ॥
এছে এছে পির বন্দো দিল হইঞা আছা। চারি ইআর বন্দো পঞ্চম মোস্তফা ॥
আবুবক্কর বন্দিব সিরে ওছমানের চরনে। অবিরতি থাকেন তেহেঁা নবির সদনে ॥
ওর্ম্মর খেতাব বন্দো আলে ওছমান। নবির কলমা পড়্যা হইল মছলমান ॥
আবু আহাম্মদ বন্দো সিদ্দিকের ফরজন্দ। দোএম আবু মহাম্মদ করিঞা প্রবন্ধ ॥
ছৈয়ম ফরজন্দ বন্দো আব্দুর রহমান। জাহার তরফ হৈতে হইল মোছলমান ॥
মহাম্মদ বাকর বন্দো আব্দুর রহিম। তাহার চরনে মর বহুত তছলিম ॥ ৬]
[৭ এছে এছে পির বন্দো হইঞা মমদিল। এতকাত করিঞা বন্দো চাহারম মনঞল ॥
মারুফতের পঞ্চ পির করি নিবেদন। খোআজ আস্কন্নির আগে বন্দোহেঁা চরন ॥
দোএম পির বন্দো খোআজ বোগদাদিন। ছৈয়ম বন্দিব সিরে খোআজ হাবিআ জামিন ॥
খোআজ ওছমান বন্দ হইঞা মুস্থির। সাহা আব্দুল্লা বন্দো এই পঞ্চ পির ॥
মারুফতের পঞ্চ পির ছাল্লাম করিঞা। হকিকতের পঞ্চ পির আনন্দিত হইঞা ॥
হাছন বছরি বন্দো মন একী দায়। দোএম বন্দিব সিরে দাউদ আতাএ ॥
আবুবকর বন্দিব ভাল চাহারম ছুলতান। আবু মোকারিমের পাএ করিঞা ছাল্লাম ॥
তরিকতের পির বন্দিব একমনে। আউআলে বন্দিব ভাল দাদা আদমে ॥
ইবরাহিম খলিলুল্লা বন্দো মুছে করিম। ইছারুহুল্লার পাএ করিঞা তছলিম ॥
নু পএগাম্বর বন্দো ৭] [৮ তরিকতের পির। জাহার কামাক্তি দেখ দুনিঞাএ জাহির ॥
সরিয়তের পির বন্দো মহাম্মদ নবি। জাহা হইতে মোছলমান হৈলা দিন কবি ॥
আবুবকর বন্দিব ভাল পির ওছমান। ওম্মর খেতাব বন্দো আলি পলওান ॥
সরিয়তের পির বন্দো এই পঞ্চজন। হাছন হোছেন বন্দো আলির ফরজন্দ ॥
মহাম্মদ হানিফ বন্দ করিঞা প্রবন্ধ। এছে এছে পির বন্দ হইঞা একমোন ॥
কুফর ওড়িবারে মর্দ্দ ভেজিলে ইলাই। ফাতেমার পেটে পএদা আউল ছিফাই ॥

কুফর ওড়িবারে আল্লা ভেজিঞা দিল তারে। আহাতাব মাহাতাব তারা ভাগ্যা গেল ডরে ॥
চন্দ্র সুর্জ বন্দো সিরে তারা দুই ভাই। সোভাকারে বন্দো সিরে দোস নিবে নাঞি ॥
জত সব পির বন্দো দুনিঞাতে জাহির। এক লাখ বন্দো সিরে আসি হাজার পির ॥
সেখ মুনিদে কহে গুরুর বন্দিঞা চরন। ইলাহি রসুল মুনিন কহ সর্ব্বক্ষন ॥

মাতাপিতা বন্দো সিরে পির মুরসিদের চরন। জাহার প্রসাদে মোর হইল চেতন ॥
স্বরেস্বতি মাতা বন্দো কুকিল্যাবাসিনি। জাহার প্রসাদে বাক্য রচিছো আপুনি ॥
স্বরেস্বতি মাতা মোরে কৈলা বিস্বাস। ৮] [৯ জাহার প্রসাদে বাক্য কৈলু প্রকাস ॥
বিদ্যাসন্য হঞা মো কত দিন ছিনু। মুরসিদের চরন সেবি তর্ত্ত বুঝিলু ॥
সেবিলু তাহার চরন তর্ত্তের কারন। পাইলু কার্য্যর সন্ধি সেবিঞা চরন ॥
সাহাবুদ্দি মুরসিদ মোর ওঁস্তাদ হেতম। বুঝিলু ফারছির কথা মুরসিদের করম ॥
ধরিলু ওছতাদের পা করিঞা দড়ান ॥ কেতাব খুলিঞা গুরু কৈল বাখান ॥
কহ কহ গুরুদেব জন্মের বাখান। কেমতে প্রকার হৈঁল আকার ভুবন ॥

॥ অথ চৌতিসা ॥

ক ॥ ক বলে কহ ত গুরু আকার পর্ত্তন। কেমত প্রকারে কায়া করিল শ্রীজন ॥
কোন স্থানে ছিলু মুঞি আইলু কোন স্থানে। কন কৈল নিঠুরপুরে আইলু কেমনে ॥
খ ॥ খ বলে খোদায় আকার শ্রীজিল জতনে। খোদ স্রিজিল আদম সেবার কারনে ॥
খোদ খোদাতালা তাহার নাহি আদি অন্ত। খেলেঘর নাহি তাহার আপনে ৯][১০ আনন্দ ॥
গ ॥ গ বলে গর্ব্বে ভিতর কেমতে প্রবেসিলু। গমাগম অন্ধকুপে কেমতে আছিলু ॥
ঘ ॥ ঘ বলে ঘরদ্বার ছিল নিরঞ্জনপুর। খাইবার আহার তাথে আছএ প্রচুর ॥
ঙ ॥ ঙ বলে ওদর মধ্যে ছিলুঁ দস মাস। উত্তঁপতি কেমতে হৈলু হৈলু প্রবেস ॥
চ ॥ চ বলে চারি চন্দ্রে জন্ম এই সআল সংসার। চারি চন্দ্রের চারি নাম ষুনহ সুসার ॥
অর্দ্ধচন্দ্রের নাম গরলে ভরল। নিজচন্দ্রতে দেখ হইল সকল ॥
কোন চন্দ্রতে গুরু হইল শ্রীজন। কিসে কায়া উর্ত্তপতি কিসে ত মরন ॥
অর্দ্ধচন্দ্রতে হৈল দেহার স্রিজন। জাহাতে উতপতি কায়া তাহাতে মরন ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বিন্দু বিন্দু পুরিঞা আছে অঙ্গ। জিবন জৌবন রূপ বৈসে তার সঙ্গ ॥
রতিরেখ হঞা চন্দ্র দেহামধ্যে ফিরে। চন্দ্রমণ্ডল হৈতে বহে ধিরে [ধিরে] ॥
নিজচন্দ্র দেখ ষুন মাতার ব্রজা সিরে। জাহা হৈতে হইল দেখ মনন্যসরিরে ॥

উনমৰ্ত্তচন্দ্র বলিঞা ফিরে ১০][১১ দেহে। পিতার রক্তের তেজে অগ্নিহেন ডহে ॥
গরলচন্দ্র পান কৈল গোরক্ষ রায়। মির্ত্তুকে জিনিঞা দেখ হৈল অক্ষরকায় ॥
অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ তাহার মৰ্দ্ধ্যে কৈল পআন। চারিস্থানে চারিচন্দ্র আছএ নিৰ্ম্মান ॥
ছ ॥ ছ বলে ছুরতিমূৰ্ত্তি কেমতে হইল। ছোট বড় চারি স্থান কোনখানে কৈল ॥
জ ॥ জ বলে জিবন আতঙা কোন স্থানে বৈসে। জিবন সফল হউক কহ ত বিসেসে ॥
ঝ ॥ ঝ বলে ঝাট চিনহ বাপু প্রভুর আসন। ঝুট ঝগড়া বাপু কর অকারন ॥
ঞ ॥ ঞিঞ বলে ঘটে আছে ইলাহির আসন। ইলাহি থাকিতে কেনে হএ মরন ॥
ট ॥ ট বলে টানিলে জিবন বাপু হঞা মহারসি। টুটিতে লাগিল জোবন জিবনের ফাসি ॥
ঠ ॥ ঠ বলে ঠাঙরে আছে বাপু ইলাহি রছুল। ঠাহরিঞা দেখ ঘটে ইলাহি মখমুল ॥
ড ॥ ড বলে আছএ ১১][১২ জদি ইলাহি রছুলের আসন। পির মুরসিদ ঘটে আছে সৰ্ব্বক্ষন ॥
চৌধভুবন জদি ঘটমধ্যে আছে। তবে কেনে অৰ্ত্তাঁ মরে কহিবে বিসেসে ॥
ই সকল আছে জদি ঘটের ভিতরে। ইলাহি থাকিতে কেনে হেন ঘট মরে ॥
ড বলে জিবন জোবন চন্দ্রের পরসে। নিজচন্দ্র জত্ন করি রাখিবে বিসেসে ॥
ড বলে জিবন জ্ঞান চন্দ্রের প্রকারে। নিজচন্দ্রে খএ হৈলে নিশ্চএ ঘট মরে ॥
জাহাতে জন্ম ঘট তাহাতে মরন। নিজচন্দ্র খএ হৈলে আতোঙা অকারন ॥
আসকে আসকি হঞা জোবন করে খএ। নিজচন্দ্র খএ হৈলে আতোঙাপুরুষ জায়।
ড বলে দিঢ কর জিবআতোঙা কায়া। ডুব দিঞা দেখ ঘটে আনন্দিত মায়া ॥
ঢ ॥ ঢ বলে ঢাকা আছে প্রভুর আলএ। ঢাকুনি ঘুচিঞা পুতা দেখহ নিশ্চয় ॥
আনন্দিত হৈলু মুঞি আল্লার নাম সুনি। অল্পপন অন্তরে আছে আপন আপুনি ॥
ত ॥ ত বলে তিলে তিলে দেখ ঘটে তোলাপাড়া করি। তিলে একে দেখিবে তাহার নিজপুরি ॥ ১২]
[১৩ থ ॥ থ বলে থোড়া ওক্ষর তোমার না ঘুচিল ধন্দ। থরহরি কাপিছে তনুময়া জালে বন্দ ॥
দ। দ বলে দরিআ দারলখ নিজনএ পুরি। দসম দুআর তাহে ই দস প্রহরি ॥
ধ। ধ বলে ধন্ধ ঘুচাইঞা দেখ ধৰ্ম্মপথ চেন। ধরিলে ধেআন পুতা চিন নিরঞ্জন ॥
ন। ন বলে নআনে দেখ নুরের বারাম। নুনিল হইঞা দেখ তাহার বিশ্রাম ॥
প। প [ব]লে পৰ্ব্বত আছে ঘটের ভিতর। পরিপুৰ্ণ্য আছে ঘটে দেখহ সত্তঁর ॥
ফ। ফ বলে ফকির হইঞা পুতা দেখ নিজ রূপ। ফহম ফেরাগতে বাপু চিনহ সরূপ।

ব। ব বলে বিরলে বুঝ বৰ্হ্মজ্ঞান সার। বিচার করিঞা ঘটে চিনাহ আমার ॥
ভ। ভ বলে ভিতর মহলে আছে তাহার নিজরূপ। ভাবিঞা চিনহ ঘটে কহিলুঁ সরূপ ॥
ম। ম বলে মনহর রূপ ঘটের ভিতরে। মহনমুরতি রূপ মুনিমএ পুরে ॥
জ। য বলে জিবন জৌবন সকল অকারন। জিবন থাকীতে ১৩] [১৪ ঘটে চিনাহ নিরঞ্জন।
র। র বলে বিরাজিতে ভজ বাপু প্রভু নিরঞ্জন। রাউল চরণ বাপু ভজ সর্ব্বক্ষন ॥
ব ॥ ব বলে বড়ই কঠিন বাপু তাহার চরিত। বুঝিবাকে কেবা পারে নৈরাকারচরিত ॥
ন ॥ ন বলে নআন পর করহ নজর। নাসিকা অনন্তরূপ দেখহ সর্ত্তর ॥
ব ॥ ব বলে বিরহজালে হইল পাকল। বৰ্হ্মজ্ঞান বৈসে তাহে বুঝহ সকল ॥
স ॥ স বলে সর্গ মর্ত্ত পাতাল ঘটে কোন স্থানে হএ। যুসার করিঞা মুখে কহিবে নিশ্চএ ॥
সর্গস্থান বুঝহ বাপু কণ্ঠের ওপর। মুলনাভির তলে পাতাল মর্ত্ত বৈকস্থল ॥
হ ॥ হ বলে হোর দেখ পাতাল কটির নিচে। কণ্ঠের ওপর সর্গ মর্ত্ত হৈল মাঝে ॥
ক্ষ ॥ ক্ষ বলে খোদায় আছে ঘটে খির্ভ্ররূপ হঞা। খনে খনে করে কেলি ব্যাপিত হঞা ॥
সেখ যুনিদে কহে মুরসিদ ধেআইঞা। ঘটচৌতিসা বিচার কৈলুঁ রচিঞা ॥

[১৫ নিজ মনে গুরূপদ করে স্বোঙরন। পিণ্ডামুক্তি হএ তাহার হএ ত চেতন ॥
সিস বদতি ॥
কহ কহ গুরূদেব সরিরবিধান। কোন স্থানে কেবা থাকে চিনাবে সাবধান ॥
যুন যুন কহি বাপু ঘটের বিচার। জে জে স্থানে জেই বৈসে চিনহ তাহার ॥
বার বোরজের তর্ত্ত যুন ভাগে ভাগে। বার রোজ্ব বৈসে বাপু চন্দ্রের সঞ্জাগে ॥
পহিলা বোরজ হাস্কাল করিল খোদায়। জাহা হৈতে ঘট বাপু হৈল নিশ্চয় ॥
কন্নমুল হৈতে বোরজ হাস্কোল তার নাম। দুতিআ গৰ্দ্দন বোরজ কৈল বিস্রাম ॥
তৃতিআ বোরজ দস্তাহা বলি জাখে। চতুর্থ বোরজ বলি পিস্তা বৈসে বুকে ॥
পঞ্চম বোরজ বলি সিনা যুড়িঞা। সষ্টম বোরজ বলি আতুড়ি ভেদিঞা ॥
সপ্তম ১৫] [১৬ বোরজ ম্রজা মুলনাভি ভেদিঞা। একে একে কহি বাপু তোমার লাগিঞা ॥
অষ্টম বোরজ কটি বসিলা জিকিরে। কহিএ বোরজের তর্ত্ত বুজহ সর্ত্তরে ॥
নবম বোরজ বাপু সিকিম্মা জান। দসমি বোরজ কৌছ জাখে বলি রান ॥
একাদস বোরজ দেখ হাথ পাএ থাকে। ইহার মৰ্ম্মভেদ কহি একে একে ॥
দ্বাদস বোরজ দেখ কাফ পাএ বৈসে। আমাবস্যা লাগিলে চন্দ্র সেই স্থানকে আইসে ॥
চারিচন্দ্রতে বোরজ কৈল নিষ্মান। চন্দ্রের সঞ্জগে সব বৈসে স্থানে স্থান ॥
কহিবে পরম গুরূ কাআ উর্ত্যপতি। কোনস্থানে কোন দেব কৈল বসতি ॥

কাআতে বৈসে কামদেব অধিপতি। ক্রিড়ার সমএ সেই ফিরে ভাঁতি ভাঁতি ॥
লিঙ্গপুরে বৈসে বাপু ত্রিদসের নাথ। কন্ধে ভরা দিঞা আছে শ্রীজগন্ন'থ ॥
যুভাতে বৈসএ পুতা স্বরেস্বতি বর। লালাম বাক্য কহে ১৬] [১৭ প্রভুর গোচর ॥
সরিরমধ্যে বৈসে সট সহস্র চক্র জাহার। তিন লক্ষি পঞ্চাস হাজার দেহের বিচার ॥
এই ঘটমধ্যে দেখ সব দেব বৈসে। তোমার কারনে বাপু কৈলু" প্রকাশে ॥
মাতা পিতার চরনে মো করিএ প্রনতি। সেখ মুনিদে এই পাচালি কৈল স্থিতি ॥

পিতার সঙ্গমে ঘট হৈল পরচার। নিজচন্দ্র দিঞা ঘট কৈল আকার ॥
পিতার সঙ্গম হৈল ঘট পরচার। আদি আনাদি কত নিয়ম তাহার ॥
কহিল চন্দ্রের ভেদ মুন মন দীঞা। পাচালির ছন্দে পুথি লেখিলু রচিঞা ॥
প্রনাম করিএ মুঞি ওস্তাদের চরনে। অযুর্দ্ধ থাকিলে যুর্দ্ধ কহিবে জতনে ॥
ঘট চিনহ বাপু করিঞা জতন। ঘট চিনিলে পুতা পাইবে চেতন ॥
ঘট চিনিলে দেহ হইব নিম্মল। চোদ্দ ভুবনের তত্ত্ব বুঝিবে ১৭] [১৮ সকল ॥
নিজতর্ত্ত কহি বাপু চিনি লেহ ঘট। একে একে কহি বাপু তোমার নিকট ॥
সিষ ॥ যুনিঞা তোমার মুখে স্থির হৈল মন। ঘট কেমত গুরু চিনাহ এখন ॥
ঘট চিনিব গুরু করিঞা জতন। তোমার প্রসাদে জেন হএ ত চেতন ॥
ঘটের মহিমা গুরু কহ সার করি। তোমার প্রসাদে জেন যুগে যুগে তরি ॥
কহ কহ গুরুদেব দেহার বিধান। কোথা জমিন ঘটে কোথা আসমান ॥
চৌধভুবন কোথা তিনকুন প্রিথিবি। সাত দুই চৌদ্দভুবন কঞা দিবে তুমি ॥
তিন স্থানে তিন কুন সোন মন দিঞা। চৌর্দ্দি স্থানে চৌর্দ্দি ভুবন নেহ বুজিঞা ॥
আর জেবা তর্ত্ত ছিল তোমা হইতে জানিল। সর্গ মর্ত্ত পাতাল কোথা তাহা না বুঝিল ॥
সিষ ॥ মস্তক ওপর সর্গ ১৮] [১৯ মর্ত্ত হৈল মাজে। নাভির নামতে বলি পাতাল তাহার নিচে ॥
কহ কহ গুরুদেব করিএ মিনতি। তোমার প্রসাদে পিণ্ডা হউক মুকতি ॥
সপ্তপাতাল সপ্তদিপ কোনস্থানে হয়। সরিরের মধ্যে তর্ত্ত কহ ত নিশ্চয় ॥
গুরু ॥ সতদল দেখ নদ নদির গড়। মুলকোমল ভেদিঞা আছএ তার জড় ॥
ঘটের মধ্যে দেখ সপ্ত নাড়ি বৈসে। সেই সপ্ত নদ নদি ঘটের মধ্যে আইসে ॥
সপ্ত নাড়ি সপ্ত যুমুদ্র নাম ধনি। ডাহিনে জবুনা বহে বামে তৃপিনি ॥
তৃপিনির ঘাটে আছএ দুই সখি। গুরুমুখে যুনিঞাছি দিষ্টে নাহি দেখি ॥
সপ্ত আসন মধ্যে সপ্তদিপা বৈসে। সপ্ত নদা নদি তাহার মধ্যে আইসে ॥

ষুন বাপু কহি চারি কোমলের বিচার। জেই জেই স্থানে হইল কোমলের আকার ॥
পহিলা কোমল কেবা কহ ত বাখানি। কৃপা ১৯] [২০ করি কর দআ তোমার মুখে ষুনি ॥
গুরু উ ॥ আদি কোমলের কথা মন কর তুমি। নাভিমুল হৈতে বাই করে গমাগমি ॥
দোঅজে বলিএ দেহে পাতাল কর্ম্মল। কলিজা ভেদিঞা থাকএ নিরন্তন ॥
তেওজ কোমল দেখ ঘটে ত বাখানি। মস্তক ব্রজাগতি থাকে দিবস রৈজ্জানি ॥
চতুর্থ কর্মল সমুলা নাম ধরি। ফেফড়া ভেদিঞা থাকএ নিরন্তরি ॥
এই চারি কোমল বাপু কহিলু তোমারে। সতদল কোমলে ভাবহ করতারে ॥
এইসব তর্ত্ত বাপু লেহ বুঝিঞা। ঘট চিনিলে জাবে নিশ্চএ তরিঞা ॥
ই সকল তর্ত্ত গুরু ষুনিলুঁ তোমার মুখে। চন্দ্র ষুজ্জ কোথা ঘটে কহ ত আমাখে ॥
গুরু উপদেস ॥ কেততে জন্মিল চন্দ্র সমুলে ত উগে। ছামুপা গেলে চন্দ্র আমাবস্যা লাগে ॥
বার বোরজে বাপু চন্দ্র বন্দি হয়। দিনে দিনে খিন হঞা সমএ উগএ ॥
ই সকল তর্ত্ত গুরু ২০] [২১ তোমা হৈতে ষুনিল। ইমামের তর্ত্ত আমি ঘটে না জানিল ॥
কোন স্থানে হৈল ঘটে কএ ত ইমাম। একে একে কহ গুরু তাহার বিধান ॥
ইমামের তর্ত্ত বাপু ষুন মন দিঞা। ঘটমধ্যে পঞ্চইমাম লেহ বুঝিঞা ॥
প্রথমে ইমাম জান ঘটে করতার। দোঅজে ইমাম তন রাখিতে সংসার ॥
ত্রিতিআ ইমাম দিন ঘটের ভিতরে। কাবা বলিঞা নাম মস্তক বলি জ্জারে ॥
চাহারম ইমাম আকেল ষুন মন দিঞা। পঞ্চম ইমাম ফহম লেহ ত বুঝিঞা ॥
ই পঞ্চ ইমাম বৈসে ঘটের ভিতরে। কেতাবে আছএ তর্ত্ত কহিলুঁ তোমারে ॥
ইমামের তর্ত্ত গুরু জানিলুঁ তোমার প্রসাদে। সরিঅতের তর্ত্ত গুরু ষুনিব তোমা হৈতে।
গুরু উপদে[স] ॥ সরিয়ত পোস হৈল করি নিবেদন। তরি ২১] [২২ কত গোস হইল ষুনিতে শ্রবন।
মারুফতের তর্ত্ত বাপু বলিএ তোমাএ। মারুফত মগজ হইল ষুনহ নিশ্চয় ॥
হকিকতের তর্ত্ত বাপু মন দিঞা ষুন। হকিকত ওস্তখাঁ হৈল করি নিবেদন ॥
এই সকল তর্ত্ত গুরু ষুনিল তোমার ঠাঞি। ফিরিস্তার স্থান কোথা কহ ত গোসাঞি ॥
গুরু উপদেস ॥ চারি ফিরিস্তার স্থান ষুনহ জতনে। জিবরিল ফিরিস্তা দেখবসিলা জোবানে ॥
আর ফিরিস্তার স্থান ষুনহ বিসেসে। আজরাই ফিরিস্তা দেখ বসিলা দুই গোসে ॥
মিকাইল চক্ষ হৈল লঞা আপন স্থান। ইছরাফিল নাসিকায় বৈসে ফরমান ॥
কুদরতের ফিরিস্তা দেখ বসিলা কুদরতে। অযুদের ফিরিস্তার কথা ষুনিব তোমা হৈতে ॥
গুরু উপদেস ॥ জিবরিল হইল আব কর অবগতি। মিকাইল হইলা খাক সংসারে খেআতি ॥ ২২]

[২৩ বাদের স্থান লঞা বসিলা ইস্রাফিল। আতসের স্থান লঞা বসিলা আজরাইল ॥
এই চারি ফিরিস্তা বাপু চারি স্থানে বৈসে। মোকামে ত চারি আসন কৈল প্রকাসে ॥
এই চারি মোকামে চারি ফিরিস্তার স্থান। এই চারি মোকামে আছে আল্লার নিসান ॥
এই চারি মোকামে দেখ আবখাকে স্থান। আতসবাদ বৈসে দেখ ই চারি মোকাম ॥
লাল জরদ ছিআ ছোফেদ চারি রঙ্গ বলি। ই চারি আসনে বসি আপনে করে কেলি ॥
এই চারি চিজ দেখ সংসারের সার। ইহাকে অধিক বাপু কিছু নহে আর ॥
পৃথিবি সাজিঞা দিল চারি চিজের তলে। ইহা হৈতে হৈল দেখ মনুস্য সকলে ॥
ঘটমধ্যে দেখ বাপু চারি চিজ থেতি। ইহার সঙ্গে বাপু ঘট উতপতি ॥
ই চারি আসনে বাপু আল্লার বারামখানা। ঘটমধ্যে বুঝহ বাপু করিঞা ২৩][২৪ কামনা ॥
গোপ্তে কহিলে তর্ত্ত গুরু দেসান্তরি। বেক্ত করিঞা কহ বুঝিতে না পারি ॥
সোন বাপু কহি চারি আসনের তর্ত্ত। বুজহ আপন ঘটে করিঞা জহর্ত্ত ॥
গুরু মহাসয় তুমি সংসারের সার। আপন প্রসাদে মর করহ উর্দ্ধার ॥
কহিএ কহিএ বাপু কহিএ তোমার আগে। ঘটঘধ্যে স্থানে স্থানে আছএ সঙ্গে ॥
ফেফেড়া ভেদিঞা দেখ এক আসন বৈসে। দুতিআ কলেজা আসন কইল প্রকাসে ॥
তৃতিআ আসন বাপু তিলি বলি জাখে। আতসের আসন পিতকলেজা বলি তাকে ॥
অযুদের মধ্যে দেখ ই চারি মোকাম। কুদরতের মোকামে হৈল ইলাহির বারাম ॥
দিল মকাম বাপু যুন সাবধানে। গমজ হইল রুদা আল্লার নিসানে ॥
ই চারি মোকামে আল্লার আরামখানা। ঘটমধ্যে বুজহ বাপু ২৪] [২৫ করিঞা জপনা ॥
অযুদের চারি মোকাম বুঝিলু* অযুদে। কুদরতের মোকাম বাপু বুঝহ কুদরতে ॥
লাহুত লাছুত জবরুত মনকুত মোকাম। একে একে যুনহ বাপু তার বিনাম ॥
জবরুতের মোকাম দেখ আল্লার আরামখানা। নানাসব্দে মলকুতে বাজিছে বাজনা ॥
অযুদের চারি মোকাম তোমা হৈতে জানিলু। কুদরতের মোকাম কোথা তাহা না যুনিলু* ॥
জবরুতের বারামখানা কই নাই নাই। প্রঙ্গএর ফিরিস্তা তাথে চামর ঢুলাঅ ॥
একি ঠাঞি চারি রঙ্গ কৈলা নির্ম্মান ॥ আপনে চিনিঞা কৈল আপনার স্থান ॥
লাল জরদ ছিআ ছোফেদ চারি রঙ্গ নাম। ই চারি রঙ্গে ত বৈসে জবরুতের মকাম ॥ ২৫]
[২৬ আপনার স্থান দেখ আপনে বানইঞা। আল্লাহো রছুল তোথা থাকেন বসিঞা ॥
জবুরুতের মোকাম দেখ তোমা হৈতে জানিলু। আর্ল্লার ঘড়ি বাজে কোথা তাহা না বুঝিলু ॥
মলকুত মোকামের কথা মন দিঞা যুন। নিরবধি বাদ্ধি তাহে বাজিছে বাজন ॥

নানা সব্দে বাদ্দি বাজে করিছে ঝনঝন। সব্দকার হৈল দেখ চৌর্দ্দিভুবন ॥
আর মোকামে হৈল মিকাইলের স্থান। জেইস্থানে বৈসে বাপু আল্লার নিসান ॥
দুই মোকামের কথা কহিলে গোসাঞি। আর দুই মোকামের কথা ষুনিব তোমার ঠাঞি ॥
লাহুত মোকামের কথা মন দিঞা ষুন। ইছরাফিল ফিরিস্তা তাহে কৌল আসন ॥
সেই স্থান চিন বাপু করিঞা জতন। রাত্রিদিন দোমের ষুমার বহিছে সর্ব্বক্ষন ॥ ২৬]
[২৭ রাত্রি দিন সোমার জত জাইছে ব্যারাইঞা। ইছরাফিল ষুমার তাহা করিছে বসিঞা ॥
লাহুতের মোকামে হৈল জিবরিলের থানা। ষুমুদ্রের ঢেউ তাহে করিছে আনাগোনা ॥
লাহুতে বাজিঞা ঢেউ জাইছে ফিরিঞা। জিবরিল ষুমার তাহা করিছে বসিঞা ॥
সেইস্থানে বৈসে বাপু আল্লার কালাম। চারি কলমাএ বৈসে আল্লার নিজ নাম ॥
আএ কোরান তাহে পড়িছে কাতবিল। লাহুতে বসিঞা কালাম পড়িছে জিবরিল ॥
মোকামের তর্ত্ত গুরু ষুনিল তোমার ঠাঞী। মঞ্জিলের তর্ত্ত মুখে কহ ত গোসাঞি ॥
মঞ্জিলের তর্ত্ত গুরু কহ দেখি ষুনি। কৃপা করি কর দআ তোমা হৈতে জানি ॥ ২৭]
[২৮ সরিঅত মঞ্জিল হৈল মহাম্মদ মনি। তরিকত মঞ্জিলের কথা কহ দেখি ষুনি ॥
তরিকত মঞ্জিলে আউলিআ বৈসে ষুন। হকিকতে আউলিআ বৈসে ষুন বিবরন ॥
মারুফতে আমিরুল্লা রাখিল করতার। ই চারি মঞ্জিল বাপু ষুন সমাচার ॥
ই সকল তর্ত্ত গুরু তোমা হৈতে জানিল। ফকিরের তর্ত্ত আমি তাহ না ষুনিল ॥
কুদরতের ফকিরের নাম ষুনিলাম তোমার মুখে। অযুদের মধ্যে ফকির কহিবে আমাখে ॥
পহিলা ফকির ঘটে ছরবর বলি জারে। তেফাকর ফকির ঘটে কহিল তোমাখে ॥
ছৈয়ম ফকির একিন করি নিবেদন। ব্রদস্ত হইল ফকির ষুন নিবেদন ॥
পাইল তোমার কৃপা ফকিরের ভেদ। পির মুরসিদ কোথা কহিবে বিছেদ ॥
কেবা হৈল পির ঘটে কে হৈল মুরসিদ। ২৮] [২৯ কে হৈল তালিব ঘটে কে হৈল মুরিদ ॥
ষুন বাপু কহি তোরে পির মুরসিদের কথা। ষুনিতে আনন্দ আতি ঘুচে মনের বেথা ॥
জান হৈল পির ঘটে তন মুরিদ। অযুদ তালিব ঘটে ফহম মুরসিদ ॥
পিরের মানে কিবা গুরু মুরসিদ মানে কিসে। তালিবের কিবা মানে মুরিদা কোথা বৈসে ॥
পিরমানে কুলিন্দা বাপু ষুনহ বচন। মুরসিদের মানে মালিকুল করি নিবেদন।
স্থির হৈল মর মোন তোমার বাক্য ষুনি। কতেক দরিআ ঘটে কহিবে আপুনি ॥
ষুন বাপু কহি তোমারে দরিআর তর্ত্ত। বুজহ আপন ঘটে দড়াইঞা সর্ত্ত ॥
পহিলা দরিআ বাপু দিদানি বলি জাখে। দোএম দরিআ বাপু সনিদম বলি তাখে ॥
তৃতিআ দরিআ গোপ্ত কৈল করতার। চতুর্থ দরিআ আকেন ২৯] [৩০ কৈল পরচার ॥
পঞ্চমে দরিআর কথা বলিএ তোমারে। জিকির দরিআ বৈসে ঘটের ভিতরে ॥

সসম দরিআ ঘটে মরকব যুড়িঞা। সপ্তম দরিআ রূহ নেহ ত বুঝিঞা॥
এই সকল তর্ত্ত ষুনি হৈল চেতন। খান্দানের তর্ত্ত মুখে কহিবে এখন॥
পহিলা খান্দান চিস্ত ভবকাত দোএম। চাহারম ছরঅরি হৈল কাদরি ছৈয়ম॥
ঘটমধ্যে হৈল দেখ ই চারি খান্দান। চিস্ত জমিন হৈল তবকাত আছমান॥
বাদ হৈল কাদরি ষুন ভাগে ভাগে। আর হৈল ছরঅরি ইহা বলে গুরুদেবে॥
খান্দালের তর্ত্ত গুরু ষুনিলু তোমার মুখে। মেহেরাবের স্থান কোথা কহিবে আমাকে॥
কঅ মেহেরাব ঘটে ষুনিব তোমার ঠাঞি। ৩০] [৩১ ঘটে কোন ঠাঞি মেহেরাব কহ ত গোসাঞী॥
পঞ্চ মেহেরাব আছে ঘটের ভিতরে। একে একে কহি বাপু তোমার গোচরে॥
পহিলা মেহেরাব জান ঘটের ভিতরে। দুতিআ মেহেরাব তন বুঝহ সর্ত্তরে॥
ছৈয়ম মেহেরাব ফহম বলিল তোমারে। একে একে স্থানে স্থানে বুঝহ সর্ত্তরে॥
এই সকল তর্ত্ত ষুনি হৈলু সাবধান। ই তর্ত্ত বুজহ বাপু করিঞা দড়ান॥
দড় করি বুঝহ বাপু ঘটের চারি তন। ইহা ত জানিলে ঘটে পাইবে নিরঞ্জন॥
আব খাক আতস বাদ এই চারি তন। এই চারি চিজে দেখ ঘটের পর্ত্তন॥
আবের থানা কোথা আতস কোথা বৈসে। খাক ৩১][৩২ বাদ কোথা ঘটে কহিবে বিসেস॥
আব বসিলা ঘটে ফেরুড়াড়ে দিঞা। তিলিতে বসিলা কৃখাক আনন্দিত হঞা॥
সেই ফেফড়া ভেদিঞা দেখ বাদ উতপতি। আতস বসিলা পিত্য কলেজা করি স্থিতি॥
এই চারি চিজ বাপু সংসারের সার। ইহা হৈতে বুঝহ বাপু সআল আকার॥
কহিল ই সব কথা কেতাব দেখিঞা। চারি তনের তর্ত্ত গুরু কহ বেআক্ষিঞা॥
চারি তনের কথা বাপু কহি একে একে। জেবা আছে তন ঘটে কহিএ তোমাখে।
তন লতিফ॥ তন কুরসি॥ তন কাবা॥ তন ফান॥
এই চারি তন গুরু কোন স্থানে বৈসে। ইহার বিধান তর্ত্ত কহি[বে] বিসেসে॥
তনলতিফ বসিল দেখ তিলি ভেদিঞা। তনকুরসি বসিল বা ৩২] [৩৩ পু কলিজা যুড়িঞা॥
ফেফড়াতে তন ফনি ষুন বাপু বলি। তনকারা বসিল আতস পির্ত্তকলি॥
এই চারি তন বাপু বসিল ঘটের মাজে। ইহা ত বুঝিলে বাপু সির্দ্ধ হব কাজে॥
প্রিথবির মধ্যে বাপু জত জিব বৈসে। তাহার বিধান বাপু ষুনহ বিসেসে॥
অঙ্গের মধ্যে জত আছে লম্ব বালি। গহন কানন সেই তাহারে বন বলি॥
কহ কহ গুরুদেব ঘটে পর্ব্বতের স্থিতি। পর্ব্বত হইঞা আছে ঘটের মধ্যে অস্তি॥
সংসারের মধ্যে জত দেখহ পাড়। পর্ব্বত হইঞা আছে ঘটের মধ্যে হাড়॥
কহিলে ই সব তর্ত্ত সকল ষুনিল। রবি সসি ঘটে কোথা তাহা না জানিল॥

মূল ৩৩] [৩৪ নাভি ভেদিঞা বাপু বসিলা রিসি। লর্ল্লাট আছমানে [ব]সে রবি আর সসি ।।
চন্দ্র যুর্জ্জ তারাগন বসিলা লর্ল্লাটে। একে একে কহি বাপু তোমার নিকটে ॥
যুনিলু তোমার মুখে ঘটের বিধান। কৃপা করি কহো গুরু পরম ব্রহ্ম্ম‍র্জ্জ্যান ॥
রহিলু সংসার মধ্যে পাপিষ্ট হইঞা। কেমতে উর্দ্ধার হব কহ বেআক্ষিঞা ॥
মুরসিদ সাহাবুর্দ্ধির পাএ করিঞা প্রনতি। সেখ যুনিদে কহে পাচালি করি স্থিতি ॥

ধরিলু মুরসিদের পদ দণ্ডান করিঞা। তেঞি গোপ্তচেতন তেঞি কৈলু রচিঞা ॥
সির্দ্ধাপুরুস আছে ঘটের ভিতরে। তাহাকে ধ্যান কৈলে বাপু সংসারে ত তরে ॥
তাহাকে ধ্যান কর বাপু দিঞা গতামতি। অন্তধ্যান ধর গুরুর মুরতি ॥
চারি তন আছে দেখ এই তনের মাজে। তাহাকে ধেআইলে সির্দ্ধ হএ কাজে ।।
এক তন বসিলা দেখ মূল ৩৪] [৩৫ নাভি ভেদিঞা। তাহার উপরে তিন দেখহ ভাবিঞা ॥
তিন দেব বসিঞা আছে ঘটের ভিতরে। বুঝহ আপন ঘটে কহিলু তোমারে ॥
তিন স্থানে বসিলা বক্ষা বিষ্ট মহেস্বর। ই তিন দেবতা যুর্দ্দ ঘটের ভিতর ॥
তিন দেব চিনিলে বাপু সির্দ্ধ হএ কাজ। চিনিবে নিরঞ্জন বাপু সির্দ্ধ হব কাজ ॥
বিষ্টে ধ্যান বুজহ বাপু বড়ই গম্ভির। দড় করি ধর ধ্যান মন কর স্থির ॥
পবন বন্দি করিঞা বাপু ঘটে ধর ধ্যান। নিজ মন্ত্রতন্ত্র জপ পরম ব্রহ্মজ্জ্যান।
মন্ত্র জপিঞা বাপু ধ্যানে কর ভর। প্রসন পাইবে বিষ্ট ঘটে মহেস্বর ॥
চৌর্দ্দভুবনেব তর্ত্ত বুঝিবে বেবহার। তুষ্টু হঞা বর দিব বিষ্ট মহেস্বর ॥
বিষ্ণুস্থানে বর লঞা জোগ সির্দ্দ কর। বিষ্ট মহেস্বর আছে ঘটের ভিতর ॥
ধ্যানে ৩৫] [৩৬ সির্দ্ধ হৈলে বাপু সির্দ্ধ হৈব কায়। ওঙ্কার বর পাইবে বাপু কহিল নিশ্চএ ॥
আর এক ধ্যান কর মনে দড়াইঞা। আনার্দ্দের নাম জপ একচির্ত্ত হঞা ॥
নাসিকার ও‍ঁপরে মুলা রাখিহ সর্ত্তরে। নিজমন্ত্র জপহ বাপু দোমের যুমারে ॥
একচির্ত্ত হঞা ভাব তাহার নিজনাম। চারি ধ্যান কৈলে বাপু সির্দ্দ হএ কাম ॥
পবনে সওঁারি হঞা জাবে সর্গপুরে। দুইজনে প্রসন হইব একস্তরে ॥
সর্গপুরে জাবে বাপু তাহা প্রসনে। ধ্যানে ভক্তি কৈলে পাইবে নিরঞ্জনে ॥
পবনে সওঁারি হঞা ফিরিবে ত্রিভুবন। উরু আসনে বসি করহ ভজন ॥
আর আসনে বসি করিবে জলকেলি। খাকের আসনে বসি করিবে নিয়লি ॥
ই চারি আসনে বসি ঘট সব লখি। ই চারি আসনে বসি চৌর্দ্দভুবন ৩৬] [৩৭ দেখি ॥
ইচারি আসনে বসি চৌর্দ্দ ভুবন কর বন্দি। তবে ত পাইবে বাপু তাহার নিজ সন্ধি ॥
কহ কহ গুরুদেব কহ পদে পদে। বিষ্টের ধ্যান বুঝিলু‍ঁ আমি তোমার প্রসাদে ॥

ধ্যান ব্রহ্মা ॥
ব্রহ্মাধ্যান কর বাপু দিঞা গতামতি। অন্তরে ভাবহ বাপু ব্রহ্মার মূরতি ॥
অল্প আহার করি খিদা করিবে বারন। একনিদ্রা চক্ষু মুদি নিদ্রা করিবে আপন ॥
ধ্যানে তুষ্টু হঞা ব্রহ্মা হইব বরদায়। আহার নিদ্রা তেআগিলে ধ্যান সির্দ্ধ হএ ॥
দিবসমধ্যে একবার করিবে জলস্তান। নিরবধি ভাবিবে বাপু ব্রহ্মার ধেআন ॥
এইমতে ব্রহ্মার ধ্যান করিবে করপুটে। অন্ন জল তেআগ হএ ধ্যান হৈলে ঘটে ॥
অন্ন তেজিলে নির্ম্মল হএ ৩৭] [৩৮ নির্ম্মল হএ তনু। হইব নির্ম্মল তনু জেন সসি ভানু ॥
আর এক ধ্যান বাপু বলিএ তোমারে। সেই ধ্যান কৈলে বাপু তরিবে সংসারে ॥
সিবধ্যান ॥
সিবধ্যান করহ বাপু খিদা নিবারিঞা। ডিঢ় করিঞা বাপু ধ্যানমন্ত্র জপিঞা ॥
নিজমন্ত্র জপহ বাপু ধ্যানে করি ভর। নির্ম্মল হইব তনু কহিল সর্ত্তর ॥
সেইস্থানে চিনহ বাপু ঘটের মধ্যে জল। সেই জল চিনিলে মুর্দ্ধ হইব সকল ॥
তৃিসা নিবির্ত্তি হৈলে ধ্যান সির্দ্ধ হএ। ধ্যানসির্দ্ধি হৈলে সিব বরদায় ॥
দুই দেবের দুই ধ্যান হৈল সোমাধান। বিস্টেস্থানে তিন ধ্যান কৈল বাখান ॥
বিষ্টের ধ্যান করহ বাপু মনে দড়াইঞা। ভবসিন্ধু পার হবে তা ৩৮] [৩৯ হাকে ভাবিঞা ॥
তিন দেবতার তিন ধ্যান কহিল তোমারে। তিন পুন্ন হৈলে সির্দ্ধ কলেবরে ॥
ই চারি আসনে গোসাঞি আইজ্ঞাই করে। আসন বন্দি কৈলে বাপু পাইবে সরিরে ॥
নিরঞ্জন আসনে বাপু হৈবে সওঁারি। নিশ্চ্ছএ জাইবে বাপু সেই সর্গপুরি ॥
সর্গপুরে আছে বাপু জবরুতের মোকাম। আসন ছাড়িঞা তাতে দেস্ত বারাম ॥
সেই সর্গপুরে পাবে তার দরসন। নিররূপে আছে সর্গে প্রভু নিরঞ্জন ॥
নিম্মল হইব তনু হইব দরসন। ইঙ্গিতে তরিবে তবে চৌর্দ্ধ ভুবন ॥
ধ্যানের ভেদ বাপু কহিলু তোমারে। ৩৯] [৪০ ইহাকে অধিক ধেআন নাহিক সংসারে ॥
সংসারের মধ্যে বাপু চারি ধ্যান সার। বুজিঞা নেহ ত ঘটে করিঞা বিচার ॥
পাইলাম তোমার পুন্নে ধ্যানের ভেদ। কালাস্তিকথা মোরে কহিবে বিছেদ ॥
অথ কালাস্তি ॥
ডাহিনে করকট বহে বামে মরকট। প্রাতকালে বুঝিবে বাপু পবনের ঘট ॥
জাহার ইস্বর বাপু পাইএ সেই স্থানে। প্রমাঞি আছে ত তার রাখিবে মহেস্বরে ॥
আপনার স্থান ছাড়ি অন্যস্থানে জায়। উতপতি হাল তাহার তিন দিনে হএ ॥

দুতিআ দিবসে জদি না পাই অই স্থানে। মিতুর্্য উপস্থিত তাহাকে রাখে কোন জনে ॥
তিন দিসে জদি নিশ্চএ নাহি ৪০] [৪১ আইসে। চলি জায় আত্ত্বাপুরুস ঘটের বর্ন্ধন খসে ॥
ইতি গোপ্তচেতন পোস্তক সোমাপ্ত : সন ১২০১ সাল তারিখ ৩২ বত্তিসা মাহ আসাড় রোজ রবিবার ওক্ত ডেড় প্রহর।

২৬ গোবিন্দচন্দ্র পুস্তক

রচয়িতা : হাসাম দীন

পুঁথিসংখ্যা ১৫৪৫। পত্রসংখ্যা ১৫৬। প্রথম পত্রের উভয় পৃষ্ঠা ব্যতীত অখণ্ডিত। আকার ৮½"×৫½"। লিপিকাল ১২০১ সাল। আধার তুলট। উত্তর-রাঢ়ে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের গীত। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

[৩ নহে তার সমাতুল ॥
রতি রতি সঞ্চে ধন তোলায় তোলায় রএ। অই ধন খরচিলে বাছা পিণ্ড বহিবারে নয় ॥
সেই ধন বাছা রাখিঞা করিহ বয়। রাত্রে দিনে ঝরে ভাণ্ডারে কত হয় ॥
ধন মান ঢালি বাছা ভাণ্ডার কৈলে খালি। দিনে দিনে টুটিবেক তোমার সুন্দর গাভুরালি ॥
রাজা বোলে সোন মা ময়নামন্তি রাই। একটি বচন তোমার চরনে জানাই ॥
ধন্য ধন্য গো মা য়ই ধনে কিবা করে। অই ধন থাকিতে কেনে খাসিঘোড়া মরে ॥
মা বোলে বাছা হিরা দিঞা বান্ধাই লাঙ্গল মাটিতে জায় খয়। থোড়েকে না বাহুড়ে খাইলে কে না ডাগর নয় ॥
রাজা বোলে তুমি কি না জান মা গো বঙ্গের সন্দরি। বৎস্বর দুই চারি আমি থাকিঞা রাজ্য করি ॥
সোন বঙ্গ মা গ আমাকে লাগে ভোগি। পাকিলে মাথার কেস তবে হইব যুগি ॥
মা ৩] [৪ বোলে কি রূপ নেহাল বাছা সর্বাঙ্গ দাপুনি। সোনা হেন পিণ্ডে তোমার ডহিবেক আগুনি ॥
সোনা সন্ধ্যা দিঞা বিভা করিলে ভাল ভাল নারি। তোমা পুত্র মরনে বহু কান্দিবেক দিন দুই চারি ॥

কান্দিঞা কাটিঞা বহু খাবেক জাঞা ভাত। দিনা চারি থাকিঞা বহু চিন্তিবেক গ্রীহবাস ॥
গ্রামের ঠাকুর আপনার নহে কোটাল নহে মিত। ঘরের স্ত্রি আপনার নহে জার চঞ্চল চিত ॥
ঘরের ত্রি কান্দে বাছা দোতরে পান উপরে। কালিনি মাএর প্রান পোড়এ অন্তরে ॥
মাছে জানে গহিন গভির পানিতে খাল। মাএ জানে বাছার বেদন প্রান পোড়ে জার ॥
ভাজন জোনার কান্য হইলে সঙ্গে চল্যা জায়। ম্নভজনের কন্ন্যা হল্যা লোকের মুখ চায় ॥
মা কান্দে বাছা বাছা বহিন কান্দে ভাই। ঘরের ত্রিরি কান্দে এইবার বাহড় গোসাঞি ॥
মা বোলে সোন বাছা রাজা গো ৪] [৫ বিন্দাই। মাএ পুত্রে জোগি হইলে মরন এড়াই ॥
রাজা বোলে জবে ছিলু আমি ধাইমাএর কোলে। তখন চাণ্ডাল জোমে নাহি নিলেক মোরে ॥
এতদিনে জানিলাঙ মা পুত্রের প্রানের বউরি। তবে কেনে বিভা দিল্যে ই চারি সন্দরি ॥
প্রথমে বিভা দিলে গন্ধ রাজার ঝি। তার পাছ বিভা দিলে নেপাল রাজার ঝি ॥
তার পাছ বিভা দিলে লক্ষপতির ঝিআরি। খাণ্ডার বনে বিভা কৈল পুদুনা সন্দরি ॥
ই চারি সন্দরি বিভা দিলে বড় হাবিলাসে। এখন কেনে জাইতে বল ঘুগিআর সাতে ॥
কড়াটেক ময়া কেহু ছাড়িবাকে নারে। সোল বঙ্গ ছাড়িব মা গো কার তরে ॥
হেন বাক্য মা কেহু মুখে নাহি আনে। প্রিথিবি ভিতরে ভাল বলে কোনে জোনে ॥
কড়ার ভিখারি হইলে কি ধোন পাব নিধি। সোল বঙ্গ রাজ্য ভঞ্জিতে না দিলে বিধি ॥
মাছে জানে গম্ভির পক্ষে জানে ডাল। মাএ জানে বাছার বেদন প্রান পোড়ে জার ॥
অন্য জনার মা বলে দুধে ভাতে খাওঁ। আমার ৫] [৬ কালিনি মায়া বোলে জোগি হইঞা জাওঁ ॥
আমি জোগি হইলে তুমি কেমনে রহিবে। মল্যে গঙ্গা না পাবে বাসি মড়া হবে ॥
মায়া বোলে অবদ হইঞা গেলা রাজা দণ্ডের ধর। এমন জ্ঞান দিঞাছে মোরে খোওঁাজ বিদ্যাধর ॥
অগ্নিতে না পুড়ি আমি পানিতে না জাই তল। পানির ভিতরে রহিতে পারি চারি লাখ বৎসর ॥
সন্দে রহিতে পারি দস লাখ বৎসর। চন্দ্র মুজ্জ থাকিবেক তবে ত অন্ধার ॥
চন্দ্র মুজ্জ পড়িবেক খসি মেদনির ওপর। তবে ত বাচিব আমি বেলা দুই পহর ॥
ছোট বড় জ্ঞানি নহি জ্ঞানি ডাঙ্গর। গণ্ডা লেখা বৎসর জায় সোল স লাখ বৎসর ॥

চন্দ্র সুজ্জ দুই মোর কানের কুণ্ডল। পাতালের বাসকি ধরে সোনার ছত্তর ॥
বিড়ায় বিড়ায় পান জোগায় দেব পুরন্দর। ধাতা কাতা বিধাতা দুই পাএর চাকর ॥
ছয়কুড়ি জোমদূত ঘরের নফর। ছোট ছোট জোমদূত ঢুলায় চামর ॥
কালদূত ৬] [৭ জোমদূত বান্দীঞা আছে চুড়া। মহামন্তর জপি তখন জোমকে করি ঘোড়া ॥
এই জ্ঞান দিল মোরে খোওঁাজ বিদ্যাধর। চারিযুগে হইলাঙ আমি অক্ষর য়মোর ॥
রাজা বোলে : এত জ্ঞান ছিল মা তোমার ধড়ের ভিতরে। তবে কেনে আমার বাপ গেল জোমের ঘরে ॥
হাসিতে লাগিল মা পুত্রের বারাবর। হাসিঞা বলিছে তখন মুখের ওঁতর ॥
দক্ষিনের রাজা ছিল রাবন অধিকারি। ইন্দ্রজিত তার বেটা বলে মহাবলি ॥
সুবুদ্ধি রাজাকে কুবুদ্ধি লাগিল। মোণ্ডদরি থাকিতে রামের সিতাকে হরিল ॥
সেই পাপে মরিল লঙ্কার রাবন। ছোট ভাই রাজ্যি করে ঠাকুর বিবিস্বন ॥
পশ্চিমের রাজা তবে দধি ত আছিল। কর্ণ হেন তার বল বলে মহাবক নিল ॥
জাহার গণ্ডিবানে প্রিথিবি নহে স্থিরে। হেন রাজা মরিঞা গেল কালজোমের পুরে ॥ ৭]
[৮ উত্তরের রাজা সন্থমাধব অধিকারি। জাহার ধ্যেনে মহি সাগর বান্ধাইতে পারি ॥
পুর্ব্বের রাজা ছিল ধাড়িচন্দ্র নির্পতি। তার পুত্র সুবইচন্দ্র জোদ্ধাপতি ॥
তার পুত্র মানিকচন্দ্র মানিকে আগল। সুবুর্নে বান্ধিলেক ভাণ্ডার চৌদ্দঘর ॥
খোয়াজের জ্ঞান দিএ মনে নাহি ধরে। ঘরের স্ত্রি বলি জ্ঞান য়পহেলা করে ॥
অই কারনে তোমার বাপ গেল জোমের ঘর। শুন শুন অহে বাছা বঙ্গের সুন্দর।
মরিঞা গেল তোমার বাপ সঙ্গে গেল কি। অষ্ট কড়া কড়ি গেল দড়ি আর কলসি ॥
পুরান তালাই গেল নিআলির দড়ি। সুবর্ন্নের দেহখান জায় গড়াগড়ি ॥
মরন শুনিঞা আইল কুটুম সোদর। ঘরে আসিঞা বলে মড়া বাহির কর ॥
বাহির করহ মড়া বান্ধ খাট আর পাটি। সিতারি চালাওঁ মড়া পড়ুক ছড়ঝাটি ॥
ভাল কাপড় না দেয় পো ৮] [৯ ড়াবার তরে। আপনার সোদর ভাই ছুঞা সিনান করে ॥
জিয়ন্তে জাহার সঙ্গে একন্তরে খাই। মইলে বলে বাহির করহ ঘরের বালাই ॥
আইঠসালের পাত জেন বাহিরকার খোলা। ঘরের স্ত্রি বলে মড়া ঝাট কর্যা চালা ॥
থাকে মড়ার সোনারূপা নেয় ত কাড়িঞা। পরিবার কাপড় তখন নেয় ত খসাইঞা ॥
বুকে বাস দিঞা তাথে ফেলে ত বান্ধিঞা। একসত রমনি কান্দে ধুলায় লোটাইঞা ॥

জখন পুরুসের হাথে সোল পোন বহে। ভাই বন্ধু লোক সবাই আপনার হয়ে ॥
নিধুনিঞা পুরুস হইলে ডাগুাইতে না পারি। মরনকালে ঘরের স্ত্রি সেহ প্রানের বউরি ॥
ধনিন হঞা জায় কুটুমের ঘর। বসিতে আসন দেয় গৌরব বিস্তর ॥
নিধুনিঞা হইঞা জায় কুটুমের ঘর। থাকুক পিণ্ডার কাজ না বোলে উত্তর ॥
ইহাই ভাবিঞা জোগি হয় দেসান্তর। ৯] [১০ নিদারুন জোম পাছে পাড়এ বজ্জর ॥
ই বোল শুনিল তবে রাজার কোঙর। হাসিতে লাগিলা রাজা মাএর বারাবর ॥
রাজা বলে যুন মা ময়নামত্তি রাই। একটি বচন তোমার চরনে জানাঞী ॥
এতদিনে জানিল মা কোথাওঁ বোলাও সতি। বাপুর মরনে তুমি না গেলে সঙ্গতি ॥
মা বোলে সর্ত্ত্যকথা সন বাছা গোবিন্দাই। সর্ত্যকথা যুনিলে আর মরন নাঞী ॥
ভাল বচন বলিলে বাছা পরমান। অভাগিনির কথা কিছু যুন বিদ্যমাম।
অবধ রাজার বেটা বুদ্ধি নাঞী তোর। যুর্দ্ধ করিঞা দেখ সহর ভিতর ॥
সাত দিন পুড়িলাঙ তোমার বাপের স্থানে। মুই অভাগিনির তমু না হইল মরনে ॥
তোমার বাপ পুড়িঞা গগনে উঠে ধুঙা। তমু না পুড়িল মোর গাএর এক রোঙা ॥
একবার আইল জোমাই ধাড়ি খিচিঞা। তোমার ১০] [১১ বাপের চড়নঘোড়া দিলাঙ পাঠাইঞা ॥
আর বার আইল জোমা বায়বাতাস হঞা। তোমার বাপের লেপ নিহালি দিল পাঠাইঞা ॥
আর বার আইল জোমা ধাড়ি খিচিঞা। তোমার বাপের খড়ম দিল পাঠাইঞা ॥
আর বার আইল জোম সন্থে ত উড়িঞা। তোমার বাপের নেতগাছি দিল পাঠাইঞা ॥
আর বার আইল জোমা বাওঁবাতাস হঞা। পান ফুল দিলাঙ জোমকে মিনুঁতি করিঞা ॥
আর বার আইল জোম কর্প্পমুখ হঞা। বাওঁান পওঁটি চালু মো দিলাঙ পাঠাইঞা ॥
আর বার আইল জোমের পঞ্চদূত। আখি পীঙ্গল জোমের দেখিতে অদভুত ॥
কান্ধে লোহার ডাঙ্গ হাথে বজ্জর দড়ি। তোমার বাপকে নিতে জোম করে নড়ানড়ি ॥
আকাসপ্রমান হঞা করে মার মার। গগনে ১১] [১২ উঠিল ধুঙা প্রিথিবি অন্ধকার ॥
আমার আগুতে তোমার বাপকে নিছে জে বান্দিঞা। তাহা দেখিঞা মুঞি আইলাঙ ধাইঞা ॥
তখন ময়নামত্তি কোন বুদ্ধি করিল। খোওাজের মহামন্তর মনে ত জপিল ॥
বিসম জিঞ্জিরে জোমকে বান্ধিঞা ফেলিল। মাঘ মাসের জাড়ে জোমকে প্রহার করিল ॥
বার বৎসরে টাকা জোমের ঠাঞি নিল। জোমের কন্দন দেখি দয়া উপজিল ॥
ছাড়িঞা দিল জোম পালাইতে লাগিল। আমার বর্চনে সাত প্রানাম করিল ॥
পালাঞা জায় জোম ফির‍্যা ফির‍্যা চায়। আর বার পাছে ময়নামত্তি লাগি পাএ ॥

তখন ময়নামন্তি কোন বুদ্ধি করিল। নারায়নবিষ্টতেল্যে দাসির হাথে দিল॥
জানু´বি গঙ্গার কুলে উর্ত্তরিল গিঞা। দেহ মুর্দ্ধ করিল হাটুয়াজলে নামিঞা॥ ১২]
[১৩ গঙ্গাজলে নামিঞা পঞ্চ ডুব দিল। জলে হইতে রানি পাহাড়ে উঠিল॥
সিনান করিঞা রানি অঙ্গে হইল যুতি। তেতাঁ বস্তর ছাড়িঞা রানি পরিল পাটের ধুতি॥
সেইখান হইতে রানি করিল গমন। আপন মন্দিরঘরে দিল দরসন॥
জানু´বি গঙ্গাজলে পাও˝ পাখালিঞা। রন্ধনের ঘরে ময়না উতরিল গিঞা॥
পঞ্চাস বেঞ্জনে অন্ন´ রান্দিঞা নামাইল। পঞ্চাস বেঞ্জনে ভাত থালে ত ঢালিল॥
দুয়ারে বসিঞা তিন ডাক দিলাঙ। ডাকিঞা ডাকিঞা রাজার উতর না পাইলাঙ॥
ডাকিঞা সব্দ না পাইলাম প্রানে হৈল ডর। লাফ দিঞা সামাইলাম তোমার বাপের ঘর॥
নাড়িঞা চাড়িঞা দেখি নাইখ উতর। দস পাচ ধাঙ্গড়ে জেন লুটি হৈল গর॥
তখন ময়নামন্তি কোন বুর্দ্ধি করিল। আপনার দেহখান সেইখানে রাখিল॥
সোনার ভমরা হঞা উড়িঞা চলিল। জমের ভুবনে জাঞা দরসন দিল॥ ১৩]
[১৪ জোমালয় পুরিখান দিনে অন্ধকার। কোথা কেবা আছে না পাই ঘরের দুআর॥
সেইখানে ময়নামন্তি কোন বুদ্ধি করিল। খোও˝াজের মহামন্তর মনে ত জপিল॥
হুহুঙ্কারে ময়নামন্তি একটি মানিক আনিল। মানিক করিল জেন সুজ্জ প্রকাসিল॥
একটি মানিক জোমের মহলে ফেলিল। সকল জোমপুরিখান উজাল হইল॥
সকল জোমপুরি সাতপাক ফিরিলাঙ। তমু ত তোমার বাপের লাগি না পাইলাঙ॥
পছিমদুআরে মএনা গমন করিল। জমের ছয় বেটার তথা লাগী পাইল॥
সেইখানে আসিল দরবারে বসিঞা। জোমের ছয় বেটাকে ফেলিলাঙ বান্ধিঞা॥
বিহান হইতে প্রহার কৈল বেলা দুতিআ প্রহর। হেন বেলায় খবর গেল জোমের বরাবর॥
জোমের খাট নড়ে পাট নড়ে চড়িবার চৌদল। কনক সিঙ্গাসনে [বসে] জোম মহাবল॥
কি কর কি কর [জোম] নিচিন্তে বসিঞা। তোমার পুত্র প্রহারে মরিছেন বার্ত্তা জান সিঞা॥
সোনার কুড়ারি জোম গলাতে বান্ধিঞা। তুরিতগমনে জোম চলিল হাটিঞা॥ ১৪]
[১৫ ময়নামন্তির কাছে উতরিল গিঞা। চতুরদিগে চাহে জোম সেইখানে ডাণ্ডাঞা॥
আজি খোআজের বুঝিতে নারি মোন। ঘরে ঘরে আল হয় জোমের ভোবন॥
এতেক বুঝিঞা জোম কহিছে বচন। চিনিতে না পারি আমি তোমি কোন জন॥
তুমি কি না জান আমি ময়নামন্তি রাই। তোমার দুতে আনিঞাছে আমার বঙ্গের গোসাঞি॥

ধর বলি জোমরাজা ভোগের তামুল খাবি। আমার স্বামির প্রমাঞীখানি আনিঞা জোগাবি ॥
একে ত জোম দোও*জ আজ্ঞা পায়। তুরিতগমন জোম পাও* জে বাড়ায় ॥
যুমুখে চন্ত্রিগোপীএ দেখিতে পাইল। একে একে সকল কথা কহিতে লাগিল ॥
কী করহ কী করহ চত্রিগোপীএ নিচিন্তে বসিঞা। মানিকচন্দ্রের প্রমাঞি দেহ ত আনিঞা ॥
একে ত চত্রিগোপীএ দোও*জ আজ্ঞা পাইল। আপন ভাণ্ডারে আসি দরসন দীল ॥
একে একে কাগজের গণ্ডা দেখিতে লাগিল। ১৫] [১৬ সোল হাজার কাগজের [ ] খুঙিল ॥
রাজার প্রমাঞী খুজিঞা না পাইল। মির্থা করিঞা কাগজ লেখিঞা আনিল ॥
সেই কাগজ লঞা রাজার হাথে দিল। কাগজ খুলিঞা জোম পড়িঞা দেখিল ॥
কাগজ পড়িঞা জোমের বিজয়গমন। ময়নামন্তির কাছে জাঞা দিল দরসন ॥
সেই কাগ্জ ময়নামন্তির হাতে দিল। কাগজ দেখিঞা ময়নামন্তি হরসিত হইল ॥
জোম বলে যুন মএনামন্তি রাই। তোমার স্বামির প্রমাঞী আমার হাথে নাঞি ॥
আপোড়া মাটি জবে পাও* প্রিথিবির ভিতর। তবে ত পাইবে তুমি আপন বঙ্গেস্বর ॥
জোমের বচন যুনিঞা কাগজ পড়িঞা দেখিল। কাগজ দেখিঞা রাজার প্রমাঞী না পাইল ॥
চারিখান করিঞা কাগজ চিরিঞা ফেলিল। আরবার ময়নামন্তী গগনে উঠিল ॥
উত্তর দক্ষিন পুর্ব্ব পশ্চিম ভ্রমিল। তমু ত আ ১৬] [১৭ পোড়া মাটি কথু না পাইল ॥
আপোড়া মাটিখানি জদি বা পাইথাঙ। মরিঞা ছিল তোমার বাপ ফিরিঞা জিইয়াই থাঙ ॥
গঙ্গাকে ডাকিলাঙ তবে গঙ্গার তিরে জাঞা। তুরিতগমনে গঙ্গা দেখা দিল সিঞা ॥
সম্ভাসা করিঞা কহে বিনায় বচন। কি কারনে হেথা তুমি কর্য্যাছ গমন ॥
এই কারনে আইলাঙ তোমার বারাবর। আপোড়া স্থল দেহ পোড়াব বঙ্গশ্বর ॥
আপোড়া পোড়া মাটির কথা করি নিবেদন। তোমাকে গোচর আছে ই তিন ভুবন ॥
জয় জয় দীঞা রানি মহলকে গেল। বিসাদ ভাবিঞা রানি কান্দিতে লাগিল ॥
অম্রডাল ভাঙ্গিল রানি জয় জয় দীঞা। খই কড়ি নিল রানি আচল ভরিঞা ॥
চন্ন্যনের কাষ্ট নিল সগড় ভরিঞা। এক সর্ত্ত কলসি ঘির্ত্ত দিল ভারে চালাইঞা ॥
কুলের ব্রহ্মনকে নিলাঙ ডাক দীঞা। ছয়কুড়ি কুটুম নিলাঙ সঙ্গতি করিঞা ॥ ১৭]
[১৮ ভার্দ্রমাসে গঙ্গা দুকুল পাথার। দেখিঞা সকল লোক করে হাহাকার ॥
হাহাকার দেখিঞা লোকের ময়নামন্তি হাঁসে। ধিরে ধিরে গেলা ময়না গঙ্গাদেবির কাছে ॥

কি কর কি কর বহিনি গঙ্গাদেবি রাই। স্বামি পোড়াবার তরে খানিক ঠাঞী চাই ॥
ভাসিঞা জাইছিল গঙ্গা একভিত হইল। মধ্যগঙ্গাতে দেবি বালিচর করিল ॥
চৌকোনা করিঞা পুস্কন্নি ই ঝিল কুড়িল। তাহার ওপরে যুবর্ন্ন পালঙ্গ বিছাইল ॥
গঙ্গাজলে রাজাকে স্রান করাইল। জয় জয় দীঞা দোহে পালঙ্গে যুতিল ॥
অগ্নী ভেজাইল ব্রাহ্মন গঙ্গাধর। চন্ন্যনের কাষ্ট জোগাএ জ্ঞাতি সকল ॥
ছয় রাত্রি সাত দিন অগ্নিতে পুড়িলাঙ। তাহার ভিতরে আমি বসিঞা রহিলাঙ ॥
অগ্নির ভিতরে গুআ খাইলাঙ পানের লেখা নাঞী। আমার কোলে মরিঞা গেলেন
মানিকচন্দ্র গোসাঞী ॥
তোমার বাপ পুড়িঞা গগনে উঠে ধুঙা। অগ্নিতে বসিঞা ১৮] [১৯ ছিলাম জেন কাচ
সোনা ॥
তোমার বাপের কুটম্বগোলা বড়ই নাবড়। বাদ কর‍্যা ঘির্ত্ত ঢালে মাথার ও*পর ॥
সাত দিন পুড়িঞা ফিরিঞা আইলাঙ ঘর। তখন তিনমাসের তুমি গর্ব্বের ভিতর ॥
বহুত জতনে পাইলাঙ তোমা হেন নন্দন। প্রমাঞী গুনিঞা দেখিলাঙ উনুসে মরন ॥
রাজা বোলে এক রাজার ঝি তুমি আর রাজার বহু ছিলে। আচার বিহন্দে ছিলে
কেমনে জ্ঞান পাইলে ॥
মা বোলে জেমতে পাইঞাছি জ্ঞান ময়নামন্তি রাই। সেই কথা কহি যুন রাজা
গোবিন্দাই ॥
জখন তোমার বাপ ছিল ই নয় বর্চ্ছ্যরের। তখন অভাগিনি আমি ই সাত বর্চ্ছ্যরের ॥
পড়িবার তরে জাইছিলাঙ পণ্ডিতের ঘরে। মাথার উপরে জাইতেছিলা খোও*াজ
বিদ্যাধরে ॥
আমাখে দে[খে]ঞা খোও*াজ রথ রহাইল। সঙ্গে থাকিঞা জে আমাকে বাথানিল ॥
অপরূপ হাথপাও* বিপরিত আঁখি। এমন যুন্দর ছাও*াল কভু নাহি দেখি ॥ ১৯]
[২০ ধন্য ধন্য মা তোমার সাফর্ল্ল জিবন। কোন বিধাতা ইহার কর‍্যাছে গঠন ॥
ধন্য ধন্য এই ছাও*ালের বাপ মা। এমন ছাও*ালের ধুলায় লোটায় গা ॥
আজি জদি খোও*াজ নাম ধরিব। গুটিক অম্বলভাত ছাও*ালের ঠাঞী মাগিব ॥
জদী অম্ব্যলভাত দেয় আমার বারাবর। মহামন্ত দীঞা করিব অক্ষর ও*ম্মর ॥
সঙ্গে্য ছিল গোরাখ্যনাথ মর্ত্তে নামিল। বট বিরিক্ষের তালায় বাঘছাল বিছাইল ॥
সেইখানে বসিলা গুরু ধ্যান ধরিঞা। সেইপথে ময়নামন্তি জায় ত চলিঞা ॥
ধর বলি ময়নামন্তি বাটার তামুল খাবি। গুটিক অম্ব্যলভাত আনিঞা জোগাবি ॥
গুরুর বচন আমি যুনিবারে পাঞা। তুরিতগমনে অন্তসপুর গেলাঙ ধাইঞা ॥

তোলা গঙ্গার জলে সিনান করিলাঙ জাঞা। তুরিত রন্ধনঘরে উর্ত্তরিলাঙ জাঞা ॥
জান্নবি গঙ্গার জলে পাওঁ পাখালিঞা। বার বৎস্বরের অম্বলভাত ২০] [২১ দুধের্‍্যে
পাখালিঞা ॥
আলুন্যা কচুর সাক নিমের তিত দিঞা। সুবর্ন্নের স্থালে ভাত বাম হাথে করিঞা ॥
সোনার ছত্র দাসির হাথে দিঞা। তুরিতগমনে গুরুর কাছকে গেলাঙ ধাঞা ॥
আউঠহাথ মাথার কেস পবিত্র করিঞা। সুবর্ন্নের স্থালে ভাত দিল বাড়াইঞা ॥
জতক্ষন গুরুদেব অন্ন খাইল। ততক্ষন গুরুর মাথায় ছত্র ধরিল।
অন্ন খাইঞা গুরু সুখি হইল মন। আড়াই অক্ষর জ্ঞান দিল ততক্ষন ॥
অই জ্ঞান দিএ বাছা তোমার বারাবর। চারিযুগে হবে তুমি অক্ষর ওঁন্ধার ॥
আমার বচন সুন রাজা বঙ্গেস্বর। এই কারনে বলি হও দেসান্তর ॥
রাজা বোলে ঃ মা গো তোমার বচনে হঞা জাব যুগি। একসর্ত্ত রানি মহলে
হবেক রাণ্ডি ॥
মা বোলে ঃ এড়াইতে নারিলাঙ চারি বছুর জঞ্জাল। রার্য্য লঞা রার্য্য বাছা করিবে
কতকাল ॥ ২১]
[২২ রাজা সব মরিছে রার্য্যপাট লঞা। প্রজাগন মরিবেক বার্ছা ধনকড়ি লঞা ॥
সুন্দরি সব মরিছে রূপ নেহারিঞা। নটিনিগোলা মরিছে বেস বানাইঞা ॥
তুমি মরিবে বার্ছা নারির মুখ চাহিঞা। কি রহ কি রহ বাছা দেওঁানে বসিঞা ॥
হেলাতে হারাইলে কাম পাপমধু পাইঞা। কিছু সার নহে বাছা দিন গেল রে বহিঞা ॥
কিছু নহে কিছু নহে বাছা কিছু নহে সার। হস্তি ঘোড়া রাজতি রহিবেক কতকাল ॥
তোমাকে বুঝাইতে মোর হাড় ঝুরঝুর। পাঞ্জরে বিন্ধিলেক ঘুন সব্দ গেল দুর ॥
রাজা বোলে ঃ তোমার বচনে আমি হঞা জাব যুগি। একসর্ত্ত স্ত্রি মোর মইলে হবেক
রাণ্ডি ॥
উহুনা পুহুনা ঝুরে দিঞা বাহুমোড়া। জাহার খাণ্ডার তেজে খাই আঠার পাড়া ॥
ভিতরমহলে রহিল একসর্ত্ত সুন্দরি। এতেক রহিল ময়া তোমার বারাবরি ॥
আপনার ধনে দরিআ ২২] [২৩ বান্ধিতে পারি। ই ধন ছাড়িঞা হব কড়ার ভিখারি ॥
সোল বঙ্গ রহিল আমার গুয়া নারিকেলা। তাহার মধ্যে রহিল আমার নারিঙ্গি কোমলা ॥
মাথার ছত্র রহিল আমার পাত্র মনহর। বারভুঞা রহিল আমার চৌদ লাখ নস্কর ॥

সোনা রূপা রহিল্ল আমার চৌদ স ভাণ্ডার। আঠার হাজার হাথি রহিল আমার দরবার উপর॥
চৌদ কাহন ঘর রহিল্ল পছিমদুআরি। বার কাহন রহিল ঘর দক্ষিনদুআরি॥
এগার কাহন ঘর রহিল উত্তরদুআরি। সোল কাহন রহিল ঘর পুর্ব্বদুআরি॥
উর্ত্তরদুআরে রহিল্ল মোর মোকন্দ গুড়রদার। সোল হাজার তোপসি জাহার সরদার॥
পছিমদুআরে রহিল বার হাজার ঢালি। দক্ষিনদুআরে রহিল চৌর্দ্দি লাখ ধিন্নু্ৰ্কি॥
পুর্ব্বদুআরে রহিল মির মজলিসি। ভিতরমহলে রহিল ২৩] [২৪ এক সও* রূপসি॥
খাট পাট রহিল মোর গড়ুয়া গদাধরা। পাইখ [র]হিল আমার হংসরাজ ঘোড়া॥
গোহাল্য মধ্যে রহিল মোর সোল কাহন গাই। অরুন্ন্ৰ্য মধ্যে রহিল আমার মইসের লেখা নাই॥
ইহার দুগ্ধ খাইতে মোরে না দিল গোসাঞী। বিবাদে লাগিল মোরে মএনামন্তি রাই॥
ভোগমধ্যে রহিল আমার খাসা নামে গুআ। সুবন্ন্ৰ্য পিঞ্জীরায় রহিল সারি নামে সুআ॥
সুখান মধ্যে রহিল আমার তিতির মউরা। চড়িবার রহিল আমার হংসরাজ ঘোড়া॥
না মানে গড় ঘোড়া না মানে খাণ্ডাই। যুঝ্যের বেলায় লম্ফে জায় আসি হাথ খাওাই॥
হংসরাজ ঘোড়া আমার পবনে করে ভর। ছয় মাসের পর্থ্য জায় দণ্ডেক ভিতর॥
গঙ্গার সাজন রহিল আমার সোল হাজার না। বার লক্ষ রহিল আমার তের লাখ পাটনা॥
তাহার মধ্যে রহিল মহল গিরিকোনা। জাহার বৈঠকখা ২৪] [২৫ নায় লাগিল হাজার মোন সোনা॥
এতেক রহিল মোর তাহে নাহি লাগি। মুর্দ্দন সহর লাগি গোবিন্দচন্দ্র কান্দি॥
মুর্দ্দন সহরখান সরুআ নলের বেড়া। প্রভাতে উঠিঞা পড়ে চন্ন্ৰ্যনের ছড়া॥
রাণ্ডি দুখি প্রজাগন চিননে না জায়। সুবন্ন্ৰ্যের কলসে জল সবাই খায়॥
ক্রোধসমএ কাহুকে নাহি মারি একসাট। গণ্ডা করি কড়ি নিলে হয় টাকা এক লাখ॥
ছয় বুড়ি কড়িতে বৎসর সোধা জায়। হেন রাজা গোবিন্দচন্দ্র জোগি হঞা জায়॥
রাজা বোলেঃ এক কথা কহি মা তোমার চরন ধরিঞা। উদুন সন্দরি নিব সঙ্গে ত করিঞা॥
সারা দীন দুই জনে ভিক্ষা মাগিঞা। সঞ্জা হইলে অন্ন্ৰ্য খাইব রান্ধিঞা॥
ভাই বহিনি হেন সুতিঞা নিদ্রা জাব। কথার সঙ্গতে দুই জনে চল্যা জাব॥
হাসিতে লাগিলা মা পুত্রের বারাবর। আমার বচন সুন রাজা দণ্ডেধর॥
কতেক বুঝাইব আমি কত পরকার। কোন বুদ্ধী ২৫] [২৬ বলিঞা দিব কেমনে ছাড়িবেক কাল॥

বহ্মা ৺ হরিনির বসতি কত দিনে জাবেক ভাল। অগ্নির কাছে ঘির্ত্তের ঘড়া রহে কত কাল।
অবস্য উতলিঞা পাড়িবেক তাহায়। দরিআর কাছে বিক্ষ ভাঙ্গিঞা জায়॥
নারি না বল স্ত্রি না বল নারির নামে দঙ্কা। এক স্ত্রি লাগি মজিল কনকপরি লঙ্কা॥
আউঠহাথ বৃক্ষ্যগাছি ধরে নানা ফল। অই ফল লাগি সব প্রিথিবি বিকল॥
ফলের নাম সুন্দর ফল ফল মহাকাল। সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর দেখ ভাঙ্গিলে আঙ্গার॥
এক স্ত্রি চারি নাম সর্ব্বলোকে জানি। আগাষমধ্যে নাম পড়ায় লক্ষ্য কামিনি॥
পাতালমধ্যে নাম বোলায় পাতালনাগিনি। বোনমধ্যে নাম বোলায় ভুখিলা বাগেনি॥
ঘরমধ্যে নাম পড়ায় সন্দর কামিনি। সন্ধ্যা সম্মনি ২৬] [২৭ নালে দিবস রৈজানি॥
মুখের মিঠা দীঞা নারি সর্ব্ব ধন খাএ। বিপদ পড়িলে নারি এড়িঞা পালাঅ॥
স্ত্রির জোবাব জেন ডাঁসে কামড় খায়। রনভুম্যে পক্ষি জেন ধরএ খাওায়॥
কোন পুরুষ বলে স্ত্রিজাতি আপনার। জতক্ষন খাইতে পায় ততক্ষন তোমার॥
হোর দেখ নারি আইসে অই ময়া পাতিঞা। চামের দুই কুচ হৃদয়ে ঢাকিঞা॥
সিতানে বসিঞা নারি সিতল কথা কয়। হাড় মাস থাকিতে প্রাণ কাড়িঞা লয়॥
ঘাটের ঘাটিআল জেন ছাতারে দাপুনি। নানাবেসে অই নারি ফিরএ আপুনি॥
নদির কুলে লোক জেন হইঞা জায় পার। এইমতে দেখ নারিজাতির বেবহার॥
রাজা বলে ঃ সোন মা মএনামস্তি রাই। একটি বচন তোমার চরনে জানাঞী॥
তোমার বচনে মা গো হঞা জাব জোগি। একসর্ত্ত রানি মহলে হবেক রাখি॥
চারিদিগে প্রিথিবি ২৭] [২৮ মা ভ্রমিঞা বেড়াইলি। ভাল হেন রাজার গুরু খুজিঞা না পাইলি॥
চারি পুরুসের বেটা ঘরের নফর। ইহার ঠাঞী কেমনে জানিলি মহামন্তর॥
মজাইলি জাতিকুল হাড়িফা যুগিরায়। রাজা হইঞা কেমনে ধরিব হাড়িপার পায়॥
পাইখানা নিকাঞা বেটা না করে সিনান। আজি কোথা পাইলেক বেটা বহ্মজ্ঞান॥
আনিঞা দেহ গরল খাইঞা মরিব বিস। তমু ত না হব আমি হাড়িপাযুগির সিষ॥
মা বোলে ঃ হাড়ি না বল বাছা নিরঞ্জনের কায়॥ জাহার বচনে বাছা দরিয়া বান্ধা জায়॥
হাড়ি না বল বাছা [হাড়ি] বহ্মজ্ঞানি। বার বৎস্বর না খায় ভাত তের বৎস্বর পানি॥
সির্দ্ধ ছাঁকিতে লাগে সো[ল]হাথ কানি। সির্দ্ধ খাঞা খাঞাছিল সাত দরিআর পানি॥
আগাষ পাতাল হাড়িপার একুই ধিআন। চৌর্দ্দ সের মাছুড় খায় ই বড়ি বিহান॥
রাজা বোলে মা হাড়িপার জ্ঞান দেখিব নআনে। সোল ২৮] [২৯ বঙ্গ ছাড়িঞা জাব বড়ই বিহানে॥
হাড়িপার জ্ঞান দেখিব আপন সাক্ষ্যাতে। হাড়িকে তোমাকে পুতিব ঘোড়ার পাইঘরে॥

হেটে দিব কাটা ও"পরে দিব পাটনাষ। মাটির ভিতরে দোহের পীণ্ডী করিব নাষ ॥
মধ্যে আরজীব নারেঙ্গ কোমল। বুকে ত চাপাঞা দীব পাথর বাইস মন ॥
সিহড়ে বেড়িঞা ধরে জেন বতিষ পাজ্জর। এমন বচন জেন নাহি বলএ আর ॥
জলন্ত আনলে জেন ঘির্ত ঢালি দিল। এমতি ময়নামন্তি ব্রহ্মে জল্যা গেল ॥
ছোট বড় ছাও"াল আমার থাকিথ কোলের ও"পর। আঁখিতে ঢালিঞা পাঠাইইথাঙ জোমের ঘর ॥
ছাই বলিঞা গালি দিব ভস্ব´ হঞা জাবি। ভস্ব´ বলিঞা গালি দিব গগনে উঠিবী ॥
জদী গালি দিব বাছা জাইবি মরিঞা। আপনার মড়া লঞা কান্দিব বসিঞা ॥
আমার দির্বি লাগে বাছা বহুর দুগ্ধ খাও"। আজি জদি বাহড়িঞা আপন ঘর জাও"। ২৯]
[৩০ না জাইহ আপন ঘর থাক এই ঠাঞি। হাড়িপার গ্যান আজি নআনে দেখাই ॥
মাএর বচন রাজা বাম না করিল। পালঙ্গ আনিতে খেতুআকে আজ্ঞ দিল ॥
ধর বলি খেতুআ ভোগের তামুল খাবি। সয়নঘরে পালঙ্গ আছে আনিঞা জোগাবি ॥
একে ত খেতুআ দোজ আজ্ঞ্যা পাইল। পালঙ্গ আনিঞা ফুলবাড়িতে বিছাইল ॥
মাএর বচন রাজা মনে ত ভাবিঞা। ফুলবাগে রহিল রাজা পালঙ্গ বিছাইঞা ॥
সঞ্জা সময় হইল গোধন আইল ঘর। ধ্যানে বসিলা হাড়িপা গ্যানে ডাঙ্গর ॥
মুখের বচন হাড়িপা গগনে তুলিল। বিসাধ প্রদিপ সর্ন্নে´ ত জালিল ॥
রাজা বোলে মা গো ময়নামন্তি বলিএ সর্ত্তর। কেমনে জালিল প্রদিপ সর্ন্নে´র উপর ॥
মা বোলে ঃ তোমার ঘরের প্রদিপ তেল ঘির্ত্তে জলে। হাড়িপার প্রদিপ মুখের বচনে জ্বলে ॥
এই গ্যান দেখিঞা রাজা হইলেন পাগল। না বান্ধে মাথার কেস না পিন্দে কাপড় ।।
ছোট গ্যানি নহে হাড়িপা গ্যানে ৩০] [৩১ ডাঙ্গর। আর গ্যান দেখাইব দুতিআ পহর ।।
সোনার খাটে সোয় রূপার খাটে পা। ছয় কুড়ি জোমের দুত চাপে হাত পা ।।
বার কুড়ি জোমে করে সেতচামরের বায়। করঠ হইতে হাড়িপা ফিরিঞা নাড়ে গায় ।।
কালদুত জোমদুত মাথায় বান্ধে চু"ড়া। জখন মহামন্ত জপি তখন জোমকে করি ঘোড়া ।।
অই গ্যান দেখ্যা রাজা অনুমন্ত পাগল। না বান্দে মাথার কেস না পিন্দে কাপড় ।।
সোন সোন অ গ দাদী ময়নামন্তি রাই। একটী জ্ঞান আমি তোমাকে দেখাই ।।
মুখের হুহুঙ্কার হাড়িপা গগনে তুলিল। ইন্দ্রপুরের পঞ্চকন্যা আসনে নামাইল ।।
নাহি জল নাহি স্থল নাহি বালিচরে। কুম্মের পীট্টে কেহু রান্ধিঞা ভোজন করে ।।
কেহু রান্ধিঞা ভাত জোগায় কেহু জোগায় তামুল। ঢুল্যা ঢুল্যা পড়ে কেহু উরাতের উপর ।।
নাহি গুরুর রঙ্গরস নাহি টলে মন। এই কারনে জস অক্ষর ও"মোর ।।

চাব্রি নারি ৩১] [৩২ দেখিঞা রাজা বলিছে বচন। যুন যুন অ গ মা আমার বচন॥
তুমি বল হারিপাকে বৈরাগি করিঞা। কোথাকার পঞ্চকন্যা আনিলেক ভুলিঞা॥
ওহারি এক নারি আইসে আমারি ঘরে। সর্ব্বথা রাজ্য ছাড়্যা জাব দেসান্তরে॥
মা বোলে অরে বাছা গুরুমা ধর্ম্ম সেঁসর। এই বচন কহি রাজা তোমার বারাবর॥
গুরমা পানে জেবা দিষ্টি করিঞা চায়। সঁাজই সমএ তার কুষ্ট ফলে গায়॥
তিন গ্যান দেখাইল ঘোর অন্ধকার। আর এক গ্যান দেখাইব বড়ই বিহান॥
রামরাত্রি পোইইল কুকিলি কাড়ে রা। সজ্যা হইতে ময়না ঝাড়িঞা তোলে গা॥
পালঙ্গে বসিঞা মাএর বিচলিত মোন। কোটাল কোটাল করিঞা ডাকেন ঘনে ঘন॥
ত্বরিতগমনে কোটাল মাএর কাছকে গেল। জোড়হাথে কলিঙ্কা প্রনাম করিল॥
ধর বলি কলিঙ্কা ভোগের ৩২] [৩৩ তাম্বুল খাবি। কোথা আছে হাড়িপাকে ডাকিঞা আনিবি॥
সেইখান হইতে কোটাল করিল গমন। হাড়িপার কাছে জঞা দিল দরসন॥
আকাষ পাতালে হাড়িপার একুই ধেআন। জোড়হাথে কোটাল করিল প্রনাম॥
জেইমাত্রে কোটাল প্রনাম করিল। তখন হাড়িপা জোগি ধ্যানে জানিল॥
ধেআন ভাঙ্গিঞা গুরু চক্ষি মেলি চায়। যুমুখে কলিঙ্কাকে বার্ত্তা যুধায়॥
আইসহ বাছা কলিঙ্কা হইহ চিরাই। যুগে যুগে বাড়ুক বাছা তোমার পরমাঞী॥
কিসের কারনে কোটাল আইলে আমার ঠাঞী। তোমাকে তলব করিঞাছেন বঙ্গের গোসাঞী॥
জেইমাত্রে হাড়িপা ই বোল যুনিল। হরসিত হঞা হাড়িপা উঠিঞা ডাণ্ডাল॥
আপনার অভরন গুরু গোবতে ফেলিঞা। তেগাঁঠিআঁ ধড়িখানি পরিধান করিঞা॥
সোনার কোদালিখানি কান্দেত করিঞা॥ যুবর্ন্নের বাড়ুনগাছি ডাহিন হাথে করিঞা॥
তাম্বার ধামুআটি বগলে দাবিঞা। চন্ননের হাড়িটি বাঁহাথে লইঞা॥
হাড়ির ৩৩] [৩৪ বেসে সির্দ্ধাগুরু হাটিঞা চলিল। উদুনার মহলে গিঞা দরসন দীল॥
উদুনার মহলে সরুআ নলের বেড়া। বিহান হইলে পড়ে ঝাটি চন্নের ছড়া॥
টুঙ্গির উপরে ছিলেন রাজা বঙ্গেস্বর। ছামু দিঞা ছড়া দিছেন হাড়িপা লঙ্কেশ্বর॥
মা বোলে মাথা নোঙাঁও রাজা গোবিন্দাই। এই বেলায় মাথা নোঙাইলে মরন এড়াই॥
কান্দিঞা বলিছে তবে বঙ্গের গোসাঞী। আমার বচন যুন ময়নামন্তি রাই॥
ব্রাহ্মন কাস্ত বৈসে আমার সভায়। রাজা হইঞা হাড়িপার কেমনে ধরিব পায়॥
মাএর বচন রাজা বাম না করিল। চিবা ফেলাবার নামে রাজা মাথা নোঙাইল॥
তখন হাড়িপা ধেআনে জানিল।

জত্র্ব ভাব তত্র্ব লাব বাছা বাড়িহ চিরাই । যুগে যুগে বাড়ুক বাছা তোমার পরমাঞী ॥
সেইখান হইতে হাড়িপার বিজয়গমন । পাইঘর ভিতরে গিঞা দীল দরসন ॥ ৩৪]
[৩৫ তোথা পাইল খাটপাট বসিতে আসন । গুরুর মহামন্তর জপে ততক্ষন ॥
ধর বলি কোদালি বাটার তামুল খাবি । পাইঘর চাঁছিঞা সব একস্তর করিবি ॥
ধর বলি বাড়ুলি তোমাকে দিল বর । পাইঘর ঝাটিঞা সব একস্তর কর ॥
ধর বলি ধামুআ তোমাকে দিল বর । ঝাট করিঞা ঘোড়ার নিদ বাহির কর ॥
ধর বলি হাণ্ডি রে বাটার তামুল খাবি । ভাল করিঞা সব চর্ন্মনের ছড়া দিবি ॥
পাইঘর কামাঞা গুরুকে খুদা উপজিল । সোলবঙ্গ নারিকলের বনে দরসন দিল ॥
নারিকলের বোনে গুরু বার্গ্যছাল বিছাইল । গুরুর মহামন্তর মনে ত জপিল ॥
ধিরু করিঞা মুখের বচন দীল ত ছাড়িঞা । সোলবঙ্গ নারিকল পড়ে জিউজ সোঙরিঞা ॥
সোল হাজার নারিকল পড়ে তের হাজার তাল । হুহুঙ্কারের সঙ্গে পড়ে অম্র্ব কাঠাল ॥
মধ্যে মধ্যে পড়ে নারিঙ্গি কোমলা । সকল পাহাড়ে পড়ে বার হাজার কলা ॥
আর্দ্দনাথ মিননাথকে ৩৫] [৩৬ কলা বাড়াইঞা । সোল সত নারিকল খাইল গুরু সোঙরিঞা ॥
বার হাজার খাযুর খাইল তের হাজার তাল । হুহুঙ্কারের সঙ্গে খাইল আম্র কাঠাল ॥
তার মধ্যে খাইল নারিঙ্গ কোমলা । তার পাছু খাইল বার হাজার কলা ॥
কারু খাইল সাঁস গুরু কারু খাইল পানি । মধ্যে মধ্যে খাইল গুরু নির্ন্নয় নাহি জানি ॥
এক হুহুঙ্কারে পাড়ে আর হুহুঙ্কারে খায় । আর হুহুঙ্কারে চোকা গাছে ত লাগায় ॥
ধিরে ধিরে হাড়িপার বিজয়গমন । আনুফা নগরে গিঞা দিল দরসন ॥
অইখানে খেলিছে সোল সও কোঙর । সেইখানে ডাণ্ডাইলা হাড়িপা লঙ্কেস্বর ॥
বিহান হইতে খেলে বেলা হইল দুতিআ পহর । হেন বেলায় ছাওাঁল ফিরিঞা জায় ঘর ॥
তখন বলেন হাড়িপা মুখের উতর । সোন সোন ভাই সব প্রজার কোঙর ॥
চল চল রে ভাই সব নারিকলের ৩৬] [৩৭ বোন । চল জাঞা করিব নারিকল ভক্ষন ॥
নারিকলের বনে জাঞা দরসন দিল । তখন হাড়িপা গুরু বুর্দ্ধি ছিরজিল ॥
আপনার দেহ জোগি প্রবেস করিল । সোল সত ছাওাঁল নারিকল পাড়িতে লাগিল ॥
তখন হাড়িপা গুরু দেখিবারে পাইল । মুখের হুহুঙ্কার গগনে তুলিল ॥
সোল সত ছাওাঁল গাছে লাগাইল । গাছে লাগিঞা ছাওাঁল করে নড়বড় ॥
আর না জাইব আমরা বাপমাএর ঘর । এত দিনে জানিলাঙ আমরা নারিকলবোনে হারাইলাঙ প্রান ॥
এক ছাওাঁল বলে সোন আমার বচন । একে একে দিছি গুরু অষ্ট অভরন ॥

এড়াইঞা দেহ জাইএ বাপ মাএর স্থান ॥
আর না জাব মোরা সোলবঙ্গের ভিতর। হাড়িপা বলেন তখন মুখের উর্ত্তর ॥
ভাঙ্গ ধুতারা আমি ভক্ষন করিঞা। তোমা সবাকে আজি খাইব পুড়িঞা ॥
ই বোল যুনিঞা ছাওঁাল সব কান্দিতে লাগিল। ছাওঁালের ক্রন্দন যুন্যা দআ উপজীল ॥
তবে ত ছাড়িঞা দিয়ে ছাওঁাল সকল। তিন খত কাড়হ সবাই নারিকলের ৩৭] [৩৮
উপর ॥
গুরুর বচন ছাওঁাল বাম না করিল। তিন তিন খত সবাই কাড়িল ॥
মুখের হুহুঙ্কারে ছাওঁাল নামাইল। সকল ছাওঁাল সাত প্রনাম করিল ॥
তবে ত ছাওঁাল দিলেন ছাড়িঞা। পালাইল ছাওঁাল জিউ সোঙরিঞা ॥
পালাঞা পালাঞা জায় ফির‍্যা ফির‍্যা চায়। আর বার হাড়িপা পাছে লাগি পায় ॥
জলন্ধরির প্রসাদে হাসাম দীনে গাএ ॥ সিদ্ধাগুরুর প্রসাদে রাজা ওঁমরকায় ॥

কান্দিঞা বিকল রাজা মাএর বারাবর। সাত দিন ছাড়িঞাছি রানির বাসর ॥
আজিকার মানে জাইব রানির অন্তসপুরে। এই বোল বলি মাতা তোমার গোচরে ॥
মস্তক মুণ্ডাইঞা জাব গুরুর বারাবরে। যুনিঞা বলিছে মাতা মুখের উর্ত্তরে ॥
ধর বলি খেতুআ ভোগের তাম্বুল খাবি। কোথা আছে দৈবগ্য ডাকিঞা আনিবি ॥
ধিরে ধিরে খেতুআ করিল গমন। দৈবগ্যের ঘরে জাঞা দিল দরসন ॥ ৩৮]
[৩৯ কি কর কি কর ভাই নিচিন্দে বসিঞা। বঙ্গের রাজা জোগি হবেন জাত্রা বল
সিঞা ॥
তখন দৈবগ্য কী বুর্দ্ধি করিল। সত্ত্যকালের খড়ি পুথি বগলে করিল ॥
এক লক্ষের ভুনিখানি পরিধান করিল। মানিকের পটুকাগাছি কম্মরে বান্ধিল ॥
যুবর্ন্নের পাগগাছি মস্তকে বান্ধিঞা। জাত্রা করিতে দৈবগ্য চলিল হাটিঞা ॥
রানির মহলে গিঞা দরসন দীল। বিসাদ ভাবিঞা দেবি কান্দিতে লাগিল ॥
আইসহ বাছা দৈবগ্য কোথাকে গমন। কিসের কারনে জাইছ বাছা রাজার ভুবন ॥
দৈবগ্য বলে : তোমার স্বামি যুগি হবেন কোমললোচন। জত্রা করিঞা দীব বেলা
যুভক্ষন ॥
ই বোল যুনিঞা রানি কান্দীতে লাগিল। কান্দিতে কান্দিতে রানি বলিতে লাগিল ॥
চারি মাস রাখ গা রাজাকে বঙ্গের ভিতরে।, বরিসা পোহাইলে বল্যা দীহ জাইয়্
দেসান্তরে ॥
অবস্য করিঞা রাজাকে করিহ জতন। এ কাজ্য করিলে দীব অমল্য রতন ॥
এ বোল যুনিঞা দৈবগ্য করিল ৩৯] [৪০ গমন। রাজার সাক্ষাতে গিঞা দীল দরসন ॥

দৈবগ্য দেখিঞা রাজা আনন্দীত হইল। ভাই ভাই করিঞা পালঙ্গে বৈসাইল ॥
ধর বলি দৈবগ্য বাটার তামুল খাবি। তুরিত করিঞা জাত্র্যা বলিঞা দীবি ॥
ই বোল যুনিঞা দৈবগ্য খড়ি পাড়িতে লাগিল। উর্ত্তর দক্ষিন পুর্ব্ব পছিম চারি অঙ্ক দীল ॥
চারি অঙ্ক দীঞা মধ্যে দীল রেখ। সর্গ মর্ত্ত পাতালে খড়ি লাগিল পরতেক ॥
চারি মাস বারিসা রহ বঙ্গের ভিতর। বারিসা পোইলে জাইবে দেসান্তর ॥
ই বোল যুনিঞা রাজা বঙ্গে জল্যা গেল। জলন্ত আনলে জেন ঘির্ত্তে ঢাল্যা দীল ॥
ধর বলি খেতুআ ভোগের তামুল খাবি। দক্ষিন ময়সানে লঞা দৈবর্গ্যাকে কাটিবি ॥
একে ত খেতুয়া দোজ আজ্ঞা পায়। ধার্কা মারিঞা দৈবগ্যে লঞা জায় ॥
রাজার দোহাই রাজার দোহাই দৈবগ্য টেটায়। হেন বেলায় ময়নামন্তি দেখিবারে পায় ॥ ৪০]

[৪১ না মার না মার দৈবগ্য আমার দোহাই। দৈবগ্যে ধরিঞা আন আমার ঠাঞী ॥
দৈবগ্যকে বলিলেন ময়নামন্তি রাই। কেমন জাত্র্যা করিঞা দিলে রাজার ঠাঞী ॥
চারি মাস বারিসা থাক বঙ্গের ভিতরে। বরিসা পোহাইলে জাবে দুর দেসান্তরে ॥
ধিরে ধিরে ময়নার বিজয়াগমন। রাজার কাছে জাঞা দীল দরসন ॥
আর বার দৈবগ্য খড়ি পাড়িতে লাগিল। উর্ত্তর দক্ষিন পুর্ব্ব পছিম চারি অঙ্ক দীল ॥
চারি অঙ্ক দীঞা মধ্যে দীল রেখ। সগ্র্য মর্ত্ত পাতালে খড়ি লাগিল পরতেক ॥
আমার বচন যুন রাজা বঙ্গেস্বর। এখন কহিছি আমি তোমার গোচর ॥
প্রথম প্রহরে রাজা মুণ্ডাইবে মাথা। দোওঁজ পহরে তুমি গলায় নিবে কেথা ॥
ত্রিতিয়া পহরে তুমি মুখে নিবে ভস্ব। চৌতুথ্য প্রহরে হাথে নিহ দ্বাদষ ॥
রাজা বোলে ঃ অ বাছা খেতুআ ভোগের তামুল খাবি। কেসাই নাপিতকে ডাকীঞা আনিবি ॥
একে ত খেতুয়া দোওঁজ আজ্ঞা পাইল। নাপিতের ঘরে জাঞা দরসন দীল ॥
কি কর কি কর ভাই নিচিন্তে বসিঞা। রাজা যুগি হঞা জাবেন ভদ্র্য কর সিঞা ॥
মানিকবান্ধা খুরগাছি হাথে করিঞা। যুবর্ন্নের দাপুনি ৪১] [৪২ ডাহিন হাথে ত লইঞা ॥
ধিরে ধিরে হইল তবে নাপীতের গমন। রাজার হযুরে জাঞা দীল দরসন ॥
নাপীত দেখিঞা রাজাহ হরসিত হইল। ভাই ভাই বলিঞা পালঙ্গে বৈসাইল ॥
যুবর্ন্নের পাগুড়ি রাজা ভুমিতে ফেলিল। আউঠহাথ কেষ রাজা ওঁলাইঞা দীল ॥
কেস দেখিঞা নাপীত কান্দীতে লাগিল। কান্দন দেখিঞা রাজা নাপীতকে কহিল ॥
নাপীত বলে কোন বিধি স্রীজিল মোরে নাপীত করিঞা। স্যামযুন্দর কেষ ফেলিব মুণ্ডাইঞা ॥

চন্দ্র যুজ্জ দোহে তোমরা হইও সাথি। রাজার মাথা মুণ্ডাইতে দৈব লাখি॥
জেই মাত্রে নাপীত হাথে নিল খুর। মেঘের আড়ে লুকাইল চন্দ্র যুরূজ॥
জান্ন্বি গঙ্গাজলে মাথা ভিজাঞা। আও্ঠহাথ কেষ রাজার ফেলিল মুণ্ডাইঞা॥
প্রথম পহরে রাজা মুণ্ডাইল মাথা। দোও্জ পহরে রাজা গলায় দীল কেঁথা॥
ত্রিতিআ পহরে রাজা মুখে নিল ভস্ব। চথুথ্য পহরে রাজা হাথে নিল দোওঁদস॥
যুগির ভেস হইলা তবে রাজা বঙ্গেরস্বর। হাসিতে খেলিতে গেলেন রানির বারাঘর॥ ৪২]
[৪৩ জলন্ধরির প্রসাদে হাসাম দীনে গায়। সির্দ্ধাগুরুর প্রসাদে রাজা ওমরকায়॥

জেইমাত্রে রাজা রানির মহল গেল। একসও রানি সব চমকীত হইল॥
ধিরে ধিরে রানি সব গমন করিল। রাজার কাছকে সবাই আস্যা দরসন দীল॥
রাজা বলে বাহড়িঞা ঘর জাহ উদুনা যুন্দরি। ছাড়িলাঙ তোমার মায়া জাব দেসান্তরি॥
রানি বোলে ষুন রাজা বঙ্গের ইস্বর। একটী বচন কহি তোমার গোচর॥
জখন আছিলাঙ আমি বাপমাএর ঘরে। তখন প্রানের নাথ না গেলে দেসান্তরে॥
এখন হইলাঙ আমি ই ভরি জোওঁান। তোমি রাজা যুগি হইলে আমি তেজিব পরান॥
বিস খাঞা মরিব কাটারি করি ভর। ত্রিবধ দীব প্রভু তোমারি উপর॥
ত্রিবধের নামে কাপে ই তিন ভুবন। আলগরথে কাপিছেন ধম্মনিরঞ্জন॥
গোবধ ব্রহ্মবধ দীলে পুন্নে জায়। অভাগিনি ত্রিবধ সঙ্গতি গোড়ায়॥
রাজা বোলে উদুনা তুমি রূপবতি। বিবাদে লাগিল মোর মা ময়নামন্তী॥
রানি বলে প্রিথিবির দুর্ল্লব স্বোয়ামি বড় ধন। জাহার স্বোমী নাহী তাহার ৪৩] [৪৪
নিস্বফল জীবন॥
চন্দ্র বিহনে জেন না সোভে রৈজানি। পুরূস বিহনে না সোভে যুবককামিনি॥
এক যুর্য্য বিহনে প্রিথিবি অন্ধকার। যুবকনারি স্বোয়ামি বিহনে দুকুল খাখার॥
কুটুম্ব্য সকল আইছে সোদরভাই। মাথার ছত্র বিহনে ডাণ্ডাইতে নাহি ঠাঞী॥
প্রিথিবির দুর্ল্লব পুত্র বড় ধন। জাহার কোলে পুত্র নাহি তাহার নিস্বফল জিবন॥
পুত্র ধন পুত্র জন পুত্র সয়ালের সার। জাহার পুত্র নাহি তাহার অভাগ্য কপাল॥
জাহার কোলে নাহি রাজা পুত্র নামে ফল। দেবে পুস্প না পায় পুরূসে না পায় জল॥
একটী হওক পুত্র কোলের ওপর। তবে ত জাইহ রাজা দুর দেসান্তর॥
লালিব পালিব পুত্র কোলে ত করিব। পুত্র দরসনে রাজা তোমাকে পাসরিব॥

রাজা বোলে ঃ ঘরখানি বান্ধ উদ্বনা দুআরখানি ছান্দ। আপনে হইবে রাণ্ডি পুত্র্ লাগি কান্দ ।।

তোমা উদ্বনা বিভা করিঞা আমার পাএ হল্য দড়ি। একটী ৪৪] [৪৫ বালক হইলে এড়িঞা জাইতে নারি ।।

স্ত্রি হবেক ডাড়ুকা পুত্র্ লাট খিল। বেগর বান্ধনে হাথ গলায় জিঞ্জীর ।।

জাবত নাহি পুত্র্ তোমার কোলের উপর। সোলবঙ্গ ছাড়িঞা জাব দুর দেসান্তর ।।

রানি বোলে কোন দুখে যুগি হবে প্রভু গদাধর। কিবা ধন নাহি আমার ভাণ্ডার ভিতর ॥

রাজা বোলে ধোনের দুখি নহি আমি রাজা বঙ্গেস্বর। চণ্ডাল জোমের লাগি জাব দেসান্তর ।।

রানি বোলে ঃ হেন ছার জোমকে রাজা তোমি বাস ডর। জোমকে কাটিঞা দীব তোমার গোচর ।।

ও*পারে বিক্রব সহর আমার বাপের ঘর। তোথা হইতে আনাইব লোহার বাসরঘর ।।

লোহার বাষর ঘরে আছে বজ্জর কপাট। হাথে খাণ্ডা করিঞা জাগিব বৎস্বর পঞ্চাস ।।

হাথে খাণ্ডা করিঞা মোরা থাকিব জাগিঞা। আসিবে চণ্ডাল জোমকে ফেলিব কাটিঞা ।। ৪৫]

[৪৬ কাটিতে নারিব জোমকে মিনুতি করিব। মাথার কেষ কাটিঞা জোমকে চামর ঢুলাব ।।

জিভভ্যা কাটিঞা জোমকে নৈবিদ্য বাড়াব। দুই স্থন কাটিঞা শ্রীফল দান দীব ।।

সোনার পঞ্চ ফুল লঞা জোমের পায়া পুজিব। জোমের স্ত্রি সঙ্গে আমি সয়াল পাতাব ।।

সআ সআ করিঞা জোমকে ঘরকে আনিব। ঘরকে আনিঞা জোমকে কাটিঞা ফেলিব ।।

হাসিতে লাগিলা তবে রাজা বঙ্গেস্বর। একটি বচন বলি উদ্বনা তোমার বারাবর ।।

চম্পানগরে ছিল চান্দ সদাগর। তাহার বেটা ছিল সোনার লক্ষিনদর ।।

সাতালি পর্ব্বতে ছিল লোহার বাসরঘর। লখাই বেহুলা ছিল তাহার ভিতর ।।

ছয় কুড়ি সিষ্য লঞা জাগিল ধনন্তরি। দেখিতে দেখিতে জোমা তোথা প্রান করিল চুরি ।।

আলগরথে আইসে জোমা আলগরথে জায়। সঞ্চাওন রূপে জোমা আহার ধর‍্যা খায় ।।

শ্রীখণ্ডিজঙ্গলে উদ্বনা ভেজাইলাঙ আগুনি। কী করিতে পার ৪৬] [৪৭ তুমি উদ্বনা রমনি ।।

কান্দীছে উদ্বনা কপালে মার‍্যে ঘায়। দুই চক্ষের জল ধরনে নাহি জায় ।।

কান্দীছে উদ্বনা রাজার ঝুরে বড় মন। কি দীঞা রাখিব তোমার নহলি জোবন ।।

চালু নহে ধান নহে বাখারি বাদ্যা থোব। সোনাসঙ্খা নহে জে হাথে কানে দীব ।।

খোওাঁজে বাড়াইলেক জৌবন কি দীঞা রাখিব। প্রথম যৌবন আমি কাহারে ঢাল্যা দীব ॥
রাজা বোলে ঃ বহুড়িঞা ঘর জাহ পরম সুন্দরি। ছাড়িলাঙ তোমার ময়া জাব দেসান্তরি ॥
রানি বোলে ঃ জেব্যা রায্যে জাবে প্রভু সেই দেসে জাব। তোমার মুখ সুখাইলে তামুল জোগাব ॥
তিলে তিলে দণ্ডে দণ্ডে দিব দণ্ডপাখার বায়। দআ কর অভাগিনিকে সঙ্গে কর‍্যা জায় ॥
বৈসাখ মাসের রৌর্দ্রে ধরিব নবদণ্ড ছাতি। দুইজনে চলিঞা জাব কথার সঙ্গতি ॥
তুমি প্রভু থাকিবে সিতল বৃক্ষের তলে। অভাগিনি সুন্দরি ভিক্ষা মাগিব ঘরে ঘরে ॥
মাগিঞা জাচিঞা রান্ধীঞা দীব ভাত। ছাড়িঞা না জাইহ সোন ৪৭] [৪৮ সোন প্রানের নাথ ॥
রাজা বোলে ঃ আমার সঙ্গে জাবি রানি হাটিতে নারিবি। বোনের বার্ঘে ধরিঞা খাবেক প্রানে হারাইবি ॥
রানি বোলে ঃ খাউক খাউক মোরে বার্ঘে তাহে নাহি ডর। নিকলঙ্কে মরন হবেক স্বোমির গোচর ॥
রাজা বলে উদুনা আমার সঙ্গে জাবি। ঘাটের ঘাটিআল লাগি পাইলে প্রানে হারা হবি ॥
আমার সঙ্গে জাবি থাকিবি পাছুগোড়া। নাগরিআ লোক বলিবেক যুগি মাগুলোড়া ॥
আমার সঙ্গে জাবি পর্ব্বত মসান। বার্গ্য ভালুক গাণ্ডা মইষ পালেপাল ॥
নদি কান্দরের পানি কেমতে হবে পার। অই পথমধ্যে দিনে বাটোওঁার ॥
আমাকে চাহিঞা তুমি পরম সুন্দরি। আমাকে মারিঞা তোমাকে নিব হরি ॥
রানি বোলে ঃ তুমি সঙ্গে থাকীতে বল কে করিতে পারে। স্ত্রিবধ দিব আমি তাহার উপর ॥
কান্দীআ বিকল হইলা রাজার বারাবর। না জাহ না জাহ প্রভু দুর দেসান্তর ॥
উদুনার কথা রাজা না সুনিলে কানে। মাএর ৪৮] [৪৯ বোলে প্রান হারাইবে বিদেসে গমনে ॥
সতেক গাইএর দুগ্ধ পানি হেন লাগে ॥ নদী কান্দরের জল কেমতে খাইবে ॥
চৌতারি কাপড় রাজার কান্ধে করে বেথা। যুগি হঞা কেমতে বহিবে ঝুলিকেথা ॥
মাগুর মাছে রাজার সদা ইস্যা মন বাড়ে। আলুনা কচুর সাগ নবনি কোথা পাবে ॥
আমনভাতে তোমাকে না যুড়িবেক নোন। প্রান হারাইবে তুমি বিদেসে গমন ॥
জে গালে চুম্ব দিলে হাথে দিলে পান। সেই হাথে কেমনে নিবে পরের ঘরের দান ॥
হাসিতে লাগিলা রাজা কোমললোচন। হাসিঞা বলিছে রাজা মুখের বচন ॥
মাছে বগে উদুনা একুই করি জান। সহিতে সহিতে দুখ সহিবেক পরান ॥

রানি বোলে সোন রাজা বঙ্গের ইশ্বর। না জাহ না জ্বাহ প্রভু দুর দেসান্তর॥
সোনার পালঙ্গে ষুতিঞা নিদ্র্যা জাও॰। বিক্ষের তলাতে কেমতে স্বোয়াস্ত পাও॰॥
নিদ্র্যা অষুখে তুমি উঠিঞা বসিবে। সয্যাতে বুলিঞা হাথ বসিঞা কান্দিবে॥
পানি আইলে ঝুলি কেথা সকলি ভিজ্জিবেক। গৃহস্তের ঘর তবে পালাঞা জাবে॥
গৃহস্তের ৪৯] [৫০ বহু ঝি জাইতে না দিবে। অই অভিমানে রাজা প্রান হারাইবে॥
তবে ত পালাইঞা জ্বাবে ষুণ্ডিঘরের বাড়ি। রাত্রি হইলে ঝুলি কেথা সকলি নিবেক কাড়ি॥
ষুণ্ডির বাড়িতে মাতাও॰ালা বড়। ঝুলি কেন্থা কাড়্যা নিবেক দুখ দিবেক বড়॥
হাসিঞা বলিছেন তবে গুনের সাগর। সকলি দুখ বলিলে তুমি ষুনিল সত্ত্যর॥
রাজা বলে আমার সঙ্গে জাবি ত আমার ষুন কথা। নাপিতের ঘরে জ্বাঞা মুণ্ডাও॰গা মাথা॥
আউঠহাথ কেস রানি ফেল গা মুণ্ডাঞা। রাম লক্ষণ দুই বাই সঙ্খা ফেল গা ভাঙ্গিঞা॥
অষ্ট অলঙ্কার সব ফেল গা কাড়িঞা। যুগিঘরের বেস রানি নেহ গা তুলিঞা॥
লাউএর থাল নেহ হাথে ত করিঞা। নগরে চাতরে তুমি মাগ গা ভ্রমিঞা॥
রানি বলে ভাল কথা ৫০] [৫১ কহিলে তুমি প্রভু গদাধর। এই বেস ঘুচাইছি তোমার গোচর॥
জেইমাত্রে॰ উদুনা ই বোল বলিল। অঝরনে রাজা কান্দিতে লাগিল॥
রাজা বলে বাহড়িঞা ঘর জ্বাহ উদুনা ষুন্দরি। ছাড়িলাঙ তোমারময়া জাব দেসান্তরি॥
উদুনা বোলে ষুন ষুন বংঙ্গের ষুন্দর। একটি বচন বলি তোমার বারাবর॥
বোনের হরনা হরিনি তাহারা দুই জন। বন্ধবেড়ে পড়িলে সঙ্গ না ছাড়ে কখন॥
বেরুনা জোন তারা বেরুন কর্যা খাএ। আড়ে ঝোপে দুই জোনে ষুতিঞা নির্দ্দ্যা জায়॥
খোপের কবুতর তারা পক্ষ দুই জন। পক্ষ হইঞা যুবক নালি বাটে ঘনে ঘন॥
তাহা দেখিঞা আমার ঝুরে বড় মন। কি দীঞা রাখিব আমি নহলি জোবন॥
তোমাঞে আমাঞে সভে রাজা জোড় কবুতর। হেন জোড় ভাঙ্গিঞা না জাইহ দেসান্তর॥
হায় হায় করিঞা ৫১] [৫২ রানি কপালে মারে ঘা। আজি হইতে মরিল রানির বাপ মা॥
নাইও॰রে মবিল রানির বাপ ভাই। হেন ঘরে দিলে বিভা ছাড়িলেক গোসাঞী॥
আমা হেন অভাগিনি ত্রিভুবনে নাঞী। হাথে চন্দ্র দিঞা ভাণ্ডাইলেন গোসাঞী॥
হাট হল্য ভাঙ্গা রে মন্দির হল্য খালি। প্রথম যৌবনে রে উদুনা হল্য রাণ্ডি॥
মুখ তুলিঞা চাহ প্রভু নিদয়া নিঠুর। অলপ বএসে মএনা করিলেক সঙ্খ সিন্দুর॥
আঠার বৎষরের রাজা তুমি নিজপতি। ই বার বৎষরের উদুনা যুবতি॥

সাত বৎস্বরের বেলায় তোমী মোখে বিভা কৈলে। এ নও* বৎস্বরের বেলায় ঘরকে আনিলে॥
এ দস বৎস্বরের বেলায় হাথে হাথি দীলে। এ বার বৎস্বরের বেলায় মোকে রাখি কৈলে॥
একদিন না ছিলে রাজা আমার বাসরে। ধড়ফড় করে প্রান না রহে সরিরে॥
চারিদীগে চারিটা প্রদিপ রাখিলাঙ জ্বালাঞা। ৫২] [৫৩ সারারাত্রি রহিলাঙ তোমার মুখ চাহিঞা॥
নির্দ্রা না আস্যে মোর বসিঞা কান্দিএ। সর্য্যাতে বুলিঞা হাথ বসিঞা কান্দিএ॥
আগুন বলিয়া দিব ঝাপ আগুন নিভায়। পানি বল্যা দিএ ঝাপ সাএর সুখাএ॥
বৃক্ষি বলিঞা দিব কোল বৃক্ষ না ছায়া দেএ। পাথর বলিঞা দিএ কোল পাথ[র] মিলায়॥
রাজা বলিঞা বালিষে দিএ কোল। নিবুর্দ্ধি বালিষ রে না বোলে এক বোল॥
স্ত্রির ভাতার মরদ মরদের ভাতার কড়ি। মুখের মিঠা পান জগতের মিঠা নারি॥
ফুলমধ্যে কোমলা পাতাড়ি মধ্যে পান। স্ত্রিমধ্যে রাধিকা পুরুস মধ্যে কান॥
রানি বোলে: কোন বিধি শ্রীজিল মোরে যুবক করিঞা নারি। আপনার জৌবন সংসারে হৈলাঙ বৌরী॥
হাথে গলায় বান্ধীঞা ফেল সাগরের জলে। মিছা কলঙ্ক না দেহ রাজা নফরের তলে॥
হা হা করিঞা কপালে মারে ঘায়। দুই চক্ষের জল রানির ধরনে নাহি জায়॥
যুগিঘরের ঝুলি কেন্থা প্রভু ফেল পাক দিঞা। ৫৩] [৫৪ সেত নেতে চিরিঞা কেন্থা দিব সিয়াইঞা॥
সোনা রূপার সুতাতে কেন্থা সিআইব। হিরায় জড়িত কর্য্যা কেন্থাতে দিব॥
হিরামন মানিক দিব পরেসপাথর। চৌর্দ্দ রাজার ধন দীব কেন্থার উপর॥
ডাহিন দীগ্যে লেখিব কেন্থার পুদুনা সুন্দরি। বামদিগে লেখিব রাজা হরিচন্দের ঝিআরি॥
পিঠের পাছে লেখিব মেঘরাজার ঝি। দুই হাথে লেখিব রাজা লক্ষপতির ঝি॥
সমুখে লেখিঞা দীব উদুনা সুন্দর। অই কেন্থা গলায় নিহ প্রভু গদাধর॥
অই কেন্থা লঞা জাবে দেসান্তর। অবস্য পড়িবেক মনে ফিরিঞা আসিবে ঘর॥
হাসিঞা বলিছেন তবে বঙ্গের ইশ্বর। ইহ কথা নহে সুন উদুনা সুন্দর॥
রাজা বোলে: হাটে ঘাটে পাব কানি কুড়ীঞা আনিব। তাতিঘরের সুতা দীঞা কেন্থা সিআইব॥
জেন আমার রূপ দেখিঞা লোকে করে উপহাস। দারুন জোমের ডরে রূপ কৈল নাষ॥
রানি বলে: বার বৎসরের উদুনা তের নাহি পুরে। চলিতে ৫৪] [৫৫ না পারি আমি জৌবনের ভরে॥
জৌবনের ভরে নোঙাঞা পড়ে ডাল। স্ত্রি হঞা জৌবন রাখিব কতকাল॥

চক্ষের লোহ মুছি মোর নেত গেল খয়। এমন ষুন্দরিকে রাজা তোমার দয়া নয় ॥
না জাহ না জাহ প্রভু দুর দেসান্তর। মাএর বোলে প্রান হারাইবে ষুনহ সর্ত্তর ॥
ধিরে ধিরে রাজা করিল গমন। মাএর মন্দীরে গিঞা দিল দরসন ॥
কান্দিঞা বিকল হইল রাজার নন্দন। লোটাঞা লোটাঞা ধরেন মাএর চরন ॥
রাজা বোলে : একসর্ত্ত রানির কন্দনে মা গো প্রান নহে স্থির। ওভু ছিল বসমতি হইল দুই চির ॥
মায়া ঃ এক কথা কহিতে মোর প্রানে লাগে ডর। এক রাত্রী বঞ্চিব রানির বাসরঘর ॥
মায়া বোলে : ষুন বাছা রাজা বঙ্গেস্বর। এখনি আসিবে জোমা তোমার গোচর ॥
মা বোলে ঃ মা বচন বল গা বাছা রানির বারাবর। এই কথা ষুন বাছা বঙ্গের ষুন্দর ॥
মাএর বচন রাজা বাম না করিল। মা বলিতে ৫৫] [৫৬ রাজা রানির মহল গেল ॥
জেইমত্রে্র্ আসিঞা রাজা দুআরে ডাণ্ডাইল। খিড়কিদুআরে দাষি গোচর কলিল ॥
কী করহ কী করহ রানি নিচিন্তে বসিঞা। মা বলিতে রাজা আইলেন বাত্র্া জান সিঞা ॥
আকাষ ভাঙ্গিঞা রানির মাথায় পড়িল। বিসাদ ভাবিঞা রানি কান্দিতে লাগিল ॥
ধর বন্দি খেতুআ ভোগের তামুল খাবি। হাথে ধরিঞা রাজাকে খানিক রাখিবি ॥
তখন উদুনা রানি কোন বুদ্ধী করিল। জায় জায় দিঞা রানি পালঙ্গ বিছাইল ॥
সোনার পেটারি রানি পাড়িঞা নিল। ষুবর্ন্ন পেটারি লঞা পালঙ্গে বসিল ॥
বার মাসে বার ফুল চৈত্রে্র্ ফুটে ভাঁঠ। একে একে খসাইল পেটারির গাঁঠ ॥
ষুবর্ন্ন চিরনি রানি হাথে ত করিল। মাথার চাঁচর কেষ মাজনা করিল ॥
পাচালি ছন্দে বান্ধে চুলের বেউনি গাঁথিঞা। ষুবর্ন্নের চারি জাদ নোটনে বান্ধিঞা ॥
কপালে লাগাইল নবডণ্ড সিন্দুর। দুই পাএ তুলিঞা দীল ৫৬] [৫৭ ষুবর্ন্নের নেপুর ॥
তাড় তোড়র নিল পাএ পাতামল। কপালে তিলক নিল নআনে কাজল ॥
হাথের নোখে লাগাইল পরেসপাথর। চৌদ্দরাজার ধন দীল তাহার উপর ॥
নানা অভরন পরে উদুনা ষুন্দরি। বাম হাথে তুল্যা দীল মানিকঅঙ্গরি ॥
গলায় তুলিঞা দীল গজমতিহার। দুই হাথে তুল্যা দিল মানিক চারি তাড় ॥
ওপর কানে তুল্যা নিল ষুবর্ন্ন বউলি। নাম কানে তুল্যা দিল হিরা মদনকড়ি ॥
মুখে ত তুল্যা দীল কপুর তামুল। লবাঙ্গ জাইফল খাইল অতি ত রসাল ॥
এই ভেস বানাঞা রানি আনন্দিত হইল। বস্ত্র পরিতে রানি মনে ত করিল ॥
প্রথমে কাপড় পরে নামে খুনি আর ভুনি। জে কাপড় দেখ্যা ভুলে উড়স্যা ভ্রমমনি ॥
আর বস্ত্র পরে রানি লক্ষ্মিবিলাস। ছয় মাসের পথ জায় কাপড়ের বাস ॥
সেই কাপড় রানির মনে ত না ভাইল। আর কাপড় পরে নামে ষুকনভাল ॥

আয়ুক ৫৭] [৫৮ মানুবির কাজ দেবে করে আল। উর্ত্তম কাপড় সেই দেখিবারে ভাল ॥
আর কাপড় পরে নামে বেউড়বাস। সরলবনে থাকীঞা উড়ন করে হাস ॥
আর কাপড় পরে মেঘডুমুরি। আর কাপড় পরে নামে গন্ধমহি ॥
চৌর্দ্দ রাজার ধন জাহার দসির ভাঙ্গানি। দস রাজার ধন জার আঙাঠির গাথুনি ॥
সেই কাপড় রানি পরিধান করিল। ভুবন জিনিঞা রূপ জলিতে লাগিল ॥
জবে সাজন হইল স্বামি আইল ঘর। আনন্দে ভেঠিব জাঞা স্বামি নাগর ॥
খাট নড়ে পাট নড়ে কানের মদন। হংসগমনে রানি করিল গমন ॥
আইসহ বহিনি সব করহ গমন। রাজার কাছে জাঞা দিল দরসন ॥
জেখানে বসিঞা আছেন রূপের মুরারি। সেইখানে ডাণ্ডাইলেন যুবক চারি নারি ॥
হেট মাথাএ ছিল রাজা উপর মাথাএ চাএ। সুন্দরির রূপ দেখি রাজা ধুলাএ লোটাএ ॥
এক বিড়া পান রানি রাজার মুখে ত দিল। মাএর ৫৮] [৫৯ বুঝান কথা সকলি পাসরিল ॥
যুগিঘরের কেন্থা পাক দিঞা ফেলাইল। গঙ্গাজলে রাজাকে সিনান করাইল ॥
সুবর্ন্ন মন্দীর ঘরে পালঙ্গ বিছাইল। জয় জয় দিঞা রানি পালঙ্গে বসিল ॥
হেন বেলায় ময়নামন্তির মাথাএ টোনক পড়িল। সুতিঞাছিল ময়নামন্তি সপ্‌নে দেখিল ॥
ধিরে ধিরে ময়না করিল গমন। বেটার মন্দিরঘরে দিল দরসন ॥
জেইমাত্রে বহু সব সাযুড়িকে দেখিল। উঠিঞা চারি বহু পালাইতে লাগিল ॥
পুত্রে'র পালঙ্গে ময়নামন্তি বসিল। পালঙ্গে বসিঞা ময়না কান্দিতে লাগিল ॥
কালি সপ্ন দেখিলাঙ বাছা ঘোর অন্ধকার। আইল জোমের দুত্ত' তোমাকে বান্ধিবার ॥
চুলে ধরিছে জোমা গলায় দিছে পা। এমন নিদয়া করিছে জোমা মুখে নাহি রা ॥
রাজা বোলে এক তিল জাহ মা গো আপন মন্দীরে। ৫৯] [৬০ মা বচন বলি আমি রানি বারাবরে ॥
ধীরে ধীরে রানি সব গমন করিল। একসত স্ত্রি রাজার কাছে ডাণ্ডাইল ॥
রাজা বলে : বাহুড়িঞা ঘর জাহ পরম সুন্দরি। ছাড়িলাঙ তোমার মায়া জাব দেসান্তরি ॥
রানি বোলে : বিস খাইঞা মরিব কাটারি করি ভর। স্ত্রিবধ দিব আজি তোমারি উপর ॥
স্ত্রিবধের নামে কাঁপে ই তিন ভুবন। আলগরথে কাপেন খোয়াজ নিরঞ্জন ॥
রাজা বোলে : স্ত্রিবধ না দিহ উদুনা সুন্দরি। স্ত্রিবধ দেহ গা সাযুড়ীর বারাবরি ॥
রানি বোলে : ভাল কথা কহিলে মোরে প্রভু গদাধর। স্ত্রিবধ দিব গা চল সাযুড়ির উপর ॥
অষ্ট অভরন রানি ভুমিতে ফেলাইঞা। অনুমন্ত পাগল বেসে জায় ত চলিঞা ॥
চুনকালি গালে লঞা অদভুত কেস। চলিল উদুনা রানি পাগলের বেস ॥
ধিরে ধিরে রানি সব করিল গমন। সাযুড়ীর মন্দিরঘরে দীল দরসন ॥

জেইমাত্রে ময়নামত্তি বহুকে দেখিল। ৬০][৬১ চক্ষে পানি দীঞা দেবি কান্দিতে লাগিল ॥
কিবা গালি দিলেক বাছা গিআতিবর। কিবা গালি দিলেক বাছা পাত্র মনহর ॥
পাছে গালি দিঞাছে খেতুআ নফর। চুনকালি কেনে তোমার গালের উপর ॥
রানি বোলে ঃ নাহি গালি দেয় মোরে খেতুয়া নফর। নাহি গালি দেয় মোরে পাত্র মনহর ॥
জে কারনে চুনকালি গালের ওঁপর। সেইকথা কহিছি আমি তোমার গোচর ॥
কি কর কি কর তোমী নিচিন্তে বসিঞা। তোমার পুত্র আমার স্বামি জাইছেন যুগি হঞা ॥
জাউক জাউক বেটা তোমার বালাই লঞা। ঘির্ত্তঅন্ন খাহ গা মহলে বসিঞা ॥
চল চল রাখিব তোমাকে টুঙ্গি উপর। তোমার উপরে ধরিব সোনার ছত্তর ॥
একসত সুন্দরি দাসি করিঞা দিব। আপুনি সাসুড়ি হঞা জল ভরিব ॥
সুখে রাজ্য করহ বাছা ই বার বৎসর। তোমার বালাই লঞা বেটা জাউক দেসান্তর ॥
উদুনা বোলে ঃ অগ্নি দিঞা পোড়াইব তোমার সোনার ছত্র। ছাই দিঞা মাখাইব ৬১] [৬২ তোমার ঘির্ত্তভাত ॥
জোগি হঞা জাইছেন আমার প্রানের নাথ। ধাইঞা আইলাঙ আমি তোমার পাষ ॥
স্যামসুন্দর স্বামি রূপে গদাধর। এমন জৌবনের বেলায় পাটাহ দেসান্তর ॥
তুমি কি না জান মা গ আপন ধরনে। কত দুখ পাইঞাছ তুমি সমুরমরনে ॥
ছারেখারে জাউক সাসুড়ি ওঁলানি। হেটগাছ কাটিঞা উপরে ঢালে পানি ॥
ই তেল থাকিতে তোমি প্রদিপ নিভাইলে। জিয়ন্ত স্বামি থাকিতে তুমি উদুনা রাণ্ডি কৈলে ॥
অখণ্ড ফল ছিটিঞাছিলাঙ কার ঘরে। তেকারনে আমার স্বামি লঞা জায় পরে ॥
কাথে গালি দিল আমি রাণ্ডি বলিঞা। কেবা স্বামি লঞা জায় মোর দৃষ্টে অগ্নি দিঞা ॥
মোঙ জদী জানিথাঙ স্বামি জাবেক যুগি হঞা। সাসুড়িকে মারিথাঙ আমী গরল বিষ দিঞা ॥
লইয় রে জাইহ খাইহ বাপ ভাই। কোথা লুকাইল মোর সোনার গোবিন্দাই ॥
কান্দিতে কান্দিতে রানির বিজয়াগোমন। পুনুরূপি আইলা রানি রাজার দরসন ॥
উদুনা বোলে কিসের জ্ঞান পাবে রাজা তোমার কিসের অম্বর। ৬২] [৬৩ কাহার বোলে কুবুদ্ধী পাইলা নির্পবর ॥
বলি মহারাজা ছিল সপ্তচক্রবতি। সুজ্জবংসে রামরাজা তেহঁ গেলা কতি ॥
কতি গেলা রাবন রাজা দষমুণ্ড ধরে। চারিযুগ না বাচিল কেনে ব্রহ্মার বরে ॥
ইন্দ্র সুরপতি স্বাপনি জগর্ন্নাথ। তেঁহ ত মরিঞা গেলা সোন প্রানের নাথ ॥

জলন্ধরির প্রসাদে হাসাম দীনে গাএ। সির্দ্ধাগুরুর প্রসাদে রাজা অম্বরকায় ।।

ধন্য ধন্য গোবিন্দচন্দ্র মুঠে পাই মাজ্ঞা। মাএর বোলে যুগি হইছে গোবিন্দচন্দ্র রাজা ॥
চরনে ধরিঞা রানি বলিছে বচন। আমার বচন য়ুন রাজ তপরধন ॥
না কহিএ লাজে আমি প্রানে লাগে ডর। হাড়িপার সঙ্গে আছে তোমার মাতা ই বার বৎস্বর ॥
একখানি গুবাক হাড়ির সাতে খাঞা। তোমার বাপ মানিকচন্দ্রকে ফেলিলেক মারিঞা ॥
হাড়িপার সঙ্গে তেহোঁ থাকেন বসিঞা। তোমাকে পাঠাইছেন ফিকির করিঞা ॥
তোমার সকল ধন খাইবেক বসিঞা। ধোন ফুরাইলে ৬৩] [৬৪ জাবেক হাড়িপা গোড়াইঞা ॥
পরিক্ষা নেহ মোহারাজা পরিক্ষায় দেহ মন ।। নিষ্টা কহিলাঙ রাজা য়ুনহ বচন ॥
জদী পরিক্ষা দেন ময়নামন্তি রাই। তবে বঙ্গ ছাড়িঞা যুগি হইবে গোসাঞী ॥
রাজা বোলে ঃ ভাল কথা কহিলে মোরে উ২না য়ুন্দরি। সর্ত্ত্য পরিক্ষা দিবেন মাতা আমা বারাবরি ॥
জয় জয় দিঞা বসিলা পাটের উপরে। ডাক দীঞা আনিল তবে খেতুআ নফরে ॥
নিমন্তন্ন´ দেহ জাঞা কুটুম্ব সোদরে। ডাক দিঞা আনহ বাছা কুটুম্ব সর্ত্তরে ॥
কুটুমের ঘরে জাঞা দেহ নিমন্তন। মাতা পরিক্ষা দীবেন দেখুন সর্ব্বজন ॥
ই বোল য়ুনিঞা হইল খেতুআর গমন। কুটুম্বে´র বাড়িতে জাঞা দীল দরসন ॥
ঘরে ঘরে খেতুয়া দিলেন নিমন্তন। বিনয় করিঞা খেতুয়া বলিছেন বচন ॥
এক নিবেদন য়ুন কুটুম্ব সর্ব্বজন। না জানি কি কারনে ডাকেন রাজা ৬৪] [৬৫ গোবিন্দচন্দ্র ।।
এ বল য়ুনিঞা তবে কুটুম্ব সর্ব্বজন। ছয় কুড়ি কুটুম্ব সকল করিল সাজন ॥
ধিরে ধিরে কুটুম্ব সকল করিল গমন। রাজার কাছে গিঞা দিল দরসন ॥
পরিচয় করিল রাজা কুটুম্বের সনে। বসিতে আসন দিল মধুর বচনে ॥
কী কারনে ডাক্যাছ রাজা কহ ত বচন। সেই কথা বল রাজা য়ুনিব এখন ॥
হাসিঞা বলিছেন তবে রাজার নন্দন। মাতা পরিক্ষা দিবেন দেখ সর্ব্বজন ॥
হাসিঞা বলিছেন য়ুন খেতুআ নফর। তুরিত চলিঞা জাহ মাতার বারাবর ॥
কৌতুকে হইল তবে খেতুআর গমন। মাতার মন্দিরঘরে দিল দরসন ॥

আগু পাছু করি খেতুয়া না ভাবিল আন। মাথা নোঙাঞা কৈল পাতসাই ছার্লাম ॥
কি কর কি কর মাতা নিচিন্তে বসিঞা। তোমার পুত্র্য তলব করেন দেখ না জাইঞা ॥
ময়না বোল্গেন জে কারনে তলব করেন রাজা বঙ্গেশ্বর। সেই ত ৬৫] [৬৬ উপাএ আছি আমি ধড়েতর ॥
পুত্র্য হঞা পরিক্ষা নিবেন সভার ভিতর। জত জত পরিধান নিছেন সকল ॥
এক লক্ষের ভুনিখান পরিধান করিল। আগর চন্ন্যন চুআ অঙ্গে ত লেপীল ॥
কর্পুর তাম্বুল মুখে ত খাইল। অষ্ট অভরন রানি সকলি লইল ॥
ধিরে ধিরে হইল ময়নামন্তির গমন। পুত্রে্যর সাক্ষাতে আস্যা দিল দরসন ॥
রাজা বোলে ভাল হইল আইল কুটুম্ব সর্ব্বজন। কোন পরিক্ষা নিবে মাএর বল ত এখন ॥
হাসিঞা বলিছেন উদুনা মুখের উত্তর। তুলাপরিক্ষা দিবেন সভার বারাবর ॥
জেইমাত্রে্য ষুনিল ময়না এ সব বচন। খোয়াজনাথকে ময়না করিল স্বঙরন ॥
ডাণ্ডির একদিগে চড়াইল তুলা সাত রতি। আর দিগে চড়াইল ময়নামন্তি ॥
তুলাকে অধিক ময়না পাতল হইল। একসর্ত্ত রানির মাথাএ বজ্জর পড়িল ॥
রাজা বলে : ষুন ষুন উদুনা ষুন্দরি মাতা সতি হইল আমি জাব ৬৬] [৬৭ দেসান্তরি ॥
রানি বোলে : ইহ পরিক্ষা নহে রাজার কোঙর। কেষ পরিক্ষা দেন সাষুড়ি সভার ভিতর ॥
পরিক্ষার নাম ষুন্যা ময়না যুড়িল কন্দন। সত্ত্য পরিক্ষা দিব বাছা রাজ গোবিন্দচন্দ্র ॥
মধ্যখানে ষুন্দরি সব খাল কুড়িল। দুই দিগে দুইটি খড়িকা পুতিল ॥
আউ[ঠ]হাথ কেস গাছি খড়িকায় বান্ধিল। সাতখানি খুর কেসের হেটে ত দিল ॥
কেসের সাক দেখিঞা ময়না বলিতে লাগিল। কি কারনে পরিক্ষা নিছ আমি না জানিল ॥
খোয়াজ স্বঙরনে ময়ন কেসে পা দিল। সাত বার কেসের সাকতে আইল আর গেল ॥
আইল আর গেল ময়না একবার না টলিল। সতেক ষুন্দরির মাথায় বজ্জর পড়িল ॥
রানি বোলে : ইহ পরিক্ষা নহে যুন রাজার কোঙর। ঘটপরিক্ষা দেন সাষুড়ি সভার ভিতর ॥
তবে অজগর সপ্র্য ঘটে ভরাইল। সোনা রূপার অঙ্গুরি ঘটে ফেলাইল ॥
এক সত ষুন্দরি সব হাসিতে লাগিল।
খোআজে স্বাঙরিঞা ৬৭] [৬৮ ময়না ঘটে হাথ দিল।
দণ্ড পুরিঞা ছিল সপ্প্য হেষ্টমাথা কৈল। সাত বার অঙ্গরি রাজার হাথে দিল ॥
আসিঞা ময়নামন্তি সভাতে বসিল। জয় জয় দীঞা কুটুম্ব সব নাচিতে লাগিল ॥
রাজা বোলে : বাহুড়িঞা ঘর জাহ উদুনা ষুন্দরি। মাতা সতি হইল আজি জাব দেসান্তরি ॥
কান্দিঞা বলিছে রানি মুখের বচন। ইহ পরিক্ষা নহে ষুন রাজার নন্দ[ন] ॥

জলপরিক্ষা দেন সাষুড়ি সভার ভি[ত]র। ষুবর্ন্নের চালুন দিল সাষুড়ির বারাবর॥
চালুন দেখিঞা ময়না যুড়িল কন্দর্ন। জল আনিতে মাতা গুনেন মনে মন॥
চালুন লঞা হইল ময়নার গোমন। সরবর স্ত্রিরে জাঞা দীল দরসন॥
খোয়াজ স্বোঙরনে ময়না জলে ঝাপ দীল। চলুন ভরিঞা জল বাম হাতে করিল॥
বাম হাথে জল নিল করিঞা জতন। খোয়াজ স্বোঙরনে বৃদ্ধ হইল জোড়ন॥
জল লঞা ময়নার হইল গোমন। সভাতে আসিঞা তবে দিলেন দরসন॥
চালুন দেখিঞা রাজা যুড়িল ক্রন্দন। থাকহ উহুনা জাই বিদেসে গোমন॥
রানি ৬৮] [৬৯ বোলে ঃ ইহ পরিক্ষা নহে ষুন রাজার কোঙর। সিন্দুরপরিক্ষা দেন সভার ভিতর॥
সাতটা সিন্দুরে জাঙ্গাল করিল। সতেক ষুন্দরি সব নাচিতে লাগিল॥
তোলা গঙ্গাজলে মাতা সিনান করিল। খোয়াজ স্বোঙরনে ময়না সিন্দুরে পা দিল॥
সাত বার সিন্দুরে আইল আর গেল। দেখিঞা কুটুম্ব সকল নাচিতে লাগিল॥
সিন্দুরের অঙ্ক মাতার পাএ না লাগিল। জয় জয় দিঞা রাজা কৌতুক হইল॥
রাজা বোলে থাকহ উহুনা আপনে নিজঘরে। মাতা সতি হইল আমি জাব দেসান্তরে॥
রানি বোলে ঃ ইহ পরিক্ষা নহে সোন প্রভু গদাধর। ঘির্ত্তপরিক্ষা দেন সভার ভিতর॥
তিন দিগে তিনটা পর্ব্বত রাখিল। তাম্বার কড়াই আন্যে তাহার উরে দিল॥
সতেক কলসি ঘির্ত্ত তাহে ঢাল্যা দিল। ঘির্ত্ত পাইঞা অগ্নি জলিঞা উঠিল॥
খোয়াজ স্বোঙ[র]নে ময়না ঘির্ত্তে হাথ দিল। জলিছিল ঘির্ত্তগোলা ৬৯] [৭০ পানি হঞা গেল॥
পরিক্ষা দেখিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল। এমন জানিথাঙ তবে পরিক্ষা কেনে নিব॥
রাজা বোলে উহুনার মাথাএ পড়ুক বর্জ্জর। মাতা সতি হইল-আমি জাব দেসান্তর॥
রানি বলে ঃ ইহ পরিক্ষা নহে ষুন রাজার কোঙর। জৌপরিক্ষা দেন সাষুড়ি সভার ভিতর॥
পরিক্ষার নাম ষুন্যে ময়না যুড়িল ক্রন্দন। এতদিনে মরিলাঙ বাছা ষুন গোবিন্দচন্দ্র॥
ষুতার সঞ্চারে লাগে চারিখানি দেওঁাল। ষুর্দ্ধ চন্নর্নের স্তম্ভ খড়িকাহুআর॥
হিঙ্গুল হরিতাল লাগে জৌউ বিস্তর। চন্নর্নের কাষ্ট ঘরে করে ঝলমল॥
একসত কলসি ঘির্ত্ত দিল চালের উপর। কৌতুক করিঞা হাসে ষুন্দরি সকল॥
হিরামন মানিক দিল পরেসপাথর। চৌদ্দরাজার ধোন দিল তাহার উপর॥
মধ্য মাঝিআখানি কাচে ত ঢালিঞা। তাহা[র] উপরে পালঙ্গ রাখিল বিছাইঞা॥
ঘর বানাইঞা রানি গমন করিল। রাজার ছুয়ুরে জাঞা দরসন দিল॥
ঘর বান্ধিলাঙ ষুন প্রভু গদাধর। সষুড়ি পরিক্ষা দেন ৭০] [৭১ তোমার বরাবর॥

জেইমাত্রে´ উদুনা ই বোল বলিল। বিসাদ ভাবিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল ॥
জেইমাত্রে´ বলিল রাজা মুখের উর্ত্তর। পরিক্ষা দেহ মা গো আমার বারাবর ॥
ই বোল সুনিঞা ময়না করিল গমন। সরবরস্ত্রিরে জাঞা দিল দরসন ॥
লাফ্ফ´ দিঞা ময়নামন্তি জলে ঝাপ দিল। চৌর্দ্দতাল জল হটুআর হেট হৈল ॥
হটুএক জলে দেহ সুর্দ্ধ কৈল। গলাজলে নামিঞা ময়না পঞ্চ ডুব দীল ॥
স্নান করিঞা মাতার অঙ্গে হইল সুতি। তেতা বস্ত্র ছাড়িঞা পরিল পাটের ধুতি ॥
তখন ময়নামন্তি কোন বুদ্ধি করিল। খোয়াজের মহামন্তর মনে ত জপীল ॥
রথে ভর করিঞা খোয়াজ সুমুখে ডাণ্ডাইল। কি কারনে বাছা ময়না স্মোঙরন করিল ॥
ময়না বলে ছয় পরিক্ষা দিলাঙ তোমার গোচর। অগ্নিপরিক্ষা দেখ্যে মোর প্রানে লাগে ডর ॥
খোওাজ বলেন বাছা না ভাবিহ ডর। অগ্নিপরিক্ষায় রাখিবেন খোওাজ বির্দ্দাধর ॥ ৭১]
[৭২ জতেক পরিক্ষা দীলে পুত্রে´র বারাবর। সব দেখিঞাছি আমি সন্যের উপর ॥
খোজ বলেন বাছা ময়না না ভাবিহ মনে। আনন্দে বসিঞা থাক তুমি সিঙ্গাসনে ॥
প্রনাম করিঞা হইল ময়নার গমন। অগ্নির সুমুখে জাঞা দীল দরসন ॥
সাতপাক ময়নামন্তি ফিরিল পাক দিঞা। অগ্নির ঘর আইলা মা জয় জয় দিঞা ॥
হেন বেলায় চারি বহু দেখিবারে পাইল। জয় জয় দিঞা সভে উঠিঞা ডাণ্ডাইল ॥
চারি দিগে চারি বহু চারি নুড়া অগ্নি জাল্যা দীল। একসত সুন্দরি সব নাচিতে লাগিল ॥
ভাল হৈল সাযুড়ি অগ্নিতে প্রবেসিল। জোঅর মণ্ডপঘর পুড়িতে লাগিল ॥
উদুনা বোলেঃ ভাল হইল মরিল মাগি অগ্নির ভিতর। স্বামি লঞা রাজ্য করিব বঙ্গের ভিতরে ॥
পুদুনা সুন্দরি বলে সুন মুখের উর্ত্তর। পাছে সাযুড়ি সন্দ করে অগ্নির ভিতর ॥
অগ্নি নিভাইঞা বাহির করেন বঙ্গের ৭২] [৭৩ গোসাঞী। কিছু বজনা বাজাইব মোরা রাজার ঠাঞী ॥
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে আর করতাল খোল। নানাসব্দে বাদ্য বাজে জেন সুনি গণ্ডগোল ॥
সুআ পখি পড়ে গাএনে গিত গাএ। নটুআ নাচ করে বাএনে খোল বাজায় ॥
সরমঙ্গলা বাদ্য বাজে তলব নিসান। লেখাজোখা নাঞী কত বাজিছে বাজন ॥
এতেক বাজনা সব বাজিতে লাগিল। আনন্দ হইঞা রানি সব নাচিতে লাগিল ॥
রানি বোলে এত দিনে মরিল মোর দুষ্ট সাযুড়ি। প্রভু লঞা রাজ্য করি মোর রূপের মুরারি ॥
অগ্নি দেখিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল। কেনে বা আমার মা অগ্নীতে প্রবেসিল ॥

রাজা বোলে অগ্নি হইতে উঠ গো মা ময়নামস্তি রাই। অগ্নি হইতে উঠিলে মা যুগি হঞা জাই ॥
উদ্গুনা বোলে ঃ কেনে বা কান্দহ রাজা রূপের গদাধর। চলহ বৈসাই গা তোমাকে পাটের উপর ॥
জেইমাত্রে রানি ই বোল বলিল। পালঙ্গ হইতে রাজা উঠিঞা ডাণ্ডাইল ॥ ৭৩]
[৭৪ অগ্নির ভিতরে ময়না চমকিত হইল। মহামন্তর ময়নামস্তি গগনে তুলিল ॥
জলিছিল চৌদ্দিতাল অগ্নি হটুয়ার হেট হৈল। জয় জয় দিঞা ময়না উঠিঞা ডাণ্ডাইল ॥
একসত রানির মাথাএ বর্জ্জর পড়িল। দেখিঞা উদ্গুনা রানি কান্দিতে লাগিল ॥
রাজা বোলে বাহুড়িঞা ঘর জাহ উদ্গুন যুন্দরি। ছাড়িলাঙ তোমার ময়া জাব দেসান্তরি ॥
উদ্গুনা বোলে ঃ কীবা পাইলে দোষ রাজা কীবা পাইলে গুনা ॥ কী দোসে ছাড়িঞা জাবে উদ্গুনা পুদ্গুনা ॥
রাজা বোলে জে দোসে ছাড়িঞা জাব দেসান্তরি হঞা। সেই না দোসের কথা সোনহ ডাণ্ডাইঞা ॥
খেতুআএ আমাঞে পাসা খেলি জোড়মন্দির ঘরে। খেতুয়া দিগে পাসা ফেলিলি নানা রঙ্গে ॥
নফরকে জিতাইলি তোঁ আমাকে হারাইলি। সেইদিন হইতে মোর মনে ত টুটিলি ॥
সেহ দোষ বস্কিলাঙ তোকে ধরম দেখিঞা। আর না দোসের কথা যুনহ ডাণ্ডাইঞা ॥
আম্রগাছে কুকীলী ৭৪] [৭৫ ডাকে ডালিমগাছে যুআ। বলে ত কাড়িঞা খালি খেতুআর হাথের গুআ ॥
সেহ দোষ বস্কিলাঙ তোমার ধরম দেখিঞা। আর না দোসের কথা সোনহ আসিঞা ॥
খেতুয়ার পালঙ্গে যুতিঞাছিলিছ তোঁ। আলগ টুঙ্গিতে থাক্যা দেখ্যাছিলাঙ মেঁ ॥
সেহ দোষ বস্কিলাঙ তোমার ধরম দেখিঞা। আর না দোসের কথা যুনহ ডাণ্ডাইঞা ॥
রামরাত্রী পোহাইল কুকিলি কাড়ে রা। পালঙ্গ হইতে রানি ঝাড়িঞা তোল গা ॥
ঝারি হাথে করিঞা তোঁ গেলি তরুতলে। নফর খেতুআ তোমার ধরিলেক আঞ্চলে ॥
আঞ্চলে ধরিঞা খেতুয়া নানা খেলি করে। নআনে দেখিলাঙ পাপ জাব দেসন্তরে ॥
রানি বোলে ঃ জখন দেখিলে পাপ রাজা আপন নআনে। নাকে চুলে সাস্তি তখন না করিলে কেনে ॥
নাক চুল কাটিঞা মোর করিতে গঙ্গাপার। রাড়ে গোড়ে থাকিত আমার দুকুল খাকার ॥ ৭৫]
[৭৬ রাজা বোলে ঃ জখন আছিলাঙ আমি বঙ্গের অধিকারি। নাক কান কাটিঞা সাস্তি কারু নাহি করি ॥

এখন হইলাঙ আমি কড়ার ভিখারি । নাকে চুলে সাস্তি আমি না করিতে পারি ॥
রানি বোলে ঃ নষ্টচান্দ্র্যা চতুর্থি দেখিলাঙ ভাদ্রমাসে । না জানি ভরিলাঙ হাথ পুন্ন্য কলসে ॥
সেই কারনে কলঙ্ক হইল আমার কপালে । হাথে গলায় বান্ধিঞা ফেল সাগরের জলে ॥
নাড়িঞা চাড়িঞা খাউক কুম্ভির মগরে । তমু ত না দাওঁ। দেহ নফরের উপরে ॥
রাজা বলে ঃ নফর না বল রানি আমার ছোট ভাই । দুগ্ধ দিঞা পালন কর্য়্যাছে মা ময়নামন্তি রাই ॥
আমার মাথার পাগ লঞা খেতুআর মাথাএ দেহ । খেতুআর নামে তোমি দোহাই ফিরাইহ ॥
হাথে ধরিঞা খেতুআকে পাটে বৈসাইহ । নবদণ্ড ছত্র্য খেতুআর মাথাএ ধরিহ ॥
স্বোমি স্বোমি বলিঞা আলিঙ্গন দিহ । পুরুস বলিঞা তাখে জতনে রাখিহ ॥
কান্দিয়া বিকল হৈল উদুনা ৭৬] [৭৭ সুন্দরি । একটি বচন কহি তোমার বারাবরি ॥
কালি পুসিলাঙ জাখে পাতের অন্ন্য দিঞা । আজি কেমনে ডাকিব তাখে স্বোমি বলিঞা ॥
জখন খেতুয়া আমার পালঙ্গে দিবেক পা । বিস খাঞা মরিব গলাএ দিব দা ।।
কালি ডাকিলাঙ জাখে নফর বলিঞা । আজি কেমনে দিব তারে পালঙ্গ বিছাইঞা ।।
রাজা বোলে সুন কথা উদুনা সুন্দরি । আজি মা বচন বলিব আমি তোমার বারাবরি ।।
মা বলিতে ডরাই উদুনা বহিন বলিতে চাই । ঘুচাহ নেতের আঞ্চল দুগ্ধ দেহ খাই ।।
কোলে কর বেটা বলহ যুগি হঞা জাই । মোর বাট চাঞা আছেন ময়নামন্তি রাই ।।
কাকের মুখে কুকিলি কাড়ে রা । এক সত সুন্দরিকে রাজা বলিছে মা মা ।।
রানি বোলে ধিউক থাকুক ধিক জাউক জিবন । ঘরের স্ত্রিকে মা বল ই ছার বচন ।।
না কহ না কহ রাজা মুখে হৈল পাপ । তুমি আমার নিজ পতি খেতুয়া ধর্ম্মবাপ ।।
মা বলিঞা রাজার বিজয়াগমন । ময়নামন্তির কাছে জাঞা দিল দরসন ।। ৭৭]
[৭৮ কন্দিঞা বিকল হৈলা মাএর বারাবর । মা বচন বলিলাঙ মা গো সকল রানির গোচর ॥
ছাড়িলাঙ রানির মায়া জাব দেসান্তর । এতেক বলিলাঙ মা গো তোমার গোচর ।।
মা বোলে সুন বাছা রাজ গোবিন্দাই । একটি কথা বাছা তোমাকে সুধাই ।।
কিসের কারনে বাছা মুণ্ডাইলে মাথা । কিসের কারনে তুমি গলাএ নিলে কেথা ।।
কিসের কারনে তুমি মুখে দিলে ভস্ব । কিসের কারনে হাথে নিলে দ্বাদস ।।
রাজা বোলে ঃ উকুনের কামড়ে আমি মুণ্ডাইলাঙ মাথা । সিতের কারনে আমি গলাএ দিলাঙ কেথা ।।
তেলের কারনে আমি মুখে দিলাঙ ভস্ব । কুকুরের কারনে আমার হাথে দোয়াদস ।।
মা বোলে ঃ কোন মুখে আইসহ বাছা কোন মুখে জাওঁ । কোন মুখে মাগ ভিক্ষা কোন মুখে খাওঁ ।।

ফুল পুষ্প না ছিল বাছা কোথা ছিল গন্ধ। আকাষ না ছিল বাছা কোথা ছিল চন্দ্র ॥
দধি দুগ্ধ´ মধ্যে বাছা না ছিল ঘিউ। আতোগুা না ছিল বাছা ৭৮] [৭৯ কোথা ছিল জিউ ॥
রাজা বোলে : মনমুখে আসি মা পবনমুখে জাই। থালমুখে মাগি ভিক্ষা গুরু
মুখে খাই ॥
ফুল পুষ্প মধ্যে নাসিকায় বৈষে গন্ধ। আকাস না ছিল মা : লর্ল্লাটে ছিল চান্দ´ :
দধি দুগ্ধ মধ্যে মা : মথনে বৈসে ঘিউ। আত্মা না ছিল মা : সন্তে ছিল জিউ ॥
মা বোলে ষুন বাছা রাজা গোবিন্দাই। আর এক বচন বাছা তোমাকে ষুধাই ॥
আকাষ মধ্যে বাছা কয়গুটি তারা। ইন্দ্রমধ্যে বাছা বরিসে কয় ধারা ॥
বিক্ষমধ্যে বাছা কয়গুটি পাত। মা বোলে অ বাছা মেদুনি কয় হাথ ॥
রাজা বলে ষুন মা : ময়নামন্তি রাই। আর এক কথা তোমার চরনে জানাই ॥
আকাস মধ্যে মা : দুই গুটি তারা। এন্দ্র মধ্যে মা : বরিসে এক ধারা ॥
বৃক্ষমধ্যে মা : দুই গুটি পাত। পুত্র বলে অ গ মা : মেদুনি আউঠহাথ ॥
মাও* বলে ষুন বাছা রাজা গোবিন্দাই। আর এক কথা বাছা তোমাকে ষুধাই ॥
জলকুম্ভ মেদুনি বহিল আসমান ৭৯] [৮০ ধরিঞা। কোন জনা। হেমন্তপুরুস কোন
রূপে ফিরে নিন্দ চিআইল কোন জনা ॥
রাজা বোলে সোন মা : ময়নামন্তি রাই। একটি বচন তোমার চরনে জানাই ॥
জলকুম্ভ মেদনি দোমের উপরে বহিল আসমান ধরিল পরোসন্নে´। হেমন্ত বসন্ত পুরুস
বাও*রূপে ফিরে লিন্দ চিআইল চেতনে ॥
কথার তর্ত্ত পাইঞা ময়না হরসিত হইল। একইস কড়া কড়ি পুত্রের ঝুলিতে ফেলাইল ॥
সেই কড়ি লঞা রাজা গমন করিল। পুনুর্ব্বার গুরুর কাছে দরসন দিল ॥
আগু পাছু না বলিল না করিল আন। মাথা নোঙাঞা করিল দণ্ডবত প্রনাম ॥
প্রনাম করিঞা রাজা একদিগে ডাণ্ডাইল। মাএর বচনে রানির মহল ছাড়িল ॥
রাজা বোলে মহামন্তর দিঞা গুরু মোরে করহ অক্ষর অম্বর। জ্ঞান দেহ জ্ঞান দেহ মোরে
হাড়িপা লঙ্কেরশ্বর ॥
গুরু বলে ষুন ষুন বাছা রাজ গোবিন্দাই। একটি বচন তোমাকে বুঝাই ॥
জদি জ্ঞান থাকে আমার ৮০] [৮১ ধড়ের ভিতরে। তবে কি থাকীএ তোমার ঘোড়ার
পাইঘরে ॥
গুরু বলেন কেনে বা ছাড়িঞা আইলে উদুনার ঘ[র]। কেনে বা ছাড়িঞা জাবে দুরু
দেসান্তর।
কানিঞা বিকল হইলা রাজা গুরুর বারাবর। জানিঞা বুনিঞা জ্ঞান দেহ জ্ঞানি ডাঙ্গর।

রাজা বোলে ঃ জনমে জনমে আমি তোমার চাকর। সকল কহিলাঙ গুরু তোমার গোচর ॥
এখানে রহিল রাজা রাউল গদাধর। হোথা সাজন করে উদুনা যুন্দর ॥
কোটাল বলিঞা উদুনা ডাকিতে লাগিল। যুনিয়া কলিঙ্কা কোটাল সর্ত্তরে আইল ॥
রানি বোলে বাছা রে কলিঙ্কা ঘাটে ঘাটে দেহ থানা। রাম্ব্য দিঞা যুগিকে আসিতে কর মানা ॥
জোথা জোথা দেখ বাছা জোগি দেসান্তরি। আনিঞা বান্ধহ যুগি নহে প্রানের বৈউরি ॥
ধরিঞা সন্ন্যাসিভেস নষ্ট কৈল দেস। আমার নগরে যুগি করিল প্রবেস ॥
বার বৎসর পুসিলাঙ জোগিকে ঘির্ত্ত অন্ন দিঞা। নিঞা জায় বঙ্গেশ্বর রহিলাঙ চাহিঞা ॥
সোন সোন ওরে বাছা পাত্র্ সকল। ৮১] [৮২ লক্ষ লক্ষ তঙ্কা দিব তোমা বারাবর ॥
বহুত জতনে ছিল আমার রাজা জে যুন্দর। রাখিতে নারিলে মোর বঙ্গের গুআচোর ॥
বুর্দ্ধের সাগর আমারা বুদ্ধি দিতে পারি। আপনার সকতি রাজাকে রাখিতে না পারি ॥
আঠার হাজার হাথি আছে দরবার উপর। হাথি সাজিঞা জাহ হাড়িপা বারাবর ॥
এখনি মরিবেক হাড়িপা যুধ্যের্স্বর। হাথে ধরিঞা বৈসাহ রাজাকে পাটের উপর ॥
এতেক যুনিঞা উদুনার হরসিত মন। এক লক্ষ তঙ্কার মদ্য আনিল তখন ॥
হাথির তরে মদ্য আনিল কীনিঞা। মদ্য খাওঁায় হস্তিকে আনন্দীত হঞা ॥
উর্ত্তরদুআরে সাজে মকুন্দ্ গোক্করদার। বার হাজার তুঁপাসি জাহার সরদার ॥
পছিমদুআরে সাজে বাওন হাজার ঢালি। দক্ষিনদুআরে সাজে দস লাখ ধিনুকি ॥
পুর্ব্বদুআরে সাজে আঠার হাজার হাথি। ভিতরমহলে সাজে একসর্ত্ত যুবতি ॥
অন্ধ্বাউ মধ্যে সাজে নামে কালাপাহাড়। একেক ঢালে রাখে জে সওঁ সওঁ দুআর ॥
সার‍্যো সার‍্যো ৮২] [৮৩ হাথি দেখিতে লাগে ডর। হাথির যুণ্ডে বান্ধে মূদগর লোহার ডাঙ্গর ॥
জোআন বএস আছে বল উদুনার সরিরে। লাম্ফ দীঞা চড়িল রানি ঘোড়ার উপরে ॥
ধিরে ধিরে উদুনার বিজয়াগমন। হাড়িপার কাছে জাঞা দীল দরসন ॥
রাজা বোলে ঃ অহে গুরু অহে গুরু হাড়িপা লঙ্কেস্বর। তোমাকে মারিতে আইল উদুনা যুন্দর ॥
ডাক পাইঞা গুরুর চেতন হইল। যুমুখে উদুনার নস্কর দেখিতে পাইল ॥
গাএ ছিল কেম্থা ভুমিতে ফেলিল। চৌদ্দতাল হঞা কেম্থা গগনে লাগিল ॥
আঠার হাজার হস্তিযুণ্ড কেম্থাতে লাগাইল। তমু ত হাড়িপার কেম্থা ঠেলিতে নারিল ॥
বলে হারা তখন উদুনা হইল। খেতুআর কাছে জাঞা দরসন দিল ॥

রানি ঃ ধর বলি খেতুয়া ভোগের তামূল খাবি। সির্দ্ধা হাড়িপাকে বান্ধিঞা আনিবি ॥
একে ত খেতুআ দোওঁন্ধ আজ্ঞা পাইল। বার মন লোহার ডাঙ্গুর কান্ধে করিল ॥
রানির বোলে লোহার ডাঙ্গ তুলিঞা মারিল। ৮৩] [৮৪ খানখান হঞা ডাঙ্গুর ভাঙ্গিঞা পড়িল ।।
ফিরিঞা চান তখন হাড়িপা লঙ্কেশ্বর। পাছুতে দেখিতে পান খেতুআ নফর ।।
কিবা দীব সাঁপ বেটা কিবা দিব বর। বার বৎস্বর রায্য কর গা পাটের উপর ।।
বর পাইঞা খেতুআ রানির কাছকে আইল। জলন্ত আনলে জেন ঘির্ত্ত ঢাল্যা দিল ।।
রানি বোলে এই বর পাইলে তুমি হাড়িপা বারাবর। মনে সাদ করহ তুমি বঞ্চিতে বাসর ।।
ধর বলি কলিঙ্কা ভোগের তামুল খাবি। দক্ষিন ময়সানে লঞা খেতুআর গর্দ্দন মারিবি ।।
এ বোল যুনিঞা খেতুআ কান্দিতে লাগিল। বিনয় করিঞা কিছু বলিতে লাগিল ।।
এক তিল রাখ মা গো রানি দণ্ডেধর। হাড়িপাকে বান্ধিঞা দিছি তোমার বারাবর ।।
বিসম জিঞ্জিরে হাড়িপাকে বন্ধন করিল। বাইস মন খোকুড়িভিতরে হাড়িপাকে ফেলিল ।।
বাইষ মন পাথর বুকে চাপাইঞা দিল। গঙ্গাজলে ৮৪] [৮৫ হাড়িপাকে তখন ফেলিল ।।
এক তাল দুই তাল তিন তাল জায়। সাততালের মধ্যে ভাসিঞা বেড়ায় ॥
আপুনি বন্ধন তখন খসিঞা পড়িল। বন্ধন খসিল হাড়িপা হাসিতে লাগিল ।।
হাসিঞা উদুনা মাথা তুল্যা চায়। জলের উপরে হাড়িপা বাঞী ছাড়ি খেলায় ।।
উদুনা বোলে সোন পুদুনা যুন্দরি। এখন ডাকহ হাড়িপা জলন্ধরি ।।
তখন হাড়িপা জোগি কি বুদ্ধি করিল। জলে ছিল হাড়িপা পাহাড়ে উঠিল ॥
তিন দিগে তিনটা পাহাড় রাখিল। তাহার ওঁপরে তবে কড়াই চড়াইল ॥
হাড়িপাকে বান্ধিঞা তাহাতে ফেলাইল। জলন্ত আগুন পানি হঞা গেল ॥
জয় জয় দিঞা হাড়িপা উঠিঞা ডাণ্ডাইল। সকসর্ত্ত রানির মাথায় টোনক পড়িল ॥
তখন উদুনা কোন বুর্দ্ধি করিল। চৌর্দ্দ সের মাহুড় বিসের লাড়ু সজাইল ॥
ডালাতে করিঞা লাড়ু সাজিল। জোড়হাথে উদুনা হাড়িপাকে দিল ।।
অহে অহে গুরুদেব হাড়িপা লঙ্কেশ্বর। বিসাদ না ৮৫] [৮৬ করিহ আমার প্রভু গদাধর ॥
তখন হাড়িপা জোগি কি বুদ্ধি করিল। চৌর্দ্দ সের বিসের নাড়ু ভক্ষন করিল ॥
যুবর্ন্ন পালঙ্গে গুরু গাওঁ গড়াইঞা। লক্ষের পাছড়া গুরু গাএ তুল্যা দীঞা ।।

উতুন বোলে যুন পুতুনা যুন্দরি। বিস খাঞা চলিল হাড়িপা জলন্ধরি ॥
ধর বলি খেতুয়া ভোগের পান খাবি। টেঙ্গে দড়ি দিঞা হাড়িপাকে গোবতে ফেলিবি ॥
এতেক আজ্ঞা খেতুয়া পাইল। নিআলির দড়ি খেতুয়া হাথে ত করিল ॥
হাড়িপার কাছে জাঞা দরসন দিল। ধিরে ধিরে খেতুয়া পাএ হাথ দিল ॥
চেতন পাইঞা হাড়িপা উঠিঞা বসিল। হাড়িপা বলেন যুন মুখের উর্ত্তর ॥
গুরু বলেন : বার বৎস্বর রহিলাঙ আমি তোমার ঘোড়ার পাইঘরে। কিছু অন্নˊ মাগিঞা আন উতুনা বারাবরে ॥
এ বোল যুনিঞা রাজার বিজয়াগমন। পুনুর্ব্বার রানির কাছে দিল দরসন ॥
দরবারে জাঞা রাজা সিঙ্গনাথ পুরিল। ভিতরমহলে উতুনা চমকিত হইল ॥
তুরিতগমনে রানি ৮৬] [৮৭ রাজার কাছে আইল। অন্নˊ আনিতে রাজা আজ্ঞা করিল ॥
ধর বলি উতুনা বাটার পান খাবি। গুটিক অম্বলভাত আনিঞা জোগাবি ॥
ই বোল যুনিঞা রানি আনন্দীত হইল। আপন রসইঘরে দরসন দিল ॥
পঞ্চাস বেঞ্জনে ভাত রান্দিঞা নামাইল। বেঞ্জন সহিত ভাত থালে ত ঢালিল ॥
অন্নˊ লঞা রানি করিল গমন। রাজার যুমুখে জাঞা দীল দরসন ॥
লাউএর থাল রাজা ভুমিতে পাতিল। উবুড়হস্তে অন্নˊ রানি রাজার থালে উভারিল ॥
অন্নˊ দীঞা রানি কান্দিতে লাগিল। চরনে ধরিঞা রাজার মিনতি করিল।
রানি বলে : আজ্জিকার দিন থাকহ প্রভু গদাধর। কালি বিহানে জাবে দুর দেসন্তর ॥
ই বোল যুনিঞা রাজা বলিছেন বিনয়। এই দেখাযুনা রানি পথের পরিচয় ॥
নিশ্চˊএ কহিলাঙ যুন উতুন যুন্দরি। ছাড়িলাঙ তোমার ময়া জাব দেসান্তরি ॥
ই বোল বলিঞা রাজার বিজয়াগমন। হাড়িপার কাছে জাঞা দিল দরসন ॥ ৮৭]
[৮৮ যুবন্নেˊর থালে ভাত বাড়াইঞা দীল। অন্নˊ দেখিঞা গুরু হাসিতে লাগিল ॥
আর্দ্দিনাথ মিননাথকে অন্নˊ বাড়াইল। তিনগ্রাস অন্নˊ গুরু মুখে তুল্যা দিল ॥
অন্নˊ খাইঞা গুরু মাথাএ পোছে হাথ। আজি হইতে খণ্ডিল হাড়ির জত পাপ ॥
রৈজানি পোহাইল পুরিল সিংহনাদ। চলিল গোবিন্দচন্দ্র রাজা শুনিঞা প্রমাদ ॥
রাজার মুখ দেখিঞা কান্দে জত প্রজাগন। নগরের লোক কান্দে ব্রাহ্মন সজ্জন ॥
সোলবঙ্গ কান্দে রাজার গুবাক নারিকলা। তাহার মধ্যে কান্দে রাজার নারিঙ্গ কোমলা।
মাথার ছত্রˊ কান্দে রাজার পাত্রˊ মনহর। বারভুঞা কান্দে রাজার চৌদ্দ লাখ নস্কর ॥
আঠার হাজার হাথি কান্দে দরবার উপর। সোনা রূপা কান্দে রাজার চৌদ লাখ ভাণ্ডার।

উত্তরদুআরে কান্দে মোকুন্দ গোরহদার। সোল হাজার তুঁপসি কান্দে জাহার সরদার॥
পছিমদুআরে কান্দে বাওঁন হাজার ৮৮] [৮৯ ঢালি। পুর্ব্বদুআরে কান্দে চৌদা লাখ
ধুন্নকি॥
দক্ষিনদুআরে কান্দে মির মজলিসি। ভিতরমহলে কান্দে একসত রূপসি॥
খাটপাট কান্দে রাজার গাড়ু গুদাজোড়া। পাইঘরে কান্দে রাজার বাগুন হাজার
ঘোড়া॥
গোহালিমধ্যে কান্দে রাজার সোল কাহন গাই। অরুন্যমধ্যে কান্দে মইসের লেখা
নাঞী॥
বঙ্গমধ্যে কান্দে রাজার মিঠা নামে গুআ। যুবন্ন´ পিঞ্জিরায় কান্দে সারি নামে যুআ॥
উঠানমধ্যে কান্দে রাজার তিতির মওঁরা। চড়িবার পাখর কান্দে হংসরাজ ঘোড়া।
গঙ্গার সাজন কান্দে সোল কাহন না। নাএর মধ্যে কান্দে রাজার মহল গিরি কোসা॥
তেলি কান্দে মালি কান্দে ব্রাহ্ম´ন বানিঞা। নগরের লোক কান্দে ধুলাএ লোটাঞা॥
নগরের মধ্যে কান্দে ভাট নিলাম্বর। রাজপুরুহিত কান্দে ব্রাহ্ম´ন সঙ্কর॥
ভোগমধ্যে কান্দে রাজার সন্তি নামে ঘি। ভিতরমহলে কান্দে লক্ষপতির ঝি॥ ৮৯]
[৯০ উদ্রায় মধ্যে কান্দে নামে কালাপাহাড়। ঢালের পটকলে রাখে জে সোল স সওঁার।
ঘরের নফর কান্দে খেতুয়া রাজাকে দেখিঞা। ময়নামন্তি কান্দে চক্ষে পানি দিঞা॥
হেথা অচেতন হইঞা কান্দে উদুনা যুন্দরি। হাহাকার করিঞা কান্দে রাজার অন্তসপুরি॥
মারিঞা কাটিঞা রাখ আমার বঙ্গের রাজা। রাজার হুতাসনে কান্দে জতেক সহরের প্রজা॥
কি কৈল কি কৈল রাজা কৈল কিবা কর্ম্ম। যুগি হইঞা রাজা তুমি সাধিলে কোন ধর্ম্ম॥
রাজাকে দেখিঞা উদুনার গরব হৈল চুর। নড়িলা গোবিন্দচন্দ্র নিদয়া নিঠুর॥
পাছু নাহি চাহে রাজা নাহি ময়ামোহ। সতেক মহাদোঁ কান্দে চক্ষে পড়ে লোহ॥
অন্তসপুরে হইতে যুনিল রাজার মাওঁ। চলিতে পড়িছে রানি কান্দে উভরাও॥
মআমোএ কান্দে রাজার মাহাদই। অক্ষর অম্বোর হইও বাছা রাজা গোবিন্দাই॥
রাজাকে লইঞা হইলা হাড়িপার গোমন। বট বিরিক্ষের ৯০] [৯১ তলে গিঞা দিল
দরসন॥
আপনার নগরকে রাজা প্রনাম করিঞা। চলিল গোবিন্দচন্দ্র জাত্রা করিঞা॥
অনুফা নগরে রাজা উর্ত্তরিল গিঞা। সেই ত নগরখান পাছুআন করিঞা॥
দুই প্রহর বেলা হৈল ভোজনের সময়। ভোখে রহিতে নারে রাজা গোবিন্দরায়॥
অষ্ট গা যুখাইল রাজার মুখে নাহি রা। ভোখে ব্যাকুল রাজার নাহি চলে পা॥
রাজার চরিত্র দেখিঞা বাউল জলন্ধরি। বিশ্রাম করিল গিঞা বিক্রমনগরি॥

বিক্রমনগরে রাজার সম্বুরের ঘর। তাহা দেখিঞা কান্দে রাজা গুরুর বারাবর ॥
এক তিল থাকহ গুরু বটবৃক্ষের তলে। সম্বুরকে দেখিঞা আসি ভিতরমহলে ॥
ই বোল বলিঞা রাজা গোমন করিল। সম্বুরের ঘরে গিঞা দরসন দীল ॥
সভাতে জাইঞা রাজা সিঙ্গনাদ পুরিল। অন্তসপুরের লোক সব চমকিত হৈল ॥
যুবুন্নে´র একইস বুড়ি কড়ি আচলে বান্ধিঞা। জামাতার কাছে রানি উতরিল গিঞা ॥ ৯১]
[৯২ যুগিকে দেখিঞা রানি কহিছেন উর্ত্তর। কোন দেসে থাকহ জোগি কোন দেসে ঘর ॥
কে তোমার বাপ মা সাক্ষাতে সোদর। এতেক বলিল রানি যুগির বারাবর ॥
যুগি বোলে : দেবপুরে থাকি আমি কলিঙ্কানগরে ঘর। ভিক্ষা করিতে আইলাঙ তোমার নগর ॥
হাসিঞা কহিছে রানি মুখের উর্ত্তর। এমন যুন্দর জোগি নাহি দেখি পথের উপর ॥
অপরূপ হাথ পাও˝ বিপরিতি আখি। এমন যুন্দর জোগি কভু নাহি দেখি ॥
যুন্দর দেখিএ জোগির অলপ বএস। এমন যুন্দর জোগি আছিল কোন দেস ॥
বর্ত্তিষ দর্ন্তে´ জেন ভুমরের যুতি। সাক্ষাতে দেখিএ জেন উদুনার নিজোপতি ॥
ই কথা যুনিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল। সাযুড়ি সালাজে তখন বুদ্ধী ছিরজিল´॥
ধরিঞা রাখহ যুগিকে জতন করিঞা। ছোট বড় পুত্র সব মোর আনহ ডাক দিঞা ॥
এ ৯২] [৯৩ বোল যুনিঞা রাজা সন্নে´ লুকাইল। লুকাইঞা সাযুড়িকে প্রনাম করিল ॥
সম্বুরের মহল হৈতে রাজা গোমন করিল। গুরুর কাছকে গিঞা দরসন দিল ॥
রাজাকে লইঞা গুরু করিল গোমন। অরন্য জঙ্গলে গিঞা দিল দরসন ॥
গুরু বলে : বড় দুখ দিঞাছে বেটা পাইঘরে ই বার বৎস্বর। আজী কিছু দুখ দিব আমী অরন্যভিতর ॥
বোনের ভিতরে হাড়িপা ডাকিতে লাগিল। তুরিতগোমনে বোনকোঙরি কাছকে আইল ॥
ধর বলি বোনকোঙরি ভোগের তামুল খাবি। বোনসোমেত কাটা খোঁচ ফেলিঞা দিবি ॥
পথ ছাড়িঞা হাড়িপা বিপথে জায়। পাও˝ বাড়াইতে কাঁটা ভুকে রাজার পায় ॥
রাজা বোলে অহে গুরু নিবেদন করি। কাঁটা খোঁচের জালাতে চলিতে না পারি ॥
বিসাদ ভাবিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল। কান্দিতে কান্দিতে রাজা গুরুকে যুধাইল ॥
ধিরে ধিরে চলহ য়হে গুরু জলন্ধরি। তোমার চলনে আমি চলিতে না পারি ॥
উপরে ভুকে খোচ হেটে ভুকে কাঁটা। পাক দিঞা ফেলাইব তোমার ঝোলি কেন্থা ॥ ৯৩]
[৯৪ উদুনা পুদুনার কথা আমি না যুনিলাঙ কানে। তে কারনে দুখ্য পাই অরুন্য বিযুবনে ॥
এত দুখ আছে গুরু অরুন্যভিতরে। হংসরাজ ঘোড়া আমার রহিল মেরকুল সহরে ॥
হংসরাজ ঘোড়া আমি আনিথাঙ সঙ্গে করিঞা। দুইজোনে জাইথাঙ আমারা ঘোড়াতে চড়িঞা ॥

ঘোড়া হইতে নাম্বিঞা আমি কাটিথাঙ ঘাষ। চেরোওঁদার হঞা আমি থাকিথাঙ তোমার পাষ ॥
চলিতে না পারি আমি সোন প্রানের নাথ। কান্দিঞা কান্দিঞা কহে জোড় করি হাথ ॥
রাজার ক্রন্দন যুন্যা গুরুকে দয়া উপজিল। বাছা বাছা বলিঞা রাজাকে কোলেত করিল ॥
বিনয় করিঞা কহে রাজা গোবিন্দাই। ভাল পথ করিয়া দাওঁ সঙ্গে চল্যা জাই ॥
মেরকুল সহরে আছে জেন জাঙ্গাল আমার। তেমতি করিঞা দেহ বোনের ভিতর ॥
এই বৃক্ষের তলে খানিক থাকিব যুতিঞা। আমি যুই তুমি গুরু থাকহ বসিঞা ॥
কালনির্দ্রা বলিঞা গুরু ডাকিতে লাগিল। আ ৯৪] [৯৫ সিঞা কালনির্দ্রা প্রনাম করিল ॥
ধর বলি কালনির্দ্রা ভোগের তামুল খাবি। রাজার চক্ষে জাঞা চাপিঞা বসিবি ॥
রাজা বোলে : যুন যুন অহে গুরু আমার উর্ত্তর। নির্দ্রা জাইতে চাহি আমী অরুন্যভিতর ॥
গুরুকে কহিঞা রাজা বাগছাল বিছাইঞা। যুতিলা গোবিন্দচন্দ্র বিসাদ ভাবিঞা ॥
বিস্বকর্ম্মা বলিঞা গুরু স্মোঙরন করিল। আসিঞা ত বিস্বকর্ম্মা প্রনাম করিল ॥
ধর বলি বিস্বকর্ম্মা ভোগের তামুল খাবি। ছয় মাসের পথ তোঁ জাঙ্গাল বান্ধিবি ॥
কথা কহিতে গুরুর বিলুর্ম্ব হইল। ছয় মাসের পথ বিস্বকর্ম্মা জাঙ্গাল বান্ধিল ॥
জাঙ্গাল বান্ধিঞা লেখিতে গেল মোন। জাহি যুহি লেখিল কানাঞার বিন্দাবোন ॥
জাঙ্গাল বান্ধিঞা কামিলা করিল গমন। হাড়িপার কাছে জাঞা দিল দরসন ॥
বিস্বকর্ম্মা বলে : জাঙ্গাল বান্ধিঞা আইলাঙ তোমার চরন। কামিলাকে দেখিঞা গুরু বলিছেন বচন ॥
জাহ জাহ কামিলা তোমাকে দিলাঙ বর। প্রিথিবির ভিতরে হৈওঁ অক্ষর ৯৫] [৯৬ অম্ভর ॥
ধর বলি নির্দ্রা ভোগের তামুল খাবি। রাজার চক্ষ চাড়িঞা গোমন করিবি ॥
গুরুর আজ্ঞা জখন নির্দ্রা পাইল। রাজার চক্ষ ছাড়িঞা গোমন করিল ॥
রাজা বোলে অহে গুরু হাড়িপা লঙ্কেস্বর। অপরূপ জাঙ্গাল দেখি অরন্যভিতর ॥
জাঙ্গাল দেখিঞা রাজা হরষিত হইল। গুরুসিস্যে আগুপাছু চলিতে লাগিল ॥
হাড়িপা বলেন যুন বাছা রাজা গোবিন্দাই। বড় ইস্ছা জাইছে বাছা মদ্য খাঞা জাই ॥
রাজা বোলে চল গুরু যুণ্ডিঘর জাই। ঝুলিতে যুবর্ন্নের কড়ি আছে আমার ঠাঞী ॥
রাজা বোলে চলহ গুরু যুণ্ডিঘরে মদ্য খাওঁাইব। মদ্য খাইঞা যুস্ত হইঞা পথে চল্যা জাব ॥
ই বোল যুনিয়া গুরু মনে মনে হাসে। ধোনের হুহুঙ্কার বেটা এখন মনে বাসে ॥
বার বৎস্বরের দুখ্য হাড়ির মনেত পড়িল। নগরে সামাঞা হাড়িঞা বুর্দ্ধি স্রীজিল ॥
বড় দুখ্য দিমু রাজাকে আজি যুণ্ডী ৯৬] [৯৭ বারাবর। মদ্য খাইঞা রাজাকে করিব আজী যুণ্ডির নফর ॥

এক হুহুঙ্কার গুরু গগনে তুলিল। একইষ বুড়ি কড়ি রাজার সঙ্গে উড়াইল ॥
ঝুলিতে হাথ দিঞা রাজা কড়ি দেখিল। কড়ি না পাইঞা রাজা কান্দিতে লাগিল ॥
রাজা বলে মদ্য খাইবে গুরু তোমাকে আছে দয়া। মদ্য খায় গা গুরু আমাকে দিঞা বান্ধা ॥
ই বোল যুনিঞা গুরু গোমন করিল। যুণ্ডির বাড়িতে জাঞা দরসন দিল ॥
ধর বলি যুণ্ডিরে ভোগের তাম্বুল খাবি.। একইস বুড়ির কড়ির মদ্য তুরিত আনিবি ॥
মদ্য আনিঞা দাও* আমার বারাবর। আমার সিস্য বান্ধা থোও* দুই প্রহর ॥
ই বোল যুনিঞা যুণ্ডি আনন্দীত হৈল। একইষ কাড়ার কড়ি মদ্য মাপিঞা জোগাইল ॥
মদ্য লঞা হাড়িপা গোমন করিল। বাহির নগরে জাঞা দরসন দিল ॥
মহামন্তর হাড়িপা গগনে তুলিল। যুণ্ডির ঘরবাড়ি সব গগনে উঠাইল ॥
বিসাদ ভাবিঞা যুণ্ডি কান্দিতে লাগিল। কান্দিতে কান্দিতে যুণ্ডি ৯৭][৯৮ মনেত ভাবিল ॥
কোথাকার সন্যাসি আইল আমার ঘর। সন্যের দিস্টে ধোন মোর উড়িল সকল ॥
কড়ির নাহি দায় জাউক বান্ধা নিঞা ॥ গোমন করিল যুণ্ডি এই ত ভাবিঞা ॥
হাড়িপার কাছে জাঞা যুণ্ডি দিল দরসন। কড়ির নাহি দাও*া বল্যে ধরিল চরন ॥
যুণ্ডি বলে আপনার বান্দা নিঞা করহ গোমন। এ বোল যুনিঞা গুরু বলিছেন বচন ॥
মুখের হুহুঙ্কার গুরু গগনে তুলিল। বর দিলেন যুণ্ডির পঞ্চাস গুন হৈল ॥
রাজাকে ছাড়াঞা হাড়িপা গোমন করিল। বাহির নগরে জাঞা দরসন দিল ॥
জলন্ধরি প্রসাদে হাসাম দিনে গাএ। সির্দ্ধাগুরুর প্রসাদে রাজা অম্বরকায় ॥

এক দুই নাচাড়ি নহে গাইলে ফুরায়। সাত দিন গাইলে গিতের অন্ত নাহি পায় ॥
ধিরে ধিরে হাড়িপার বিজয়াগোমন। হাজিপুর পাটনায় দিল দরসন ॥
নগরে নগরে বেড়ায় হাড়িপা আর রাজার নন্দন। নটিনির বাজারে জাঞা দিল দরসন ॥
তখন নটিনির দাসি কোন ৯৮] [৯৯ বুর্দ্ধি করিল। যুবর্ন্ন কলসি কাঁখে করিঞা নিল ॥
কলসি কাঁখে লঞা নটিনি চলিল। রাজার সমুখে জাঞা দরসন দীল ॥
জেইমাত্রে* নটিনি রাজাকে দেখিল। এক সত নটিনি সব মুর্চ্ছাগত হইল ॥
নটিনি বলে কোন দেসে থাক তুমি কোন দেসে ঘর। কি কারনে ভ্রম তুমি হইঞা দেসান্তর ॥
হাড়িপা বলেন দেবপুরে থাকি আমি কলিঙ্গানগরে ঘর। অপরূপ বান্দা আছে আমার বারাবর ॥
একইস কাহন কড়ি দাও* আমা বারাবর। আমার বান্দা রাখ লঞা ই বার বৎস্বর ॥
ই বোল যুনিঞা নটিনি গোমন করিল। আপনার মহলে জাঞা দরসন দিল ॥

নটিনি বলে : কি কর কি কর হিরা নিচিন্তে বসিঞা। অপরূপ বান্দা আছে দেখ না
আসিঞা ॥
হিরা বলে : কেমন দেখিলি তার কতেক বএস। নটিনি বলে সুবর্ন্ন সোমান রূপ আলপ
বএস ॥
অপরূপ হাথ পাও* বিপরিত আঁখি। এমন অপরূপ বান্দা আছে কভু নাহি দেখি ॥
বত্তিস ৯৯] [১০০ দন্তের জেন ভুমারার যুতি। জেমন সুন্দরি তুমি তেমন নিজপতি ॥
হিরা বলে : ধর বলি দাসি ভোগের তামুল খাবি। একইস কাহন কড়ি সংঙ্গে করি নিবি ॥
একে ত নটনি দোও*জ আজ্ঞা পাইল। একইস কাহন কড়ি সঙ্গে কর্যা নিল ॥
হাড়িপার কাছে নটিনি দরসন দিল। হাসিঞা হাড়িপা কিছু বলিতে লাগিল ॥
ধর বলি নটনি ভোগের তামুল খাবি। একইস কাহন কড়ি আনিঞা জোগাবি ॥
তখন হিরার দাসি কোন বুর্দ্ধি করিল। একইস কাহন কড়ি হাড়িপাকে দিল ॥
কড়ি দেখিঞা হাড়িপা হরসিত হৈল। সোনা হেন বান্দা নটিনির হাথে দিল ॥
হাড়িপা বোলে : এইখানে থাকহ বাছা নটিনির বারাবর। বার বৎস্বর থাকহ তুমি
নটিনির গোচর ॥
ই বোল বলিঞা গুরু বিজআগোমন। চড়ৈয়া পর্ব্বতে গুরু ধরিল ধ্যান ॥
এইখানে কাড়িঞা নিছে রাজার অষ্ট অলেঙ্কার। ধ্যানে জানিল হোথা হাড়িপা
জোগীস্বর ॥
গুরু গুরু বলিঞা রাজা করিল স্বোঙরনে। বসিঞা হাড়িপা জোগি জানিল ধ্যায়ানে ॥
মুখের হুহুঙ্কার গুরু ১০০] [১০১ গগনে তুলিল। রাজার রঙ্গরস যব গগনে উড়াইল ॥
ধিরে ধিরে নটিনি দাসি করিল গোমন। হিরার মহলে জাঞা দিল দরসন ॥
তোলা গঙ্গার জলে রাজাকে স্নান করাইল। রসের ইজার রাজাকে খিচিঞা পীন্ধাইল ॥
মানিক কাবাই রাজার গাএ তুল্যা দীল। মানিক পটুকা রাজার কোম্বরে বান্ধিল ॥
পরেসপাগুড়ি রাজার মাথাএ বান্ধিল। তিলক চন্নর্নের ফোটা রাজার কপালে দিল ॥
কপূর্র তামুল রাজার মুখ্যে তুল্যা দীল। বেস বানাইঞা তখন রাজাকে লঞা গেল ॥
হিরার সক্ষাতে জাঞা দরসন দিল। জেইমাত্রে* রাজাকে হিরানটিনি দেখিল ॥
মুর্চ্ছাগত হঞা হিরানটিনি ভুমিতে পড়িল। মুখে জল দিঞা দাসি চেতন করাইল ॥
স্বোয়ামী বলিঞা রাজাকে পালঙ্গে বৈসাইল। বিসাদ ভাবিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল ॥
রাজা বলে : না বল না বল হিরা এতেক ওর্ত্তর। জনমে জনমে আমি তোমারি চাকর ॥
পুত্র্র করিঞা রাখহ হিরা এ বার বৎস্বর। এতেক বলিএ মা গো তোমার বারাবর ॥
জলন্ত ১০১] [১০২ আনলে জেন ঘির্ত্ত ঢাল্যা দীল। এমন হিরানটিনি বর্ম্মে জল্যা গেল ॥

পাএর খড়ম রাজাকে ফেলিঞা মারিল। মা মা বলিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল ॥
হিরা বলে : ধর বলি দাসি ভোগের তামুল খাবি। একে একে অভরন কাড়িঞা লইবি ॥
তেগাটিআ ধড়ি দে গা পরিধান করিতে। বুচাকলসি দে গা জল বহিতে ॥
সারাদিন বহুক জল মহলভিতরে। সারারাত্রি কড়ি গুনুক পাটির ও॑পরে ॥
একে ত নটিনির দাসি দোও॑জ আজ্ঞা পাইল। একে একে অভরন কাড়িঞা লইল ॥
ধর বলি দাসি ভোগের তামূল খাবি। এক সও॑ চাবুক রাজাকে গুনিঞা মারিবি ॥
এ বোল যুনিঞা দাসি আনন্দীত হৈল। এক সও॑ চাবুক রাজাকে গুনিঞা মারিল ॥
বিসাদ ভাবিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল। মা মা বলিঞা রাজা ভুমিতে পড়িল ॥
পানি আনিতে রাজাকে আজ্ঞা করিল। কান্ধে ভার নিঞা রাজা গোমন করিল ॥
জমুনার ঘাটে জাঞা রাজা করিছে ক্রন্দন। ধ্যানে জানিল হোথা গুরু মহা ১০২] [১০৩ জন ॥
জেইমাত্রে॑ রাজা জল ভরিঞা কান্ধে ভার নিল। দুই দিগে দুই কলসি ভাঙ্গিঞা পড়িল ॥
ঘাটেত বসিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল। রথের উপরে খোয়াজের মাথাএ টোনক পড়িল ॥
এতদিন ভ্রমিএ আমি রথের উপর। আজি কেনে কন্দন যুনি ঘাটের উপর ॥
ধিরে ধিরে খোয়াজ গেলেন রাজার বারাবর। কোথা থাকহ বাছা তোমার কোন দেসে ঘর ॥
কিসের কারনে কান্দ॑ ঘাটের উপর। কান্দিঞা বলিছে রাজা মুখের উর্ত্তর ॥
রাজা বোলে : দেবপুরে থাকি আমি কলিঙ্কানগরে ঘর। মাও॑ মোর ময়নামন্তি মানিকচন্দ্রের কোঙর ॥
গুরুর আজ্ঞাতে খাটি আমি বেও॑স্যার ঘর। কলসি ভাঙ্গিঞা আমি হইলাঙ ফাঁফর ॥
এই পরিচয় দিলাঙ আমি তোমার গোচর। কি বলিঞা ডাগুাইব আমি বেবস্যার বারাবর ॥
ই বোল যুনিঞা খোয়াজ বলিছেন উর্ত্তর। নিশ্চ॑এ জানিলাঙ এই রাজার কোঙর ॥
ধিরে ধিরে খোয়াজ ১০৩] [১০৪ হুহুঙ্কার করিল। সিকা ভার কলসি জলে ভাসিতে লাগিল ॥
বসিঞাছিল গোবিন্দচন্দ ফিরিঞা ডাগুাইল। জলের উপরে সিকা ভার দেখিবারে পাইল ॥
জল ভরিঞা রাজা গোমন করিল। হিরার মহলে জাঞা দরসন দিল ॥
জলন্ত আগুনে জেন ঘির্ত্ত ঢাল্যে দীল। এইমতি হিরা নটি বর্হ্মে॑ জল্যা গেল ॥
ধর বলি দাসি ভোগের তামূল খাবি। একসর্ত্ত চাবুক রাজাকে গুনিঞা মারিবি ॥
একে ত নটিনি রমাইয়া দোও॑জ আজ্ঞা পাইল। একসর্ত্ত চাবুক রাজাকে গুনিঞা মারিল ॥

বিসাদ ভাবিঞা রাজা শুনিতে লাগিল। মা মা বলিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল ॥
ছয় মাসের পথে মা ময়নামন্তি ছিল। পুত্রে´র ক্রন্দ´ন মুণ্ডে´ টৌনক পড়িল ॥
ঘুতিঞাছিল ময়নামন্তি সপ্ন দেখিল। পুত্র´ পুত্র´ করি রানি কান্দিতে লাগিল ॥
রামরাত্রী পোহাইল কুকিলি কাড়ে রায়া। সয্য হইতে ময়নামন্তি ঝাড়িঞা তোলে গা ॥
বিহান হইল ময়না করিল গো ১০৪] [১০৫ মন। বহুর মহলে গিঞা দিল দরসন ॥
কি করহ কি করহ বহু নিচিন্তে বসিঞা। তোমার স্বামির কথা ঘুনহ আসিঞা ॥
ই বোল ঘুনিঞা উদুনা আনন্দিত হইল। তুরিতগোমনে রানি সাঘুড়ির কাছে আইল ॥
সাঘুড়ি বহুতে তখন কোন বুর্দ্ধি করিল। সারি ঘুআ দুই পক্ষি ডাকিতে লাগিল ॥
সারি ঘুআ দুই পক্ষি ডাকিঞা আনিল। বিসাদ ভাবিঞা ময়না কহিতে লাগিল ॥
ধর বলি পক্ষি ভোগের তামুল খাবি। কোন দেসে রাজা আছে আমার বাত্র´া ত
জানিবি ॥
ই বোল ঘুনিঞা পক্ষি কান্দিতে লাগিল। পিঞ্জিরা কাটিঞা তখন ছাড়িঞা ত দিল ॥
পীঞ্জীরা হইতে পক্ষি উড়িঞা উঠিল। চালে বসিঞা পক্ষি কহিতে লাগিল ॥
পক্ষি বলে জদী বা পাইব আমারা রাজার দরসন। আসিঞা কহিব খবর তোমার চরন ॥
জদী বা না পাইব দেখা তোমার নন্দনে। সাগরে ডুবিঞা মরিব আমারা দুই জনে ॥
ই বোল বলিঞা পক্ষ করিল করিল গোমন। আঠার বৈকাণ্ঠে জাঞা দিল দরসন ॥
ধনগিরি মনগিরি কাগগিরি দিঞা। ১০৫] [১০৬ হরিআঘুড়ি বর্দ্দিনাথ পাছুআন
করিঞা ॥
সেতবন্ধ রামেস্বরে ঠেকিল আসিঞা। সেহ ত নগরখান পাছুআন করিঞা ॥
হিমালএ পর্ব্বতে পক্ষ্য উর্ত্তরিল গিঞা। তিনকুন প্রিথিবি পক্ষ্য বেড়াইল ভ্রমিঞা ॥
কোন দেষে রাজার লাগ লাগ না পাইল চাহিঞা। হেমালএ আছেন পক্ষি ভাবনা করিঞা ॥
কান্দিতে কান্দিতে পক্ষি করিল গোমন। হাজিপুর পাটনাতে জাঞা দিল দরসন ॥
উর্দ্ধাও* করিঞা পক্ষি নটিনির চালে বসিল। ঘুতিঞাছিল হিরানটি উঠিঞা বসিল ॥
পক্ষ্য দেখিঞা হিরা বলিতে কহিতে লাগিল। এমন অপূর্ব্ব পক্ষি কোথা হইতে আইল ॥
হিরা বলে ঃ কোন দেষে থাকহ পক্ষি কোন দেসে ঘর। কি কারনে আইলে মোর
চালের উপর ॥
উড়িঞা বৈসহ পক্ষ্য আমার হাথের উপর। ঘুবন্ন´ পিঞ্জিরা দিব তোমা বারাবর ॥

সেই পিঞ্জিরায় রহিবে তোমারা পক্ষ দুইজোন। ব্রাহ্মর্নে রান্ধিবেক অন্নর্ করিবে ভোজন ॥

ই ১০৬] [১০৭ বোল মুনিঞা পক্ষ্য বলিছে বচন। রাজার পক্ষ হইএ আমারা দুইজন ॥

জাহার আঙ্গুলের রূপ নাহি তোমার সরিরে। তার পক্ষ্য হইএ আমারা কহিলাঙ তোমারে ॥

জলন্ত আনলে জেন ঘির্ত্ত ঢাল্যা দিল। তেমতি হিরানটি বঙ্কের্ জল্যা গেল ॥

সোনার গোলেনবাঁস হাথে করিঞা নিল। বজ্জর বাটুল পক্ষকে তুলিঞা মারিল ॥

তখন পক্ষ্য দুই জন কি বুর্দ্ধি করিল। উধাও* করিঞা তারা উড়িঞা উঠিল ॥

আঠার বৈকণ্ঠ পক্ষ্য উধাও* করিল। বিসাদ ভাবিঞা পক্ষ্য কান্দিতে লাগিল ॥

সারি বলে মুআ আমার মুনহ বচন। নিশ্চর্এ জানিলাঙ রাজার না পাইলাঙ দরসন ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে ভাই তনু জরজর। আর না জাব ভাই রানির বারাবর ॥

মুআ বলে সারি ভাই আমার কথা মুন। সাগরে ডুবিঞা মরি গা চল আমারা দুই জন ॥

মুআ বলে আজি থাকি গা চল বটবৃক্ষের তলে। কালি মরিব ভাই সাগরের জলে ॥

এই বোল ১০৭] [১০৮ বলিঞা দুই পক্ষ্য করিল গোমন। বটবৃক্ষ্যের তলে জাঞা দিল দরসন ॥

সেইখানে রহিলা পক্ষি দুই জে সোদর। সারারাত্রি রহিলা পক্ষ্য গাছের উপর ॥

রামরাত্রি পোহাইল বিহান হইল। নটিনির ঘরে হৈতে রাজা বাহিরকে আইল ॥

চক্ষু মুছিঞা রাজা করিল গোমন। সিকা বাঁস লঞা রাজা জমুনাকে জান ॥

ঘাটেত নামিঞা রাজা ই জল ভরিল। জল ভরিঞা রাজা কান্ধেত করিল ॥

জলের ভার লঞা রাজা করিল গোমন। বটবৃক্ষ্যের তলে জাঞা দিল দরসন ॥

সেই বৃক্ষ্যের তলে রাজা জলের ভার নামাইল। বিসাদ ভাবিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল ॥

গাছের উপরে দেখিল পক্ষ্য দুই জোন। সারি উঠিঞা বলে মুখের বচন ॥

হেন বেলায় পানির ভার লঞা জায় ভারি। রাজা বহিছে ভার দেখিল মুক সারি ॥

বৈসাখ মাসের খরাএ রাজা ঘামে টলবল। বড় দুখ পাঞাছে রাজা কায্যের বিভোল ॥

ভুমি ধরিঞা বৈসে রাজা গুরুকে সোঙরে। কোমললোচন রাজা হির্দয় প্রসরে ॥

দসন মানিক জোতি চৌরষ ১০৮] [১০৯ কপাল। মহারাজার লক্ষন মুক সারি দেখেন ভাল ॥

দোহেঁ নিরক্ষন করিল এই নির্পবর। জতেক করিল স্বর্ম্ম সকল সাফল ॥

নৃর্পতিকে দেখিল পক্ষ্য মুক সারি। সকল স্রাম পাসরিলাঙ হইলাঙ কুতুহলি ॥

ভ্রমিঞা বেড়াইএ আমারা কোথা রাজা এই জোন। উড়িঞা ধরিল দুই পক্ষি রাজার চরন ॥

দাএ পড়িলা তবে রাজা বঙ্গেস্বর। ব্যাকুল হইঞা পক্ষ্য বলিছে উর্ত্তর ॥

চরনে ধরিঞা কান্দে পক্ষ্য দুই জন। পক্ষির ক্রন্দন দেখ্যা রাজা কহিছেন বচন ॥
রাজা বোলে ঃ কোন দেসে থাকহ পক্ষ্য কোন দেসে ঘর। কি কারনে আইলে পক্ষি
আমার বারাবর ॥
রাজার কথা যুন্যা বলে পক্ষি মুখের বচন। চিনিতে না পার রাজা আমারা কোন জোন ॥
জনমে জনমে আমারা তোমার চাকর। ই বোল যুনিঞা রাজা বলিছে উর্ত্তর ॥
সকল কথা পাব কহ পক্ষি উহ্নার কুসল। কেমন রূপে আছে আমার যুবতি সকল ॥
হাসিঞা বল্যিছে ১০৯] [১১০ পক্ষ্য মুখের উর্ত্তর। সোমারি খবর দিব তোমা বারাবর ॥
পক্ষ্য বলে ঃ বার বৎস্বর আছেন রানি মহলের ভিতর। পরপুরুস না দেখেন উহ্না যুন্দর ॥
রানি ঃ রাজা রাজা করিঞা আছেন ই বার বৎস্বর। রাজা বলে ঃ এ খবর পাইলাঙ
বাছা পক্ষি দণ্ডে‍‍র্ধর ॥
এখন কহ ত বাছা পক্ষি মাএর খবর। কেমন রূপে আছেন মাতা ই বার বৎস্বর ॥
ময়নামত্তি মা আমার কার মুখ চায়। নফর খেতুআ কাহাকে পান জোগাএ ॥
ই বোল যুনিঞা পক্ষ্য কান্দিতে লাগিল। মাএর সকল কথা বলিতে লাগিল ॥
ময়নামত্তি মা আছে তোমার মুখ চায়। নফর খেতুআ মাকে পান জোগাএ ॥
রাজা বলে ঃ পাইলাঙ পাইলাঙ বাছা পক্ষ্য সোভারি খবর। এখন যুনহ বাছা আমার
দুখের সর্ত্তর ॥
বড় দুখ দিলেন মোরে গুরু জলন্ধরি। আনিঞা দুখ দিলেক নটিনির বারাবরি ॥
মারনে মারনে আমার তনু জরজর। ই বোল বলিহ মোর মাএর গোচর ॥
ই সব খবর রাজা পক্ষকে কহিল। পত্র্য লেখিতে রাজার মনে ত পড়িল ॥
আম্রের দুইটি পাতা আনিল ছিটিঞা। দুখের পত্র্য সকল মাকে দিল লেখিঞা ॥
যুখের পত্র্যখানি রানিকে লেখিল। ১১০] [১১১ সেই দুই পত্র্য পক্ষ্য মাথায় লইল ॥
কান্ধে ভার করিঞা রাজা জায় বেবস্যার ঘর। অঝরনয়ানে কান্দে যুক সাএর ॥
রত্নসিঙ্গাসোনে রাজা করে নানা যুক। কর্পুর তামুল রাজা করে নানা ভোগ ॥
পক্ষি বলে ঃ পির্থিবির রাজা হেন দেবচুড়ামনি। হেন রাজা বেবস্যার ঘরে ভারে বহে
পানি ॥
ছারেখারে জাওঁ রাজার গুরু জলন্ধরি। কতেক দুখ দেয় মোর বঙ্গের অধিকারি ॥
দারুন বিদাতা তোঁ করিলি কোন কর্ম্ম। হেন রাজাকে দুখ দিঞা সাধিলি কোন ধর্ম্ম ॥
এতেক ভাবিঞা দুই পক্ষ্যি করিছে ক্রন্দন। কান্দিঞা দুই পক্ষ্যি কুরিল গোমন ॥
পক্ষের সঙ্গে বিদায় হঞা ভার লইল গোবিন্দচন্দ্র। হিরানটিনির কাছে জাঞা দিল দরসন ॥
রাজাকে দেখিঞা হিরা ক্রোদ হইল। জলন্ত আনলে জেন ঘির্ত্ত ঢাল্যা দিল ॥

ধর বলি দাসি ভোগের তামুল খাবি। একসর্ত্ত চাবুক রাজাকে গুনিঞা মারিবি॥
একে ত নটিনির মাইয়া দোও"ঙ্গ আজ্ঞা পাইল। একসর্ত্ত চাবুক রাজাকে গুনিঞা
মারিল॥ ১১১]

[১১২ বিসাদ ভাবিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল। পবনের নন্দনে চাবুক উড়িঞা লইল॥
জলন্ধরির প্রসাদে হাসাম দিনে গাএ। সির্দ্ধাগুরুর প্রসাদে রাজা অম্বরকায়॥
এইখানে রহিল গিত নির্ন্নর্য় নাহি জানি। হোথা পক্ষ্যি লইঞা ময়না যুনিছে কাহিনি॥

যুবর্ন্ন পালঙ্গে আছে ময়না ঘরের ভিতর। সেইখানে গেল পক্ষ্য রানি বারাবর॥
পক্ষ্য বলে ধিউক জাউক তোমার ধিক জিবন। এমন রাজাকে তোমি পাঠাঞাছ বিদেসে
গোমন॥

রাজার দুখের কথা তুমি যুনহ সর্ত্তর। নটিনির ঘরে দুখ পাইছেন ই বার বৎস্বর॥
মারনে মারনে রাজার তনু জরজর। না সহে সরিরে রাজার কুসেরির ভর॥
ই বোল যুনিঞা পক্ষ্য করিল গোমন। উদুনার মহলে জাঞা দিল দরসন॥
পক্ষ্যি দেখিঞা রানি কহিছেন বচন। কেমন আছেন প্রভু কোমললোচন॥
জাহার লাগিঞা রাখিঞাছি নহলি জৌবন। কোনখানে বসিঞা আছেন মোর প্রভু
নারায়ন॥

পক্ষ্যি বলে ঃ নিশ্চর্এ খবর কহি যুন উদুনা সর্ত্তর। সরূপে দেখিলাঙ তোমার প্রভু গদাধর॥
রাজার লিখনখানি পক্ষ্য রানির হাথে দিল। পত্রর্হাথে ১১২] [১১৩ করিঞা রানি
কান্দিতে লাগিল॥

পত্রর্ লইঞা রানি দণ্ডবত করিল। হাথে পত্রর্ করিঞা রানি পড়িতে লাগিল॥
পত্রর্ পড়িঞা রানি সকলি জানিল। আনন্দীত হঞা রানি খোসালিত হইল॥
ধর্ন্য প্রভু মোর সাফর্ল্য জিবন। কোন বিধাতা প্রভুকে কর্‌যাছে গঠন॥
আমাকে ছাড়িঞা গেলেন ই বার বৎস্বর। ভার্গ্যপুন্নের্ পাইলাঙ আমি স্বোয়ামির খবর॥
উদুনা বোলে ঃ অহে যুয়া যুন আমার বচন। কহ দেখি কোন বনে আছেন মোর
কমললোচন॥

কান্দিআ কহিছেন কথা উদুনা যুন্দরি। পক্ষ্য বলে কেনে কান্দ অ রানি আমার বারাবরি॥
কহিছি তোমার আগে রাজার খবর। দেখিঞা আইলাঙ রাজাকে পাটনার ভিতর॥
ই বোল যুনিঞা উদুনা ফিরিঞা ঘর গেল। হেথা ময়নামন্তি মন্ত্রর্ জপীতে লাগিল॥
চড়ৈয়া পর্ব্বতে আছেন হাড়িপা যুগেস্বর। টনক পড়িল তার মাথার উপর॥
ধ্যান ভাঙ্গিল গুরু চক্ষি মেলি চায়। রাজার আরথি কথা য়ন্তরিক্ষ্যে পাএ॥

লর্ল্লাট কাম্পিল বাউলের ভাঙ্গিল ধ্যান। অন্তরে ১১৩] [১১৪ চিন্তিল বাউল ব্রহ্মগ্যান ॥
জে কান্ধে সুবন্নে´র পৈতা রাজা পরে। সেই কান্ধে ভার বহে বেবস্থার ঘরে ॥
বড় দুখ পাইল রাজা ই বার বৎস্বর। স᳝াপের উপান্ত কিছু হইল অবসর ॥
ধিরে ধিরে হাড়িপার বিজয়াগোমন। হিরার মহলে জাঞা দিল দরসন ॥
জেইমাত্রে´ হাড়িপা যুগি সিঙ্গনাথ পুরিল। অন্তসপুরে নটিনি সব চমকিত হইল ॥
নটিনির ঘরকে আইলেন হাড়িপা আপুনি। অনুমানে জানিলেন রাজা ভারে বহে পানি ॥
তখন নটিনি যুগির কাছে আইল। মিনুতি করিঞা কিছু বলিতে লাগিল ॥
দণ্ডবত করিঞা হিরা বলে জোড়হাথে। জলন্ধরির চরনে পড়িঞা ভুমিতে ॥
গুরু বলেন আপনার সুবন্নে´র কড়ি লেহ ত সুন্দরি। আমার বান্দা কোথা আছে আনিঞা জোগাবি ॥
ই বোল সুনিঞা নটি বলিতে লাগিল। জতেক মনের কথা সকলি বলিল ॥
একইস কড়া কড়ি লঞাছ ই বার বৎস্বর। একইস কড়ি দেহ আমার বারাবর ॥
তোমার বান্দা দিছি আমি তুমি করহ গোমন। ই ১১৪] [১১৫ বোল সুনিঞা গুরুর আনন্দীত মন ॥
তখন নটিনি সব কিছু বলিছে বচন। একইস কড়া কড়িতে করিল একই কাহন ॥
একইস কাহন কড়ি গুরু গুনিঞা দিল। কড়ি লঞা হিরানটি গোমন করিল ॥
রাজার কাছে জাঞা দিল দরসন। একে একে কাড়িঞা নিল সব অভরন ॥
সাজন কাড়িঞা নিল নটিনি রাজার নন্দন। গুরুর সাক্ষ্যাতে রাজা দিল দরসন ॥
গুরুকে দেখিঞা রাজা ক্রোধত হইল। চরনে ধরিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল ॥
বিসাদ ভাবিঞা রাজা বলিতে লাগিল। সুনিঞা সিস্যের কথা দয়া উপজিল ॥
এতেক দুখ দিলে মোরে অহে গুরু নটিনির ঘরে। ভাল হইল আইলে গুরু আমার বারাবরে ॥
তুমি এড়িঞা দেহ মোরে আমি জাইব ঘর। এতেক সুনিঞা গুরু বলিছেন উর্ত্তর ॥
গুরু বলেন ঃ না কান্দ না কান্দ বাছা রাজার কোঙর। মহামন্ত্র´র দিঞা করিছি অক্ষর অম্বর ॥
মহামন্তর গুরুদেব গগনে তুলিল। আড়াই অক্ষ্যর জ্ঞান রাজার কানে সুনাইল ॥
সেই দণ্ড হইতে হইলা ১১৫] [১১৬ অক্ষ্যর অম্বর। রাজা বোলে ঃ সুন সুন অহে গোসাঞী আমার উতর ॥
বড় দুখ দিঞাছে মোরে নটিনি সুন্দরি। আজি কিছু জ্ঞান করিব আমি নটিনি বরাবরি ॥
ধিরে ধিরে মুখের বচন রাজা গগনে তুলিল। একসর্ত্ত নটিনিকে রাজা বাদুড় কর‍্যা থুইল ॥

বন্দিছা হইলা তবে প্রভু গদাধর। রাজাকে লইঞা দেসে জায় হাড়িপা লঙ্কেশ্বর ॥
হাসাম দিনে রচে মনহর বানি। পাচালি প্রবন্ধে কথা রচিল কাহিনি ॥

মুখের হুহুঙ্কার গুরু গগনে তুলিল। সন্যে হইতে রথখান মর্ত্তে নামাইল ॥
জোয়ান বএসের বল আছে দোহের সরিরে। লাফ্য দিঞা উঠিলা দোঁহে রথের উপরে ॥
বজ্জর চাপড় মারিলেন গুরু রথের উপরে। আঠার বৈকুণ্ঠ রথ উধাও* করে ॥
হাড়িয়াকোলে মেঘে জেন কোলহর করে। এইমোতে রথে দোঁহে উড়িল সর্ত্তরে ॥
রথ লঞা দুই জোনে করিল গোমন। বিক্রমপুরে রথ জাঞা দিল দরসন ॥
সেহ দেসখান পাছুআন করিঞা। আনুফা নগরে দোঁহে উতরিল ১১৬] [১১৭ গিঞা ॥
সেই না নগরে হাড়িপা যুগি কোন বুদ্ধি করিল। সর্গ্য হইতে রথখান মর্ত্তে নামাইল ॥
সেইখান হইতে রাজা চারিপানে চায়। সমূখে সোলবঙ্গ দেখিবারে পাএ ॥
রাজা বোলে ঃ ছোট ছোট নারিকল দিঘল দিঘল তাল। হোর দেখ গুরুদেব য়ই কাহার মআল ॥
ই বোল বলিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল। মিনুতি করিঞা কিছু কহিতে লাগিল ॥
রাজার কথা যুনিল এখন হাড়িপা লঙ্কেশ্বর। আমার বচন সোন রাজা বঙ্গেশ্বর ॥
ছোট ছোট নারিকল দিঘল দিঘল তাল। উঞ্চকাঙ্গিনি গাছ তোমার মআল ॥
রাজা বোলে ঃ বিদায় দেহ মোরে গুরু জলন্ধরি। দেখিঞা আসি গা আমি উদুন যুন্দরি ॥
গুরু বলেন ঃ জাইবে রানির মহল আসিবেক তক্ষন। কিবা সত্য করিঞা জাবে কহ ত বচন
রাজা বোলে ঃ এক প্রহর জাবেক আমার নগর ভ্রমিতে। দুই প্রহর জাবেক আমার উদুনার বাড়িতে ॥
তিন পহর জাবেক আমার মা ময়নার বারাবরে। চৌথা পহরে আসিব আমি তোমার গোচরে ॥
জদি না আসিব আমি তোমার গোচরে। ১১৭] [১১৮ জ্ঞান হরিঞা নিহ চৌথা পহরে ॥
এই সত্য করিঞা রাজা গোমন করিল। ধোনপতি গোয়ালার ঘরে দরসন দিল ॥
দুআরে আসিঞা রাজা দরসন দিল। ভিতরমহলে গোয়ালা চমকিত হইল ॥
তুরিতগোমনে গোয়ালা যুগির কাছে আইল। জোড়হাথে গোয়ালা কিছু কহিতে লাগিল ॥
কোন দেসে থাকহ যুগি কোন দেসে ঘর। কিসের কারনে আইলে আমার নগর ॥
যুগি বলে দেবপুরে থাকি আমি কলিঙ্গানগরে ঘর। ভিক্ষা মাগিতে আইলাঙ তোমার নগর ॥

মুন্যাছি বড় দানের আগল নাকি উদুনা সুন্দরি। কিছু দান মাগিঞা নিব তাহার বারাবরি॥
ই বোল সুনিঞা গোয়ালা ক্রোদ বড় হৈল। জলন্ত আনলে জেন ঘির্ত্ত ঢাল্যা দিল॥
গোয়ালা বলে ঃ হও তুমি জোগিজাতি খাও সুক্তার ঝোল। যুগি হঞা জাইতে চাহ
উদুনার মহল॥
ই বোল বলিঞা গোয়ালা কিছু দুগ্ধ আনিঞা দিল। সেই দুগ্ধ যুগি থাল পাতিঞা নিল॥
আদ্যনাথ মিননাথকে দিলেন ১১৮] [১১৯ বাড়াইঞা। সেই দুগ্ধ খাইল রাজা গুরু
স্বোঙরিঞা॥
সেইখান হইতে রাজা করিল গোমন। মআমণ্ডপে জাঞা দিল দরসন॥
মণ্ডপে বসিঞা রাজা চারিপানে চায়। সুমুখে বারইএর মাইয়া দেখিবারে পায়॥
প্রথম জোবন জেন ইন্দ্রের অপর্ছরা। নিম্ন'াএ চলিঞা জায় নিঞা পানের পসরা॥
মণ্ডপ দীঞা জায় নেপুর বাজে পায়। বিম্বল গাএর গন্ধ দষদিগে ধায়॥
কাহার নন্দনি জাহ তুমি কাহার সদনে। দেখিঞা গোবিন্দচন্দ্র পছিলেন আপনে॥
যুগি বলে কোথাকে জাহ তুমি বারইএর ঝিআরি। কাহাকে পান জোগাও কাহার
বারাবরি॥
সুনিঞা যুগির কথা বারইএর দোহিতা। সকল বৃতান্ত কহেন আপনার কথা॥
বঙ্গের নৃপতি সে গোবিন্দচন্দ নাম। য়মরাবতি পুরি তার মেরকুল গ্রাম॥
বিধি বাম হইল তারে হইল বিপরিত। রাজ্যমধ্যে পাসণ্ড পড়িল অচম্বিত॥
কতেক কহিব আমি কহিবাকে নারি। সোলবঙ্গ ছাড়িঞা জোগি হইলা বঙ্গের
অধিকারি॥ ১১৯]
[১২০ হাসিঞা বারইএ মাইয়া কহিল বচন। ই সকল কহিলাঙ আমি সুন যুগির নন্দন॥
বার বস্বর পান জোগাই খেতুয়া বরাবর। জাহাকে বৈসাইঞা গেলা রাজা পাটের উপর॥
ই বোল সুনিঞা রাজা গোমন করিল। ভিতরনগরে জাঞা দরসন দিল॥
অচম্বিতে আইল রাজা আপনার নগরে। চিনিতে না পারে কেহু রাজাকে মেরকুল সহরে॥
হাথে থাল ভিক্ষা মাগেন বেড়ান ঘরে ঘরে। এইমতে বেড়ান রাজা সকল সহরে॥
যুগিকে দেখিঞা লোকে ছাড়িল সর্ব্ব কাজ। যুগিকে দেখিঞা বলে লোকে এই বঙ্গের
নির্পরাজ॥
জাগ রে আরে ভাই কলিঙ্কা নগরে। ভিক্ষা মাগে জোগাই বেড়ায় ঘরে ঘরে॥
নগরের লোক সব বড়ই চর্ত্তুর। ভিক্ষা মাগিতে না দেও চুরায় কুকুর॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাজা করিল গোমন। আপনার দুআরে আইলেন কোমললোচন॥
আপনা দ্বারে দেখেন রাজা পুর্ব্বের উজান। দুয়ারি হইঞা আছে কলিঙ্কা কোটাল॥

এক পহর গেল রাজার নগর ভ্রমিতে। দুই পহর গেস রাজার আপনার ১২০] [১২১
বাড়িতে ॥
দুয়ারে আসিঞা রাজা সিংহনাদ পুরিল। ভিতরমহলে রানি চমকিত হৈল ॥
নানা অলেঙ্কার রানি পরিতে লাগিস। যুগির কাছে রানি সব আসিঞা মিলিল ॥
যুগি দেখিঞা বলিছে উর্ত্তর। কি কারনে আইলা যুগি আমা বারাবর ॥
ই বোল সুনিঞা জোগি বলিতে লাগিল। তোমার নাম সুন্যাছি বড় দানের আগল ॥
কিছু ভিক্ষা মাগিব আজি তোমা বারাবরি। বড় আসে আইলাঙ আমি সুনহ উদুনা
সুন্দরি ॥
রানি বলে কিছু দান দিব চল আমার মন্দিরে। স্বামি হইঞা থাক গা পাটের উপরে ॥
রাজা বলে ঃ জেবা যুগি আইসে রানি তোমা বারাবর। তাহাকে নিঞা জাহ তুমি
মহলভিতর ॥
জদি তোমার সর্ত হয় তবে ভিক্ষা দেহ মোহাদাই। খানিক বিলম্ব হইলে গুরুকে ডরাই ॥
রাজার রানি হও* তুমি আমি ত ভিখারি। তোমার সনে কথা কহিতে আমি বড় ভয় করি ॥
যুগিজাতি হইএ আমি কড়ার ভিখারি। মাগিঞা বেড়াই আমি সকল নগরি ॥
তোমার সনে কথাএ আমার কীছু নাহি কাজ। ১২১] [১২২ ভিক্ষা মাগিএ আমি
নগরসমাজ ॥
রানি বলে জোগির কোঙর তুমি বেড়াও* সকল সহর। আমার রাজাকে দেখ্যাছ কোথা
আছেন সহরভিতর ॥
জোগি বলে ঃ কোথাকার কে রাজা কাখে কিবা জানি। সত্য বিন্তে মিথ্যা আমি না
জানি কাহিনি ॥
উদুনা পুদুনা বলে রাজা সুনহ বিনয়। অনুমানে জানিলাঙ তোমি নির্প মহাসয় ॥
জতেক রাজার গুন চিনিল সর্ব্ব কাজে। চিনীল চিনীল বোলি হইল রানি সব মাজে ॥
তুমি রাজা হও* বঙ্গের চুড়ামুনি। কত ময়া করহ তোমি না করহ কপট বানি ॥
গোপ্ত না করহ রাজা দেহ পরিচএ। চিনিঞা জানিলাঙ তুমি নূর্প মহাসয় ॥
রাজা বলে জন্মভিখারি আমি সুন উদুনা সুন্দরি। ভ্রমিএ সকল নগর নিশ্চর্এ জানিহ
ভিখারি ॥
দেহ ভিক্ষা রানি জদী নহে তোমার মন। ভিক্ষা পাইলে জাই আমি গুরুর দরসন ॥
যুগি বলে তোমার স্বামি দেখিঞা আইলাঙ আমি পাটনার ভিতরে। সেই খবর দিতে
আইলাম আমি তোমার গোচরে ॥ ১২২]
[১২৩ রানি বলে ঃ ভাল হইল আছে তোথা জোগির কোঙর। তুমি স্বামি হঞা থাকহ
মহলভিতর ॥

জোগি বলে ঃ মিথ্যা কহিলাঙ আমি তোমার বারাবরে। তোমার স্বামি বন্দি আছে
পাটনার ভিতরে ॥
চারি মাস বারিসা আমারা আছিলাঙ একন্তরে। আজি চারি মাস দেখা নাঞী ষুনহ সর্ত্তরে॥
এই বোল ষুনিঞা রানি কহিছেন উর্ত্তর। তিন কথা কহিলে জোগি আমার বারাবর ॥
রানি বলে কুকুর ডাকিঞা আন গা কেহু ত জাইঞা। কুকুরে বেড়িঞা থাকুক জোগিকে
ঘেরিঞা ॥
ই বোল ষুনিঞা দাসি করিল গোমন। কুকুরের কাছে জাঞা দিল দরসন ॥
কুকুরের রসি দাসি ষলাইঞা নিল। সিকারি লইঞা দাসি রানি কাছে আইল ॥
রানি বলে ধর বলি সিকারি ভোগের তামূল খাবি। সকল কুকুর তোবা জোগিকে
বেড়িঞা ধরিবি ॥
তখন দাসি কি বুর্দ্ধি করিল। কুকুরের চক্ষ্যের ঠুলি খসাইঞা দিল ॥
একসর্ত্ত কুকুরে জোগিকে বেড়িঞা ধরিল। চরনে ধরিঞা কুকুর কান্দিতে লাগিল ॥ ১২৩]
[১২৪ সকল রানি যুগিগে তখন বেড়িঞা ধরিল। হাতাহাতি করিঞা রাজাকেমহল লঞা গেল ॥
এইমতে রানিকে রাজা পরিচয় দিল। সেইখানে মহারাজা মর্ন্ত্র্যহারা হৈল ॥
রামরাত্রি পোহাইল কুকিলি কাড়ে রা। সয্যা হইতে মহারাজা ঝাড়িঞা তোলে গা ॥
জয় জয় দিঞা রাজাকে পাটে বৈসাইল। চারিদিগে চারি পাত্র্য মাথা নোঙাইল ॥
প্রজাগন আসিঞা রাজার ষুমুখে ডাণ্ডাইল। জত জত লোক সব উজান ধরিল ॥
এক বচন বলে উদ্গুনা যুন্দর। ভ্রমিঞা বেড়াইলে তুমি ই বার বৎস্বর ॥
কেমন গ্যান পাইলে তুমি গুরূর বারাবর। কিছু গ্যান দেখিব মোরা মহলভিতর ॥
রাজা বলে ঃ এমন গ্যান দিঞাছে মোরে হাড়িপা লঙ্কেস্বর। একসর্ত্ত নটিনিকে বাদুড়
করিলাঙ পাটনার ভিতর ॥
সেই দেখাইছি আমি তোমা বারাবর। জে গ্যানে হইলাঙ আমি অক্ষর য়ম্বোর ॥
মুখের হুহুঙ্কার রাজা গগনে তুলিল। ১২৪] [১২৫ ভালমন্দ হর্দ্দিসির্দ্দি কিছুই না জানিল ॥
হাসিতে লাগিল তখন উদ্গুনা যুন্দর। ভাল জ্ঞান দিঞাছে তোমাকে হাড়িপা লঙ্গেস্বর ॥
সারারাত্রি কড়ি গুনিথে তুমি পাটের উপরে। সারাদিন পানি বহিতে মহলভিতরে
সারারাত্রি হিরানটি করে বেবস্থ্যাপোনা। মহারাজা হইঞা তুমি করিথে কড়িগোনা ॥
এই গ্যান পাইঞাছ তুমি হাড়িপা বারাবরে। কিছুই না দেখিলাঙ মোরা তোমার গোচরে ॥
এ বোল ষুনিঞা রাজা হেট কৈল মাথা। হাঁসিঞা উদ্গুনা কহে উপহাস কথা ॥

তাহা যুনিঞা মহারাজা ব্রহ্মে জল্যা গেল। জলন্ত য়ানলে জেন ঘির্ত্ত ঢাল্যা দীল ॥
ধর বলি খেতুআ ভোগের তামুল খাবি। হাড়িপাকে লইঞা ঘোড়ার পাইঘরে পুতিবি ॥
ই বোল যুনিঞা খেতুআ গোমন করিল। রাজার সমুখে জাঞা দরসন দিল ॥
রাজা বলে ঃ বড় দুখ দিলেক মোরে হিরানটির ঘরে। মহামন্ত্র্যের হরিঞা নিলেক রানির বারাবরে ॥
ই বোল যুনিঞা খেতুআ গোমন করিল। সির্দ্ধাকে লঞা ঘোড়ার পাইঘর ঢুকাইল ॥
আউঠহাথ মাটি তখন কুড়িঞা ফেলিল। সির্দ্ধাকে লঞা তখন বন্ধন করিল ॥ ১২৫]
[১২৬ সির্দ্ধকে বান্ধিল খেতুয়া লোহার সিকলে। নড়িতে চড়িতে জেন গাএর জাএ ছালে ॥
তাহার উপরে তুলিঞা দিল বাইস মন পাথর। জেন উপহাস না করে কেহু রাজাকে মহলভিতর ॥
হেঁটে দিল পাটা উপরে পাটনাস। মাটির ভিতরে হাড়ির করিব পিণ্ড্নাস ॥
তাহার বুকে আর্জ্জাইল নারিঙ্গি কোর্মলা। জেন সিহড়ে বেড়িঞা ধরে বত্তিষ পাঞ্জরা ॥
হাড়িকে পুতিঞা হইল খেতুআর গোমন। রাজার কাছে জাএণ খেতুয়া দিল দরসন ।
রাজা তোমার গুরুকে পুতিঞা আইলাঙ ঘোড়ার পাইঘরে। এইকথা কহিতে আইলাঙ তোমার হযুরে ॥
ই বোল যুনিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল। কান্দিঞা এখন মহারাজা মাএর কাছে গেল ॥
রাজাকে দেখিঞা ময়না কান্দিতে লাগিল। পুত্র্য পুত্র্য করি ময়না কোলেত করিল ॥
তখন মহারাজা কোন বুর্দ্ধি করিল। জোড়হাথ করিঞা মাএর চরন ধরিল ॥
রাজা বোলে ঃ সোন মা ময়নামন্তি রাই। একটি বচন তোমার চরনে জানাঞী ॥
বড় দুখ দিলেক বেটা হিরানটির ঘরে। মহামন্ত্র্যের হরিঞা নিলেক ১২৬] [১২৭ মোর রানির বারাবরে ॥
সেই কারনে পুতিলাঙ হাড়িকে ঘোড়ার পাইঘরে। ইহা ত কহিলাম মা তোমার গোচরে ॥
খেনেক থাকিঞা রাজা গোমন করিল। আপনার মহলে জাঞা দরসন দিল ॥
রাজাকে লইঞা রানি সব হরসিত হইল। আগর চন্দ্র্যন রাজার গাএত মাখাইল ॥
উদুনা পুদুনা লঞা রাজা করে হাস্য প্ররকাষ। এইমত কথায় ময়না হইলা নৈরাস ॥
এইমতে রহিলা পুত্র্য রানি সব লঞা। সির্দ্ধা হাড়িপাকে রাজা রাখিলেন পুতিঞা ॥
হাসাম দিনে রচে মনহর সার। হাড়িপা রহিলা পোতা ই বার বৎস্বর ॥ ২ ॥

বাগছাল বিছাইঞা কানুফার বিচলিত মোন। বানিভর্দ্র বলিঞা তখন ডাকেন ঘনেঘন ॥
গুরুর বচন বানি যুনিবারে পাইল। তুরিতগোমনে বানি গুরুর কাছে আইল ॥

গুরু পাছে মোনে করহ তুমি বানি হইল পাছুআন । মাথা নোঙাইঞা করিলাঙ দণ্ডবত
প্রনাম ॥

গুরু বলেন ঃ ধর বলি বানিভর্দ্র ভোগের তামূল খাবি । ডাহুকার গড় মারিব সাস্ত্র´
দেখিঞা বলিবি ॥

এ বোল মুনিঞা বানি গোমন করিল । ১২৭] [১২৮ আপনার ঘরে জাঞা দরসন দিল ॥
সত্যকালের খড়িপুথি হাথেত করিল । সাগরের কুলে জাঞা দরসন দিল ॥
সত্যকালের খড়িপুথি পাহাড়ে রাখিল । লাম্ফ´ দিঞা বানিভর্দ্র জলেত নামিল ॥
সিনান করিঞা বানি পাহাড়ে উঠিল । সর্ত্তকালের খড়িপুথি হাথেত করিল ॥
পুর্ব্বমুখে তখন খড়ি পাড়িতে লাগিল । উর্ত্তর দক্ষিন পুর্ব্ব পছিম চারি অঙ্ক দিল ॥
চারি অঙ্ক দিঞা মধ্যে দিল রেখ । সর্গ মর্ত্ত পাতালে খড়ি লাগিল পরতেক ॥
প্রথমে লাগিল খড়ি শ্রীরাম লক্ষন । দোওঁজে পড়িল খড়ি দুগ্ধ´ বরন ॥
তেয়জে পড়িল খড়ি ফটিকের বরন । চৌঠা পড়িল খড়ি আস্যা বা না আস্যা এখন ॥
হাথের খড়ি ফেলাইঞা বানি হইলা নৈরাস ফাফর । মাথাএ হাথ দিঞা কান্দে বানি
বির্দ্দ্যাধর ॥

বানি বলে ঃ না জাহ না জাহ গুরু দ্রর্জ্জন ডাহুকার গড় । ই ফল ফলিবেক গুরু মধ্য
তেপান্তর ॥

ডাহুকার বহু বেটি গ্যানে ডাঙ্গর । খোলাতে ভাজিঞা মারিবেক তোমার সোল ১২৮]
[১২৯ সওঁ ধাঙ্গর ॥

সত্ত্য কহিলাম গুরু তোমার বারাবর । গুরু বলেন আমার বচন সোন বানি বির্দ্ধাধর ॥
ধর বলি বানি রে ভোগের তামূল খাবি । ডাহুকার গড় মারিব রথ সাজন করিবি ॥
এ বোল মুনিঞা বানি গোমন করিল । রথের কাছে জাঞা দরসন দিল ॥
তোলা গঙ্গাজলে রথকে স্থান করাইল । রথের সাজন বানি করিতে লাগিল ॥
হিরামন মানিক দিল পরেসপাথর । চৌর্দ্দরাজার ধোন দিল রথের উপর ॥
রথের উপরে দিল হাঁড়িআ চামর । সেতবাওঁ লাগে সেই ত চামর ॥
রথ সাজিঞা বানিকে লেখিতে গেল মন । জাহি মুহি লেখিল কানাঞার বৃন্দাবোন ॥
মচ্ছ´ মগর লেখিল বোনের পমুগন । কানাঞার পাটসাল লেখিল রথের সাজন ॥
তেলি তামলি লেখিল ব্রাহ্মন বানিঞা । নগরের লোক লেখে রথেত তুলিঞা ॥
এতেক লেখিল তবে রথের ওঁপর । হাঁসিঞা বলেন তখন বানি বিদ্যাধর ॥
এতেক নক্কর চলিল গুরু বোজ লাগিবেক বিস্তর । গুরু বলেন ঃ ডর নাহী ডর নাহী
বাছা বলি বির্দ্দাধর ॥

আদ সের চালু আছে মোর ঝুলির ভিতর। সেই চালু খাওঁাইব বাছা ই বার বৎস্বর ॥
মধ্যে মধ্যে ১২৯] [১৩০ লাগিল রথের মুকুতার ভুবন। হিঙ্গুলে হরিতালে রথ করে ঝলমল ॥
চৌর্দ্দ রাজার ডিঙ্গা বৈসাইল থরেথরে। বার হাজার ধাঙ্গর বৈসাইল রথের উপরে ॥
মলঙ্গ মাদারি লেখিল সন্ন্যাষি বিস্তর। ডাহিনদিগে লেখিল মিনাই যুগেশ্বর ॥
বামদিগে লেখিল রথের খোয়াজ বির্দ্দাধর। পিঠের দিগে লেখিল কানুফা লঙ্কেশ্বর ॥
যুমুখে লেখিল হাড়িপা লঙ্কেরস্বর। ডাহিনে বামে লেখিল বানি বির্দ্ধাধর ॥
রথ সাজিঞা হৈল বান্যের গোমন। কানুফার কাছে জাঞা দিল দরসন ॥
জোয়ান বএসের বল আছে কানুফার সরিরে। লাম্ফ দিঞা উঠে কানুফা রথের উপরে ॥
আঠার বৈকুণ্ঠ রথ উড়িল সর্ত্তরে। হাঁড়িয়াকোলে জেন মেঘ গর্জ্জন করে ॥
মার মার করিঞা তবে রথে দিল ঘা। পাএর নেপুর কাড়ে ব্যাপার রা ॥
কোথাকে জাইবেক রথ নির্ন্ন'য় নাহি জানি। দেসমলা গীত কীছু যুনহ কাহিনি ॥
ধনগিরি মনগিরি কাগগিরি দিঞা। হারিয়াযুড়ি বদ্যনাথ পাছুআন করিঞা ॥ ১৩০]
[১৩১ ত্রিপাটন দেসখান পাছুআন করিঞা। কদলি সহরে রথ উর্ত্তরিল গিঞা ॥
তাহাতে আছেন আর্দ্যের গুরু মিনে। তাহাকে দেখিল গা কদলিভুবনে ॥
আড়াই রতি চন্দ্র আছে তাহার গর্ভ্রে'র ভিতরে। এক নারির সনে গমনে জাবেন জোমের ঘর ॥
সেহ না নগরখান পাছুআন করিঞা। বিজয়ানগরে রথ উর্ত্তরিল গিঞা ॥
বিজয়ানগরে আছেন খোয়াজ বিদ্যাধর। রথ লঞা গেলা তাহার মাথার উপর ॥
রথের ছায়া লাগিল গিঞা খোয়াজের গাএ। জেন হিজলের গাছে লাগ্যাছিল কানাঞার নায় ॥
ছায়া লাগিল রথের খোয়াজের উপরে। মাথা তুলিঞা চাহেন তবে খোয়াজ বিদ্যাধরে ॥
হাঁসিঞা হাঁসিঞা খোয়াজ চারিপানে চায়। সন্যের উপরে রথ দেখিবারে পায় ॥
মুখের হুহুঙ্কার খোয়াজ গগনে তুলিল। কানুফার রথখান সন্যে রহাইল ॥
কানুফার রথ রহিল সন্যের উপরে। মাথায় হাথ দিঞা কান্দে বানি বিদ্যাধরে ॥
জল নাহি স্থল নাহি নাহি বালিচর। কেমনে রহিল রথ সন্যের উপর ॥
তখনি কহিলাঙ গুরু না জাহ ত্রোজন ডাহুকার গড়। মধ্য তেপান্তরে গুরু পড়িল আথান্তর ॥
ডাহুকার বহু বেটি জ্ঞানে ডাঙ্গর। ১৩১] [১৩২ খোলাতে ভাজিঞা মারিবেক তোমার সোলসও ধাঙ্গড় ॥
ডর নাহি ডর নাহি বাছা বানি বিদ্যাধর। রথেত বসিঞা আছি আমি কানুফা লঙ্কেশ্বর ॥

ধর বলি বানি ভোগের তামুল খাবি। কোন্ সির্দ্ধা রথ রাখিলেক বাত্র্যা জানিবি॥
ই বোল মুনিঞা বানি গোমন করিল। বিজয়ানগরে জাঞা দরসন দিল॥
বানি উঠিঞা [বোলে] অহে ভাই লক্কেশ্বর। এই বেটা রথ রাখিলেক সন্যের উপর॥
সহস্রর্ বান তখন দিলেক তাবুনি। বানের মুখে উঠে তখন জ্বলন্ত আগুনি॥
এক সহস্রর্ বান তখন ফেলিঞা মারিল। আসিঞা বান্যের বান মাথা নোঙাইল॥
জলন্ত আনলে জেন ঘির্ত্ত ঢাল্যা দিল। এইমতি গোরক্ষনাথ ব্রহ্মের্ জল্যা গেল॥
অরে বেটা তোরা বটিছ রামের কোঙর। নহে হুহুঙ্কারে পাঠাইথাঙ জোমালয়ভুবন॥
তোর গুরু হয় জদী গ্যানে ডাঙ্গর। রথ লঞা জাউক আমার মাথার উপর॥
গ্যানে ডাঙ্গর জদী তোর গুরু নহে। পালাঞা জাউক রথ লঞা পাএর তলে॥
ই বোল মুনিঞা দুই ভাই করিল গোমন। কানুফার কাছে ১৩২] [১৩৩ জাঞা দিল
দরসন॥
বানি বলে মুন গোসাঞী কানুফা লক্কের[স্বর]। এক বেটা রাখাল আছে আম্রগাছের
উপর॥
সেই বেটা কহিলেক কিছু মুখেরর্ত্তর। তোর গুরু হয় জদী গ্যানে ডাঙ্গর॥
মাথার উপরে রথ নিঞা জাউক সর্ত্তর।
জদী গ্যানে ডাঙ্গর তোর গুরু নহে। পালাঞা জাউক রথ লঞা পাএর তলে॥
কোর্দ্ধ হইঞা কানুফা কহেন বচন। বানিভর্ত্র দুই ভাই আমার কথা সোন॥
ধর বলি বানি ভোগের তামুল খাবি। সন্যে হইতে রথখানা ভুমিতে নামাইবি॥
একে ত বানিভর্ত্র দোও*জ আজ্ঞা পাইল। সন্যে হইতে রথখানা ভুম্যে নামাইল॥
তখন কানুফা কোন বুর্দ্ধি করিল। রামচন্দ্রবান তখন হাথেত করিল॥
ধর বলি চাক ভোগের তামুল খাবি। জে রথ রাখিল তাহার মুণ্ড কাটিবি॥
ধেনুকের বানে জেন তির ছুট্যা জান। খুজিতে খুজিতে গেলা গোরাক্ষের স্থান॥
রথ ছাড়িঞা দে রে বেটা রাখালের কোঙর। নহে মুণ্ড কাটিঞা লঞা জাব
গুরুর বারাবর॥
হাসেন গোরাক্ষ্যনাথ কোর্দ্ধ হইল চিত। মুখেত ১৩৩] [১৩৪ কোম্বল জলে জেন
বারটি প্রদিপ॥
কিবা দিব সাঁপ তোরে কিবা দীব বর। তোমাকে সাঁপ দীলাঙ জাহ কুমারের ঘর॥
এগার মাস খাট গা তুমি চাক ঘুরাইঞা। বৈসাখ মাস থাকিবে তুমি ছাপাইঞা॥
সেহ বান গেল তবে কানুফার বারাবর। খুরবান লইলেন তখন হাথের উপর॥
ধর বলি খুরবান ভোগের তামুল খাবি। জে রথ আটক কর্য্যাছে তাহার মুণ্ড কাটিবি॥

একে ত খুরবান দোও"জ আজ্ঞা পাইল। খুজিতে খুজিতে বান গোরাক্ষ্যের স্থান গেল ॥
রথ ছাড়িঞা দে রে বেটা রাখালের কোঙর। নহে ত মুণ্ড কাটিব তোমার সোনহ্ সর্ত্তর ॥
গোরাক্ষ্য বলে ঃ কিবা দিব সাঁপ বেটা কিবা দিব বর। তোমাকে সাঁপ দিলাম জাহ নাপিতের ঘর ॥
চুল কাটিতে কাটিতে তোমার ধার হবেক ভোতা। তিলে তিলে দিবেক তোমার মুখেত চামটা ॥
সেহ বান না গেল কানুফার হুযুর। বাইস বান নিল কানুফা হাথের উপর ॥
ধর বলি বাইসবান ১৩৪] [১৩৫ ভোগের তামুল খাবি। জে রথ রাখিলেক তাহার মুণ্ড্ কাটিবি ।।
বচন কহিতে গুরুকে বিলুম্য হঞা গেল। খুজিতে খুজিতে বান গোমন করিল ॥
এঁকে ত বিজয়ানগর সাতপাক ভ্রমিল। তমু ত তাহার লাগি কোথাও" না পাইল ॥
ফিরিঞা দক্ষিন দিগ গোমন করিল। আম্রগাছে তখন খোয়াজকে দেখিল ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তখন খোয়াজের কাছে গেল। ক্রোধমান হঞা তখন কহিতে লাগিল ॥
রথ ছাড়িঞা দে রে বেটা রাখালের কোঙর। নহে ত তোমার মুণ্ড্ কাটিব সর্ত্তর ॥
ই বোল যুনিঞা গোরাক্ষ্যনাথ ব্রহ্মে জল্যা গেল। জলন্ত আনলে জেন খির্ত্ত ঢাল্যা দীল ॥
কিবা সাঁপ দিব বেটা কীবা দিব বর। তুমি খাটগা গিঞা ছুথারের ঘর ॥
গাছ বৃক্ষ্য কাটিঞা তোমার ধার হবেক ভোতড়। দসে পাচে জাইয় তুমি কামারের ঘর ॥
সেহ বান না গেল কানুফার বারাবর। কোর্দ্ধমান হইল তখন কানুফা লঙ্কেস্বর ॥
মুখের আঁলিল হইল হাথের উপর। তখন কানুফা কোন বুদ্ধী করিল ॥ ১৩৫]
[১৩৬ সরস্বতির প্রসাদে হইল আলাদ। কলম ধরিঞা লেখে নাম মহাম্মদ ॥
পুথিক লেখিল দিঞা গতিমতি। লেখআর কলমে গুরু হইবে সারতি ॥
তখন কানুফা কোন বুর্দ্ধি করিল। ফের অগ্নিবান ফেলাঞা মারিল ॥
আম্রডাল তখন ভস্ম্ হঞা গেল। এক ডালে খোয়াজনাথ বসিঞা দেখিল ॥
আর বার অগ্নিবান হাথেত করিল। সেই বান কানুফা ফেলিঞা মারিল ॥
হুহুঙ্কারে গোরাক্ষ্যনাথের গাএত লাগিল। সেই ডাল পুড়িঞা তখন গগনে চলিল ॥
উড়িঞা চলিল ছাই বাঁ হাথে ধরিল। মহামন্ত্র্ খোয়াজনাথ গগনে তুলিল ॥
জেমত আম্রের গাছ তেমতি হইল। লাফ্য দিঞা খোয়াজনাথ ডালেত বসিল ॥
খোয়াজ বলেন আম্রডাল ভোগের তামুল খাবি। কেমন যুগি আনিছে বাত্র্া জানিবি ॥
আম্রডাল বলে ঃ হাথ পায়া নাঞী মোর কর্ন্ধে নাঞী মাথা। কেমতে কানুফার আগে কহিব গা কথা ॥

ডর নাহি ডর নাহি বাছা আম্রডালের কোঙর। ১৩৬] [১৩৭ তোমাকে পাঠাই আমি এক রেঁাঙার বদল ॥
ই বোল যুনিঞা আম্রডাল গমন করিল। কানুফার যুমুখে জাঞা দরসন দিল ॥
চর দেখিঞা তবে কানুফা লঙ্কেশ্বর। বসিঞা কানুফা বলেন সর্ত্তর ॥
কোন দেসে থাকহ চর কোন দেষে ঘর। কিসের কারনে আইলে তুমি আমা বারাবর ॥
চর বলে দেবপুরে থাকি আমি কলঙ্কানগরে ঘর। খোয়াজের চর আমী আম্রডালের কোঙর ॥
জদী হয় কানুফা তুমি গ্যানে ডাঙ্গর। রথ লঞা জাহ তুমি মাথার উপর ॥
জদী না হয় তুমি গ্যানে ডাঙ্গর। পাএর তলে পালাঞা জাহ আপন ঘর ॥
ই বোল যুনিঞা কানুফা বহ্নে জ্বল্যে গেল। জলন্ত আনলে জেন ঘির্ত্ত ঢাল্যা দীল ॥
আমার কথা সোন বানি বির্দ্ধাধর। এমন কহা কহে বেটা আম্রডালের কোঙর ॥
ধর বলি বানি ভোগের তামুল খাবি। আম্রডাল কাটিঞা খাপরি জোগাবি ॥
বানি বলে ঃ সোন সোন অহে গুরু ১৩৭] [১৩৮ কানুফা লঙ্কেশ্বর। চর না মারে কেহু সংসারভিতর ॥
চর মারিলে হএ অবজষ কাহিনি। জোড়হাথে কহোঁ গোসাঞী সোন মোর বানি ॥
জা জা বেটা আম্রডালের কোঙর। আমার কথা কহগা জাঞা গুরুর বরাবর ॥
ভাল চাহে জদী রথ দেকু ছাড়িঞা। নহে ত তাহার মুণ্ড ফেলিব কাটিঞা ॥
ই বোল যুনিঞা চর করিল গোমন। গোরাক্ষ্যের কাছে জাঞা দিল দরসন ॥
আগু পাছু করিঞা কীছু না ভাবিল আন। মাথা নোঙাইঞা কৈল দণ্ডবত প্রনাম ॥
আমার বচন যুন খোয়াজ বির্দ্দাধর। এক বচন কহি তোমা বারাবর ॥
বিস্তর সন্য দেখিলাম আমি কানুফার স্থানে। সকলি কহিলাম আমি তোমার বির্দ্ধমানে ॥
হাসিতে হাসিতে গোরাক্ষ্য লাগিলেন কহিতে। ডরাঞা আস্যাছ তোমি কানুফার আগুতে ॥
ডর নাহি ডর নাহি বাছা আম্ভ্রডালের কোঙর। বানের তেজে মারিব আমি কানুফা লঙ্কেশ্বর ॥ ১৩৮]
[১৩৯ তখন খোয়াজ কোন বুর্দ্ধি করিল। পবন পবন বলিঞা স্মোঙরন করিল ॥
ডাক যুনিঞা পবনের টোনক পড়িল। সর্গ্র হইতে পবন খোয়াজের কাছে গেল ॥
আসিঞা খোয়াজের কাছে মাথা নোঙাইল।
হাসিঞা বলেন খোয়াজ মুখের উর্ত্তর। আমার উপরে না জাহ দেব পুরন্দর ॥
চন্দ্র যুর্জ্জ না জায় আমার মাথার উপর। না জাইতে পার তুমি আমার ও'পর ॥
আমার মাথা দীঞা না জাও তুমি জে·পবন। আমার ও'পরে না জায় কোন দেবগন ॥
এক বেটা ছিল বড় জ্ঞানে ডাঙ্গর। রথ লঞা জায় বেটা মাথার ও'পর ॥

রাখিলাম তারে সন্তের ও঳পর হেন কারনে। কোর্দ্দমান হইলা তখন যুগির নন্দনে ॥
জতেক গ্যান ছিল বেটার ধড়ের ভিতরে। সকল গ্যান করিলেক বেটা আমা বারাবরে ॥
তে কারনে স্বোঙরন করিলাঙ তোমা জে পবনে। যুগির রথ রাখ লঞা সাগরের স্থানে ॥
ধর বলি পবন ভোগের তামুল খাবি। কানুফার রথ লঞা সাগরে ডুবাবি ॥ ১৩৯]
[১৪০ তখন পবন কোন বুর্দ্ধি করিল। উন্ন´পঞ্চাষ পবনকে ডাকিঞা আনিল ॥
সকল পবনদেব কোন বুর্দ্ধি করিল। উন্ন´পঞ্চাষ পবনে ধুলায় সঞ্চার করিল ॥
ধুলা উড়াইঞা কেবল সঞ্চার করিল। দেখিতে দেখিতে সকল অন্ধকার হইল ॥
অন্ধকার হঞা পবন গগনে উঠিল। কানুফার রথ লঞা সাগরে ডুবাইল ॥
জখন রথখান সাগরে ডুবাইল। রাঘববোয়াল্যে রথকে গ্রাষ করিল ॥
জখন কানুফার রথ সাগরে ফেলিল। মাথাএ হাথ দিঞা বানি কান্দিতে লাগিল ॥
কানুফা বলেন ঃ ডর নাহি ডর নাহি বাছা বানি বিদ্যাধর। এক বচন বলি তোমা বারাবর ॥
ধর বলি বানি ভোগের তামুল খাবি। গলার কেন্থা লঞা সাগরে ফেলাইবি ॥
তখন বানি কোন বুর্দ্ধি করিল। গলার কেন্থা লঞা সাগরে ফেলিল ॥
সাগরের জল সব কেন্থাতে যুসিল। মছ্য মগর সব যুখানাতে পড়িল ॥
সেইখানে রাঘববোয়ালি দেখিবারে পায়। যুখানাতে রাঘব গড়া ১৪০] [১৪১ গড়ি জায় ॥
তখন বানিভর্দ্র কোন বুর্দ্ধি করিল। নেজাতে ধরিঞা রাঘবকে তিন পাক ঘুরাইল ॥
সোল সও঳ ধাঙ্গর তখন উদগার করিল। তাহা দেখিঞা কানুফা হরসিত হইল ॥
জেমন রথখানা তেমন হইল। বিজয়ানগরে জাঞা দরসন দিল ॥
আরবার কানুফা রথেত বসিল। ওপর দিঞা রথ চালাইঞা দিল ॥
রথ লঞা জায় মাথার ও঳পরে। তাহা দেখিঞা ক্রোর্দ্দ হইলেন খোয়াজ বির্দ্দাধরে ॥
য়গ্নিবান খোয়াজ নিল হাথের ও঳পরে। অগ্নিবান মারিলেন খোয়াজ রথের উপরে ॥
চৌর্দ্দতাল অগ্নি জলিতে লাগি[ল]। কানুফার মাথার ও঳পরে সব আগুন হইল ॥
প্রথমে লাগিল অগ্নি ভিতর রথে। দোও঳জে লাগিল অগ্নি কানুফার ছাতিতে ॥
মলঙ্গ মাদারি পোড়ে সন্যাছি বিস্তর। সোল হাজার ধাঙ্গড় পোড়ে রথের ভিতর ॥
অগ্নির ডাহে কানুফা সাগরে ঝাপ দীল। খোয়াজের অগ্নিবান নিঞা সাগরে নামাইল ॥
এক তাল দুই তাল তিন তাল গেল। সাত তালের ভিতরে জাঞা ধ্যান ধরিল ॥
গোরাক্ষ্যের ১৪১] [১৪২ অগ্নিবান মনেত জানিল। বসমতি মাএর ঠাঞী বস্তর মাগিল ॥
সেই কাপড় কানুফা পরিধান করিল। খোয়াজের অগ্নিবানে তাহা পোড়াইল ॥
না পোড়াহ না পোড়াহ বান খোয়াজের দোহাই। আমাকে বান্ধিঞা নেহ খোয়াজের ঠাঞী ॥

বিসম জিজিরে কানুফাকে বান্ধিঞা ফেলিল। দেখিতে দেখিতে তাখে খোয়াজের কাছে দিল ॥
খোয়াজকে দেখিঞা কানুফা না ভাবিল আন। মাথা নোঙাইঞা কৈল দণ্ডবত প্রনাম ॥
মহারোল গোর্জ্জ দাদা করিলাম বিসেস। খোয়াজ বলেন তুমি ঠুলি আমী নড়িকা মনেত আদেস ॥
হাসিঞা কানুফা কহে মুখের উর্ত্তর। তোমার গুরুকে দেখিলাঙ আমি কদলির ভিতর ॥
আড়াই রতি চন্দ্র্য আছে তাহার গর্ভ্রের ভিতরে। সেই চন্দ্র্য টলিলে তোমার গুরু জাবেক জোমের ঘরে ॥
ভাল জন চেলা হৈলে সে গুরুর উর্দ্ধার করে। দুই ভাইএ কোলাকুলি হইল পথের উপরে ॥
হাসাম দিনে রচে মনহর সার। কহিব এ সব কথা তাহার বেবহার ॥ ১৪২]

[১৪৩ কানুফা গোরাক্ষ্যে ছিল মহাবান। দুই জনে মেলামেলি করিল ততক্ষ্যন ॥
ধিরেধিরে কানুফার করিল গোমন। পুনর্ব্রুপি রথের কাছে দিল দরসন ॥
জোয়ান বএসের বল আছে কানুফার সরিরে। লাফ্য দিঞা চড়িল তখন রথের উপরে ॥
আঠার বৈকুণ্ঠে উড়িল সর্ত্তর। বানি বলে সোনহ গুরু কানুফা লঙ্কেস্বর ॥
বড়াঞী করিঞা মরিল লঙ্কার রাবন। ছোট ভাই রায্যী করে ঠকুর বিবিস্বন।
ই বোল সুনিঞা কানুফা বলিল বচন। বাম হাথে মারিব আমী রাজার জিবন ॥
এতেক বলিঞা তবে রথে দিল ঘা। পাএর নেপুর কাড়ে ব্যালিষ রা ॥
ধিরেধিরে রথ নিঞা করিল গোমন। মে[র]কুল সহরে জাঞা দিল দরসন ॥
মার মার করিঞা চৌঘড়ায় দিল বাড়ি। চৌর্দ্দিকোষ যুড়িঞা হইল যুঝ্যের রড়ারড়ি ॥
জেইমাত্রে কানুফা বাহির নগরে বসিল। ময়নামন্তির মাথায় টৌনক পড়িল ॥
কান্দিতে কান্দিতে ময়না পুত্রের মহল গেল। পুত্র্য পুত্র্য বল্যা রানি কান্দিতে লাগিল ১৪৩]

[১৪৪ অ বাছা অ বাছা সোন রাজা বঙ্গেস্বর। জাহার গুরুকে পুতিঞাছ এ বার বৎর্স্বর ॥
তার সেবক আইল কানুফা লঙ্কেস্ব্বর। এতেক কহিলাঙ বাছা তোমা বারাবর ॥
আজি বধিবেক বাছা তোমার জিবন। কান্দিঞা বিকল হৈলা রাজার নন্দন ॥
আঠার হাজার হাথি আছে দরবারে ভিতর। হাথিতে মারিব গা যুগির কোঙর ॥
সাজ সাজ বলিঞা পড়িঞা গেল সাড়া। বাওঁন হাজার ঢাক সাজে ব্যালিষ গণ্ডা কড়া ॥

সাজ সাজ করিঞা পড়িল গণ্ড'গল। চৌর্দ্দি হাজার ভেউর সাজে আসি গণ্ডা ঢোল ॥
সাজিতে লাগিলা সভেই আও'ারি দেও'ারি। ভিতরমহলে সাজে একসও' ষুন্দরি ॥
উর্ত্তরদুআরে সাজে মকুন্দ গৃহদার। সোল হাজার উপসি জাহার সরদার ॥
পশ্চি'মদুআরে সাজে বাও'ন হাজার ঢালি। দক্ষিনদুআরে সাজে চৌর্দ্দি লাখ ধুনুকি ॥
পুর্ব্বদুআরে সাজে আঠার হাজার হাথি। ভিতরমহলে সাজে উদুনা যুবতি ॥ ১৪৪]
[১৪৫ সাজন করিঞা জায় রাজা বঙ্গেস্বর। মার মার বলিঞা চলে কানুফার ও'পর ॥
হেঠমাথায় ছিল কানুফা ও'পর ছিরে চায়। সমুখে হস্তি ঘোড়া দেখিবারে পায় ॥
মহামন্ত'র কানুফা গগনে তুলিল। গলার কেন্থা খসাইঞা ভুমিতে ফেলিল ॥
চৌর্দ্দিতাল কেন্থার গড় গগনে লাগিল। মার মার করিঞা উদুনা ঘোড়া চালাইল ॥
এক সও' বান কানুফা ফেলাইঞা দিল। দেখিঞা উদুনা বড় কম্প'মান হৈল ॥
রাজা বলে: ডর নাহি ডর নাহি সোন উদুনা ষুন্দর। এখনি মরিঞা দিছি যুগির কোঙর ॥
মার মার বলিঞা দিল ধিনুকে টঙ্কার। সগ্র' মর্ত্ত পাতালে লাগিল চমতকার ॥
জয় জয় দিঞা রাজা রনে সামাইল। ষুমুখে যুগির পাল দেখিবারে পাইল ॥
একসও' বান রানি কানুফাকে চালায়। বানের সব্দ ষুনিল কানুফা রায় ॥
হাসিঞা হাসিঞা বলে কানুফা লঙ্কেস্বর। ত্রি হঞা বান করে আমার ও'পর ॥
বধিম বধিম আজি তোমার জিবন। ১৪৫] [১৪৬ কান্দিঞা বলিছেন রাজার নন্দন ॥
সভাইকে মারিহ না মারিহ উদুন ষুন্দ'রি ॥ এতেক বচন কহে বঙ্গের অধিকারি ॥
রনে হারা হইলা তখন প্রভু গদাধর। পালাঞা গেলা রাজা মাএর বারাবর ॥
লোটাঞা লোটাঞা ধরে রাজা মাএর চরন। রনে হারিলাঙ আমী কহিলাঙ বচন ॥
আমার প্রান রাখ মা গো লইলাঙ সরন। মাও' উঠিঞা বলেন মুখের বচন ॥
জাহ জাহ সাষুড়ি তোমার মুণ্ডে' পড়ুক বর্জ্জর। আরবার রাজাকে পাঠাও' দেসান্তর ॥
পড়িঞা উদুনা বলে রাজার চরনে। মিনু'তি করিঞা কিছু বলি হে বচনে ॥
জায়া জায়া সাষুড়ি তোর মুণ্ডে' পড়ুক বাজ। এতেক লোক থাকিতে তোমার পুত্রে'র
সনে বাদ ॥
কান্দিতে লাগিলা তবে রাজা বঙ্গেস্বর। কান্দিঞা বলিছে তবে মুখের উর্ত্তর ॥
আর না জাইহ রাজা কানুফা বারাবরে। যুগি বেটা দেখিলে পাঠাবেক জোমের ঘরে ॥
কান্দিঞা ময় ১৪৬] [১৪৭ নামন্তি বলিছেন বচন। আরবার ধর গা বাছা গুরুর চরন ॥
এই কথা কহিলাম বাছা সোনহ সর্ত্তর। দেখিলে মারিবেক কানুফা লঙ্কেস্বর ॥
গলাতে কুড়ারি বান্ধিঞা তুমি করহ গোমন। কানুফার পাএ জাঞা ধরগা চরন ॥
মাএর বচন রাজা বাম না করিল। গলাতে কুড়ারি বান্ধিঞা তখন চলিল ॥

হাসাম দীনে রচে গিত নির্ন্নয় নাহি জানি। হাড়িফার তোলা গিত সোনহ কাহিনি ॥

সোনার কুড়ারি রাজা গলাতে বান্ধিঞা। কানুফার চরনে রাজা ধরিল চাপিঞা ॥
না মারহ না মারহ আমার পুত্রের জিবন। জোড়হাথে ময়নামত্তি কহিছেন বচন ॥
না মারহ না মারহ আমার পুত্র গদাধর। চলহ তুলিগা জাঞা হাড়িপা লঙ্কেস্বর ॥
আমার পুত্রকে তুমি করহ অক্ষর অম্বোর। সকলি কহিলাঙ আমী য়ুনহ সর্ত্তর ॥
কানুফা বলেন অরে ভাই রাজা গোবিন্দাই। কি কারনে পুতিলে তুমি হাড়িপা জোগাই ॥
ভাল চাহ জদী তুমি আপনার জিবন। আমার কথা য়ুনহ তুমি ১৪৭] [১৪৮ রাজার নন্দন ॥
রাজা বলে সোনহ গোসাঞী কানুফা লঙ্কেস্বর। জে কারনে গুরুকে পুতিলাঙ তলহর ॥
সেইকথা কহি কিছু গুরু তোমার গোচর। সোল বঙ্গ ছাড়িলাঙ আমি ম্বিকুল সহর ॥
সকল ছাড়িলাঙ আমী গুরুর বচনে। আমাকে বান্ধ্যা থুইলেন নটিনির ভুবনে ॥
বার বৎস্বর দুখ দিলেন নটিনির ঘরে। জ্ঞান হরিলেন আমার রানির বারাবরে ॥
ইহা ত দেখি মোর কোর্দ্ধ হইল মোনে। পাটনাছ করিলাঙ গুরুকে তেকারনে ॥
হেটে কাটা দিলাঙ গুরুর ওঁপরে পাটনাছ। জিএ কি না জিএ গুরু কিবা জানিআছ ॥
এতেক কহিলাঙ গুরু কহিবাকে নারি। এই কারনে পুতিলাঙ আমি গুরু জলন্ধরি ॥
গুরুবচন আমি মোনে ভক্তি করি। সকল কহিলাম গুরু তোমা বরাবরি ॥
য়ুনিঞা রাজার কথা গুরু জলন্ধরি। সত্ত্য কথা কহি রাজা তোমা বারাবরি ॥
কি করিলে দারুন কর্ম্ম রাজা গোবিন্দাই। সর্ব্বনাস হৈল রাজা তোমার ১৪৮] [১৪৯ রক্ষ্যা নাঞী ॥
হাড়িপা মানুষ নহে রাউল জলন্ধরি। সেই সে আমার গুরু পরম অধিকারি ॥
কিসের জিবন রাজা নাহিক নিস্তার। জলন্ধরি দেখিল মোরে পাঠাবেক জোমের ঘর ॥
তোমাকে দেখিলে ভস্ম করিবেক আন। জলন্ধরির পরম গুরু ব্রহ্ম আদিষ্টান ॥
কানুফার কথা য়ুন্যা রাজা হইলা ফাফর। কেমতে আমার রক্ষ্যা হবেক কহ ত সর্ত্তর ॥
আমী ভাল জানি সে রাউল জলন্ধরি। কেমতে পিণ্ডি রক্ষ্যা হয় কেমতে তরি ॥
কাকুতি মীনুতি কর্‌্যা বোলে কানুফার বারাবরি। প্রানদান দেহ মোরে রাউল জলন্ধরি ॥
আয়ুক জোগের ধ্যান অইমত থাকি। বারেক কানুফার গুরু মোর প্রানে রাখি ॥
প্রানে কাতর হঞা রাজা বড়ই বিস্বরিত। কহ ত রাউল গোসাঞী আমার করহ হিত ॥
কানুফা বলে রাজা তুমি না হইয় নিঠুর। য়ুবর্ন্ন পুতিলি রাজা ঝাট সয্য কর ॥
আপন সমান সাত গোটা সে পুতিলি। সাত বারে ভস্মো জীর্ন্নকার জলন্ধরি ॥ ১৪৯]
[১৫০ হাড়িপার বোল রাজা কভু নাহি নড়ে। সাত বার জেন তাহা ভস্ম হঞা পোড়ে ॥
ঝাঁট সোনার কায়া সজাহ আপন প্রমান। অবস্য চাহ জদী রাখিবে জিবন ॥

কানুফার বচন যুনিঞা রাজা বঙ্গেস্বর। অন্তসপুরে হইতে যুবর্ন্ন আনিল ভারে ভার॥
আপন সমান কায়া সর্ব্ব পোতলি। অদভুন নিন্মান করিল যুবুর্ন্ন মেখলি॥
কামিলা আনিল বিস্বকন্মার নিন্মান। সাত গোটা পোতলি করিল দেবনিন্মান॥
এক গোটা পোতলি পতিনি বরাবরি। কানুফা পরম জোগি হাথজোড় করি॥
সকল জোগি হেঠমাথা করে যার জোড়হাথ। তলহরে মাটি ঘুচাহ জোগি পাচ সাত॥
অন্তসপুরে রহিল রাজা হাথ জোড় করি। সকল জোগি তলহরের ঘুচাইল মাটি॥
বিবিধ বিধানে স্তুতি করে জোগিগন। চরনে ধরিঞা বলে বিনয় বচন॥
হাড়িপা বলে কেবা ধ্যান ভঙ্গ করিলেক এতদিনে। আমার সমুখে দেখি এই কোন জোনে॥
কিছুই না দেখি ১৫০] [১৫১ সকল দেখি ছায়া। অদভূত প্রচণ্ড দেখি রূপ নাচন দয়া॥
কে মোর যুমুখে আইসে জোড় করিঞা হাথে। সরূপে কহ ত কানুফা দেখিল সাক্ষ্যাতে॥
তুমি সে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গের চুড়ামুনি। দেখিঞা হাড়িপার মুখে উঠিল আগুনী॥
ভস্ব হঞা জা রে বেটা জা রসাতল। জলন্ধরির বোলে সে গেল রসাতল॥
ভস্ব হইল গোবিন্দচন্দ্র প্রলায় গজ্জীত। আর এক পুতলি পাতিল অচম্বিত॥
পুনুরূপি পুতীলি পাতিল বরাবরি। তাহা দেখ্যা ভস্ব জেন করে জলন্ধরি॥
সুবর্ন্ন পুতিলি দেখি বির্দ্ধমান। কানুফার স্তুতিতে হাড়িপার ভাঙ্গিল ধ্যান॥
আরবার চাহিঞা দেখে রাজা গোবিন্দাই। সমুখে আনল জলে কোপের দৃষ্টে চাই॥
ভস্ব হঞা চলিল ময়া কন্ধ। পুড়িঞা ভস্ব হইলা ময়া গোবিন্দচন্দ॥
অচম্বিতে পুতিলি হইল ছারখার। জলন্ধরির সমাধিক লাগিল আরবার॥
আরবার এক পুতিলি পাতিল আচাম্বিতে। সকল জোগি স্তুতি করে চারিভিতে॥
আরবার পুতিলি ১৫১] [১৫২ করিল আদিষ্টান। যুমুখে হাড়িপা পুতিলি করিল নিন্মান॥
পাপিষ্ট গোবিন্দচন্দ ভস্ব হ রে বেটা পুতিলিকলেবর। পুনুরূপি পুতলি মারিল আরবার॥
সাতবারে পুতলি হইল ছারখার। তলহর হইতে উঠে হাড়িপা লঙ্কেস্বর॥
তোলা গঙ্গাজলে গুরুকে সিনান করাইল। সিতল হইঞা গুরু তখন বসিল॥
গুরু সিস্যে দোহে কথা কহিতে লাগিল। হেন বেলায় ময়নামন্তি কোন বুর্দ্ধি করিল॥
সোনার কুড়ারি রাজার গলাতে বান্ধিঞা পুত্র লইঞা ময়নামন্তি চলিল বিনয় করিঞা॥
হাড়িপার চরনে জাঞা ধরিল চাপিঞা। জোড়হাথে কহেন ময়না যুমুখে ডাণ্ডাইঞা॥
রাখহ মোর পুত্র আমি বাসি ডর। জনমে জনমে পুত্র তোমার চাকর॥
আমার পুত্র রাখহ তুমি প্রিথিমির ভিতর। জোড়হাথে বলি আমি তোমার গোচর॥
হাড়িপা বলেন তুমি বহিনি না কর কন্দন। যুগে যুগে রাখিলাঙ আমি তোমার গোবিন্দ ১৫২] [১৫৩ চন্দ্র॥

তাহা বলিঞা হাড়িপার বিজয়াগোমন। কানুফার কাছে জাঞা দিল দরসন ॥
কানুফা বলে অহে গুরু হাড়িপা লঙ্কেশ্বর। ঝলমঙ্গ করিছে অই রাজার কোঙর ॥
কানুফার বচন যুনা গুরু হাড়িপা কোপে জলে। কোর্পামান হঞা রাউল আপনা পাসরে ॥
কপট প্রবন্ধে বেটা ভাণ্ডিষ আমারে। তোমার মরন হউক ডাহুকার গড়ে ॥
ডাহুকার বহুড়ির সনে হইবেক দরসন। টুটিবেক তোমার কর্ন্ধ হইবেক মরন ॥
সিষ্য হঞা মোরে তুমি ভাণ্ডিলে কপট প্রবন্ধে। তথির কারনে তোমার টুটিবেক কন্ধে ॥
কান্দিঞা বিকল হইল তখন কানুফা লঙ্কেশ্বরে। এতদিনে মরন হইল ডাহুকা সহরে ॥
ভাল করিতে আমার মন্দ হঞা গেল। ডাহুকা নগরে আমার মরন হইল ॥
গুরুর বচন কানুফা মস্তকে বান্ধিঞা। একটি বচন কহি তোমার চরন ধরিঞা ॥
সাপ দিলে মোরে গুরু দণ্ডেধর। আসির্ব্বাদ দেহ কীছু ১৫৩] [১৫৪ আমার বারাবর ॥
ই বোল যুনিঞা হাড়িপা হাসিতে লাগিল। হাঁসিঞা হাঁসিঞা কানুফাকে বচন কহিল ॥
ডাহুকার বহুড়ির হাথে তোমার হইবেক মরন। দিনকথো থাকিঞা তোমার হবেক উর্দ্ধারন ॥

পুনুর্ব্বপি গুরুর চরন মস্তকে বান্ধিঞা। আপনার রথের কাছে উর্ত্তরিল গিঞা ॥
মার মার করিঞা রথে দিল তামুনি। সেইখানে বানিভর্দ্র কহিছে কাহিনি ॥
বানিভর্দ্র কানুফাকে কহিছেন বানি। রথের ও'পরে কেনে জ্বালিছে আগুনি ॥
কত বাদ্য বাজে নির্ন্নয় নাহি জানি। এতদিনে যুনিলাঙ হাড়িপা তোলা জে কাহিনি ॥
হাসাম দীনে রচে মনহর সার। ডাহুকার গড় জাবেন কানুফা লঙ্কেশ্বর ॥

ডাখিনির গড় জাবেন কানুফা জোগাই। হাড়িপার যুমুখ্যে ডাণ্ডাঞা রহিলা রাজা গোবিন্দাই ॥

সোনারি কুড়ারি রাজা গলাতে ১৫৪] [১৫৫ বান্ধিঞা। গুরুর চরনে রাজা ধরিল চাপিঞা ॥
জ্ঞান দেহ গুরু মোরে হাড়িপা লঙ্কেশ্বর। তোমার জ্ঞান পাইলে হব অক্ষ্যর অম্বোর ॥
সব অফরাদ কর খেমা গুরু জলন্ধরি। জোড়হাথে ডাণ্ডাইঞা মিনুতি আমি করি ॥
রাজাকে কহেন তখন হাড়িপা লঙ্কেশ্বর। কাহার কথাতে আমাকে তুমি করিলে তলহর ॥
রাজা বলে যুনহ গুরু হাড়িপা লঙ্কেশ্বর। উদুনা পুদুনার কথাতে তোমাকে করিল তলহর ॥
উদুনা পুদুনাকে রাজা করহ পাথরকায়। তবে ত তোমাকে আমি করিব অম্বোরকায় ॥
গুরুর বচন রাজা বাম না করিল। উদুনাকে রাজা তখন ডাকিঞা আনিল ॥
রাজা বলে : জ্ঞান দেহ জ্ঞান দেহ মোরে গুরু জলন্ধরি। সেই কর্ম্ম করি য়ামী তোমা বরাবরি ॥

আমার বচন ষুন নৃর্প মহাসয়। উদুনা পুদুনাকে তুমি করহ পাথ[র]কায় ॥
মুখের হুহুঙ্কার রাজা গগনে তুলিল। উধুনা পুদুনাকে রাজা ১৫৫] [১৫৬ পাথ[র]
কায় করিল ॥
পাথর দেখিঞা রাজা কান্দিতে লাগিল। কান্দিঞা কান্দিঞা রাজা গুরুকে বলিল ॥
অহে গুরু অহে গুরু হাড়িপা লঙ্কেস্বর। সঙ্গে ত করিঞা নিথাঙ উদুনা ষুন্দর ॥
ই বোল ষুনিঞা গুরু হাসিতে লাগিল। রাজার মন বুঝিঞা রাউল বচন কহিল ॥
ছাড়িতে নারিলে রাজা উদুনা পুদুনার রূপ। সঙ্গে করিঞা নেহ রাজা কহিল সরূপ ॥
ই বোল ষুনিঞা রাজা হরসিত হইল। প্রনাম করিঞা রাজা কহিতে লাগিল ॥
উদুনা পুদুনাকে করিব আমি পাএর খড়ম। খেতুআকে করিব আমি হাথের গদারম্ভ ॥
মা ঃ ময়নামন্তিকে করিব আমি মাথার ছত্র্ব। আর দুই স্ত্রিকে থোব আমি মহলভিতর ॥
গুরু বলেন ঃ সোন সোন বাছা তুমি রাজা বঙ্গেস্বর। চারি যুগে করিলাম অক্ষ্যর অম্বোর ॥
ই বোল ষুনিঞা রাজা হরসিত হৈল। উদুনা পুদুনাকে পাএর খড়ম ক ১৫৬] [১৫৭ রিল ॥
লক্ষ্যিপতির ঝিআরিকে করিল হাতের দ্বাদস। গন্ধর্ব রাজার দোহিতাকে দেখিঞা
রাজা ছাড়িল নিস্বাষ ॥
খেতুয়াকে করিল হাথের গদানড়ি। চারি কন্যা গেল তবে বাপমাএর বাড়ি ॥
ময়নামন্তির ষুমুখে রাজা ডাণ্ডাইল জাঞা। মাএর চরনে রাজা পড়িল লোটাঞা ॥
অগ মা ঃ ষুন তুমি ময়নামন্তি রাই। এতদিনে জানিলাম আমি জোগি হঞা জাই ॥
সোলবঙ্গরাজ আমি সকল ছাড়িলাঙ। মহামন্ত্র গুরুর স্থানে এতদিনে পাইলাঙ ॥
কুলের ব্রাহ্মনে রাজা ডাকিঞা আনিল। গঙ্গাজলে দিজ্যকে স্নান করাইল ॥
রাজটিকা দিঞা দিজ্যকে পাটে বৈসাইল। পাত্র মিত্র আসিঞা দিজকে মাথা নোঙাইল ॥
মাথার উপরে দিজের ছত্র ধরিল। জোড়হাথে মহারাজা ষুমুখ্যে ডাণ্ডাইল ॥
এইমতে মহারাজা সম্ভতি করিল। জয় জয় দিঞা রাজা সম্নে উড়িল ॥
আরবার মহারাজা ১৫৭] [১৫৮ ভুমিতে নামিল। নামিঞা তখন গুরুর চরন বন্দিল ॥
বিদায় হইঞা রাজা তখন চলিল। উদুনা পুদুনাকে পাএর খড়ম করিল ॥
মেরকুল সহরকে রাজা প্রনাম করিঞা। প্রজাগনকে আসির্ব্বাদ করেন জাইঞা ॥
মুখের হুহুঙ্কার রাজা গগনে তুলিল। আঠার বৈকুণ্ঠ রথ উধাও করিল ॥
সিবের ভুবনে জাঞা দরসন দিল। জতেক দেবতা রাজাকে আসির্ব্বাদ করিল ॥
চারিযুর্গে রাজার বেটা অক্ষার অম্বোর হৈল। রাজপাট ছাড্যা রাজা দেসান্তরি গেল ॥
ধন্য ধন্য গোবিন্দচন্দ্র ধন্য তোমার মাএ। মাএর বচনে রাজার বেটা যুগি হঞা জায় ॥
ধন্য ধন্য করি করিল সকল সংসারে। সোনার ভুমরা হঞা বেড়ায় রাজা প্রিথিমির ভিতরে ॥

জলঙ্করির প্রসাদে হাসাম দিনে গাএ (পৃ. ২৫৪-২৫৫)

যুগি ইঞা বেড়ান রাজা সকল সংসারে। মা ময়নামন্তিকে লঞা মস্তক ওপরে ॥
জলন্ধরির প্রসাদে ১৫৮] [১৫৯ হাসাম দিনে গাএ। সির্দ্ধাগুরুর প্রসাদে রাজা
অম্বোরকায় ॥

ইতি গোবিন্দচন্দ্র প্রস্তক সোমাপ্ত হইল লিখিত শ্রীচৌধরি
মল্লিক ওলদে শ্রীনিমু মল্লিক ইবনে শ্রীহামিদ মল্লি সাঃ
বড়হাট পরগনে ভুরকুণ্ডা তালুক বিরভুম শ্রীযুত মোহারাজা
মোহাম্মদ জমা খাঁ দেওঁা শ্রীযুৎ স্যাম চক্রবতি পুস্তকের
মালিক নিজ আর কেহু দাওঁা করে সে দাওঁা বাতিল
হয় ইতি সন ১২০৩। বার সওঁ তিন সাল তা ১৪ মাহ মাঘ
রোজ মঙ্গলবার ওক্ত এক প্রহর রাত্র

(ফারসী শিকস্তা শৈলীতে লিখিত পুষ্পিকার মর্মানুবাদ)

[শ্রীমল্লিক চৌধুরী পিতা নিমু মল্লিক পিতামহ হামীদ
মল্লিক বড়হাট গ্রামনিবাসী ১২০৩ বাঙ্গালা এই পুথির
মালিক যে ইহার দাবি করিবে তাহার দাবি বাতিল হইবে।]

২৭ গোবিন্দবিলাস

রচয়িতা ঃ দীন যশশ্চন্দ্র (হরিদাস)

পুঁথিসংখ্যা ১৯০৯। পত্রসংখ্যা ৪×৮। অখণ্ডিত। আকার ১৬"×৫২ু"। লিপিকাল ১২৩৮ সাল। আধার তুলট। শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ ৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥ অথ গোবিন্দবিলাস লির্খ্যতে॥
বন্দো দেব গৌরচন্দ্র পতিতপাবন। কলিজুগে অবতার জিবের কারন॥
অজ্ঞানতিমিরে ঘোর হইল সংশার। পরকাসহেতু হৈলা গোরা অবতার॥
নিজ ভক্তিবিজ দিঞা জিব উদ্ধারিল। চণ্ডাল অবলম্বে কিছু বিচার না কৈল॥
করুনাকারনরুপ কৃপাময়সিন্ধু। পতিত দুর্ম্মতিজনে দয়াময় বন্ধু॥
নাসিতে অসেষ ক্লেস হৈলা নররুপ। ছাড়িঞা বৈকুণ্ঠপুরি আইলা দেবভূপ॥
নিজনাম নিজগুন গাঞা রাত্রিদিনে। বিভোল হইঞা প্রভু করেন রোদনে॥
নিজগুন সংকির্ত্তন গোপত আছিল। প্রিথিবিতে গৌরচন্দ্র প্রকাস করিল॥
সেই সংকির্ত্তনভাবে গোরাচান্দ নাচে। কান্দিঞা সকল জিবে প্রেমধন জাচে॥
হেন প্রভু গৌরচন্দ্র করিঞা বন্দন। অভিলাস কৃষ্ণগুন করিতে বর্ন্নন॥
সনাতনপ্রভু বন্দো অতি দয়াময়। বৃন্দাবন মাঝে জার সদত আশ্রয়॥
চৈতন্যের কৃপাপাত্র জেই সনাতন। তাঁহার চরনপদ্ম করিব বন্দন॥
তাঁহার অনুজ বন্দো শ্রীরূপগোসাঞি। পরকাস প্রেমরস হৈল জার ঠাঞি॥
চৈতন্যের আজ্ঞামধু করিঞা ভক্ষন। মত্ত হঞা বেক্ত কৈল প্রেমের লক্ষন॥
উর্দ্ধবাদি ভক্ত সব থাকি বৃন্দাবনে। জেই প্রেমভক্তি আশা কৈল অনুক্ষনে॥ ১খ]
[২ক কেহো বা পাইল তাহে কেহো না পাইল। সেই প্রেমভক্তিরুপ সর্ব্ব জিবে দিল॥
বন্দিব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ। ব্রজবাসি ভক্ত বন্দো জোড় করি হাথ॥
শ্রীজীব গোসাঞি বন্দো করিয়া ভকতি। জার নামে ঘুচিবেক অশেষ দুর্গতি॥
শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভু বন্দো ভক্তিভাবে। জাহার আসিসে হয় প্রেমভক্তিলাভে॥
শ্রীবিদ্যালংকার প্রভু বন্দিব সাদরে। অশেষ রসের নিধি কৃপার শাগরে॥
জার কৃপা হৈতে আমি মূঢ়মতি ছার। রচিতে কৃষ্ণের গুন মন অধিকার॥

বন্দিব বৈষ্ণব সব হঞা প্রনিপাত। নিরন্তর ভক্তিভাবে করি জোড়হাথ ॥
জত আছে ব্রজবাসি প্রিথিবিভিতরে। সভার চরনে আমি করি নমস্কারে ॥
নন্দ যশোদার আমি বন্দিব চরন। বন্দিব কৃষ্ণের জত সহচরগন ॥
ভক্তিভাবে বৃন্দাদেবি বন্দনা করিব। ভক্তিভাবে পূর্নমাসির চরন বন্দিব ॥
বৃষভানুসুতা বন্দো রসবতি রাধা। প্রধান প্রকৃতি নাম কৃষ্ণতনু আধা ॥
প্রেমরসময়ি মূর্ত্তি আনন্দদায়িনি। অনুপাম রূপগুন রসিক কামিনি ॥
অন্তরঙ্গা মহাসক্তি সভাকার আদ্যা। কামিনিরতন চিদানন্দা মহাবিদ্যা ॥
হেন রাধিকার আমি বন্দিব চরন। তবে সে পারিব গুন করিতে বর্ন্ন॑ন ॥
চন্দ্রাবলি আদি আর আছে জত শক্তি। সভার চরন বন্দো করি অতি ভক্তি ॥
জন্মদাতা পিতা বন্দো অপর জননি। বন্দিব পরমভক্তি গুরুর ২ক] [২খ কামিনি ॥
শ্রীহরিদাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে। কৃষ্ণের ভকত সব দাস বলি বলে ॥
সুন সর্ব্বজন গিত চির্ত্তের আনন্দে। সাদরে সুনিলে কৃপা করে চিদানন্দে ॥
অপার সংশারসিন্ধু বিসম দুস্তর। কৃষ্ণনাম নৌকা বিনু তরিতে দুস্কর ॥
ভবসিন্ধু তরিবারে চির্ত্তে করি আশ। দিন জসশ্চন্দ্র বলে গোবিন্দবিলাষ ॥

অতঃপর কাহিনী আরম্ভ ঃ

আদিখণ্ড ঃ— শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, পুতনাবধ।

রাধাখণ্ড ঃ— রাধাজন্মকথা।

বাল্যখণ্ড ঃ— শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষন, উদুখলবন্ধন, জমলর্জ্জুনমোক্ষন, ধুলিখেলা, বৃন্দাবনে বাষ, বৎস্যচারন, বচ্ছাসুরবধ, বকাসুরবধ, অঘাসুরবধ, ব্রহ্মমোহন, বেনুরবে ধেনু ফিরায়।

বানখণ্ড ঃ— ধেনুকাশুর বধ।

পৌগণ্ডখণ্ড ঃ— কালিয়দমন, নন্দ ও যশোদার সহিত সাক্ষাৎ, কালিনাগের হ্রদে থাকা, দাবানলভক্ষন, প্রলম্ববধ, ভাণ্ডিরবনে গোচারন, বস্ত্রহরন, জজ্ঞপত্নির স্থানে অন্নভিক্ষা, জাজ্ঞিক ব্রাহ্মনের খেদ, গোবর্দ্ধনধারন, ইন্দ্র কৃষ্ণকে অভিযেককরন, বরুনের সহিত মিলন।

অনুরাগখণ্ড ঃ— শ্রীরাধিকার অনুরাগ, শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ।

সূর্য্যখণ্ড ঃ— শ্রীরাধিকার সূর্য্যপূজা, শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণন, শ্রীরাধিকার বেসবর্ণন, শ্রীরাধিকার

বনে যাত্রা, শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয় দর্শন, গোপীদের কৃষ্ণদর্শন, শ্রীরাধিকার খেদউক্তি।

পূর্ণিমাখণ্ড :— শ্রীরাধিকার সহিত পূর্নমাসির দেখা, শ্রীকৃষ্ণের খেদ, পূর্নমাসির কথা।

দানখণ্ড :— গোপীর খেদ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বাক্যকৌসল, শ্রীরাধার সহিত মিলন।

নৌকাখণ্ড :— শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন, মানসগঙ্গা পার।

উদ্যানখণ্ড :— কুশুমচয়ন, রাইশ্যাম মিলন, রাধাশ্যামে নিবেদন।

বংশীখণ্ড :— বৃন্দাবনশোভাবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণন, অষ্টশক্তির নাম, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, গোপীদের খেদউক্তি, শ্রীরাধার বেশবর্ন্নন, গোপীর অনুভব, গোপীর নিবেদন, বিপিনশোভাবর্ন্নন।

কিশোরখণ্ড :— রাশবর্ন্নন, শ্রীমতির খেদ, নর্তকরাশ, রাশবনপরিক্রমা, পুষ্পযুদ্ধ, জলকেলি, নন্দিশ্বরদর্শন, গোকুলদর্শন, নন্দালয়দর্শন, অম্বিকাপূজা, রামকৃষ্ণ বর্ন দর্শন, সংখচূড়বধ, কৃষ্ণরূপবর্ণন, গোপীর খেদ, বৃসাসুরনিধন, অক্রুরগমন, কেসিশূরবধ, ব্যোমসুরবধ, চানুরবধ।

অক্রুর খণ্ড :— অক্রুরের কৃষ্ণদর্শন, অক্রুরের স্তব, নন্দের সহিত সাক্ষাৎ, গোপীর বিরহ, গোপীর বিসাদ, রাধিকার বিসাদ, গোপীর অনুমান, শ্রীরাধিকার নিবেদন, কৃষ্ণের মথুরাগমন, অক্রুরের স্তব।

[৪২৮খ—গোবিন্দবিলাসরস আনন্দিত মনে। সমাদরে শ্রুতিরন্ধ্রে পিয় সর্ব্বজনে॥

অক্রুরখণ্ডের গীত সুধাসমতুল। জে জন সুনিব তারে কৃষ্ণ অনুকুল॥

শ্রীহরিদাসের আশ কৃষ্ণপাদাম্বুজে। উদ্ধারিবে প্রভু জেন সংশারে না মজে॥

মথুরা খণ্ড :— মথুরাবর্ন্নন, মথুরাদর্শন, মথুরাভ্রমন, মথুরানাগরি খেদউক্তি, সুদামের স্তুতি, কুব্জার মিলন, জজ্ঞস্থানদর্শন, ধনুকভঞ্জন, কংশবধ, কুবলয়বধ, রামকৃষ্ণের রঙ্গস্থল দর্শন, চানুরযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, কংসের বিশাদ, দেবলোকের স্তব, কংশনারিবিলাপ, রাজরানির বিলাপ, রানিগনের বিলাপ, বসুদেব দেবকী, উগ্রসেন রাজা কৈল, নন্দবিদায়, যশোমতির করুনা, মথুরাবিলাস, রোহিনীর মথুরাগমন, শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা, গুরুপুত্র আনি দিল, যমপুরিবর্ন্নন।

[৪৫৬ক মথুরাখণ্ডের গীত পীযূশতুলন। নিরন্তর রাখ নর এই রসে মন॥

শ্রীহরিদাসের আশ পুর্ন্ন করি হরি। অপার সংসারসিন্ধু জাএ জেন তরি॥

অতঃপর মথুরাখণ্ডের সমাপ্তি ও পুষ্পিকাংশ :—

[৪৯৮খ সুন সর্ব্বজন গীত গোবিন্দবিলাস। মথুরাখণ্ডের কথা সুধাময় ভাস॥

ইহকালে পরকালে বন্ধু দামোদর। ইহা জানি কৃষ্ণ ভজ সব ছাড়ি নর॥
শ্রীহরিদাসের ত্রাস নাস কর হরি। অপার [সংসারসি]ন্ধু জাই জেন তরি॥ ২৪॥

ইতি মথুরাখণ্ড সমাপ্ত॥ ইতি শ্রীগোবিন্দবিলাস সমাপ্ত॥ পূর্ব্ব সকাব্দা ঃ৬২৯ সনের গ্রন্থ দেখিয়া লিখা হইল ইহাতে দুই এক অক্ষর দৃষ্ট হয় না॥ জথা দৃষ্ট তথা লিখিত সাক্ষর মিদং শ্রীনফরচন্দ্র দাস সাং নবগ্রা[ম] পাঠক শ্রীযুত বাবু নিলকণ্ঠ সিংহ সাং রাইপুর ইতি সকাব্দা। ১৭৫৩॥ সন ১২৩৮ বার সর্ত্ত আটর্ত্তিশ সাল তারিখ ২৫ ভাদ্র শুক্র[বার]।

২৮ গৌরীমঙ্গল

রচয়িতা ঃ ভিষক রসিক

পুঁথিসংখ্যা ১৫১৬। পত্রসংখ্যা ৮৫। অখণ্ডিত। আকার ১৩½"×৫"। লিপিকাল ১২৬৬ সাল। আধার তুলট। ভনিতা ও পুষ্পিকা মুদ্রিত হইল।

[১-খ ৭ শ্রীশ্রীদুর্গা॥
অথ গৌরিমঙ্গল লিক্ষিতে॥
হৈয়া একচির্ত্ত ভবানিমাহিত্য মুন সভে সাবধানে।
ভকত .... না মুনা পুজা নিল তিভুবোনে॥
মুনিতে কৌসল ভবানিমঙ্গল অসেস দুরিত নাসে।
ছিল এক রাজা বলে ম· .... র জুগের সেসে॥
... ... ইত্যাদি।

[৫-খ জগতজননি জায়া জানিল ধেআনে। ধরিয়া জগিনিবেস উরিলা কাননে॥
নোতন মঙ্গল সভে মুন মন দিয়া। রচিলা রসিক কবি ভবানি ভাবিয়া॥
[৪০খ এত বিচারিয়া বুড়ি কহিল কন্যারে। ভিসক রসিক ভনে ভবানির বরে॥

[৮৫ক ইতি গৌরিমঙ্গল সপ্ত আরোহন সমাপ্ত ॥
জথা দ্রিষ্টঃ তথা লিখিতঃ সায়ক্ষর ॥
শ্রীরামগোপাল সরকার ॥ সাং কাচিগড়্যা
পরগনে বায়ড়া জাহানাবাদ ॥ সন ১২৬৬ সাল
তাং ২৭ আশ্বিন ॥

২৯ চানক্যশ্লোক

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৭৪। পত্রসংখ্যা ১৩। অখণ্ডিত। আকার ১৩"×৫"। লিপিকাল ১২৩৫ সাল। আধার তুলট। চানক্যশ্লোক নূতন কাহিনীসম্বলিত। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১ক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ স্বরনং
অর্থ চানকের স্বোলক ॥ ১ক]
[১খ…রাধাকৃষ্ণ ॥ নানাসাস্ত্রধিতং পক্ষে‍ র্ রাজনিত সমর্স্যায়ং সর্ব্ববিজ মিদং সাস্ত্রঃ চানকেন সারসংগ্রহং ॥১॥
এহা অর্থ ॥ …না সাস্ত্রে ফল কহি নিসর্চয় ঃ আররা বাসাগণের জেরুপ ব্যবহার হয় ঃ চানক নামেতে গ্রহস্ত সকলের সার ঃ এই সাস্ত্রে…লর সার মুবিস্তারঃ ॥
॥ স্বোলক ॥ মুলসত্র পরক্ষ‍্র্যামি ঃ চানকেন জতদিতং জেসাং বিদ্যা ন মাত্রেনঃ মুখু ভ্রবতি পা… ॥
এহার অর্থ ॥ আপনি চানক জেমৎ কহিআছিল ঃ
তাহার মুল ছুত্র য়েবে কহি মুন ঃ মুখু হইআ জানে জদি এহার [অর্থ] ঃ সেজন পণ্ডিত হয়ে জানিহ নির্সিচতঃ ॥
॥ স্বোলক ॥ এক সতো অষ্টর্ত্তর স্বোলক ঃ চানকেন জতদিতং বালকর্স্য প্রবর্দ্ধতং…সংখ্যা প্রবর্দ্যনঃ ॥৩॥
। এহার অর্থ। এক সত অষ্টত্তর স্বোলক চানকের কথি বালগনের জ্ঞানহেতু আর লোকরিতি ॥
… … … … … … ইত্যাদি … .. … … … …

অতঃপর [১২ক স্নোলক ॥ কিং হাসতির কাকঃ নহি সর্প ভ্রেকবাহনঃ সময়ে আনগতো-
স্যামি ঘ্রত অ[ন্নং] ব্রাহ্মর্ন জথাঃ ॥ ১০৮ ॥
॥ এহার অর্থ ॥ অতি বড় বর্ন্নে্যজলে সর্প ভ্রেসে ষায় ।
সর্পের ভ্রক্ষন ভ্রেক তাহার ১২ক] [১২খ তাহা দেখি কাক এক লাগিল হাসিতে। দেখিল
সর্প উত্তর করিল কাক সাতে ॥
মুন মুন কাক সকল করয়ে সম[তে] । নহে কেন বিপ্র অন্ধ ঘ্রত ভ্রোজনেতে ॥
এহার বিত্তান্ত কহি করিআ বিস্তার। দুখিরাম নামে ব্রাহ্মন ছিল একে আর ॥
তাহার রমনি ছিল ব্যাবর্ন্বে বেহার। স্যামি অর্ন্ধ হবে বলি সষ্টিপুজা করে ॥
সেই কথা দ্বিজবর জানিল প্রকারে।
বটবৃক্ষের কোঠরে গিআ নুকাইআ রহিল। স্থান করি ব্রাহ্মনি সষ্টি পুজিবারে গেল ॥
সষ্টিপুজা করি ব্রাহ্মনি মাগে বর। কুঠির ভ্রিতরে ব্রাহ্মন করিছে উত্তর ॥
কি বর মাগিবে তুমি মুন গো ব্রাহ্মনি। তোমার সেবায়ে বড় তুষ্ট হইলাম আমি ॥
কি বর মাগিবে তুমি মাগ সিগ্র করি। মুনিঞা ব্রাহ্মনি কহে জোড়হাথ করি ॥
প্রনাম করিআ তখন কহিছে ব্রাহ্মনি। আমার স্যামি অর্ন্ধ হউক জাকু চক্ষের মুনি ॥
এ কথা মুনিঞা ব্রাহ্মন হইল সদয়। উত্তর করিছে তারে রহর্স্যহিদয় ॥
তারে তুমি ঘ্রত খাওআও অন্নের সহিত। তবে সে জাইবে চক্ষু কহিনু বিদিত ॥
বর [পে]য়ে ব্রাহ্মনি ঘরে চলে গেল। ঘ্রতঅর্ন্ন করিআ ব্রাহ্মনে খাঔআইল ॥
ঘ্রতঅন্ন খায়ে ব্রাহ্মনের তেজ হয়। ছর্দ্য করি ১২খ] [১৩ক অর্ন্ধ বলি চক্ষু মুদি রয়ে ॥
ছর্দ্য করি মুয়ে থাকে বিপ্র অর্ন্ধমত। ব্রাহ্মর্নির রসিক সে জোন উপানিত ॥
স্যামি অর্ন্ধ হইল বলি কাছে সোআইল। হেনকালে ব্রাহ্মনের চক্ষু মুক্ত হইল ॥
ইতি জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষর্কে দোস নাস্তি।
ভ্রিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ সঅক্ষরমিদং
শ্রীসষ্টিচরন মণ্ডল সাং পাদ্দডলা বসৎবাটি ॥ এই
স্বোলক লিখিআ দিলাম শ্রীরাধামোহন মণ্ডলকে সাং
মহাদে[ব]পুর এহাতে কাহার দাও নাই কেও কখন
দাঔআ করে সে বাতিল ঔ ঝুঠা এই স্বোল[ক] লেখা
হইল বেলা দুই প্রহরের সময়ে ইতি সন ১২৩৫ সাল তারিখ
২ জৈষ্ঠ বুধবার তিথি প্রিতিপদ ॥ ১৩ ॥

৬০ চৈতন্যমঙ্গল

রচয়িতা : জয়ানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৯০৩। পত্রসংখ্যা ১১। খণ্ডিত। আকার ১৫"×৫"। লিপিকাল আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। নূতন পাঠসম্বলিত। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ॥ শ্রীশ্রীদুর্গা॥ বৈরাগ্যখণ্ড॥
একদিন গৌরাঙ্গচন্দ্র শংকির্ত্তনে নাচি। ব্রহ্মার দুল্লর্ভ পদ শোভাকারে জাচি॥
কিরে কিরে শব্দ করি শীংহের গর্জ্জন। মালসাট মারিয়া বশিল সিংহাশন॥
ভাই ভাই বলিয়া ডাকেন ঘনে ঘন। বৃন্দাবন বারানসি কদম্ব গোবর্দ্ধন॥
কেসিঘাট বংশিবট জঙ্গপন স্থান। ভাণ্ডির বহুলা বন রাসস্থলি স্থান॥
রাধা রাধা বলিয়া ডাকেন উশ্চস্বরে। তুলিয়া অজাবাহু বলে কি রে কি রে॥
কৃষ্ণ শে ঠাকুর দেবি সে নন্দ জশোদা। ছিদাম শুদাম কোথা চন্দাবলি রাধা॥
শে মোর মোথুরাপুরি উর্দ্ধব অক্রুর। কুবলয় চানুর মুষ্টির কংশাশুর॥
ইহা বলি কান্দেন গৌরাঙ্গ দয়ানিধি। কি রে কি রে বলি পুন হাশেন নিরবধি॥
আরে রে সংসারের লোক দেখ মোর নাট। কর বিক্রী কর মোর এই প্রেমের হাট॥
কার পিতা কার মাতা কার শ্যামি সখা। সর্পহেন শংসার কার সনে কার দেখা॥
বাজিকর নাচায় জেন কাষ্ঠের পুতলি। তেমত সংশার নাচে কৃষ্ণ করে কেলি॥
মিথ্যা ধন মিথ্যা জন মিথ্যা পরিবার। জথায় সম্পদ তথা বিপদ অপার॥
কত জর্ম মরন নিম্নয় নাহি জানি। জননি রমনি হয় রমনি জননি॥
কমলপত্রের জল জেন স্থির নয়। তেমত চঞ্চল জিব একত্র না রয়॥
সম্পদ বিপদ জতো সৎকর্ম্মের ফল। আন গাছে না লাগে অন্য গাছের বাকল॥ ১খ]
[২ক এক তরু দুই তিন ফল নাহি ধরে। অন্যা তরু অন্য ফল ধরিতে না পারে॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দি জীব কর্ম্ম করায় কালে। অগাধ জলের মৎশ্য বন্দি হয় জালে॥
স্ত্রি কাল পুত্র কাল ধন জন কাল। ইষ্ঠ কুটম্ব ঘর দ্বার সব মায়াজাল॥
মায়ায় মোহিত জিব সদত সন্তাপ। এক গুন পূণ্য সহস্র গুন পাপ॥
শিশুগন খেলে জেন সদত ধুলায়। খেলাধুলা ভাঙ্গিয়া মন্দিরে চল্যা জায়॥
পুনরূপি সেই সিশু শেই কৃয়া করে। ধুলার মন্দির ভাঙ্গি চলিলা মন্দিরে॥

এইমত কতো কতো জনম মরন। মায়াতে এসব কর্ম না জায় সাধন ॥
সাধুজন হৈলে তায় অন্য কীবা করে। ঔসধ থাকিতে ব্যাধি কি করিতে পারে ॥
কল্পতরু থাকিতে জাচনে অন্য মাগে। বিধাতালিখন দুখঃ কভু নাহি ভাঙ্গে ॥
সিংহ থাকিতে করে কুকুরের আশ। পুর্ন্ন চন্দ্র থাকিতে কি বিদুতপ্রকাষ ॥
কৃষ্ণশেবা থাকিতে অন্য শেবায় কিবা করে। গঙ্গাজল থাকিতে জেন কুপজলে মরে ॥
পরস থাকিতে অন্যা কোন প্রীয়োজন। অমৃত ছাড়িয়া বিশ করয়ে ভক্ষন ॥
গরুড় থাকিতে করে কাকের ভরশা। মুনির আস্রয় ছাড়্যা শসানেতে বাশা ॥
কৃষ্ণ শত্য কৃষ্ণ শত্য কৃষ্ণ শোভার পর। ব্রর্ম্মা ইন্দ্র বরুন সভে কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
কৃষ্ণে নাহি দিয়া খায় স্ত্রি পুত্র লইয়া। শেই দিব্য না পায় জিব জর্ম্মান্তরে গিয়া ॥
খায় বিলায় অন্ন কৃষ্ণে নাহি দিয়া। [২খ অর্পসির জন জেন দান লবে গীয়া ॥
অর্থ অনর্থ ইহা জানিবা নিশ্চয়। রাজপীড়া অগ্নি আর তস্করের ভয় ॥
নিধন পুরুশের ভয় নাহিক শংসারে। বৈষ্ণব হইলে অর্থ সঞ্চয় না করে ॥
বৈষ্ণবজনার দেহে জেই জাহা মাগে। সে সব সামিগ্র তবে কৃষ্ণকার্য্য লাগে ॥
সংসারনিস্তারহেতু বৈষ্ণবের জর্ম্ম। কৃষ্ণকার্য্য বিনা তার নাহি কোন কর্ম্ম ॥
চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধরপদদ্বন্দ। আনন্দে বৈরাগ্যখণ্ড রচে জয়ানন্দ ॥
... ...
[৩খ একদিন গৌরাঙ্গ নিসি অবশেষে। শ্রীনিবাষ পণ্ডিতেরে বলিলা বিশেষে ॥
আজি হৈতে ছাড়িলাম সংসার অভিলাষ। নবদ্বিপ সংপৃতি আদিগৃহবাষ ॥
অধ্যায় করিল করাইল অধ্যাপনা। আর গ্রহবাষে মোর নাহিক বাসনা ॥
শুখ তাপ বলিয়া চন্দন আদি জত। অনিত্য সংসারমায়া সপনের মত ॥
বিসয়ভুজঙ্গ বিষ সর্ব্বক্ষন দহে। বিনা কৃষ্ণ না ভজিলে নিবারন নহে ॥
শ্রীনিবাষ কহে দেব জিব মরে শোকে। কৃপা করি চৈতন্যা করাও সর্ব্বলোকে ॥
তোমারে বৈরাগ্য দেখি হবে দিব্যজ্ঞান। শেবক রক্ষিতে ক্ষিতি হও অধিষ্টান ॥
আপুনি শ্রীমুখে তুমি কহিলা সভারে। সংকির্ত্তন বই ধর্ম্ম নাহিক সংসারে ॥
সংকির্ত্তন ছাড়ি তুমি করহ বৈরাগ্য। মোরে জিজ্ঞাসিলে তুমি মোর বড় ভাগ্য ॥
চন্দ্রশেখরের বাড়ি কির্ত্তনে নাচিতে। লক্ষিভাব প্রকাষ করিলা আশ্চম্বিতে ॥
গোপিভাবে রুক্মিভাবে দেখিলা উৎশবে। স্তনপান করাইলা সকল বৈষ্ণবে ॥
সকল বৈষ্ণবে স্তনপান করাইয়া। [৩খ [৪ক সে সব মরিবে তোমার বৈরাগ্য দেখিয়া ॥
পুত্রবাৎসলি আর করাল্য ঠাকুর। তবে কেন হৈলা ঠাকুর এতেক নিষ্ঠুর ॥
প্রভু বলেন ঠাকুর পণ্ডিত মহাশয়। শংসার না করিব জথোচিতে নয় ॥

বৈরাগ্য দেখিয়া তোমা সকল পাসরি। তোমার সন্তোশে আমি সংসার জে করি ॥
সংসার কি ধর্ম মোর কি কাজ বৈরাগ্য। নিলাচলে জগন্নাথ দেখি বড় ভাগ্য ॥
গঙ্গাদাষ বৈষ্ণব নদ্যার হরিদাষ। আচায্য মুরালি গোপ্ত আর শ্রীনিবাষ ॥
ইহা সভা ছাড়িয়া বৈরাগ্য কিবা শুখ। বৈকুণ্ঠ সমান বলি ইহা সভার মুখ ॥
হেনকালে সচি ঠাকুরানি তথা গিয়া। প্রবোধীলা গোউরচন্দ্র কোলেতে করিয়া ॥
গোউরচন্দ্র বলে মা তোমার গর্ব্ভে জর্ম্ম। কৃষ্ণ না ভজিয়া আমি করি কোন কর্ম্ম ॥
না কর নিশেধ মাতা দেহ ত মেলানি। ধ্রুবেরে বৈষ্টব [করে] ধ্রুবের জননি ॥
যুনহ ধ্রুবের কথা কহি গো তোমারে। তাহা শুনি জেই আজ্ঞা করহ আমারে ॥
এ বোল শুনিঞা কান্দেন সচি ঠাকুরানি। প্রকারে মায়েরে প্রবোধিলা গোউরমনি ॥
চিন্তীয়া চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ। আনন্দে বৈরাগ্যখণ্ড রচে জয়ানন্দ ॥ ···

৩১ ছড়ার খাতা

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৬৭২। পত্রসংখ্যা ৩২। অখণ্ডিত। আকার ১৩″×৮″। লিপিকাল আ. ১০০ বৎসরের পুরাতন। আধার আধুনিক কাগজ।

বীরের দর্পচূর্ণ
[১০ একদিন কোন বীর শিকারের তরে প্রবেশ করিল এক বনের ভিতরে
সে বন সামান্য নয় গভীর জঙ্গল ভয়ানক বন সেই শ্বাপদসঙ্কুল
চলিতে চলিতে বীর এক ঠাই গিয়ে দেখে তথা বন্য পশু আছে সব শুয়ে
দাঁতলা হাতি বাঘ্য সিংহ বনের শুকর ভালুক গাণ্ডার আর সর্প বিষধর
দেখিয়া বীরের প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল হাতের বন্দুকখান মাটিতে পড়িল
প্রাণভয়ে বীরবর ডাকে ভগবান কাছে এক সাধু ছিল গেল তার কান
তারাতারি আসি সাধু শীকারীকে কয় কোথায় নিবাস তব কহ পরিচয়

এ বনে আশ্রম করে আছি বহুদিন   উহারাও আছে হেতা হয়ে হিংসাহীন
কি কারণ এসেছিলে বনের ভিতর   শুনিতে বাসনা করি বলহ সত্বর
চরণ বন্দনা করি কহে বীরবর   শিকারের তরে এনু বনের ভিতর
যুদ্ধজয়ী বীর আমি রাজসেনাপতি   পশুবধে ইচ্ছা মোর হইল সমপ্রতি
সেকারণ বনমাঝ প্রবেশ করিয়া   ফল যাহা হল আর কি কাজ বলিয়া
জোরকরে কহে বীর করিয়া বিস্ময়   কেমনে যাইব ঘরে কহ মহাশয়
সাধু কয় বীর তুমি বন জয় কর   তবে কেন পশুদেশে ভয়ে কেনে জর
তোমারও ভিতর দেখ ঐ জীবগুলি   রয়াছে কেমন সব নিজমুখ তুলি
করিয়াছ রণজয় মানুষ মারিয়া   তোমার শত্রুরা দেহে রয়েছে বাচিয়া
বীর যদি হতে চাও আত্মজয়ী হও   বুঝিয়া আমার কথা ঘরে ফিরে যাও
সেইদিন হতে তার মন ফিরে গেল   সমরবিজয়ী বীর পরাভব হল

গোরক্ষনাথ

[২৪ আয় রে ভাই সবাই মিলে প্রভুর সঙ্গে যাই   গোরক্ষনাথ সঙ্গে চলে ভাবনা কিছু নাই
প্রভু সকলের গুরু দয়াল কল্পতরু   গোভাগারের খপর দেবেন শুন রে সবাই
প্রভু কহিলা বিশেষ শুন সকলে আদেশ   গোভাগার আছে কারা খুলে বলে যাই
ও কলমযি বশে মজিয়া রসে   পরপুরুষ করে ভজন রমনি যাহার
ও ভাই তাহার পতি ক্রোধ অতি   পত্নির পতি মারে নরহত্যা পার রে ভাই
ও তার চোদ্দপুরুষ আছে গোভাগারে।

৩২ জৈমিনি ভারত

রচয়িতা : অনন্ত মিশ্র

পুঁথিসংখ্যা ১৫৫৭। পত্রসংখ্যা ১৪। খণ্ডিত। আকার ১৪"×৪½"। লিপিকাল ১১৬৫ সাল। আধার তুলট। জৈমিনীয় সংহিতা অনুসারে লিখিত অশ্বমেধপর্ব।

[১০২ ক……তরুবর ……সরোবর স্মরনে তরল ভবসিন্ধু ॥
ইন্দ্রনিলমনিবর কেজুরকঙ্কনধর [ধ]নরত্ন মতিম…… ·জাল ॥
রক্ষিত কৌস্তুভমনি সত…… ……বনমাল ॥
অধর বিযুতমনি নাসা তিলফুল জীনি দশন মুকুতা মুরঞ্জিত ॥
…অমল সসি চন্দ্রের সদৃয… ……নির্ম্মিত ॥
লর্লাটফল্লক মাঝে বিচিত্র তিলক সাজে মনিময় মুকুটভূষিত ॥
সজল জলধি জিনি মেই ইন্দু… ……বিযুত রচিত ॥
চিরবিচ্ছেদ [মুখে] কৃষ্ণদরসন মুখে সুধা…ভ্রমিলা গোপীনি।
নয়নজুগল… ……… মকরন্দরস গনি ॥
কৃষ্ণদেব তা… ভক্তিরশে মহামুখি দুহে দুহাঁর করি নিরক্ষন ॥
দণ্ডক তন্ত্রসম ভক্তি মুদ্র… …জেন পক্ষ আকাসভ্রমন।
তপ……… রূপ নহে রস এ কার ভক্তিরস নারায়ন ॥
রাধায় নিমগ্ন চিত্র অন্তরে …… … দেবি ..।
…মুক্তি জানিঞা একান্ত ভক্তি অনুগ্রহে করি দরসনে ॥
জৈমুনিভারতপোতা অপূর্ব্ব জা[র] কথা মিশ্র অনন্ত ॥

অতঃপর রাধাকৃষ্ণ কথা। কুশ লবের উপাখ্যান, বাল্মীকির কবিত্ব লাভের কাহিনী। রাম রাবণের যুদ্ধকথা, কুশের অভিষেক এবং অশ্বমেধকাণ্ড।

[১১৪খ অযোধ্যায় ছিল জত পসুপক্ষগণ। রামের শহিতে সভে সর্গে আরোহন ॥
দেবগন প্রবোধ করিয়া মহাসয়। বৈকুণ্ঠ দেখিল গিয়া প্রসন্নহিদয় ॥
লক্ষিরূপা সিতা আইলা রাম দরসনে। ক্ষিরোদে চলিলা রাম করিতে সয়নে ॥
শেষ সজুগ করি নিদ্রায় অবতারশেষ। মুনিঞা সকল কথার পুন্ন উপদেস ॥
তবে পরিক্ষিত রাজা মুনিঞা কথন। বিস্তর স্তুতি করিয়া মুনির ধরিল চরন ॥

ভকতি প্রানতি করি স্থতি নিরন্তর। তোমার প্রসাদে মোর জীবন শফল ॥
মিশ্র অনন্ত ভনে ব্যাশের বচনে। মুক্তভাব হয় লোক জাহার শ্রবনে ॥

ধন ধান্য পুত্রে [পৌত্রে থা]কে শর্ব্বষুখে। অন্তকালে বৈকুণ্ঠ পায় মনের হরিসে ॥
ইতি জৈমুনি পুস্তক সমাপ্ত ॥
জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিকোকং দুশ নাস্তি ভিমাষ্যপু রানে ভঙ্গ মতিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥
এই পুস্তক লিখিলাম হইয়া বড় সোকলেস। কৃষ্ণ হে তোমা ১১৪] [১১৫ র চরন বিনে নাহি আস ॥
তোমি ব্রহ্মা তোমি বিষ্ণু তোমি মহেস্মর। রক্ষন পালন শ্রষ্টী তোমার গোচর ॥
স্থাপর জঙ্গম তোমী জত নদ নদি। প্রভু হে তোমি সে সভার কত্তা তোমি শে অনাদি ॥
তোমার চরাচর প্রভু এ মহিমণ্ডল। তোমা বিনে গতি নাই দুর্ব্বলের বল ॥
তোমি সে সভার কত্তা জগত অধিপতি। মাগ এক পদরেনু জে ধরে ভকতি ॥
তোমার মহিমা জত বেদে অগোচর। আপনি না জান প্রভু দেব গদাধর ॥
প্রভু হে তোমার মহিমা জানে গৌতমের জায়া। অজামিল জানে তোমার নামের মহিমা ॥
দ্রপদি করিলে রক্ষা নৃপতিসমাচে। ষুধন্না করিলে রক্ষা তৈলকুণ্ড মাঝে ॥
আমারে করহ রক্ষা এ ভবসংসারে। তোমা বিনে নাহি গতি দেখিনু চরাচরে ॥
অসংক্ষ সমুদ নাথ পড়িয়াছি আমি। তোমা বিনে অনাথের গতি নাই দেখি ॥
কুমতি করহ দুর দেব শ্রীপতি। অনুকুল হয় মোরে মা লক্ষ্মি স্মরেস্মতি ॥
আর কিছু নাই জাই ষুন নারায়ন। আমি একেত্র দেখিব লক্ষ্মি স্মরেস্মতি ভগবান ॥
এই শে বাসনা পুর্ন্ন কর নারায়নে। অন্তকালে দেহ স্থল তোমার ও রাঙ্গা চরনে ॥
ইতি সঅক্ষর শ্রীলালমনি হালদার আপনি লিখি পুস্কক
লইলাম ইতি সন ১১৬৫ সাল তাং ২৯ আশ্বীন
বিজয়ার দিনে ইতি—

৩৩ টপ্পার খাতা

রচয়িতা ঃ চণ্ডীদাস প্রমুখ

পুঁথিসংখ্যা ১৬০৪। পত্রসংখ্যা ১৮। অখণ্ডিত। আকার ৯"×৬২ৃ"। লিপিকাল ১২৬৭ / ৬৮ সাল। আধার তুলট। প্রধানতঃ আদিরসাত্মক কবিতা। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

৭৵শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং
সন ১২৯৮। ইং ১৮৯২ সাল
[২ টপা
বিদ্যা তোমার এ নবজৌবন গেল অকারন। আর কবে লো ধনি যুকের সংজ্ঘটন ॥
রমনি নামেতে তরি ঃ পুরূস জাহার কাণ্ডারি ঃ কাণ্ডারি বিহনে তরি ঃ কি করে জাতন ॥১॥
তুমি জেয় জেয় প্রাণনাথ প্রেমনিমগুন। নয়ানজলে চান করাব কেসেতে মুচাব চরন ॥
ঋদিমাজারে থোব প্রেমষুধা পান করাব সেসেতে দক্ষীণা দিব আমার এ নব জৌবন ॥
... ... ইত্যাদি।

অতঃপর মহাভারতের কাহিনীসহ অশ্লীল ও আদিরসাত্মক কবিতা।

[১৬ সোলক
যুন যুন ধনি রসিকরমনি গ্রহকারাগারে থাক। জনম সফল করল ধনি নয়ান ভরিয়া দেখ ॥
তবে ও যুন ধনি রসিক রমনি আপন হলচ কেন। জদি ধনেরি গাগরি পেয়চ নাগরি
বেবসা না কর কেন ॥
পেয়চ জৌবন পুরূসরতন নুয়ান্তে ছুয়ালে যুনা। চণ্ডিদাসে কয় তেজে কুলভয় পুরাহ
মনেরি বাসনা ॥

৩৪ টীকাবলী

রচয়িতা : কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৮৯৯। পত্রসংখ্যা ৬। অখণ্ডিত। আকার ১২½"×৪½"। লিপিকাল ১১৪৫ সাল। আধার তুলট।

[১ক ৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায়া নমঃ ॥
একবার কৃষ্ণপদে প্রনাম করিলে। সত অশ্বমেধ সম নহে সাস্ত্রে বলে ॥
অশ্বমেধ············আছয়ে পতন। কৃষ্ণপ্রণামীর পুনর্ভব নিবর্ত্তন ॥
·········· করি কৃষ্ণের আগমনে। সকল পাতক তার নষ্ট সেই ক্ষেনে ॥
তির্থগৃহে গতি ভক্তি বিবিধ প্রকার। তির্থ দরসন যেই সাধু ব্যেবহার ॥
গৃহেতে গমন কৃষ্ণ সেবন করিতে। ·········পদতলে ভরে কহে ভাগবতে ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··· । ··· ··· ··· ··· ··· ··· ॥

[৪ক অতয়েব ঐসি বৈধি সকল ছাড়িব। রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা অন্তরে চিন্তিব ॥
ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি জার আছয় অন্তরে। সখির সঙ্গিনীরূপা সে ৪ক] [৪খ বা অধিকার ॥
যত্ন করি সখিভাব করিব গ্রহন। সখিমধ্যে আপনি হইব একজন ॥
স্থিতদেহে কুঞ্জসেবা নাম সংকীর্ত্তন। সখিভাব বিনে না মিলে কুঞ্জবন ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

গোপীকার প্রেমকথা কার্য্য বাক্য মনে। ইহা বিনে না জানিব জিবনে মরনে ॥
তবে ভাবসিদ্ধ হইআ জন্মিব গোকুলে। রাধাকৃষ্ণ সেবন করিব কুতুহলে ॥
রাগানুগা ভজনে মিলিব কুঞ্জসেবা। দেখিব দুহাঁর মুখ ভরি রাত্রিদিবা ॥
সখিগণ সঙ্গেতে থাকিব নিরবধি। বাঞ্ছা ভরি প্রাপ্তি হব ভাবের অবধি ॥
সখিগণের মধ্যে করিব বসতি। দিনেদিনে বাঢ়িয়া পুষ্মিত হব রতি ॥
এই ত রাগের কথা গ্রন্থের লিখন। কৃষ্ণসুখ ৪ খ] [৫ক বিনা আর নাহি প্রয়োজন ॥
পরিপুর্ন্ন কৃষ্ণপ্রাপ্তি পুর্ন্নতম। কৃষ্ণ কহে সুনিঞাছে তাহার বচন ॥
ইহারে কহিএ সুদ্ধ রাগব্যবহার। আপনার ভাল মন্দ না করে বিচার ॥
বৈদিভক্তি অধিকারি কহিএ তাহারে। ভাবের অবধি শাস্ত্র তর্ক চেষ্টা করে ॥
শাস্ত্র তর্ক আজ্ঞায় ভজন নিরবধি। যদবধি না পাইল ভাবের অবধি ॥

শাস্ত্র তর্ক আজ্ঞায় ভজন ভাব বলি। যুক্তি তর্ক না মানয় রতি প্রায় চিনি ॥
কৃষ্ণপ্রেম লোভ জার জর্ম্মিল অন্তরে। কি কার্য্য শাস্ত্রের কথা রত সদাই অন্তরে ॥
নিরবধি নিবাসি থাকিব ব্রজপুরে। মনবৃত্তি কৃষ্ণলীলা চিন্তিব অন্তরে ॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি নিত্য করিব সেবনে। ভাবযোগ্য হইলে জাইব বৃন্দাবনে ॥
সাধুক করিব সেবা বিবিধ প্রকারে। সিদ্ধদেহে সঙ্গি হব নিত্য পরিবারে ॥
তম্ভাবে নিপুনামতি হইব সর্ব্বথা। ব্রজলোক অনুসারে ভজনেতে রতা ॥
রাগাত্মিকা ভজন কথন অধিকারী। তাঁর ঠাঞি জোগ্য মন্ত্র নিব জত্ন করি ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা জিজ্ঞাসা করিব। নিজ্বাভিষ্ট অনুগত সদত থাকিব ॥
প্রিয় নর্ম্মসখিগণ সেবাপরায়ণ। তার মধ্যে আপনে হইব একজন ॥
বহুত জতন করি সেবা মাগী নিব। সময় উচিত সেবা সজত্নে করিব ॥
এইরূপে কুঞ্জসেবা করিব সখিমাঝে। তাম্বুলরচনা পাদসম্বাহন কাজে ॥
সিদ্ধদেহো কুঞ্জসেবা করিব যতনে। সাধনদেহেতে তাহা ভাবিব নির্জ্জনে ॥
শ্রবন গোবিন্দকথা প্রণাম কীর্ত্তন। যত্ন করি কৃষ্ণনাম করিব গ্রহন ॥
শ্রীমূর্ত্তি সেবন করি ব্রজ অনুসারে। রসিক বৈষ্ণব সঙ্গে থাকিব নিরন্তরে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন কথা ভজনে লিখিল। শেষ বর ৫ক] [৫খ সের অঙ্গ বিচার কহিল ॥
শ শ্ব যোগ্যভক্তি অঙ্গরাগের সঙ্গিনী। এই কথা টীকাবলি লিখিল আপনি ॥
... ...। ... ... ॥
[৬ক লক্ষণ অতিথ কিছু করিব বিচারে। রাগানুগা ভজন লক্ষণ জানিবারে ॥
প্রলয় উৎকণ্ঠা জার আছয় অন্তরে। মহাউৎকণ্ঠিত কৃষ্ণ দেখিবার তরে ॥
ইথিমধ্যে জে পাইল কৃষ্ণদরশন। আপনার ভাল মন্দ ছাড়িল তখন ॥ ৬ক]
[৬খ কৃষ্ণমুখ নিরখি রহিলা অনিমিখে। কোথায় আছয় কিছু বিচার না দেখে ॥
মহারৌদ্র রশাবতে শিলা বরিশন। কিছু নাঞি গণে কৃষ্ণরূপে মাত্র মন ॥
অনেক ভর্চ্ছয় নিজ পরিবার গনে। তাহাতে আনন্দ পায় কৃষ্ণমুখ দরশনে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস। টীকাবলি এই গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস ॥
অতি দীনহীন জীব নাম শ্রীপ্রানবল্লভ দাস লিখিতং ॥ যথা দৃষ্টী তথা লিখি ॥ ভিমশ্যাভিরনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। যথা দৃষ্টী তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোষকঃ ॥ সন ১১৪৫ সাল তারিখ ১৩ কার্ত্তিক সুক্লপক্ষে ১৩ ত্রয়োদশী দিনে গ্রন্থ সমাপ্তঃ ॥

কা বা কুত্র ন কিং করোতি নুগরে গোপস্যা কস্যা কথা ॥
কা বা কুত্র বদত্যহ কিমন্ন...দ্রাধা লল্লাটেননঃ ॥ মুক্লসী মধুরদ্যান মার্কন্ন কুলপাব্লিকা

গৃহে সুপরি ঘুন্ন্ন্তি পঞ্জরে সুক শারিকা। আহ মরকত স্যাম...ম্নি রাধা নিবেদয়ে জাবদ্দগ_রূপুরে দৃষ্টীং তাবদ মুরুলীরবং ।। ২ ।।

৩৫ টোটকা (চিকিৎসাদর্পণ)

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৯১৮। পত্রসংখ্যা ১৯। খণ্ডিত। আকার বিভিন্ন। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট।

[১খ ৭শ্রীশ্রীসিতল্মা মাতা ॥

অথ চিকিৎসাদর্পনে নানা প্রকার হ্রিল্ল্যাস ঃ হৃদয়া সুন্দর সুত ঃ তন্ত্রাপ্রকার বিকারস্য ঃ পীপাসা গুরু গাঞা ঃ ক্ষুন্নীসে বহুতাবেগা ঃ পস্যন্তি বহুতা জ্বরা ॥

আমজরস্য ঃ নিদ্দানি ঃ নদদ্যাত ভেসজং সমং। ব্যামদোসস্য ঃ ভ্রয়োজন ইন্দরং ঃ ॥

আমবাত জ্বর ॥ চিরাতাদি পাচনং ॥

চিরতা ঃ মুথা গুলঞ্চ ঃ বালা ঃ বৃহতি ঃ কণ্টকরি ঃ গোক্ষুরি ঃ চান্দল্যা ঃ সুন্টিঃ এসাং প্রতি ঃ ৩ মাসা ২ রতি জল ॥০ সের ঃ সেষ ১ পল পরিক্ষা ঃ পীপুলিচুন্ন্ন্ ২ মা ॥ পীত্তস্লেস্মা ॥ জরের ॥ কণ্টকাদি পাচনং ॥ কণ্টকার্য্যা মৃতা ভার্গ্য ঃ নাগবিন্ধ ঃ জ্বা সকং ঃ ডোলিম্ব ঃ বন্ন্নং সুন্তং ঃ পটলং কটু রোহিনি কসায়ো পায়জে দেতৎ পীত্তি স্মেসা জ্বরাকৃতি ॥ কণ্টকারি ঃ গুলঞ্চ ঃ বামন আটী ঃ শুন্টি ঃ ইন্দ্রজবঃ চিরাতা ঃ রক্তচন্দন ঃ মুথা ঃ পটলপত্র ঃ কটকী ঃ দুল্লবা ঃ এসাং প্রতি ৩ তিল মা ২ রতি জল অর্দ্ধ ॥0 সের যেস ১ পণ পরিক্ষা মধু ॥ ইত্যাদি।

৩৬ দশাবতার কথা

রচয়িতা ঃ কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ১২। খণ্ডিত। আকার ১২"×৪½"। লিপিকাল ১২৩৯ সাল। আধার তুলট।

[২ক ···কারনে প্রভু জন্মিলা আপনে ॥
শ্রীগুরুগোবিন্দ পাদ্ম করি আস। দষ অবতার বন্দিলেন কৃষ্ণদাস ॥
ষুন ষুন সর্ব্বলোক হৈয়া একমন। কৃষ্ণ উক্তি শ্রুত ক্ষনে ব্রহ্মার নন্দন ॥
দসঅবতার কথা অপুর্ব্ব আক্ষ্যান। জেব্যা পেক্ষে কম্ম কৈলা প্রভু ভগবান ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণনিলা আপুত্র বর্ন্ন্না। জেকথা শ্রুবনে ঘুচে জমের জন্ত্রনা ॥
চতুর্দ্দস সাশত্রে আর আঠার পুরান। কিঞ্চীত কিঞ্চীত ইথে আছএ প্রমাণ ॥
শ্রষ্টীর শ্রুজন আর পালন প্রলয়। সিব ব্রহ্মা বিষ্ণু সক্তি জন্মের নির্ন্নয় ॥
সকল আছয় ইথে সংক্ষেপ রচন।
শ্লোকছন্দে ব্যাস কহিলেন মানষুতে। পয়ার করিল তাহা লোক বুঝাইতে ॥
নারদসংবাদ সাভে তিন সত শ্লোক। পয়ার করিল তাহা বুঝাইতে লোক ॥
অতপ্পর কহি ভাই ষুন সর্ব্বজন। একচির্ত্ত হৈয়া সভে করহ শ্রুবন ॥

··· ··· ··· ··· ·· অতঃপর বিভিন্ন অবতারকথা আরম্ভ ॥

[২১ ক পুনুর্ব্বার বটপত্রে সয়ন করিয়া। জলের উপরে পুনু বেড়াব ভাসিয়া ॥
সুনহ নারদ মুনি ব্রহ্মার নন্দন। দসঅবতার কথা কহিলাম তখন ॥
শ্রীগুরুগোবিন্দ পাদপদ্ম করি আস। পুরাণপ্রমাণে রচিলেন কৃষ্ণদাস ॥
অতঃপর পুঁথিটি খণ্ডিত।

৩৭ দুর্গাপঞ্চরাত্র

রচয়িতা : দ্বিজ জগদ্রাম, দ্বিজ রামপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ১৫৯৪। পত্রসংখ্যা ৬৮। অখণ্ডিত। আকার ১৭"×৫১/২"। লিপিকাল ১২৩৮/ ১২৬৫/ ১২৬৬ সাল। আধার তুলট। পূর্বে মুদ্রিত পাঠের সহিত পুঁথির পাঠ মিলাইবার উদ্দেশ্যে নিদর্শনস্বরূপ অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

দুর্গাপঞ্চরাত্রি

সষ্টীপালা॥

... ...

[২ক দেবপুজা মহিতলে আছিল বসন্তকালে আস্বিনে পুজল সে বিধানে।
পুর্ন্নব্রহ্ম রামচন্দ্র পুজা কল্যা পদদ্বন্দ সে বিধান সুন সর্ব্বজনে॥
বোধন নবমি হত্যে একপক্ষ দেবিপ্রীতে জে বিহিতে পুজিলা শ্রীরাম।
সুগ্রিব শ্রীরাম উক্তি বেদের বিধান জুক্তি সুনিতে সুরস সুধাধাম॥
এ গান গাওাবে জেবা স্বরন করিবে কিবা মনোভিষ্ট পুরিব পার্ব্বতি।
জে করিব একনিষ্ট তারে তারা হব তুষ্ট ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তথি॥
রঘুনাথ রাঅ তাত সোভা মাত গর্ব্ভজাত একমনপ্রাণ ছঅ ভাই।
রাঅ জিত জগদ্রাম মাধব রাধাকান্ত নাম রমাকান্ত রাম গোবিন্দাই॥
জেষ্ট জিত রাঅ মতে পঞ্চরাত্রি দুর্গাপ্রীতে রচয়ে প্রার্থএ জগদ্রামে।
এ গোষ্টীতে তোমার দাস দুখি দুস্থ কর নাস সেবে জেন প্রতি বংসেক্রমে॥

... ...

[২খ নিজগুনে গননাঅক চাও। অকুতে অধমে অভঅ দাও॥
দিনহিন আমি সদা অসুচি। কাব্যকরনে করি অভিরুচি॥
মোর রসনাতে করিআ কেলি দুর্গাপঞ্চরাত্রি কর পাঁচালি॥
ছন্দ বিছন্দ নানাবিধ ভাসা। কাব্য করি নাথ পুরহ আসা॥
ভুলুই ভবন সিখরভুমে। হৃদে ভাবি নবঘন শ্রীরামে॥
রঘুনাথসুত জগত গাঅ। পার্ব্বতিনন্দন রাখিহ পাঅ॥

[১৭খ দ্বিজ জগদ্রাম দুর্গাপঞ্চরাত্রি গায়। হরিধ্বনি কর সষ্টিপালা হল্য সায়॥
ইতি দুর্গাপঞ্চরাত্রী মধ্যে সমাপ্তহং। সন ১২৩৮ সাল তারিখ ১৯ আসাড়॥

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখ্যতে দোস নাস্তিক। ভিমেস্যাপি রনে ভঙ্গ মতিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥
সন ১২৩৮ সাল তারিখ ১৯ আসাড় সন্যবার আখেরি বেলা আন্দাজী ১ এক পহর
থাকিতে সাঙ্গ হইল ॥
শ্রীদুর্গা সিব ॥ শ্রীকালি সিব সহায় ॥ শ্রীহরি ॥ ইতি সষ্টিপালা সমাপ্তহং লেখিতং
শ্রীরাধামাধব সেন।

সপ্তমী পালা ॥
[২খ দ্বিজধাম জগদ্রাম নব্য কাব্য কয়। জমজালা জননি জেমত নাই হঅ ॥

[১৫খ সপ্তমির গান এই অতি সুপবিত্র্য।
জে গায় গাওয় ভাবে সুনে জত জনা। সাদরে সুনিলে শিবা করেন করুনা ॥
বর্ত্তিস নাচাড়িতে সে পালা হল্য সাঅ। সভাজনে কৃপাদিষ্টি করু মহামায় ॥
দ্বিজ জগদ্রাম গায় ভাবিআ ভবানি। পালা সাঙ্গ হইল সভে কর হরিধ্বনি ॥
ইতি সপ্তমিপালা ॥ লিখিতং শ্রীনিলাছল সেনস্য ॥ ইতি সন ১২৬৫ সাল তারিখ ৩১ সাবন

অষ্টমী পালা ॥
[১৯খ দ্বিজ জগদ্রাম গাঅ ভাবিআ ভবানি। অষ্টমির পালা সাঙ্গ কর হরির্দ্ধনি ॥
ইতি অষ্টমী পালা সমাপ্ত ॥
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেক্ষক দোস নাস্তিকং। ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥
লেখক শ্রীনিলাছল সেনস্য সাঃ ভাড়া সন ১২৬৬ সাল তারিখ ২৩ আসাড়।

নবমী পালা ॥
[২৬খ দুর্গাপঞ্চরাত্রিগিত অমৃত সমান।
গুণধাম জগদ্রাম পিতার য়াদেসে। নবমির গান রামপ্রসাদেতে ভাসে ॥
ভাল মন্দ কাব্যরস মোর নাহি জ্ঞান। কেবল পিতার পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥
পিতার কৃপাতে কাব্য জে উদয় কল্যা। হৃদে থাকী সিতারাম যুকুত্তি জে করাল্যা ॥
ভাল মন্দ জে কিছু বর্ম্ম'ন হল্য ইথে। সিযু জানি সকলে সন্তোস হবে চিত্তে ॥
নবমির জগরণপালা হল্য সায়। রামর্দ্ধনি কর সভে ইষ্টের কৃপায় ॥
ইতি নবমী পালা সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

[১৩ক নবমি দসমি দুই দিবসের গান। বর্ন্নিতে সে পিতা মোরে দিলা আজ্ঞাদান ॥
গুনধাম জগদ্রাম পিতার আদেসে। নবমি দসমি গান প্রসাদেতে ভাসে ॥
সিতারামে হ্রিদেধামে সদত সেবিআ। হেই উমা তোমার পদ মানসে ভাবিআ ॥
দুই দিবসের গান রচনা করিল। কণ্ঠে বসি জ্ঞোনখান্যে সেই সে লিখিল ॥
মোরে হেরি সঙ্করি হ পুরিহ মনস্কাম। জ্ঞানদৃষ্ঞে দেখি সদা ব্রহ্মব্যপ রাম ॥
কৃপামই কাতর দেখিআ কর দয়া। নিজগুণে প্রসন্না হইয় মহামাআ ॥
তিন দিবসের জ্ঞান রচিলা জনক। দুই দিবসের জ্ঞান বর্ন্নিলা গনক ॥
পঞ্চ দিবসের জ্ঞান পিতা পুত্রে কল্য। তেঞি দুর্গাপঞ্চরাত্রি বলি নাম হইল্য ॥
এই পঞ্চরাত্রি তব মঙ্গলরচনা। জে গান করাবে তারে করিবে করুনা ॥
ধম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তি আদি করি। জার জে বাসনা তারে সে দিবে ইশ্বরি ॥
জে গান করিব আর সুনিব জে জনে। সকলের মনবাঞ্ছা পুরিহ আপনে ॥
জোন দেসে হব তব এ মঙ্গলগান। আতম ভৃত্য সহিত সে নৃপে কর্য ত্রান ॥
জোন গ্রামে জার ধামে এই গান হবে। গ্রামপতি ধামপ্রতি দোঁহে সুভ দিবে ॥
স্বদেশ সিখরভোম সুস্থিরে রাখিবে। সিখরবংসেতে সদা সদয় থাকিবে ॥
সদেসভুতি রঘুনাথ নারাঅনে। পুত্র ভিত্য বন্ধু সহ চাহিবে নয়ানে ॥
নিজধাম ভুলুই বিরামধাম জাথে। সঙ্করি করুনা দিঞ সদা রাখ্য তাথে ॥
পরিজন পুরজন নিজজন জানে। সভারে করুনা করি হেরিহ আপনে ॥
মহিসমর্দ্দিনি রঞ্চ নাই কারে ক্ষিত। মূ ১৩ক] [১৩খ ন্ময়ি তুমার মুর্ত্তি করি প্রকাসিত ॥
জেমত পৈতৃক পুজা হছে ধারামতে। তেন তোমা পূজি জেন ভাত্রিবন্ধুসুতে ॥
জাবত বাঁচিব তাবত পুজি তব পায়। কিন্তু চতুর্ব্বিধা মুক্তি না মাগি তোমায় ॥
এই বাঞ্ছা পুন্ন মোর কর্য নিজগুনে। অন্তকালে তব রূপ পুজে জেন মনে ॥
সিতারাম দোহারূপ পৃথিএ দেখিআ। মোর প্রান জায় জেন শ্রীরাম ডাকিআ ॥
কম্মসুত্রে কোন স্থানে কোন দেহে জাই। জন্মেজন্মে রামপদে ভক্তি জেন পাই ॥
নম সিব সকলে মোর যসংক্ষ প্রনাম। তোমাদ্দের কৃপাতে পুরিল মনস্কাম ॥
শ্রীগুরুচরনে চারু যুগলে প্রনতি। জার কৃপাদৃষ্ঞে হল্য কাব্যের সঙ্গতি ॥
সিতারাম হ্রিদেধাম সর্ব্বদা প্রনাম। দআ করি হরি পুন্ন কল্যে মনস্কাম ॥
গন প্রতি চর[নে]তে প্রতি বারেবারে। জ্ঞান দান দিয়া কল্যে কাব্যের সুসারে ॥
একসঙ্গে বন্দি গঙ্গাধর গিরিপুত্রি। দোহার কৃপায় হল্য দুর্গাপঞ্চরাত্রি ॥
বানিপদতলে নতি হয়্যা পুটপানি। কণ্ঠে বসি পঞ্চরাত্রি লেখালে আপনি ॥
পঞ্চদেব নবগ্রহ দসদিগপালে। অসংক্ষ অমরগনে বন্দি এককালে ॥

দ্বিজগনপদাম্বুজ বন্দি দিড়মনে। প্রেমযুক্তি প্রনতি শ্রীরামভক্তগনে ॥
তুমাদ্বের কিপাতে এ কাব্য হল্য সাঙ্গ। পার কল্যে অকুলে এ জলধিতরঙ্গ ॥
গুনধাম দ্বিজ জগদ্রাম পিতাপদে। অসংক্ষ অসংক্ষ নতি করিএ আমোদে ॥
জাহার আজ্ঞাতে হল্য কাব্যের উদয়। জার অনুগ্রহে মোর সিরাম সদয় ॥
আনি ভবে এ ভবের রস ভুজাইলা। জ্ঞানদান দিয়া ভবার্ন্নবে নৌকা দিলা ॥
বিদ্দান সুন্দরে মোরে দর্সাইলা রাম। হেন তাত চরনে প্রনতি য়বিশ্রাম ॥
মুর্খের মুখেতে কাব্য জাহার জ্ঞাতে। এ কাব্য সংপুর্ন্ন হল্য তার আদেসেতে ॥
......১৩খ] [১৪ক রি গনে করিএ প্রনাম। কৃপালেস দিয়া পুর্ন্ন কল্যে মনস্কাম ॥
অসংক্ষ ব্রহ্মাণ্ড স্থিতি জঙ্গম স্থাবর। রামময় সভে মোর প্রনতি বিস্তর ॥
সভার কৃপাতে হল্য কাব্য পরিপূর্ন্ন। অজ্ঞানসাগরে সভে পার কল্যে তুর্ন্ন ॥
দ্বাবিংশতি ব[ৎ] স[র] মোর বয়ক্রম জবে। এ কাব্য রচিল পেতার য়াজ্ঞা পায়্যা তবে ॥
সিম্নমতি মুর্খ অতি কাব্যরসহিন। সগুনে গ্রহন কর্য্য পণ্ডিত প্রবিন ॥
১৬৯২ ভুজ রন্ধ রস চন্দ্রক সক পরিমানে। মাধব মাসেতে সুক্রপক্ষ সুভদিনে ॥
সোড়স দিবস প্রতিপদ্ম গুরুবারে। কিত্তিকা তারকা জোগ সোভাগ্য সুন্দরে ॥
কাব্যে দুর্গাপঞ্চরাত্রি প্রস্ন সাঙ্গ হল্য। সভাজনে সান্তমনে হরিহরি বল ॥
সিব সদা কল্যান করুন সর্ব্বজনে। পিতিপুর কুঞ্জরবধে কেসবে জে রনে ॥
গঙ্গার তরঙ্গজল বিমল কল্লোলে। কুতুহলি হন জেঁহোঁ সুনি কলাহলে ॥
জগদ্রামসুত রামপ্রসাদেতে গায়। সিতারামপদে ভক্তি দেহ তারামায় ॥
॥ সুভমস্তু ॥
সমাপ্তা শ্রীয়ং দুর্গাপঞ্চরাত্রি কাব্যং। সপ্তি ২০ সপ্তমা ৩২ অষ্ঠমি ২৮ নবমি ৩৩
দসমি ১২ একুনে ১২৫ একসত্য পচিস নাচাড়িতে সাঙ্গ হইল ॥
জথা দিষ্ঠা তথা লিখিতং লেখোকো দোস নাস্তিকং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ
মতিভম ॥

লিখিতং শ্রীবেজন্দকুমার রায় চাকলে পঞ্চকোট পরগনে মহিষসারা মোজে ভা[ড়া] সন ১২৬০ সাটি সাল তারিখ ১৯ বৈসাগ সোমবার তিথি সত্যমি বেলা দুই পহর সমএ সমা[প্ত] হইল ॥ ১৪ক]

৩৮ দোহাবলী

রচয়িতা : সুরদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৯৪২। পত্রসংখ্যা ৪। খণ্ডিত। আকার ১০"×৩"। লিপিকাল আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট।

৺৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্বহায় সত্যং দোহা মনঃসিক্ষা
[১ক গুরু বিন জ্ঞান ধৃক্রিকী মন্দীল জেঙ ফুসকী তাপ্না। রাত লুটে বহুসুখ সম্পদ চেতে
সুন্ন ভাঙনা ॥ ১]
গুরুজ্ঞান বিন অঞ্জন দর্পন জ্ঞান বিন জেঙ কর পোথী। ভগওান বিন ভেখ ভাওনা দীপ
বিনা জেঙ যেবাতী ॥ ২]
গুরুজ্ঞানতেঁ বিসওাস নাহি কাহাঁ হরিস্মো ভেঠ। ভাও ভক্তীকির্ম্ম না বূঝে জেঙতেঙ
পালে পেট ॥ ৩]
ব্রজে বিহিনা চাকরী আওর বিন জ্ঞান বএরাগ। কহে সূর কেঙ কর পাইএ সেওা বিন
সোহাগ ॥ ৪]

মন আপ্না জীউ সবহুঁ কর জ্ঞানো তাহে মিল অভিলাসী। দয়া করো ধর্ম্ম প্রিতিপালো
গ্রিহিমে রহো ওদাসী ॥ ৫]
তনমাঝে মন বস করো ঢুড়ো আপ সরীর। দয়াক ফল পর রহো তাকো লাঙ ফকীর ॥ ৬]
ভক্তী বিনা ভগৎ কাহাওএ কাম করে ভেডকী। লাল চন্সিপট লপ্টেহেঁ রাহা বাতাওল
দাড়ি জারকী ॥ ৭]
সাখি সবদ পড়তে সুনতে মিটোনা মনকী দাগ। সঙ্গৎপত্রকে জো না সুধরা তাকো বড়ো
অভাগ ॥ ৮। ১ক]
[১খ মন সব ছোড়ি ভজনে রাধাস্যাম। ঢুনিঞা ধন্ধা কহর গহরহেএ আপ্না আপ্না কাম ॥
ভুখে দানা দেহ বিগানা রহনা সাধুসঙ্গ। ছোড় আপ্না প্রান গুমানা তেজো জগমে জঙ্গ ॥
দীনকে আসা ন কর নিরাসা কহনা ভাসা মীঠ। আখর জানা থাক সাস্তাওনা জমস্মে
ভেঠনা দীঠ ॥

তেরো মহল্লা খেস কবীলা লুটন ভালা কাল। সুন্দর কায়া পাপ সাস্তায়া ঘেরত মায়া জ্বাল ॥

গুরুকি বানী দীনস্মে*। জ্ঞানী সুনরে জ্ঞানিবাত। তুলসীমালা ভজন নিরালা বিরলা স্মো কর সাথ ॥

সুরদাস কহে সবহি* ঝুঠেঁ ভজলেকে সো লাঙ। মুরলীমোহনচরন সরনকো জুগ জুগ জনম গোঙাঙ ॥ ১।

দোহা মানভঞ্জন ॥

পগ বিনা কাটে না পন্থ বাহু বিনা হঠে না দুর্ষন বিন গুরু মিলে না জ্ঞান। প্রিৎ বিনা মিলেনা সর্ষন বিন পুরুখেঁ সেঙ্গার ॥

মেহ বিনা বাঁচেনা চাতক দাদুরিঘরে*। ধিক জীয়ন উহ পুরুখে কো জো বচন বোল পাঠেটরেঁ ॥ ১।

কাড়ে*। কলেজা ভোঁ ধরোঁ আরে কা গাও ওড় লেজা। জ*াহা প্রানপ্রিতম বসেহেঁ তাহাঁ লে তো খা ॥ ১ ॥

[২ক ৬৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ শ্রীগোপিনাথ স্বহায়ঃ ॥ শ্রীনারায়নায় নমঃ ॥

বাউরি শ্রী ভোনে হর বিনে হোমসো হোরিকো খেলেঙ্গি ॥

আয়ে* বসন্ত ফুলেবনে টেসু ঃ বিরহকে আগ জররি। কোই না পিয়ামুখ সবদ সুনাওঁয়ে ঃ ক্যা লাগি প্রান ধরবি ॥

বামন বরুআ চতুরা নাই এ তিনে হোঁ সুর…আগ্যানি। বাপর ব্যারাউরা ব্যাব রচিহেঁ পিআ বালক হাম সিআনি ॥

কোই কহেতোঁ গেহনা পহর সব গহনা ত্যাগি যোগিনি হোঙ্গি ঃ ভসম চড়ায়ঙ্গি ঃ বাউরি নাম ধরবি ॥

সোতে রহে পীয়া মুখুও* না বোলেঁ রোইর ই ভইহেঁ দেওঁয়ানি ঃ। প্রাথ উঠেঁ পীয়া গুরুয়া মাঙ্গে হাম জানে জলপানি ॥

সুরদাস কহেঁ সে*ানকা হুরাধে ভয়ি হেঁ দেআলি ॥১॥ শ্রীরাধানয়নকিসোর ভোনে* গুজরি ॥

অঙ্গিআ বলিহেঁ কাটাও* কি এমন জোবন গর্ব্বে ভরি। কন্ন*ন ফুলল এ নক বেস র মোতিমে সিসে ভরি ॥

কনকমটুকিয়া সিরে নিয়ে গোরি নন্দজিকে দ্যারে খড়ি। সুরদাস প্রভু তোহারি মিলন কো আয়ে দ্যারে খরি ॥২॥

জ্যাহা রাধে রূপ বনাএ চল সখি দেখন জাইয়ে। রূপ বনাএ একে গোয়াবিনি নিকসে ঃ ললিতাধ্বগ রঙ্গ নাচায়ে ॥

ব্রজসে* ব্রজবনিতা নিকসে* সখিগন মঙ্গল গায়ে। বাজ তাল মৃদঙ্গ বনাজডাফ সখিগন রঙ্গ নাচায়ে ॥

সুরদাস প্রভু তোমারি মিলনকো চরনকমলপর আয়ে ॥৩॥

[২খ বাজত ডঁাফ নাচত গোপী গোআল। স্যোল বানে সব দাউআয়ে। দে ভরিহেঁ গোলাব॥

চোয়া চন্দন আবির অগজ মারত ভরিহেঁ গোলাব। সখিগন সব জোতে আয়ে হাথে নেই হেঁ গোলাব॥

সুরদাস কহে রাধে আএ ভাগ নন্দদুলাল ॥৪॥

আয় রে নন্দজিকে দ্যারে ঝোরমট হোরি খেলিএ॥

জঁাহা বট তুহেঁ স্যামরো তাঁহা চল জাইয়ে। মুরলি তুঁয়া কো ছিনে লিজেঁ জোরি রঙ্গ বোরিএ॥

চোয়া চন্দ আবির আর গঙ্গ ভর পিচকারি উড়াইয়ে। বাজত তাল মৃদঙ্গ ঝাজড়া ডাফ সুরদাষ হোরি গায়ে ॥৫॥

রঙ্গে হোরি হো রাধে খেলত আপন প্যারে সো। চন্দ্রবদনি ধনি খেলেনেকো নিকসে এমত হস্তি ছোটে ডোরেসো॥

চোআ চন্দন আবির আব গজভর পিচকারি গোলাবে সো। খেলত খেলত ভুন পড়ে ন করে সর তুঁরে গেওঁ বারেসো॥

সুরদাস প্রভু দড়ে দড়ে আএ গাগরি ভরিহেঁ গোলাবেসো॥

আয়ুনিকে হরিকে বলিহেঁ লড়াই। নপুর ঘুঙ্গুর নহবত বাজে প্যারি সাজি দলে আই॥

জি রহব নাই কাটায়ক অঙ্গিয়া আঁচর বনাই ঠাব। ভর পিচকারি বন্ধক বনাই ফেঁকত থোরি গুলাব॥

মহন পুরজ বাঁসরি ভর মনমকে পাঁচবান। তাতে বুকিয়ন মান কিছু লাগি গার্সি একতান॥

সব সখি অনমেলি এক যুগতি হোই লাল কোলি যুথের। তাহু কামান কটাছক বানতে মারি ভওঁ বহুতের॥

সুরদাস পহু সুগড় সখিরী বিচ ভএ তব আই। মানিনি মান গুমান মেটায়ত দো দলে দেই মিলাই॥

[৩ক ৭ শ্রীরামঃ।

বন নাহি বেরি নাহী লোটত কাক সং। কমল ছোড়কে মধুকর কাহে ভসম চড়ায়ত য়ং॥

হিঞা থাকোই ব্রজমালতি কোন মুরখনকিয়া দং।

পুরব পিরিতকে কারণ মধুকর ভসম চড়ায়ত অঙ্গ॥ জব জনা ব্রজমালতি তব কেও না গেয়া উহকি সঙ্গ॥

আবলোক হাঁশাঁগুনে মধুকর ভসম চড়ায়ত য়ং।

জব জনা ব্রজমালতি তব নঁাথা উহকি শং। আব উহেক হাড্ডী ঢুড়ঢুড়কে ডুব মরে গা গং॥

[তথ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
রাগিনি ইমণ তাল চম্পক ঃ
নগরযুরী নয়না আনীল ন গ ষরীনয়না ঃ
তুম বিন ময়ে কোন কলল পভূ তো হে চিট প্রিতকে রিত না জানে তুয়ারি বহুন্তা রত্তা ঃ ১॥
রাগিনি যুবট্টমল্ল তাল মধ্যমান ঃ
সেই দেখিনূ রে বিনুরা ছায় ছলোনা ঃ
ধুয়া ছোটী ছোটী কলিয়ায় রাগ লাগাঙ ঃ ফুলল ফুলবনী ঃ ১ ॥
রাগিনি নোড়ী তাল মধ্যমান ঃ
আমারে নঞা জায় রে আমারে কেহু স্মামের নিকটে জায় ঃ ॥
বিপিনে বাজিল বাঁসী মনে করি যুনে আশী ধরজ না ধরে মর হিয়ায় ঃ ॥১॥

৩৯ নামসংকীর্ত্তন

রচয়িতা ঃ দীন রামদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৯৩৩। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১৯"×৬"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রীহরি শ্রীগদাধর চৈতন্যঃ জয়তি ঃ।
শ্রীশ্রীহরি শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণ সহায়
১৮ জমুনার ঘাটবান্ধা মানিক রর্ত্তন ১৮
শ্রীগুরুচরণপদ্ম কনোক বিরাজিত ঃ ॥ কৃপামকরন্দ মুঝে প্রিয় ভৃঙ্গচিত ঃ ॥
রাধাকৃষ্ণ রট মন রাধাকৃষ্ণ রট ঃ। অবিলম্বে ব্রজভুমে গোপিনাথ ভেট ঃ ॥
গোবিন্দ মদনগোপাল সেবা মনহর ঃ। ব্রজানন্দকন্দ রূপ সর্ব্বচির্ত্তহর ॥ ঃ ॥
কুঞ্জবাসী ব্রজবাসী প্রেমে আনন্দিত ঃ। ও রূপ মাধুরি হেরি উনমতচিত ঃ ॥
ব্রজভাব লালস মানুস আত্ম হিঞা ঃ। নেত্রভাব ও মাধুরি পান কর জাঞা ॥
শ্রীকুণ্ড রাধিকাতটে কর বাস। বৃকভানুসুতাপ্রেমে কর অভিলাষ ॥
গোবর্দ্ধনগিরি আর বংশীবটসোভা। জমুনাপুলিন কেসিঘাট মনলোভা ॥
শ্রীবন ভাণ্ডিরবন ভদ্রবন নহবন। মহাবনে হয় নন্দ ঘোসের সদন ॥
তালবন খদিরবন কুমুদ বহুলা। অসককুশম কাম্যবনের শ্রীস্থলা ॥

বৃন্দার সেবিত বৃন্দাবন শুখধাম। জ'াহা ছয় মৃর্ত্তিমন্ত রিতু অবিরাম ॥
মল্লিকা মালতি জুতি নানা পুষ্পগন।
নিসিনিসি দিসি বরিখত প্রেমানন্দ ঘন। অতি মত্ত হঞা নৃত্য করে সিখিগন ॥
পিকুগন ধ্বনি করে মধুর সুস্বরে। মধুমত্ত অলিকুল সদাই ঝঙ্কারে ॥
শুকসারি কপোতকপতি করে ধ্বনি। রাধাকৃষ্ণ আনন্দিত সেই ধ্বনি শুনি ॥
মাধবানন্দদা নাম কুঞ্জ মনোহর। জাহা বিলসই নব কিশোরি কীসৌর ॥
ললিতা নন্দাদি কুঞ্জ চৌদিকে বেষ্টিত। স্বর্ণরত্নময় মুনি মানিকে খচিত ॥
কুঞ্জ বিলসই শ্যাম রসিকসেখর। বৃখভানুশুতাপ্রেমে সদাই বিভোবর ॥
নিত্যসখি প্রিয়সখি প্রানসখি আর। পরম শ্রেষ্টাদি সখি সঙ্কেত বিহার ॥
সখি বিনু লিলারস পুষ্ট নাহি হয়। দুহুঁা অভিমত লিলা সখি বিরচয় ॥
ইচ্ছালিলা রাসাদি করিল গোপিনাথ। নিত্যপ্রিয়া শ্রুতিমনি দির্বাদিগ সাথ ॥
ক্রিড়াসক্তি লিলারস ভুঞ্জে অনক্ষ্যন। শুমাধুরি আস্বাদিতে পরম জত্র্ন ॥
সেই পহু কলিযুগে গোড়ে অবতরী। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গিকার করি ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত বক্রেশ্বর হরিদাস। মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত শ্রীবাস ॥
শ্রীধর জগদানন্দ পণ্ডিত রাঘব। শ্রীরামশুন্দর গোবিন্দ বাশুদেব ॥
পণ্ডিত গোসাঞী বিদ্যানিধি গঙ্গাদাস। সেন সিবানন্দ প্রিয় গদাধর দাস ॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাশু ঘোষ আর। ঘোষ সঙ্কর গৌর প্রানধন জার ॥
মুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীখণ্ডর্নীবাসি চিরঞ্জিব শুলোচন ॥
প্রেমকল্পতরু সম ভক্তগন সঙ্গে। নবদ্বিপে বিহরই সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥
প্রেমার নাগর পহু প্রেমানন্দে ভোর। কলিকালিত জীবেরে ধরি দেই কোর ॥
দরশে পরশে প্রেম করে বীতরণ। আনুসঙ্গে ভাসাইল এ তিন ভুবন ॥
নাম প্রেম প্রচারিলেন শ্রীগৌরহরি। নিজ গুঢ় কার্য্য রাধাপ্রেমের মাধুরি ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজ মন আর সব মিছা। পালাইতে পথ নাহি জম আছে পিছা ॥
কদাচিত হয় জদি বৈষ্ণবসংগতি। উদ্দিশে করেন জোম তাহাকে প্রণতী ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ মনে করি আস। নামসংকীর্ত্তন কহে দিন রামদাষ ॥
শ্রীগুরু কৃষ্ণভ্যাং নম নমঃ।

[১খ শ্রীহরিঃ
সম্বেমিরা
তাম্বুলেন বিনা রাজন জতি ভুতা স্বরেশ্রতি ॥
মুখেনা নিশ্বরেৎ বানি গৃহাৎ কুলবধুরিবঃ ॥

শ্রীহরিঃ

রূপ মালসি রাগেন গিয়তে ঃ

জয় জয় বৃকভানুনন্দনি স্যামমোহিনি রাধিকে। খঞ্জনগঞ্জন নয়ন রঞ্জনবয়ান কোটি ইন্দুনিন্দিকে ॥ ধ্রু ॥

ভালহি সিন্ধুরবিন্দু চন্দন ফুটিল কুন্তল মস্তকে। জিনিঞা ফনিমনি বেনি লম্বিত কবরি মালতিমালিকে ॥

মন্দমৃদু হাস অমিঞা পরকাস কাম কত সত মোহিতে। কনয়া দশ বান জিনিঞা সুবরন বিচিত্র অম্বর অংসতে ॥

কমলদল জিনি ও পদতল ধনি রতন মঞ্জীর পাদকে। গোবিন্দদাস তথি মাগয়ে ভকতি নমো নম দেবী রাধিকে ॥ ৪ ॥

৪০ নিগমকথা

রচয়িতা ঃ গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৫৮২। পত্রসংখ্যা ৩। খণ্ডিত। আকার ১৫½"×৫"। লিপিকাল ১১৪৪ সাল। আধার তুলট। বৈষ্ণব নিবন্ধ। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

... ...। [৩ক সেই নয় বৈষ্ণব জানীব আচম্বিতে ॥

আচম্বিতে আসিয়া উৎপাত জনমিব। নয় বৈষ্ণব তারা মনেতে ভাবিব ॥

কেহ বলিবেক চল বৃন্দাবনে জাই। কেহ বলিবেক এক মাষ দিন বই নাই ॥

কেহ বলিবেক আর নিস্তার না দেখি। কেহ বলিবেক নবদ্বিপ বৃন্দাবন দেখি ॥

সেইস্থান গেলে ভাই পাইব নিস্তার। ইহা বই ভক্ত ভাই নাই দেখি আর ॥

নবদ্বিপ গেলে ভাই পাব বৃন্দাবন। ইহাথে অন্যথা নাই সুন সর্ব্বজন ॥

এই জুক্তি করি সবে মনে অনুমান। তবে নয় বৈষ্ণব আইলা নবদ্বিপ স্থান ॥

এক জোজন নবদ্বিপ জিবজন্তু নাই। সবেমাত্র সেই নয় বৈষ্ণব গোসাঞি ॥

মনে করে সেই ভক্ত বৃন্দাবন পাইল। হেনকালে দুইজনে একেত্র হইল ॥

দুই স্থান একস্থান বৃন্দাবনপুরি। জাহাতে করিল লিলা কেসর কিসরি ॥

সকল অজিব মহাপ্রনম ভিতর। বৃন্দাবনপুরি মোর জুগযুগান্তর ॥

সর্গ মর্ত্ত পাতাল জাইব সেইদিনে। অষ্টসকি সঙ্গে রহিব বৃন্দাবনে ॥

নিভৃতে রহিব তথা আর কেহ নাই। এই কথা নারদ কহিল তোমার ঠাঞি ॥
কহিনু বিসেষ কথা সুন তপধন। তোমা বিনা এই কথা না জানে কোন জন ॥
কহয়ে নারদমুনি জোড় করি হাত অবধানে সুন প্রভু দেবজগন্নাথ ॥
এক নিবেদন করি তোমার সাক্ষাতে। আপনার গুনে মোরে ক্ষেমা দেহ চিত্তে ॥
এ ভবসংসার প্রভু তোর সৃর্জ্জন। কোন রূপে জিবে থাক সুন জনার্দ্দন ॥
কোন রূপে হৃদয় থাকহ মহাসএ। কহিবে ইহার তর্ত্ত সুনিতে য়াসঅ ॥
কি‧ট পতঙ্গ আদি তোমার স্রর্জন। কোন রূপে পালন করহ জনার্দ্দন ॥
প্রভু বলেন ষুন হে নারদমুনিবর। জেই রূপে জিবে আমি থাকি নিরন্তর ॥
গোলকইস্বর মোরে বলে সর্ব্বজন। তিলেক না ছাড়ি আমি শ্রীবৃন্দাবন ॥
হেনকালে নারদ বলএ পুনর্ব্বার। কেমনে আছএ প্রভু এ ভবসংসার ॥
শ্রীবৃন্দাবন জদি তিলেক না ছাড়। কেমনে বল হে চৌর্দ্ধভুবনের ঠাকুর ॥
প্রভু বলেন ষুন হে নারদমনিবর। জে রূপে বলাই চৌর্দ্ধভুবনইস্বর ॥
এক নাম আছে মোর অনন্ত ভগবান। সেই নাম থাকে সব জিবে অধিষ্টান ॥
অনন্ত ভগবান নাম একমুর্ত্তি হয়। ভগবানরূপে সেই প্রতি ঘটে রয় ॥
ছায়ারূপে থাকে সব এ ভবসংসারে। মায়ারূপে থাকে কেহ লখিতে না পারে ॥
কহএ নারদমুনি সুন জনার্দ্দন। কেমন ছায়ারূপ সে সুনিব লক্ষন ॥
সকল সংসারে দেখ একমাত্র চন্দ্র। ৩ক] [৩খ হাজার কলসি জল করিয়া প্রমান ॥
প্রতিকর্ম্মে ছায়া দেখ একমাত্র চন্দ্র। এইরূপে প্রীতি ঘটে থাকেন ভগবান ॥
জলে চন্দ্রে দেখ কভু মিস্রিত না হয়। এইরূপে জিবে সব ভগবান রয় ॥
গৃহকারাগারে জিব প্রকট হইয়া রয়। মোর ভক্তজনের সে হৃদয়উদয় ॥
মোর ভক্ত বৃন্দাবন করএ প্রিত্যাসা। নিরবধি বৃন্দাবন মনে থাকে আসা ॥
সকল সংসারের সার শ্রীবৃন্দাবন। হেন আসা করএ মোর প্রিয় ভক্তগন ॥
বৃন্দাবনভুমি মোর নিজস্থান হয়। হেন স্থল য়াসা করি ভক্ত মোর রয় ॥
ভগবানরূপে আমি সুন তপধন। ভক্তরূপে লিলা করি সংসারভুবন ॥
কহয়ে নারদমুনি ষুন জনার্দ্দন। কোন আচরনে ভক্ত পায় বৃন্দাবন ॥
সুন হে নারদমুনি ধর্ম্মের লক্ষন। ভক্তির কারনে ভক্তের প্রাপ্তি বৃন্দাবন ॥
কিসোরকিসোরিলিলা শ্রীবৃন্দাবন। হেন ধর্ম্ম জেই জন করে আচরন ॥
রাধাকৃষ্ণ বিনু জেবা অন্ন' নাই জানে। হেন জন আসিবেন শ্রীবৃন্দাবনে ॥
সয়ন সপনে জেবা রাধানাম লব। হৃদয়ে রাধার নাম জে জন রাখিব ॥
তার এই স্থল হয় বৃন্দাবনপুরি। এমন ভক্তের গুন কহিতে না পারি ॥

রাধানাম বিনু জেবা নাহি জানে আন। কিসোর কিসোরি বিনা নাঞি তার ধ্যান ॥
বৃন্দাবন ··· নাম কিসর কিসরি। আনন্দে থাকএ তারা রাসক্রীড়া করি ॥
নিরবধি দরসন বৃন্দাবনস্থল। রাধার নামেতে ভক্ত হয় ত বিকল ॥
রাধাধ্যান রাধাপুজা রাধা সর্ব্বধন। এই ধর্ম্ম জেবা জন করে আচরন ॥
সবার দুর্লভ পায় শ্রীবৃন্দাবন। এই কথা সুন হে নারদ তপোধন ॥
ভক্তরস হয়্যা আমি রহিতে না পারি। তেকারনে জাব আমি নবদ্বিপপুরি ॥
পুর্ব্বে ভকতসঙ্গে না পুরল আষ। তেকারনে নবদ্বিপে হইব প্রকাষ ॥
বৃন্দাবনে জার সনে করেন বিলাষ। সেই সর্ব্ব ভক্ত লয়্যা করিব প্রকাষ ॥
এই কথা সুনিয়া নারদ তপধনে। দণ্ডবত করে কত প্রভুর চরনে ॥
পবিত্র করিলা মোরে সুন চুড়ামনি। তোমার ভজনা প্রভু মোরা কিবা জানি ॥
জগতইশ্বর প্রভু কে জানে মহিমা। হেন ভক্ত কেবা আছে করে প্রভুর সিমা ॥
আনন্দ হইয়া মুনি দণ্ডবত কৈল। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ৩খ][৪ক পুনরূপে প্রভু কিছু বলিতে লাগিল
তুমি সে আমার ভক্ত নারদ হইল নাম। চৌর্দ্দিভুবনে তুমি সভার অনুপাম ॥
তুমি মোর প্রিয় বড় মুন তপধন। পৃয় এক লিখি তুমি শ্রীবৃন্দাবন ॥
সখাকহ সকি করি সখি করি সখা। এ সব জতেক দেখ তোমার সব মায়া ॥
সুনিঞা নারদমুনি পুলকিত হয়্যা। পড়এ চক্ষের ধার অষ্টাঙ্গ বাহিয়া ॥
প্রভু বলেন সুনহ নারদ মুখময়। নবদ্বিপ তরিতে জাবার যুক্তি হয় ॥
নারদ কহেন প্রভু সুন জনার্দ্দন। কাল অঙ্গ গৌর হবে কেমন লক্ষন ॥
প্রভু কহেন সুন হে নারদ সুখময়। রাধাঅঙ্গ পরসে গৌরঅঙ্গ হয় ॥
নারদ কহএ মায়া লকিতে না পারি। অপরূপ লিলা প্রভুর নানা রূপ ধরি ॥
তোমার মায়াতে তুষ্ট গৌড়ভুবন। সকলে চলহ প্রভু মুন জনার্দ্দন ॥
এহা সুনি প্রভু সব গোপালে ডাকিয়া। অবতার লাগি গৌউড় দিল পাঠাইয়া ॥
অগ্রেতে বলরামের আগমন হইল। তাহার পচ্চাতে চৌসট্টি মহন্ত চলিল ॥
তাহার পচ্চাতে আর জত গোপিগন। তাহার পচ্চাতে আর জতো ভক্তগন ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগন অমর জত ছিল। আনন্দিত হয়্যা সব গৌড়েরে আইল ॥
সর্ন্যাকার হইল সব দেবতার পুরি। অবতার লাগিয়া পাঠাইয়া দিলা হরি ॥
গোলক ছাড়িয়া প্রভু নিভৃতে আসিয়া। কহেন রাধাকে বানি বিনয় করিয়া ॥
সুন প্রিয়া ঠাকুরানি আমার বচন। অবতারে চল জাব গৌড়ভুবন ॥
সুনিঞা বলে তবে রাধা ঠাকুরানি। কেমনে অবতার প্রভু করিবেন আপনি ॥
প্রভু বলেন শুনহ আমার এক বানি। বৈরাগ্যধর্ম্ম অবতার সর্ব্বসিরমনি ॥

ভাল ভাল তবে বলিলা পৃয় রাই। বৈরাগ্যধর্ম্ম ছলায় জাইব তথাই ॥
রাই বলেন কোন রূপে তথা জাব আমি। প্রভু বলে ইহার কথা বল্যা দিব আমি ॥
সংসারে জর্ম্মিয়া দেষ করিব ভ্রমনে। হরিনাম মহামন্ত্র দিব জিবগনে ॥
উদাসিন বেষ তথা হব সর্ব্বজন। ভক্তসঙ্গে মহারঙ্গে করিব ভ্রমন ॥
রাই বলেন সুন প্রভু আমার বচন। গৃহবাস ছাড়ি দেস করিবে ভ্রমন ॥
গৃহবাষ ছাড়ি কেন ভ্রমন করিবে। ইহার উত্তর কিছু আমারে বলিবে ॥
বিলাপ করিলে ব্রজে থাকি নন্দঘরে। কলিযুগে বৈরাগ্যধর্ম্ম গৃহ ফেলায়্যা দুরে ॥ ৪ক]
[৪খ প্রভু বলেন সুনহ ইহার বচনে। আপনে করিলে লিলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥
তোমার সহিত ব্রজে জত হৈল রস। হেন লিলা সুনি কল্যে´ ভক্ত হব বস ॥
তোমার আমার লিলা ভুবনে বিদিত। কলিজুগে বৈরার্গ্যধর্ম্ম করিতে উচিত ॥
প্রতি কলিজুগে জুগে আমি বৈরাগ্যধর্ম্ম করি। বৈরাগ্যধর্ম্ম প্রকাসিব নদিয়ানগরি ॥
তোমার নাম প্রকাস করিবার তরে। তেকারনে বৈরাগ্যধর্ম্ম গৌড় ভিতরে ॥
শ্রীবৃন্দাবনলিলারস প্রকাস করিব। প্রয় রাধার গুন ভক্ত আনন্দে গাইব ॥
তুমি কি না জান আরে জিজ্ঞাষ বচন। তোমার প্রেমেতে পূর্ন´ এ তিন ভুবন ॥
প্রেমের সাগর তুমি তুমি সর্ব্বধন। তোমারই বন্ধু মোর নাঞি কোন জন ॥
আমার বন্ধু আর আছে কহিব বচন। তোমার নাম জেবা জন করে আস্বাদন ॥
তোমার অধিক মোর সেই ভক্তগন। নিরবধি রাধানাম করএ স্ম*রন ॥
প্রানের দুসর সেই সুন প্রয় রাই। জারে আমি ধেয়ানেতে সদাই ধেয়াই ॥
তুয়া নাম মন্ত্র মোর ইথে আন নাঞি। তুয়া নাম করে জেই সে আমার গোস*াঞি ॥
আর কি বলিব আমী তোমার চরনে। আগে ভক্ত গেল চল গৌড়ভুবনে ॥
রাই বলেন ষুনহ প্রানের প্রয় হরি। কত গুন ধর তুমি লখিতে না পারি ॥
আমা হেন কত রাধা স্রিজিবারে পার। আপনার গুনে মোর রাধানাম ধর ॥
প্রভু বলেন ষুন রাই আমার বচন। তুরিতে চলহ জাই গৌউড়ভুবন ॥
রাই বলেন ষুন প্রভু আমার ইস্ম´র। কোন নাম ধরিবেন নদ্বিয়ানাগর ॥
নাম হইব তথা মোর গৌরচন্দ্ররায়। তুয়া নাম গদাধর ভক্ত সব গায় ॥
ব্রজেতে হইল দোহাঁর রাধাকৃষ্ণ নাম। গদাধরচৈতন্য নাম কর্ল্যের অনুপাম ॥
সুনিঞা প্রভুর বানি উলসিত রাই। করজোড় করি কিছু বচন সুধাই ॥
বৃন্দাবন প্রকাসিবে গৌউড়ভুবনে। আনন্দে ভাসিব সব প্রয় ভক্তগনে ॥
চারি জুগে চারি অবতার মহাসয়। ইহার বিসেষ কথা কহিবে নির্চ্চয় ॥
প্রথমে হিরন্ন´বধ কোন জন করি। কে না বিবাদিল লঙ্কায় মন্দাদরি ॥

মথুরায় কে না বধ কৈল কংসরায়। ইহার বিসেষ কথা কহিবে মহাসয় ॥
এই কথা সুনি প্রভু করিব গমন। এই কথা কিছু মোরে কহ জনার্দ্দন ॥
প্রভু বলে সুন প্রীয়ে ইহার বচন। মোর এক কলায় হিরনাক্ষ করিল.নিধন ॥
আর এক কলায় কংস করিল বিনাষ। এক কলি নাস্তি ॥
রাই বলেন আচার্য্য লাগিল মোর মনে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরন সার ৪খ]
[৫ক কংস ধ্বংস মথুরায় ছাড়ি বৃন্দাবনে ॥
সাক্ষাতে দেখিলাম ইহা গেল জনার্দ্দন। গকুলে আমা সভার না ছিল জিবন ॥
কেমনে হইল কলা এহা নাই জানি। তবে কেনে আমা সভার আকুল পরানি ॥
অক্রুর আসিয়া এথা রথে চাপাইল। গকুলে আকুল লোক সকল দেখিল ॥
অচেতন হনু প্রভু তোমা না দেখিয়া। কেমনে হইল কলা বল দেখি ইহা ॥
প্রভু বলেন সুন রাই মর্ম্মভেদকথা। সর্চানকালে গেলাঙ আমি বৃন্দাবন জথা ॥
রথে আগমন কৈল বাসুদেব মোর। সেহ এক কলা কংস কৈল জোর ॥
তুয়া নাম জপি আমি খিদ্রবনে থাকি। তেকারনে আকুল হইল সব সখি ॥
কহিল বিসেষ আমি এই সুন। তিলেক না ছাড়ী মোর প্রেয় বৃন্দাবন ॥
দুই অবতার তুমি কলা বলি বৈল। পূয় বৃন্দাবনে তুমি রাষ পুর্ন্ন কৈল ॥
তিন জুগে তিন কলায় তিন নষ্ট কৈলে। কলিজুগে কিবা কর মোরে না বলিলে ॥
কলিজুগে কোন কলায় কারে নষ্ট কর। ক্রপা করি বল প্রভু ইহার উত্তর ॥
প্রভু বলেন কর্ল্যে মোর বৈরাগ্যধর্ম্ম হয়। মোর গৌড়েতে তোমার প্রেমের সহর ॥
দুর্জ্জয় পাসণ্ড জত থাকিব সংসারে। তোমার প্রেয়ো নামে ভাসাইব তারে ॥
দুই প্রেয় ভক্ত মোর পাঠাইয়া দিল। সংসার জিনিঞা তারে মুড় জর্ম্মাইল ॥
আগেতে নোঙাইব তারে গৌউড়ভুবনে। তাহারে নোঙাইলে নোঙাইব জিবগনে ॥
জিবহিংসা পাইবে বৈরাগ্য আচরনে। তোমার প্রেমেতে ভাসে ত ভক্তজনে ॥
এই কথা সুন আমি কহিলাম প্রেয় রাই। বিলম্ব না কর চল নবদ্বিপ জাই ॥
এই কথা সুনি রাই আনন্দিতমনে। অতঃপর চল তুমি গৌউড়ভুবনে ॥
জয় জয় কৈলা প্রভু গোলকইস্বর। প্রিয়া রাধা সঙ্গে আইলা নদিয়ানগর ॥
জয় জয় সংকির্ত্তন সঙ্গেতে আনিল। জয় জয় শ্রীবৃন্দাবন প্রকাসিল ॥
জয় জয় প্রথিবিমণ্ডল অনুপাম। জাহাতে বৈরাগ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ন নাম ॥
জয় জয় নবদ্বিপ বৃন্দাবনপুরি। জাহাতে করিলা লিলা কিসোর কিসোরি ॥
জয় জয় ভক্তবৃন্দ মহিমা আপার। ৫ক] [৫খ সকল ভুবনে অন্ত না পায় জাহার ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্ন নির্ত্যানন্দরায়। হরিনামে নিস্তারিলা এ জিব সভায় ॥

হেন অবতার জেবা করে আস্বাদন। আনন্দ হইয়া তাঁর বন্দিএ চরন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ন্য নাম জেবা জন বলে। তার দুটী পদ মুঞি রাখি নিজ গলে ॥
নিগমগৃহ্ত এই নিগমবচন। হেন রসে আছে জেবা তার বৃন্দাবন ॥
কহেন গোবিন্দদাষ হিৃদয় আকুল। বৈষ্ণব গোসাঁঞী হয়েন চারিযুগের মুল ॥
বৈষ্ণব গোসাঁঞেরে না সেবে জেই জন। সংসারের মর্দ্ধে তার ধিক ধিক জিবন ॥
বৈষ্ণবের পদরেনু জেই করে আসা। কহেন গোবিন্দদাষ তার ধুলির পিত্যাসা ॥
বৈষ্ণব গোসাঁঞে জার আসয় হয়। সেই সব নর মুক্তি কহিল নির্চ্চয় ॥
বৈষ্ণবের পদধুলি লাগুক মোর অঙ্গে। জর্ম্মে জর্ম্মে থাকি ঠাকুর বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥
কহেন গোবিন্দদাষ বৈষ্ণবচরনে। বৈষ্ণব ঠাকুর মোর মুর্দ্ধ কর মনে ॥

সংসারবাসনা মোর নাঞি গেল দুর। ভজিতে পাইলাম নাঞি চরন প্রভুর ॥
তিলেক না হয় মোর বিস্মাষ বচন। গ্রহপাকে নিরন্তর বুলে মোর মন ॥
আপনার গুনে জদি প্রভু করেন দয়া। তবে সে পাইতে পারি প্রভুর পদছায়া ॥
এই কারাগারে প্রভু মোর গতি নাই। অপরাধ ক্ষেমা কর বৈষ্ণব গোসাঞি ॥
সংসারের ধর্ম্ম তাঁর ধুলি কবে পাব। পবিত্র হইয়া জেন বৈষ্ণব ভজিব ॥
কহেন গোবিন্দদাষ ভজ আরে ভাই। কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোসাঞি ॥
দড় করি ধর ভাই বৈষ্ণব গোসাঁঞি। সকল ভুবনের বড় আর কেহ নাঞি ॥
বড়র আস্রয় দেখি থাকে জেই জন। যুগলেরে দুঃখ না হয় কখন ॥
ইহা জানি ভজ ভাই জার জেবা ইচ্ছ্যা। কেবল কৃষ্ণের নাম আর সব মিছা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ন্য নির্ত্যানন্দ অবতারে। কলিযুগে প্রেমদান কৈলা সবাকারে ॥
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন সর্ত্ত। ইতি শ্রীনিগমগৃহস্ত সমাপ্ত ॥
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস ক্ষেমা কুরু ॥ গায়ন্তি বৈষ্ণবা সর্ব্বেঃ কৃষ্ণেভি নাম মঙ্গলং ঃ। সর্ব্বত্র মঙ্গল তসাং কুন্ত তেসাং মঙ্গল ॥ ১১৪৪ ॥

৪১ নৈষধসঙ্গীত, কালিকাবিলাস

রচয়িতা : অজ্ঞাত, কালিদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৭২৭। পত্রসংখ্যা ১৩। খণ্ডিত। আকার ৮২/৩"×৬"। লিপিকাল ১২৪৭ সাল। আধার তুলট। নলদময়ন্তীর উপাখ্যান ও মহিষাসুরবধের কাহিনী। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

নৈসধসঙ্গীত

অথাৎ নলদময়ন্তির উপাখ্যান—

জাহার জাত্রা মো. ভবানিপুরে হইয়াছিল—

শেই সকল গান রাগরাগিনি তালমানাদিযুক্ত মোকাম সালিখানিবাসি শ্রীযুত রাম বসু কর্ত্তৃক সয়ম্বরা সংগৃহিত · সম্প্রতি সেই গ্রন্থ সম্পূন্নরূপে পরিপূন্নরূপে…করত মোকাম জুগল উদ… শ্রীযুৎ বাবু দেবি·· প্রামানিকের সুধাশিন্ধু যন্ত্রে দ্বিতীয়বার ছাপা হইল—

সন ১২৪৭ সাল তারিখ ১৭ কাত্তিক—

[১ নৈষধসঙ্গীত

পয়ার ॥

নাহিক তুলনা দিতে তুলনার স্থান। বলিতে সে বল কেবল অর্ণে অপমান ॥

নষ্ট হল্যো শেষ্ট শশি ধরিঞা কলঙ্ক।

চাঁচর চিকুর তার চমৎকার হেরি। কাদম্বিনি ভেবে ভাবে নাচএ মউরি ॥

নিন্দি ইন্দিবর তার জুগলনয়ন।

শ্রীশ্রীদুর্গা সরণং—

গ্রন্থারম্ভ—

[২ রাগিনি ইমন। তাল চৌতাল—

নমামি গনেষ দিনেস ইশ্বর গিরিসরানী ঃ হরিহর হরো মম তাপ। একমূর্ত্তি ভক্ত জন্যঃ· পঞ্চমূর্ত্তি ভিন্ন্যভিন্ন্য ঃ সুনেছি আগমে রসনা না করে তব গুনালাপ ॥

নলরাজা শ্বপ্ন দয়মন্তি দর্শন ॥ আবর্ত্তণ ॥

ত্রিপদি ॥

সুর্য্যবংশে জন্ম হয় নলরাজা মহাসয় ঃ নৈসধ নামেতে নৃপশুত।

উত্তরা কোশলাপতি ঃ শুর্দ্ধস্বান্ত শান্তমতি নিরূপমা রূপগুনজুত ॥

পৃথিবিতে ধন্য ধন্য পুন্যশ্লোক অগ্রগন্য ঃ জশকীর্ত্তি ভুবনবিদিত।
এই গ্রন্থে তার লিলা সংক্ষেপেতে বিরচিলা ঃ বনপর্ব্বে বিস্তার চরিত ॥
একনিশি ভুপ স্বপ্নে দেখে অপরূপ ঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি এক নারি।
বিদর্ভরাজ্যইশ্বর ঃ ভিমশেন নৃপবর ঃ দময়ন্তি তাহার কুমারি ॥
নবিনা জৌবনি ধনি ঃ কোমলাঙ্গী চন্দ্রাননি ঃ ক্রোড়ে পায়্যা নল নরনাথ।
সুখেতে ভূঞ্জিতে রতি ঃ ২] [৩ দেখহ দৈবের গতি ঃ নিদ্রাভঙ্গ হয় আকস্মাত ॥
নিদ্রাভঙ্গে নরবর ঃ দেখে আপনার ঘর ঃ দময়ন্তি নাহি দেখা পায় ॥
চারিদিকে নিরক্ষন ঃ কর্য়্যা দেখে বিলক্ষন ঃ শেষে খেদে করে হায় হায় ॥
বিলাপ করিল জত ঃ তাহার আর কব কত রোদনে রজনি পোহাইল।
প্রাতে উটি নরনাথ পাত্রমিত্র লয়্যে সাথ ঃ পুস্পের উদ্যানেতে চলিল ॥

নলের পুস্পোউদ্যানে গমন।
রাগিনি বাগেশ্বরি বাহার। তাল তিওট ঃ
কর হে শ্রবন ঃ জেরূপে মিলন ঃ নলদময়ন্তি ঃ
জেমন সুরূপ ভূপ গুনময় রসকুপ ঃ তেমতি নারির রূপ নব স্বর্ণকান্তি ॥১॥
পয়ার ॥

[৬ ··· ··· ··· সে দুখে দুখিত নই।

আছিল মনেতে ঃ না পেলাম কহিতে ঃ মরণ হতে জ্বালা এই ॥
দেখেছি জে কন্যে ঃ বুঝি তোমার জন্যে ঃ বিধাতারে নিরমিল।
শে সুবর্ণলতা ঃ রহিল বা কোথা ঃ এথা আমার প্রাণ গেল ॥
সুনিয়া ভূপতি ঃ কহে হংস প্রতি ঃ কী বলিলে মরি মরি।
মিনতি তোমারে ঃ বল হে আমারে ঃ কোথা আছে শে সুন্দরি ঃ ॥
কত রূপবতি হবে শে জুবতি ঃ কোথায় বসতি করে।
স্বপনে যা দেখি ঃ শেই সুধামুখি ঃ বুঝি পাটালে তোমারে।
এমন সুদিনো ঃ হবে কী কখনো ঃ শে মুন্দরি আমি পাব ॥
তার অঙ্গ সঙ্গে ঃ তরিব অনঙ্গে ঃ তাপিত প্রাণ জোড়াব ॥
হংস কহে হাশি হাশি ঃ সে নবশোড়শি ঃ তোমার মহিষী হবে ॥
মুনি তার রূপ ঃ ভেবে ভাবে ভূপ কবে বাসনা পুরিবে।

পয়ার ॥

কী বলিলে ফিরে বল ওহে হংসপতি। কোথায় দেখিলে তুমি সেই রূপবতি ॥
হংস বলে মহারাজা করি নিবেদন। বিদর্ভনগরে ভিম রাজা বিচক্ষন ॥
তাহার দুহিতা দময়ন্তি নাম বটে। ৬] [৭ রূপেগুণে ত্রিভুবনে জয়ী শেই বটে ॥
রাজা বলে শে সুন্দরি কীরূপে পাইব ॥ হংস বলে মহারাজ আমী মিলাইব ॥
পুনরায় হংসকে জিজ্ঞাশে নলভূপ। কেমন সুন্দরি কন্যা কীবা তার রূপ ॥
হংস বলে মহারাজ আমি পাখিজাতি। কীরূপে কন্যার রূপ কব মহামতি ॥
জথাসক্তি অনুসারে জেমন পারিব। অপরূপ তার রূপ কীঞ্চিৎ কহিব ॥

দময়ন্তির রূপবর্ণনা ॥

রাগিনি কালানাঙ্গড়া। তাল টুঙ্গরি।

রূপ তেমন কে হেরেছে শে রূপের কাছে রূপ হেরেছে।
চপলা চঞ্চলা হল্যো জে হতে তায় নিহেরেছে ॥

কালিকাবিলাস।

[১ ৵৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ প্রতুলকর্ত্তা
কালিবিলাশ ॥
অথ গ্রন্থাররম্ভ।
দির্ঘত্রিপদী ॥

কহেন ভাগুরি মুনি ঃ কহ কহ কহ শুনি ঃ মার্কণ্ডেয় মহাতপোধন।
অষ্টম মন্বন্তরে ঃ জ্যে হইল সুত্রধরে ঃ কি পুন্য করিল সেই জন ॥
শুনিয়া মার্কণ্ড কন ঃ শুন তার বিবরণ ঃ সারনিয় নামে অধিপতি।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী আদিত্যের সন্তুতি ঃ ধর্ম্মশিল পুন্যবান অতি ॥
বাহুবলে সে রাজন ঃ জয় করে জগজন ঃ ত্রিভুবনে একছত্র কৈল।
অসুর কিন্নর দেবে ঃ পরাভব হৈয়া সভে ঃ, রাজার শরণাগত হৈল ॥
পূর্ব্বজন্মকথা তার ঃ পুরানেতে সুবিস্তার ঃ গাঁথা আছে অমৃত সমান।
দ্বিতীয় মন্বন্তরে সারোচীষ অধিকারে আছে তার বিবিধ ব্যাখ্যান ॥
চৈত্রবংসে উৎপতি ঃ সুরথ নামে ভূপতি ঃ ছিল সসাগরাক্ষিতিপতি।
আপন পুত্রের ন্যায় প্রজার পালিত রায় ঃ জষে পরিপুন্য ছিল ক্ষিতি ॥
দৈবজোগে অরিগনে ঃ জুদ্ধে জিনি সে রাজনে ঃ রাজ্যধন সকলী হরিলা।
রাজ্যসোকে নৃপবর ঃ বিবেগি হৈয়া পর ঃ নিবিড় অরন্যে প্রবেশিলা ॥
ভুমিতে ভুমিতে রায় ঃ সম্মুখে দেখিতে পায় ঃ মেধস মুনির তপোবন।

আশ্চয্য সে তপবন ঃ হিংসাহিন পশুগন ঃ সিংহে মৃগে একত্রে ভ্রমন ॥
শ্রান্ত হইয়া ১] [২ নররায় ঃ বিশ্রামে বসি তথায় ঃ বৈস্য এক সমাধি নামেতে।
দৈবজোগে সেই স্থানে নৃপতি বিদ্যমানে ঃ উপনিত ভুমিতে ভুমিতে ॥
বৈস্যেরে দেখিয়া রায় জিজ্ঞাসা করিলা তায় ঃ কি হেতু আইলা এই বনে।
শুনি কহে বৈস্যেপতি ঃ অবধান মহামতি ঃ নিবেদন করি তব স্থানে ॥
মম দারাপুত্রজন ঃ করি মোরে অজতন ঃ পরিত্যাগ করিছে আমারে।
বলি শুন তব ঠাঞী ঃ বিবাগি হইয়া তাই ঃ প্রবেশিছি অরূন্যেমাঝারে ॥
কিন্তু শুন মহাসয় ঃ কি কব কবার নয় ঃ এত দুঃখ দিল জে আমায়।
তবু তা সবার তরে ঃ দুঃখে যুগআঁখি ঝোরে ঃ এ ভাবের ভাব বুঝ দায় ॥
ইহার জে প্রকরন ঃ জ্ঞান জদি বিবরন ঃ কহ মোরে হইয়া সদয়।
তাহা শুনি নরপতী ঃ কহেন বৈস্যের প্রতি ঃ ইহা কহা মোর সাধ্য নয় ॥
চল জাই দুইজনে ঃ মুনিরাজসন্নিধানে ঃ অবগত হব বিবরন।
তাহা শুনি দুইজন ঃ চলিলেন ততক্ষন ঃ কালিদাস করিল রচন ॥ ॥ ॥
সুরথ ও সমাধির মেধস মুনির নিকট গমন ॥
ধুয়া ॥ রাগিনি বাহার ॥ তাল খয়েরা ॥
ওরে কালি নাম কর সার ভুলনা মন আমার।
গর্ভকাগারে কেন বারে বারে জাতায়াত কর
মন শুন রে প্রকরন ঃ মুখে বল কালি কালি ঃ জাবে মনের কালি ঃ
কালের ভয় হবে না রে আর ॥ ২]

[৩ লঘু ত্রিপদী ॥
তবে দুর্জ্জন ঃ করিয়া জতন ঃ মুনির নিকটে জায়।
বিবিধ প্রকারে ঃ স্তবস্তুতি করে ঃ প্রণামে লুটায়ে পায় ॥
জিজ্ঞাসে রাজন ঃ কহ তপোধন ঃ করি কিছু নিবেদন।
সদয় হইয়া বিশেষ করিয়া বল সেই বিবরণ ॥
শুন মহামতি ঃ আমি নরপতি ঃ ছিলাম এ মহিতলে।
সক্রুগনে মোরে ঃ জুর্দ্ধে জয় করে সকলি হরিল বলে ॥
দারাপুত্রগন ঃ জত বন্ধুজন ঃ হৈলা বৈরি বশিভুতা।
তবে কি জন্যেতে তাদের স্নেহেতে ঃ আমি হই দুঃখজুতা ॥
আরো পরিচয় ঃ শুন মহাসয় ঃ এই বৈস্য অধিপতি।
জে দসা তোমার ঃ তেমতি প্রকার ঃ ইহার হইয়াছে গতি ॥

অতএব তাই ঃ তোমারে সুধাই ঃ কহ শুনি বিবরণ।
তাহাদের জন্যে কেন হই দন্ডা ঃ কিমাশ্চয্য এ কথন ॥
শুনি মুনিবর ঃ করেন উত্তর ঃ শুন কহি তত্ব তার।
কহিলে জে কথা ঃ নহে ত অন্যথা ঃ সামান্যের এ প্রকার ॥
দেখ চরাচরে পশুপক্ষী নরে দারাপুত্রের স্নেহেতে।
নানা ক্লেশ পায়্যা ঃ জতন করিয়া পালন করে সুখেতে ॥
... ... ইত্যাদি ॥
[১০ জম্ভাসুরের প্রতি মহাদেবের বরদান ॥
রাগিনী ঝিজেট ॥ ॥
কালি বারবার এইবার কুরু করুনা। তোমার জপত্য হয়ে আপত্য সহেনা ॥
কী কহিব পরিচয় ঃ হইয়া তব তনয়। প্রায় হয়েছি সংসয় সহে না গো জাতনা। ॥
পয়ার ॥
কহেন সঙ্করভক্ত তপস্যা ক্ষমহ। প্রসন্ন হয়েছি তোরে বর মাগি লহ ॥
জম্ভাসুর বলে মনে জন্মেনা প্রত্যয়। তুমি জে বিস্বেশ্বর বিশ্বাস না হয় ॥
জদি তুমি বরদাতা বামদেব হও। অন্তরেতে প্রতক্ষেতে দরসন দেও ॥
ভক্তের ভক্তিতে ভব স্বিকার পাইল ॥ অসুরের হৃদিপদ্মে উদয় হইল ॥
মানসেতে ভূতনাথ দরশন করে। চক্ষু মেলি জম্ভাসুর হরে স্তুতি করে ॥
জয় জয় মহাদেব অগতির গতি ॥ জয় জয় কামরূপী জয় কাশিপতি।
জয় জয় দিগাম্বর দিনের পালক ॥ জয় জয় গঙ্গাধর গরলভক্ষক ॥
জয় জয় প্রভু বিশ্বনাথ বৃষভবাহন। জয় জয় মহাকালী কালনিবারন ॥
জয় জয় আশুতোষ বাঞ্ছাসিদ্ধিকারি। ১০] [১১ জয় জয় ত্রিলোচন জয় ত্রিপুরারি।
জয় জয় পরাৎপর পার্ব্বতির পতি। জয় জয় সদানন্দ শ্মশানে বসতি ॥
জয় জয় জয় মুড় মদনঅন্তক। জয় জয় দিনবন্ধু দক্ষসংহারক ॥
জয় পঞ্চানন পুঞ্জপুঞ্জ পাপহারি। জয় জয় মহারুদ্র মহাশুলধারি ॥
তুমি দেব নিরঞ্জন নিত্যানন্দময়। প্রকৃতিপুরুষ তুমি বেদাগমে কয় ॥
তব আদীঅন্ত বল কে জানে গোসাঞি ॥ সত্ব রজ তম তুমি শুনিবারে পাই ॥
সহজে অধম আমি কি জানি ভুবন ॥ নিজগুনে প্রসন্নতা হও পঞ্চানন ॥
শিব কন ওরে দৈত্য স্তবে কাজ্য নাই ॥ জে বর মাগিবে তোরে দিব আমি তাই ॥
দৈত্য বলে দেব জদি হইলা কৃপাবান। ত্রিলোকবিজয়ী পুত্র দেহ মোরে দান ॥
স্বস্তি বলে সদানন্দ দিয়া তারে বর। উত্তরিলা আশি প্রভু কৈলাষশিখর ॥

কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাশ কালীকাবিলাষ ॥
জম্ভাসুরের বৃতান্ত নারদমুখে শ্রবন করিয়া ইন্দ্র দৈত্য বধিতে গমন করেন ॥

রাগীনী জঙ্গলা। তাল তিওট ॥
আরে মন দৃঢ় করে গুরুনাম জপ রে। জদি পার হবে সে অপারসাগরে ॥
সকলি জান অসার সেই নাম কর সার ঃ তবে হইবে নিস্তার ভবপারাবারে রে ॥ ॥
পয়ার ॥
জম্ভাসুরে বর দিয়া দেব ত্রিলোচন ॥ কৈলাষ আশিয়া হৈলা চিন্তাজুক্ত মন ॥
ভবদেব ভাবিত দেখিয়া ভবদারা ॥ জিজ্ঞাসেন আশুতোষে তত্বময়ী তারা ॥
কহ কহ কহ দেব শুনি বিবরণ ॥ চিন্তাজুক্ত দেখিতেছি কিসের কারন ॥
শিব কন জম্ভাসুরে দিয়াছি বর দান ॥ ১১] [১২ ত্রিলোকবিজয়ী হবে তাহার সন্তান ॥
অতএব ভাবিতেছি তাহার কারন ॥ ত্রিলোকবিজয়ী কোথা পাইব নন্দন ॥
পার্ব্বতি কহেন প্রভু কি কর্ম্ম করিলে। দুরন্ত দানবে কেন হেন বর দিলে ॥
একে অসুরের ডরে সবে শশঙ্কিত। পুনর্বার তাহে বর দিলে বিপরিত ॥
গোটাকত বিল্লদল জে দিবেক তোমায়। এ হেন দুস্কর বর দিবে কি তাহায় ॥
ভব কন ভেবে আর কি হবে এখন। মম অংসে হইবেক অসুরনন্দন ॥
এইরূপে দুইজনে আলাপন হয়। শুনিয়া নারদমুনি সুরপুরে জায় ॥
সভা কবি দেবরাজ আছেন বশিয়া। হেনকালে মুনিবর উত্তরিল গিয়া ॥
ইন্দ্র বলে মুনিবর কহ সমাচার। মুনি বলে সর্ব্বনাশ কি কহিব আর ॥
ব্যস্ত হয়ে শচিপতি জিজ্ঞাসে তখন। শুনিয়া কহিছে মুনি সব বিবরন ॥
মুনি বলে সমাচার শুন পুরন্দর। জম্ভাসুরে খেপা হর দিয়াছেন বর ॥
ত্রিলোকবিজয়ী হবে তাহার নন্দন। তাহা হৈলে তোমাদের কি হবে তখন ॥
আপন কুশল জদি চাহ শচিনাথ। শিঘ্র গিয়া অসুরের করহ নিপাত ॥
এত বলি মুনিবর হইয়া বিদায়। সসৈন্যেতে আখণ্ডল চলিলা তথায় ॥
তপশ্যায় তপঃসির্দ্ধ হয়ে দৈত্যপতি। তুষ্ট মনে চলিয়াছে আপন বসতি ॥
হেনকালে দেবরাজ জাইয়া সত্বরে। বলে বেটা কোথা জাও জুদ্ধ দেহ মোরে ॥
তাহা শুনি বিনয়েতে বলে দৈত্যপতি। এক্ষনেতে ক্ষম, মোরে দেব শচিপতি।
বহুদিন তপস্যায় আছি অনাহারি। দুর্ব্বল হয়েছি অতি জুদ্ধেতে না পারি ॥
ইন্দ্র বলে মোর কথা না হইবে আন। আজি আমি বজ্রে তোর বধিব পরান ॥
দৈত্য বলে সত্য জদি করিবে রন। জলপান করে আশি রহ ক্ষনেক্ষন ॥
তথাস্তু বলিয়া ১২] [১৩ ইন্দ্র দিলেন বিদায়।' জম্ভাসুর সরোবরে জল খেতে জায় ॥

মহিষী চরিছে এক দেখে সেই স্থানে। দেখে তার কামুভাব হৈল ততক্ষনে ॥
মহিষি ধরিয়া দৈত্য শৃঙ্গার করিল। জল খেয়ে ইন্দ্রপাশে উপনিত্য গিয়া ॥
দুইজনে ঘোরতর হইল সমর। পরে ইন্দ্র বজ্রাঘাৎ নাশ্যে দৈত্যবর ॥
শিববাক্য কখন না হয় অব্যাহতি। দৈবজোগে মহিশি নিচ্ছল ঋতুমতি ॥
অসুরের শৃঙ্গারেতে গর্ভিনি হইল। কালিকাবিলাষ কালীদাশ বিরচিল ॥ ॥

... ...ইত্যাদি ॥

লঘু ত্রিপদী ॥
শঙ্করের বরে ঃ মহিষী উদরে ঃ মহিষাসুর জন্ম লয়।
হরের বরেতে ঃ দেখিতে দেখিতে ঃ মহিষ প্রসব হয় ॥
মহাবলবান ঃ হইল সন্তান ঃ পর্ব্বতআকার কায়।
জিনি নীলাঞ্জন ঃ অঙ্গের বরন ঃ কালান্তকজমপ্রায় ॥
শালবৃক্ষকার ঃ ভূজদ্বয় তার ঃ সূর্যসম দুনয়ন।
প্রলয় বাতাস ঃ জিনিয়া নিশ্বাস ঃ দসন কুষ সমান ॥
... . ইত্যাদি।

[১৫ দেবতারা অসুরবধের কারণ আপন আপন মহাতেজ দিয়া এক অদ্ভুত রমনি সৃজন করেন

রাগিনি বেহাগ। তাল আড়া ॥
মন কালেকালে কাল গেল কাল কবে আশিবে। কালি বলে না ডাকিলে কাল কিশে জিনিবে ॥
মন তুমি মম হয়ে কাল ঃ খোয়াইলে পরকাল ঃ আইলে দারুন কাল কি বলে ফিরাবে ॥

পয়ার।
ইন্দ্রাদি অমর সব পরাভব হয়ে ॥ ব্রহ্মার নিকট সবে উত্তরিল গিয়া।
করজোর করিয়া কহেন দেবরায় ॥ সর্ব্বনাশ হৈল প্রভু তব সৃষ্টি জায় ॥
শিববরে মহিষাসুর ত্রিলোক জিনিল। জতেক অমরে স্থানভূষ্ট করাইল।
স্বর্গ তেজিয়াছি সবে অসুরভএতে। মনুষ্যের প্রায় আছি মনুশ্যলোকেতে ॥
মহিষাসুরের নাশ জে প্রকারে হয়। হেন জুক্তি কর প্রভু বিলম্ব না সয় ॥
এত শুনি প্রজাপতি লয়ে দেবগণ। ত্বরা করি উত্তরিলা কৈলাষভুবন ॥
হরিহর উভয়েতে বসিয়া জথায়। দেবগণসহ ব্রহ্মা গেলেন তথায় ॥
হরিহরে দেবগণ করিঞা প্রনতি। ভক্তিভাবে জত দেব করে স্তবস্তুতি ॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে করে নিবেদন। মহিষাসুর বাহুবলে নৈল ত্রিভুবন ॥

সস্থান তেজিছি সবে তাহার ভয়েতে। এক্ষনে স্বরনাগত রাখ এ দাষেতে ॥ ১৫]
[১৬ অসুরসংহার জাতে হইবে ত্বরায় ॥ হেন জুক্তি কর প্রভু বিলম্ব না সয়।
দেবতাদিগের কথা শুনিয়া তখন ॥ হরহরি দোহে হৈলা মহাক্রোধমন।
বিধি হরিহর তিনে কুপিত অন্তরে ॥ কায়া হৈতে মহাতেজ ত্যজিলা সত্বরে।
অন্য অন্য অমরের জত তেজ ছিল ॥ একত্র হইয়া সেই তেজে মিসাইল।
সকল দেবের তেজ একত্র হইতে ॥ জ্বলন্ত পর্ব্বতাকার হৈল আচরিতে ॥
তাহাতে হইল এক অদ্ভুত রমনি ॥ দশদিক আল হৈল জ্যোতিতে অমনি।
কালীকার পাদপদ্ম হৃদে করি য়াশ ॥ রচিল শ্রীকালীদাশ কালিকাবিলাশ ॥

অথ তেজময়ীর সাকার বর্ন্ন ॥
রাগিনি শরফরদা ॥ তাল আড়াখেমটা ॥
তব তত্ব কে জানে গো তারিনি ॥ কখন প্রকৃতি তুমি কভু পুরুষ শুনি।
কিঞ্চিৎ মাহাত্য তব অন্তরে বুঝিয়া ভব : পদতলে শবছলে পড়েছেন আপনি ॥ ১৬]

পয়ার।
[১৭ অতপর সে নারি শুন বিবরন ॥ সম্ভুর তেজেতে তার হইল আনন।
জমতেজে চিকুর হইল আচম্বিতে ॥ হইল সহস্রবাহু বিষ্ণুর তেজেতে।
চন্দ্রের তেজেতে হইল জুগপয়োধর ॥ ইন্দ্রতেজে মধ্যদেশ হইল সত্বর।
জলধিপতির তেজে যোনিজড় হয় ॥ মেদনির তেজেতে নিতম্ব প্রকাশয়।
ব্রহ্মাতেজে হৈল যুগলনয়ন ॥ পদাঙ্গুলি সূয্যতেজে হইল তখন।
বসুতেজে করাঙ্গুলি হইল সঞ্চার ॥ কুব্বের তেজ নাসা হইল তাহা।
প্রজাপতিদেবতেজে হইল দশন। অগ্নিতেজে অর্দ্ধচন্দ্র হইল তখন।
সন্ধার তেজেতে ভুরু তখনি জন্মিল। বায়ুর তেজেতে জুগশ্রবন হইল ॥
অন্য অন্য অমরের জত তেজ ছিল। সম্ভব স্থানেতে সব শরিরে ব্যাপিল ॥
হইল বিরাটমুর্ত্তি দেখিতে দেখিতে। মস্তক টেকিল মার গগন পরেতে ॥
ভঙ্গি দেখি দেবগন হৈল উল্লশিত। ভাবে সবে কার্য্যশিদ্ধি হইবে ত্বরিত ॥
ভক্তিভাবে স্তবস্তুতি করে দেবগণ। নিজঅস্ত্র দিয়া সবে করেন পূজন ॥
কালীকার পাদপদ্ম হৃদে করি আস। রচিল শ্রীকালীদাশ কালিকাবিলাষ ॥

দেবগন আপন আপন অস্ত্র দিয়া ॥ দেবীকে পূজা করেন। রাগিনি গৌরী। তাল তিয়ট ॥

তারা এই কি বিচার ঃ স্মরনাগতেরে কেন নিগ্রহ কর অপার ॥ ১৬]
[১৭ পয়ার।
সুল দিয়া পূজিলেন দেব শুলপানি। চক্র দিয়া পুজা করিলেন চক্রপানি ॥
জলেশ্বর পুজা কৈলা শঙ্খ দিয়া হাতে। সক্তি দিয়া অনল পূজিলা জতনেতে ॥
ধনুর্ব্বান তুন দিয়া পূজিলা পবন। সুরপতি বজ্র দিয়া পূজিলা তখন ॥
অক্ষয়কবচমালা দক্ষ দিলা দান। ঘন্টা দিয়া ঐরাবত রাখিলা সম্মান ॥
দণ্ড দিয়া দেবিরে পুজিলা ধম্মপতি। পাশ দিয়া বরুন করিলা স্তুতি ॥
কমণ্ডুল দিয়া পূজা কৈলা সৃষ্টিধর। লোমকোপে নিজ তেজ দিলা দিবাকর ॥
অসি চর্ম্ম দেবির করেতে দান দিলা। টাঙ্গী দিয়া বিশ্বকর্ম্মা প্রনাম করিলা ॥
অমলকমল হার অমলবসনা। চুড়ামুনি কুণ্ডল নুপর সুগটন ॥
শিরভাগে অর্দ্ধচন্দ করে রত্নমালা। ভক্তিভাবে ক্ষেরোদ দেবিরে স্নমপ্রলা ॥
নানা রত্ন আর সিংহ দিলা হিমবান। ধনেস্বর সুরাসহ পাত্র দীলা দান ॥
মনিমুক্তা নাগমালা আনীয়া জতনে। অনন্ত অর্পন কৈলা দেবির চরনে ॥
অন্য অমরের অস্তভুসা যত ছিল। দেবিরে সঁপিয়া সবে প্রনাম করিল ॥
দেবগন বলে মা গো এই নিবেদন। দুষ্ট মহিশাসুরের সিঘ্র করহ নিধন ॥
কালীকার পাদদম্ম হৃদে করি আস। রচিলা শ্রীকালীদাস কালীকাবিলাস ॥

অথ যুর্দ্ধের উদযোগ আরম্ভ ॥ রাগিনী মুলতান ॥ তাল খয়েরা।

তারা এইবার ১৭] [১৮ নিস্তার কর গো আমায়। বারবার আর ভার দিব না তোমায় ॥
ভবদায় প্রান জায় না দেখি উপায় ॥
পয়ার।
দেবতার পুজা দেবী পাইয়া সত্বর। অট্টঅট্ট হাষে আর করে উচ্চস্বর ॥
তর্জ্জনগর্জ্জনে ত্রিসংসার মোহ হয়। উথলে সমুদ্রজল ভাবিয়া পূলয় ॥
দেবিরে দেখিয়া হর্ষয়ে দেবগন। বিধিমতে স্তবস্তুতি করে সর্ব্বজন ॥
ত্রিসংসার ক্ষুদ্র আর সিংহনাদ শুনে। চমৎকার মহিষাসুর ভাবে মনেমনে ॥
মদে মত্ত অসুর রুশিয়া অন্তরেতে ॥ [অতঃপর পুঁথি খণ্ডিত]

৪২ নৌকাখণ্ড

রচয়িতা ঃ জীবন

পুঁথিসংখ্যা ১৫৩১। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১৩½"×৪½"। লিপিকাল আ. ২৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

[ক ... ...

বল দেখি কাণ্ডধার জলে ফেলি য়লঙ্কার ইহা বিনে না দেখি উপায়ে।
লায়্যা বলে রাই য়ুন ফেলিবে সকল কেন দেখি লাগে কত ভার তায়ে॥
কানুর বচন য়ুনি মনে ভাবে বিনদিনি নিচ্চ্যয় মরিব এইবার।
জিবন বলেন মাতা না ভাবিহ মনে বেথা এইখানে য়ুখে হবে পার॥

গায়ের বসন খসাহ আপোনি। কত য়ভরণ য়াছে তোমার বিনদিনি॥
বড় নাহিক ভার য়ুন হে কাণ্ডধার। কত ভর ধরে মোর এই য়লঙ্কার॥
য়লঙ্কার খসাইয়া দিল য়াগে করি। না দেহ জন্তনা তুমি না কর চাতুরি॥
না কর চাতুরি রাই য়ুনহ বচন। মোরে দোস দেহ তোমি কিসের কারন॥
তরনি টলবল করে নাহি দেখ তুমি। বসন ভুসন খুলিয়া রাখ গো য়াপনি॥
ঝলকে ঝলকে পানি তোরোনি প্রোবেসে। দেখিয়া রাধার প্রান উড়িএ য়াকাসে॥
চরনে বন্দন তথা করিয়া তরনি। লৌকা ডুবে মোর দোস নাঞি বিনদিনি॥
দিবসে হইল মোর ঘোর য়ন্ধকার। রাখিতে না পারি তরি না পাই নিস্তার॥
দেখিয়া য়ুনিয়া হৈলা কাতর। ভয়ে গদগদ বোল হইল কাতর॥
পায়ে পোড়ি কাণ্ডধার রাখহ য়েইবার। জাতি কুল সিল নাহি রয়ে আর॥
লায়্যা বলে য়ুন রাই য়ামার বচন। সকল পাইবে আগে রাখহ জিবন॥
বসন ভুসন খুলি ধর মোর গলে। জদি তরি ডুবে তবে ঝাপ দিব জলে॥
তোমারে করিব আমি সাতুরিয়া পার। উপায় না দেখি রাই ইহা বিনে য়ার॥
এত জদি লাজ কর য়ুন বিনদিনি। য়াপনি বাহিয়া আন য়ামার তরনি॥
জলে ঝাপ দিয়া আমি সাতুরিয়া জাই। তরনির ভালমন্দ তুমি জান রাই॥

লক্ষ লক্ষ টাকা মোর তরনির হয়ে। তরনি ডুবিলে মোর তুমি দিবে দায়ে ॥
এত ভয়ে বিনদিনি খসাহ বসন। আগে পাছে হয়্যা কর সত সত চালন ॥
রাহু গরাসিল্যে জেন জিনি দিবাকর। । বি। নিরক্ষন করে মুখে নাবিক নাগর ॥
কত সত ইন্দ্র জিনি বদন মুন্দর। চমকে দামিনি ফিরে ব্যাদ মোনহর ॥
নয়ানে নয়ানে কিবা মুধা বরিখয়ে। চান্দের উপরে চান্দ করেয়েছে উদয়ে ॥
নব জলধর জেন সৌদামিনি। স্যামোয়োঙ্গে সোভা ভেল্যো পাইল বিনদিনি ॥
জমূনা অপরূপ উহার মিলন। মুখের নাহিক সিমা মোহিত মোদন ॥
নবপ্রেম সময়ে তেন নব বনমালি। লব প্রেমমই রাই রসের রতুলি ॥
সদর পরসে কোল পরম কৌতুকে। য়োপারে থাকিআ বুড়ি সব রঙ্গ দেখে ॥
মোনে মোনে বোলে বুড়ি সফল নয়ানে। দেখি—ক] [খ—ল দুজনে রাধা কানুর মিলনে ॥
সব মুখ আদি করে জত মনিগন। ধিয়ানে না পায়ে তারে করিয়া সাধন ॥
এইমতে পাইলে কৃষ্ণ ভক্তীবস হঞা। জিবন বলেন কৃষ্ণ হইলেন লায়্যা ॥

বিলম্ব না সহে পার করহ সোভারে। তোমার প্রসাদে সোভে জাই নিজঘরে ॥
রাই বিনদিনি আগে হঞা গেল পার। মোনোভাবে দুখ দেই কি কহিব আর ॥
রাধারে করিয়া পার হাস উপাহাসে। তরি লয়া গেল কৃষ্ণ গোপিকার পাসে ॥
এইমোতে একে একে গোপি কৈল পার। নানামতে খেল্যা জাএ কৌতুকে বিস্তার ॥
পার হয়্যা কত গোপি করে চাতুরাই। লায়্যা বোলে খেলা করি কড়ি দেহ রাই ॥
বড়াই বলেন মুন লায়্যা দুরাবার। লাতি বলিআছি তোরে কি বলিব য়ার ॥
মুখে লাজ নাঞি তোর তেঞি চাহ কোড়ি। উচিত বোলিতে হয়ে হুড়াহুড়ি ॥
ঢামালিহ না করিহ কাণ্ড ঢামালিয়। জে পাইলে সেই ভাল আর নাহি চায় ॥
ইতি লৌকাখণ্ড সোমাপ্ত ॥ ব ॥
শ্রীশ্রী লেখিতে সোলাঙ্কি পোণ্ডিৎত।
শ্রীশ্রী জাত্রাসির্দ্ধি চান্দরায়ে স্বহায়।

৪৩ পদরত্নাকর

সঙ্কলয়িতা ঃ কমলাকান্ত দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৫৪৬। পত্রসংখ্যা ২৪০। খণ্ডিত। আকার ১২"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। পদসূচী মুদ্রিত হইল।

কমলাকান্ত দাসের 'পদরত্নাকর' (সা-প-প ২১, পৃ. ১—২০)। পুঁথির লিপিকাল ১২১৪ সাল। সঙ্কলন সমাপ্ত হইয়াছিল ১৭২৮ (যুগ-যুগ্ম যুগল-সহস্র-শশী) শকাব্দে, ১২১৩ সালে (১৮০৬-৭) বর্ধমানে। পদসংখ্যা ১৩৫৮, তাহার মধ্যে কমলাকান্তের নিজের রচনা কুড়িটি। (সতীশচন্দ্র রায় সঙ্কলিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ভূমিকা পৃ ৫—৭ দ্রষ্টব্য।) কমলাকান্তের পিতা ব্রজকিশোর, অনুজ রুক্মিণীকান্ত। এঁরা ছিলেন শ্রীকরণ অর্থাৎ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। নিবাস উত্তর রাঢ়ে সিউড় গ্রামে। (কাটোয়ার প্রায় চারি ক্রোশ পশ্চিমে)। মতান্তরে, বীরভূমের বক্রেশ্বর নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত সিউর-গাঙপুর গ্রামে। একটি পদের ভনিতা হইতে অনুমান হয়, কমলাকান্ত ছিলেন গদাধরপণ্ডিত-সম্প্রদায়ের শিষ্য। সম্ভবতঃ গদাধরপণ্ডিতগোষ্ঠীর নটবরের শিষ্য ছিলেন।

১. অজ্বাচীত বিতরই কাহু না উপেক্ষী (গোবিন্দদাস) ১খ]
২. ····· রঞ্জীত অরুনবসন ধরু অঙ্গে (অজ্ঞাত) ১খ-২ক]
৩. জয় রে জয় রে গোরা শ্রীসচীনন্দন মঙ্গল নটন সুঠান রে (নয়নানন্দ) ২ক]
৪. ······এবে তাহা গাওয়াইলা সংকীর্ত্তন মাঝে (গোবিন্দদাস) ২খ]
৫. অদ্বৈত······ঝারী ভরী ডারই পুন ভরী পুন ভরি চারী (অজ্ঞাত) ২খ]
৬. বান্দীব অদ্বৈত সিরে ঃ জে আনীল ধীরে ধীরে ঃ ·····(নয়নানন্দ) ২খ-৩ক]
৭. নিজাভীষ্টস্য ···· শ্রীচৈতন্য অভীর্ন্য কলেবর ঃ দ্বিজকুল জলনীধী ইন্দু (কমলাকান্ত) ৩ক]
৮. ······বলী পঢ়িতে পঢ়িতে (কমলাকান্ত) ৩খ]
৯. পদরত্নাকর অখিলের রসাকর জাকর শ্রুতীজুগ পরসে (কমলাকান্তদাস) ৩খ-৪ক]
১০. রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জলনীধী দুর্গম অতীসয় গভীর বিথার (নটবরদাস) ৪ক]
১১. শ্রীপদকমোল সুধারস পানে (গোবিন্দদাস) ৪ক]
১২. শ্রীবিদ্যাপতী কবিবর সেখর করলহী বহুবিধ গীত (কমল) ৪ক ৪খ]

১৩. বন্দে শ্রীগিরিধরপদকমলং (গোবিন্দদাস) ৪খ]
১৪. রাধারমন রমনীমনমোহন বৃন্দাবন বনদেব (গোবিন্দদাস) ৪খ-৫ক]
১৫ স্ফুরদিন্দীবর নিন্দী কলেবর রাধা কুচকুঙ্কুম তব পীঞ্জর (কমল) ৫ক]
১৬. সৌরভসেবীত পুষ্পবিনিন্দীত নির্ম্মল বনমালা পরিমণ্ডীত (কমল) ৫ক]
১৭. অপঘনঘটীত ঘৃশৃন ঘনসার (সনাতন) ৫ক-৫খ]
১৮. ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয়চরনারবিন্দু রে (গোবিন্দদাস) ৫খ]
১৯. জয়তী জয় ব্রসোভানুনন্দীনী শ্যামমোহীনী রাধীকে (দীন বলরাম) ৫খ]
২০. জয়তী জয় ব্রসোভানুনন্দীনী শ্যামমোহিনী রাধীকে (গোবিন্দদাস) ৫খ-৬ক]
২১. দামোদর রতীবন্দন বেসে (সনাতন) ৬ক]
২২. গোরারূপে কি দীব তুলনা (বাসু) ৬ক]
২৩. অভীনব নীল জলদ তনু ঢরঢর পিঞ্চমকুট সিরে সাজনীরে (গোবিন্দদাস) ৬ক-৬খ]
২৪. মৃদুল মলয়জ পবন তরলীত চিকুর পরিগত কলাপকং (রামানন্দ রায়) ৬খ]
২৫. মৃদুতর মারুত বেন্নীত পল্লব বল্লী বলীত শীখণ্ডং (রামানন্দ রায়) ৬খ]
২৬. আজু বিপীনে আওতো কান (গোবিন্দদাস) ৬খ-৭ক]
২৭. নন্দনন্দন চন্দ্রচন্দন গন্ধনিন্দীত অঙ্গ (গোবিন্দদাস) ৭ক]
২৮. চাঁচর চিকুর চুড়ে বলিচন্দ্রক গুঞ্জামঞ্জুল মাল (গোবিন্দদাস ৭ক]
২৯. শ্যাম সুধাকর ভূবনমনহর রঙ্গীনীমোহন ভঙ্গী নটবর (গোবিন্দদাস) ৭ক]
৩০. কুবলয়কন্দন কুসুমকলেবর কালীম কাঁতী কলোল (গোবিন্দদাস) ৭ক-৭খ]
৩১. জয় জয় জহ্নুকুলজলনিধী চন্দ্র (গোবিন্দদাস) ৭খ]
৩২. নন্দনন্দন কনককলিত করকঙ্কন কালীন্দীকুলবিহারী (গোবিন্দদাস) ৭খ]
৩৩. কুবলয় নীলরতন দলীতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ জিনী বরন সুচাঁদ (গোবিন্দদাস) ৭খ-৮ক]
৩৪ মৃদির্ব্য মৃদীর মরকতো মধুর মূরতী মৃগধ মোহন ছান্দ (গোবিন্দদাস) ৮ক]
৩৫. কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতী (গোবিন্দদাস) ৮ক]
৩৬. তনুঘনগঞ্জন দলীতাঞ্জন জনু কঞ্জননয়নী নয়ন ললীতাঞ্জন (গোবিন্দদাস) ৮ক]
৩৭. কুন্দন কুসম কমোল কাঁতী (গোবিন্দদাস) ৮খ]
৩৮. মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল মুখরীত মূরতী মূরলী সুতান (গোবিন্দদাস) ৮খ]
৩৯. কুটীল কুন্তল কুসম কাছনী কান্তী কুবলয় ভাস (গোবিন্দদাস) ৮খ]
৪০. সরদ সুধাকর জিনী মুখমণ্ডল তনুরুচী তরুন তমাল (গোবিন্দদাস) ৮খ-৯ক]
৪১. অরুনীত চরনে রনীত মনী মঞ্জীর আধ আধ পদ চলন রসাল (গোবিন্দদাস) ৯ক]
৪২. নবনীরদ তনু তড়ীতলতা জনু পীতপড়লী বনী ভাল (গোবিন্দদাস) ৯ক]

৪৩. সুরপতীধন কী শীখণ্ড কুচুঁড়ে (গোবিন্দদাস) ৯ক-খ]

৪৪. শ্যামর অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গীম ললীত ত্রিভঙ্গীমধারী (গোবিন্দদাস) ৯খ]

৪৫. বহুল বারীদবরন বন্দর বিজুরীত বিলসীত বাস (গোবিন্দদাস) ৯খ]

৪৬. নীরজনীল নয়ন নিন্দী নিরজনী কেলী নিহারিনী ছন্দ (গোবিন্দদাস) ৯খ-১০ক]

৪৭. কুসমীত কুঞ্জ কল্পতরু কানন মনীময় মঞ্জীর মাঝ (রায় বসন্ত) ১০ক]

৪৮. চম্পক সোন কুসুম কনকাচল জীতল গৌরতনু লাবনী রে (গোবিন্দদাস) ১০ক]

৪৯. অঞ্জনগঞ্জন জগমনরঞ্জন জলদপুঞ্জ জিনী বরণা (গোবিন্দদাস) ১০ক-খ]

৫০. মরী না গো শ্যামরূপের বালাই লইয়া (অজ্ঞাত) ১০খ]

৫১. উজোর হার উর পীতবসনধর ভালহী চন্দনবিন্দু (ঘনশ্যাম দাস) ১০খ]

৫২. রাজীত চিকুরো উপরে নবমালতী অলিকুল অলকার পাসে (জ্ঞানদাস) ১০খ-১১ক]

৫৩. বদনচান্দ কোন কুন্দারে কুন্দীল গো কে না কুন্দীল দুটী আঁখী (শ্রীনিবাসদাস) ১১ক]

৫৪. নটবর বেস কানাঞী করে মোহন বেনু (বলরামদাস) ১১ক-খ]

৫৫. মুখরিত মুরলী মিলিত মুখ মোদন মরকতো মধু মকুর মৈলান (গোবিন্দদাস) ১১খ]

৫৬. বিকচসরদভানু মুখমণ্ডল দিঠী দিঠী ভঙ্গীম নট খঞ্জন জোর (অনন্তদাস) ১১খ-১২ক]

৫৭ সজনী গো কেন সুনাইলী কৃষ্ণনাম (বড়ু চণ্ডীদাস) ১২ক]

৫৮. কদম্বকাননে উঠিতে সঘনে এ কী ধ্বনী অনুপাম (কমল) ১২ক-খ]

৫৯. মুরলীর স্বরে রহীব কী ঘরে গোকুলজুবতীগনে (চণ্ডীদাস) ১২খ]

৬০. তোমারে কহিয়ে সই সপনকাহিনী (বসু রামানন্দ) ১২খ-১৩ক]

৬১. সজনী রহিতে নারিল ঘরে (জ্ঞানদাস) ১৩ক]

৬২. মনের কথা তোমারে কহিয়ে সুন সই (বলরামদাস) স৩ক-খ]

৬৩. কিশোর বয়েস কতো বৈদগ্ধী ঠাম (বলরাম) ১৩খ]

৬৪. আমী সে অবলা অখলা ভালমন্দ নাহী জানী (চণ্ডীদাস) ১৩খ-১৪ক]

৬৫. কী খেনে দেখীলাম গোরা তরুন কামের কোঁড়া সেই হৈতে রহিতে নারী ঘরে (লোচন) ১৪ক]

৬৬. সই এ কি হইল্য প্রেমজ্বালা (বংশীবদন) ১৪ক]

৬৭. সই সে জনা মানুস নয় (জ্ঞানদাস) ১৪ক-খ]

৬৮. আলো মুঞী কেন গেনু কালীন্দীর জলে (জ্ঞানদাস) ১৪খ]

৬৯. সই কী আর কথার বাদে (জ্ঞানদাস) ১৪খ]

৭০. জাইতে আজু হাম জমুনা একান্ত (ঘনশ্যামদাস) ১৪খ-১৫ক]

৭১. এক দীন ঘাটে জলে গিয়াছিনু* কি রূপ দেখীনু* গোরা (বাসুদেব ঘোষ) ১৫ক]

৭২. ঢর ঢর সজলজলদ তনু সোহন মোহন অভরন সাজে (গোবিন্দদাস) ১৫ক]
৭৩. মরকত দরপোন বরন উজোর (গোবিন্দদাস) ১৫ক-খ]
৭৪. চুঁড়ক চুঁড়ে সীরে শীখীচন্দ্রক মণ্ডীত মালতী মাল (গোবিন্দদাস) ১৫খ]
৭৫. সজল জলধর অঙ্গ মনহর ছটায়ে চাহন নহে (গোবিন্দদাস) ১৫খ]
৭৬. নীল রতন কাঁয়ে নবঘনঘটা (গোবিন্দদাস) ১৫খ-১৬ক]
৭৭. মর্ত্ত ময়ুর শীখণ্ডকমণ্ডীত চুঁড়ায়ে মালতী মাল (গোবিন্দদাস) ১৬ক]
৭৮. কুটীলং মামর লোকাং নবাম্বুধজ মুপরি চুম্বস রঙ্গী (সনাতন) ১৬ক]
৭৯. চিকনকালা গলায় মালা বাজননূপুর পায় (গোবিন্দদাস) ১৬ক]
৮০. কি রূপ দেখিল মধুর মুরতী পীরিতী রসের সার (গোবিন্দদাস) ১৬খ]
৮১. সহজয়ী বিসম অরূন দিঠী অঞ্চল আর তাহে কৌটীল কটখী (ঘনশ্যামদাস) ১৬খ]
৮২. অলখীত গতী জীতী বিজুরী সঞ্চার (ঘনশ্যামদাস) ১৬খ-১৭ক]
৮৩. তুর অবগাহ পয়োনীধী ভাঁতী (ঘনশ্যামদাস) ১৭ক]
৮৪. সুন তো সুন লো সই গৌরাঙ্গচাঁদের কথা (গোবিন্দদাস) ১৭ক]
৮৫. আজু কি পেখনু জমুনার তীরে (বংশীবদন) ১৭ক-খ]
৮৬. জলদবরন এক জুবা। জুবতীর জাতী কুল ডুবা (কিশোরীদাস) ১৭খ]
৮৭. সজনী ও কে নাগর তরুমুলে (অনন্ত) ১৭খ]
৮৮. কি রূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে (বড়ু চণ্ডীদাস) ১৭খ-১৮ক]
৮৯ রসভরে মন্থর লহু লহু চাহনী কি দিঠী ফুলাওলী ভাঁতি (বলরামদাস) ১৮ক]
৯০. না মোহন ফাঁদ কপালে চন্দন চাঁদ আধ টানিয়া চুড়া বান্ধে (বলরামদাস) ১৮ক]
৯১. দুই ভ্রূরূ কামের কামান (বলরামদাস) ১৮খ]
৯২. সই রে বলী কি আর কুলধরমে (গোবিন্দদাস) ১৮খ]
৯৩. ইসত হাসীতে কত অমীয়া উথলে (বলরাম) ১৮খ]
৯৪. মুখ দেখীতে বুক বিদরে কি তায় পরান ধরে (বলরাম) ১৮খ-১৯ক]
৯৫. রসের ভরে অঙ্গ না ধরে হেলিয়া পড়িছে বায় (বলরাম) ১৯ক]
৯৬ কিবা রাতী কিবা দীন কিছুই না জানী (বলরাম) ১৯ক]
৯৭ সহজই কাঞ্চন গোরা (গোবিন্দদাস) ১৯ক-খ]
৯৮. মরকত রতন মুকুরবর লাবন্ন্যজ্যোতী তনু পীরিতী পসার (জদুনন্দন) ১৯খ]
৯৯. ইন্দীবরবর উদর সহোদর মেদুর মৃগমদ মৃদুহর দেহ (জদুনন্দন) ১৯খ]
১০০. রূপ কলানিধী কো নিরমাওল কেলীকদম্বের মূলে (বংশীবদন) ১৯খ]
১০১. কুঞ্চিত অলকা উপরে অলী মাতল মৌলীক মালতীমালে (গোবিন্দদাস) ১৯খ-২০ক]

১০২. ঢর ঢর কাচা অঙ্গের লাবনী ধারয়ী বহীয়া জায় (গোবিন্দদাস) ২০ক]

১০৩. বরন দেখিলাম শ্যাম জীনী কত কোটী কাম বদন জিতল কোটী শশী (চণ্ডীদাস) ২০ক-২০খ]

১০৪. কাহে লাগী সজনী দরসোন ভেল (বিদ্যাপতি) ২০ খ]

১০৫. সজনী মরন মানী এ বহুভাগী (গোবিন্দদাস) ২০ খ]

১০৬. পতিত হেরি কান্দে স্থির নাহি বান্ধে করুনানয়ানে চায় (গোবিন্দদাস) ২০খ-২১ক]

১০৭. রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা (চণ্ডীদাস) ২১ ক]

১০৮ কালীয়া বরন হীরন চিকন জখন পড়য়ে মনে (চণ্ডীদাস) ২১ ক]

১০৯. মলঅজ লেপন মন্দসমীরন কোকীল অলীগন গানে (কমল) ২১ ক-খ]

১১০. সুনইতে কাহিনী আনহী সুনই বুঝইতে বুঝই আন (বলরামদাস) ২১ খ]

১১১. অব দীন দুই চারী আঁখী মিলাইতে নারী সুমতী না দেয়ল জে (বংশীবদন) ২১ খ]

১১২. বুঝীনু ভাবীর ভাব নহে দৈর্ত্ত্যদান (বংশীবদন) ২১ খ]

১১৩. রাই এমন কেনে বা হইল (জ্ঞানদাস) ২২ ক]

১১৪. ঘরের বাহির দণ্ডে সতবার তিলে তিলে আসী জাও (চণ্ডীদাস) ২২ ক]

১১৫. সোনার নাচীনী এমন কেনে হইলে বাউলী পারা (চণ্ডীদাস) ২২ ক]

১১৬. নিশশী নেহারী ফুটল কদম্ব (গোবিন্দদাস) ২২ক-খ]

১১৭ নয়নক নীর থীর নাহী বান্ধই ঘন ঘন মিঁটসী তাই (ঘনশ্যাম) ২২ খ]

১১৮. রাধে নিগধনী জঙ্গদমূলং (সোনাতন) ২২ খ]

১১৯. আবেসে অবস অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে (বলরাম) ২৩ ক]

১২০. অনুক্ষন অরুন নয়ানে ঘন ঘুরত ঝলকত লোর বিথার (বলরামদাস) ২৩ ক]

১২১. অনধীগতা কম্মীক গদ কারনমর্পীত মহৌসধী নিকুরম্বং (সোনাতন) ২৩ক-খ]

১২২. সুনইতে চমকই গৃহপতীবার (গোবিন্দদাস) ২৩ খ]

১২৩. তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দুর সঙে লোচন মন দুহুঁধার (গোবিন্দদাস) ২৩ খ]

১২৪. অচিরে মুখসশী গোই (গোবিন্দদাস) ২৩ খ-২৪ ক]

১২৫. সখীগন সঙে নাহী হাসী সম্ভাস (ঘনশ্যাম) ২৪ ক]

১২৬. লুটই ধরনী ধরনী ধরি সোই (গোবিন্দদাস) ২৪ ক]

১২৭. মন্দীর দশ দীশ হেরইতে রামা (গোবিন্দদাস) ২৪ ক]

১২৮. জাম্বুনদসন্ন তনু বদনঅম্বুজে সঘনে হরি হরি বোল (গোবিন্দদাস) ২৪ খ]

১২৯. ধরনী সয়নে ঝুরয়ে লোচন সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ (গোবিন্দদাস) ২৪ খ]

১৩০. মাধব কি কহব সো বিপরীতে (বিদ্যাপতি) ২৪ খ]
১৩১ একে গোরী পাতরী আরে দুঃখ কাতরী (গোবিন্দদাস) ২৫ ক]
১৩২. মাধব সুন্দরী নয়নকী বারী (কমল) ২৫ ক]
১৩৩. নিন্দতীমিন্দুকীরনং মনু বিন্দতী খেদমধীরং (জয়দেব) ২৫ ক-খ]
১৩৪. স্তনবিনীহীতমপীহারমুদারং (জয়দেব) ২৫ খ]
১৩৫. হের দেখ অপরূপ গোরাচাঁদের চরিত্র এ কী তাহে তুলনা দিবে (অজ্ঞাত) ২৫ খ]
১৩৬. কাঞ্চন গোরী ভোরী বৃন্দাবন বিহারই সহচরী মেলী (গোবিন্দদাস)
[২৫ খ-২৬ ক]
১৩৭. লোচনহী শ্যামর বচনহী শ্যামর শ্যামর চারু নিচোল (গোবিন্দদাস) ২৬ ক]
১৩৮ নিরমল কুল সীল কাঞ্চন গোরী (জদুনন্দন) ২৬ ক]
১৩৯. লাখ বান কনক কসীদ কলেবর (বলরামদাস) ২৬ ক-খ]
১৪০. রঙ্গীনী সঙ্গে তুঙ্গ মনীমন্দীরে দশ দীশ হেরইতে রামা (গোবিন্দদাস) ২৬ খ]
১৪১. মাধব ধৈরজ না করু গমনে (অজ্ঞাত) ২৬ খ]
১৪২. সহজেই পুতলী গোরী (জ্ঞানদাস) ২৬ খ-২৭ ক]
১৪৩. ··· জঘর মাঝাহী বৈঠল সুন্দরী দীন দুপ্রহক ঠানে (জ্ঞানদাস) ২৭ ক]
১৪৪. লাখ বান কাঞ্চন জিনী রসে অঙ্গ ঢর ঢর (গোবিন্দদাস) ২৭ ক]
১৪৫. কর্জ্জু নয়ানে বহে সুরধনীধারা (নরোত্তমদাস) ২৭ ক-খ]
১৪৬. কুঞ্চীত কেসনী নিরুপম বেসনী রসে আবেসীনী ভঙ্গীনী রে (গোবিন্দদাস) ২৭খ]
১৪৭. মুরতী সিঙ্গারীনী রাসবেহারিনী মনীময় ভুষন অঙ্গী (গোবিন্দদাস) ২৭ খ]
১৪৮. নিরূপন কাঞ্চন রুচীর কলেবর লাবনী (গোবিন্দদাস) ২৭ খ-২৮ ক]
১৪৯. সরদসুধাকরমণ্ডল মণ্ডল মণ্ডল বদন বিকাস (গোবিন্দদাস) ২৮ক]
১৫০. আওয়ে কুসমবলী রাই রমনীমনী (গোবিন্দদাস) ২৮ ক]
১৫১. ধনী ধনী রাধে আওয়ে বনী (গোবিন্দদাস) ২৮ খ]
১৫২. কঞ্জ চরনজুগ জাবকরঞ্জন খঞ্জনগঞ্জন মঞ্জীর বাজে (গোবিন্দদাস) ২৮ খ]
১৫৩. নিরমল হেম কমল মুখমণ্ডল নটখঞ্জন দিঠী জার (রাধাবল্লভ) ২৮ খ]
১৫৪. কমল[মু]খী কুসুম কাঁতী (জ্ঞানদাস) ২৮ খ-২৯ ক]
১৫৫. আর একদিন গৌরাঙ্গসুন্দর নাইতে দেখীলাম ঘাটে (বাসুদেব) ২৯ ক]
১৫৬. জয় জয় নিত্যানন্দ রোহীনীকুমার (বৃন্দাবনদাস) ২৯ ক]
১৫৭. অনুক্ষন হেরিয়া তুহুঃ আনচিত (ঘনশ্যামদাস) [২৯ ক খ]
১৫৮. কালীয়া দমন দিন মাহ (গোবিন্দদাস) [২৯ খ]

১৫৯. তনুরুচিহারী কীরনে মনীকাঁতী (গোবিন্দদাস) ২৯ খ]
১৬০. গেলী কামীনী গজহু* গামীনী বিহসী…পালটী নিহারী (চণ্ডীদাস) ২৯ খ-৩০ ক)
১৬১. অপরূপ পেখনু রামা (বিদ্যাপতি) ৩০ ক]
১৬২. অলখীতে হাম হেরী বিহসনী থোর (বিদ্যাপতি) ৩০ ক]
১৬৩. দেখীনু* কমলমুখী কহনে না জায় (বিদ্যাপতি) ৩০ ক-খ]
১৬৪. কিয়া মঝু দিঠী পয়ল সখী বয়না (অজ্ঞাত) ৩০ খ]
১৬৫. সজনী ভাল করি দরসন ভেলী (বিদ্যাপতি) ৩০ খ]
১৬৬. ধনী মুখমুণ্ডল চাঁদ বিরাজীত লোচন খঞ্জন ভ'াঁ[তী] (বিদ্যাপতি) ৩০ খ-৩১ ক)
১৬৭. নদীয়া মাঝারে ও না রূপ (বংশীবদন) ৩১ ক]
১৬৮. একে সে সুন্দরী কনকপুতলী খঞ্জনগঞ্জন লোচন তার (চণ্ডীদাস) ৩১ ক]
১৬৯. পেখনু* অপরূপ রামা (গোবিন্দদাস) ৩১ ক-খ]
১৭০. হেরইতে হেরী না হেরী (গোবিন্দদাস) ৩১ খ]
১৭১. আজানুলম্বিত গৌরতনু (বাসুঘোষ) ৩১ খ]
১৭২. নিরমল বদন কমলবর মাধুরী হেরইতে ভৈ গেনু* ভোর (গোবিন্দদাস) ৩১ খ]
১৭৩. কাঞ্চন কমলে পবনে উলটা ঐছন বদন সুচারু (গোবিন্দদাস) ৩১ খ-৩২ ক]
১৭৪. হাসী বদনে অঞ্চল দেল (জ্ঞানদাস) ৩২ ক]
১৭৫. সজনী পেখনু অপরূপ বালা (রাধাবল্লভ) ৩২ ক]
১৭৬ তাহে রহল মন লোচন রে জ'াঁহা গেও বরনারী (বিদ্যাপতি) ৩২ ক-খ]
১৭৭. সজনী ও কথা কহনে না জায়ী (বিদ্যাপতি) ৩২ খ]
১৭৮. অম্বর বিঘটই অকথীক কামীনী করে কুচ ঝাঁপী সমন্ধা (বিদ্যাপতি) ৩২ খ]
১৭৯. ঢর ঢর কাঁচা কাঞ্চন জিনী (গোবিন্দদাস) ৩২ খ-৩৩ ক]
১৮০. পথগতী পেখনু* রাধা (চণ্ডীদাস) ৩৩ ক]
১৮১. অপরূপ রমনীমনি (বিদ্যাপতি) ৩৩ ক]
১৮২. আধবদন হেরী লোচন আধা (বিদ্যাপতি) ৩৩ ক-খ)
১৮৩. পথে জড়াজড়ী দেখীনু নাগরী সখীর সহিত জায় (চণ্ডীদাস) ৩৩ খ]
১৮৪. রতন মঞ্জরী ধরী লাবনী সায়র অধরহী বাঁন্ধনী রঙ্গ (গোবিন্দদাস) ৩৩ খ]
১৮৫. সরুয়া কাঁকালী ভাঙ্গীয়া পড়ে (গোবিন্দদাস) ৩৩ খ-৩৪ ক]
১৮৬. [সহ]চরী মেলি চলিল বররঙ্গীনী কালীন্দী করই সিনান (গোবিন্দদাস) ৩৪ ক]

১৮৭. জমুনা জাইতে পথে রসবতী রাই (গোবিন্দদাস) ৩৪ ক]

১৮৮. থীর বিজুরী বরন গোরী পেখনু* ঘাটের কুলে (চণ্ডীদাস) ৩৪ ক-খ]

১৮৯. কনকবরনা কিয়ে দরপন নিছনী জাইয়ে তার (চণ্ডীদাস) ৩৪ খ]

১৯০. কামীনী করিয়া সীনান (বিদ্যাপতি) ৩৪ খ]

১৯১. জাইতে পেখনু নাহনী গোরী (বিদ্যাপতি) ৩৪ খ-৩৫ ক]

১৯২ আজু সুদীন দীন ভেলা (বিদ্যাপতি) ৩৫ ক]

১৯৩. কর জলকেলী আনী সঞে বালা (গোবিন্দদাস) ৩৫ ক]

১৯৪. নাহী উঠল তীরে রসবতী রাই (বিদ্যাপতি) ৩৫ ক-খ]

১৯৫. সজনী ও ধনী কে কহ বটে (লোচনদাস) ৩৫ খ]

১৯৬. দেখত ব্যাকত গৌরচন্দ্র বেঢ়ল ভকত লখতবৃন্দ অখীল ভুবন উজোরকারী কন্দকনক কান্তিয়া (গোবিন্দদাস) ৩৫ খ]

১৯৭. রতন মন্দীর মাহা বৈঠল সুন্দরী সখী সঞে রস পরথাই (গোবিন্দদাস) ৩৬ ক]

১৯৮. গোধুলী পেখনু* বালা জব মন্দিরো বাহির ভেলা (বিদ্যাপতি) ৩৬ ক]

১৯৯. সুন্দরী আছলী সখীগন সঙ্গ (বিদ্যাপতি) ৩৬ ক]

২০০ জ*াহা জ*াহা পদজুগ ধরই (বিদ্যাপতি) ৩৬ ক-খ]

২০১. জ*াহা জ*াহা নিকসই তনু তনুজোতী (গোবিন্দদাস) ৩৬ খ]

২০২ কোঁ কহু অপরূপ প্রেম সুধানিধী কোই কহত সমেহ (ঘনশ্যামদাস) ৩৬ খ]

২০৩. বেলা অসকালে দেখীনু জে ভালে পথেতে [জা]ইতে সে (চণ্ডীদাস) ৩৬ খ-৩৭ ক]

২০৪. রমনে রমনী দেখীল কামীনী ভুসন সহীত গায় (চণ্ডীদাস) ৩৭ ক]

২০৫. জুবতী দামীনী মদনবাসীনী বদন জামীনীকান্ত রে (অজ্ঞাত) ৩৭ক-খ]

২০৬. জব ধরী পেখনু* সো মুখমণ্ডল অপরূপ নয়ানসন্ধান (জদুনন্দন) ৩৭ খ]

২০৭. কবে হবে সুলক্ষন দীন (কবিরঞ্জন) ৩৭ খ-৩৮ ক]

২০৮. এ সখী বিহীকি পুরাওব অভীলাস (হরিবল্লভ) ৩৮ ক]

২০৯ শুন শুন সুন্দর নাগর জো রাজ (গোবিন্দদাস) ৩৮ ক]

২১০. জব বিহীবানী সএ হেন ঘটাওল ঘরো সঞে মাধবী বাস (গোবিন্দদাস) ৩৮ ক]

২১১. পৌগণ্ড বয়েস সেস গৌরাঙ্গসুন্দর (বাসুদেব ঘোষ) ৩৮ ক-খ]

২১২. না রহ গুরুজনমাঝে (বিদ্যাপতি) ৩৮ খ]

২১৩. দীনে দীনে পয়োধর ভৈ গেল পীন (বিদ্যাপতি) ৩৮ খ]

২১৪. সৈসব জোবন দরসন ভেল (বিদ্যাপতি) ৩৮ খ]

২১৫. শৈস[ব] জৌবন দরসন ভেল (নব কবিশেখর) ৩৮ খ-৩৯ ক]
২১৬. সৈসব সীল নবজৌবন ভেল (বিদ্যাপতি) ৩৯ ক]
২১৭. পহিলে বদরী কুচপন আন রঙ্গ (বিদ্যাপতি) ৩৯ ক]
২১৮. এ কানু এ কানু তোহারী দোহাই (বিদ্যাপতি) ৩৯ ক]
২১৯ ক্ষনে ক্ষনে নয়ানকোনে অনুসরই (বিদ্যাপতি) ৩৯ ক-খ]
২২০ এ সখী এ সখী বুঝাই না পারী (জ্ঞানদাস) ৩৯ খ]
২২১. খেলত না খেলত লোক দেখী লাজে (জ্ঞানদাস) ৩৯ খ]
২২২. বোলইতে সো ধনী বচন না সুন (জ্ঞানদাস) ৩৯ খ-৪০ ক]
২২৩. কলি তীমীরাকুল চাঁদ প্রকাশ (গোবিন্দদাস) ৪০ ক]
২২৪. সসীমুখী হেরনু অপরূপ নেহ (বলরাম) ৪০ ক]
২২৫. পহিলহী মোহে নিরখী লহু হাস (বলরাম) ৪০ ক-খ]
২২৬. হের তুহু করি কত আদর (বলরাম) ৪০ খ]
২২৭. হাম জাইতে পথে ভে··· (জ্ঞা]নদাস) ৪০ খ]
২২৮ কাহে কমলমুখী ঝামরী ভেলী (বলরাম) ৪০ খ-৪১ ক]
২২৯ হাসী···ন ঝাঁপই (জ্ঞানদাস) ৪১ ক]
২৩০. সজনী সুনি মনে হোয়ল আনন্দ (জ্ঞানদাস) ৪১ ক]
২৩১ নাহী নাহী রে গৌরাঙ্গ বিনে দয়ার ঠাকুর নাহি আর (দৈবকীনন্দন) ৪১ ক-খ]
২৩২. ভকতী রতনখনী উঘারিয়া প্রেমমনী নিজগুন সুনায় মড়ীয়া (···দাস) ৪১ খ]
২৩৩. রাইক রূপ মরমে জব লাগল মাধব আওল ·· (গোবিন্দদাস) ৪১ খ]
২৩৪ ·· ক বচন সুনী গদগদ ভাস (গোবিন্দদাস) ৪২ ক]
২৩৫. ···ন হিয়া ভুজে ভুজ চাপী (গোবিন্দদাস) ৪২ ক]
২৩৬. ধনী ধনী রমনী জনম ধনী তোর (বিদ্যাপতি) ৪২ ক]
২৩৭. সুন লো রাজার ঝী তোরে কহিতে আসীয়াছী (বিদ্যাপতি) ৪২ ক-খ]
২৩৮ সুন সুন গুনবতী রাই (জ্ঞানদাস) ৪২ খ]
২৩৯. ধনী গুনবতী রাধে (বিদ্যাপতি) ৪২ খ]
২৪০. সুন্দর মন্দীরে স্থির না থাক রে বচনে না দেয়ই কান (বিদ্যাপতি) ৪২ খ]
২৪১. সুবদনী তুহু অগেয়ান (রাধাবল্লভ) ৪২ খ-৪৩ ক]
২৪২. সে নাগর গুনের ধাম (বড়ু চণ্ডীদাস) ৪৩ ক]
২৪৩. মাধবীলতাতলে বসী (অজ্ঞাত) ৪৩ ক]
২৪৪. এ ধনী ধনী বচন সুন (চণ্ডীদাস) ৪৩ ক-খ]

২৪৫. বড় অবতার ভাই বড় অবতার (বলরাম) ৪৩ খ]
২৪৬. কত যে কলাবতী জুবতী সুন্দরী সতী নিবসই গোকুল মাহ (গোবিন্দদাস) ৪৩ খ]
২৪৭. রসবতী সরস পরস মুখ বঙ্কে (গোবিন্দদাস) ৪৩ খ]
২৪৮. চম্পকদাম হেরী মুরছীত লোচন ঝুরু অনিবার (গোবিন্দদাস) ৪৩ খ-৪৪ ক]
২৪৯. সুন্দরী মাধব তোঁহে অনু[রাগী] (বিদ্যাপতি) ৪৪ ক-খ]
২৫০. পহীল বিরহ গহ লাগী (গোবিন্দদাস) ৪৪ ক-খ]
২৫১. জলের জীব কান্দে দেখীয়া প্রতীবিম্ব কাননে কান্দে পসুপাখী (জদু) ৪৪ খ]
২৫২. কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম···গোরি (গোবিন্দদাস) ৪৪ খ]
২৫৩. মঞ্জুরঞ্জন নিকুঞ্জদারে ম্মঙরী সো গুনগাম (গোবিন্দদাস) ৪৪ খ-৪৫ ক]
২৫৪. সুন্দরী তুহুঁ বড় হিদয় পাশান (গোবিন্দদাস) ৪৫ ক]
২৫৫. চাঁদ নেহারী চন্দনে তনু লেপই তাপস হই· · (গোবিন্দদাস) ৪৫ক]
২৫৬. কিয়ে হীমকর কর কিয়ে নিঙ্খোর ঝর কিয়ে কুসমিত পরিজঙ্ক (গোবিন্দদাস) ৪৫ ক-খ]
২৫৭ জম্বুকর উপর চীরদীন গিরীবর থীর রহুঁ জাতীক ভাঁতী (গোবিন্দদাস) ৪৫ খ]
২৫৮. সহজই শ্যাম সুকমল সুসীতল দিনকরকীরনে মিলায় (গোবিন্দদাস) ৪৫ খ]
২৫৯ গোলকের নাথ হয়্যা দেসে দেসে ভরমীয়া পাএ৷ ·· (বলরাম) ৪৫ খ]
২৬০. আজু দেখীনু ধনী তোহারী বড়াই (বিদ্যাপতি) ৪৫ খ-৪৬ ক]
২৬১. এ ধনী কমলিনী সুন হীতবানী (বিদ্যাপতি) ৪৬ ক]
২৬২. জীবন চাহী জৌবন বড় রঙ্গ (বিদ্যাপতি) ৪৬ ক]
২৬৩. না জানী যে প্রেমরস নাহী রতীরঙ্গ (বিদ্যাপতি) ৪৬ ক-খ]
২৬৪. পরিহর লাজ ধনী না কর তরাস (কবিরঞ্জন) ৪৬ খ]
২৬৫. হাম শিখাওব চরিত বিসেষ (বিদ্যাপতি) ৪৬ খ]
২৬৬. পরিহর এ সখী তোহে পরনাম (বিদ্যাপতি) ৪৬ খ]
২৬৭. সুন সুন এ স······ষ (বিদ্যাপতি) ৪৬ খ-৪৭ ক]
২৬৮. প্রেমে ঢর ঢ়র কনয়া কলেবর নটনরসে ভেল ভোর (গোবিন্দদাস) ৪৭ ক]
২৬৯. কাননে ভেল সব কুসুম বিকাস (গোবিন্দদাস) ৪৭ ক]
২৭০. সুনই মাধব বিরহ ব্যাকুল কম্পই ভানু কীসোরী (গোবিন্দদাস) ৪৭ ক-খ]
২৭১. চাঁচর চিকুর কবরী পর সোহন কুসমাবলী অনুপাম (কমল) ৪৭ খ]
২৭২. সখীকরে ধরি চললো সুন্দরী নিকুঞ্জমন্দির মাঝে (কমল) ৪৭ খ-৪৮ ক]
২৭৩. সহচরিবানী সুনই বররঙ্গিনী বিপুল পুলক ভরু দেহা (রাধাবল্লভ) ৪৮ক]
২৭৪. ভুজজুগ আরোপীয়া বয়স্যের কান্ধে (বাসুদেব ঘোষ) ৪৮ক-খ]

২৭৫. চল চল সুন্দরী হরি অভিসারে (বিদ্যাপতি) ৪৮খ]

২৭৬ সহজেই মন্থরগতী জীতী কুঞ্জর থার তাহে ঘন আঁধীয়ার (ঘনশ্যাম দাস) ৪৮খ]

২৭৭. নীলীম মৃগমদে তনু অনুরঞ্জন নীলীম হার উজোর (গোবিন্দদাস) ৪৮খ]

২৭৮. চলিতে কবরী দোলে বান্ধল বকুলমালে মধুর মধু পীয়ে ভোরা (বিদ্যাপতি) ৪৮খ-৪৯ক]

২৭৯. গুরুজন নয়ান বিধুন্তুদ মন্দ (গোবিন্দদাস) ৪৯ক]

২৮০. কলয়তী বয়নং দিসী দিসী বলীতং পঙ্কজমিব মৃদু মারুত চলীতং (রামানন্দ রায়) ৪৯ক]

২৮১. ব্রসোভানুনন্দীনী রমনির সিরোমনী নবনব রঙ্গিনি সঙ্গে (জ্ঞানদাস) ৪৯ক-খ]

২৮২. শ্যাম সম্ভাসীতে জান বিনদীনী রাধা (জ্ঞানদাস) ৪৯খ]

২৮৩. জতনে আওলী ধনী সয়নক সীম (বিদ্যাপতি) ৪৯খ]

২৮৪. কি কহব মাধব পুন্য ফল তোরী (গোবিন্দদাস) ৪৯খ-৫০ক]

২৮৫. মাধব ধনী আওল কত ভাঁতী (কবিরঞ্জন) ৫০ক]

২৮৬. মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ (গোবিন্দদাস) ৫০ক]

২৮৭. কণ্টক গতী কমলসম পদতল নুপুরে চীরহী ঝাঁপী (গোবিন্দদাস) ৫০ক-খ]

২৮৮ হেরইতে পীন পয়োধর রোয়ই বিহী প্রতী বোলত মন্দ (গোবিন্দদাস) ৫০খ]

২৮৯. গুরু দুর বঞ্চ উজোর বর চন্দ্র (গোবিন্দদাস) ৫০খ]

২৯০. হীমরী ও জামীনী জমুনাতীর (গোবিন্দদাস) ৫০খ]

২৯১. [আ]জু কৈছে ধনী তেজল গেহ (গোবিন্দদাস) ৫০খ-৫১ক]

২৯২. [না]গর পেখনু নয়ানকোনে (গোবিন্দদাস) ৫১ক]

২৯৩. সকল সখী পরবোধী কামীনী আনী দিলা প্রিয়াপাস (বিদ্যাপতি) ৫১খ]

২৯৪. সুন সুন সুন্দর কানাই (বিদ্যাপতি) ৫১ক-খ]

২৯৫. বালী বিলাসীনী আকুল কান (বিদ্যাপতি] ৫১খ]

২৯৬. এ হরি বলে জানী পরসহ মোয় (বিদ্যাপতি) ৫১খ]

২৯৭ [স]খী পরবধসী জতনহি আনী (বিদ্যাপতি) ৫১খ]

২৯৮. ধরি সখিআঁচরে ভই উপচক্ষ (গোবিন্দদাস) ৫১খ-৫২ক]

২৯৯. অবনত বয়ানে না কহে কিছু বানী (জ্ঞানদাস) ৫২ক]

৩০০. পহীলহী রাধামাধব মেলী (গোবিন্দদাস) ৫২ক]

৩০১. পহীল সমাগম রাধা কান (গোবিন্দদাস) ৫২ক-খ]

৩০২. কহ সখী অব কৈছে করব উপায় (গোবিন্দদাস) ৫২খ]

৩০৩. হরিগলে লাগল চম্পকমালা (বিদ্যাপতি) ৫২খ]

৩০৪. রসীয়া রমনী জে। মদনমোহন গৌরাঙ্গবদন দেখীয়া জীয়ে কী সে……
(গোবিন্দদাস) ৫২খ]

৩০৫. বালম রসীক বিলাসীনী ছোটী (বিদ্যাপতী) ৫২খ-৫৩ক]

৩০৬. মনমথ কেলী লুবধ অতী মাধব বয়নহী রাইক পানী (গোবিন্দদাস) ৫৩ক]

৩০৭. এ সখী এ সখী অব জনী জাহ হাম অতী বালীকা বাউরী নাহ (বিদ্যাপতি) ৫৩ক]

৩০৮. হাম না জাওব সখী সো প্রীয়াঠাম (বিদ্যাপতি) ৫৩ক-খ]

৩০৯ অভীনব গোরী বসতী পতীগেহ (গোবিন্দদাস) ৫৩খ]

৩১০. জতনে পাওলী ধনী সয়নক সীম (বিদ্যাপতি) ৫৩খ]

৩১১. সুরত তিয়……। করে কর বারই তরুননয়ানী (গোবিন্দদাস) ৫৩খ-৫৪ক]

৩১২. নিবীবন্ধন হরি কাহে কর দুর (বিদ্যাপতী) ৫৪ক]

৩১৩. সুন সুন নাগর নিবীবন্ধ ছোড় (কবিকণ্ঠহার) ৫৪ক]

৩১৪. বুঝল তোহে হরি বহু পরকার (কণ্ঠহার) ৫৪ক-খ]

৩১৫. রতীবিসারদ তুঁহু রাখহ মান (বিদ্যাপতি) ৫৪খ]

৩১৬. অথর কমলদল তুহু বোনওয়ারী (বিদ্যাপতি) ৫৪খ]

৩১৭. তুহু বিদগধবর তরুনীপরান (জ্ঞানদাস) ৫৪খ-৫৫ক]

৩১৮. গোরা নাচে মোহন মোহনীয়া (লোচনদাস) ৫৫ক]

৩১৯. দুঁহু দরসনে দুহু করি লোকনে আনন্দনীরহী ঝাঁপই রে (গোবিন্দদাস) ৫৫ক-]

৩২০. রতীরন অঙ্গভূরী বৃন্দাবন বনরাজীন পিকুরাব (গোবিন্দদাস) ৫৫ক-খ]

৩২১ আজু বড় সোভা রে মধুর বৃন্দাবনে (অনন্তদাস) ৫৫খ]

৩২২. ……অঙ্গ। এ স্থির বিজুরীতরঙ্গ (গোবিন্দদাস) ৫৫খ]

৩২৩. জল দেই জলদ বিজুরী দিঠি তা পর (গোবিন্দদাস) ৫৫খ-৫৬ক]

৩২৪. দুহু মুখ সুন্দর কি দীব তুলনা (……) ৫৬ক]

৩২৫. আজু কেনে গোরাচাঁদের বিরস [বদন] (বাসুদেব) ৫৬ক]

৩২৬. চৌদিগে চকীতনয়ানে ঘন হেরসী ঝঁাপসী ঝঁাপল অঙ্গ (গোবিন্দদাস) ৫৬ক-খ]

৩২৭. সজনী কানু সে কৈছন সোনার (গোবিন্দদাস) ৫৬ক-৫৬খ]

৩২৮. জঁাহা দরসনে তনু পুলক ন ভরই (গোবিন্দদাস) ৫৬খ]

৩২৯. ……জুগ ঝঁাপ। করইতে কোরে দুহু ভূজ কাঁপ (গোবিন্দদাস) ৫৬খ]

৩৩০. আধক আধে আধদিঠী অঞ্চলে জব ধরি পেখনু কান (গোবিন্দদাস) ৫৬খ-৫৭ক]

৩৩১. এ সখী ……কুচ কনয়া কঠোর (গোবিন্দদাস) ৫৭ক]

৩৩২. এ ধনী পীতাম্বর তনু ভেলী (গোবিন্দদাস) ৫৭ক]

৩৩৩. সুন্দরী ভালে তুহু° হরিনীনয়ানী (গোবিন্দদাস) ৫৭ক-খ]

৩৩৪. জব হরি পানী পরসে ঘন কাঁপসী ঝ°াপসী ঝাপল অঙ্গ (গোবিন্দদাস) ৫৭খ]

৩৩৫. ······জনীক বাত। বহু দুখে´ গোও°ায়নু কানুক সাথ (বিদ্যাপতি) ৫৭খ]

৩৩৬. গৌরচন্দ্র···গোরা ভাল অবতার। জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল (লোচনদাস) ৫৭খ-৫৮ক]

৩৩৭. আজী কেনে তোমায় হেন দেখী (জ্ঞানদাস) ৫৮ক]

৩৩৮. চলিতে······নয়ান আলপ ঝুরে। ঘন ঘন তুমী বাহীরে জাও (জ্ঞানদাস) ৫৮ক]

৩৩৯. সুন্দরী বুঝনু° তোমার ভাব। প্রেমরতন গোপত পাইয়া ভাঁড়ালে কী হবে লাভ॥ (বলরাম) ৫৮ক]

৩৪০. নিতী নিতী দেখী যে না কহী লাজে। অনুভবে জানীল অদভুত কাজে॥ (জ্ঞানদাস) ৫৮ক-৫৮খ]

৩৪১. ·· ···সী রাই। শ্যাম সুনাগর রস অবগাই (জ্ঞানদাস) ৫৮খ]

৩৪২ লহু লহু মুচকী হাসী চলী আওলী পু······জনু রতীপতী সঞে মিলন রঙ্গভুমে ঐছন কয়ল পুছেরী। (জ্ঞানদাস) ৫৮খ]

৩৪৩. দেখীতে দেখীয়ে আনহী ছান্দে। কিবা লাগীয়াছে মদনফান্দে। (জ্ঞানদাস) ৫৯ক]

৩৪৪ রূপ······র্পন ঐছন কানু বর নেহা। আছীলা আমার চিতে তুয়া সঞে মিলাইতে ভালে ভেল ভালে নিরবাহা। (··· ·····) ৫৯ক]

৩৪৫ সুন্দরী ব্যাকত গোপত নেহা (নব কবিশেখর) ৫৯ক]

৩৪৬. সজনী হাম তুঝে করবহী সেবা (বিদ্যাপতি) ৫৯ক-খ]

৩৪৭ মহাভুজ নাচত চৈতন্যরায়। কে জানে কত কত ভাব সত সত। (বাসুদেব ঘোষ) ৫৯খ]

৩৪৮. নিতী নিতী জায় রাই জমুনাসিনানে (জ্ঞানদাস) ৫৯খ-৬০ক]

৩৪৯. অবহু° রভসরস কয়লহী ধ°াধস ঝামরু দুকর বেনী (জ্ঞানদাস) ৬০ক]

৩৫০. সখী রাইকলা অনুভব মনহী বুঝাওল কি দুহু° আপন সুজানে (জ্ঞানদাস) ৬০ক]

৩৫১. ছলে দরসাওল উরজক ওর। আপনী নিহারী হেরল মোহে থোর। (জ্ঞানদাস) ৬০ক-খ]

৩৫২. কুঙ্কুমে চাঁদ লিখী চুম্বই কান (গোবিন্দদাস) ৬০খ]

৩৫৩. সখী বড় অপরূপ কেলী। রাই জমুনাসিনানে······ভেল। কি দুহু° ইঙ্গীত কেল। বুঝি যে সেসব রীত। (জ্ঞানদাস) ৬০খ]

৩৫৪. নাহী উঠল তীরে রাই কমলমুখী সমুখে হেরল বর কান। গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী কৈছনে হেরব বয়ান। (বিদ্যাপতি) ৬০ খ]

৩৫৫ গৌরাঙ্গসুন্দর নাচে। সিরবিরিঞ্চীর···জাচোই জাচে। ভাবের আবেসে অঙ্গ গদগদ চলিতে আলাইয়া পড়ে। (গোবিন্দদাস) ৬০ খ-৬১ ক]

৩৫৬. এ ধনী রঙ্গীনী কি কহব তোয় ···না হোয়। একলি আছিল সোতী কুসুম সয়ানে। দোসরী মনমথ করি পাঁচবানে। (বিদ্যাপতি) ৬১ ক]

৩৫৭. ······ঘুমে অচেতন দীঘল বহুই স্বাস। দিব করে লই নুবধ মাধব আওল হামার পাস। (গোবিন্দদাস) ৬১ ক]

৩৫৮ নাহী উঠল হাম কালীন্দীতীর। তনু সঞে নাগল পাতল চীর। তাহে বেকত ভেল সকল শরীর। (···) ৬১ ক-খ]

৩৫৯. এ সখী রঙ্গীনী কি কহব তোয়। সাজুক···হায়। ধীক ধীক জীবন ইহ বড়ী লাজ। (বিদ্যাপতি) ৬১ খ]

৩৬০. একলী মন্দিরে সুতলী সুন্দরী কোরহী* শ্যামরচঁন্দ্র। তনুহু* তাহার পরসলাভে··· পাওল পিরিতীকী ওর। (দাস) ৬১ খ]

৩৬১. সজনী ও কথা কহন নয়। শ্যাম সুনাগর রসের সাগর পাভিনু ··। কত পরকারে চেতন করায় চেতন না ভেল মোর। (জ্ঞানদাস) ৬১ খ-৬২ ক]

৩৬২. সই কি আর বলিব তোরে। অনেক পুন্যফলে সে হেন বন্ধুয়া···ঘোর জামীনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে॥ (চণ্ডীদাস) ৬২ ক]

৩৬৩. করিব কি মুঞী করিব কী। গৌরাঙ্গ···। বাপের কুলে মুঞী কুলের ঝীয়ারী। (কবিশেখর) ৬২ ক]

৩৬৪. রসের ভ্রমরা আমার গোরা। কে জানে মরম নব নব জুবতীর গো বদনকমলে মধুচোরা। (নরহরি) ৬২ ক-খ]

৩৬৫. নবঘনকিরন বরন নবনাগর মন্দিরে আওল মোর। লোল নয়ান···মৃদু মৃদু হাসী বিভোর। (গোবিন্দদাস) ৬২ খ]

৩৬৬. · ·দেখীল বসীয়া সিয়র পাসে। নাসার বেসর পরস করিয়া ঈসত ঈসত হাসে॥ (জদুনাথ) ৬২ খ]

৩৬৭. পুলক মকুর ভরু অঙ্গ। ডগমগ প্রেমতরঙ্গ। (বলরাম) ৬২ খ-৬৩ ক]

৩৬৮. কহ কহ সুন্দরী রজনীবিলাস। কৈছনে নাহ পুরায়ল আস। শ্রীয়াক পিরিতী হাম কহই না পারী। (বিদ্যাপতি) ৬৩ ক]

৩৬৯. জাই জাই···বোল। কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল (চণ্ডীদাস) ৬৩ ক]

৩৭০. চিরুনী করে ধরি কেস বেস করি সিথায় দেও যে সিন্দুর (চণ্ডীদাস) ৬৩ ক-খ]

৩৭১. নিরবধী কত পড়ে মনে (বিদ্যাপতি) ৬৩ খ]

৩৭২ সই গো বড়ই বিনদীয়া কান (……) ৬৩ খ]

৩৭৩. কি পুছসী রে সখী কানুক লেহা (……) ৬৩ খ-৬৪ ক]

৩৭৪. এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে (জ্ঞানদাস) ৬৪ ক]

৩৭৫. নিরদ নয়ানে নির ঘন সিঞ্চন পুলক মুকুল অবলম্ব (গোবিন্দদাস) ৬৪ ক]

৩৭৬. বুকে বুকে মুখে চখে লাগীয়া থাকী যে গো তভু প্রীয়া সদাই হারাই (বলরাম) ৬৪ ক-খ]

৩৭৭ কত না সে বেস…সাড়ী সাধে সাধে সম্মুখে হাটায় (বলরামদাস) ৬৪ খ]

৩৭৮. …সায্যা সদাই দেখে ঘন ঘন মুখখানী মাজে (বলরাম) ৬৪ খ-৬৫ ক]

৩৭৯. নয়ানে নয়ানে…সাধে (বলরামদাস) ৬৫ ক]

৪৮০. …কহিতে বঁধোর পীরিতে তুলনা দিব বা কিসে (বলরাম) ৬৫ ক]

৩৮১. কত্নু অনুভবে অধিক না পারই প্রেমসিন্ধু নয়ানহী লোর (গোবিন্দদাস) ৬৫ ক-খ]

৩৮২. সই অবলা কি গুন জানী ধরে (গোবিন্দদাস) ৬৫ খ]

৩৮৩. তিলেক কত বেরী মুখ নিরখীয়া আচরে মুছই ঘাম (……) ৬৫ খ]

৩৮৪ আন পরসঙ্গ সপনে না করে আন না পাতয়ে কান (জ্ঞানদাস) ৬৫ খ-৬৬ ক]

৩৮৫ সই প্রীয়া সে পীরিতী…অনুমানী নিছনী দিয়ে পরানে (সিখর রায়) ৬৬ ক]

৩৮৬ অবনত মাথ জব হাম বৈঠল বিগলীত (বিদ্যাপতি) ৬৬ ক]

৩৮৭. আজুক জামীনী নিধুবনে আনী করল বিবীধ রাস (গোবিন্দদাস) ৬৬ ক-খ]

৩৮৮. কি কহব রে সখী আজুক ভাব (বাসুদেব) ৬৬ খ]

৩৮৯. পুছই রে সখী পুছই…কহবী সব মোয় (বিদ্যাপতি) ৬৬ খ]

৩৯০. এমন প্রীয়ার কথা কি—পু…তারে দিয়ে (বিদ্যাপতি) ৬৬ খ-৬৭ক]

৩৯১. না কর না কর সখী মোরে পরবোধ (বিদ্যাপতি) ৬৭ ক]

৩৯২. কি কহব রে…বিপরীত সরতী নায়র অভীলাস (বিদ্যাপতি) ৬৭ ক]

৩৯৩. হৃদয়মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল প্রেমপ্রহরী রহু জাগী (গোবিন্দদাস) ৬৭ ক-খ]

৩৯৪. কাজর ভ্রমর তিমির জনু তনুরুচী নিবসায় কুঞ্জকুঠীর (গোবিন্দদাস) ৬৭ খ]

৩৯৫. পহীলহী কুল ভুল সম উদয়ে জাকর… (গোবিন্দদাস) ৬৭ খ]

৩৯৬. জয় জয় সচীসুত ভক সদাই দেই কোর (বিদ্যাপতি) ৬৭ খ]

৩৯৭. আজুকার নিসী নিকুঞ্জেতে বসী কয়ল বিবিধ রাস (বিদ্যাপতি) ৬৭ খ-৬৮ ক]

৩৯৮. রাধা বিনোদীনী রসীক রমনী তোমারে… (বিদ্যাপতি) ৬৮ ক]

৩৯৯ আরে মোর গৌরাঙ্গ নাগর (কবিসেখর রায়) ৬৮ ক-খ]

৪০০. একেলা জাইতে জমুনার ঘাটে (গোবিন্দদাস) ৬৮ খ]

৪০১ সই প্রিয়া সে পীরিতী জানে (চণ্ডীদাস) ৬৮খ]

৪০২. কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ (বিদ্যাপতি) ৬৮খ]

৪০৩. …হীন নয়ান পীসুনীগন বারন পরিজন-বায়হী আধ (…দাস) ৬৮খ-৬৯ ক]

৪০৪ কতীহু* মদনতনু দহসী হামারী (বিদ্যাপতি) ৬৯ক]

৪০৫. গোরারূপ নাগীল নয়া[নে] (বাসুদেব) ৬৯ক]

৪০৬. মুঞী জদী বলো পাশরী কানাই মন সে না লয় আন (গোবিন্দদাস) ৬৯ক-খ]

৪০৭. সজনী অবহী করহ উপদেস (গোবিন্দদাস) ৬৯ খ]

৪০৮. …সুধারস ন হরি কীরনহী ভূবন উজোর (গোবিন্দদাস) ৬৯খ]

৪০৯. সুনইতে অনুক্ষন জন্থ নব নবগুন শ্রুবন নয়ন ভেল গেলা (গোবিন্দদাস) ৬৯খ-৭০ক]

৪১০. নব নবগুনগন শ্রুবন…সম্ভাসন হিদয় রসায়ন পরস রসায়ন অঙ্গ (গোবিন্দদাস) ৭০ক]

৪১১ …রবী বচন হামারী। কানুক প্রেম জতনে পুন রাখবী বেকত করবী কুলাচারী (গোবিন্দদাস) ৭০ক]

৪১২. সো কুলবতী অতী দুলহ গতাগতী পতী দুরমতী খুরধরে (গোবিন্দদাস) ৭০ক-খ]

৪১৩. আলো সই কি না মোরে হৈল (বাসুদেব ঘোষ) ৭০খ]

৪১৪. পাসরিতে চাহী তাঁহে পাসরা না জায় গো (চণ্ডীদাস) ৭০খ]

৪১৫. তোমরা কি আর বুঝাও ধরম চ([ণ্ডী]দাস) ৭০খ]

৪১৬. সই না কহ ও সব কথা (…) ৭০খ-৭১ক]

৪১৭ কাহারে কহিব মরমবেদনা কেবা জাবে পরতীত (চণ্ডীদাস) ৭১ক]

৪১৮. কহিলাম মনের কথা ছাড়া……গর বিনে আমী তিলেক না জীব (সিবা) ৭১ক]

৪১৯. কি মোর এ ঘর দ্বায়ারের কাজ লাজে করিবারে নারী (চণ্ডীদাস) ৭১ক-খ]

৪২০. সখী রে ফিরিয়া আপন ঘরে জাও (মুরারী গুপ্ত) ৭১খ]

৪২১. আর কত বল সই…। …ইল মন আগুন পুন কেন জাল (জ্ঞানদাস) ৭১খ]

৪২২. জখন দেখীল গোরাচাঁন্দে……। তনু মন তাহারে সমপীনু (বাসুদেব ঘোষ) ৭১খ]

৪২৩. কিবা রূপ কীবা বেস ভাবিতে পাঁজর সেষ… (বলরাম দাস) ৭১খ-৭২ক]

৪২৪. ছাড়ে ছাড়ুক পতী কি ঘর বসতী কি করিবে বাপ মায় (বলরাম দাস) ৭২ক]
৪২৫. ছাড়িব ঘরের আস করিব মুঞী বনবাস এই চিতে দড়াইল সার (বলরাম দাস) ৭২ক-খ]
৪২৬. নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহীনী (চণ্ডীদাস) ৭২খ]
৪২৭. হেদে গো মরম প্রিয়সখী ও গো সই (জ্ঞানদাস) ৭২খ]
৪২৮. সজনী ও বোল না বোল আর (জ্ঞানদাস) ৭২খ-৭৩ক]
৪২৯. নিরবধী গোরারূপ······কি হবে উপায় (বাসু ঘোষ) ৭৩ক]
৪৩০. আই সই করিব কী। প্রান·······দয়া নিরমীল কেমন বিধি (জ্ঞানদাস) ৭৩ক]
৪৩১. কিবা সে মোহন বেস দেখীতে মুরছে দেস না······পোনা (···) ৭৩ক-খ]
৪৩২ নয়ানকোনের বানে হিয়ায় হানীল রে·····নী পার (বলরাম দাস) ৭৩খ]
৪৩৩. ······উদয়কালে ব্রজোসিসু আসী মিলে বিপীনে পয়ান প্রাননাথে (জ্ঞানদাস) ৭৩খ-৭৪ক]
৪৩৪ ······বলে অকীরিতী। জীতে পাসরন নহে কানুর পীরিতী (জ্ঞানদাস) ৭৪ক]
৪৩৫. ···মন ভোর। প্রতী অঙ্গ লাগী কাঁদে প্রতী অঙ্গ মোর (জ্ঞানদাস) ৭৪ক]
৪৩৬ মনের মরম কথা সুন গো সজনী (জ্ঞানদাস) ৭৪ক]
৪৩৭. কি না জালা হৈল মোর কানুর পীরিতী (চণ্ডীদাস) ৭৪ক-খ]
৪৩৮ কেনে বা পিরীতী কৈলাম কালা কানু সনে (চণ্ডীদাস) ৭৪খ]
৪৩৯ সভে বলে······, বিসম হইল মোরে কালীয়ার প্রেম (বলরাম দাস) ৭৪খ]
৪৪০ নিরবধি গোরা··· ··দুটী আঁখী। কি করিব কি হবে উপায় (বাসু) ৭৪খ-৭৫ক]
৪৪১. একে কুল করি সীরজীল বিধী। আর তাহে দিল হেন পীরিতী (বলরাম) ৭৫ক]
৪৪২. অনুক্ষন কোনে থাকী বসনে আপনা ঢাঁ[কী]······(নরোত্তম দাস) ৭৫ক]
৪৪৩. রাজার ঝিয়ারী রাজার বৌয়ারী শ্যামীসোহাগীনী নারী (বলরাম) ৭৫ক-খ]
৪৪৪ আঁধার ঘরের কোনে থাকী একেশ্বরি (···) ৭৫খ]
৪৪৫. সই কি বুকে দারুন বেথা (চণ্ডীদাস) ৭৫খ]
৪৪৬ মো মনু* মো মনু* মরিয়া গেনু ঠেকিয়া পীরিতী রসে (বিদ্যাপতি) ৭৫খ-৭৬ক]
৪৪৭. ভুলিয়া দেখীনু দেখীয়া ভুলীনু ভুলীয়া পীরিতী কৈনু (জ্ঞানদাস) ৭৬ক]
৪৪৮. ······হরিল মন বিনদীয়া বাঁসী (চণ্ডীদাস) ৭৬ক]
৪৪৯. হিয়ার মাজারে বিরলে রাখীহ বিরল মনের কথা (চণ্ডীদাস) ৭৬ক-খ]
৪৫০. ······পীরিতী মুরতী কভু নাহী বুঝয়ে এ দুটী নয়ানকোনে (চণ্ডীদাস) ৭৬খ]
৪৫১. এক জালা ঘর হৈল আর জালা কানু (চণ্ডীদাস) ৭৬খ]

৪৫২. জনম অবধি পীরিতী বেয়াধী অন্তরে রহী······জালার নাহীক ওর (চণ্ডীদাস) ৭৬খ-৭৭ক]

৪৫৩ শ্যামধনের নাগালী পাইলে তবে সে এ দুখ টুটে (চণ্ডীদাস) ৭৭ক]

৪৫৪. পুনা······আই। লোকের বদনে সুনি ও শ্রুবোনে তাহাই দেখিতে পাই (সিবানন্দ) ৭৭ক]

৪৫৫. ······লোকের কথা। সে নন্দনন্দন জদী দেখে থাকে সপতী তোমার মাথা (সিবানন্দ) ৭৭ক-খ]

৪৫৬. সই এতো কী সহে পরানে (চণ্ডীদাস) ৭৭খ]

৪৫৭ তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগী (চণ্ডীদাস) ৭৭খ]

৪৫৮. এ দেসে নহীল বাস জাব··· ··প্রান তারে পাব কীসে ([চণ্ডীদাস]) ৭৭খ]

৪৫৯. জাবদ জনমে কি কৈল করমে পীরিতী হইল কাল (চণ্ডীদাস) ৭৭খ-৭৮ক]

৪৬০ নিরূপম কাঞ্চনকান্তী কলেবর মুখ ····অদভূত জনু মনমোহন ফাঁদ (বাসুদেব ঘোষ) ৭৮ক]

৪৬১. ······রে এ বড় মনের মোর বেথা (বড়ু চণ্ডীদাস) ৭৮ক]

৪৬২. সজনী···—জীবনের সাধ। জার সনে কভু মোর পরিচয় নাহী গো সে জনার সনে পরিবাদ (বিদ্যাপতি) ৭৮ক-খ]

৪৬৩. জেদিগে কানুর ঘর·· ···। সতীসাধ্বো সে দিগের বাউলা পরসী (সিবা) ৭৮খ]

৪৬৪ দুরদুর কলঙ্কনী বলে সব লোকে গো (চণ্ডীদাস) ৭৮খ]

৪৬৫ পরের অধীন ঘুচায় কখন এমন করয়ে ধাতা (চণ্ডীদাস) ৭৮খ-৭৯ক]

৪৬৬. এতেক রসীক আছে গোকুলনগরে (বলরাম) ৭৯ক]

৪৬৭. আর সুনেছ আলো সই তোমার কানুর রীত (জদুনাথ দাস) ৭৯ক]

৪৬৮. সই কেমনে দেখাইব মুখ (···সিখর) ৭৯ক-খ]

৪৬৯. এমত বেভার না জানী তাহার পীরিতী জাহার······। (···) ৭৯খ]

৪৭০. সই কাহারে কহিব রোস (প্রেমদাস) ৭৯খ]

৪৭১ কানুর পীরিতী সব বিপরীতী ভাবিতে চমকে চিত (প্রেমদাস) ৭৯খ-৮০ক]

৪৭২. সুন সুন প্রেম বিনোদীনী রাই (···) ৮০ক]

৪৭৩. সই প্রীয়া সে পীরিতী জানে (প্রেমদাস) ৮০ক]

৪৭৪. গোর মনোহর নাগরসেখর হেরইতে মুরছীত অসীম (বলরাম দাস) ৮০ক-খ]

৪৭৫. কেনে কৈল পীরিতের সাধ (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ৮০খ]

৪৭৬. সখী হে কহিতে বাসীয়ে ডর (বিদ্যাপতি) ৮০খ]

৪৭৭. জতেক আছিল মোর মনের বাসনা (জ্ঞানদাস) ৮০খ-৮১ক]
৪৭৮. জাহার লাগিয়া··· · দেহে গুরূর গঞ্জনা (······) ৮১ক]
৪৭৯. ভালই আছিল আনমনে (······) ৮১ক]
৪৮০. সুখের লাগীয়া এ ঘর বাঁধিনু আনলে জলীয়া গেল (চণ্ডীদাস) ৮১ক]
৪৮১. প্রেমক গুন কহই সব কোই (বিদ্যাপতি) ৮১ক-খ]
৪৮২ পুরূখরতন হেরি মোন ভেল ভোর (কবিরঞ্জন) ৮১খ]
৪৮৩. কত গুরূ······কভু না গননু প্রিয়ারসে ভোর (বিদ্যাপতি) ৮১খ]
৪৮৪. গুরূজন পরিজন কো নাহী···অপজস জস করি মাননু (কবিসেখর) ৮১ খ]
৪৮৫. কৌতুকে দুহুঁ কুলকমল তেয়াগীনু সো পদপঙ্কজ আসে (...) ৮২ক]
৪৮৬. সুন সজনী কানুকে কহবী বুঝাই (বিদ্যাপতি) ৮২ ক]
৪৮৭. মনে ছীল না টুটব লেহা (বিদ্যাপতি) ৮২ ক]
৪৮৮. পহীলে প্রিয়া মোর মুখেমুখে হেরি রহে তিল এক না ছাড়য়ে অঙ্গ (বিদ্যাপতি) ৮২ ক-খ]
৪৮৯ ঐ ভয় উঠে মনে ঐ ভয় উঠে (চণ্ডীদাস) ৮২ খ]
৪৯০ সই কেমনে ধরিব হীয়া (চণ্ডীদাস) ৮২ খ]
৪৯১. আগুনি জালিয়া মরিব পুড়িয়া কত নিবারিব মন (চণ্ডীদাস) ৮২ খ-৮৩ ক]
৪৯২. ···দিন বাঢ়ল অবধি নাহি গেল (রামানন্দ) ৮৩ ক]
৪৯৩. এ সখী কাহে করসি অনুজোগে (বিদ্যাপতি) ৮৩ ক]
৪৯৪ দুহুঁ রসময় দুহুঁ গুনে নাহি ওর (বিদ্যাপতি) ৮৩ ক-খ]
৪৯৫. জয় জয় সচিসুত গৌরাঙ্গসুন্দর (বলরাম দাস) ৮৩ খ]
৪৯৬ কি পেখনু বরজ রাজকুলনন্দন রূপে সে হরল বরকান (অনন্তদাস) ৮৩ খ]
৪৯৭ দেখে আইলাম [তারে সই দেখে আইলাম তারে] (গোবিন্দদাস) ৮৩ খ-৮৪ ক]
৪৯৮. ভালে সে চন্দনচাঁদ কামীনী মোহনফাঁদ : আঁধারেতে (···) ৮৪ ক]
৪৯৯. কপালে চন্দনচাঁদ নাগরী ·· (বলরাম দাস) ৮৪ ক]
৫০০ সই রে বলি কী আর কুলধরমে (গোবিন্দদাস) ৮৪ ক-খ]
৫০১ তুমি কি না জান সই জত পর···হিরে লোক বলে পরিবাদ (জ্ঞানদাস) ৮৪ খ]
৫০২ ···র বন্ধুর পীরিতী। কী ঘর বাহিরে লোক বলে দিবারাতী (জ্ঞানদাস) ৮৪ খ]
৫০৩. ···মঙরি পরস মীঠী পুলক না তেজই অঙ্গ (······) ৮৪ খ-৮৫ ক]
৫০৪. কি গুরূগরবিত না লয়ে পাপচিত আন না সুনে কান বৃন্দে (জ্ঞানদাস) ৮৫ ক]
৫০৫. তেজিনু নিজকুল···কাজ। সে সব প্রিয়ার নিছনি কৈনু (জ্ঞানদাস) ৮৫ ক]

৫০৬. তুমি সব জান কানুর পিরিতি… (জ্ঞানদাস) ৮৫ ক-খ]

৫০৭. সই কানু সে জিবন…দুখানী আঁখীর তারা (জ্ঞানদাস) ৮৫ খ]

৫০৮ …সায়র দেখিয়া লাইতে লাম্বীলাম তায় (চণ্ডীদাস) ৮৫ খ]

৫০৯. দারুন সংসারে চরিত্র দেখিয়া পরানে লাগিছে ভয় (অনন্ত…) ৮৫ খ]

৫১০ দিবস রজনী গনী মনে গনী কি হৈল দারুন ব্যাথা (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ৮৫খ-৮৬ ক]

৫১১. সই কহিয় তাহার পাসে। (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ৮৬ ক]

৫১২. দয়া কর সচীসুত নবদ্বীপচাঁদ (বলরাম) ৮৬ ক]

৫১৩. কানুঅনুরাগকথা কী কহব আর (জদুনন্দন) ৮৬ ক-খ]

৪১৪. …জদী জারব কি করব বারীদ মেহে (বিদ্যাপতি) ৮৬ খ]

৫১৫. একে নব পীরিতী আরতী অতী দুরগহ (জ্ঞানদাস) ৮৬ খ]

৫১৬ সাধক আরতী অব নাহী পুরল রহল জনমদুঃখ ভার (……) ৮৬ খ-৮৭ ক]

৫১৭. সুন সুন সই কহীল তোরে (চণ্ডীদাস) ৮৭ ক]

৫১৮ ‥ মোর অন্তর ঃ পোড়য়ে নিরন্তর তিল এক · (জ্ঞানদাস) ৮৭ ক]

৫১৯. ভাল সময় ছিল জখন ছিনু সিসুমতী (সিবানন্দ) ৮৭ ক]

৫২০ না জানীয়া না সুনিয়া পীরিতা বাড়াইলাম গো পরিনামে পরমাদ দেখী (সিবা) ৮৭ ক-খ

৫২১. কী না হৈল সখী মোরে বন্ধুর পীরিতী (……) ৮৭ খ]

৫২২. কালার প রিতী সই তোমারে সে বলি (জ্ঞানদাস) ৮৭ খ]

৫২৩. ‥ বিরহীনী প্রীয় সহচরী মুখ চাই (…‥) ৮৭ খ-৮৮ক]

৫২৪. রাইর বচন সুনী চললহি সহচরি কাননে জাঁহা জদুবির (জদুনন্দন) ৮৮ক]

৫২৫. আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ সোনা (বাসুদেব) ৮৮ক]

৫২৬. অহে শ্যাম তুমি… (সিখর) ৮৮ ক-খ]

৫২৭. ওহে বন্ধু কহিলে… (জ্ঞানদাস) ৮৮ খ]

৫২৮. ওহে নাথ…। আহার দিয়া মারয়ে বিন্ধীয়া… (· দাস) ৮৮খ-৮৯ক]

৫২৯. সেদিন গেল বধেঁা বয়্যে সেদিন গেল বয়্যো… (সিখর) ৮৯ ক]

৫৩০. সুন্দর নাহি জানিয়ে কোন করল হেন ভেদ (……) ৮৯ ক]

৫৩১. কি বলিব আর বন্ধু কি বলিব আর (জদুনাথ দাস) ৮৯ ক-খ]

৫৩২ পরান কান্দয়ে তোমা না দেখিয়া (……) ৮৯ খ]

৫৩৩ তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই (চণ্ডীদাস) ৮৯ খ]

৫৩৪. নিজ পতীর কুবচন জেন……গা (বলরামদাস) ৮৯খ-৯০ক]

৫৩৫ ……মোহনী জান (চণ্ডীদাস) ৯০ক]
৫৩৬. বন্ধু ভীম্ন্য না বাসীও তুমী (…) ৯০ক]
৫৩৭. কান্দীতে না পাই পাপ ননদীনীর তাপে (বলরামদাস) ৯০ক]
৫৩৮. আপন সপতী হাত দিয়া মাথে (বলরামদাস) ৯০খ]
৫৩৯ এ না ছান্দে কে না……জাতীকুল ( ) ৯০ক]
৫৪০. হাতক দরপন মাথক ফুল (চণ্ডীদাস, ৯০ক]
৫৪১. তুমি…… জানী কি সুধা দিয়া নিরমীল বিধী (বলরাম) ৯০খ-৯১ক]
৫৪২ প্রাননাথ পরান কেমন করে (নরহরিদাস) ৯১ক]
৫৪৩ কিবা সে তোমার প্রেম কত লক্ষ কোটী হেম (নরোত্তম দাস) ৯১ক-খ]
৫৪৪. বন্ধু হে কি বলিব তোরে (প্রেমদাস) ৯১খ]
৫৪৫. জা পর্জ্যাৎসুক চিত্রাতী মদনেন মদনে চ (…দাস) ৯১খ-৯২ক]
৫৫৬ তিমীরহারী উজোরকারী (…) ৯০খ]
৫৪৭. অম্বরে ডম্বুর করু নবমে… … (গোবিন্দদাস) ৯২ক]
৫৪৮. ……মৃগমদ লেপন তোর (গোবিন্দদাস) ৯২ক]
৫৪৯. মন্দির বাহিরে কঠীন কপাট (গোবিন্দদাস) ৯২ক-খ]
৫৫০. কুলবতী……ঘাটল তাহে কী কপাটক বাধা (গোবিন্দদাস) ৯২খ]
৫৫১. অম্বর ভরী নব নীরদ ঝাঁপ (গোবিন্দদাস) ৯২খ]
৫৫২. ……নিলীয় বসন্তং (…) ৯২খ-৯৩ক]
৫৫৩. ইহ কলিজুগধন্য নিত্যানন্দ চৈতন্য (…) ৯৩ক]
৫৫৪. রাধে ঝাঁট কর নটবর বেস (…) ৯৩ক-খ]
৫৫৫. রতীসুখসারে গতমভীসারে মদনমনহর বেস (শ্রীজয়দেব) ৯৩খ]
৫৫৬. মনিময় নুপুর জতনে আনী ধনী…… (গোবিন্দদাস) ৯৩খ-৯৪ক]
৫৫৭. গোরা নাচে প্রেম বিনদীয়া (লোচনদাস) ৯৪ক]
৫৫৮. গাওত সখীগন আনন্দ পাই (নরত্তমদাস) ৯৪ক]
৫৫৯. করিবর রাজহংসগতীগামীনী চললহী (বিদ্যাপতি) ৯৪ক-খ]
৫৬০. চাঁদবদনী চললী অভিসার (গোবিন্দদাস) ৯৪খ]
৫৬১. কুহু…—সায়ল পন্থ (গোবিন্দদাস) ৯৪খ-৯৫ক]
৫৬২. ……স্তন কীমু মন্থরয়সী সন্তমভী জল্পং (…) ৯৫ক]
৫৬৩. কি ক……জাগ সহজে রূচীর তনু (গোবিন্দদাস) ৯৫ক]
৫৬৪. কুন্দ কুসম করূ কর……মোতীম হার (গোবিন্দদাস) ৯৫ক-খ]

৫৬৫ বেহুচবল্লিত মৌক্তীক মালা (···) ৯৫খ]
৫৬৬ মেঘ জামীনী চঞ্চল কামীনী পহীরী নীল নিচোল (গোবিন্দদাস) ৯৫খ]
৫৬৭ মন্দীর বাহিরে পদ দুই চারী (বিদ্যাপতি) ৯৫খ]
৫৬৮. বিনদীনী কনক মকুর কাঁতী ( ) ৯৫খ ৯৬ক]
৫৬৯. জাওব কুঞ্জরগমনী (বিদ্যাপতি) ৯৬ক]
৫৭০ ······ভাবে বিভোর নয়ানে নয়ানে জব দোঁহা (গোবিন্দদাস) ৯৬ক]
৫৭১ মাধব কি কহব দৈববিপাক (গোবিন্দদাস) ৯৬ক-খ]
৫৭২. গোরা পহু না ভজীয়া ··· হারাইনু (শ্রীবল্লভদাস) ৯৬খ]
৫৭৩. ······বহে মন্দ। চৌদিগে হিমকর হীমহী মন্দ (গোবিন্দদাস) ৯৬খ]
৫৭৪. ···হিমকরসিকর নিকর নিপাত (গোবিন্দদাস) ৯৬খ]
৫৭৫. মাথহি তপন তপত পথ বালুক আতর দহন বিথার ( ) ৯৭ক]
৫৭৬ বৃন্দাবিপিনে প্রবেসলি রাই (কবিসেখর) ৯৭ক]
৫৭৭. ···মগন দিনমনিকাঁতি (গোবিন্দদাস) ৯৭ক]
৫৭৮. হরি রহু কাননে কামীনী লাগী (গোবিন্দদাস) ৯৭ ক-খ]
৫৭৯ ···ই শিত সময় অতি হিন (গোবিন্দদাস) ৯৭খ]
৫৮০. অপরূপ হেম মনিভাস (গোবিন্দদাস) ৯৮খ]
৫৮১. সবহু বধুগন চলু বৃন্দাবন গৌরি আরাধন লাগি (গোবিন্দদাস) ৯৭খ]
৫৮২. সখিগন সঙ্গে চলল বররঙ্গিনি ভানু আরাধন লাগি (গোবিন্দদাস) ৯৮ক]
৫৮৩ কাননে সবহু কুসম পরকাস (গোবিন্দদাস) ৯৮ক]
৫৮৪. নূপুর কলরব সুনইতে চমকিত কুঞ্জ··· (গোবিন্দদাস) ৯৮ক]
৫৮৫ দরসনে নয়ানে নয়ানে বহু লোর (গোবিন্দদাস) ৯৮ক-খ]
৫৮৬. জাম্বুনদ লাবনি বরনি না হোয় (গোবিন্দদাস) ৯৮খ]
৫৮৭. সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা (বিদ্যাপতি) ৯৮খ]
৫৮৮. সু···জতনে কত অদভূত বিহি বহি তোহে দিলা (বিদ্যাপতি) ৯৮খ-৯৯ক]
৫৮৯. আচরে বদন ঝাঁপই গোরি (বিদ্যাপতি) ৯৯ক]
৫৯০ ···দেহা। অম্বর অরুন তাহে ভাল সোভে উপমা করব কাঁহা (বৃন্দাবনদাস) ৯৯ক]
৫৯১. ধির···ধঃ। মদন সুধারসে জো নিরমাওল তুয়া মুখমণ্ডল রাধে (গোবিন্দদাস) ৯৯ক-খ]
৫৯২. এ ধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও (···) ৯৯খ]
৫৯৩. সুন্দরি না কর পসাহন আন (গোবিন্দদাস) ৯৯খ]

৫৯৪. জো মুখ সুন্দর······সব কাম (বিদ্যাপতি) ৯৯খ]
৫৯৫. এ ধনী পদমীনী পড়ল অকাজ (——···) ৯৯খ-১০০ক]
৫৯৬. এ ধনী তুহুঁ পুন কাহে না সম্ভাসী (জ্ঞানদাস) ১০০ক]
৫৯৭. তুয়া গুনে কুলবতী বরত সমাপন গুরুগৌরব ভয় ছোড়ী (গোবিন্দদাস) ১০০ক]
৫৯৮. ভাল ভালী রে গৌরাঙ্গচাঁদ নাচে সঙ্গে নিত্যানন্দ (বসু রামানন্দ) ১০০খ]
৫৯৯. ···বরনী মৃগেন্দ্রগমনী মাঝ হেরী মৃগরাজ (বলরাম দাস) ১০০খ]
৬০০. ···উলসীত মোর। ভেটব সমর সুধীর সখী তোর (গোবিন্দদাস) ১০০খ-১০১ক]
৬০১. তুয়া মুখকমল দুর সঞে হেরইতে হরি লোচন অলিজোর (ঘনশ্যাম) ১০১ক]
৬০২. সুন সুন সুন পুন আজুকীকার রঙ্গ (ঘনশ্যাম দাস) ১০১ক-খ]
৬০৩. অরূপ নয়ানে ধারো বহে (বাসুদেব) ১০১খ]
৬০৪. সাজল কুসমসেজ পুন সাজইয়ে (গোবিন্দদাস) ১০১খ]
৬০৫. ···রীত তাম্বুল কুসমীত মদন সমান (গোবিন্দদাস) ১০১খ]
৬০৬ উজর রাতী সেজ নবকীসলয়···বাসীত তাম্বুল বারী (গোবিন্দদাস) ১০২ক]
৬০৭. ঘন ঘন নৃপ সমীপহী সুনিয়ে সঙ্কেত মুরলীনিসান (···) ১০২ক]
৬০৮. কুসমাবলী ভীরু পস্করীতল্পং (সনাতন) ১০২ক]
৬০৯ কুসুমসয়ান সাজী পুন পুন নিন্দই সাজই কত বেরী (ঘনশ্যাম দাস) ১০২ক-খ]
৬১০. পশ্যতী দীশী দীশী রহসীভ···মধু নিপীবন্তং (শ্রীজয়দেব) ১০২খ]
৬১১. ধনীক সম্বাদ লই সখী তুরী··· (······) ১০২খ]
৬১২. উজোর সসধর দীপ পজারল অলিকুল ঘাঘার বোল (গোবিন্দদাস) ১০২খ-১০৩ক]
৬১৩. বাসকগেহ গমন সুনী শ্যামর দেওই বেনু নিসা··· (রাধাবল্লভ দাস) ১০৩ক]
৬১৪. আজুক রজনী কৈছে হাম বঞ্চব মোহে বিমুখ (বাসুদেব ঘোষ) ১০৩ক]
৬১৫ আজুক মীলন সময় নিরবন্ধ (ঘনশ্যাম) ১০৩ক-খ]
৬১৬. কুসমসেজ ভেল সরপরীজঙ্ক (ঘনশ্যাম দাস) ১০৩খ]
৬১৭. ·· সাঁচী। দুরজন নয়ন পহীরি কত বাঁচী (গোবিন্দদাস) ১০৩খ]
৬১৮. শ্যামগুনধাম বিনে জাও জুগ ভেল (······) ১০৩খ-১০৪ক]
৬১৯ ভুজগে ভরল পথ কোলিসপাত সত কত কত বিঘনী বিথার (গোবিন্দদাস) ১০৪ক]
৬২০. কি মু চন্দ্র··· · বিরমধীরা (সনাতন) ১০৪ক]
৬২১. ····· রূপ গুন। চঞ্চল চরিত তাহ সঞে দুন (গোবিন্দদাস) ১০৪ক]

৬২২. দেখ দেখ পুরু´ত্তম অবতার (ঘনশ্যাম) ১০৪ক-খ]

৬২৩. কানু সঙ্কেত কেলীনিকুঞ্জে (……) ১০৪খ]

৬২৪. দেখ সখি অটমী……অরুনীম ভেল (গোবিন্দদাস) ১০৪খ]

৬২৫. কপটক কন্দ সোই জত্নুনন্দন হামারী গুপত রতিকান্ত (……) ১০৪খ-১০৫ক]

৬২৬. রিতুপতী রজনী উজোরল হীমকর মলয় (গোবিন্দদাস) ১০৫ক]

৬২৭. কানুক বি……রি। বরিখয়ে ঝন ঝন (গোবিন্দদাস) ১০৫ক]

৬২৮. রিতুপতী রাতী বিরহজরে জাগরী দুতী উপেখনু রামা (গোবিন্দদাস) ১০৫ক-খ]

৬২৯ তোহারী সংবাদে জাগী সব জামীনী সো গজগামীনী (গোবিন্দদাস) ১০৫খ]

৬৩০ ……ন্দুকীরন মনু বিন্দতী খেদমধীরং (শ্রীজয়দেব) ১০৫খ]

৬৩১. স্তনবিনীহীতমপীহারমুদারং (… …) ১০৬ক]

৬৩২. উজোর সসধর দীপ……ইতে হরিনীনয়নী দরসাওল (গোবিন্দদাস) ১০৬ক]

৬৩৩. তোহারী সঙ্কেতকুঞ্জে কুসমসরপুঞ্জে রহল এক সারিয়া (জত্নুনন্দন) ১০৬ক-খ]

৬৩৪. সখীমুখে সুনইতে ভরলহী দুখে (জত্নুনন্দন) ১০৬খ]

৬৩৫. ……চন্দ্র অবতার। জো গুন বিতরনে তাপদগধ জীব (নরোত্তমদাস) ১০৬খ]

৬৩৬. সখী হে অব কীয়ে করবী উপায় (নরোত্তমদাস) ১০৬খ-১০৭ক]

৬৩৭. কমল……লীলা সয়নং (সনাতন) ১০৭ক]

৬৩৮. কথীত……ফলমিদমমলং রূপমপী জৌবনং (জয়দেব) ১০৭ক]

৬৩৯. স্মর সমরোচীত বিরচীত বেসা (শ্রীজয়দেব) ১০৭ক-খ]

৬৪০. সমুদীত মদনে রমনী বদনে ([জয়দেব]) ১০৭খ]

৬৪১. অনীল তরল কুবলয় নয়নেন (শ্রীজয়দেব) ১০৮ক]

৬৪২. রাইয়ের বিলাপে সখী। অঝরে ঝুরয়ে আঁখী (……) ১০৮ক]

৬৪৩. পন্থ নেহারী বারী ঝরু লোচনে (গোবিন্দদাস) ১০৮ক]

৬৪৪. মাধব হে বিরহ……দন পরাভবে জীবইতে (গোবিন্দদাস) ১০৮ক-খ]

৬৪৫. জঙ্গম হেমলতা সম সোধনী তুহু ঘনশ্যাম তমাল (… …) ১০৮খ]

৬৪৬. চাঁদনী রজনী উজাগরী নাগরী তোঁহার পরসরস সাধে (গোবিন্দদাস) ১০৮খ]

৬৪৭. ……ঙ্কেত ঠামা। তৈখনে চাঁদ বেয়াধী নিদারুন (গোবিন্দদাস) ১০৮খ-১০৯ক]

৬৪৮. …নারী। নিরজনে বিচারই মুরতী তোহারী (গোবিন্দদাস) ১০৯ক]

৬৪৯. সুন সুন মাধব বিদগদরাজ (নরোত্তমদাস) ১০৯ক]

৬৫০. ……নাগররাজ ধনী ভেটীবারে (নরোত্তমদাস) ১০৯ক]

৬৫১. কি কহব রে সখী রাইক সোহাগ (গোবিন্দদাস) ১০৯ক-খ]

৬৫২. অলসে অরুন আঁখী (বৃন্দাবন দাস) ১০৯খ]

৬৫৩. আধ মুদীত ভেল দুহুঁ লোচন (বলরাম) ১০৯খ]

৬৫৪. চল চল চাতুরী না রহে চতুরিম ঠাম (কবিশেখর) ১০৯খ-১১০ক]

৬৫৫. এ ধনী মানীনী তেজ অভীমান (বিদ্যাপতি) ১১০ক]

৬৫৬. কাহে এত কহ হরি তুয়া হাম এক (বিদ্যাপতি) ১১০ক]

৬৫৭. সুন সুন সুন্দরী কর আবধান (কবিশেখর) ১১০ক]

৬৫৮. জাননু রে হরি আপন সোহাগ (গোবিন্দদাস) ১১০ক-খ]

৬৫৯ আকুল অলক······সিন্দুর দহনা (গোবিন্দদাস) ১১০খ]

৬৬০. সহজই গোরী রোখে তিন লোচন কেসরী জিনী (গোবিন্দদাস) ১১০খ]

৬৬১. নয়নক অঞ্জন অধরে ভেল রঞ্জীত বয়নহু (গোবিন্দদাস) ১১০খ-১১১ক]

৬৬২. কাঁহা······ঘন কুঙ্কুম রেখ (······) ১১১ক]

৬৬৩. নখপদ হৃিদয়ে তোহারী (গোবিন্দদাস) ১১১ক]

৬৬৪. জামীনী জাগী অলস দিঠী কুঞ্চীত কামীনী অধরকী রাগ (গোবিন্দদাস) ১১১ক-খ]

৬৬৫. ডগমগ অরুন উজাগরে লোচন উরে (গোবিন্দদাস) ১১১খ]

৬৬৬. চল চল মাধব তোহে পরনাম (গো[বিন্দদাস]) ১১১খ]

৬৬৭. গগনহী এক চাঁদ নাহী দোসর ধরু তাহে (ঘনশ্যাম দাস) ১১১খ]

৬৬৮. আজুক গমন কৈল··· ··বিনে আন নাহী অধীদেবী (ঘনশ্যাম দাস) ১১১খ-১১২ক]

৬৬৯ ভাল হৈল ওহে বন্ধু আইলা সকালে (চণ্ডীদাস) ১১২ক]

৬৭০. ······না আইস হে বন্ধু আঙ্গীনার মাঝে (চণ্ডীদাস) ১১২ক-খ]

৬৭১. সুন সুন সুন্দরী আমার জে রীত (চণ্ডীদাস) ১১২খ]

৬৭২. ভাল হইল মাধব সিদ্ধী হৈল কাজ (জ্ঞানদাস) ১১২খ]

৬৭৩. ······খানে থাক। মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ(······) ১১২খ-১১৩ক]

৬৭৪. উমত ঝুমত চরত চলত ধরনী ধরত থোর (নরহরি) ১১৩ক]

৬৭৫. ····· স্তরমধীসয়ীতং। রময় জনং নিজ দরীতং (দেব সনাতন) ১১৩ক]

৬৭৬. জাং সেবীত বানীসী······নিসী নাগরী (সনাতন) ১১৩ক]

৬৭৭. রজনীজনিত গুরুজাগররাগ কসায়ীত মনস নিবেসং (শ্রীজয়দেব) ১১৩ক-খ]

৬৭৮. শ্যামর তনু কিয়ে তোমার বিরাজ (গোবিন্দদাস) ১১৩খ]

৬৭৯. এ ধনী জনী কহ কানুক সন্দেস (···দাস) ১১৩খ-১১৪ক]

৬৮০. রাই না চিনে আপন······মা দেখীয়া তরাসে নাগর কাঁপে (সিখর) ১১৪ক]

৬৮১. মানবিরহভরে পহুঁ ভেল ভোর (নরোত্তম দাস) ১১৪ক-খ]

৬৮২. ……অলক তিলক কুলসাজ। বঙ্কিম লোচনে কাজররাজ (বিদ্যাপতি) ১১৪খ]
৬৮৩. …হামারী বচন সুন সজনী (বিদ্যাপতি) ১১৪খ]
৬৮৪. সখী অবলম্বনে চলবী নিতম্বীনী খম্বরী খম্ব সমীপে (বিদ্যাপতি) ১১৪খ-১১৫ক]
৬৮৫. দুর সঞে নয়ানে নয়ানে জনী হেরবী নিয়ড়ে রহবী (গোবিন্দদাস) ১১৫ক]
৬৮৬. সজনী—…জো গুনবতী ধনী ধৈরজ কাঞ্চনে (গোবিন্দদাস) ১১৫ক]
৬৮৭. ভজ গোরাচাঁদের চরন (পরমানন্দ) ১১৫ক-খ]
৬৮৮. নিজ তনু জারী দহন সঞে কাঙ্কর শ্যাম ভসম সম ভেল (গোবিন্দদাস) ১১৫খ]
৬৮৯. সঙ্কর বরতে আজু……বোল (……) ১১৫খ]
৬৯০. ভানুকীরন জহু অঙ্গ না পরসল অঙ্গন বাহীরে না জাতী (……) ১১৫খ-১১৬ক]
৬৯১. কত কত আদর করি কন্নু কোর (গোবিন্দদাস) ১১৬ক]
৬৯২. ……খসী বচন অমীয়া রসধারা (গোবিন্দদাস) ১১৬ক]
৬৯৩. মধুর মুরলী সবদ করসী বয়ানে দরসী প্রেম (গোবিন্দদাস) ১১৬ক-খ]
৬৯৪. রাইক হ্রিদয়ভাব বুঝী মাধব পদতলে ধরনী লোটায় (গোবিন্দদাস) ১১৬খ]
৬৯৫. ……বর অভিমানে করল পয়ান (গোবিন্দদাস) ১১৬খ]
৬৯৬. কামীনী কানু কহল কত তোয় (গোবিন্দদাস) ১১৬খ-১১৭ক]
৬৯৭. —…পরিবোধ উতোয়। পীতাম্বর্ পদপঙ্কজ পরিহরি (গোবিন্দদাস) ১১৭ক]
৬৯৮. তেজহ দারুন মান মানীনী নাহ গাহক তোরী (গোবিন্দদাস) ১১৭ক]
৬৯৯. সুন্দরী আর কত সাধসী মান (গোবিন্দদাস) ১১৭ক]
৭০০. জে জন তুয়া সঞে সঙ্গরঙ্গহী সয়ন সপনহী* হেরী (গোবিন্দদাস) ১১৭খ]
৭০১. হ্রিদয়ক মান গোপসী তুহু* থোর (গোবিন্দদাস) ১১১খ]
৭০২. প্রানপ্রীয় দুখ সুনিয়া সসীমুখী পুছই গদগদ বোল (গোবিন্দদাস) ১১৭খ]
৭০৩. কৃষ্ণ কৃষ্ণ……ঘনেঘনে। কত সুরধনী বহে (বাসু ঘোষ) ১১৭-১১৮ক]
৭০৪. এ দুতী দয়াময়ী কর অবধান (কবিরঞ্জন) ১১৮ক]
৭০৫. সুনহ রাজার ঝী……ছাই করসী মান (……) ১১৮ক]
৭০৬. সখী না বোল বচন আন (বিদ্যাপতি) ১১৮ক]
৭০৭. রাইক ঐছন ভাস (বিদ্যাপতি) ১১৮ক-খ]
৭০৮. মাধব রাধা ধাধীলা ভেল (গোবিন্দদাস) ১১৮খ]
৭০৯. ……গরী কৈছনে করল পয়ান (গোবিন্দদাস) ১১৮খ]
৭১০. ……খত মানীনী অবনত মাথ (গোবিন্দদাস) ১১৮খ]
৭১১. সুন সুন সুন্দরী রাধে (জ্ঞানদাস) ১১৯ক]

৭১২. মাধব বোধ না মা—নিকুঞ্জে আছে সব সখী (বংশী) ১১৯ক]
৭১৩. সমুখে সুন্দরী চিকনকালার বরন কেন বা দেখী (বংশী) ১১৯ক]
৭১৪. তুয়া বিনু কানু আন নাহী জানত (ঘনশ্যাম দাস) ১১৯ক-খ]
৭১৫. ...ঘোর তীমীর অতী ঘন কাজর জিতী নিবসই বিপীনে (ঘনশ্যামদাস) ১১৯খ]
৭১৬. সজল পদ্মদল পদমীনী আনী (গো[বিন্দদাস]) ১১৯খ]
৭১৭. তোহারী কোর পর জো হরি তোর (গোবিন্দদাস) ১১৯খ-১২০ক]
৭১৮. নয়ানের নীর নিকরে ঝুরয়ে চাঁদ নিরখয়ে তায় (বিদ্যাপতি) ১২০ক]
৭১৯. না কর সজনী কানু পরসঙ্গ (জ্ঞানদাস) ১২০ক]
৭২০. পহী......ঝাপল সৈলসিখরে এক পানী (...) ১২০ ক-খ]
৭২১. রাইর হিদয় বুঝীয়া রীতী (জ্ঞানদাস) ১২০খ]
৭২২. রামা ক্ষেম অপরাধ মোর (জ্ঞানদাস) ১২০খ]
৭২৩. সুন সুন মাধব না বলিহ আর (জ্ঞানদাস) ১২০খ-১২১ক]
৭২৪. অনুনয় বোলইতে অবগতী না কর না বুঝীয়া অন্তর তোর (জ্ঞানদাস) ১২১ক]
৭২৫. সখীহে উলটী নেহারহ নাহ (জ্ঞানদাস) ১২১ক]
৭২৬. ...আন। তোহারী চরনে শরন সো হরী আর কী (বিদ্যাপতি) ১২১ক-খ]
৭২৭. কত কত ভুবনে আছয়ে নব নাগরী...অভিলাসে (জ্ঞানদাস) ১২১খ]
৭২৮. চলইতে চাহী চরন নাহী ধাবয়ে রহীতে নাহীক প্রতীআসে (জ্ঞানদাস) ১২১খ]
৭২৯. দিবস তীল...জোবন বিফল কী লাভ (কবিশেখর) ১২১খ-১২২ক]
৭৩০ ...কাহে ভেলী অতী বামা (গোবিন্দদাস) ১২২ক]
৭৩১. দুরজন বচন শ্রুবনে তুহু ধারলী কোপহী রাখলী মোয় (গোবিন্দদাস) ১২২ক]
৭৩২. বদসী জদী কিঞ্চীদপী দন্তরুচী কৌমদী (জয়দেব) ১২২ক-খ]
৭৩৩. ...বিনো—অবধান। ক্ষেম অপরাধ বাদ করবী জব তব (নরহরিদাস) ১২২খ]
৭৩৪. ...দী মাধব চাহসী লেহ (বিদ্যাপতি) ১২২খ-১২৩ক]
৭৩৫. এ ধনী মানীনী...তোহারী পীরিতী মোর জীবন হোয় (জ্ঞানদাস) ১২৩ক]
৭৩৬. চাহ মুখ তুলী রাই চাহ মুখ তুলী (...) ১২৩ক]
৭৩৭. হাসীয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার (কবিশেখর) ১২৩ক]
৭৩৮. ঢর ঢর কসীলকাঞ্চনতনু গোরী (জ্ঞানদাস) ১২৩ক-খ]
৭৩৯. মাধব মোহে কহসী চাঁদমুখে (প্রেমদাস) ১২৩খ]
৭৪০. সুন্দরী সুনী .. ন্দ (প্রেমদাস) ১২৩খ]
৭৪১. ভাবভরে গুরু গরবিত (বলরামদাস) ১২৩খ-১২৪ক]

৭৪২. তোহারী বিরহবেদন বাউরসুন্দর মাধব (বিদ্যাপতি) ১২৪ক]

৭৪৩. বিরহব্যাকুল তরূতলে পেখনু নন্দকুমার (কবিকণ্ঠহার) ১২৪ক]

৭৪৪. সো সব সঠগনে গুরূজন গুরূতর অছু গুন জলনিধীসার (চম্পতিপতি) ১২৪ক-খ]

৭৪৫. গগনক চাঁদ হাথে ধরি দেওনু কত সমঝাওনু* নীত (কবিশেখর) ১২৪খ]

৭৪৬. সজনী না··· । মঝু মন আকুল তাহী সজাগ (···) ১২৪খ]

৭৪৭. সখীর বচন সুনী বিদগদ নাগর আকুল অথীর পরান (জ্ঞানদাস) ১২৪খ]

৭৪৮. ···সখীগনমাঝ । অনুনয় করইতে উপজয়ে লাজ (কবিশেখর) ১২৪খ-১২৫ক]

৭৪৯. মুখ জব মাজল রসীক মুরারী (বিদ্যাপতি) ১২৫ক]

৭৫০. জব হরি হেরল···ছল ছল লোচন জোর (···) ১২৫ক]

৭৫১. প্রেম আগুনী মনহী* গনী গনী এ দীন জামীনী জাগী (গোবিন্দদাস) ১২৫ক]

৭৫২. মঞ্জতর কুঞ্জতল কেলীসদনে (জয়দেব কবিরাজ) ১২৫ক-খ]

৭৫৩. প্রীয়···উলসীত তুরিতহী* গমন কয়েল (বিদ্যাপতি) ১২৫খ]

৭৫৪. রাধাবদন বিলোকন বিকসীত বিবিধ বিকার বিভঙ্গ (জয়দেব) ১২৫খ-১২৬ক]

৭৫৫. মদন কুঞ্জপর বৈঠল মোহন বৃন্দাদেবী মুখ চাই (ভূপতি) ১২৬ক]

৭৫৬. মাধব নিপট কঠীন মন তোর (চম্পতিনাথ) ১২৬ক-খ]

৭৫৭. মদনকুঞ্জ তেজী চলল চতুর দূতী বকুলকুঞ্জে চলি গেল (চম্পতিনাথ) ১২৬খ]

৭৫৮. ···চন তপ তাপ বিমোচন উদয়তী আনন্দ স্কন্ধ (চম্পতিনাথ) ১২৬খ-১২৭ক]

৭৫৯. সখী হে বুঝীয়া কহবী কটুভাসা (চম্পতি) ১২৭ক]

৭৬০. রাই নিঠুরবানী সুনী সহচরি মিলল মাধব পাস (চম্পতিনাথ) ১২৭ক-খ]

৭৬১. বরনাগর সাজল নাগরীবেসা (···) ১২৭খ-১২৮ক]

৭৬২. সুন্দরী তুহু* বড় হৃদয় পাসান (গোবিন্দদাস) ১২৮ক]

৭৬৩. দেখ সখী নাগর লেহ সুজান (গোবিন্দদাস) ১২৮ক-খ]

৭৬৪. ঘুচাহ ঘুচাহ সই ও সব জোঞ্জাল (বংশীদাস) ১২৮খ]

৭৬৫. রাইক মান বিরহ জানী···আগে (গোবিন্দদাস) ১২৮খ]

৭৬৬. সো সখীবচনে নাগররাজ (···) ১২৮খ-১২৯ক]

৭৬৭. তুহু* বহু গরবীনী বাসকগেহ (গোবিন্দদাস) ১২৯ক]

৭৬৮. মানীনী হাম কহীয়ে তুয়া লাগী (বলরামদাস) ১২৯ক]

৭৬৯. ···তুহু* কহসী সব হীত (···) ১২৯ক-খ]

৭৭০. তো বিনু সুখময় সেজ তেজল নিন্দী চন্দনচন্দ্র (গোবিন্দদাস) ১২৯খ]

৭৭১. ···কঠিন তুয়া হৃদয় (বিদ্যাপতি) ১২৯খ]

৭৭২. প্রানগ্রীয় দুখ সুনই…গদগদ বোল রে (গোবিন্দদাস) ১২৯খ]
৭৭৩. কনক বরন করিয়া মনে (চণ্ডীদাস) ১২৯খ-১৩০ক]
৭৭৪. …বিলোক্যাবৃতং বধুনিচয়েন (…) ১৩০ক]
৭৭৫. মরকত‥ মাহা আপন মুরতী দেখী রাই (প্রেমদাস) ১৩০ক]
৭৭৬ সুন সখী কহ তুয়া কানে (গো[বিন্দদাস]) ১৩০ক-খ]
৭৭৭. সুন্দরী জাননু তুয়া দুর ভাল (গোবিন্দদাস) ১৩০খ]
৭৭৮. বদন না কর মলিন ছান্দ (গোবিন্দদাস) ১৩০খ]
৭৭৯. রূপে গুনে জৌবনে… । সপনে জপন মোর তোহারী নাম (জ্ঞানদাস) ১৩০খ]
৭৮০. রাধামাধব রতনহী মন্দীরে বিলসই সয়নক সুখে (বিদ্যাপতি) ১৩১ক]
৭৮১. পীন কঠীন তনু কনয়া কঠোর (বংশীদাস) ১৩১ক]
৭৮২. এ ধনী ধনী বচন সুন (চৈতন্যদাস) ১৩১ক]
৭৮৩. কোরে রহী মানত দুর (গোবিন্দদাস) ১৩১ক-খ]
৭৮৪. বড় অপরূপ সুননু হাম (গোবিন্দদাস) ১৩১খ]
৭৮৫. রসবতী রাধা রসময় কান (গোবিন্দদাস) ১৩১খ]
৭৮৬ এ সখী অদ্ভুত প্রেমতরঙ্গ (প্রেমদাস) ১৩১খ]
৭৮৭. মঝু মনে লাগল সেল (বাসুদেব ঘোষ) ১৩২ক]
৭৮৮. হরিমভী স্মরতী বহতী মৃদুপবনে (জয়দেব) ১৩২ক]
৭৮৯. আঁধল প্রেম পহীলে নাহী…কান (গোবিন্দদাস) ১৩২ক]
৭৯০. কুলবতী কোই নয়ানে জনী হেরই হেরই পুন জনী (গোবিন্দদাস) ১৩২ক-খ]
৭৯১ সুনইতে কানু মুরলীরবমাধুরী শ্রুবন নিবারনু তোয় (গোবিন্দদাস) ১৩২খ]
৭৯২ দরস দেহ থেহ নাহী বান্ধে (গোবিন্দদাস) ১৩২খ]
৭৯৩. সুন্দরী কত…পাওলী রতন জতন করি তেজলী (গোবিন্দদাস) ১৩২খ]
৭৯৪ সজনী কি পুছসী হামারী অভাগী (গোবিন্দদাস) ১৩৩ক]
৭৯৫. কহলঙ খলজনে দোখল কান (গোবিন্দদাস) ১৩৩ক]
৭৯৬. সো বহুবল্লভ সহজই ভোর (গোবিন্দদাস) ১৩৩ক]
৭৯৭. রাইক মান বিরহ জানী সো ধনী চললহী কানুক আগে (গোবিন্দদাস) ১৩৩ক-খ]
৭৯৮. সো সখীবচন সুনাগররাজ (গোবিন্দদাস) ১৩৩খ]
৭৯৯. পরিহরি জো…তনহু॰ জোম রাখল মান (ঘনশ্যাম) ১৩৩খ]
৮০০. কৈছে চরনে করপল্লব ঠেললী মিললী মানভুজঙ্গে (বৃন্দাবন) ১৩৩খ-১৩৪ক]

৮০১. জুবতীনীকর মাহা জাকর বাস (ঘনশ্যাম) ১৩৪ক]
৮০২. আঁচরে…রোয়সী কহইতে কহন না ফুর (জ্ঞানদাস) ১৩৪ক]
৮০৩. ভাবে ভরল হেমতনু অনুপাম রে অহনিসী নিজরসে ভোর (গোবিন্দদাস) ১৩৪ক-খ]
৮০৪ দেখীনু হাম প্রীয়া বিনী অপরাধে (গোবিন্দদাস) ১৩৪খ]
৮০৫ চরনে লাগী…জতনে গাঁথী নিজ হাথে (গোবিন্দদাস) ১৩৪খ]
৮০৬. সো মুখচন্দ্র নয়নে নাহী হেরনু অব নয়ন দহন ভেল চন্দ্র (গোবিন্দদাস) ১৩৪খ]
৮০৭. হরি জব হরিখে বরীখে রসবাদর সাদরে পুছইতে (গোবিন্দদাস) ১৩৪খ-১৩৫ক]
৮০৮. তিল এক সয়নে সপনে জো মঝু বিনে চমকী (গোবিন্দদাস) ১৩৫ক]
৮০৯. মধুর মধুর তুয়া রূপ (গোবিন্দদাস) ১৩৫ক-খ]
৮১০. দুতীক বানী সুনী ধনী উলাসীত ডুবই মদনতরঙ্গে (গোবিন্দদাস) ১৩৫খ]
৮১১. …ভালে তুহুঁ চতুর সুজান (গোবিন্দদাস) ১৩৫খ]
৮১২. সজল নয়ানে জামীনী জাগী (গোবিন্দদাস) ১৩৫খ]
৮১৩. কি কহব দুহুঁ দুর ভান (নরোত্তমদাস) ১৩৫খ-১৩৬ক]
৮১৪. কেমনে পাসরিব গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা (নয়নানন্দ) ১৩৬ক]
৮১৫. চরন নখর মনীরঞ্জীত…টাওল গোকুলচাঁন্দ (বিদ্যাপতি) ১৩৬ক]
৮১৬. একে তুহুঁ নাগরী সব গুনে আগরী বৈঠসী চতুরসমাঝ (বিদ্যাপতি) ১৩৬ক-খ]
৮১৭. কি পুছসী মোহে নিদান (বিদ্যাপতি) ১৩৬খ]
৮১৮. হরি মাঝে বসই (বিদ্যাপতি) ১৩৬খ]
৮১৯. সখী হে হাম বুঝল সব বাত (বিদ্যাপতি) ১৩৬খ]
৮২০. তোহারী রসীকপনা বৈদগধী ভাস (জ্ঞানদাস) ১৩৬খ-১৩৭ক]
৮২১. সখীর বচন সুনিয়া কান (প্রেমদাস) ১৩৭ক]
৮২২ …মানের দারুন লাগীয়া বন্ধুরে হারাইয়াছিলাম (চণ্ডীদাস) ১৩৭ক]
৮২৩. সুন সুন নাগররায় (চণ্ডীদাস) ১৩৭ক-খ]
৮২৪. দেখ দেখ গৌরচন্দ্র বররঙ্গী (বলরামদাস) ১৩৭খ]
৮২৫. …নবপল্লভ। গাওত কত কত রাগ (গোবিন্দদাস) ১৩৭খ]
৮২৬. পতী অতী দুরমতী কুলবতী নারী (গোবিন্দদাস) ১৩৭খ-১৩৮ক]
৮২৭. মুখ দ্বিজরাজ তী অবগাহন দিঠ (গোবিন্দদাস) ১৩৮ক]
৮২৮. …র চাঁদ বলী ধাবই মধুকর কমলীনী ভানে (গোবিন্দদাস) ১৩৮ক]
৮২৯. নারী পুরুখ আদী জগমন পীড়য়ে ঐছন মনমথরীত (গোবিন্দদাস ১৩৮ক-খ]
৮৩০. কাঁহা কুমদীনী কাঁহা উয়ল হীমকর কাঁহা কমলীনী কাঁহা সুর (গোবিন্দদাস) ১৩৮খ]

৮৩১. জো জন মন মাহা সুনহ তুর কমলীনী বন্ধু হোত জৈছে সুর (গোবিন্দদাস) ১৩৮খ]

৮৩২. কো ইহ পুন পুন···হাম জানী না কর পরচার (ঘনশ্যাম) ১৩৮খ]

৮৩৩. মঝু মুখকমল বিমলরস পরিমলে জাননু তুহু* অতী ভোর (······) ১৩৯ক]

৮৩৪. সুন্দরী বচন হৃদয়ে অনুমানীয়ে কুঞ্জে চলল বরকান (······) ১৩৯ক]

৮৩৫. রাই বলে নাথ করিব কী (বলরাম) ১৩৯ক]

৮৩৬. অপরূপ রূপ গোরা নটরাজ (গোবিন্দদাস) ১৩৯ক-খ]

৮৩৭. কাননে কুসম তোড়সী কাহে গোরী (গোবিন্দদাস) ১৩৯খ]

৮৩৮. মদন কী রাতী কুসুমসর দারুন বৃন্দাবন বনমাঝ (গোবিন্দদাস) ১৩৯খ]

৮৩৯. মনরথ মকর ডরহী ডর কাতর মঝু মানস বাস কাঁপ (গোবিন্দদাস) ১৩৯খ-১৪০ক]

৮৪০. কনকলতায়ে কীয়ে বিকসল পদ্মমীনী কীয়ে মহী বিজুরী (গোবিন্দদাস) ১৪০ক]

৮৪১. ···ভীত জিনী লোভীত কানু চকোর (······) ১৪০ক]

৮৪২. সহজে অনঙ্গ ভূজঙ্গমে দংসল মঝু মন মলয় সমীর (গোবিন্দদাস) ১৪০ক-খ]

৮৪৩. মঝু মনে দংসল মদনভুজঙ্গ (······) ১৪০খ]

৮৪৪. নিরূপম হেমজোতী জিনী বরনা (গোবিন্দদাস) ১৪০খ]

৮৪৫. সুন্দরী বদনচন্দ্র হেরী ভুলল শ্যামরূ নয়ানচর্কোর (রাধাবল্লভ) ১৪০খ]

৮৪৬. রাধাবদন নিরখী রহু কান (বিদ্যাপতি) ১৪০খ-১৪১ক]

৮৪৭. দেখ রাই মাধব নিকুঞ্জমাঝারে (······) ১৪১ক]

৮৪৮. রাধা মাধব কুঞ্জে পৈঠল রতীরনরঙ্গকী শালা (গোবিন্দদাস) ১৪১ক-খ]

৮৪৯. জব ধনী কানু কয়ল তহী* কোর (গোবিন্দদাস) ১৪১খ]

৮৫০. [ন]য়ান নয়ান সরে হানই ভূজে ভূজে বন্ধন (গোবিন্দদাস) ১৪১খ]

৮৫১. কে···রী কোর। বিলসই রাই সুখে নাহী ওর (গোবিন্দদাস) ১৪১খ]

৮৫২ গৌরদেহ সুচারুবদনী শ্যামসুন্দর না হরে (ভূপতি সিংহ) ১৪১খ-১৪২ক]

৮৫৩. উদসল কুন্তলভারা। মুরতী সিঙ্গার লখীমী অবতারা (······) ১৪২ক]

৮৫৪. বিগলীত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল চাঁদে বেড়ল ঘনমালা (······) ১৪২ক]

৮৫৫. বাজে বলয়া নূপুর মনিকিঙ্কীনী (নরোত্তম) ১৪২ক]

৮৫৬. রহই রাজপথে জামীনী জাগী (গোবিন্দদাস) ১৪২ক-খ]

৮৫৭. ···নৃভিত নিকুঞ্জে দুহু* মুখ হেরী রহু ভোর (জ্ঞানদাস) ১৪২খ]

৮৫৮. রাধামাধব দুহু* তনুমিলল উপজল আনন্দ ছন্দ (গোবিন্দদাস) ১৪২খ]

৮৫৯. মদন মদালসে শ্যাম বিভোর (গোবিন্দদাস) ১৪২খ-১৪৩ক]
৮৬০. সখীগন মেলী করত কত রঙ্গ (গোবিন্দদাস) ১৪৩ক]
৮৬১. কদম্বতরুর ডাল ভূমে নাম্বিআছে ভাল ফুল ফুটিয়াছে (নরোত্তমদাস) ১৪৩ক]
৮৬২. রাইর দক্ষীন কর ধরি···মধুর মধুর চলি জায় (নরোত্তমদাস) ১৪৩ক]
৮৬৩. একে নবকুঞ্জে কুসম অতী মনহর ভ্রমরাভ্রমরীগন গান (অনন্তদাস) ১৪৩ক-খ]
৮৬৪. ···সুন্দর কি দীব তুলনা (· ····) ১৪৩খ]
৮৬৫. সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল পরিমল বকুল রসাল (অনন্তদাস) ১৪৩খ]
৮৬৬. আধনয়ানে দুহুঁ রূপ নিহারই চাহনী আধহী (বিদ্যাপতি) ১৪৩খ-১৪৪ক]
৮৬৭. ···ভোর পাঁচবান। কেলীকলা নিয়ে করত সন্ধান (নরোত্তম) ১৪৪ক]
৮৬৮. এত রে বিধী। আনী মোরে মিলাওল গোরা গুননিধী (বাসুদেব ঘোষ) ১৪৪ক]
৮৬৯. পত্রাবলীমিহ মনহ্বিদী গৌরে (সনাতন) ১৪৪ক-খ]
৮৭০. আন্ধল কুটীল অলকাকুল সম্বরী গোবিন্দদাস ১৪৪ক-খ]
৮৭১. এ ধনী ধনী কর অবধান (গোবিন্দদাস) ১৪৪খ]
৮৭২. ···রবী তুহুঁ অত এ কমল পরবন্ধ (গোবিন্দদাস) ১৪৪খ]
৮৭৩. আনন্দনীর জতনে হরি বারত অলকাতিলক নিরমাই (গোবিন্দদাস) ১৪৪ক-১৪৫ক]
৮৭৪. করতলে কুঙ্কুমে সো মুখ মাজই অলকা তিলকু লিখী ভোর (গো[বিন্দদাস]) ১৪৫ক]
৮৭৫. হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মুছই কুঙ্কুমে তনু পুন মাজী (গোবিন্দদাস) ১৪৫ক]
৮৭৬. বেস বনাই বদন পুন হেরই···বার (গোবিন্দদাস) ১৪৫ক]
৮৭৭. কিসলয়সয়নতলে কুরূ কামীনী চরনকমল বিনীবেসং (জয়দেব) ১৪৫ক-খ]
৮৭৮. কুরূ জত্নন্দন চন্দ্ররস্তীসীরতরেন করেন পয়োধরে (শ্রীজয়দেব) ১৪৫খ-১৪৬ক]
৮৭৯. দেখ সখী কানুক রঙ্গ (ঘনশ্যামদাস) ১৪৬ক]
৮৮০. মাধব হামারী বিদায় (নরোত্তমদাস) ১৪৬ক]
৮৮১. হামারী প্রাননাথ কি বলিব তোরে (জ্ঞানদাস) ১৪৬ক]
৮৮২. হামারী বচন সুন বিনোদীনী সতী (জত্নদাস) ১৪৬ক-খ]
৮৮৩. আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল (বাসুদেব ঘোষ) ১৪৬খ]
৮৮৪. বাঁকুয়া পাঁচনী···সাথে বাহীর হলো রোহীনীনন্দন (রাধাবল্লভ) ১৪৬খ]
৮৮৫. গগনে অধীক বেলা বাড়ীতে··· (শশিশেখর) ১৪৬খ-১৪৭ক]
৮৮৬. রাখালে প্রবোধ করি শ্রীদাম চলীল (জত্নাথদাস) ১৪৭ক]
৮৮৭. বলাই দারুন কথা কি আনীলী মুখে (জত্নাথ) ১৪৭ক]
৮৮৮. তুমি জাবে জদী বনে কত উঠে মোর মনে পথপানে (অনন্তদাস) ১৪৭ক-খ]

৮৮৯. চৌদিগে দিগাম্বর…হ (লোচনদাস) ১৪৭খ]
৮৯০. শ্রীদাম কহিছে বানী সুন…নিতী নিতী সভে জাই বনে (কিঙ্কর) ১৪৭খ-১৪৮ক]
৮৯১. …নিবেদন মোর এই গোপাল মায়ের পরান (অনন্তদাস) ১৪৮ক]
৮৯২. নন্দ জসোদা বনাওত বেস (গোবিন্দদাস) ১৪৮ক-খ]
৮৯৩. চুড়াটী বাঁধীয়া দিল সিখীপুচ্ছে নানা ফুল (গোবিন্দদাস) ১৪৮খ]
৮৯৪. নিতায়্যের করে ধরি কান্দে সচীদেবী (……) ১৪৮খ]
৮৯৫ সাজায়ে কৃষ্ণেরে রানী কোলে করি নিল (মোহনদাস) ১৪৮খ-১৪৯ক]
৮৯৬. ভক মনীমন্দীরে বিজুরী ঘন সঞ্চারে মেঘরুচী বসন (ঘনশ্যামদাস) ১৪৯ক]
৮৯৭. জায় পদ রহিয়ে রহিয়ে রহিয়ে…রকে আছে (জদুনন্দন) ১৪৯ক-খ]
৮৯৮. গোধন জুথে জুথে চলীল ভাণ্ডীরীপথে জাবট নিকট দিয়া জায় (রায়সেখর) ১৪৯]
৮৯৯. শ্যামঅঙ্গ…গেল আশ্চম্বিতে স্যামপানে চাহে (রায়সেখর) ১৪৯খ-১৫০ক]
৯০০. প্যেরী কহে প্রাননাথ নিবেদন তোয় (প্রেমদাস) ১৫০ক]
৯০১. দেখীয়া রাখালগন বিস্ময় হইল মন করপুটে করে নিবেদন (প্রেমানন্দ) ১৫০ক-খ]
৯০২. রজতগিরী খর্ব্ব করি গর্ব্বসম বৈভব সরদশশীদমনী সোভা (……) ১৫০খ]
৯০৩. দেখ…রা নটরায়। গজবরগতী জিনী (বাসুদেব ঘোষ) ১৫০খ]
৯০৪. গোষ্টবিজই ব্রজোরাজ কীসোর (গোবিন্দদাস) ১৫০খ-১৫১ক]
৯০৫. …আজু বিপীনে চলল কান (গোবিন্দদাস) ১৫১ক]
৯০৬. আওত রে মধুমঙ্গল ভালী (গোবিন্দদাস) ১৫১ক]
৯০৭. গোঠে গোচারই গুঢ় গোপাল (গোবিন্দদাস) ১৫১ক-খ]
৯০৮. কানুক গোষ্ঠগমন বিরহাওর ধৈরজ ধরই না পারী (গোবিন্দদাস) ১৫১খ]
৯০৯. জতনহী রাই লেই চনু মন্দিরে সখীগন ধৈরজ নাই (গোবিন্দদাস) ১৫১খ]
৯১০. জমুনা…ধীরে চলু মাধব (জগন্নাথ দাস) ১৫১খ-১৫২ক]
৯১২. কার প্রানবন্ধুয়া জায় বাহীর হৈয়া (চণ্ডীদাস) ১৫২ক]
৯১৩. কালীন্দীকিনারে শ্যাম জায় (কবিসেখর) ১৫২ক]
৯১৪. আহীর বালক চারি পাসে (বিদ্যাপতি) ১৫২ক-খ]
৯১৫. মকরকুণ্ডল মেলে কনক কেতুকী দোলে কেয়া নহে কামের (বিদ্যাপতি) ১৫২খ]
৯১৬. বড়ীমাই গো কানুরে পরান পোড়ে মোর (বংশীবদন) ১৫২খ]
৯১৭. আনহী ছল করি সুবল করে ধরি গমন করল কানাই (গোবিন্দদাস) ১৫৩ক]
৯১৮. অনুখন শ্যাম দরস বিনে সুন্দরী অন্তরে কাতর ভেল (প্রেমদাস) ১৫৩ক]
৯১৯. কানু দরস লাগী… গদগদ অন্তর কহই না পারী (প্রেমদাস) ১৫৩ক]

৯২০. জমুনাতীরে বিহরে জত্নন্দন কালীয়হ্রদে পুন গেল (প্রেমদাস) ১৫৩ক-খ]
৯২১. ...দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল হাস (প্রেমদাস) ১৫৩খ]
৯২২. ...লী রাজপথে রাই সুনাগরী নানা সুবেস করি অঙ্গে (গোবিন্দদাস) ১৫৩খ]
৯২৩. ত্রিভুবনবিজই মদনমহারাজ (গোবিন্দদাস) ১৫৩খ-১৫৪ক]
৯২৪. এহ তো বৃন্দাবন পথে (গোবিন্দদাস) ১৫৪ক]
৯২৫. আহীর রমনী জত চালাঞা বাহীর পথ (অনন্ত) ১৫৪ক]
৯২৬. সুন সুন সুজন কানাই তুমী ত নতুন দানী (গোবিন্দদাস) ১৫৫ক-খ]
৯২৭. কি করব গোরস দানে (গোবিন্দদাস) ১৫৪খ]
৯২৮. চিকুরে চোরাওসী চামর কাঁতী (গোবিন্দদাস) ১৫৪খ]
৯২৯. এই মনে মনে দানী হইয়াছে কানাই ছুঁইতে (গোবিন্দদাস) ১৫৪খ-১৫৫ক]
৯৩০. তুমি তো রাখাল আমী রাজনন্দীনী (.....) ১৫৫ক]
৯৩১. তোহারী হ্রিদয়বেনী বদরীকাশ্রম উন্নত কুচগিরীজোর (গোবিন্দদাস) ১৫৫ক]
৯৩২. না জাও না জাও রাই রসতরুমূলে (......) ১৫৫খ]
৯৩৩. কেলী করে দুহুঁ দান...মাধব নৃপমুলে (......) ১৫৫খ]
৯৩৪. মোহননিকুঞ্জবনে দুরে গেল সখীগনে (বিদ্যাপতি) ১৫৫খ-১৫৬ক]
৯৩৫. চল ব্রসোভানুর নন্দীনী (...দাস) ১৫৬ক]
৯৩৬. চলইতে গজগতী বেচনে জাহ (জ্ঞানদাস) ১৫৬ক-খ]
৯৩৭ মাধব দুরে করব আন (জ্ঞানদাস) ১৫৬ক-খ]
৯৩৮. নিতী জাহ রাই মথুরানগরে (জ্ঞানদাস) ১৫৬খ]
৯৩৯. বড়ীমাই দানী দেখী কাঁপীছে শরির (শ্যামানন্দ দাস) ১৫৬খ-১৫৭ক]
৯৪০. এড়িয়া...ধরি তোমার পায় (চণ্ডীদাস) ১৫৭ক]
৯৪১. ছুঁওনা ছুঁওনা কানাই আমরা পরের নারী (বংশীবদন) ১৫৭ক]
৯৪২. এবার পাইয়াছী নাগী কালীন্দীকীনারে (কবিসেখর) ১৫৭ক-খ]
৯৪৩. হেমঘট পাইয়া পাথারে (বিদ্যাপতি) ১৫৭খ]
৯৪৪. আজু কেনে তোমায় এমন দেখী (......) ১৫৭খ]
৯৪৫. সহজই তনু ত্রিভঙ্গ (জ্ঞানদাস) ১৫৭খ]
৯৪৬. কি লাগী আইলা দুরদেসে (জ্ঞানদাস) ১৫৭খ-১৫৮ক]
৯৪৭. পুরুবের ভাব গোরার মনেতে পড়িল (বাসুদেব ঘোষ) ১৫৮ক]
৯৪৮. খেলা রসে ছিল কানাই ব্রজোসিংসনে (জত্নাথ দাস) ১৫৮ক]
৯৪৯. ...চিত ধৈরজ নাহী মানে অমনী উঠিল রসবতী (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ১৫৮ক-খ]

৯৫০. বড়ীমাই মিছাই লোকের কথা (জ্ঞানদাস) ১৫৮খ]
৯৫১. সখীসঙ্গে চলু ব্রসোভানুনন্দীনী (জদুনাথদাস) ১৫৮খ]
৯৫২. হের কী দেখী গো বড়াই কদম্বের তলে (গোবিন্দদাস) ১৫৮খ-১৫৯ক]
৯৫৩. ···দীনী সুন মোর এক বানী ত্বরায় চলেছ কেন বাট (প্রেমদাস) ১৫৯ক]
৯৫৪. রহ রহ বলি তো বুঝায় (জদুনাথ দাস) ১৫৯ক-খ]
৯৫৫. বন্ধু তিল আধ নাহী তুহু লাজ (···) ১৫৯খ]
৯৫২. কানাই এ বুদ্ধী সিখীলে কার ঠাই (জদুনাথদাস) ১৫৯খ]
৯৫৩. ···ই মনে হাসে রসের সাগরে ভাসে (কানুদাস) ১৬০ক]
৯৫৪. আনীয়া জমুনার জল পাখালীলো পদতল মুছাইল ধড়ার আঁচলে ( ) ১৬০ক]
৯৫৫ পথ ছাড় ওহে কানাই (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ১৬০ক-খ]
৯৫৬ বিনদীনী মো বড় উদার দানী ([বং]শীবদন) ১৬০খ]
৯৫৭. হেদে গো বিনদীনী পথে কেমনে জাবে তুমী (গোবিন্দদাস) ১৬০খ]
৯৫৮. বড়াই হের রূপ দেখসীয়া (জগন্নাথ) ১৬১ক]
৯৫৯ ···লাখের পসরা তোর (বংশীবদন) ১৬১ক]
৯৬০. হেদে হে নাইয়ার পো (জগন্নাথ) ১৬১ক-খ]
৯৬১. অতী বড় ভাল নহে তোমার নৌকাখানী বুঝীয়া চাপীতে হয় (চণ্ডীদাস) ১৬১খ]
৯৬২. বিনোদ কাণ্ডারী লাখানী বায় (······) ১৬১খ]
৯৬৩. আনন্দের ভরে চাপাইয়া রাধারে পুলকে পুরিল গা (···দাস) ১৬১খ-১৬২ক]
৯৬৪. এ নব নাবীক শ্যামরূ চন্দ্র (গোবিন্দদাস) ১৬২ক]
৯৬৫. জব লহু লহু। নায়ে চড়াওল তোয় (গোবিন্দদাস) ১৬২ক]
৯৬৬. সুন লো বড়াইবুড়ী তুমী সে নাটের গুরু আনীয়া করিলা··· (বংসীদাস) ১৬২ক-খ]
৯৬৭ নীলাচলেরে কনকাঞ্চন গোরা (গোবিন্দদাস) ১৬২খ]
৯৬৮. ·· ···বিহরতী নাগর শ্যাম (গোবিন্দদাস) ১৬২খ]
৯৬৯. নটবর ভঙ্গী ফাগুরঙ্গী নাগর অভীনব নাগরী (গোবিন্দদাস) ১৬২খ-১৬৩ক]
৯৭০. মধুরিপু রভস নাপী··· গোকুল জুবতী (সনাতন) ১৬৩ক]
৯৭১. ফাগু খেলত নবনাগর····· ফাগু খেলায় (গোবিন্দদাস) ১৬৩ক]
৯৭২. বিহরতী সহ রাধীকয়া রঙ্গী (সনাতন) ১৬৩ক]
৯৭৩. কেলীরসমাধুরী ততীভী রতী মেদুরীকৃত লিখন বন্ধু (সনাতন) ১৬৩ক-খ]
৯৭৪. ···পরিতো রঞ্জনপালী (সনাতন) ১৬৩খ]
৯৭৫. ···ব কুটমল গচ্ছস মৃঞ্জল (সনাতন) ১৬৩]

৯৭৬. রাধে ভজ বৃন্দাবনরঙ্গং (···) ১৬৩খ]
৯৭৭. নবঘন কানন সোহন কুঞ্জ (গোবিন্দদাস) ১৬৩খ-১৬৪ক]
৯৭৮. আন ছলে সখীগন (প্রেমদাস) ১৬৪ক]
৯৭৯. সংকীর্ত্তনে নাচত গৌরাঙ্গ সিরোমনী (দাস বৃন্দাবন) ১৬৪ক]
৯৮০. আহীরির নাগরী চিরে ফাগুসারী (অভিরামদাস) ১৬৪ক-১৬৪খ]
৯৮১. চল চল আগ সখী বসন্তেরী বন (বংসী) ১৬৪খ]
৯৮২. বিজই শ্রীবৃন্দাবনে দোল অভীসারে (···দাস) ১৬৪খ]
৯৮৩. অপরূপ বৃন্দাবনে বসন্তবেহারে (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ১৬৪খ]
৯৮৪. ···লত নন্দদুলাল। চৌদিকে ব্রজোবধূ মধ্যে গোপাল (অনন্ত) ১৬৫ক]
৯৮৫. ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়ানগরে (বাসুদেব ঘোষ) ১৬৪খ]
৯৮৬. ব্রজ···আসী সেই স্থানে (গোবিন্দদাস) ১৬৫ক]
৯৮৭. বসন্ত···সখী বড় অপরূপ (গোবিন্দদাস) ১৬৫ক-খ]
৯৮৮. আবীর পসার রাই লইল জতনে (বংশী) ১৬৫খ-১৬৬ক]
৯৮৯. নাগর কাতর দেখী নীল বসনে ফাগু কাড়ী (রামচন্দ্র দাস) ১৬৬ক]
৯৯০. ফাগুখেলা পরিহরি (জয়ানন্দ দাস) ১৬৬ক]
৯৯১. বসাইয়া সিংহাসনে বলে রাধা সখীগনে (গোবিন্দদাস) ১৬৬ক-খ]
৯৯২. কাননে দেবতী বিন্দ্যা··· (সিখর রায়) ১৬৬খ]
৯৯৩ ···র বাসনা আনন্দে দেখিব রাধাশ্যামের (বংশী) ১৬৬খ-১৬৭ক]
৯৯৪. রাধা বৃন্দাবনে জত বনচারীগন (বংশীদাস) ১৬৬খ-১৬৭খ]
৯৯৫. ভ্রমই গহনমাঝে জুগলকীসোর (···দাস) ১৬৭ক]
৯৯৬. রাইক ঐছন দশা হেরী নায়র কাতর হই করু কোর (গোবিন্দদাস) ১৬৭ক]
৯৯৭. রতনমন্দিরে মাহা নাগর নাগরী বৈঠল সখীগনমাঝে (গোবিন্দদাস) ১৬৭খ]
৯৯৮. সখীগন মেলী করল পয়ান (গোবিন্দদাস) ১৬৭খ]
৯৯৯. রাধা সখী জলকেলী সু কুণ্ডে মধুরিপুনা (সনাতন) ১৬৭খ]
১০০০. নাহি···সখীগন রসবতী নাগর রায় (গোবিন্দদাস) ১৬৭খ-১৬৮ক]
১০০১. কেলী অবসেসে ও বরনাহ (গোবিন্দদাস) ১৬৮ক]
১০০৩. সজনী অপরূপ যুগোল কিশোর (গোবিন্দদাস) ১৬৮ক]
১০০৩. মনোহর বেস বনাওত··· (···শেখর) ১৬৮ক-খ]
১০০৫. ব্রসোভানুনন্দীনী নন্দনন্দন রতনমন্দির মাহ (গোবিন্দ) ১৬৮খ]
১০০৬. জটীলা আসীয়া এবে কহিল সভারে তবে (জদুনন্দন) ১৬৯ক]

১০০৭. …সুধামুখী সঙ্গীসঙ্গে গুরুজন সাথে (গোবিন্দদাস) ১৬৯ক]
১০০৮. নদীয়া মাঝারে হেনরূপ (…) ১৬৯খ]
১০০৯. গোবিন্দ আওত গোধন সঙ্গে (গোবিন্দদাস) ১৬৯খ]
১০১০. …ভূরূ অম্বর ঘন হাম্বারব হোই হোই রাব (সেখর) ১৬৯খ]
১০১১. ঘন ঘন শৃঙ্গ বেনু রব সুনী সুনী ব্রজোবধূ উনমত ধায় (গোবিন্দদাস) ১৬৯খ-১৭০ক]
১০১২. তরুনীলোচন তাপবিমোচন হাস সুধাঙ্কুরধারী……১৭০ক]
১০১৩. আগত বেরী নাগরমুখ হেরী অনীমীখ (গোবিন্দদাস) ১৭০ক]
১০১৪. সাঁজী…নন্দ জসোমতী আগে (গোবিন্দদাস) ১৭০ক]
১০১৫. সহচরী তুরীতহী আনীয়ে জোগাওল কানুক জো কিছু সেস (বলরামদাস) ১৭০খ]
১০১৬. জতী খনে গোরামুখ আওনু হেরী (গোবিন্দদাস) ১৭০খ]
১০১৭ ……সুতলী মদনলালসে তনু ভোর (গোবিন্দদাস) ১৭০খ]
১০১৮. সজনী প্রেমক কহউ বিশেষ (……) ১৭১]
১০১৯. শ্যামরচন্দ্র গোরী জব বৈঠল (বল্লভদাস) ১৭১ক]
১০২০. সখী হে কো কহুঁ প্রেমতরঙ্গ (গোবিন্দদাস) ১৭১ক-খ]
১০২১. …সজনী শ্যাম সুনায়র ভুলল (বল্লভদাস) ১৭১খ]
১০২২. নাগর পরমপ্রেম হেরী সুন্দরী উছলীত নয়ানক (নরোত্তম দাস) ১৭১খ]
১০২৩. অপরূপ প্রেমমুনি ভাস (…দাস) ১৭১খ-১৭২ক]
১০২৪. দেখ সখী রাধামাধব রঙ্গ (গোবিন্দদাস) ১৭২ক]
১০২৫. …নন্দা জলধী উছলে জৈছে হেরইতে চন্দ্রা (গোবিন্দদাস) ১৭২ক]
১০২৬. দুহুঁ মুখ দরসী বিহসি (গোবিন্দদাস) ১৭২ক-খ
১০২৭. কুচপর ধারন হাতবলী (হরিবল্লভ) ১৭২খ
১০২৮. জয় রে জয় রে গোরা শ্রীসচীনন্দন মঙ্গল নঠন সুঠান রে (নয়নানন্দ) ১৭২খ]
১০২৯. …মন্দ বিপীন ভরল কুসুমগন্ধঃ (……) ১৭২খ-১৭৩ক]
১০৩০. বিপীনে মিলল গোপনারী (গোবিন্দ) ১৭৩ক]
১০৩১. …মুনীগন জনু নিরমাওল রমনীমণ্ডল মাঝ (গোবিন্দদাস) ১৭৩ক-খ]
১০৩২. কালীন্দীকুলবন সুধীর সমীরন কুন্দকুমুদ অরবিন্দু বিলাস (গোবিন্দদাস) ১৭৩খ]
১০৩৩. বাজত…করতল তান করত একমেলী (……) ১৭৩খ]
১০৩৪. বৃন্দাবিপীনে বিহরে মাধব মাধবী মাধব (গোবিন্দদাস) ১৭৩খ-১৭৪ক]
১০৩৫. ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়ানগরে (বৃন্দাবন দাস) ১৭৪ক]
১০৩৬. নাচত ব্রসোভানু কুমারী (গোবিন্দদাস) ১৭৪ক]

১০৩৭. ···সঙ্গে সোহন নর্ত্তন গোকুলকামীনী (গোবিন্দদাস) ১৭৪ক-খ]

১০৩৮. একে সে···আর সে কেলীকদম্বমূল (বলরামদাস) ১৭৪খ]

১০৩৯. দেখ দেখ সখী শ্যামচাঁদ ইন্দুবদনী রাধীকে (জ্ঞানদাস) ১৭৪খ-১৭৫ক]

১০৪০. ফুটল কুসম অলীকুল মেলী (জ্ঞানদাস) ১৭৫ক]

১০৪১. ···পহীলে প্যারী পদমিনী ধনী কঙ্কনে ধরু তান (গোবিন্দদাস) ১৭৫ক]

১০৪২. নাচত নাগরী নাগর কান (শেখর) ১৭৫ক-খ]

১০৪৩. চৌদিগে বেষ্টীত গোপীমাঝে শ্যামরায় (গোবিন্দদাস) ১৭৫খ]

১০৪৪. ···জন্ত্র রসাল গাওত সখীগন দেওত তাল (গোবিন্দদাস) ১৭৫খ]

১০৪৫. ···গন সহ কৃষ্ণ। রাসরসে হইল সতৃষ্ণ (গোবিন্দদাস) ১৭৫ক]

১০৪৬. এইবার নাচ তুমী নটন···তালী দিব নাচ রাধা সঙ্গ (গোবিন্দদাস) ১৭৫খ-১৭৬ক]

১০৪৭. এহ তালে নাচ জদি ওহে··· (গোবিন্দদাস) ১৭৬ক]

১০৪৮. রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ তনু লাবন্ন্যার সনে (বিশ্বম্ভর দাস) ১৭৬ক-খ]

১০৪৯. কোমল সসীকর রম্য বনান্তর নির্ম্মীত গীতবিলাস (সনাতন) ১৭৬খ]

১০৫০. মণ্ডীত হল্লীসকমণ্ডলাং (সনাতন) ১৭৬খ]

১০৫১. অধর সুধাকন মিলিত সমীরন (ঘনশ্যাম দাস) ১৭৬খ]

১০৫২. চন্দনচর্চ্চীত নীল কলেবর পীতবসন বলমালী (জয়দেব) ১৭৬খ-১৭৭ক]

১০৫৩. গোরা মোর পতীত উদ্ধার করুনায় (বলরাম দাস) ১৭৭ক-১৭৭খ]

১০৫৪. কুসম তোড়ী দুহুঁ সেজ বিছাওল সুতল নির্ভীত নিকুঞ্জে (গোবিন্দদাস) ১৭৭খ]

১০৫৫. সুরত সমাপী···দেখে দুঁহু দুহুঁক বয়ান (নরোত্তম দাস) ১৭৭খ]

১০৫৬. ···সমরে অবস দুঁহুঁ অঙ্গ (নরোত্তম) ১৭৭খ]

১০৫৭. সখী হের দেখসীয়া রঙ্গ (···) ১৭৭খ-১৭৮ক]

১০৫৮. নিকুঞ্জভূবনে নিশী জাগরনে আলায়্যা অবস ভরে (গোবিন্দদাস) ১৭৮ক]

১০৫৯. রজনী উজাগরী রাই সুনাগরী আঁখী মিলিতে (গোবিন্দদাস) ১৭৮ক]

১০৬০. দেখ সখী গোরী সুতলী শ্যামর কোর (গোবিন্দদাস) ১৭৮খ]

১০৬১. হরি উরু উপরে সুতলী বালা (কবিসেখর) ১৭৮খ]

১০৬২. সখী হে মাধব কেলী··· (বিদ্যাপতি) ১৭৮খ]

১০৬৩. রতীরনপণ্ডীত নাগর কান (নরোত্তম দাস) ১৭৮খ-১৭৯ক]

১০৬৪. জাগী শ্যামকোরে বৈঠলী নারী (গোবিন্দদাস) ১৭৯ক]

১০৬৫. রজনী উজাগরী নাগর নাগরী (গোবিন্দদাস) ১৭৯ক]

১০৬৬. হিমকরকীরনে হাসত নলীনী (জত্নন্দন দাস) ১৭৯ক-খ]

১০৬৭ গগনহী মগন সগন রজনীকর (…) ১৭৯খ]
১০৬৮. কুসমীত কুঞ্জকুঠীর মন …নতুন কীসোর (নরোত্তমদাস) ১৭৯খ]
১০৬৯. চল…সোরী…হেরইতে হরিমুখ অলস বিলোচন (…দাস) ১৭৯খ-১৮০ক]
১০৭০. নিজ নিজ মন্দীরে জাইতে পুন পুন দু'হু… (নরোত্তম) ১৮০ক]
১০৭১. শ্যামর নাগর বরযদ কুঞ্জর তারল রসউনমাদে (বলরামদাস) ১৮০ক]
১০৭২. মিটল চন্দ্র টুটল…কুন্তলবন্ধ (বলরাম) ১৮০খ]
১০৭৩. লহু লহু ছোড়ী গোরী তনু পৈঠল (…) ১৮০খ]
১০৭৪. ঝঙ্কুরু বনভরী মধুকর মধুকরি কুজই… (বলরাম দাস) ১৮০খ-১৮১ক]
১০৭৫. জানসী কামীনী জামীনী সেস (বলরাম) ১৮০খ-১৮১ক]
১০৭৬. বিকসীত কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ (বলরাম দাস) ১৮১ক]
১০৭৭. বৃন্দাবন সুকসারী কোকীল অলিকুল মঙ্গল… (বলরাম দাস) ১৮১ক]
১০৭৮. বৃন্দা বচন…পীকু সারীক পাঁতী (বলরাম দাস) ১৮১ক-খ]
১০৭৯. …ফিরত জননী জসোমতী আওলী কুঞ্জকুঠীর (বলরাম) ১৮১খ]
১০৮০. সহচরীগন দেখী লাজে কমলমুখী (বলরাম) ১৮১খ]
১০৮১. মধুর সময় রজনী সেস (…) ১৮১খ-১৮২ক]
১০৮২. ফুয়ল কবরী ধনী বদন বেআপী (বলরাম দাস) ১৮২ক]
১০৮৩. বদন মদনসরে জরজর নখর সকতী হিয়া কোর (বলরাম) ১৮২ক]
১০৮৪. দলীত নলীনী সম বদন মলীন ছবী অধরহী খণ্ড বিখণ্ড (বলরাম দাস) ১৮২ক-খ]
১০৮৫. এ তুয়া কৈছন রীত (বলরাম দাস) ১৮২খ]
১০৮৬. জাননু কানু গোপতে পরি… (বলরাম) ১৮২খ]
১০৮৭. …কুল আরতী জলধীতরঙ্গ (বলরাম) ১৮২খ-১৮৩ক]
১০৮৮. …কাঁপই কাজরে কাঁপই কান (বলরাম) ১৮৩ক]
১০৮৯. …পঙ্কজ কুঙ্কুমে মাজই বসনহী পুলকে আগোর (বলরাম) ১৮৩ক]
১০৯০. বেস বানাই পহরী পুন সাড়ী (বলরাম দাস) ১৮৩ক-খ]
১০৯১. বিপরিত…বান্ধব কুন্তলভার (বলরাম দাস) ১৮৩খ]
১০৯২. হরি হরিসেন রহল মঝু চিতে (বলরাম) ১৮৩খ]
১০৯৩. …কল নৃপতজতমেস কুঞ্জ কুঠির (সর্ব্বানন্দ) ১৮৩খ-১৮৪ক]
১০৯৪. …দুহু ধরি। সুতীয়াছে কীসোর কীসোরী (জগন্নন্দন দাস) ১৮৪ক]

১০৯৫. আলীঙ্গনে দুহু নহে উন (সরবানন্দ) ১৮৪ক]

১০৯৬. দেখ সখী জুগল...দুহু ভেল ভোর (......) ১৮৪ক-খ]

১০৯৭. নীলকমল উতপল (সরবানন্দ) ১৮৪খ]

১০৯৮. দেখ সখী ঘুমাওল জুগলকীসোর (সরবানন্দ) ১৮৪খ]

১০৯৯ সুখের নিধান দোঁহে সুখসেজমাঝে (সরবানন্দ) ১৮৪খ-১৮৫ক]

১১০০ সারী বলে...রাধাকানু একতনু নিঁদে অগেয়ান (সরবানন্দ) ১৮৫ক]

১১০২. সারি সুক সবদে...শব্দ করে কত পরবন্ধে (সরবানন্দ) ১৮৫ক]

১১০৩. নিরপম রূপ স্বরূপ রূপ রস...অনুপ সুঠান (সরবানন্দ) ১৮৫ক-খ]

১১০৪. ...অমীয়ারঞ্জন রসকুপ (......) ১৮৫খ]

১১০৫. অকরূন পুন বাল অরূন উদিত মুদিত কুমুদ বদন (......) ১৮৫খ-১৮৬ক]

১১০৬. জনু দামীনী জলদ সলদ অঙ্গ (......) ১৮৬ক]

১১০৭. রাধীকা মুখবৃন্দ মন্দ মন্দ হাস হোয় (সরবানন্দ, ১৮৬ক]

১১০৮. সজনী ঐছন মন অনুমান (সরবানন্দ) ১৮৬ক-খ]

১১০৯. উজোর বিজুরী নবীন কীসোরী নবজলধরসঙ্গ (সরবানন্দ) ১৮৬খ]

১১১০. জাগল সিখীকুল কোকীল কলকল শবদই (সরবানন্দ) ১৮৬খ]

১১১১. বন্ধু হে রহীতে উচিত নহে আর (জগন্নাথ দাস) ১৮৬খ-১৮৭ক]

১১১২. ...মুখ হেরাহেরী কর ধরাধরি করি (সরবানন্দ) ১৮৭ক]

১১১৩. শ্রীবিশাখা শ্রীললীতা সব সখী উপনেতা (বিদ্যাপতি) ১৮৭ক]

১১১৪. গমনকী...বেরী বেরী বিনদীনী গমন সুঠান (......) ১৮৭ক-খ]

১১১৫. সেস রজনী জানী হোওব বিহান (সরবানন্দ) ১৮৭খ]

১১১৬. নায়রী গোরী সুতলী সুকুমারী (সরবানন্দ) ১৮৭খ]

১১১৭. এমতী নাগর পালঙ্ক উপর আপন সয়নঘরে (সরবানন্দ) ১৮৮ক]

১১১৮. নাচেন গৌরাঙ্গ আমার সংকীর্ত্তন মাঝে (কুঞ্জানন্দ দাস) ১৮৮ক]

১১১৯. বিপীন কাননে...বিনদ খেলা (জদুনাথ) ১৮৮ক]

১১২০. নয়ান পুতলী রাধা মোর (জদুনন্দন) ১৮৮ক-খ]

১১২১. চম্পকবরন হেরী রাধা রাধা বর করি (জদুনাথ দাস) ১৮৮খ]

১১২২. বৈস বৈস করি বসাইয়া শ্রীহরি গহন নির্জন বনে (জদুনাথ) ১৮৮খ]

১১২৩. জটীলা দেখীয়া কোপীল মনে (জদুনাথ) ১৮৮খ-১৮৯ক]

১১২৪. এসো এসো জল খাও...জানী (জদুনাথ দাস) ১৮৯ক]

১১২৫. সুন রে সুবল বলী (জদুনাথ) ১৮৯ক]

১১২৬. সুবল বলয়ে সুন ভাবনা করহ কেন (জদুনাথ) ১৮৯ক-খ]
১১২৭. সুবল কহিছে…শ্যামেরে ভেটহ জাই (জদুনাথ দাস) ১৮৯খ]
১১২৮. সুবলের বেসে…করিতে হরি (জদুনাথ দাস) ১৮৯খ-১৯০ক]
১১২৯. কহিছে ললীতা বিসাখা চিত্রা ইহাকে নাছাড় (জদুনাথ) ১৯০ক]
১১৩০. তৈখনে সহচরি সমবান চাতুরী গর্জ্জী কহত (জদুনাথ দাস) ১৯০ক-খ]
১১৩১. আগে রসবতী সুবলের বেসে (……) ১৯০খ]
১১৩২. সুন্দরী সুবদনী সহচরীগন প্রতী কহত করুনা মৃদুভাস (জদুনাথ দাস) ১৯০খ-১৯১ক]
১১৩৩. সুবলের বেস ধরী উর্দ্দেস করিতে হরি চলে রাই (জদুনাথ দাস) ১৯১ক]
১১৩৪. আদরে আগুসরী রাই হ্রিদয়ে ধরি জানু উপরে পুন রাখী (……) ১৯১ক-খ]
১১৩৫. শ্যাম কী আর বলিব আমী (চণ্ডীদাস) ১৯১খ]
১১৩৬. কানু কহে রাই কহিতে ডরাই (কান্ত) ১৯১খ-১৯২ক]
১১৩৭. ·· সুনি রাধাবিনদীনী (জ্ঞানদাস) ১৯১খ-১৯২ক]
১১৩৮. …তুয়া গুন গাইতে গাইতে (জ্ঞানদাস) ১৯২ক]
১১৩৯. সুন বিনদীনী দোসর পরানী (চৈতন্যদাস) ১৯২ক]
১১৪০. বন্ধু আর না ছাড়িব তোমা (বংশী) ১৯২ক-খ]
১১৪১. বন্ধু ছাড়ি…সেখানে হেন মোর মন করে (চণ্ডীদাস) ১৯২খ]
১১৪২. …করিনু শ্রীবৃন্দাবন তোহারী লাগীয়া (জ্ঞানদাস) ১৯২খ]
১১৪৩. তোহারী পীরিতী কি জানী ভকতী অবলা কুলের বালা (চণ্ডীদাস) ১৯২খ-১৯৩ক]
১১৪৪. তুমী আমার পরান কানাই… (গোবিন্দদাস) ১৯৩ক]
১১৪৫. কি জানী কি করে হীয়া দীন দুই চারী (…· ·) ১৯৩ক]
১১৪৬. না জা…তব ধরি দক্ষীন পয়োধর ফুরই লোরে নয়ান (গোবিন্দদাস) ১৯৩ক-খ]
১১৪৭. নামহী অক্রুর ক্রুর নাহী জা সম সোই আওল ব্রজোমাঝ (গোবিন্দদাস) ১৯৩খ]
১১৪৮. জাহে লাগী গুরু গঞ্জনে মনরঞ্জনু দুরজন কীয়ে নাহী কেন (গোবিন্দদাস) ১৯৩খ]
১১৪৯. কালী হাম কুঞ্জে কানু জব ভেট (গোবিন্দদাস) ১৯৩খ-১৯৪ক]
১১৫০. প্রাতরে দুহুঁ চলব মথুরাপুর জবহুঁ সুনল ব্রজোনারী (গোবিন্দদাস) ১৯৪ক]
১১৫১. দারুন সংসার। সুনিয়া বৈষ্ণবমুখে দেখী আঁখী (নরহরি) ১৯৪ক-খ)
১১৫২. …কবহুঁ নহ বাম। সুনইতে উলাসিত (ঘনশ্যাম দাস) ১৯৪ক-খ]
১১৫৩. …উৎপত লোরে নয়ান (ঘনশ্যাম দাস) ১৯৪খ]
১১৫৪. কানু বিরস কথী লাগী (কবি…) ১৯৪খ]
১১৫৫. কি করব কোথা জাব সোয়াস্ত না হয় (বিদ্যাপতি) ১৯৪খ-১৯৫ক]

১১৫৬. মূএগী জদী কভু অধীক আলসে সুতল ঘুমক লাগী (……) ১৯৫ক]
১১৫৭. কামীনী করি কোন বিধী নিরমাওল (গোবিন্দদাস) ১৯৫ক]
১১৫৮. মুরছীত রাই হেরী সব সখীগন হোওল (জদুনন্দন দাস) ১৯৫ক-খ]
১১৫৯. কহ সখী জীবন উপায় (বাসু) ১৯৫খ]
১১৬০. গোরা পহুঁ অদ্বৈতমন্দীর ছাড়ী চলে (বাসু) ১৯৫খ]
১১৬১. মাধব তুমী মোর…ছাড়িয়া তুমী মধুপুরে জাবে জানী (প্রেমদাস) ১৯৫খ-১৯৬ক]
১১৬২. …মঙ্গল বোলয়ে সভে দীপ উজারী (শিখর) ১৯৬ক]
১১৬৩. রোই রোই জপে গোরা কৃষ্ণ (বাসু ঘোষ) ১৯৬ক]
১১৬৪. অর্থযাতী জামীনী একান্ত (গোবিন্দদাস) ১৯৬ক]
১১৬৫. হরি নহনি…কৈছনে তেজব নবীন সুনেহ (গোবিন্দদাস) ১৯৬ক-খ]
১১৬৬. কানু নহ নিঠুর চলতো জো মধুপুর মঝু মনে (গোবিন্দদাস) ১৯৬খ]
১১৬৭. হরি কী মথুরাপুর গেল (গোবিন্দদাস) ১৯৬খ]
১১৬৮. সুনলহুঁ মাথুর চলত মুরারী (…দাস) ১৯৬খ-১৯৭ক]
১১৬৯. গোকুলে উছলল করুনা ঘোল (গোবিন্দদাস) ১৯৭ক]
১১৭০. সুনলহুঁ মাধব মাথুর গেল (……) ১৯৭ক]
১১৭১. ও মুখ নিরীখনে নিমীখ না সহই (গোবিন্দদাস) ১৯৭ক]
১১৭২. …বিদারত মনমথ বান (গোবিন্দদাস) ১৯৭ক-খ]
১১৭৩. রজনী প্রভাতে বরজ সম সাজল ([প্রে]ম দাস) ১৯৭খ]
১১৭৪. মন্দির বাহীরে আওল জসোমতী রামকৃষ্ণ করি সাথে (গোবিন্দদাস) ১৯৭খ-১৯৮ক]
১১৭৫. ক্ষেনে ক্ষেনে…রথ আগে ক্ষেনে ক্ষেনে হরিমুখ চাই (সিবা) ১৯৮ক]
১১৭৬. কোথা জাও হে পরান রাধার (শঙ্কর) ১৯৮ক]
১১৭৭ না জানীস প্রেমমর্ম্ম ব্রথা কর পরিশ্রম (অজ্ঞাত) ১৯৮ক-১৯৮খ]
১১৭৮. সকল মাহান্ত মেলী সকালে সিনান করি সভে গেলা গোরা (বাসুদেব) ১৯৮খ]
১১৭৯. …সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পুন্ন ইন্দু জন্মী কৈল জগত উজোর (……) ১৯৯ক]
১১৮০. কতনা জতন করি প্রেম বাঢ়াওল প্রেম (গোবিন্দদাস) ১৯৯ক-খ]
১১৮১. কামীনী করি কোন বিহী সিরজাওল (গোবিন্দদাস) ১৯৯খ]
১১৮২. সজনী বড় দুখ রহল মরমে (গোবিন্দদাস) ১৯৯খ]
১১৮৩. মুঞি জদী জানীতাম প্রীয়া জাইব ছাড়িয়া (…দাসীয়া) ১৯৯খ-২০০ক]
১১৮৪. জ্যাহা পহুঁ অরুন চরনে চলি জাত (……) ২০০ক]
১১৮৫. সখীজনী কহই ইহ পরলাপ (গোবিন্দদাস) ২০০ক]

১১৮৬. [...বিরলে বসিয়া একেশ্বরে (বাসুদেব) ২০৩ক-খ]
১১৮৭. প্রেমকী অঙ্কুর আতজাত ভেল না ভেল যুগল পলাসা (গোবিন্দদাস) ২০৩খ]
১১৮৮. উয়ল নব নব মেহ (গোবিন্দদাস) ২০৩খ]
১১৮৯. এ সখী কি কহব করম হামার (গোবিন্দদাস) ২০৩খ-২০১ক]
১১৯০. ...জলদ সময় পরবেস (জ্ঞানদাস) ২০১ক]
১১৯১. ডাকে ডাহুকী ঝন ঝন...ডিণ্ডীমাইত মণ্ডুকীবর (ঘনশ্যাম) ২০১ক]
১১৯২. গাবই সর মধুমাস (গোবিন্দদাস) ২০১ক-২০২ক]
১১৯৩. আঘন মাস রস সায়র নায়র মাথুর (গোবিন্দদাস) ২০২ক-খ]
১১৯৪. ...পাপী আঘন মাস (ঘন[শ্যাম]) ২০২খ-২০৩ক]
১১৯৫. গৌরাঙ্গ বিরহজ্বরে হিয়া ছটফট করে (বাসু) ২০৩খ-২০৪ক]
১১৯৬. প্রীয়া পরদেস বেস গেল দুর (জ্ঞানদাস) ২০৪ক]
১১৯৭. সে সব সেসে পহুঁ গেলা (......) ২০৪ক]
১১৯৮. মরিব মরিব সই নিশ্চয় মরিব (গোবিন্দদাস) ২০৪ক-খ]
১১৯৯. ভোখে ভাত না খায় প্রীয়া... (বলরাম দাস) ২০৪খ]
১২০০. কে মোরে মিলাইয়া দিবে সে চাঁদ বয়ান (বলরাম) ২০৪খ]
১২০১. কত দীনে ঘুচব ইহ হাহাকার... (বিদ্যাপতি) ২০৪খ-২০৫ক]
১২০২. চিরচন্দন উরে হার না দেলা (বিদ্যাপতি) ২০৫ক]
১২০৩. ...কলেবর আর কীয়ে হেরব না হেরব মো চাঁদবয়ান (বাসুদেব ঘোষ) ২০৫ক]
১২০৪. পরানপ্রীয়া মোর পরানপ্রীয়া (বিদ্যাপতি) ২০৫ক-খ]
১২০৫. হাম অবলা দুখ সহনে না জায় (বিদ্যাপতি) ২০৫খ]
১২০৬. অঙ্কুর তাপ তপনে জদী জারব কি করব বারীদ মেহে (বিদ্যাপতি) ২০৫খ]
১২০৭. জখন মাধব পয়ান করল উয়ল সে সব বোল (বিদ্যাপতি) ২০৫খ-২০৬ক]
১২০৮. ...ঘরে বৈসে গুননিধি (চম্পতিপতি) ২০৬ক]
১২০৯. কালীক অবধি করিয়া প্রীয়া গেল (বিদ্যাপতি) ২০৬ক]
১২১০. সখী হে কো কহে আওত মাধাই (গোবিন্দদাস) ২০৬ক-খ]
১২১১. হিম হীমকর তাপে তাপাওনু ভৈ গেল... (বিদ্যাপতি) ২০৬খ]
১২১২. ফুটল কুসমবন কুঞ্জকুটীর নবকোকীল পঞ্চম গাবই রে (বিদ্যাপতি) ২০৬খ]
১২১৩. কত দীন মাধব রহব মথুরাপুর কত দীন বিহী (বিদ্যাপতি) ২০৬খ-২০৭ক]
১২১৪. ...জন লেহা। একুই পরান বিহী ভীন কৈল দেহা (বিদ্যাপতি) ২০৭ক]
১২১৫. সজনী প্রিয়া মোর লক্ষ...অভাগী তারে কিয়া দীব (বিদ্যাপতি) ২০৭ক]

১২১৬. প্রীয়া…ছিনু দেহা কো পাপী তোড়ল মোর ঐছন লেহা বিদ্যাপতি) ২০৭খ]

১২১৭. আর হীয়া। বিদেসে জৌবনকালে রহল প্রীয়া (বিদ্যাপতি) ২০৭খ]

১২১৮. …ভেল মোরে নিন্দ। মদনখরসরে দেহ জরজর (বিদ্যাপতি) ২০৭খ]

১২১৯. নিকুঞ্জমন্দিরে গুঞ্জরে ভ্রমরা (বিদ্যাপতি) ২০৭খ-২০৮ক]

১২২০. …মদনা হাও হব নহ ভব এ জুবতীজনা (বিদ্যাপতি) ২০৮ক]

১২২১. হাও ধনী তাপীনী মন্দীরে একাকীনী দোসরজন নাহী সঙ্গ (বিদ্যাপতি) ২০৮ক]

১২২২. কাহারে কহিব…জত দুঃখ দিল মোরে দারুন মদন (বিদ্যাপতি) ২০৮ক-খ]

১২২৩. অবিরত বারীদ করতহী* বাদর (বিদ্যাপতি) ২০৮খ]

১২২৪. …হী ওর এ ভরা বাদর মাহ ভাদর সুন্য মন্দীর মোর (শেখর) ২০৮খ]

১২২৫. সজনী ছোড়ল…বরিখা জীউ ভেল অন্তর নাহ রহল (বিদ্যাপতি) ২০৮খ-২০৯ক]

১২২৬. আহা মরি গেলা কোথা গোরা কাঁচাসোনা (বাসু) ২০৮খ]

১২২৭. হে দেব হে দয়ীত…হে চপল হে করুনৈকসিন্ধু (অজ্ঞাত) ২০৯ক]

১২২৮. …প্রান আমী তো পাসরিতে নারী (নরোত্তম দাস) ২০৯ক]

১২২৯. কমলদল আঁখী রে কমলদল আঁখী (নরোত্তম) ২০৯ক]

১২৩০. তোমা না দেখীয়া শ্যাম মনে বড় তাপ (নরোত্তম দাস) ২০৯খ]

১২৩১ কোথা কৃষ্ণ…ঝারে থোব নিরখীব ও চাঁদবদন (নরোত্তম দাস) ২০৯খ]

১২৩২. …কা দেই সম্বাদ তোয়। তুহুঁ* আওব জব (চম্পতিপতি) ২১০ক]

১২৩৩. ওহে ওহে প্রানকানু তুহুঁ* গুনবান (বিদ্যাপতি) ২১০ক]

১২৩৪. কো জাব মথুরাপুরি কার লাগী পাব (বিদ্যাপতি) ২১০ক]

১২৩৫. কানুকে কহিও…কি লাগী ছাড়ীল প্রীয়া পুরব পীরিতী (বিদ্যাপতি) ২১০ক-খ]

১২৩৬. অগোর চন্দ্রন তনু অনুলেপন কো কহ শ্রীতল চন্দ্র (বিদ্যাপতি) ২১০খ]

১২৩৭. সই কহবী কানুক পায় (চণ্ডীদাস) ২১০খ]

১২৩৮. বন্ধুরে কহিবে মোর কথা (জ্ঞানদাস) ২১০খ-২১১ক]

১২৪০. •••রা মুখ না সুনিব বানী (বাসুদেব ঘোষ) ২১১ক]

১২৪১. কাহারে কহিব দুখ বিরহবেদন (গোবিন্দদাস) ২১১ক]

১২৪২. সমন উরূ রমন মোহে ভূলল রে (•••) ২১১ক-খ]

১২৪৩. …সুলসম হার ভরভার রে (শেখর) ২১১-খ]

১২৪৪. …দেখী সঙ্গসুখলালসে কমলকুল ধরমগন নাস (•••) ২১১খ-২১২ক]

১২৪৫. কত কত সখী ঝাঁকসী মোহে বিরহে ভৈ গেল ভীতা (বিদ্যাপতি) ২১২ক]

১২৪৬. বিরহ আনলে জদী দেহ উপেখবী (•••)২১২ক]

১২৪৬. জদী প্রীয়া না আইল (বড়ু চণ্ডীদাস) ২১২ক-খ]
১২৪৭. তুহু* কুলবতী ব্রজোমাহ (…দাস) ২১২খ]
১২৪৮. কী করবী দস দীন দুখ লল্লাটহী* (চন্দ্রশেখর) ২১২খ]
১২৪৯. নিঠুর কালীয়া আসীব বলিয়া বড় মনে আসা ছিল (ধনঞ্জয় দাস) ২১২খ]
১২৫০. জাহ সহচরি মথুরা…সুন (ধনঞ্জয় দাস) ২১২খ-২১৩ক]
১২৫১. রাইর দসমী…শ্যামের পাস (জদুনাথ দাস) ২১৩ক]
১২৫২. কানু পুছত ব্রজকী…জসোমতী (গোবিন্দদাস) ২১৩ক]
১২৫৩. পাহী…কী না হৈল নদিয়ানগরে (বাসুঘোষ) ২১৩ক-খ]
১২৫৪. তুহু*…মথুরাপুরী নগর নাগরী হেরী ভোরী (গোবিন্দদাস) ২১৩খ]
১২৫৫. নীরস সরসীজ ঝামরু…চমকীত নয়না (…) ২১৩খ]
১২৫৬. সুন মাধব ও অতী সুন্দরী বালা (গোবিন্দদাস) ২১৩খ-২১৪ক]
১২৫৭. মাধব বিরহে মুরছী নবনারী (গোবিন্দদাস) ২১৪ক]
১২৫৮. নিজুকুল…সোপল তোয়। তুহু* গগন পরসাই (ঘনশ্যাম দাস) ২১৪ক]
১২৫৯. একে বিরহানল সহজে…সময় বসও (ঘনশ্যামদাস) ২১৪ক]
১২৬০. অসীত পঙ্কসসী জেন দিনে দিনে দেখী (বলরাম দাস) ২১৪ক-খ]
১২৬১. অসীত পঙ্কসসী জেন দিনে দিনে দেখী (গোবিন্দদাস) ২১৪খ]
১২৬২. …কুর্ব্বতী কীল কোকীল কুল উজ্জ্বল কলনাদং (সনাতন) ২১৪খ]
১২৬৩. হরি হরি গোরা কোথা গেল (বাসু ঘোষ) ২১৪খ]
১২৬৪. পেখনু গোকুল রসবতী বেয়াকুল (ঘনশ্যাম দাস) ২১৪খ-২১৫ক]
১২৬৫ লোচনলোর…তল গেল (ঘনশ্যাম দাস) ২১৫ক]
১২৬৬. …উপহার কয়ল জব সুন্দরী তনুমন দুহু* (ঘনশ্যাম দাস) ২১৫ক]
১২৬৭. তরুন অরুন সিন্দুরবরন নীল গগন হেরি (গোবিন্দদাস) ২১৫ক-খ]
১২৬৮. ঘুমে…। বুড়সে আলীঙ্গসী করি কত ছন্দ (গোবিন্দদাস) ২১৫খ]
১২৬৯. সুন সুন শ্যামর চন্দ্র (গোবিন্দদাস) ২১৫খ]
১২৭০. মুরছীত জব রহু নারী (গোবিন্দদাস) ২১৬ক]
১২৭১. সুনহ মাধব নিরদয় হৃদয় (গোবিন্দদাস, রায় বসন্ত) ২১৬ক]
১২৭২. …ছাড়ী গেল গোরা নটরায় (বাসুঘোষ) ২১৬ক]
১২৭৩. নিসী দিসী জাগরী মধুপুর নাগরী বেস পসাহন অঙ্গে (গোবিন্দদাস) ২১৬ক]
১২৭৪. তুহু* রহু* নিকরুন মধুপুর মাহ (গোবিন্দদাস) ২১৬ক-খ]
১২৭৫. সোচির বিরহজর খীন কলেবর বিগলীত ভূসন বেস (ঘনশ্যাম দাস) ২১৬খ]

১২৭৬. করতলে চাঁদবদনে রহু" (গোবিন্দদাস) ২১৬খ]
১২৭৭. তুয়া পথ জোই রোই দিন জামীনী অতি দুর বিভেলী (গোবিন্দদাস) ২১৬খ-২১৭ক]
১২৭৮. অঙ্গে অনঙ্গজর মরমে বিসম সর কণ্ঠহী জীবন জারা (গোবিন্দদাস) ২১৭ক]
১২৭৯. ...ল রহু" হিমকর জলদে বিজুরী রহু" স্থিরে (গোবিন্দদাস) ২১৭ক]
১২৮০. ভাল ভেল মাধব তুহু" রহু" দূর (অজ্ঞাত) ২১৭ক-খ]
১২৮১ কুল মরিজাদ হরল পরিবাদহী" তুহু" মন হরি রহু" দূর (ঘনশ্যাম) ২১৭খ]
১২৮২. কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল... (গোবিন্দদাস) ২১৭খ]
১২৮৩. মিলল পঠ...হব রাইক লেহা (গোবিন্দদাস) ২১৭খ-২১৮ক]
১২৮৪. কাঁচা সে সোনার তনু ডগমগী অঙ্গ ([বাসু] ঘোষ) ২১৮ক]
১২৮৫. কাঁচা কাঞ্চনকান্তী কমল (...) ২১৮ক]
১২৮৬. খীতীতলে সুতলী বালা খণ্ডীত মোতীম মালা (গোবিন্দদাস) ২১৮ক]
১২৮৭. ...গৃহপতী গরজন থোর (গোবিন্দদাস) ২১৮খ]
১২৮৮. ঘনশ্যামর তনু তুহু" কিয়ে ভোরী (গোবিন্দদাস) ২১৮খ]
১২৮৯. চিত অতী চপল পীরিতী গতী ভোয়ী (গোবিন্দদাস) ২১৮খ]
১২৯০. ছোড়ল সুখময় কুসুম সয়ান (গোবিন্দদাস) ২১৮খ-২১৯ক]
১২৯১. জোজত পন্থ নয়ানে ঝরে নীর (...) ২১৯ক]
১২৯২. ঝরঝর জলধরধার (গোবিন্দদাস) ২১৯ক]
১২৯৩. টারল...টায়ত অব ধনী সময় বসন্ত ([গোবিন্দদা]স) ২১৯ক-খ]
১২৯৪. তাপীনী তীর তরুতল ([গোবিন্দ]দাস) ২১৯খ]
১২৯৫. থীর বিজুরী সম বালা (...) ২১৯খ]
১২৯৬. দারু দারুন দৈব চুরগত দলহ্ দোলত হিউ (গোবিন্দদাস) ২১৯খ]
১২৯৭. ধৈরজ না রহ সুখময় পরিজঙ্ক (গোবিন্দদাস) ২২০ক]
১২৯৮. নন্দনন্দন মিচয়ে (গোবি[ন্দদাস]) ২২০ক]
১২৯৯. পরখী পেখনু পুরুস উত্তম (গোবিন্দদাস) ২২০ক]
১৩০০. ফাল্গুনে গনইতে গুনগন তোর (গোবিন্দদাস) ২২০ক-খ]
১৩০১. বাসীদ বিসদ বাসগৃহে...নু রহই (গোবিন্দদাস) ২২০খ]
১৩০২. ভ্রমই ভবন বনে জনু অগীরান (গোবিন্দদাস) ২২০খ]
১৩০৩. মদনমোহন মুরতী... রে তোই (গোবিন্দদাস) ২২০খ-২২১ক]
১৩০৪. ...রঙ্গীনী সঙ্গে রঙ্গে মন মোহি (......) ২২১ক]
১৩০৫. মুনীক পুতলী সম বালা (গোবিন্দদাস) ২২১ক]

১৩০৬. …সীত সমাপন সুন্দরী সোহন সুরত সন্দেস (গোবিন্দদাস) ২২১ক]

১৩০৭. হীরন হার হ্রিদয়ে নাহী ধরই (গোবিন্দদাস) ২২১ক-খ]

১৩০৮. সুমধুর মধুকর কোকীল কলরব সো ভেল শ্রবন সেল (বলরাম) ২২১খ]

১৩০৯. কতহু* বেরী বেরী সেজ বিরচই সরস (বলরাম) ২২১খ-২২২ক]

১৩১০. সকতী খীন অতী উঠই না পারই কাতরে (মাধব ঘোষ) ২২২ক]

১৩১১. কুঞ্জভুবনে ধনী তুয়া…ভেল (মাধব ঘোষ) ২২২ক]

১৩১২. …বিদগদরাজ ধনী জদী দেখবী না সহে (নরোত্তম দাস) ২২২ক]

১৩১৩. কি কহব রাধার কি বোলব লাজে (বিদ্যাপতি) ২২২ক-খ]

১৩১৪. কিশলয় সয়ন আগী করি মানই সখীগন নারে বুঝাই (বিদ্যাপতি) ২২২খ]

১৩১৫. কি ছার পীরিতী কৈলে জীয়ন্তে (গুপ্ত) ২২২খ-২২৩ক]

১৩১৬. সুন সুন ..অবধান তুয়া বিনু রজনী দিবস নাহী জান (বলরাম) ২২৩ক]

১৩১৭. …বোধব রাধা। হা হরি হা হরি করতহী* (বিদ্যাপতি) ২২৩ক]

১৩১৮. সখীগন কন্দরে থুই কলেবর ঘর সঞে বাহীর হোয় (বিদ্যাপতি) ২২৩ক-খ]

১৩১৯. মাধব কঠিন হ্রিদয় পরবাসী (বিদ্যাপতি) ২২৩খ]

১৩২০ মাধব হেরী জে আওহ রাই (বিদ্যাপতি) ২২৩খ]

১৩২১ কি কহব মাধব বেদন তোয় (বিদ্যাপতি) ২২৩খ-২২৪ক]

১৩২২. লোচননীর তটী নিরমান (বিদ্যাপতি) ২২৪ক]

১৩২৩. …মীত কানন হেরী কমলমুখী মুদী রহে এ দুই নয়ান (বিদ্যাপতি) ২২৪ক]

১৩২৪. নিজ করপল্ল'ব অঙ্গে না পরসই সঙ্কই পঙ্কজ (কবিশেখর) ২২৪ক]

১৩২৫ সুনহ এক অবধান মাধব গহনে (কবিশেখর) ২২৪খ]

১৩২৬. …অবকী জীবই বরনারী (জানকীবল্লভ) ২২৪খ]

১৩২৭. …তুয়া গুনে লুবধ মগধী ভেল সোয় (বিদ্যাপতি) ২২৪খ-২২৫ক]

১৩২৮. মাধব জাই পেখনু বালা (…) ২২৫ক]

১৩২৯. মাধব অবলা পেখনু মতীহীনা (বিদ্যাপতি) ২২৫ক]

১৩৩০. নদী বহে নয়নক নীরে (নৃপতি সিংহ) ২২৫ক]

১৩৩১. হীমকর হেরী কাপয়ে ঘন ঘন অনুখন ঝুরয়ে নয়ান (বিদ্যাপতি) ২২৫ক-খ]

১৩৩২. চাঁদক সসীমুখী মুখরুচী সোপলী হরিনীলোচন (বিদ্যাপতি) ২২৫খ]

১৩৩৩. কি কহব মাধব পা…তল গেও সোল (বিদ্যাপতি) ২২৫খ]

১৩৩৪. সুন সুন মাধব কি কহব আন (বিদ্যাপতি) ২২৫খ-২২৬ক]

১৩৩৫. মাধব এত দুর তোহে না জুয়ায় (শঙ্কর) ২২৬ক]

১৩৩৬. ...ঙ্কীনী কুণ্ডল মঞ্জীর আদনী সব আনী (গোবিন্দদাস) ২২৬ক]

১৩৩৭. অঙ্গে অনঙ্গজর মরমে বিসমসর কণ্ঠহী জীবন জারা (গোবিন্দদাস) ২২৬ক-খ]

১৩৩৮. অসনী কহত হীত সনীপর হসীরিস (ভূপতি সিংহ) ২২৬ক-খ]

১৩৩৯. কি দোসে ছাড়িলে...ত্রিভুবনে নাহিক তুলনা (জগন্নাথ দাস) ২২৬খ]

১৩৪০. ...জানীনু তোমা। দু আঁখী থাকিতে নয়ান আঁন্ধুয়া (ধনঞ্জয়) ২২৬খ]

১৩৪১. ধিক ধিক ওহে নিঠুর কালীয়া (......) ২২৬খ-২২৭ক]

১৩৪২. ধিক ধিক তোরে নিলজ শ্যাম...মোর (ধনঞ্জয়) ২২৭ক]

১৩৪৩. চল চল চল বলী ছলছল লোচন গলে অম্বর করজোরী (গোবিন্দদাস) ২২৭খ]

১৩৪৪. রাইএর দশমীদসা দেখী জীবনের আসা (......) ২২৭খ]

১৩৪৫. কানুক বিরহে চলল কুলকামীনী কালীন্দী কুঞ্জকুঠীর (গোবিন্দদাস) ২২৭খ-২২৮ক]

১৩৪৬. সব সখী ঠাঞী। কেনে খোয়াওবী এ দেহ রাই (বিদ্যাপতি) ২২৮ক]

১৩৪৭. পুরাওল প্রেম সুখসম্পদ হে ছোড়ী বরজ নাহী জান (নীলাম্বর দাস) ২২৮ক]

১৩৪৮. চল চল মাধব মোহে সঙ্গে করি কুবুজীনী সুন্দরী পাস (গোবিন্দদাস) ২২৮ক-খ]

১৩৪৯. বররামা সো প্রীয়ে বিস্মর না জায় (.....) ২২৮খ]

১৩৫০. সুন বরনাগর রাধার অন্তর তুয়া বিনে... (গোবিন্দদাস) ২২৮খ-২২৯ক]

১৩৫১. রাইতনু পীরিতীভাণ্ডার (গোবিন্দ) ২২৯ক]

১৩৫২. কি কহব গোরা...বসীয়া (বিদ্যাপতি) ২২৯ক-খ]

১৩৫৩. ব্রজেশ্বর ব্রজে চল দীন দুইর মত (......) ২২৯খ]

১৩৫৪. রামা হে সপতী করহুঁ তোর (বিদ্যাপতি) ২২৯ক]

১৩৫৫. রামা সোক বিস্মর না জাই (বিদ্যাপতি) ২২৯খ-২৩০ক]

১৩৫৬. তিল এক নয়নআড়ে জীউ নাহী (কবিশেখর) ২৩০ক]

১৩৫৭. ...দুহুঁ মিলন নবনব লেহ (গোবিন্দদাস) ২৩০ক]

১৩৫৮. মধুর বচন সুনী কানু আসোয়াস (গোবিন্দদাস) ২৩০ক]

১৩৫৯. এক দীবস হাম মথুরা সোমাগম পহুঁহী দরসন ভেল (গোবিন্দদাস) ২৩০খ]

১৩৬০. রাধানাম আধ সুনি চমকই ধরই না পারই (গোবিন্দদাস) ২৩০খ]

১৩৬১. হিয়া বিরহানলে জলত নিরন্তর লখই না পারই কোই (ঘনশ্যাম দাস) ২৩০খ]

১৩৬২. শ্যামর গুন গহ বিনা নাহী জগমহ বিহী করি (ঘনশ্যাম) ২৩০খ-২৩১ক]

১৩৬৩. দুতিমুখে সুনী বিদগদ বানী রাধার দারুন পন (দ্বিজ মনোহর) ২৩১ক]

১৩৬৪. সহচরী সঙ্গে চলিল নাগর প্রেবেসে (চৈতন্য) ২৩১ক]

১৩৬৫. শ্যাম সুনাগর ধরি সখীকর প্রবেশে নিকুঞ্জমাঝ (চৈতন্য) ২৩১ক-খ]

১৩৬৬. মথুরানগরে ছিলে কার ঘরে প্রানবন্ধুয়া মোর (দীন চৈতন্য) ২৩১খ]

১৩৬৭. কত দিনে দেখীব গোরাচাঁদের··· (বাসু ঘোষ) ২৩১খ]

১৩৬৮. আজু হাম সপনে সম্মুখে এক মুনিবর হেরি (ঘনশ্যাম দাস) ২৩১খ-২৩২ক]

১৩৬৯. প্রথম পহরে কাক কলকলী আহার বাটীয়া খায় (গোবিন্দদাস) ২৩২ক]

১৩৭০. আজু পরভাতে···আহার বাটীয়া খায় (গোবিন্দদাস) ২৩২ক]

১৩৭১. সজনী কুদীন সুদীন ভেল (চণ্ডীদাস) ২৩২ক-খ]

১৩৭২. আজু শুভদীন ভেলা (জ্ঞানদাস) ২৩২খ]

১৩৭৩. আজু সচী···খিরচিত না বুঝিয়ে কৈছন ভাব (নরোত্তম দাস) ২৩২খ]

১৩৭৪. হরি জব আওব গোকুলপুর (বিদ্যাপতি) ২৩২খ-২৩৩ক]

১৩৭৫. অঙ্গনে আওব জব রসীয়া (বিদ্যাপতি) ২৩৩ক]

১৩৭৬ হামারী মন্দীরে জব আওব কান (বিদ্যাপতি) ২৩৩ক]

১৩৭৭. গৌরাঙ্গ দেখিয়া জুড়াইল হিয়া অমীয়া সিঞ্চীল গায় (বাসু ঘোষ) ২৩৩ক-খ]

১৩৭৮. নাগরীর সেস দসা সুনী নাগর ছলছল লোচনপানী (অজ্ঞাত) ২৩৩খ]

১৩৭৯. চলীল রসীকরাজ রাই দেখিবারে (নরোত্তম দাস) ২৩৩খ]

১৩৮০. পহীলহী সমাগম চির অনুরাগী (শ্রীবাস) ২৩৩খ]

১৩৮১. মাধব আজু মোর সুভদীন ভেল (গোবিন্দদাস) ২৩৩খ-২৩৪ক]

১৩৮২. অধরসুধারস লুবধক মানস তনু পরিজন চাহ (ঘনশ্যাম দাস) ২৩৪ক]

১৩৮৩ ঝাঁপল কনয় ধরাধর দামীনী ভামীনী জলদে আগোর (ঘনশ্যাম দাস) ২৩৪ক]

১৩৮৪. দুতীমুখে শুনইতে ঐছন ভাস (শ্রীবাস) ২৩৪ক-খ]

১৩৮৫. আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহাওনু পেখনু প্রীয়ামুখচন্দ্রা (বিদ্যাপতি) ২৩৪খ]

১৩৮৬. কি কহব রে সখী আনন্দ কী ওর (বিদ্যাপতি) ২৩৪খ]

১৩৮৭. ওহে বন্ধু আইস আইস আধ আঁচরে (চণ্ডীদাস) ২৩৪খ]

১৩৮৮. বধোঁ আর কী ছাড়িয়া দিব (জ্ঞানদাস) ২৩৪খ-২৩৫ক]

১৩৮৯ আজু সফল ভেল আঁখী (বিদ্যাপতি) ২৩৫ক]

১৩৯০. তুমি মোর নিধী রাই তুমী মোর নিধী (বলরাম দাস) ২৩৫ক-খ]

১৩৯১. এ ধনী তোরে কহ চিরদীন দুখ (প্রেমদাস) ২৩৫খ]

১৩৯২. দুহুঁ দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর (প্রেমদাস) ২৩৫খ]

১৩৯৩. দুহুঁ ভেল দরসন দোহাঁ করে ধরি (অজ্ঞাত) ২৩৫খ]

১৩৯৪. বাহুল রতীরন বৈঠল দুহুঁ জন মোহয়ে আনন্দচন্দ্র (গোবিন্দদাস) ২৩৫খ-২৩৬ক]

১৩৯৫. রাই পীরিতী সুনী নাগর মনে গনী ছলছল লোচনপানী (বলরাম দাস) ২৩৬ক]

১৩৯৬. দুতীমুখে সুনইতে নাগর কান (কবিশেখর) ২৩৬ক]

১৩৯৭. দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর (নরোত্তম দাস) ২৩৬ক]

১৩৯৮. আর দুরদেসে হাঙ প্রীয়া না পাঠাঙ (বিদ্যাপতি) ২৩৬খ]

১৩৯৯. কি দিব কি দিব বলী মনে করি আমী (জ্ঞানদাস) ২৩৬খ]

১৪০০. সুন্দরী তুমী মোর ··· পরানী (প্রেমদাস) ২৩৬খ]

১৪০১. শ্যামক সয়ন সমীপ···চলইতে সুমধুর মঞ্জরী বাজ (কমল) ২৩৬খ-২৩৭ক]

১৪০২. নিকুঞ্জের গুঞ্জরে অলী (গোবিন্দদাস) ২৩৭ক]

১৪০৩. পেখনু রে সখী জুগল কীসোর (গোবিন্দদাস) ২৩৭ক]

১৪০৪. সুরম্য নর্ম্মনির্জ্জন বনে (গোবিন্দদাস) ২৩৭ক]

১৪০৫. রাই বিপদ সুনী বিদগদ শিরোমনি পুছই গদ গদ ভাসা (নরহরি) ২৩৭খ]

১৪০৬. মথুরা হরি করি পথচাতুরী আওল নিরজন কুঞ্জে (গোবিন্দদাস) ২৩৭খ]

১৪০৭. অধর সুধারসে লুবধক মানস তনু পরিরম্ভন চাহ (গোবিন্দদাস) ২৩৭খ-২৩৮ক]

১৪০৮. চিরদীনে মীলন হোয়ল জব নিধুবনে (গোবিন্দদাস) ২৩৮ক]

১৪০৯. দারুন বসন্ত জত দুখ [দেল] মুখ হেরইতে (বিদ্যাপতি) ২৩৮ক]

১৪১০. নন্দের নন্দন চতুর কান (বড়ু চণ্ডীদাস) ২৩৮ক-খ]

১৪১১. রাজপুরাদ্গোকুলমুপজাতং (সনাতন) ২৩৮খ]

১৪১২. কানুক সংবাদ পাই বররঙ্গীনী বিহরল সাজনী সাজ (গোবিন্দদাস) ২৩৮খ]

১৪১৩. নব জোবনী ধনী জগজিনী মাবনী (গোবিন্দদাস) ২৩৮খ]

১৪১৪. নপুর কলরব সুনইতে চমকীত (গোবিন্দদাস) ২৩৯ক]

১৪১৫. আদরে আগুসরী রাই হৃদয়ে ধরি জানু উপরে (গোবিন্দদাস) ২৩৯ক]

১৪১৬. শ্যামর কোরে জবহু ধনী সোপলী মদন লালসে দুহুঁ ভোর (গোবিন্দদাস) ২৩৯ক]

১৪১৭. চিরদিনে সো বিহী ভেল অনুকুল (বিদ্যাপতি) ২৩৯ক খ]

১৪১৮. একে নব কুঞ্জ কুসুম অতি মনোহর (······) ২৩৯খ]

১৪১৯. সরস বসন্তে সুধাকর নিরমল পরিমল বকুল রসাল ([অা]নন্তদাস) ২৩৯খ]

১৪২০. আধ নয়ানে দুহুঁ ঝাঁপ নেহারই (জ্ঞানদাস) ২৩৯খ-২৪০ক]

১৪২১. দহুঁ রূপ হেরী পাঁচবান (নরোত্তম দাস) ২৪০ক]

১৪২২. দেখ সখী জুগলকীসোর (গোবিন্দদাস) ২৪০ক]

১৪২৩. মলয়জ মিলীত জমুনাজল সুসীতল বংশীবট নিরমান (রামানন্দ) ১৪০ক]

১৪২৪. রতীরস ক্রমে ঢুলে (নরোত্তম দাস) ২৪০ক-খ]

১৪২৫. সুরত সমাধী সুতল বরনাগর পানী পয়োধরে আপী (গোবিন্দদাস) ২৪০খ]

১৪২৬. রতীরন পণ্ডীত নাগর কান (নরোত্তম) ২৪০খ]

১৪২৭ দেখ সখী গোরী সুতলী স্যামকোর (অজ্ঞাত) ২৪০খ]

[অতঃপর পুঁথি খণ্ডিত]

৪৪ পদাবলী

রচয়িতা : শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর প্র.

পুঁথিসংখ্যা ১৫৬৮। পত্রসংখ্যা ৩। অখণ্ডিত। আকার ১৪"×৪½"। লিপিকাল আ ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণবপদাবলী। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১ক সকল মাহান্তকে কহে গদাধর দাস। গৌরাঙ্গচাঁদের ‥ বাস॥
চন্দন কুসুম মাল্য আনিল কস্তুরী। ফুলেল গোলাপ মকরন্দ মানি ধরি॥
রবাব পাখোয়াজ ডম্ফ লইয়া মৃদঙ্গ। চাচরি লইয়া চলে সকল মাহান্ত॥
বসন্ত রাগেতে গান করি উচ্চস্বরে। উপনীত হইল সভে গৌরাঙ্গের ঘরে॥
ভক্তগনে গৌরচন্দ্র করিল আদর। দূরে থাকি হেরি কান্দে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥

[১খ বৃকভানুনন্দিনি ভাবে মনে মনে। চাচরি খেলিব স্যামবধূয়ার সনে॥
……সখীগনে রাই কহে বারেবারে। না দেখীয় কালারূপ কেনে আছ ঘরে॥
বিনদিনি কহে ললিতার হাথে ধরি। চল গো স্যামের সঙ্গে খেলিব চাচরি॥
কুলে শীলে কি করিবেক জাতিবন্ধুজনে। দেখীলে স্যামরূপ মরিব পরানে।
বুঝিতে না পারি মোরা সহোজে অবলা। বিধাতা করিল তাহে কুলনারি বালা॥
নবিন কিসোরির বাক্য স্তুনি সখীগনে। খেলিব চাচরি চল নাগরের সনে॥
স্রেত শুনি ভাসে রাই প্রেমের তরঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বলে মরে নিয় সঙ্গে॥

রচয়িতা ঃ নীলাম্বর, চন্দ্রশেখর

পুঁথিসংখ্যা ১৭৫১। পত্রসংখ্যা ৬। খণ্ডিত। আকার ১২"×৪½"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণবপদাবলী। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[২ক……গরবিনি গো হাম গরবিনি। মৃত্ত্ব বিনে সে জপ রসনা জানি॥
সো সব ধুলহি ধুসরি। ছিনু জছু গরবিনি সো বিছুরি॥
অঞ্জনে রঞ্জিত নাহ করে। অবসে নঅন মোঝু সদত ঝরে॥
পিউমুখে মোঝু মুখ রহতহি জোই। অব অবনতমুখ করতলে গোই॥
সুবদনে চুম্বইনে অধরে সুচার। চিন্তা চুম্বই অব……॥
পিউ উরে চন্দন কুমকুম দেল। অবসে অঙ্গনে মোঝু দিন গনি গেল॥
গগনে চড়াই গিরাঅ নিহাঅ। নীলাম্বর মোঝু জিবন উপাঅ॥৩॥

মোঝু মনে হোঅত আঅব পিউ পুন ব্রজজন লেহ না স্থোর।
কি জানি কি বিঘটনে হরি মোধুপুরে রহু* মরমে মরমে লোহু* ভোর॥
সো মঝু নাগর রূপগুন আগর নিজ সম বিনু নাহি ভুল।
পুরনারীগন অনুমানে জানলু* কুবুজাসুন্দরি মুল॥
অকুরক গুন নঅনে সভে দেখনি উহপুর মাহ সুজান।
মাত তাত গুন গোপমুখে সুনলু* তনএ করল পরনাম॥
উদ্ধব সুন্দর মোধুপুর মাহরি উমত জোগ ২ক] [২খ রহি দুর।
সো হরি সংঙ্গে রঙ্গে এক নাএক রহইল্যা পারই পুর॥
দেখবিআ অব চন্দবদন পিউ গোকুলে বাড়ব রঙ্গ।
নিলাম্বর কহে স্যামচন্দপোরি রহি গেল কুবরি কলঙ্ক॥৪॥

… … … … … … … …

[৪খ আয়ল মধুপুরতি ব্রজমোহন জোই কহব ইহ বাত।
অম্বর রতন ভুসন সহ গুন পুন তাহে করব পরসাদ॥

হরি হরি মঝু দুরদিন কি জাব।
সব ইন্দ্রিয়গন তিরপিত হোয়ব পুন কিএ প্রিয়তম দরসন পাব॥
ব্রজপুরলোক সে কি সব বিছুরব যুনিতে সুধাময় বাত
সিত জেন জিবন পাই পুন ধায়ব হেরব আনদ গাত॥ ৪খ]
[৫ক নন্দরাজ নিজ তনয় বদন হেরি আনদ হোয়ব চিত।
আঁচরে অঙ্গ মুছি মুখ চুম্বব গুনিজন গায়ব মঙ্গল গীত॥
আরতি সাজি রানি বাহি জায়ব পুরজন ধাঅব সঙ্গে।
নিমঞ্চন করি করে ধরিআ নব নিমজব রঙ্গতরঙ্গে॥
দাম সিদাম সুবল মধুমঙ্গল সকল সখাগন মেল।
সিঙ্গাবেনু রঙ্গ মুরুলিরব ধরবি পুরুব সম কেল॥
ধেনুগন উচ্ছপুচ্ছ করি সিরপরি হাম্বারব করি নিরখব মুখ।
খগ মৃগ সাখি লতাগন উলসব সবহিক মিটব চিরদিন দুখ॥
ললিতা আদি সকল সহচরি লই বৈঠব প্রিয়তম সঙ্গ।
চন্দ্রসেখর কব ব্রজপুর পায়ব হেরব দুহু মুখ পুলকিত অঙ্গ॥১১॥

৪৬ পদাবলী

রচয়িতা ঃ নীলকণ্ঠ

পুঁথিসংখ্যা ১৭৫২। পত্রসংখ্যা ৩। অখণ্ডিত। আকার ১৮"×৩½"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণবপদাবলী। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১ক ৭* শ্রীহরিঃ॥ পূর্ব্বরাগ॥
পুজিতে ভানু বৃখভানুক নন্দিনি কুসুম উঠাইতে চলনা।
মনসুখে ভ্রমন করত ধনি সব বন সঙ্গে বিসাখিকা সরনা॥
সুকুসুম কুঞ্জে পুঞ্জ গুঞ্জাফল ধনি মনরঞ্জন তায়।
নাগরি রঙ্গিনি বঙ্ক নেহারয়ি সখি পরে কহত উচায়॥

ইসত হাসি তব কহতহি সহচরি না জাইহ কুঞ্জকুটিরে।
অঞ্জন কুমন বরন এক দেববর অনুখন ফিরত অথিরে ॥
মুগধিনি বেরি বেরি বারহু তোয়। ধ্রু ॥
অভিরূপ হেরি আর্কসবে তোহে ছুটাইলা পারব কোএ ॥
মুগধিনি কহত কি নাম কহ না মোহে সহচরি কহত শ্রীকৃষ্ণ।
সুনইতে সকল ইন্দ্রগন ডুবল বাড়ল দরস সতৃষ্ণ ॥
কি গো কি নাম কহনি দেখি পুন কহ সুনি ঘুরল মঝু দেহ।
নীলকণ্ঠ কহে কৃষ্ণকলানিধি জুবতিমনোহর সেহ ॥১॥

৪৭ পদাবলী

রচয়িতা : লোচন প্র.

পুঁথিসংখ্যা ১৯৫১। পত্রসংখ্যা ১২৪। খণ্ডিত। আকার ৬"×৩½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার আধুনিক কাগজ। বৈষ্ণবপদাবলী। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

॥ গৌরচন্দ্র ॥ বড় দশকুশি ॥
কাঞ্চন দরপন বড়ন শুগোরারে বড় বিধু জিনি মুখচান্দা যাবমান।
দুটি আখিনিমিখ মুরুখ বন্ধ বিধা কারে না দিল অধিক নয়ান ॥
হরি হরি কেন বা জনম হৈল মোর।
কনক মকুরে জিনি গোরারূপ সুলাবনি হেরিয়ে না হৈলাম কেন ভোর ॥
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা বিরাজিত মালতী কুসম সুরঙ্গ।
কত কুলবতী হেরি গোরামুরতি হানত মদনতরঙ্গ ॥১২॥

॥ বড় দশকুশিতাল ॥
বিকচ সরজ ভানু মুখমণ্ডল দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন মোর।
কিয়া মৃদুমাধুরী হাস উগারই পিপি আনন্দে আখি পড়ল বিভোর ॥

বরনি না হয় রূপ বরন চিকনীয়া ॥
কিয়া ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীল মনীয়া ॥
অভরন বরন কিরন কিয়ে ঢর ঢর কালীইন্দ্রীজলে যৈছে চান্দকি ছলনা ॥
অঙ্গদ বলয়া হার মনী কুণ্ডল কনকনূপুর কোটি কিঙ্কীনী কলকলনা ॥
কুঞ্চিত কেশ বেস ভালে রঞ্জিত চূড়া মত্তশিখি চান্দকি ছান্দে ॥
অনন্তদাসের মন যুবতীক লোচন চুড়া হেরইতে পরি গেয় ফান্দে ॥১৩॥

অতঃপর গোবিন্দদাস. বাসুদেব ঘোষ. নরহরি, জদুনন্দন, জগদানন্দ, যদুনাথ, লোচন, শ্যামানন্দ, বলরাম. দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রেমদাস. উদ্ধব, রাধাবল্লভ, জ্ঞানদাস, বসু রামানন্দ, নয়নানন্দ, গোপালদাস, চণ্ডীদাস, রাধামোহন, শেখর, মাধব গায়েন, নরোত্তম, বংশীবদন, দীন কৃষ্ণদাস, জগন্নাথ দাস, পরমানন্দ, বিদ্যাপতি, শ্রীনিবাস, বিন্দু, মাধব ঘোষ প্রমুখ কবিদের পদসঙ্কলন।

৪৮ পদাবলী গুটিকা

রচয়িতাঃ চণ্ডীদাস প্র.

পুঁথিসংখ্যা ১৭৮৩। পত্রসংখ্যা ৬০। খণ্ডিত। আকার ৪"×২"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার আধুনিক কাগজ। ক্ষুদ্রাকার আধারে লিখিত বৈষ্ণবপদাবলী। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

১ নং
[১ শ্রীকৃষ্ণস্তব, গৌরাঙ্গস্তোত্র, গুরুদেবস্মরন, গঙ্গাস্তোত্র, নিত্যানন্দস্তোত্র, দ্বাদশ ত্রিলোক ধারনমন্ত্র, গায়ত্রিস্মরন, অদ্বৈতপ্রভুর ধ্যান, গদাধরধ্যান, বৃন্দাবনধ্যান, রাধিকাধ্যানাদির বর্ননা ২৬]
[২৭ক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উত্থায় মঙ্গলারতি স্মরেৎ ॥
মঙ্গলআরতি গৌরকিশোর। মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর ॥
মঙ্গল অদ্বৈত ভকতঁহি সঙ্গে। মঙ্গল গাওত প্রেমতরঙ্গে ॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল। মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল ॥
মঙ্গল ধূপদীপ লইয়া স্বরূপ। মঙ্গলআরতী করত অপরূপ ॥

মঙ্গল গদাধর হেরি প্রভু হাশ। মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস ॥১॥

মঙ্গলআরতি যুগলকিশোর। মঙ্গল সখিগন জোরহিঁ জোর ॥
রতনপ্রদীপ করু টলমল থোর। ঝলকত দুহু মুখ শ্যাম গৌর ॥
ললিতা বিশাখা আদি প্রেমে আগোর। করে নিরমঞ্চন যুগলকিশোর ॥
বৃন্দাবনকুঞ্জ ভুবন উজোর। মুরতি মনোহর যুগলকিশোর ॥
গাওত শুক পীক নাচত ময়ুর। চাঁদ উপেখি নিরখে চকোর ॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র এ ঘন ঘোর। শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় তোর ॥২॥

অতঃপর কৃষ্ণদাস, নয়নানন্দ, বির বীল্লবদাস, মনোহর দাস, রঘুনাথ দাস, চন্দ্রসখি মাইয়া, কাঙ্গাল হরিদাস, ঘনশ্যাম, শিখর, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবিরঞ্জন, কবিবল্লভ, ভূপতি সিংহ, অনন্তদাস, কিশোরিদাস, যদুনাথ, দ্বিজ হরিদাস, জগন্নাথ দাস, বল্লভদাস, লোচন, রাধামোহন, বাসুদেব ঘোষ, বৈষ্ণবদাস, হরিদাস, গৌরসুন্দর দাস, চন্দ্রশেখর, মাধব, বলরাম, জগদানন্দ, নরোত্তম, গোপালদাস, প্রেমদাস, বৃন্দাবন দাস, রামানন্দ, নরহরি, শ্যামানন্দ প্রমুখ কবিদের পদাবলী।

২ নং
শেখর, গোবিন্দদাস, দামুদর, বংশী, দুখি, বাসু ঘোষ, সনাতন, জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি, যদুনন্দন, মোহনদাস, উদ্ধবদাস, সিবরাম, গোবর্দ্ধন দাস, নয়নানন্দ, নবকান্ত, মনমোহন রায়, দীন কৃষ্ণদাস, দ্বিজ হরিদাস, বৈষ্ণবদাস, রায় চম্পতি, জয়দেব, কানুরাম, রাধাবল্লভ দাস, ঘনশ্যাম।

৩ নং
চণ্ডীদাস, যদুনন্দন, উদ্ধবদাস, দ্বিজ ভিম, ঘনশ্যাম, রাধামোহন, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি।
শ্রীশ্রীহরিঃ শ্রীশ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ
॥ মনোশিক্ষা ॥
[১খ জয় গৌরচন্দ্র সর্ব্ববেদ অগোচর। নিত্যানন্দচন্দ্র জয় করুনাসাগর ॥
অদ্বৈত আচার্য্য জয় ভক্তের জিবন। কৃপাদৃষ্টে চাহ প্রভু মুঞি জীবাধম ॥

[২ক এমন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর ।
হেন অবতার হবে কি হয়েছে হেন প্রেম পরচার ॥
দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রানে না মারিল কারে ।
হরিনাম দিয়ে হৃদয়ে শুধিল যাচিয়ে গো ঘরেঘরে ॥
ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি ।
কাঙ্গালে পাইয়ে খাইয়ে নাচায়ে বাজাইয়ে করতালি ॥
হাসিয়ে কান্দিয়ে প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মনে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥
ডাকিয়ে হাকিয়ে খোল করতালে গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে ।
দেখিয়া শমন তরাশ পাইয়ে কপাট হানিল দ্বারে ॥
এ তিন ভুবনে আনন্দে ভরিল উঠিল মঙ্গলসোর ।
কহে প্রেমানন্দে এমন গৌরাঙ্গে রতি না জন্মিল তোর ॥১॥
অতঃপর ৭৬ পাতার পর খণ্ডিত ।

৪৯ পশ্চিমউদয় পালা

রচয়িতা ঃ হৃদয়রাম সৌ

পুঁথিসংখ্যা ১৬২০ । পত্রসংখ্যা ৩২ । অখণ্ডিত । আকার ৯"×৫" । লিপিকাল ১৩২৬ সাল । আধার আধুনিক কাগজ । সাহিত্যপ্রকাশিকা পঞ্চম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে ।

৫০ পার্বতীপুরান

রচয়িতা ঃ রামনারায়ণ

পুঁথিসংখ্যা ১৮৮৩। পত্রসংখ্যা ১১। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৪"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গে হরপার্বতীসংবাদ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১২ক···থাকিতে জেন ডালে দিয়ো জল। পত্রের সন্তস নাহি কিসের শিতল। সর্ব্বদেব শিরমনী প্রভু জনার্দ্দন। কৃষ্ণ নাহি ভজে জেই সেই পাপিজন। অন্নদেব ভজে কহে অন্ন কাহিনী। সে বড় পাথর বিপ্র যুন গো ভবানি॥ দেখিয়া কলির দ্বিজ লাগে ত বিস্ময়। কৃষ্ণ না ভজিয়া দ্বিজ উপস্ত পুজয়ে। তাহাতে তোমারে লয়ে করে অবিযোগ। বলে শিবশক্তি পুজিইতে স্বর্গভোগ। মাতাপিতা জানি সদা করে নিরিক্ষন। তেকারনে তা সভার নরকে গমন॥ কেদে নাহি ভজ রাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্ব। পার্ব্বতিসংবাদ রায় কৃষ্ণ বিরাজিত॥ জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়জয় অদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ॥ পার্ব্বতি বলেন গোসাই তোমার ক্রিপায়। শুনিলাম কৃষ্ণকথা আমার ভাগ্যদয়॥ দুই কর জুড়িয়া বলেন ভবানি॥ কিতার্থ করিলে মোরে যুন শুলপানি। আর কিছু তত্ত মোরে কহ জোগেশ্বর। পুর্ন ব্রহ্ম কোন স্থানে করেন ব্যাহার॥ কোন রূপে গোবিন্দ আছেন নিরান্তর। ১২ক] [১২খ কহিবে এহার তত্ব যুন মহেশ্বর॥ সিব বলে যুন দুর্গা গোপ্তবিবরন। সহজে বামাজাতি তুমী না বুঝ কারন॥ পঞ্চমুখে কত কব কৃষ্ণের মহিমা। হেন ভক্ত কে আছে কহিতে পারে সিমা॥ অনাথের নাথ কৃষ্ণ অধমতারন। কৃষ্ণপ্রেমে সিমা দিতে পারে কোন জন॥ অখণ্ড গোলক মহাবন নির্ত্তবৃন্দাবন। তাহার অধিক স্থান নাহি ত্রিভুবন॥ দিবানিসি নাহি ভেদ সদা দিপ্তময়। কতেক কৌতুক তাহে সিমা নাহি হয়॥ বৈকুণ্ঠের পরেতে পর অখণ্ডসিখর। বিচিত্র নির্মান স্থান অতি মোনহর॥ তরুগণ ডালে ডালে সদা আছে জুড়ি। মধুময় লতা তাহে উঠিয়াছে বেড়ি॥ পুস্প বিকসিত তাহে আছে সুসভন। সৌরবেতে উড়ি ফেরে ভোমর অলিগন॥ মানসিসরবর সোতে করেছে বেষ্টিত। হংস চক্রবাক তাহে পদ্ম যুভাসিত॥ পুর্নব্রহ্মঃ সেইস্থানে করে নানা কেলি। কিসর বয়সে সঙ্গে রঙ্গে নিত্যকেলি। কনকের পুরি সব বিচিত্র আকার। পরম উজ্জল সোভা অতি দিপ্তকার॥ রত্নমন্দিরে রত্নসিংহাসন আছে। কটী কটী অরুন তাহে উদয় হইয়াছে॥ প্রেমের উদিত স্থান আনন্দলহরি। তথা গোপ্তে রাস করে কিশর কিশরী॥ ব্রজগোপীর সঙ্গে করে রসের বেহার। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ সুবর্নের প্রাচির তাহে বড় সোভা করে। দেখিয়া কৃষ্ণের সভা পরান বিদরে॥ ভ্রমর

ঝঙ্কার তাহে আনন্দ উল্লাস। নানা পুষ্প তরুলতা কৃষ্ণেতে প্রকাশ।। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেইস্থানে নিত্য ব্যাহার করে। রসের উদয়ে আনন্দ ব্যেহারে।। প্রেমে পরিপূর্ন দেহ আনন্দ অপার। নবিন জৌবন সতি জতো গোপিগন।। কৃষ্ণসঙ্গে ব্যেহার করে আনন্দিত মোন।। বেহারে রসিকরাজ গপিগনসঙ্গে। হাস্যকৌতুক রতি করে নানা রঙ্গে। নটনস্থান প্রেমের দেষ পরম মাধরী। প্রেমসেবা করে সতি জতো ব্রজনারি। বেহারের সিমা নাই প্রেমের ভুবনে। গোপিগন সঙ্গে লীলা করে দুইজনে। নিত্যস্থানে হরে বেদবিধি অগচর। রাধাকৃষ্ণপ্রেমনিধি সর্ব্বপরাতপর। রতিরস আবেসেতে আনন্দ উল্লাস। সতো কটী গোপিসঙ্গে করেন বিলাস।। সোক মোহ জরা ব্যাধি নাহি তাহে ভয়। সদাই সমান তথা নিত্যলীলা হয়। তাহার··· হয়ে রাধাঠাকুরানী। তার সঙ্গে রঙ্গে কেলি দিবসরজনী।। অর্দ্ধসক্তি ১৩ক] [১৩খ রাধাকৃষ্ণ আদিপুরুষ। এক ব্রহ্ম দুই ভাগ বিলাষ সম্ভব।। রাধা অর্দ্ধসক্তি রাধা তার পরে নাই। তুমি তো সকলে দুর্গা সেই অংশ পাই।। তথাহি।। পারং পরং বিষ্ণুরপারঃ পরাক্ষি পরমার্থরুপি। সব্রহ্ম পরে পরে ভুতং পরো পুরানংমপি পার পরে। পরাৎপর দুই বস্তু জানিহ নিশ্চয়। কি কহিতে পারি দুর্গা করিয়া নিলায়।। ধ্যান করি সদা আমি সেই জুগলপদে। কহিলাম তোমারে দেবি প্রেম অনুরোধে।। পার্ব্বতি বলেন গোসাই করি নিবেদন। কৃপা করি কহ প্রেম ভক্তি আচরন।। কোন রুপে পাইব আমি জুগলচরন।। পরকিয়া প্রেমরস করহ চিন্তন। শ্রীগুরুচরনে মতি কর সমার্পন। তবে শে পাইবে রাধাকৃষ্ণ পাদপর্দ্দ। প্রেমসেবা কর দুর্গা হইয়া আনন্দ। তিনজুগের মধ্যে জতো দেব নর ছিল। ব্রজের নিগুড় প্রেম কেহ না পাইল।। সহজ প্রেম লাগি মোরা সর্ব্বদেবগন। গৌরাঙ্গের সঙ্গে আইলাম গোউড়ভুবন।। পরকিয়া রষবিলাস কর গো ভবানি। আমারে তরাহ দেবি তরহ আপনি।। কলিজুগে কৃষ্ণচন্দ্র গুরুনাম ধরে। আনিয়া প্রেমের ১৩খ] [১৪ক বন্ধে জগৎ ব্যেহারে।। নিগুড় রসর্ত্ত বিতারিল গুরুরূপ হইয়া। ঘরে ঘরে সহজ প্রেম বেড়ায় জাচিয়া।। সহজ গোপির ধর্ম পরকিয়া রস। শ্রীগুরু নাম ধরি কৃষ্ণ করিল প্রকাশ।। পরকিয়াতত্ত্ব জেই করিবে গ্রহন। শ্রীগুরুচরনে করে চিত্র সমার্পন।। তার সোম ভাগ্যবান নাহিক ত্রিভুবনে। অবশ্য পাইবে ব্রজের জুগলচরনে।। যে ধর্ম্মের লাগিয়া আসা করে দেবগন। হেন তত্ত্ব মুড়লোক না কথে জাজন।। প্রিথিবিতে জত ধর্ম্ম হইয়াছে প্রকাশ। সবার প্রধান প্রেম পরকিয়া রস।। একথা কহিল জদি দেব পঞ্চানন। শুনিয়া পর্ব্বতি তখন করিল রোদন।। প্রেমে পরিপূর্ন হইল দোহার শরির। দোহার নয়নজুগে বহিয়া পড়ে নির।। বিভোল হইল সিব প্রেমের আবেশে। পুনরপি কৃষ্ণকথা করিল প্রকাষে।। সংসারের মধ্যে কৃষ্ণনাম বহুধন।। শ্রীকৃষ্ণ বিনে গতি নাই এ তিন ভুবন।। ···ইত্যাদি

৫১ পূর্ণিমার ব্রতকথা

রচয়িতা : দ্বিজ রামপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ১৫২২। পত্রসংখ্যা ৫। খণ্ডিত। আকার ১৮"×৫"। লিপিকাল ১৩০৩ সাল। আধার তুলট। পৌর্ণমাসীব্রতকথাবিষয়ক। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ অথ যুবচনিকথা।
বন্দ মাতা যুভাচনী কল্পতরু ঠাকুরানি ......করী।
... ...তে বনে।
যোগিনি যোগেন্দজায়া তুমি রন তুমি শত ... ...
... ... মহামায়া মহিশমর্দিনি।
কালরাত্রি কপালিনি মহাকাল কাত্যায়নি কুমুদিনি... ...।
... ...দলে। ইত্যাদি।

অতঃপর দুঃখিনী সতীনারীর কথা, ব্রাহ্মনকুমারের মৎস্যদেশে গমন এবং রাজার খোঁড়া হংস চুরি ও ভক্ষন, দেবীর কোপ, কোটাল কর্তৃক ব্রাহ্মনতনয় ধৃত, ব্রাহ্মনীর শোক।

[৪ ... ...
কান্দে মাতা উভরায় ভুমে গড়াগরি জায় কেহ মুখে জল দিতে নাই।
দিজ রামপ্রশাদ গায় পাশান বিদরিএ জায় পুত্রশোকে বাচএ কেমনে।

অতঃপর ব্রাহ্মনীর যুবচনীব্রত উদ্‌যাপন এবং দেবীর কৃপালাভ, রাজাকে স্বপ্নদান, ব্রাহ্মন তনয়ের মুক্তি এবং রাজকন্যার সহিত বিবাহ প্রসঙ্গ।

৫২ পোস্তক কেচ্ছা মানিক ছওদাগর

রচয়িতা ঃ বালক মিঞা

পুঁথিসংখ্যা ১৫৪৭। পত্রসংখ্যা ৭৩। অখণ্ডিত। আকার ৮½×৫½। লিপিকাল ১২০১ সাল আঃ। আধার তুলট। বীরভূম রাজনগর এলাকায় প্রাপ্ত মানিকপীরের নূতন কাহিনী। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

৭ᵃ শ্রীহবিব

আউজ বিল্লাহে মিনেষ সাএতানের রাজিম। বিছমিল্লাহের রাহমানের রহিম ॥
পহিল্যা আল্লার ধনি কহ মুমিনগন। জে নামে তরিঞা জাবে তামাম আলম ॥
মন দিঞা ষুন সর্ত্তপিরের কাহিনি। নিয়ত হাসিল হয় জার মানিলে সিরিনি ॥
সর্ত্তযুগে সর্ত্তপির কলিতে অবতার। মহিমা করিতে পারে কুদরত কাহার ॥
কিব্যা হিন্দু মোছলমান সকলেই জাহির। কলিযুগে অবতার নাম সর্ত্তপির ॥
ভেদাভেদ নাহি জার অভেদ সরির। সর্ত্তের সাধন বটেন নাম সর্ত্তপির ॥
মোছলমানে সোমঝাইলা হইঞা জবন। হিন্দুলোকে বুঝাইলা সর্ত্তনারায়ন ॥
মোছলমান করিবেক সিন্নি মোল্লা ডাকিঞা। হিন্দুলোক করিবেক পুজা ব্রাহ্মর্ন ডাকিঞা ॥
নিচ ষুদ্রর্ জত লোক ষুনহ বএআন। খেত্রি মেত্রি জত জন সকল সোমান ॥ ১]
[২ অবনিপিরের লিলা কহনে না জান। কখন আবাল বৃদ্ধ কখন জোআন ॥
সর্ত্তপির নাম বটে ধরেন নানা বেস। কখন সন্ন্যাসি হন কখন দরবেস ॥
গলায় ছোন্নর্ার খিলকা হাথে আসা লঞা। ঘরে ঘরে দোওা করেন মা বাপ বলিঞা ॥
একরোজ দেওান ছাহেব সর্ত্তপির। সহর গুজরাটে জেঞা হইব জাহির ॥
গুজরাট সহরে আছে মানিক ছওদাগর। হুকুম আল্লর্ার আজি জাব তার ঘর ॥
সেই জে সহরের কথা ষুন সর্ব্বজন। অপুর্ব্ব পুরি তাহার কি কহিব বচন ॥
নরমাদা নদির ত্রিরে গুজরাট নগরে। মানিক ছওদাগর গুজরান করে ॥
পরম দুর্ল্লব স্থান অতি মনহর। সংসারমহিত পুরি মহিমা বিস্তর ॥
জেন ইন্দ্রের অমরাপুরি অতি ষুললিত। ষুবাস ষুন্দর পুরি গন্ধে আমদিত ॥ ২]
[৩ নানাবর্ন্নে ঘর সব দেখি ভাঁতি ভাঁতি। ষুগন্ধ সুবাস পুরি জেন অমরাবতি ॥
ফটিকের খুলি সব ঘরেত রচিত। বাসক কলিকা লতা দেখিতে মনহিত ॥
কাঙ্গাল গরিব লোক চিনা নাহি জায়। ষুবর্ন্নের কলসে করি সবে জল খায় ॥
ষুললিত রম্ভস্থান সহর গুজরাট। পাসানে বান্ধিত সব সরবরের ঘাট ॥
নানা পক্ষ্য সব চরে সেই সরবরে। কোলাহল সব্দ করে জলের ওপরে ॥

সতদল কোমলে সোভা করে সরবর। পুষ্পের মাঝারে কত গঞ্জরে ভ্রমর ॥
অপুর্ব্ব সাগর সব পরিপুন্ন্য জল। সারি সারি সোভা করে রতা উতপল ॥
সেই সহরে মানিকসাধু করেন গুজরান। তাহার মালিয়তের কহিব বাখান ॥
তাহা মালিয়তের কথা কহনে না জায়। রজত কাঞ্চন ধন তালাইএ মুখায় ॥ ৩]
[৪ আরেস পরেস মুনি রজত কাঞ্চন। পরিপুর্ন আছে কত অমুল্য রতন ॥
লাল হিরা কত মানিক প্রবাল। সুবন্নে্যর সুভিত ঘর সোভা করে চাল ॥
সুবন্নে্যর খুলি ঘরে আতি দিপ্তমান। কুবেরু জিনিঞা জাহার ধনের বাখান ॥
দাসদাসি কত আছে হেমঅলেঙ্কারে। নেত পাট পরিধান সভারি সরিরে ॥
তাহার ভাণ্ডারে আছে সংসারের ধন। ত্রিভুবনে নাহি কেহো তাহার সোমান ॥
নবলক্ষ্য ধেনু আছে জাহার ঘরে। দোওাদস বাগালে রাখে তরনি ওপরে ॥
অজা মেস মহিস কত আছে পালে পাল। সোনার মহল করি থাকে কুতুহাল ॥
দাস দাসি কত জন নানা অভরন। কুমকুম কস্তুরি চুওা অঙ্গেত ভুসন ॥
বদন সুন্দর জেন পুন্ন্যসসি। ৪] [৫ বচন কহিতে মার্ত্ত আইসে হাসি ॥
এইরূপে গুজরান করে গুজরাটনগরে। সাত বেটা সাত বহু আছে জার ঘরে ॥
সাত পুত্র্য তার ঘরে অতি বলমান। রূপে গুনে অনুপাম সবাই সোমান ॥
দিগবিজয় সবাই কিছু নাহিঁ আঁটে। বৌরির রক্ষ্যা নাহি পাইলে নিকটে ॥
বসতি করে মানিক কোন সন্ধে নাঞি। সকল বাবতে পুরা কর্যাছে গোসাঞী ॥
একরোজ মোনে ভাবে দেওান সর্ত্তপিরে। জাহির হৈতে জাব আজি মানিকসাধুর ঘরে ॥
কেছে একিনদার বটে কেছে কারবার। দেখিব তামাসা আজি হুকুম আল্ল্যার ॥
কেছে নামদার বটে কেমন ইমান। দেখিব তামাসা এবার আল্ল্যার ফরমান ॥
দেওান বলেন বাছা ছিদ্দিকা নফর। কোমর বান্ধ জাব অবে মানিকসাধুর ঘর ॥ ৫]
[৬ মানিকসাধুর ঘর আছে গুজরাটসহরে। জাহির হইব বাছা জাব তাহার ঘরে ॥
সিদ্দিক সুনিল জদি সর্ত্তপিরের কথা। ভাবিতে লাগিল তখন হেষ্ট কর্যা মাথা ॥
জাহির হৈতে জাহ তুমি মানিকসাধুর ঘরে। গলাতে অউখদ বান্ধিলে মরিবার তরে ॥
মানিকসাধুর ঘর জদি জাইবে দেওান। জানিল কারন তবে হারাবে পরান ॥
বড়ই নামাকুল কাফির দুনিআর ভিতরে। জবন ফকির কভু না দেখে নজরে ॥
জদি বা দৈবের কারন পথে দেখা পায়। তেয়রাত্রি কর্যা বেটা করে হায় হায় ॥
জদি বা ফকি[র] আইসে তাহার দুআরে। দুই চক্ষ্য রাঙ্গা করি দন্ত কড়মড় করে ॥
মাল জকাত না দেয় নিঠুর কলেবর। বখিলি করিঞা থাকে দুনিআর ভিতর ॥
মর্ত্তার গরবে বেটা অহঙ্কার করে। ভিক্ষ্যুক গরিবলোকে না দেখে নজরে ॥ ৬]

[৭ কুবের জিনিঞা জাহার ধনের বাখান। এক কড়া করিতে বএ পরানে পড়ে টান॥
তোথা জাহির হৈতে চাহ ছাহেব দেওান। মানিক সাধুর হাথে হারাবে পরান॥
বারে বারে নিসদবানি তোমারে জানাঞি। পরান হারাইলে আমার দোস নাঞি॥
পির বলেন আমি কাঙ্গাল ফকির। ঘরে ঘরে দোওা করি হইঞা জাহির॥
আল্ল´ার ফকির আমি গাএ কাঁথা নিঞা। সভা ঘরে মাগিঞা খাই দোওা করিঞা॥
পির বলেন আমি সএআলের আঁখি। ছাপাঞা করেন কাম তাহা আমি দেখি॥
কঙ্গালতারন আমি থাকি সভার কাছে। ধন দিঞা বক্তার করি ম[া]গি তার নাছে॥
ষুন ষুন অরে বাছা চলহে সমজাইতে। ষুনিঞা ছিদ্দিক তবে লাগিল কান্দিতে॥
ছিদ্দিক বলেন ছাহেব আমি জাব নাঞি। আপনে একেলা জাহো সর্ব্বপির ছাঁঞি॥ ৭]
[৮ মানিক সাধুকে বাছা ডরাইলে তুমি। এখানে বসিঞা থাক একেলা জাব আমি॥
খানিক বসিঞা থাক আসন আগলিঞা। মানিক সাধুর ঘর জাব গাএ কান্থা দিঞা॥
মানিক সাধুর ঘর জাব ষুন রে বচন। আমার আনিঞা দেহ অষ্ট অভরন॥
বান্ধিল দিস্তার কালা আতি মনহর। সোনালি দাস্তিদি ছেহেনি তাহার ওপর॥
গলাতে খিলিকা লেন দেখিতে হৈল মোটা। মাথাএ হর্জ্জের দিস্তার গর্দ্ধপরে সেঁাটা॥
কেন্দুআবাঘের ছাল কন্ধ পরে লঞা। তেবেড়া পাটের দড়ি কোমরে বান্ধিঞা॥
হিঙ্গুল বরন পিরের গউরবরন হাতে। মুখেত মধুর হাঁসি মানিক জলে দান্তে॥
ভুবনমহনরূপ কে কহিতে পারে। সোনার বরন রূপ হরিষ অন্তরে॥
এইমতে ছাহেব বেস বানাইঞা। মানিক সাধুর ঘরে পির প্রবেসিল জেঞা॥ ৮]
[৯ নিরঘিনের বেস ধরি কাঙ্গাল ফকীর। মানিক সাধুর দুআরে জেঞা হাকিল জিকীর॥
অধিন বালোকে গায় পিরের চরন। আল্লা হো রছুল বল তামাম মমিনগন॥

অনাথের নাথ পির কাঙ্গালবেস হঞা। মানিক সাধুর দুআরে পির আছেন ডাডাঞা॥
দুআরে ডাডাঞা করেন আল্লার জিকির। হাথে লইঞা আসা কাঙ্গাল ফকির॥
দমছে দিদার মৌঁলা হাঁকে উভরায়। ঘরে আছে মানিক সাধু ষুনিবারে পায়॥
মানিক সাধু বস্যাছিল পালঙ্গ উপরে। আর্ল্লা হো রছুল বল্যা হাঁকে উর্চ্চস্বরে॥
দুআরে দেওান জিকির করিতে লাগিল। ঘরে থাকি মানিক সাধু গোশ্চ´াএ জলিল॥
আপনার গোশ্চ´ায় বেটা কাঁপে থরহরে। হাথে লাঠি নিল বেটা মারিবার তরে॥
অন্তরজামিনি পির অন্তরে জানিঞা। সোনার ছুরত তনু রহিল ছাপাইঞা॥ ৯]

[১০ দেখিতে না পাঞা মানিক ফিরে গেল ঘর। ছাহেব বসিল আর বারদুআর ওপর ॥
বিসম পিরের মাএআ বুঝা নাই গেল। মানিক সাধুর ছোট বহু নিকলিঞা আইল ॥
ফকিরে দেখিঞা কন্যা করিল ছাল্লাম। দোওা করিলেন দেওান পড়িঞা কাল্লাম ॥
কোমলাবতি নাম তার পরম সুন্দরি। রূপে গুনে পুর্ন্নসসি জেন মঞ্জদরি ॥
করপুট হঞা কন্যা করে নিবেদন। পাপিষ্টির এখানে কেনে হারাবে জিবন ॥
এখনি তোমাকে জদি দেখিবেক নআনে। জিবন হারাবে গোসাঞী মরিবে পরানে ॥
জবন ফকির কভু না দেখে নজরে। ফকির বৈষ্টম দেখ্যা তেয়রাত্রি করে ॥
দেওান বলেন বাছা সুন গ বচন। থোড়া অন্য দিঞা আগু রাখ জিবন ॥
কোমলাবতি বলে গোসাঞি সুন মন দিঞা। কোথা পাব ভাত আমি তোমার লাগিঞা ॥ ১০]
[১১ সভারি দোসমন আমি হাড়ি নঞী হাতে। কদাচিত নাঞী পাই হেঁসেলঘর জেতে ॥
সুন হে দেওানজি সুন মেরা বাত। আর এক গ্রহস্তের ঘরে মাগ্যা খাও গা ভাত ॥
সর্ত্তপির বলে মা গো তোমারে সোমজাই। খানা না পাইলে আমি কোথাও জাব নাই ॥
এস্যাছি তোমার ঘর বড় আসা কর্যে। বলি সওদাগরের ঘরে অন্ন খাব ওদর ভর্যে ॥
কিছু কহ কিছু বল সুন মেরা মাই। খানা না পাইলে আমি কোথাও জাব নাঞী ॥
জদি বা ভাত মা না দিবি গ আমারে। তবে পড়্যা রহিলাম আমি তোমার দ্বাআরে ॥
নিছড়্যা নিমুড়্যা মা গো আমার কেহু নাঞী। অনেক ভরসা কর্যা আইলাম তোমার ঠাঞী ॥
মা গো জদি অর্ন্ন এন্যা না দিবি এখন। তোমার দুআরে আমি তেজিব জিবন ॥
কমলাবতি বলে গোসাঞী সুন গ বচন। তবে ভাত দিএ জদি করিতে পাই রন্ধন ॥ ১১]
[১২ দেওান বলেন মা গো সুন গো বচন। আমার দোওাতে আজি করিবে রন্ধন ॥
আজি রন্ধন করিতে জদি হয় বিনদিনি। আগহাড়ির ভাত দিবে হঞা মেহেরবানি ॥
আজি রন্ধন করিতে সসুর জদি বলে মোরে। আগহাড়ির ভাত তবে দিব জে তোমারে ॥
ই বোল বলিঞা কন্যা ডেরে চল্যে গেল। আসন করিঞা পির দুআরে বসিল ॥
ছোট বৌ বল্যা মানিক সাধু ডাকে উর্চ্চস্বরে। ঘরে বস্যা ছিল কন্যা পাইল সুনিবারে ॥
আস্তবেস্ত হঞা রামা করিলা গোমন। সসুরের নিকটে জেঞা দিল দরসন ॥
মানিক সাধু বলে মা গো সোন মন দিঞা। সিতাবি করিঞা অর্ন্ন দেহো পাকাইঞা ॥
ই কথা সুনিঞা কন্যা জানিল তখনি। ই ফকির মানুষ নহে অখিলের মনি ॥
জে জোনা আমাকে না দেখে নজরে। সে জোনা বলিল মোরে অর্ন্ন পাকাবারে ॥
ই বোল সুনিঞা কন্যা আনন্দিত হৈল। দরিআর কিনারায় জেঞা দরসন দিল ॥ ১২]

[১৩ সিনান করেন কন্যা অঙ্গ উলাইঞা জলে। রামনাম হরেকৃষ্ণ অনক্ষ্যন বলে॥
জলে ত গোপত তনু উপরে মুখসাজ। ফুটিল কমল জেন সরবরের মাজ॥
আর ডুব দিঞা কন্যার অঙ্গে হৈল যুতি। তেঁতাবস্ত্র রাখিঞা পরিল য়ুক্রধুতি॥
সিনান করিঞা রামা মান সরবরে। আনন্দিত হঞা আইল আপনার ঘরে॥
সর্ত্তনারায়ন বল্যা জানিল অন্তরে। প্রবেস করিল জেঞা রন্ধনের নিজ ঘরে॥
পির সোঙরিঞা কন্যা রন্ধন চাপাইল। আড়াই নুড়াতে অন্ন তৈআর করিল॥
আগহাড়ির ভাত কন্যা য়ুবর্ন্নের থালে লঞ। ফকিরের কাছে কন্যা ছাল্লাম কৈল জেঞা॥
অন্নগুলি নামাইঞা কহিছে বচন। অন্যর্ত্তরে জেঞা ছাহেব কর গা ভক্ষ্যন॥
আর কথু খাও গা ভাত বলি জে তোমারে। জাবত আমার সয়ুর না দেখে নজরে॥ ১৩]
[১৪ দেওান বলেন মা গো বলি জে তোমারে। কার ডরে পালাঞা জাব অন্যন্তরে॥
এমন দয়াল মা কোথা গেলে পাব। কাহার দুআরে জেঞা আমি ভাত খাব॥
হাসিঞা বলেন তখন দেওান গুনমনি। মা গ জদি ভাত দিলে কোথা পাব পানি॥
ফকিরের সাতে কথা কমলাবতি কয়। মানিক সাধুর বড় বহু দেখিবারে পায়॥
ফকিরে দেখিঞা হৈল কলপিত মোন। সয়ুরের কাছে জেঞা কহিছেন তখন॥
য়ুন য়ুন অগো সয়ুর দেখইসে তড়াবড়ি। ছোট বহু হঞা তোমার হেস্ক করিল দাড়ি॥
মন দিঞা য়ুন ছোট বহুর গো চরিত। ফকিরের সোনে কথা কহিছে বিপরিত॥
রন্ধন করিতে বলিলে ছোট বহুর তরে। আগহাড়ির ভাত ঠাকুর খাওাইল ফকিরে॥
ই কথা য়ুনিঞা বেটা বর্ম্মে জল্যা গেল। জলন্ত আগুনে জেন ঘৃত ঢালি দিল॥
খুব এক সোটা তখন হাতে কর্যা লঞা। ফকিরে মারিতে জায় গোছাদিল হইঞা॥ ১১।
[১৫ ফকিরে মারিতে মানিকসাধু চলিল। অন্তজামিনি পির অন্তরে জানিল॥
দেওান বলেন তখন কন্যার হুযুরে। তোমার সয়ুর আসিছে মারিবার তরে॥
বেইমানে দেখা নাই দিব গ অতপর। বিদায় হঞা মা এখন জাই আপন ঘর॥
সর্ত্তপির নাম মর য়ুন গ বচন। বিপদ পড়িলে মোরে কর্য সোঙরন॥
জদি দুখ্য হয় বাছা তোমার ওপরে। সর্ত্তপির বল্যা মা ডেক্য গ আমারে॥
সোঙরন করিলে মা আমি হব সখা। ছাড়িব আসন মা তোরে দিব দেখা॥
ই বোল বলিঞা পির নিজমুর্ত্তি দেখাইল। নিজমুর্ত্তি দেখ্যা কন্যা মুর্চ্ছাগত হইল॥
কোন ছাহেব এস্যাছিলেন ছলিবার তরে। হেনকালে মানিকসাধু আইল বাহিরে॥
ফকিরে মারিতে না পেঞা গোছা হৈল দিলে। লাফ দিঞা ধরিলেক কোমলাবতির চুলে॥ ১৫]
[১৬ জবন দেখিঞা তোমার কলপিত মোন। আগহাড়ির ভাত তুঞি দিলি কি কারন॥

সম্বুর হইঞা কন্যার বুকে মারিল লাথি। কি হইল বল্যা কন্যা পড়িল ধরতি ॥
জেইম[া]ত্র কন্যার বুকে মারিল লাথি। সেইখানে ছাড়িল তারে লক্ষি ভগবতি ॥
কি হইল বল্যা ডাকে ডাকে পরিত্রাঞি। কি করিলে মহাদেব ধর্ম্ম গোসাঞি ॥
ছোটবেটা বল্যা তখন ডাকিতে লাগিল। বাপের হুযুরে জেঞা তখন খাড়া হৈল ॥
মানিক সাধু বলে বাছা যুন সমাচার। ছোট বহুর গুনের কথা কি কহিব আর ॥
যুবর্ন্নে'র থালে অন্য দিঞাছিল জবনে। নানামত কথা কহিল ফকিরের সনে ॥
বাহির হঞা আমি দেখিলাম আপনি। তোমার স্ত্রি বাছা হইল দোচারিনি ॥
রন্ধন করিতে বলিলু* ছোটবহুর তরে। কি লাগিঞা অন্য নিঞা দিলে গা ফকিরে ॥
ইহাকে বনবাস দেহ যুন মন দিঞা। অন্যতরে দিব বিভা উর্ত্তম দেখিঞা ॥ ১৬]
[১৭ বাপের মুখে যুনিল জবে ই সব খবর। আকাস ভাঙ্গিঞা পড়ে মাথার ওপর ॥
ফকিরে দিলে ভাত নাঞি জায় জাতি। আপনা আপনি কর কুলের খিআতি ॥
উহার মনের কথা আমি ভাল জানি। দোচারিনি নহে বহু লক্ষি ঠাকুরানি ॥
এইবারকার দোস বাপা কিছু না লইয়। আর জদি এমন করে তবে দূর কর্য্যা দিয় ॥
যুনিঞা মানিক সাধু গোশ্ছ'ায় জলিল। জলন্ত আনলে জেন ঘৃত ঢেল্যা দিল ॥
দুর দুর বলিঞা তারে দিল খেদাড়িঞা। আপনার বড়বেটাকে আনিল ডাকিঞা ॥
বড়বেটা গেল তবে বাপের কাছে। কহিছে মোনের কথা জত কিছু আছে ॥
ছোটবহু আমাদের জাতি করিল নাস। এ বহুকে লঞা বাছা দেহ বনবাস ॥
বড়বেটা যুনিঞা তবে বাপের কথা। জে আজ্ঞা বলিঞা তখন নোঙাইল মাথা ॥
পুর্ব্বে যুনিঞাছিল প[র]যুরামের কথা। বাপের আজ্ঞাতে মাএর কেট্যাছিল মাথা ॥ ১৭]
[১৮ হেন বাপের কথা আমি লংঘন না করিব। কিবা জানি পরকালে অফরাধি হব ॥
বাপের কথা যুনি তবে করিল গমন। জেখানে কোমলাবতি করিছে রোদন ॥
বাবার হইল আজ্ঞা যুন মন দিঞা। তোমার বাপের ঘরে চল রেখ্যে আসি গিঞা ॥
এতেক বচন জবে যুনিল কোমলাবতি। ভাযুরের হুযুরে কহে জোড় কর্য্যা তুতি ॥
আর কি লঞা জাবে জোথা বাপ মাএ। বনবাস দিল সম্বুর জানিল নিশ্চয় ॥
মা বাপের ঘরে একেলা ছিলাম ঝি। বিধাতা লেখেছে দুখ তুমি করিবে কি ॥
এতেক বলিঞা কন্যা ছাড়িল নিশ্বাস। অভাগিনিকে বুঝি জেত্যা হৈল বনবাস ॥
জন্ম'কালে এইসব লেখিল গোসাঞি। বিদায় হঞা আসি আমি স্বামির ঠাঞি ॥
সম্বুর সাযুড়ি জোথা আছে গুরুজন। বিদায় হঞা আসি কর্য্যা চরন বন্দন ॥
একদণ্ড থাকো তুমি এখানে বসিঞা। ১৮] [১৯ সভার সাক্ষাতে আমি আসি বিদা হঞা ॥
ভাযুর বলেন বহু সোনহ কুতুহলে। বিদায় হঞা তবে আইস গা সকলে ॥

ভাষুরের কথা যুন্যা হইলা বিদায়। কাছার খাঞা পড়িল স্বামির পায়॥
অধিন বালোকে গায় মধুরসকথা। আল্লা নবি বল ভাই ঘুচুক মনবেথা॥
ত্রিপদী ছন্দ॥
প্রভুর চরন ধরি কান্দে কন্যা কোমলা নারি ভালমন্দ কিছুই না জানি।
না জানিএ পাপকর্ম্ম কি খেনে হইল জর্ম্ম তবে কেনে এমন কথা যুনি॥
সেবা কৈলুঁ রাত্রদিন তবে কেনে সভারি ভিন লোটাঞা কান্দে প্রভুর পায়।
মোর এই সিযুবেসে কোথা জাব দুরদেসে অভাগিনির কি হবে উপায়॥
জেন রাধিকার বেস কোমরে ভাঙ্গএ কেষ যুবর্ন্নবরন তার তনু।
সর্ব্বপির দোওা কৈল রূপে উজ্জল হৈল জেন উঠে প্রভাতে ভানু॥ ১৯]
[২০ মুড়াএ মাথার কেস মলিন হইল বেস আর না রহিব আমি ঘরে।
প্রভুর চরন ধর্যা এই সব আরজ করে বিদায় কর জনমকার তরে॥
যুনিঞা কোমলরাম ভাবিলেন পরিনাম তোমাকে বিদাই দিতে নারি।
মাথার আচল ধরি আনি তোমা বিভা করি তোমা লাগি তিল আধ মরি॥
তোমার বাপ আপন ঘরে হাতে ধরিঞা যুপিল মোরে পালন করিহ কুতুহলে।
বড়বহু দেখ্যাছিল তেঞি তোমার কলঙ্ক হৈল তেকারনে ফেলে তোমা জলে॥
তুমি নহ দোচারিনি তোমা মন আমি জানি কপালে আছিল তোমা লেখা।
যুন রামা বিনদিনি আমি কিছু নাঞি জানি সযুরেরে কর জেঞা দেখা॥
স্বামিকে ছাল্লাম কৈল সেখানে বিদায় হৈল জায় কন্যা সযুর হযুরে।
কন্যাকে দেখিঞা মন জেত্যা বলে ঘনেঘন পুনু তারে না দেখে নজরে॥ ২০]
[২১ সযুরে চরন ধরি কান্দে কন্যা হুহুঙ্কারি আমা হৈতে গেল তোমা জাতি।
পুরিল তোমার আস আমি হৈলুঁ বনবাস ত্রিভুবনে রহিল খিআতি॥
ডুবাইলে মোর কুল নগরে হইল গুল আর মোর নাহি তোখে দয়া।
জাতিনাস করিলে তুমি ঘরে না রাখিব আমি থাকিতে চাহ পাতাইঞা মায়া॥
মানিকসাধু বিদা করে ভাবে কন্যা করতারে দুনিঞাতে কেহু নাঞি সখা।
জেবা ছিল তাই হৈল কপালে লিখন ছিল মাএর সনে না হৈল দেখা॥
কেসপাস নাঞি বান্ধে সাযুড়ির পাএ ছান্দে সযুড়ি তুলিঞা নিল কোলে।
তুমি জদি জাবে ছাড়ি সন্য হবে ঘরবাড়ি তোমা লাগি মরিব গা জলে॥
এই আমি করি মোনে জাইব অরুন বনে বাঘ ভাল পালেপালে আছে।
বড় দুখ হয় মনে একেলা জাইছি বনে কেমনে রৈব তাদের কাছে॥ ২১]
[২২ ছাল্লাম করিঞা পায় হইল কন্যা বিদায় ভাযুরের সাতে চল্যা জায়।

পুর্ব্বকালে ছিল সাথি তাহারা জত যুবতি দুরে হৈতে দেখিবারে পায় ॥
জতেক রমনিগন করে তারা নিবেদন কহ কহ কোথাকে সাজনি।
কহেন কমলাবতি আর মর নাই গতি কত কৈব দুখের কাহিনি ॥
যুন দিদি আমি বলি সভে মেল্যা গলাগলি ফকির আইল আমা ঘরে।
কুবুর্দ্ধি লাগিল মোখে সকল বলি গ তোখে গিঞাছিলুঁ ভিক্ষ্যা দিবা তরে ॥
বড় জা দেখিঞা মোরে আবস্তা করিল ঘরে দুখ দিব্যা ছিল তার আস।
সযুরে কহিঞা দিল আমারে বিপাক হৈল তেঞি আমি হৈল বনবাস ॥
পিরের মহিমাবানি আমি অধম কি জানি মো অধম কেবল অসার।
কলম লইঞা হাতে লেখিল তালের পাতে আল্লা নবি বল একবার ॥
পাচালির ছন্দ ॥
কোমলাবতি বনে রহিল তোমারা জাহ ঘর। আমার মাএর হযুরে পাঠাহ খবর ॥ ২২]
[২৩ জতেক সঙ্গি তারা ই কথা যুনিঞা। কান্দিতে লাগিল সভে গড়াগড়ি দিঞা ॥
কান্দিঞা বিদাই হৈল জতেক সঙ্গিনি। ভাযুরের সঙ্গে কন্যা জায় বিনদিনি ॥
ছুরতে উযাল কন্যার চলন মাধুর। লযিত হইঞা জায় আগুতে ভাযুর ॥
পথে না চলএ পা মোনের আনলে। সষ্টির দিবসে ইহা লিখিল কপালে ॥
নআনের জলে কন্যা হইল সাঁতার। কোন অফরাদে হৈল মোর কুলে খাঁকার ॥
পহর এক দুই জনে পথে চল্যা জায়। অরুন বন আগে দেখিবারে পায় ॥
তেজিঞা অনেক দুর গেল বমমাঝে। বনের ভিতরে জেঞা পাইল মহালাজে ॥
পন্থের দুবুড়ি বৌরি প্রথম রুপসি। কোন অফরাদে আল্লা কৈলে বনবাসি ॥
চিন্তায় আকুল হঞা গেল অনেক দুর। জঙ্গলে জাইঞা বলে কন্যার ভাযুর ॥
যুন মা কোমলাবতি আমার বচন। তোমার কপালে এই আছিল লিখন ॥ ২৩]
[২৪ রাত্রিদিন বনমর্দ্ধে না করিয় মনে ডর। দিবস রজনি তোমার এক বরাবর ॥
না বুঝিঞা বনবাস দিল তোমার সযুরে। তুমি বনে থাক মা গ আমি জাই ঘরে ॥
কমলাবতি বলে যুন বচন আমার। সযুর সাযুড়িকে মোর কহয় নমস্কার ॥
কারু দোস নাঞি মোরে বিধি হৈল বাম। ছয় জাকে বল্য আমার মিনতি ছালাম ॥
সভাকার চরনে আমি করি দণ্ডবত। সিতাবি চলিঞা জা গো অনেক দুর পত ॥
পাপিনি করিঞা জদি শ্রীজিল গোসাঞী। কর্ম্মভোগে দোস্ব পাই কারু দোষ নাঞী ॥
জননি রাখিল পেটে জন্ম দিল বাপে। আপনি পুড়িঞা মইলাম আপনার পাপে ॥
ঘরকে চলিঞা জাহ মনে হইঞা খোসি। বিধাতা করিল মথে মহাবনবাসি ॥
যুনিঞা ই সব কথা হইল জরজর। কন্যাকে রাখিঞা ভাযুর আইল ঘর ॥

বনবাস হইল কন্যা কপালের ফলে। সর্ব্বাঙ্গ ভিজিঞা গেল নআনের জলে ॥
কপালের লিখনে কন্যা রহিল বনে। ২৪] [২৫ ভাসুর আইল ঘর বেলা অবসানে ॥
মানিকর বড় বেটা প্রবেসিল ঘরে। সমাচার দিল গিঞা বাপের হুযুরে ॥
মানিকসাধুর বেটা বলে সুন সমাচার। বহুকে রাখিঞা এলাম অরন্যমাঝার ॥
মানিকসাধু বলে আমি হইলাম খোসাল। ভাল হৈল বেরাাইল ঘরের জন্জাল ॥
মানিকসাধু রহিল ঘরে হইল তার সুখ। মন দিঞা সুন এখন কমলাবতির দুখ ॥
আখেরে করিবেন ভাল পির মহাসয়। লেখিঞা ই সব কথা অধিন বালকে গায় ॥
ত্রিপদী ছন্দ।
মানিকের বহু বলে আমা কপালের ফলে দিলে বিধি এতেক সন্তাপ।
আমার লাগিঞা পতি বসিঞা কান্দিছে কতি খোসাল হইল তাহার বাপ ॥
কি হৈল সাধুর মনে আমাখে রাখিল বনে আপনে হৈলেন গ্রহবাসি।
অভাগিনি মনমাঝ ই বড় হইল লাজ ভুবনে হইল বড় লে[া]কহাসি ॥
মাতাপিতা বন্ধু ২৫] [২৬ জন আর জত বিবরন কারু সনে না হইল দেখা।
মোরে দিল উপবাদ পুরিল মোনের সাদ কপালে আছিল মোর লেখা ॥
দেখি সুনি তাখে পারি ই দুখ সহিতে নারি না জানি কৈলাম কোন কাজ।
কি দোস পাইঞা মোর আমাকে করিল চোর ভুবন যুড়িঞা হৈল লাজ ॥
কান্দে ধনি উচ্চস্বরে অঘাদ হানিঞা সিরে মোর ত পোহাইল রজনি।
বিধি করিল নৈরাস হইলাম বনবাস কেমনে রহিব একাকিনি ॥
প্রথম জোৗবনরসে দিল মোরে বনবাসে পুর্ব্ব সন রহিল সন্তরা।
মোরে নিদারুন বিধি আঁচলে হারাই নিধি জিন্ত পরানে হৈলাম মরা ॥
কারু ধার নাহি ধারি না করিলুঁ ডাকা চুরি তবে কেনে এত অবিচার।
পিতামাতা আছে জোথা জাইতে নারিল তোথা পুনুর্ব্বার না জাইব আর ॥
জননিকে না দেখিব নিজপ্রেহে নাই জাব নিশ্চ'এ রহিলাম বনবাসে।
কত দুখ মনে থাকে ঠেকিনু বিষম পাকে মরিলাম মনের হাবিলাসে ॥ ২৬]
[২৭ তনু হৈল জরজর বনবাস হৈল ঘর এই ছিল অভাগিনি লর্ল্লাটে।
হইলাম বনচারি এ দুখ সহিতে নারি কহিতেই মোর প্রান ফাটে ॥
কেকই সাধিল বাদ রঘুনাথে পরমাদ সর্ত্ত কৈল রঘুনাথসনে।
সর্ত্ত পালিতেই হরি ছাড়িল অজর্দ্ধাপুরি সিতাসঙ্গে গেলা বনবাস ॥
প্রবানে লক্ষ্যন ছিল রামের সঙ্গি হইল হাতে লঞা গণ্ডিসর বান।
পাইলেন অনেক কেলেষ ভ্রর্ম্মিলা অনেক দেষ স্থিতি কৈল পঞ্চবটিবন ॥

কুড়্যার ভিতরে হরি অজুর্দ্ধ্যার অধিকারি গণ্ডিহাতে লক্ষ্যন পহরি।
মায়া করি লঙ্কেস্বর সেই কানোনের ভিতর সিতায় করিঞা নিল চুরি ॥
তেমতি আমার দুখ বিধি হৈল বৈমুখ জে ছিল এই কর্ম্মফলে।
জদি প্রভু সত্য হয় এবার তরাঞা লয় ভাঁসে কন্যা নআনের জলে ॥
জদি সর্ত্ত ভগবান অসমএ দনাদন পার করি লেহো দিনবন্ধু।
তোমার চরন সার কিছু নাঞি জানি আর অথাদ ২৭] [২৮ অথাদ সমুর্দ্রমাজে সিন্ধু ॥
কান্দে কন্যা উর্চ্চস্বরে মনে করি সর্ত্তপিরে তোমাঁ বিনে কিছু নাহি জানি।
ভালমন্দ নাই জানি পার কর গুনমনি ভরসা চরন দুইখানি ॥
ইআদ করিল বনে ছাহেবের হৈল মনে আস্তবেস্ত করিল গমন।
গলায় ছেহলির মালা মাথাএ দিস্তার কালা বনে জেঞা দিল দরসন ॥
অনুমান করি তায় অধিন বালোকে গায় ভরসা আছেন পিরের চরন।
কউসে মজাঞা চিত্ত রচিল নৌতুনগিত আল্লা নবি কহ মনিগন ॥
পআরের ছন্দ ॥
কাঙ্গাল ফকির হঞা পির করিলা গমন। কমলাবতির কাছে পির দিলেন দরসন ॥
আহা মরি মরি বাছা সোন গো বচন। স্থির হঞা রহিতে নারি তোমারি কারন ॥
পড়িল বিপদ আজি তোমার ওপরে। পার করিঞা নিব আজি আল্লা জদি করে ॥
ছাহেব তোমার চরন আমি করিলুঁ সার। সঙ্কটে তরাইঞা লেহো হইঞা কাণ্ডার ॥
পির বলে ধুলায় পড়্যা কান্দিছ এখন বনের ভিতর। তোমাকে বনাঞা দিব সোনার মন্দিরঘর ॥ ২৮]
[২৯ ই বোল বলিঞা কন্যা চেতন পাইঞা। ধুলাএ ধোসর কান্দে গড়াগড়ি দিঞা ॥
হায় রে দারুন বিধি কি লিখিল লল্লাটে। বোনের ভিতরে গোসাঞী মর প্রান ফাটে ॥
নবিন বএসে মোর না বসিল ভমর। হেনক সমএ মুঞি রে বনের ভিতর ॥
মুন হে ফকির ছাহেব তোমার মনে খুসি। ভাত খাইতে জেঞা মরে কৈলে বনবাসি ॥
মা বাপের দুলালি আমি স্বামির প্রান। দেখা দিঞা দুখ দিলে ফকির দেওান ॥
বনের ভিতরে মর না হইল মওত। নিজমুর্ত্তি দেখায় তুমি সর্ত্ত হজরত ॥
ই বোল বলিঞা কন্যা কান্দে উর্চ্চস্বরে। অনাথের নাথ পির জানিল অন্তরে ॥
কমলাবতি মা গ তুমি গ ভাগ্যবতি। মুখে ভাত দিঞা তোমা এত দুর্ম্মতি ॥
তার লাগি মাকে মোর কইল বনবাস। এতদিনে মানিকসাধুর হইল সর্ব্বনাষ ॥
ই বোল বলিঞা পির গোছাদিল হঁঞা। দড়ি করি গুদড়ি গলার ওপর লঞা ॥
আমার জননি জদি বনে দুক্ষু পাবে। ২৯] [৩০ সর্ত্তপির বল্যা মুখে কে বা আর বলিবে ॥

ই বোল বলিঞা পির গেল হাল বনাঞা। বনের ভিতরে গেল মাএর লাগিঞা॥
বনের ভিতরে নারি জেখানে পড়্যা আছে। সর্ত্তপির দেওান গেলেন তাহার কাছে॥
মা মা বলিঞা পির করাইল চেতন। কোন আসম্বভাবে তুমি করিছ ক্রন্দন॥
আমি জদি আজি সর্ত্তপির হইব। চিত্রবিচিত্র ঘর বানাইঞা দিব॥
তখন জে পির দেখ কি কাম করিল। লোকমান হাকিমে বোলাইঞা নিল॥
দেওানের হুযুরে লোকমান জোড়করে। আমাকে বোলাইলে কিসের খাতিরে॥
দেওান বলেন তবে মুন মন দিঞা। সিগ্র করি হেমগ্রহো দেহো বনাইঞা।
জে আজ্ঞা কর্যা তখন ছির নোঙাইল। বনের ভিতরে ঘর বনাইতে লাগিল॥
মুবন্নে´র খুলি দিল ফটিকের রঙ্গে। রজতের বেড়া নিল প্রবাল সঙ্গে॥
মানিকের ছাটুনি দিঞা নির্ম্মাইল চাল। তাহার মাঝে মাঝে সঙ্গ করিল প্রবাল॥ ৩০]
[৩১ বেলনপাটের থোপন মুকুতার ঝারা। মুবন্ন´ বিম্মক্কি তাহে আতি মোনহরা॥
মুবন্নে´র রলা বাতা দিল উঠাইঞা। বান্ধিল সোনার দড়ি আটিঞা আটিঞা॥
এইরোপে ঘর সব তৈআর করিল। নানাজাতি পুষ্প সব লেখিতে লাগিল॥
বকুল কস্তরি ফুল আওর পিআল। চম্পা নাগেশ্বর ফুল সোভা করে ভাল॥
সরযুতি পুষ্পরূপে আওর সতমালি। জবা টগর রূপিল আওর কোমলকলি॥
আর কত লেখিল পুষ্প কর্যা সারিসারি। বন্নে´ রন্নে´ লেখিল পুষ্প কত নাম করি॥
লক্ষে লক্ষে রূপিল পুষ্প পুষ্পের নাই অন্ত। বিপিনি সমএ জেন হয় সময় বসন্ত॥
জোথা দির্ঘ তোথা দির্ঘ জেন কর্ম্মিগন। জোথা নিচ তোথা নিচ জেন বৃন্দাবন॥
এইরূপে পুষ্পসকল কাম্মিলা রূপিল। নানাবন্নে´ চিত্র সব লেখিতে লাগিল॥ ৩১]
[৩২ হংসে ব্রহ্ম লেখিল গড়ুরে নারায়ন। বৃসবাহনে লেখে দেব পঞ্চানন॥
উলুকবাহনে লেখে প্রভু নিরঞ্জন। অর্যাবতবাহনে লেখে সহস্রলোচন॥
গড়রুর বাহনে হরি দ্বারকার ইস্বর। মানুসের কান্ধে কুবির ধনের ইস্বর॥
ঢেকিবাহনে লেখে নারদমুনির বরন। কাকে লক্ষি স্বরেস্বতি তাহারা দুই জন॥
মগরবাহনে লেখে গঙ্গা ভাগরতি। ডাই ডাঙ্গর দুই পুত্র´ জাহার সঙ্গতি॥
রথেভরে মুরুজ্জদেব লেখেন অরুন। হরিনে পবন লেখে ছাগে হুতাসন॥
মসিকবাহোনে লেখে দেব গনপতি। সিঙ্গিবাহোনে লেখে দেবি ভগবতি॥
মউরে কার্ত্তিক লেখে সষ্টিতে বিরাল। মহিসবাহোনে লেখিল জোম কাল॥
চিত্র´বিচিত্র´ লেখিল জোমপুরি। ওনকুটি নাগ নিঞা লেখে বিসহরি॥ ৩২]

[৩৩ জার জেমন আকার লিখিল ভাতি ভাতি। মিন কুম্ভ লিখিল বাসকি ফুলসতি ॥
নদানদি সাগর লেখে জত ত্রিথ স্থান। দস অবতার মুর্ত্তি করিল নির্ম্মান ॥
এইমতে পুরিঘর নির্ম্মান করিঞা। সর্ব্বের কামিলা তবে গেল বিদাই হঞা ॥
কামিলা আপনার স্থানে করিলা গমন। অধিন বালোকে গিত করিল রচন ॥

ছাহেব বলেন বাছা বলি জে তোমারে। আনন্দে বসিয়া থাকো সোনার মন্দিরঘরে ॥
বিসম পিরের মাএআ বুঝা নহি গেল। অচম্বিতে হুরপরি কোথা হৈতে আইল ॥
যুললিত বাদ্য কত আলাপিত ধ্বনি। হেন অপরূপ গিত কভু নাহি যুনি ॥
সত্তপির বলেন বাছা বলি গো তোমারে। আনন্দিতে বৈস গিঞা ছোন্নার মন্দিরঘরে ॥
সোনার মন্দিরে থাকো সখিগন সঙ্গে। তোমার সমুরে বুঝাইব ভাল মনরঙ্গে ॥ ৩৩]
[৩৪ এক কথা কহি বাছা যুন গ বচন। সঙ্কট পড়িলে বাছা করিয় সোঙরন ॥
জেই দণ্ডে সোঙরন বাছা করিবে আমারে। সেই দণ্ডে এস্যা বাছা দেখা দিব তোরে ॥
রহিল কোমলাবতি সখিগনসঙ্গে। বিদায় হইঞা পির জান নানা রঙ্গে ॥
সোনার খিলিকা গলে হাতে সোনার আসা। পথে চল্যা জান পির করিঞা তামাসা ॥
সোল স পাল আছে মানিকসাধুর ঘরে। দোয়াদস বাগালে রাখে বনের ভিতরে ॥
এইরূপে আইলা সত্তপির নারায়ন। ধেনুর বাথানে পির দিল দরসন ॥
ধেনু নিঞা আছে তারা দোয়াদষ বাগালে। সেইখানে দেওান গেলেন কুতুহালে ॥
দেওান বলেন বাছা সব বলিঞ তোমারে। কার গরু চরাও তোমারা জঙ্গলভিতরে ॥
যুনিঞা রাখালগন দেওান হযুরে। মানিকসাধুর গরু চরাই দোজখ খাতিরে ॥
মানিকসাধুর গুনের কথা কহিছে রাখালে। সারেপুরে রাখালি না দেয় কুনুকালে ॥ ৩৪]
[৩৫ তোমরা চল্যা জাহ বাছা ভাত খাবা তরে। গরুগুলি চরাই আমি বনের ভিতরে ॥
এখন বস্যা থাকিয় ঘরে যুন মেরা বাত। সভে মেল্যা মোর তরে আনিয় থোড়া ভাত ॥
সোল স গরুর পাল তোমি রাখিতে নরিবে। ধানে গরু ছেড়্যা দিঞা পালাইঞা জাবে ॥
এতেক যুনিঞা দেওান বড় গোস্বা হৈল। সোল সত ধেনুর পাল হুকুমে ফিরাইল ॥
দোওাদস লাঠি তারা দেওানে হাতে দিঞা। সবাই মেল্যা ঘর জায় আনন্দিত হঞা ॥
দোওাদষ বাগাল তারা ঘর চল্যা গেল। একে একে সকল গরু জমিনে ভরিল ॥
সোল সত পাল পির ঝুলির ভিতর থুঞা। বসিঞা রহিলেন তবে ঢিলে ঠেষ দিঞা ॥
এখানে রাখাল সব ঘরে অন্ন খাঞা। ফকিরের কাছে জায় ধেনুর লাগিঞা ॥
মাজমাঠে জেঞা তারা চারিপানে চায়। গরু না দেখিঞা তাদের প্রান উড়ে জায় ॥ ৩৫]
[৩৬ হেটছির কর্যা তাহারা লাগিল ভাবিতে। দেখ রে ফকির বেটা গেল কোন পথে ॥

এতেক বলিঞা সভে চারিপানে চায়। টিল ঠেসা দিঞা ফকির দেখিবারে পায়॥
বাথান ওপরে দেওান বস্যা আছে। দোওাদস বাগাল গেল তাঁর কাছে॥
রাখাল সব বলে আমাদের কথা নায়। কোথা আছে ধেনু দেখাইঞা দাও॥
ছাহেব বলেন বাছা সব সুন আমা ঠাঞী। কাঙ্গাল ফকির আমি গরু দেখি নাঞী॥
ভাঙ্গ ধুতুরা খাইঞা আমার গিআন নাঞী। কোনদিগ্যে গেল ধেনু আমি দেখি নাঞী॥
আখি ঢুল্ল ঢুল আমার রাউল লোচন। দেখিতে না পাই পাল সুন রে বচন॥
তল্ল'াস করিঞা ফিরে জতেক রাখাল। কি করিব কোথা জাব কোথা পাব পাল॥
বনের ভিতরে কান্দে জত সিসুগন। মাথায় মারিঞা তারা কান্দে জনে জন॥
হাহাকার করিঞা কান্দে জতেক রাখাল। ৩৬] [৩৭ কপালের ফেরে মোরা হারাইলাম পাল॥
কি বলিঞা ঘর জাব নাহিখ উপায়। ধুলাএ লোটাঞা কান্দে বল্যা হায় হায়॥
রাখালের কান্দনে পিরের দএআ উপজিল। হাসিঞা হাসিঞা কিছু কহিতে লাগিল॥
ছাহেব [ব]লেন বাছা সব আইস আমার ঠাঞী। এখনি দেখাব গাবি মনকথা নাঞি॥
এতেক সুনিঞা তারা জত সিসুগন। মিনতি করিঞা পিরের ধরিল চরন॥
পির বলে বাছা সব আইস মোর সাতে। দেখাব সকল গাবি চলহ বনপথে॥
বিসম পিরের মাআ বুঝা নাহি গেল। বিছমিল্লা বল্যা জমিন ভুমে নামাইল॥
রাগিল জঙ্গিল ছাহেব দেওান। চারি কোস বন হইল আল্লার ফরমান॥
হাত বাড়াইঞা দেওান বলেন সভারে। এই দেখ সকল ধেনু বনের ভিতরে॥
পিরের মাএআএ বন্দি হইল সিসুগন। গাবি বাছুর পাইঞা আনন্দিত মোন॥ ৩৭]
[৩৮ আজিম কুদরত ছাহেবের কে কহিতে পারে। রাখালসমেত গাবি নিল বনের ভিতরে॥
কমলাবতির ঘর বাড়ি জেখানে আছিল। রাখালসমেত সকল ধেনু সেইখানে থৈল॥
সঞ্ঝ্যা সমএ পাল এখানে বাথানে রাখিবে। খাইবার জত চহো এই ঘরে পাইবে॥
পিরের মাএআতে বন্দি জত সিসুগন। ধেনুসমেত বনে তারা রহিল সর্ব্বজন॥
সকল ধেনু ছাহেব জঙ্গলে রাখিঞা। মানিকসাধুর ঘর জান আনন্দিত হঞা॥
মনে চিন্তা করেন ছাহেব অনাথের গতি। সমচিত ফল দিঞা সাধুর ঘুচাব দুর্ম্মতি॥
ছাহেব দেওান তাহাকে বিমুখ হইল। দারির্দ্র দুখিত ভার তার ওপর দিল॥
আছিল অনেক ধন মানিকসাধুর ঘরে। পির বৈমুখ হৈল সকলি নিল চোরে॥
মালমাত্তা ধন ধান সব হইল হত। খাক হইঞা গেল মান আছিল হে জত॥
বিমুখ হইল পির তাহার ওপরে। সন্য হইল ঘরবাড়ি কিছুই নাই ঘরে॥ ৩৮]
[৩৯ পিরের মেহেরে অধিন বালকে গায়। আল্ল'া রছুল বল ভাই দুখ দুরে জায়॥

ত্রিপদী ছন্দ ॥

সর্ত্ত হজরত দিন হরকত পির বৈমুখ তারে হইল।
ছিল জত ধন পির বিড়ম্ব্র্ন দিনে দিনে সব মিলাইল ॥
ছিল পোতা মাল ঘটি গাড়ু থাল আখারি বাখারি চালু ধান।
জেবা জোথা ছিল সব হত হৈল দেখিঞা সে হইল অজ্ঞ্যান ॥
কাপড় পেটারা সব হৈল হারা অর্থ বির্ত্ত জত কিছু ছিল ॥
ছাহেব বৈমুখ পায় নানা দুখ মানিকের সব ধন গেল ॥
মটর মষুরি নিল মায়া করি গেহোঙ কলাই জত ধন ॥
পির মহাবলি নিলেন সকলি বিপাকে হারা হইল ধন ॥
মরিছ চন্দন ষুন সর্ব্বজন সকল আঙ্গারবরন হৈল।
সব হৈল হত নিবাদিব কত সাধু কান্দিঞা আকুল হৈল ॥
নারেঙ্গ কমলা গুবাক শ্রীফলা ৩৯] [৪০ খএর আদি জত ছিল ধন।
ধন ছিল জত সব হৈল হত দেখিঞা পিরের বিড়ম্ব্ন ॥
আর জত ধন নিলেন দেয়ান কিছু মএআ নাহি তায় আর।
মুকুতা প্রবাল হিরা মানিক লাল ভাণ্ডারে কিছু নাহিক আর ॥
কাপড় পেঁতারা সব হৈল হারা জত কিছু ছিল থরেথরে ॥
বৈমুখ বিধাতা ষুন তার কথা দিনে সে লইঞা গেল চোরে ॥
কান্দে সওদাগর করে হাহাকার কি আর লল্ল্টে লেখা আছে।
সাগরে জাইঞা মরিব ডুবিঞা জম ফিরিছেন কাছে কাছে ॥
সিসা তাম্বা রাঙ্গ সব হইল সং সন্ন্য হৈল মোর ঘর বাড়ি।
বিধি দিল তাপ জলে দিব ঝাপ কান্দে পড়্যা ভুমে গড়াগড়ি ॥
পির দিল দুখ বড় হৈল সোক আর কি কপালে মোর আছে।
দআর সাগর দিলেন বর্জ্জর ভিখারি করিল তায় নাছে ॥
ছাহেব দেওান্ হাসেন তখন যুবন্ন্যবরন জার মুখ।
দিঞা সমচিতি ঘুচাব দুর্ম্তি আর দিব ইছে বড় দুখ ॥ ৪০]
[৪১ হরিল গ্যান ছাহেব দেয়ান করিল তাহারে খেপাপরা।
সম্য ঘরবাস ছাড়িছে নিশ্বাস জেন জিয়ন্তে পরানে মরা ॥
মা বলিছে বচন ষুন সর্ব্বজন ফকির করিল মোরে এত।
ছিল যত ধন নিল সেই জন আর দুখ মুক্রি পাব কত ॥
সেই জে ফকিরে এতখানি করে পাইলেই তারে দিব দুখ।

আচলা গুদড়ি   সব নিব কাড়ি   তবে মনে হইবেক য়ুখ ॥
পিরের চরনে   পরম কারনে   অধিন বালকে রস গায় ।
তাহার চরন   করি সোঙরন   ভরসা তাহার রঙ্গা পায় ॥
পাচালির ছন্দ ॥
মানিক সাধর ধন হরিল দেওান ।   গড়াগড়ি কান্দে বেটা হঞা অচেতন ॥
দয়াহিন হৈলেন পির সর্ত্ত মহাসয় ।   সম্য হইল সাধুর দরিদ্র আলয় ॥
অনেক কালের দর্ব্ব আছিল ঘরে ।   পির বৈমুখ হইল দিনে নিল চোরে ॥
নিদানে বেরুন করা ধান্য কুটে খায় ।   পরিবার সম তারা কান্দিঞা বেড়ায় ॥ ৪১]
[৪২ থালা কাঁসা ঘটি গাড়ু সব বেচ্যা খায় ।   বিদাহে হাতের খাড়ু রক্ষ্যা নাহি পায় ॥
পাইল দারুন দুখ কহিতে উপহাস ।   মানব লোক য়ুন্যা সব পাইল তরাস ॥
বড়ই কসনা হৈল না পারে সহিতে ।   দ্রাসিকর্ম্ম করিতে জায় পরের বাড়িতে ॥
উপবাস রহে বেটা সহিতে না পারে ।   কি করিলে ধর্ম্ম গোসাঞি কান্দে উর্চ্চস্বরে ॥
বড়ই কসনা পাঞা সাধু কান্দিতে লাগিল ।   সাত বেটা লঞা য়ুক্তি করিতে লাগিল ॥
য়ুন অরে বাছা সব বলিএ সভাকারে ।   বেরুন করিতে জাহো সহরভিতরে ॥
সব ধন হইল হত না রহে পরান ।   বেরুন করিঞা সবাই বাচাহো পরান ॥
তাহারা বলেন বাপু বলিএ তোমারে ।   বেরুন করিতে মোরা জাব কোথাকারে ॥
য়ুন য়ুন অরে বাছা বলিএ উদ্দিষ ।   কিনু বন্নিকের ঘরে জাহ খাটিতে মুনিস ॥
সেই কিনুর কথা কহি য়ুন সর্ব্বজন ।   কাঙ্গাল করিঞা বিধি করিল শ্রীজন ॥ ৪২]
[৪৩ বড়ই গরিব সেই দুনিঞার ভিতরে ।   বিরুন করিঞা সেই দিন গুজরান করে ॥
লাগি পাট্যা খাটিত সেই মানিকসাধুঘরে ।   দুখে য়ুখে এইমতে গুজরান করে ॥
বড়ই কাঙ্গাল সেই দুনিঞার ভিতরে ।   আর্ল্ল নবি সদাই ভাবেন অন্তরে ॥
বড়ই নেককার সেই সাবুদ ইমান ।   বড়ই ইনছান সেই বড়ই গরিবান ॥
খাছ বান্দা সেই ছাবুদ ইমান ।   পরের সম্পদ দেখে হারাম য়ুমান ॥
নেকজাদি বিবি দেখ আছে তার ঘরে ।   কোন নেক ক্ষেনে আর্ল্লা পএদা কৈল তারে ॥
বেরুন করিঞা কিনু পায় তিন সের ধান ।   ডেড় সের চালু তাহে য়ুনহ বআন ॥
সেই ধান আনিতে জায় মানিকসাধুঘরে ।   বেরুনগুলি দেয় তারে বিবিধ প্রকারে ॥ ৪৩]
[৪৪ মানিকসাধুর বহুদের কথা য়ুন মন দিঞা ।   ইন্দুরমাটি ধানের সাতে দেয় মিসাইঞা ॥
পাছুড়িঞা ধানগুলি তৈআর করিঞা ।   মাপিঞা দাও বলিঞা রহিত বসিঞা ॥
কেহু বলে আগু দিদি মোর কথা য়ুন ।   আর বহু বলে আমার দেখহ উকুন ॥

নানা কাম করাইঞা মাথা দেখাইঞা। কথক্কন বাদে ধার দিথ জে মাপিঞা ॥
অবসানে ধান নিঞা আসিথেন ঘরে। আন্দর করিথ বিবি ভাবিঞা আল্লারে ॥
তিন পাই খুদ হৈল আন্দর চাওল। কিনুর নারি বলে মর সব হৈল আওল ॥
সেই চালু লঞা আনন্দিতো হইঞা। খানা পাকান মাই আল্লাকে ভাবিঞা ॥
খানা পাকান মাই আপনার ঘরে। চারি জায়গা করেন আনন্দঅন্তরে ॥
এক জায়গা রাখিল বিবি খামিদের তরে। আর জায়গা রাখে লড়কার খাতিরে ॥ ৪৪]
[৪৫ আর এক জায়গা রাখেন বিবি মছাফিরের তরে। আর এক জায়গা রাখে আপন খাতিরে ॥
ফকিরের বাসন রাখেন তাকে ধরিঞা। খমিদের বাসন তখন দেন বাড়াইঞা ॥
বাছাদের আগুতে খানা দেন তার পরে। অবসেসে আপুনি নেন জে দেন করতারে ॥
এই হালে কিনু দেখ করেন গুজরান। অন্তরে জানিল আমার ছাহেব দেওান ॥
অনাথের নাথ ছাহেব সর্ত্তপির। বলে কিনুকাঙ্গালের ঘরে হইব জাহির ॥
সর্ত্তপির ছাহেব দেখ ফকির হইঞা। কুড্যার দুআরে পির খাড়া হৈলেন গিঞা ॥
দমছে দিদার মওলা হাঁকে উভুরাএ। কিনুর কবিলা তাহা যুনিবারে পায় ॥
ঘরে হৈতে বিবি তবে আইল নিকলিঞা। ফকিরের হযুরে খাড়ি ছাল্লাম করিঞা ॥
ছাহেবের আগে মাই হইলেন খাড়া। কহিতে লাগিল বিবি দস্ত করিঞা জোড়া ॥ ৪৫]
[৪৬ কি কারনে এস্যাছ পির ছাহেব দেওান। দেওান বলেন বাছা যুন ফরমান ॥
ছাহেব বলেন বাছা তোমারে সোমজাই। একমুঠি খানা পাইলে দোওা করা জাই ॥
যুনিঞা বিবি বড় খোসালিত হইঞা। একবাসন খানা মাই দিলেন আনিঞা ॥
নিছমির্ল্লা বলিঞা দেয়ান সেইখানে বসিল। ওছলা ডালিঞা ছাহেব আসন করিল ॥
খাইলেন খানা পির ছাহেব দেওান। আরবার মারিল হাঁক আর্ল্লার ফরমান ॥
আরবার ছাহেব হাঁকে দরজাতে রঞা। যুনিতে পাইঞা মাই আইল নিকলিঞা ॥
ছাহেব বলেন মা গ করি নিবেদন। আর থোড়া খানা বাছা দেহ ত এখন ॥
যুনিঞা মাই তবে ঘরে চল্যা গেল। আপনার বখরা বিবি আনি জোগাইল ॥
সেহ খানা খাইল ছাহেব আর্ল্লায় ভাবিঞা। আরবার হাকিল পির দরজাতে রঞা ॥ ৪৬]
[৪৭ আরবার যুনিঞা মাই আইল নিকলিঞা। ফকির বলেন মাই যুন মন দিঞা ॥
সর্ত্তপির বলেন মা বলি গ তোমারে। আর থোড়া খানা মা দে গ আমারে ॥
ছাহেবের কথা যুন্যে ভাবে মোনে মোনে। আরবার খানা আমি পাইব কেমনে ॥
খামিদের বখরা তবে আনিঞা জোগান। খাইলেন তাহা পির ছাহেব দেওান ॥
সেহ খানা খাঞা পির হরিষ অন্তরে। আরবার হাকিল ছাহেব দরজার ওপরে ॥

আরবার মা তবে আইল নিকলিঞা। ফকির কহিল তখন হাসিঞা হাসিঞা ॥
ছাহেব বলেন মা বলি গ তোমারে। আর থোড়া খানা হৈলে মোর পেট ভরে ॥
লাড়িকার খানা দিল মোন করিঞা থির। সকলি খাইলেন তাহা দেওান সর্ব্বোপির ॥
সব খানা খাইল ফকির স্থন দিঞা মন। উপবাস রহিল দেখ তাহারা চারি জন ॥ ৪৭]
[৪৮ উপবাস রহিল তাহারা আন ঘরে। আল্লা নবি বলি সদাই ভাবনা অন্তরে ॥
আরদিন প্রভাতে করিলা গমন। সহরেত গেল দুখ মিহনত কারন ॥
সহরের মাঝে জেঞা মিহনত করিঞা। আপনার ঘর তবে পোহছিল জেঞা ॥
খামিদেঁ দেখিঞা বিবি আনন্দিত মন। পানি আনিঞা দিল অযুর কারন ॥
জে কিছু আনিঞাছিল মিহনত করিঞা। পাকাইল খানা আনন্দিত বড় হঞা ॥
চারিটি বাসন তবে আনিল তখন। আগহাড়ির ভাত রাখে ফকির কারন ॥
আর বাসনে রাখিল খামিদের তরে। তার পর রাখে খানা বাছাদের তরে ॥
অবসেসে থোড়া কিছু আপনার তরে। রাখিলেন চারিটি বাসন তৈআর করে ॥
চারি জায়গাতে খানা তৈআর করিল। ছাহেব অনাথের নাথ খেআনে জানিল ॥ ৪৮]
[৪৯ অন্তরে জানিঞা পির ছাহেব দেওান। জাইব কিনুর বাড়ি আজি বুঝিব ইমান ॥
এতেক বলিঞা পির ছাহেব খোনকারে। আল্লাহ জিকির বল্যা হাকিল দুআরে ॥
ফকিরের হাক বিবি স্থনিল আপনে। স্থকরাল ভেজিঞা দুই হাত দিল কানে ॥
খানার বাসন মা হাতে কর্য্যা লঞা। ফকিরের আগে খানা দিল বাড়াইঞা ॥
খাইলেন খানা ছাহেব পির দেওান। আরবার বলে মা স্থন ফরমান ॥
আর কিছু খানা জদি আছে তোমা ঘরে। তাগিদ আনিঞা তবে দেহ ত আমারে ॥
ফকিরের মুখে বিবি এতেক স্থনিঞা। খামিদের হযুরে ডাড়াইলেন জেঞা ॥
বিবি কহেন কথা স্থনহ প্রাননাথ। আইল ফকির এক খাইবারে ভাত ॥
আপনা বখরা দিলাম খাইল বসিঞা। আরবার জিখির হাঁকে খানার লাগিঞা ॥ ৪৯]
[৫০ কিনু বলে তুমি জে আমার কথা লায়। পেট ভর্য্যে খানা তুমি ফকিরে খিলায় ॥
একে একে চারি বাসন সকলি খাইল। সেইদিন তাহারা উপবাসি রহিল।
তাহারা দুইজনা দেখ অমনি রহিল। অবোধ বালকে দেখ ভোকছানি লাগিল ॥
গরলিঞা পড়িল বাছা হইল অচেতন। বাছারে করিঞা কোলে জননির রোদন ॥
ছাহেব অনাথের নাথ দেখিল নজরে। আরবার আইল পির দুখির দুআরে ॥
দমছে দিদার মোঁনা হাকিলেন জিকির। বাছা কোলে করিঞা বিবি হইলা বাহির ॥
ছাহেব বলেন বাছা স্থন সোমাচার। কি আজাব হঞাছে বাছায় আন একবার ॥
এতেক স্থনিঞা বিবি আনন্দিত হঞা। ফকিরের কোলে বাছায় দিলেন তুলিঞা ॥

ওদরের জালাতে তার ছওাল মর্য়াছিল। ছাহেব করিতে কোলে সব নিভাইল ॥ ৫০]
[৫১ বাম হাত জিন্দা বুলাইলেন গায়। নিদাইঞা ছিল জেন আঁখ মেল্যা চায় ॥
খিদায় অন্তর তাহার জল্যা জ্বাইতেছিল। ছাহেব করিতে কোলে সব নিভাইঞা গেল ॥
ছাহেব বলেন বাছা স্থুন ফরমান। খাছ বান্দা তোমারা জানিলু ইমান ॥
অরে অরে কিনু বাছা স্থুন রে বচন। তোমাকে দিব বাছা সাত ঘড়া ধন ॥
আমার জম্বিনে থোড়া ভুজা নেহ ত এখন। পানি পিঞা তোমারা রাখ গা জিবন ॥
জি হুকুম বলিঞা কিনু হাতে করি নিল। পানি খাঞা তাহারা জান বাচাইল ॥
ছাহেব বলেন বাছা আইস মর সাতে। সাত ঘড়া ধন আছে আউচতলাতে ॥
সাতে কর্য়া লঞা জান ছাহেব দেওান। আউচতলাতে জেঞা দিল দ্রসন ॥
পির বলে অরে বাছা স্থুন রে বআন। এই জায়গাতে আছে সাত ঘড়া ধন ॥ ৫১]
[৫২ খুদিতে লাগিল মাটি পিরের ফরমান। কাটিতে লাগিল চেপা পাহাড়ের স্থুমান ॥
গলাসমান করিঞা তবে গাড় জে খুদিল। পিরের হুকুমে সাত ঘড়া ধোন পাইল ॥
ছাহেব বলেন বাছা স্থুন রে বচন। ভারে কর্য়া লঞা জায় সাত ঘড়া ধন ॥
ভারে করিঞা ধন লঞা গেল নিজঘরে। ছয় ঘড়া ধন লঞা গেল তিন বারে ॥
এক ঘড়া ধন থাকে ভাবে মনে মনে। এক ঘড়া ধন লঞা জাইব কেমনে ॥
আর এক ঘড়া ধন দায় গুনমনি। নহে মর ঘরে ধন বঞা দাও আপুনি ॥
ফকির বলেন বাবা বলি জে তোমারে। আমি বঞা ধন দি গা তোমার ঘরে ॥
এতেক বলিঞা পির ঘড়া নিল হাতে। আগু আগু কিনু চলিলা আনন্দিতে ॥
আগু আগু জায় কিনু পাছ পানে চায়। পাছে ফকির বেটা লইঞা পালায় ॥
দেওান বলেন বাছা তোমাকে বুঝাই। তোমরি ঘর জাব বাছা কথু জাব নাই ॥ ৫২]
[৫৩ ঘড়াসমেত ছাহেব কিনুর ঘরে আইল। ছাহেব দেওান তবে কহিতে লাগিল ॥
খানা খিলাঞা বন্দি করিঞাছ আমারে। সাত ঘড়া ধন বাছা দিলাম তোমারে ॥
একচির্ত্ত হঞা করিহ পিরের সিরিনি। হামেসা তোমায় হবেন মেহেরবানি ॥
আর এক কথা বাছা বলিএ তোমারে। বড় দুখ দিব আমি মানিকসাধুরে ॥
সাত বেটা আছে মানিকসাধুর ঘরে। সাতজোনাকে আনিব তোমার দুআরে ॥
সবাইকে খাটাবে বাছা স্থুন রে বচন। আপনার দাদ বাবা বুঝ্যা নিবে এখন ॥
এতেক বলিঞা পির গেলেন বিদাএ হঞা। ছোন্নার ছুরত তনু গেল মিলাইঞা ॥
গরিব বালকে ইহা করিল রচন। আল্লা আল্লা বল ভাই জত মুমিনগন ॥

মানিক সাধুর ধন গেল হইল বড় দুখ। হাহাকার করিঞা কান্দে তিলেক নাঞী স্থুখ ॥ ৫৩

[৫৪ দারুন ওদরের জ্বালা না পারে সহিতে। সাত পুত্রে ডাকিঞা সাধু লাগিল কহিতে॥
বেরুন খাটিতে জায় তোমারা সাত জন। তবে ত সরিরে বাছা রহিব জ্বিবন॥
সাত ভাই বলে বাপু করি নিবেদন। কোথাকে জাইব মোরা বেরুন কারন॥
মানিকসাধু বলে বাছা সব সুন উপদিস। কিনুবনিকের ঘরে জায় খাটিতে মুনিস॥
সুনিঞা গমন কৈল] তারা সাতজন। কিনুর বাড়িতে জাঞা দিল দরসন॥
কি কর কি কর ভাই কিনু আপনার ঘরে। আমরা সাত ভাই আইলাম বেরুন করিবারে॥
এতেক সুনিঞা কিনু লাগিলা বলিতে। সাত ভাই চল তোমরা আমার খাটীতে॥
কাদামাঠে লঞাছি জমি হালবলদ নাঞী। সেইখানে খাটিতে তোমরা চল সাত ভাই॥
চল চল বল্যা তারা বলে সাতজন। আনন্দিত হঞা কিনু করেন সাজন॥
মাথায় পাগ তসরের জোড লইঞা। পিন্ধিতে লাগিল কিনু ঢোসক করিঞা॥ ৫৪]
[৫৫ সাজন করিঞা কিনু বলিছে বচন। সাত ভাইকে লইঞা খাটাইব এখন॥
সাতখানি কোদালি আনিঞা দিল হাতে। সেই কাদামাঠে লঞা গেল সাতেসাতে॥
এঠেলমাটি তাথে বেনার সিকড়ে। কোদালি লাগাইঞা তাথে টানাটানি করে॥
তিন দিন উপবাস দিঞাছে পির অলি। কাটিতে লাগিল বেনা করিঞা বিকলি॥
মাচার ওপরে কিনু রহিল তখন। অন্তরে হাঁসেন আমার ছাহেব দেওান॥
আল্লার ভেজা আজি জদি সর্ত্তপির হব। খুব ভাঁতি মানিকসাধুকে আর দুখ দিব॥
মনছবি দিছেন কিনু মাচান ওপরে। মেট্যালমাটি বেনার জড় টানাটানি করে॥
কিনুর কবিলা তখন বসিঞা আপন ঘরে। মনের সহিতে বসিঞা যুক্তি করে॥
ইন্দুরমাটিগোলা ধান্যে মিসাইঞা। সরবরে গেল নাবি গোছল লাগিঞা॥ ৫৫]
[৫৬ ঘরে আসিঞা নারি চাহিছে চারিপানে। বেরুন সাদিতে ছোড়িল আসিব কতক্ষনে॥
বাহির হঞা কিনুর জরু চাহে চারিপাশে। উকুন দেখাব আজি মনের হরিসে॥
গর্জ্জব হইল পির কি কহিব তায়। মানিকসাধু ঘরে পড়্যা গড়াগড়ি জায়॥
তিনদিন উপবাস মুখে নাহি কথা। জমিনে পড়িঞা সাধু ঠুকিছেন মাথা॥
দোজখের জালা সাধু সহিতে না পারে। অপ্তঘাতি হঞা জায় মরিবার তরে॥
কতক্ষ্যান বাদে তবে চেতন পাইল। মানিকের বড়বহু দেখিবারে পাইল॥
বহু বলে অ গ সমুর করি নিবেদন। মুখে জল দিঞা ঠাকুর কর গ চেতন॥
দণ্ডখানিক পরে সাধু চেতন পাইল। বহু সভে ডাকিঞা কহিতে লাগিল॥
সাত বেটা গেল আমার খাটিবার তরে। ধার সাধিঞা তোমরা লঞা আইস ঘরে॥

এত ষুনে বন্ধু সব বলে ধিরেধিরে। তোমার বন্ধু মোরা না হই ঘরের বাহিরে ॥
[৫৭ পিরের হুকুমে গিত অধিন বালকে গায়। আল্লা নবি বল ভাই ভরসা খোদায় ॥

কিবা করে লাজ ভএ কি কহিব কাহিনি। দেখিতে না পাই লাগ্যাছে ভুকছানি ॥
সমুরের কথা ষুন্যা লাগিল কান্দিতে। সাত জাএ জায় তখন বেরুন সাধিতে ॥
বড় বন্ধুর মনে হইল বড় তাপ। কিনুর ঘর সভে চল কি করিলুঁ পাপ ॥
এতেক বলিঞা জায় মোনে অতি দুখ। দোস গুন নাহি বিধাতা জারে বৈমুখ ॥
বাহির হঞা কিনুর জরু একদৃষ্টে চায়। মানিকসাধুর সাত বন্ধুকে দেখিতে পায় ॥
আএরে ফুয়ড় ছুণ্ডি ল সোন একচির্ত্তে। তোমাদের মনসে নি গেল আমাদের খাটিতে ॥
কিনুর জরুর মুখে ষুনিঞা উভুরাএ। ছএ জাএ জেঞা তারা ধরিলেক পায় ॥
পাএতে ধরিঞা কহিছে কাতরবানি। ধান্যগুলি মাপিঞা দাও গ আপনি ॥ ৫৭]
[৫৮ তাহাদের মুখে ষুনিঞা এতেক বচন। হাসিতে লাগিলা তবে খোসালিত মন ॥
বেরুন আনিতে জেথাম তোমাদের ঘরে। কত পাটি করাইঞা মাপিঞা দিথে মরে ॥
চারি জোনা পাছড় ধান্য করিল ফরমান। আগে মাথা দেখাইঞা মাপিঞা দিব ধান ॥
নোটন খুলিঞা মাথা দেখ্যে দৌড়াদৌড়ি। দেখিছে মাথার উকুন তখন তড়াবড়ি ॥
কাখই ভেজাঞা তবে দিলেক মাথাতে। চড়চড় কর্যা উখাড়ে চুল গোড়াসমেতে ॥
কিনুর কবিলা বলে ছুড়ি ল না দেখ্য উকুন। চুলের টানুতে মাথা করে কুনকুন ॥
আধান্য আধামাটি মিসাল করিঞা। ডের সের কর্যা ধান্য দিলেন মাপিঞা ॥
হরসিত হঞা ধান্য লইঞা জায় পথে। সর্ত্তপির বিড়ম্বনে সব পড়িল পথে ॥
মাথা হইতে ধান্যগুলি জমিনে পড়িল। হা হা হুতাসন করি কান্দিতে লাগিল ॥
গড়াগড়ি সাত জন ধুলায় পড়ি কান্দে। সেইখানে গেলেন পির কর্যা মায়াছান্দে ॥ ৫৮]
[৫৯ পুছিতে লাগিলা পির আপনে মায়া করি। কাহার বন্ধুআরি তোমরা কার ঝিআরি ॥
বন্ধু সকল বলে ঠাকুর তোমাকে জে বলি। মানিকসাহার বন্ধু মোরা জনমপুড়লি ॥
সর্ত্তপিরের সিন্নি দিতে বল গা সমুরে। জা মানিবে তাই পাবে পিরের বরে ॥
ফকিরের বচন ষুনি হরসিত রমনি। ঘরে জেঞা দিব গা জে পিরের সিরিনি ॥
সিন্নি বচন ষুনিঞা সর্ত্ত গুনমুনি। ধান্যগুলি জড় কর্যা দিলেন আপুনি ॥
বিষ সের ধান তার দস সের পাইল। সেইখানে সর্ত্তপির গাএবে মিলাইল ॥
এ কথা বলিঞা হইল অন্তরধেআন। ইহারা সমুরের কাছে নামাইল ধান ॥
মানিকসাধু উঠিঞা কহিছে ধিরেধিরে। ধান্য কুট্যা চালু আন্যা বাচাহ সরিরে ॥
ছয় বন্ধু বলে ঠাকুর ষুন গ বচন। পথে আসিতে কথা কহিল একজোন ॥ ৫৯]

[৬০ ধান্যগুলি নিঞা আসি কান্দিতে কান্দিতে। একজন ফকিরের সাতে দেখা হৈল পথে ॥
সকল কথা তেনি কহিল মোন্দের তরে। সর্ত্তপিরের সির্ন্নি দিতে বল গা সবুরে ॥
ফকিরে দেখিঞা জদি কর্য্যাছ নমস্কার। তবে ত হইল আমার কুলের খাঁকার ॥
যুবুদ্ধি অনেক জদি হয় কুনুজন। পির মুরাসিদের কথা যুনে পতিশ্রবন ॥
বেআক্কেল লোক জদি থাকে তার পাসে। আসল কথা যুন্যা তারে করে উপহাসে ॥
সাধু বলে ভিক্ষা মাগিব তেপান্তরে। তথাপি না সেবিব মুঞি জবন ফকিরে ॥
না ভজিব ফকির ম না দেখিব নজরে। সাত বেটার কামাঞি বসিঞা খাব ঘরে ॥
এত বল্যা মানিকসাধু কৈল অহঙ্কার। যুনিঞা পিরের দিলে দুখিত আপার ॥
ধান্যগুলি নিঞা মাত্র দিল টিকীর গড়ে। পার দিতে টিকিতে চারি জোনা চড়ে ॥ ৬০]
[৬১ ধান্য কুট্যা চালু লঞা জান বাচাইব। তাহাতে ছাহেব দেওান বিবাদে লাগিব ॥
এছাবি গজ্জব হইল দেখ সর্ত্তপির দেব। তুষগুলি রাখিঞা চালু করিলেন গাএব ॥
গড়ে হাত দিঞা তারা হঞা গেল ভুস। ধান্য ভিতর চালু নাঞী সকলি জে তুষ ॥
না পাঞা চালু তাহারা কান্দিতে লাগিল। যুনিঞা মানিকসাধুর প্রান উড়্যা গেল ॥
রোদন যুনিঞা বুড়া করিল গমন। বহুসবের কা[ছে] জেঞা দিল দরসন ॥
বহু বলে অ গ ঠাকুর যুন মোন্দের বাত। দুরন্ত দুস্ক হইল পড়িল বর্জ্জাঘাত ॥
কপালে লিখিল কিবা লিখন গোসিঞা। তুষ আছে চালুগুলি গেল গাএব হঞা ॥
যুনিঞা মানিকসাধু বলে হায় হায়। গড়ে হাত দিঞা বলে কি কৈল খোদায় ॥
সাধু বলে যুন মা না কর গো রোদন। তুষ কুট্যা দে গ বাছা বাচুক জিবন ॥ ৬১]
[৬২ ঘরে বস্যা তুষকুটা খাএ মানিক বুড়া।
সঞ্ঝা সোমএ হইল যুন তার বাত। ঘরকে চলিল সভে খাইবারে ভাত।
এতক্ষনে কিনু সভে বিদায় করিল। কোদালি মাঠে থুঞা ভাত খাই আইল ॥
খিদাতে আকুল হঞা চল্যা এল্য ঘরে। ছয় বহু পড়্যা কান্দিছে ধুলা ধোসরে ॥
বাপের সাক্ষাতে জেঞা পুছে সাত ভাই। ধান্য সাধ্যা এন্যা কেনে কান্দিছ সবাই ॥
ধান্যগুলি নিঞা আনিল মোর কাছে। একটি চালু নাহি তাহে সকল তুষ আছে ॥
এত দুখ দিল বেটা ফকির জবন। তুষকুটা কুড়া খাইঞা বাচাহ জিবন ॥
গোসা হঞা সাত ভাই গালি দিল বাপে। এতেক সন্তাপ হৈল তুঞি বেটার পাপে ॥
জবে ভাত খাইতে আইল ফকিরের বালা। বুঝিতে নারিলি সেই ফকিরের খেলা ॥
একচিত্তি মান সেই জবন ফকিরে। অবস্য করিবেন দএআ দেখিঞা কাতরে ॥ ৬২]
[৬৩ হা হা হুতাস করি তারা কান্দিতে লাগিল। অনাথের নাথ পিরের দএআ উপজিল ॥
জাহির লাগিঞা আমার সর্ত্তনারায়ন। বনের ভিতর করিল পুখুরের প্রতন ॥

পুখুরের প্রতন করিল আপনে মায়া করি। বৈরাগ্যবেস হইলা নানা মত্রআ করি ॥
দত্রআ করি সর্ত্তপির আসিছেন তাদের ঠাঞী। বেরুন করিতে তারা জেছেন সাত ভাই ॥
দেওান সর্ত্তপির পু নু] হইলেন সখা। রাহের উপরে জেঞা তাদিগ্যে দিল দেখা ॥
সাত ভাই তারা কান্দিছে একসাত। বৈষ্ণমের বেসে পির ডেক্যা পুছে বাত ॥
মানিকসাধুর বেটা তোমরা সাত জন। কোন আসম্ভভাবে তোমরা করহ ক্রন্দন ॥
বৈরাগ্যবেস তারা নআনে দেখিল। করজোড় করিঞা তারা নমস্কার কৈল ॥
মানিকসাধুর বেটা বলে গোসাঞী ষুন কথা। আচাম্বিতে মহাদুখ দিলেন বিধাতা ॥ ৬৩]
[৬৪ ধম্মিক লোকের কাছে জদি অধম্মি থাকে। সেহ দুখ পায় বাছা অফরাদি পাপে ॥
দুইজোনার মননিস্টা জানিল বিনদিনি। তোমার গোষ্ঠি সকলি বনে আনিব এখনি ॥
এখন রন্ধন কর মা গ ষুন মেরা বাত। ইহারা সাত দিন উপবাসি খিলাইব ভাত ॥
কোথা চালু জল পাব করি নিবেদন। সরঞ্জাম কোথা পাব করিব রন্ধন ॥
দেওান বলেন বাছা ষুন মোর বচন। সর্ত্তপিরে সোঙরিঞা চাপাহ রন্ধন ॥
রন্ধন চাপাহ গিঞা আপনার ঘরে। সমপুন্ন´ হইব সব সর্ত্তপিরের বরে ॥
খোস হঞা কোমলাবতি হেঁসালঘরে গেল। আড়াই নুড়াতে অন্ন্য তৈআর হইল ॥
রন্ধন করেন কন্যা আনন্দ অন্তরে। রাসি রাসি হইল অন্য বনের ভিতরে ॥
বনের ভিতরে কন্ন্যা করিল রন্ধন। তৈআর করিল অন্য পঞ্চাস বেঞ্জন ॥ ৬৪]
[৬৫ দিবস বহিঞা গেল সাঁজবেলা হৈল। ষুয্যের রথখানি গগনে মিলাইল ॥
ধিকি করে বেলা ওপরগগনে। পাহাড়ের ওপরে ওঠিল মুনিষগনে ॥
বেরুন লইতে তবে আইল সর্ব্বজন। মায়া করি বেরুন দেয় ছাহেব তখন ॥
সভাইকে বেরুন দিঞা করিল বিদাই। সবাইকে দিলেন বেরুন রহিল সাত ভাই ॥
সাতজনা থাকে তারা দেওান পানে চেঞা। না জানি কপালে কি করেন গোসিঞা ॥
বেরুন পাঞা সভাই গেল বিদা হঞা। সাত ভাই রহিল খাড়া বুকে হাত দিঞা ॥
দেওান বলেন বছা ষুন আমার কথা। একর্ত্তরে দিব ধার আজি থাক হেথা ॥
সাত জনা থাকে তারা দেওানপানে চেঞা। না জানি কপালে কি করেন গোসিঞা ॥
বেরুন পাঞা সভাই গেল বিদা হঞা। সাত ভাই রহিল খাড়া বুকে হাত দিঞা ॥
দেওান বলেন বাছা ষুন আমার কথা। একর্ত্তরে দিব ধার আজি থাক হেথা ॥
ই সব বচন ছাহেব জখন বলিল। অন্তরে আকুল হঞা কান্দিতে লাগিল ॥
হায় রে দারুন বিধি কি হৈল কপালে। ৬৫] [৬৬ সঙ্কট পড়িল মোন্দের কোন পাপফলে ॥
তিন দিন উপবাস না রহে পরানে। কি হালে গেল দিন পরিবারজোনে ॥
গলায় কাপড় দিঞা মিনতি করেন সবাই। বিদায় করিঞা দেহ আমরা ঘরে জাই ॥

হাসিতে লাগিল পির ছাহেব দেওান। অন্ন´ জল খায় সভে বাচুক পরান॥
অন্ন´ জল খাইঞা আগু যুড়াহ জিবন। তবে ঘর জাবে বাছা ষুন রে বচন॥
বসিতে আসন দিল দিলে জলের ঝারি। ভ্রজন করিতে সব বসিল সারি সারি॥
ষুবন্ন´ পিড্যা সব রাখিল থরে থরে। ছোনালি পাছড়া দিঞা তাহার ওপরে॥
বৈরাগ্যবেস হঞা ছাহেব দেওান। বলিতে লাগিল কিছু ষুন ফরমান॥
অন্ন´ খাহো বাছা সব ওদর ভরিঞা। ঘরকে চলিঞা জাবে আনন্দিত হঞা॥
তাহারা সবাই বলে ষুন হে গোসাঞী। না বুঝিঞা অন্ন´ খাব কার ঠাঞি॥ ৬৬]
[৬৭ বৈরাগ্য বলে বাছা ষুন মোর ঠাঞি। ব্রাহ্ম´নের প্রসাতঅন্ন´্য ওহার দোস নাঞি॥
ব্রাহ্ম´নে করাছে রসই ষুন রে বচন। আনন্দ করিঞা তোমারা করহ ভ্রজন॥
ভ্রজন করিতে তারা বসিল সাত ভাই। অন্ন´্য লইঞা গেল কন্ন´্যা তাহাদের ঠাই॥
ষুবন্নে´র থালে অন্ন´্য রাখিল থরে থরে। সাত জোনায় দেখ্যা তবে কানাকানি করে॥
ভ্রজন করিঞা সভে করে অনুমান। আমাদের বহু বটে লক্ষির সোমান॥
ভ্রজন করিঞা সভে করিল আচবোন। কপ্প´ূর তামুল খায় মুখের সোধন॥
বৈরাগ্য কাছে গিঞা করিছেন বিনয়। কাহাদের রমনি এই কহ মহাসয়॥
হাসিঞা কহিছেন পির দআর সাগর। জে কন্যায় রাখিঞা গেলে বনের ভিতর॥
পালন করিলাম আমি ঝিআরি ষুমান। ৬৭] [৬৮ ভুসিত কর্য্যা দিঞাছি নানা ধন ধান॥
বাছা গিঞাছিলাম মুঞী তোমাদের ঘরে। তোমার বাপা আইল বাছা মারিবা তরে॥
পালাইঞা আইলাম হইঞা হুতাস। মিনিদোসে মোর মাকে দিল বনবাস॥
আপনার ভালাঞি জদি চাহ আপনারে। গুষ্টি যুড়্যা পাএ ধরো নিঞা জাও তারে॥
বারে বারে এই কথা ষুন রে সবাই। নহে দুখ দিব বাছা কর্য্যা দিব ছাই॥
পরিবার সকলে বাছা আন এই বনে। মেরা মাকে লঞা জায় আপনা ভুবনে॥
উপদেষ পাঞা সভাই করিল গমন। আপনার বাড়িতে আসি দিল দরসন॥
অনাহারি ছয় বহু আছেন পড়িঞা। সকল বৃত্তান্ত কথা কহিল গা জেঞা॥
কমলাবতি কন্যা আছে বনের ভিতরে। লক্ষিঅবতার কন্যা দেখিলাম নজরে॥
সভে চল আনি গিঞা মিনতি করিঞা। দুখ আপদ সকল জাবেক ষুন মন দিঞা॥ ৬৮]
[৬৯ ছয় জাএ আনন্দিত হইঞা তখন। বনের ভিতরে সভে করিল গমন॥
ছয় জাএ জায় তারা কান্দিতে কান্দিতে। অবিলম্বে গেল তারা কন্ন´্যার সাক্ষাতে॥
ছোনার মন্দিরঘরে কন্ন´্যা আছেন বসিঞা। ছয় জাএ পড়িল কন্যার পাএ লোটাঞা॥
পেটে অন্ন্য নাই তারা কাঁপে থরহর। অফরাদ খেমা কর্য্যা চল আপন ঘর॥
কন্ন্যা বলে জাব নাঞি তোমারা মর কর্ত্তা। আমি ঘর নাই জাব যে কৈল বিধাতা॥

সর্ব্বপির বলেন বাছা রে ষুন মেরা বাত। সাতরোজের উপবাসি সবাই খায় ভাত ॥
এতেক ষুনিঞা সভে খোসাল অন্তর। ছিন্ন্যান করিঞা সভে বসিল থরেথর ॥
পঞ্চাস বেঞ্জনে অন্ন্য দিলেক আনিঞা। সবাই খাইল অন্ন্য ওদর ভরিঞা ॥
পিরের চরন ধরিল মন করিঞা স্থির। মেহেরবান হইলেন ছাহেব সর্ব্বপির ॥ ৬৯]
[৭০ দেয়ান বলেন মা গ জাহ আপন ঘরে। ইআদ করিলে দেখা দিব গা তোমারে ॥
মানিকসাধুকে দেওান বলিছেন বচন। আমার মাএর কথা না করিহ লঙ্ঘন ॥
জে হুকুম জে হুকুম সবাই জে বলিব। জে কথা কহিবেক বহু তাহাই করিব ॥
মানিকসাধু বলে মা গ কর অবগতি। অফরাদ ক্ষেমা মোর করহ কুলবতি ॥
মানিকসাধুর কথা ষুনিঞা গুনমনি। কন্যাকে ডাকিঞা কথ কহিছেন আপনি ॥
ষুন ষুন আ গ মা গ সোন সমাচার। তোমার সষুরে এতদিনে গেল দুখভার ॥
আপনার ঘর জাহ ষুন বিনদিনি। ঘর জেঞা করিহ সর্ব্বপিরের সিরিনি ॥
মিলাইঞা গেলেন পির দুর্ব্বাদলের বস। সোনার মন্দিরঘর হঞা গেল ভস ॥
অনাথের নাথ পির গাএব হঞা জান। ইহারা বহুকে লঞা করিলা পআন ॥
সর্ব্ব সর্ব্বপির বল্যা প্রবেসিল ঘরে। ৭০] [৭১ ভাণ্ডার ভরিল ধোনে দেখিল নজরে ॥
ছয় মাহিনা বাদে আইলা কমলাবতি। দেখিবারে আইল জত সহরের যুবতি ॥
তামাম নগরের লোক দেখিঞা নআনে। ধন্য ধন্য বল্যা সবে কন্যাকে বাখানে ॥
পিরের চরন বিনে কিছু নাই জানে। সদাই ভাবনা করে নির্দ্রা জাগরনে ॥
এছাবি জাহির মেরা সর্ব্ব খোনকারে। করিল পিরের সির্ন্নি প্রতি ঘরে ঘরে ॥
আটা গুড় দুগ্ধ কলা গুবাক কদলি। সওা মোন কর্য্যা দর্ব্ব আনিল সকলি ॥
ষুবন্ন্য পিড়্যাতে ষুকল্য বস্ত্র দিঞা। পুন্ন্য করিল ঘট আম্রসাখা দিঞা ॥
সির্ন্নির আএজন কৈল স্থির কর্য্যা চিত। ষুধিল পিরের সির্ন্নি জে হৈল উচিত ॥
ইষ্ণমিত্র ডাকিঞা বাটিলেন সিরিনি। মনবাঞ্ছাসির্দ্ধি পির করিল তখনি ॥ ৭১]
[৭২ নানা ধন দিঞা তারে করিল নিহাল। বনে থেকে আইল ধেনু নবলক্ষ্য পাল ॥
পুর্ব্বকালি ধন সাধুর জতেক আছিল। তাহার দুনা ধন কড়ি সর্ব্বপির দিল ॥
ধন কড়ি পাইঞা সাধু মন হৈল স্থির। অন্তরে সদাই ভাবে দেওান সর্ব্বপির ॥
এই আ[র]জ করি ছাহে[ব] কউষ ধরিঞা। মুল্লু্যকের বাদসাকে রেখ্য লেওাজিঞা ॥
জত যুভা আছে আর জত জমীদার। সভাকারে দিহ দোওা সর্ব্ব খোনকার ॥
চাকর পাইক জত আছএ সংসারে। মেহেরবান হইয় পির তাহাদের ওপরে ॥
এই আরজ করি ছাহেব ধরি তুওা পায়। আসরসমেত গাজি হইহ বরদায় ॥
মা বিবি জত আছে আসরভিতরে। দামাল দিঞা করিবেন পার ফাতেমা মদরে ॥

কারু নাম জানি কারু নাম নাই জানি। সভাকারে দোওা দিবেন কালাম বর্ব্বানি ॥ ৭২]
[৭৩ পিরের মেহেরে অধিন বালকে গায়। আল্লাহো রছুল বল কাল্লাম হৈল সায় ॥

৫৩ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

রচয়িতা ঃ নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৫৫৬। পত্রসংখ্যা ১০। অখণ্ডিত। আকার ১৩"×৪"। লিপিকাল আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বহুপূর্বে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠের সহিত মিল না থাকায় অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন সলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ……মনোভিষ্ট স্থাপিতা জেন ভূতলে। সোহয়ং রূপ জদামস্তং দদাতি স্বপদান্তিকং ॥ শ্রীগুরুচরনপদ্ম…… বন্দো মুঞি সারধান মনে ॥
জাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া জাই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হএ জাহা হলে।
গুরুমুখপদ্ম বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আসা। শ্রীগুরুচরনে মতি এই……জে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আসা।
জন্মে জন্মে প্রভু সেই চক্ষুদান দিল জেই দিব্যজ্ঞান হ্রিদি প্রকাসীত।
প্রেমভক্তি জাহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে গায় জাহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুনাসিন্ধু অধমজনার বন্ধু অলোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ যারে পদছায়া এবে জস ঘুসু ত্রিভুবন ॥
বৈষ্ণব …… …… জাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জনা হয় ভজন সাধুসঙ্গ অনুক্ষন অজ্ঞান অবিদ্যা …… ॥
…… প্রেমভক্তির ভূপ জুগল উজ্জলময় তনু।
জাহার প্রসাদে লোক …… কল্পতরু জনু ॥
প্রেমভক্তি প্রিতি জত নিজ গ্রন্থে বেকত লেখিয়াছেন দুই মহাশয়।
……হৈতে পরানন্দ হয় চিত্তে যুগল মধুর রসাশ্রয় ॥
যুগলকিসোর প্রেম লক্ষবান জেন হেন হেন ধন……রা।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন সে রতন মোর গলে হারা ॥
শ্রীভাগবতশাস্ত্রমর্ম্ম নর… স ভক্তিমর্ম্ম সদাই করিব সুসেবনে।

অন্য দেবাশ্রয় নাই তোমাকে কহিল ভাই এই তত্ত পরম ভজনে ॥
সাধু সাস্ত্র গুরুবাক্য করিয়া চিত্তেত ঐক্য সতত ভাসিব প্রেমমাঝে ॥
কর্ম্মি জ্ঞানি ভক্তিহীন ইহ······ভিন নরোত্তম এই তত্ত গাজে ॥
অন্য অভিলাস ছাড়ি জ্ঞান কর্ম পরিহরি কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা না পুজিব দেবি দেবা এই ভক্তি পরম কারণ ॥
মহাজন এই পথ তাতে হয় অনুরথ ইচ্ছেমত করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না করিহ হেলা কায়মনে করিয়া সুসার ॥ ২ক]
[২খ ······ ত্যাগ কর অন্য গিত কর্ম্মি জ্ঞানি ছারিহ দুরে।
কেবল ভকতসঙ্গ প্রেমভক্তি রতিরঙ্গ লীলাকথা ব্রজরসপুরে ॥
যোগি ন্যাসি কর্ম্মি জ্ঞানি অন্যদেবপুজক ধ্যানী ইহলোক দুরে পরিহরি।
অধর্ম দুখ সোক জেবা থাকে অন্য যোগ ছাড়ি ভজ গিরিধরধারি ॥
তীর্থজাত্রা পরিশ্রম ······ সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরনে।
দড় বিশ্বাস করি মদমাশ্বর্য্য পরিহরি সদা কর অনন্তভজন ॥
কৃষ্ণভক্তি করি সঙ্গ কৃষ্ণভক্ত হেরি অঙ্গ শ্রদ্ধাহিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান নবভক্তি মহাজ্ঞান এই ভক্তি পরম কারণ ॥
···সিকে গোবিন্দসেবা না পুজিব দেবী দেবা এই তো অবস্য ভক্তিকথা।
আর জত উপালম্ভ বিসেস সকলি দম্ভ দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥
দোহা রসে রিপুগণ জতেক ইন্দ্রিয়গণ কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়।
সুনিলে না সুনে কান জানিলে না জানে প্রাণ বুঝাইতে না পারি নিশ্চয় ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদমাশ্চ্যর্য্য দম্ভসহ স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আন ২খ] [৩খ · হ্নিদয় রিপু করি পরাজয় অনাআসে গোবিন্দ ভজিব ॥
কৃষ্ণসেবা কর্ম্মার্পনে ক্রোধ ভক্তদ্বেসি জনে লোভ সাধুসঙ্গ হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে মদ কৃষ্ণগুনগানে নিযুক্ত করিব জথাতথা ॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম ······জার ধাম ভক্তিপথে দেয় সদা ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে কামক্রোধ সাধকেরে সাধুজনার জদি হয় সঙ্গ ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা লোভ মোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন করিব মনেরধীন কৃষ্ণচন্দ্রে করিয়া স্মরণ ॥
আপুনি পালাবে সব শুনিঞা গোবিন্দরব সিংহরবে·········।
সকল বিপথে জাবে মহানন্দ সুখ পাবে জার হয় একান্ত ভজন ॥
না করিহ অসত চেষ্টা লাভ রাজ্য প্রতিষ্ঠা সদা চিন্ত গোবিন্দচরণ ॥

মহানন্দ সুখ পাবে সকল আপদ জাবে প্রেমভক্তি পরম ··· ॥
অসতসঙ্গ কুটিনাটী ছাড় অন্য পরিপাটী অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে পিরিতি সভাই টানে ভক্তিপথে পড়এ বিপতি ॥
আপন ভজনপথ তাতে হব অনুরত ইষ্টদেবস্থানলীলাগানে।
নৈষ্টিক ভজন এই তোমারে কহিল ভাই হনুমান তাহাতে প্রমাণে ॥
শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মণ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রাম কমললোচন ॥ ইতি
দেবলোক পিতৃলোক পায় তারা মহাসুখ সাধু সাধু বোলে অনুক্ষনি।
যুগলভজন জারা প্রেমানন্দে ভাষে তারা ত্রিভুবন তাহার নিছনি ॥
প্রিথক আওআস জোগ দুঃখময় বিসভোগ ব্রজবাস গোবিন্দচরণ।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম সত্য সত্য রসধাম ব্রজজনসঙ্গে অনুক্ষণ ॥
সদা সেবা অভিলাস ···বিস্বাস সর্ব্বথায় হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তমদাস বোলে পড়িনু বিসম ভোলে, পরিত্রান কর মহাশয় ॥

তুমি ত দয়ার সিন্ধু অধমজনার বন্ধু মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসতভোলে কাম তিমিঙ্গিলে গিলে ওহে নাথ মোরে করি ত্রান ॥
জাবত জনম মোর অপরাধে হইলোঁ ভোর নিষ্কপটে না ভজিলোঁ তোমা।
তথাপি তোমা ভুপতি না ছাড়িহ প্রানপতি মুই সম নাহিক অধমা ॥
পতিতপাবন নাম ঘুসুক তোমার স্যাম উপেখিলে নাহি মোর গতি। ইত্যাদি
অতঃপর,
[১৯খ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস। ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত।

৫৪ প্রেমভক্তিরসার্ণব

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৮৭৩। পত্রসংখ্যা ৮। খণ্ডিত। আকার ৯"×৫½"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণবনিবন্ধ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভজনঃ ॥

প্রণম্য পরমানন্দং রামেন বনমালিনং। প্রতন্যতে ময়া যত্নাৎ প্রেয়োভক্তিরসান্নব ॥

প্রতম কাঞ্চনাভং তং সিংহগ্রিবং সচিসুতং। মহাপ্রভুং নগ্রোধমণ্ডলাকারং সাবধৌত নমার্ম্মহং ॥

বন্দেহং সুন্দরানন্দং সাভিরামং মভুজং। বন্দে শ্রীপন্ন´ গোপালং সগণং সুন্দর প্রিয়ং ॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। ভববিধি সুরনরবন্দিত চরন ॥

জয় জয় প্রভু সেই নিতাই চৈতন্য। কলিজোগে অবতার সংসার কৈল ধন্য ॥

শ্রীদাম শুদাম জয় জয় গোপালগণ। জয় ব্রজ ব্রজবাসি জয় গোবর্দ্ধন ॥

জয় শ্রীঅদৈতচাঁদ গৌর প্রেমানন্দ। গদাধর অভিরাম শ্রীশুন্দরানন্দ ॥

জয় জয় সুন্দরের প্রিয় পানুয়া গোপাল। কুলনাথ বন্দ সেই পরম দয়াল ॥

ভজ মন রামকৃষ্ণ চিন্ত বিন্দাবোন। স্মর কৃষ্ণলীলাগুন ব্রজবিলসন ॥

ভজ হরি ভক্তি করি বিসয় ছাড়িয়া। প্রেমানন্দে মহাসুখে সাধুগন লৈয়া ॥

জতিরে দ্বিজরে জত ধর্ম্মাধর্ম্ম জত। জ্ঞানমার্গে জোগ জাগ ব্যাড়ি অবিরত ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিত্যাগ। চতুবর্গফলাদিকে ছারি অনুরাগ ॥

স্মৃতাচার ধর্ম্মাধর্ম্ম কাম্য বাসনা। সকল ছাড়িঞা কর গোবিন্দঅর্চ্চনা ॥

যোগ যজ্ঞ কর্ম্ম জ্ঞান তপস্যাদি করি। দান ধর্ম্মে বিধিমতে জেবা ভজে হরি ॥ ১]

[২ সে শাধনে নহে তুস্ট ভক্তিভাব বিনে। উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণ কহিলা আপনে ॥

॥ যথা একাদসে ॥

... ...

অতঃপর ভক্তিযোগকথা, বৈধিরাগানুগা, সখ্যরূপ, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রিয়ারতি, বিভাবাদির কথা, সুভদ্রমণ্ডলীভদ্রআদির কথা, সাভক্তি ইত্যাদি কথা। পরবর্তী অংশটি খণ্ডিত।

৫৫ প্রেয়োভক্তিরসার্ণব

রচয়িতা : নয়নানন্দ দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৭৩৬। পত্রসংখ্যা ৩৩। খণ্ডিত। আকার ৯"×৬"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণবনিবন্ধ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[৬ .... রাগাত্তিকা য়নুক্তে য়াসা রাগানুগা উচ্চতে॥
স্বাভাবিকি কৃষ্ণে প্রেমতৃষ্ণা সদা জার। পরমা বিষ্ণ শ্রীরূপ রাগ নাম তার॥
সেবা প বৎসলাদি রূপে সদা থাকে জাতে। রাগাত্মিকানিষ্ঠা বলিয়া কহি তাকে॥
তন্ময়ী য়ানিষ্ঠা ভক্তি রাগাত্মিকা সেই। কৃষ্ণে দ্বার···কি পদ্যে কহিলেন এই॥
যথা॥
ঈষ্টে স্বাবস্বিকী রাগ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তি সা···রাগাত্যিকাদিতা॥
ইতি।

... ...

[১২ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীযুতসুন্দর। শ্রীপন্নি গোপাল হল আমার ঠাকুর॥
গোপালচরণ প্রভুপদে অভিলাষ। কাতরে বর্ন্নিল এ নয়নানন্দ দাষ॥
ইতি প্রেয়োভক্তিরসার্নবে প্রথম পরিছেদঃ॥

[২৬ শ্রীচৈতন্যপদদন্দ বন্দনা করিয়া। শ্রীল নিত্যানন্দচান্দের প্রনতি হইয়া॥
অভিরাম সুন্দরানন্দ গোপাল মহান্ত। সকলের পাদপদ্য ভাবিয়া একান্ত॥
শ্রীপর্ণি গোপালপদে করি অভিলাস। প্রেয়োভক্তিরসার্ন্ন'ব করিল প্রকাস।
গোপালচরন চরন শরন লঞিঞা। এ দাস নয়নানন্দ কহে বিবরিঞা॥
ইতি শ্রীপ্রিয়োভক্তিরসান্নবে দ্বিতিয় পরিছেদঃ।

[৩৭ শ্রীচৈতন্যপদদ্বন্দপ্রাপ্তি অভিলাসে। প্রেয়োভক্তিরস কহে নয়নানন্দদাসে॥
ইতি শ্রীপ্রেয়োভক্তিরসার্ন্ন'ব ত্রিত্রিয় প্রকরণং॥
[৪৬ শ্রী৺গোপালচরন চরন প্রভুপদে আস। প্রিয়োভক্তিরস কহে নয়নানন্দদাস॥ ইতি॥ ৪

ইতি প্রিয়োভক্তিরসান্নবে উদ্দিপন অনুভাবাদি কথনং
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ইতি—
অতঃপর, পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম পরিচ্ছেদাদি এবং খণ্ডিত।

৫৬ বাঙ্গালা অভিধান

সংকলয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৭৬২। পত্রসংখ্যা ৯৮। খণ্ডিত। আকার ৯½"×৬½"। লিপিকাল আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। নিদর্শন মুদ্রিত হইল। প্রাচীনকালে প্রচলিত শব্দাবলীর অর্থনির্ণয়ে গ্রন্থখানি অপরিহার্য। খণ্ডিত হইলেও এই অভিধানখানি অবিলম্বে মুদ্রিত হওয়া প্রয়োজন।

... ...

অধ্যাস—ভ্রম করা, ভুল করা। অধ্যেতা—অভ্যাসী, ছাত্র শিষ্য। অনীহ—আলস্যা, কুড়ে, অকর্ম্ম্য। অনুক্রমণিকা—সূচীপত্র। অনুমন্তা—অনুমতীকারক। অনুমৃতা—অনুগামিনী, সতী। অনুশাসন—বশীভুতকরণ। অনূপ—জলযুক্ত, জলময়, ভিজা, সিক্ত। অবাচী—দক্ষিণ দিক। অলাত—পোড়াকাষ্ঠ, অঙ্গার, কয়লা। অশ্লীল—নীচ, অধম, প্রাকৃত। অস্থি—হাড়, হড্ড। অহিতুণ্ডিক—সাপুড়্যা। অহিফেন—সর্পফেণ, আফিম। আইসন—আগমন, ঘটন, পৌছন। আওতা—আবৃত্ত, আচ্ছন্ন, ঢাকা। আওভাও—অভ্যর্থনা, সমাদর। আঁজন—অঞ্জন, কজ্জল, কালি। আঁজলা—অঞ্জলি, যুক্তকরদ্বয়। আঁড়ি—শিশুর ক্ষীণতা, [দো]ষ। আড়েত—ক্ষীণতাগ্রস্ত, দেষী। আকা—চুলা, উনন। আঁকাঁড়ান—বলবান, বলিষ্ঠ। আকাট—অনাবৃষ্টি। আকামাহিয়া—অমুণ্ডিত। আক্কটী · নির্দয়, নিষ্ঠুর, কাষ্ঠী। ৩৮][৩৯ আখড়া--গায়কসমূহের আড্ডা। আখেট--মৃগয়া, ভয়, শঙ্কা। আখেটী—ভয়ানক, ঘোর, দারুণ। আগড়ী—অগ্রসর, পূর্ব্বগামী। আগতোলন-- পরকল দর্পন। আগল—অগল, অদ্রুত। আগুনখাগি—সতী, সহগামিনী। আগোড়—ঝাঁপ, আবরণ। আটকপালিয়া—দুর্ভাগ্যযুক্ত। আটকোল—অনুমান, যুক্তি। আটপটাঙ্গ—প্রাগল্ভ্য, দাম্ভিকতা। আটপালিয়া—অষ্টকোন। আটপিটা—উদ্যোগী, পরিশ্রমী। আটল—দুঁড়িয়া, আড়া, বক্রীভূত। আটলা—বিড়া, আটি। আটসটা—গণনা, সংখ্যা, মোট। আটাপারা—নেজনেজিয়া। আটসিমী—নিবুর্দ্ধিতা, জড়তা, মূর্খতা। আটোপ—দর্প, অহঙ্কার, মাশ্চর্য্য। আড়গড়া—অশ্বশালা। আড়ানি—আতপত্র,

পাখাবিশেষ। আতাই—বেতন বিনা বাদ্যকর। আত্তা—গৃহীত, প্রাপ্ত, মিলিত। ৪৪]
[৪৫ আত্রেয়ী—রজস্বলা, ঋতুমতী। আদকপালিয়া—শিরঃপীড়া। আধুড়ীয়—অপরিপক্ক। আনখা—অনীক্ষিত, প্রথম দৃষ্ট। আনামৎ—পূর্ব্বমতে, তৎপ্রকারে। আনাহ—কোষ্ঠবদ্ধ। আনোট—আলে , অঙ্গুরীয়ক। আন্ধসিস—পাচক, রন্ধনকর্তা। আপান—মদ্যপসমূহ। আপার—অসীম, অগণনীয়, সংখ্যাধিক। আপীড়—শিরোমালা। আবটন—গলান। আরসুল—তৈলপায়িকা। আহিরী—গোপাল, রাখাল। ইতিহাস—পুরাণ, পূর্ব্ববৃত্তান্ত। উজ্জি—জনবর, জনশ্রুতি। উড়কুড়—আদ্যন্ত, শেষ, সমাপ্ত। একচালা—ঝোপড়ী, কুটীর। একতুম্বী—তম্বুর, বীণা, বাদ্যযন্ত্র। একপাট্টা—উড়নী, গাত্রবস্ত্রবিশেষ। একবাগিয়া—স্বমতাবলম্বী, অবাধ্য,……ইত্যাদি।

৫৭ বাঙ্গালা মন্ত্র

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৯০২। পত্রসংখ্যা ৪। খণ্ডিত। আকার ১৪½"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। নবিদুর্গার উল্লেখ আছে।

[১ক শ্রীশ্রীরামঃ ॥

ভোট কালিকা গরম জল পানি বন্দমিব জলের সাপ দেবির আজ্ঞা হোতাই থাক
বাগ ভালুক ডাইন জোগিন ভূত প্রেত দক্ষি দানা বায় বাতাস পির পেকাম্বর হোতাই থাক
হাত মোর গড়ুর পা মোর গড়ুর গড়ুর সর্ব্ব গা হাত পা বাড়ায়্যা দিলাম সাপা কোন খানে খাবি খা
জদি হা কর্য়া নাড়িস তুণ্ড খাস ইস্বর মোহাদেবের মুণ্ড ॥১॥
সিখিলে বহিনি আড়াই অক্ষর বির্দ্দা মোহাজ্ঞান করিয়া সার
সর্গের তিনলোক কম্পে নরলোকের নাহিক নিস্তার
ধর বহিনি পান গোয়া খা পো ছাড়্যা পোয়াতির কন্দকে জা
হরসিদ্ধি গুরুর পা কাঁগুরের কামিক্ষা মা হাড়িঝি [চ]ণ্ডির আজ্ঞা ॥১॥
॥ জলপড়া ॥
ব্রহ্মার অনলে জুড়িলাম বান বড় বড় বির সব না সয় টান

ধর্ম্মের বরে বান তুল্যা নিলু হাতে   বাএর অধিক বান তারা হেন ছোটে
ক্রোধেতে পড়িল বান কুম্মের পিঠে   একেপড়ে একচাঁদ দুয়্যাপড়ে দুতিয়ার চাঁদ
তিনেপড়ে তিনকুন প্রথবি   চার্যাপড়ে চতুরভূজ নারান
পাচে পড়ে পাঁচ ভাই পাণ্ডব ছএ পড়ে গঙ্গা
সাতে পড়ে সাতালি পর্ব্বত   আটে পড়ে আটকুড়ি নাগ   নবে পড়ে ১ক] [১খ নবি দুর্গা
দসে পড়ে দসমুণ্ড রাবন এগারএ পড়ে এগার ভূবন   বারএ পড়ে বোড়র বাসদেব
তেরএ পড়ে অনেক বাউই   কোন কোন দেবতা সহে মোর
জলবানের ঘা জলমধ্যে জলকুণ্ডরি   উনকুটি নাগ লইয়া পড়ে বিসহরি
গোয়াল্যার গুমা পড়ে পাকড়ের ডাল   মড়াসসানে পড়ে গুড়্যা খেএ পান
এস্বা এস্বা বাপু এস্বা হনুমান   হাতে কর্য্যা লেহ বাপু রামজয় বান
বানের কথাসু স্যা দেবির পেল্যাক চাড়   বড় দিয়া দেবি সাগরে দিল ঝাপ
ঝাপ দিয়া দেবি গান মুচকি হাসি   কি কর কি কর বাপু ত্রিদেব অধিপতি
আসুকার অঙ্গে চড়ায় ঘা   কার্ত্তিক গনপতির মাথা খা
ভোলা পড় ভোলি পড়   সোল স ডাইন ডাখিনি জোগিনি পড়
কার আজ্ঞা   বড় বাপ বির নৃসিংহের আজ্ঞা ॥

... ...

অতঃপর লেখাগুলি অস্পষ্ট ও খণ্ডিত।

৫৮ বাজানার বোল

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৬২। পত্রসংখ্যা ৩। খণ্ডিত। আকার ১৩½"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

[১ক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ ঝাঙর ঝা তিনি তিন্ধা ঃ তাক তেখে টি তিন্ধা ঃ ত্রিকিটি তিক তেনা খেটি ঃ তিন্ধা ঃ ত্রিখিটি ঃ ঝাঁ কি কি ঃ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ॥ ঃ তেতাই বাজিবে ॥ ৩ ॥ ধেনা তো তে তে ঃ ত্রিকা ত্রিকা ত্রিকা ত্রিকা তা ঃ খিনী তাক তে তা খেনা তা ঃ......... ধেনাঙ তে ঃ তা তা তা তা...থেই থেয় তাই থেই থেয় ঃ দিগ দে...ঝাঁ ঝাঁ ঃ দিগা ঝাঁতি ঃ ঝাঁতি ঃ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঃ ॥ তেই বাজিবে । ৪ ॥ তা থোর ধেই তিয়োর ধেই ঃ খিনী তাক ....খেতা ঃ তে তে খেতা খেতা ঃ খিদনতা ধেই তা ঃ ঝাঁ ত্রিকি ২ ত্রিকি তা ঃ তা তা থেই থেয়া ঃ থেয়্যা থেয়া ঃ দ্রিক......ঝাঁ ঝাঁ ঃ দ্রিক ঝাঁতি ঝাঁতি ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঃ ॥ ৬ ॥ ধো খিটি তা খিটি ঃ তাক ধেনা খিটি ঃ তিক ঝাঁ তিনি তিনাঙ তা খিটি · ...খিটি ঝাঁ খিটি ঝাঁ ঃ ॥

......বাজিবে ঃ ॥ ৬ ॥ তিন জজা ঃ ॥ ...দাষপাড্যার চাপড ॥ ঝাঁ ঝাঁ তিকা তিকি তা ঃ তা তা ত্রিকি ত্রিকি তা ঃ ......তা ধেয়া ঃ ত্রিকি ত্রিকীতা ঃ ধো গা তিনি তা খে টা ঃ তিনি তিনী তা খেটা ঃ ধো তিক তিক তা ঃ তিক তিক তা ঃ ধে তিক ত্রিক তা ঃ তা ধেয়া ধেই তিক তিক তা ঃ তিক ত্রিক তা ঃ তা ধেয়া ঃ ধেই তিক তিক তা ঃ তিক ত্রিক তা ঃ ধো গা তিনি তা খেটা ঃ তেনি তা তেনি খেটা ধো ঃ থো থো ত্রিক তিক তা ঃ থো থো থো ॥ ১ ॥ ১ক]

১খ]... ... ...তা খিন্ধে ন তা তেনি তাখেট তা খেন্ধ ন তা ঃ য়োর তিনি তা খেন্ধ ন তা ঃ তা খিটি......তা খেন্ধ ন তা ঃ তা খিটি তা খেন্ধ ন তা তা খিটি তান্ধো ন তা ঃ তা খতে তা খতে ঃ তায়োর তায়োর ধেয়্যা তাক তাক তা ঃ ... ॥ ২ ॥ ২ ॥ তা তা তা তেনি তা খেটা দেন্ধে না তাক তা ঃ ঝাঁ না তকী তা ধেইয়া ঃ তান্দ্রক তান্দ্রক ঃ তান্দ্রক ত্রক তান্দ্রক তান্দ্রক তান্দ্রক ত্রক ঃ তা তা ধেয়া ধেয়্যা তক তক তা ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ছ করা চাপড় ॥ ঝাঁয়োর ঝাঁ তিনি ঃ তায়োর তা তীনি তাক ধেনা কিটি ঝাঁ ঝাঁ ঃ তে তে ঝাঁ ঝাঁ তে তে ঝাঁ ঝাঁ তে তে খেতা খেতা তায়োর তা তিনি তাক ধেনা খেটি ঝাঁ ঝাঁ ঃ ॥

তেই বাজিবেক ।। য়োর ঝাঁ ঝাঁ তিয়োর তিনা তি খেটা তিক ঝ*া তট ঝাঁ ঝাঁ তট ঝাঁ ঝাঁ তট তট তট খিটি তাক তে রে খেটা খেটা ঝোনা ঝোনা খে তিনি তিনি ঃ তা তিনি তিন্ধা ঘের ঘেটে না ঃ তা ঘেনা তেনঙ তে ঃ ।।
আদি বাজিবে ।। ঝাঁ তিকি তিকি ঝ*া তেনা তেনা য়োর খেতা তা য়োর ধেনা তেনি তা তেইয়া ঝানাতি ঝানাতি ঝাঁ ঝাঁ না তি তি ঝাঁ ।। ঐ তিআ বাজিবে ।। তবে আদি বাজিবে ।। ঝাঁঙর ঝাঁ তিনি তিন্ধা তাক তেখি টি তিন্ধা ত্রিকিটি তেক তেনা খিটি তিন্ধ ত্রিখিটি ঝাঁ ত্রিকি ত্রিকি ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ।। তেইআই বাজিবে ।। ৩ ।। ধেনাঙ তে তে ত্রিকি তা তিকি তা খিনি তাক তেত খেটা ধেনাঙ তে তে তা তা তা তা তাক্তা থেই থেয···থেই থেই থেয়্যা দে ঝা ত্রিকি ত্রিকি ঝাঁ ঝাঁ ১খ][২ক ধুক্মুন নির্খতে ।। তা তা খে খে তা খেতা খিনি নাঙ নাঙ ।। তি তি খে খেতা খেতা ঘিনি নাঙ নাঙ ।। থো থো থেতা খিনি নাঙ নাঙ ।। ধো ধো খেতা ধিনি নাঙ নাঙ ।। তা ধেই তা তিনি খেতা খে তিনি ঝাঁ তে ঝ*া ঝ*া ঃ তা থেতা তা গুর তিন্ধা তিখি তা তাগুর তিন্ধা তিখে তা তাগুর ধোই খে তা তাগুর তিন্ধা ধিন্ধা তাক তাক তাথে থেতা তট তট তট ঃ তট তট খে তট তট তট তট ধে খো ত্রিক দেধেয়া থো থো ত্রিক দে দেই ঃ তা ধেই ঃ তিনি তা কতা তাগুর ঝ*া তি তট তট ধিন তা তা খিটি তক তাক্তা খিটি তাক তা ঃ ধেই তিনি তা খে তা ঃ ।। ফের বাজিবে ।। ছ টা বির ঘ ।। ২ ।। ··· ··· ··· খেটা ধোগুর ··· ··· ··· তিনি খেটা ঃ খে তিনি খেটা ঃ ।। তগুর তগুর ধেই ঃ তর তর ধেই ঃ ন খিটি ধে ধেই তি নি······ নাখিটি ধে ধে তিনি তিন্ধা তিক্তি তা ঃ ।। তেআই বাজিবে ।। তকৈ আদি বাজিবে ।। ডাসচাপড় ।। ত তিনি খিটি তা ঃ তিনি ··· ··· ··· ··· ··· দর খট খট তা ঃ তায়োর তিনি তা খেটা তা কি দৌ নে তা খেটি ঝ*া ঝ*া ঝ*া ঃ তেআই বাজিবে ।। ১ ।। সর্ব্ব গৃ······ত ।। য়োর ধো খিতী তা ঃ ধো খিতি তা ঃ ধো তা তা খেতা ঃ য়োর তা তিনি তা তি ঃ তিনি খিটি তি নি ঝাঁ ঝাঁ তিনি তি তি ঝাঁ ঃ য়োর য়োর তা ঃ তাক্তা খিটি তা খিটি ।। তাখি টা দেধেনা তিয়োর তি ধিয়া তেনি তা তিনি ধি তিক্তা ঃ খেটা ঝোনা ······খেটা তেনি তেনি তা তিতা ধোধো তা ধো তাক্তা খেটি য়োর ধোকা তেনি তা তি তিনি খিটি তিনি ঝ*া ঝ*া ঝ*া তিনি তি তিনি তি য়োর তা ঃ ·· ··· বাজিবে ।। তা তা তা তি তি তি ধো ধো ধো ধেইয়্যা দেধেই তা তা তা ঃ তিনি তা খেটি তিক্তা ধি ঃ য়োরর ······তা খিটি তা খিটি তা ঃ ··· তেই বাজিবে ঃ ।। তায়র ।। ছোকারচাপড় ।। ঝ*াঙর ঝ*া তিনি ঃ তায়ো তা তিনি ঃ তাক···কিটি ঝ*া ঃ ঝ*া ঃ তে তে ঝাঁ ঝ*া তে তে খেতা খেতা তেখিটি ঝ*া ঝ*া তে খেতা খেতা তা ···র তা তিনি তিনি তা ধেনা খিটি ঝ*া ঝ*া ঃ ।। তেই বাজিবেক ।। য়োর ঝ*া ঝ*া ঝ*া ঝ*া তিয়োর তিন্ধা তে খেটা তেক ঝ*া ঝ*া ৩ ঝ*া ঝ*াট ২

ঝাঁ ঝাঁ তট ঝাঁ ঝাঁ তট তট খিটি তাক তেরে খেটা খেটা ধো না ধো না খেটা তিনি তিনি ॥ তা তিনি তিন্ধা ঘের ঘেটে না ঃ তা থেনা তে……ত ঃ ॥ আদি বাজিবেক ॥ ১ ॥ ঝাঁ …ত্রিকী ঝাঁ ত্রিকি ত্রিকি ঃ ঝাঁ তে তেনা…র খেতা খেতা খেতা ঃ য়োর…তেনি ঃ তা তেইয়া ঝাঁনা তি ঃ ঝানা তি না তি ………ঝাঁ ঃ ॥ ঐ তিই বাজিবেক তবে আদি বাজিবেক ॥

তিকি তিকি ২ তিথা তা তা তা তিথা থেই থেই তি ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঃ ॥ বিরাম বাজিলা তা ধেনা তেতা খিটি তা তিকি তা গুর তক্কাঁ… ‥ তিকি তিকি ………তে তে … …ঘেনা তা খেটা তার্দ্ধেনা খেটা দ্ধেনি ত তিকি তিকি তা ঃ ॥ ১২

ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ তিনি ঃ তা তা তি…… ৩……… … তা তা তা তা খেট ঃ খেটা……… … … … … … … …তি ঃ ঝাঁ তিরিকি তিরিকি ধক্কা তি ঃ তাধ না তনা ঃ থিনা তা ঃ ॥

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ তা তিন তিন্ধা তিকি তিকি … … … … … তিকি তিকি তা ঃ তা ধেয়্যা তা ধেয়্যা গুর ঝাঁ ঝাঁ তি গুর ধো তিক্তা ত থেনে তাক্তাক তে তে খেটা দেঘেনা দেঘেতা খেটা ঝোনা ঝোনা খেটা তেনি তেনি তা তিন তিন্ধা তিকি তিকি তাতা ধেয়্যা ধেয়্যা ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ॥ গুর ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ তা তা তা তিকি তিকি তা:ত্রিকি তা ধি গুর ঝাঁ … … ধা গুর ধো ত্রিক্কা তাতিনা তা তাক্কারে খেটা খেটা তাক্কে রে খেটা খেটা দার দেরে খেটা ……র্দ্ধি থে ঘেনা ঘেনে তা খেটা তি ॥ ২ ॥ আদি বাজিবে ॥ ঝাঁড়ু একজোড়া ॥ গুর তাক্কা ধে থেনি তাক্তি তা ত তিনি তা তিনি তিনি তা গুর তে তা খেটা খি দো নে তা তি গুর তে তা খেটা খি দোনে তা ধো গুর তেতা খেটা খি দোনে তা ঝাঁ ঝাঁ কি ২ তিনি তা তিনি তিনি তাগুর তে তা খেটাখি দো নে তা খেটা তিগুর তেতা খেটা খি দো নেতা খেটা…র তেতা খেটা খি দোনে তা খেটা ধো গুর তে তা খেটাখি দোনে তা খেটা…তিকি তিকি তিকি তিকি ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঃ সর ঝাঁ ঝাঁ তি…খি ঝাঁ তেনি তেনি তাতে তিনি… ত্রিকি ঝাঁ ঝাঁ ঃ ॥ তা দ্রিরিকি দ্রিরি কতা তা ঃ তাঘি।

৫৯ বিশ্বম্ভরপদাবলী

রচয়িতা : বিশ্বম্ভর ঠাকুর

পুঁথিসংখ্যা ১৭৪০। পত্রসংখ্যা ৩। খণ্ডিত। আকার ৯½"×৭"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র

শ্রীশশিশেখর জয় জয়। চন্দশেখর……জয় পরম করুনাময় ॥
রসময় সঙ্গিত মনোহর সুবচন অনুগাম ভাব নিদান।
সুকবি সুগায়ক কোকিল সুস্বর মধুর বিনদ তালমান ॥
কতেক জতনে মধু শিক্ষা সমাধিল হাম অধম বোধহিন।
কহ বিশ্বম্ভর প্রনতি পুরঃসর চরনে শরনাগত দিন ॥

সঙ্গিতগুরু—
শ্রীগোবিন্দানন্দনন্দন শ্রীশশিশেখর ঠাকুর প্রভু শ্রীপাঠ কান্দরা

জগজনমন লোভা তরুন য়রুন করুন লোচন বদন মদনলোভা
হিরন কারন বসন ভুসন কহিতে না পারি সোভা।
কামিনি সকল আকুল বিকল দেখিঞা গোবিন্দরূপ
ধরম করম সরম ভরম সকল হইল লোপ
তরুনি তরল পুলক ভরল মজল সকল বালা।

শ্রীশ্রীহরিঃ

হিরন কিরনসম ছটা কালিঞা বরন মেঘের ঘটা। জমনাকুলে কদম্বমুলে মালভিমাল গলাএ দোলে মধুর হাসি মোহনবাসি সে রূপ রহল হিঞায় বসি। ভ্রূরুয়া কামান নয়ান সন্ধান তরুয়া……হাসি। মুখফান্দে পড়িয়াছে ব্রজনারি…………বিশ্বম্ভরে কহে এই কথা হএছ……পীরিতী……
… … … … … … … … … ..

শ্রীশ্রীচৈতন্যঃ

রাধাবদন বিলোকন লালসে য়াকুল নাগর কান। য়ঝুর ঝরাএ ঝরু প্রেম বিমলজল কাতর তরলীত প্রান। ভুবন সচেতন ভাই সরস শুধামুখি সুন্দরসুবদনি। পুন কএে হেরব রাই। নিল বসন মনি কিঙ্কিনি নুপুর পরশী নিন্দি দুই চরন। চামরি চিকুর বেনী

ফনীমাকৃতি চন্দনে রঞ্জিত বদনা। বিশ্বম্ভর দাস পুরল মনের আস রাধাস্যাম দোহার সুখসয়না।
স্যামক হ্রদয় বুঝি এক সহচরি ষাওলি রাইক পাশে। কানুক সকল দসা শুনাঅল তুরিত যায় নিগুরি পাশে। তরুনবরুনকরুনলোচন বদনমদনলোভা সরুয়া কাকালি তরুয়া হিনল কালিন্দি দুকুল সোভা কতেক বন্দান য়ঙ্গ নিরমান তেরছ নয়নে চায় ভ্রুকুয়া কামান নয়ানসন্ধান জুবতি বিন্ধএ তায় হিরন কিরন বসন ভুসন দেখিনু সাজের বেলে দেখিঞা বুঝিয়ে আসিবে না ঘিরে জ্ঁাইথে জমুনাজলে। চাচার চুলে বকুল ফুলে টান্যা।
৭* শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ অদ্বৈতয়াচার্য্য· ·· গৌরভক্তবৃন্দ কৃপা কর মোই দিনে লৈনু সরন। দিন হিন পতিত মুই কিছু নাই জ্বানো য়াপন করুনা বলে চরন ·····দান।

৭* শ্রীশ্রীহরি
৭* শ্রীশ্রীহরি সিদ্ধিদাতা গনেশ
জাগী হো কীসোরি গোরি রজনী ভৈ ভোয়ে ঃ রতি অলষমে নীন্ধ জায়ত রষরাজহি কোরে ঃ ১॥
নিল বষন মনি অভরন ভোগে য়ো বিখারে। পাপ ননদি এয়সে* বিবাদী মন মে ন্ঁাহি তেরে ঃ ২॥
নগরক জাগি বৈঠব কিস্যে জ্ঁাওব পুরে ঃ অরুন উদয় হোই আওত শারি সুক ফুকারে ॥৩॥
সুনি নাগর উঠি বৈঠল নাগরি করি কোরে ঃ বিশ্বম্ভর দাস ঝারি পুরি নেই ঠাড়ে রহত দ্বারে ॥৪॥

৬০ বৈষ্ণব কড়চা

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৮৪৪। পত্রসংখ্যা ২। অখণ্ডিত। আকার ১৩"×৯"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট।

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম ॥
অথ গায়ত্রী লিখতে ॥ শ্রীচৈতন্য প্রনব গায়ত্রি ॥ ক্লীং চৈতন্যায় বিদ্মহে সচীপুত্র ধীমহী তন্নে্া গৌর প্রোচোদয়াৎ ॥ ২৪ ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রায় নম ॥ শ্রীচৈতন্যধ্যান ॥ .... অতঃপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামীর গায়ত্রী। রাধাকৃষ্ণের বর্নন বস্ত্র বয়েস ধ্যান। কৃষ্ণের বয়স ১৫। ৯। ৭॥ শ্রীরাধিকার বয়স ১৪। ২। ১৫॥

অতঃপর শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীমুকুন্দদেব গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া চান্দ রানি, শ্রীপরমানন্দ ঠাকুরানি, শ্রীনন্দকিশোর ঠাকুর, শ্রীঅকিঞ্চন দাস ঠাকুর, শ্রীললিত মঞ্জরি, তিন সখ্যা—লবঙ্গমালা, লবঙ্গবল্লী, নতুন মালা, শ্রীপ্রানমঞ্জরি, প্রীতচন্দ্রমল্লিকা প্রমুখের চরনপ্রক্ষালন সেবা। তিন আখ্যা ॥ প্রনয়মালা প্রেমমালা প্রীতবল্লি ॥১০॥

৬১ বৈষ্ণবপদাবলী (গীতগোবিন্দ)

রচয়িতা ঃ জয়দেব, চণ্ডীদাস প্র.

পুঁথিসংখ্যা ১৯৪৮। পত্রসংখ্যা ৮৯। খণ্ডিত। আকার ৯"×৫½"। লিপিকাল আ. ১২০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

গীতগোবিন্দ

দ্বিতীয় সর্গ

[৯ নিঃসহ নিপতিত তনুলতয়া মধুসূদন মুদিত মনোজং ॥
শ্রীজয়দেব ভনিতমিদমতিশয় মধুরিপু নিধুবনশীলং ॥
সুখমুৎকণ্ঠিত গোপবধূকথিতং বিতনো তু সলীলং ॥৮॥
... ...

[৪২ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যে প্রীত পীতাম্বর নাম
ভোগনাম দ্বাদশ সর্গ ॥
শ্রীভোজদেব প্রভবস বামদেবীসুত শ্রীজয়দেব কস্য
পরাস[রাদি] প্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু ॥
ইতি শ্রীকেন্দুবিল্লজ শ্রীজয়দেব কবিরাজ কৃত শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং
কাব্যে প্রবন্ধং সমাপ্তং ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ স্বহায় ॥
[৪৩ কত ঘরের বাহির হইব দিবা রাতি। বড়ই বিষম হল কানুর পিরীতি ॥
খাইতে না লয় মন সুতে না লয় মন। বিষ মিসাইলা যেন এ ঘরকরণ ॥
বাড়াইলাম শ্যামের প্রেম হাসিঞা হাসিঞা। এবে দিবানিশি মরি বুনিঞা বুবিঞা ॥
পাসরিতে চাই চিতে পাসরা না যায়। তুষের অনল যেন জলিছে হিয়ায় ॥
পিরীতি এমন জ্বালা জানিব কেমনে। তবে কেন পিরীতি বাড়াব শ্যাম সনে ॥
পিরীতি গরল খাইয়া হেন মতি হইল। আছিল সোনার তনু হয়ে গেল কাল ॥
তিলেক বিচ্ছেদ পাপ পরানে না সয়। এমন পিরীতি দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ১ ॥

অতঃপর চণ্ডীদাস, নৃসিংহ, যদুনাথ, শশিশেখর, অনন্তদাস, গোকুলচাঁদ দাস, বংশীবদন, গোবিন্দদাস, বংশীদাস, বলরাম, রাধাকৃষ্ণদাস, নবীনদাস, যদুনন্দন, নরোত্তম, বাসুদেব, যাদবেন্দ্র, রসিক, বিদ্যাপতি, চন্দ্রশেখর, উদ্ধব, দীনবন্ধু, রাধামোহন, জ্ঞানদাস, ধনঞ্জয়, প্রসাদদাস, নয়নানন্দ, মাধব, গৌরীদাস, রায়শেখরদাস, দীন হরিদাস, জগন্নাথদাস, রামানন্দ, মোহনদাস, দীন গদাধর, নরহরি, গোকুলানন্দ, দ্বিজ গদাধর প্রমুখ কবিদের পদাবলী।

৬২ ব্রাহ্মণের কড়চা

রচয়িতা ঃ দুর্গাপদ ভট্টাচার্য

পুঁথিসংখ্যা ১৬৭৬। পত্রসংখ্যা ৫০। অখণ্ডিত। আকার ১৩½"×৪½"। লিপিকাল আ. ১০০ বৎসরের পুরাতন। আধার আধুনিক কাগজ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

শয্যা প্রতিগ্রহ বিচার ঃ॥

প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মের অন্তর্গত হইলেও প্রতিগ্রহমাত্রেই যে পাপজনক তাহা স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা—

বেদাঙ্গ পারগো বিপ্রো যদি কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহং।
ন স পাপেন লিপ্যেত পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ যদি প্রতিগ্রহ করেন তবে তিনি জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না।

পাপে লিপ্ত হন না এই কথা বলাতে বুঝা যাইতেছে যে প্রতিগ্রহমাত্রে পাপ আছে কিন্তু বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহে পাপ হয় না কারণ তাঁহার পাপ ক্ষালনের শক্তি আছে। তিনি তপজপাদি দ্বারায় আত্মত্রাণ করিতে সমর্থ। দেবল বলিয়াছেন—

প্রতিগ্রহ সমর্থোহি কৃত্বা বিপ্রো যথাবিধি।
নিস্তারয়তি দাতারমাত্মানঞ্চ স্বতেজসা॥

প্রতিগ্রহ সমর্থ ব্রাহ্মণ যথাবিধি প্রতিগ্রহ করিয়া নিজ তেজে দাতাকে এবং আপনাকে ত্রাণ করেন। যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন

"বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ।
ঘ্নন্ প্রদাতারমধো নয়ত্যাত্মানমেব চ॥"

বিদ্যা ও তপস্যাহীন ব্যক্তি কখন প্রতিগ্রহ করিবে না। যদি করে তবে দাতাকে এবং আপনাকে নরকে লইয়া যায়।

বিদ্যা ও তপস্যাযুক্ত ব্যক্তি সমর্থ হইয়াও যদি প্রতিগ্রহ না করেন, তাহাতে তাঁহার স্বর্গ হয় এ কথাও যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন যথা—

"প্রতিগ্রহ সমর্থোঽপি না দত্তে যঃ প্রতিগ্রহং।
যে লোকা দানশীলানাং সতানাপ্নোতি পুষ্কলান্॥"

যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহে সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ না করে, দানশীল ব্যক্তিগণের যে সকল ভোগ পূর্ণ লোকপ্রাপ্তি হয়, তিনিও সেই সকল লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

প্রতিগ্রহ না করিলেও কোন কোন স্থলে বিমুখ হইবে না অর্থাৎ ফিরাইয়া দিবে না তাহাও উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

কুশাঃ শাকং পয়োমৎস্যাগন্ধাঃ পুষ্পংদধিক্ষিতিঃ।
মাংসং শয্যাসনং ধানাঃ প্রত্যাখ্যেয়নং বারি চ॥

কুশ শাক দুগ্ধ মৎস্য গন্ধ পুষ্প দধি ভূমি মাংস শয্যা আসন ছাতু এবং জল এই সকল দ্রব্য কখন প্রত্যাখ্যান করিবে না অর্থাৎ কেহ দিতে আসিলে ফিরাইয়া দিবে না। ইত্যাদি

৬৩ ভক্তমালা

রচয়িতা ঃ দ্বিজ মোহনদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৫৪৮ (৫৬১৯ পূ. সং)। পত্রসংখ্যা ২৪১। খণ্ডিত। আকার ১২"×৬½" লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। জয়দেব, বিল্বমঙ্গল প্রমুখ কয়েকজন ভক্তের বিবরণ। অংশবিশেষ এবং জয়দেবের কাহিনী মুদ্রিত হইল।

[১খ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
জৎপাদপদ্মনখাগ্র পরষেকিমপি জৎ সা গৌতমীমোক্তিকং।
জৎ কারুন্য শ্রীঙ্গার পুরপতি গুহকে বক্ষস্থলেতং ধৃতঃ॥
জৎ কৌদণ্ড সরাসনেন বালিহতয়া জৎ সানুজে মৈত্রতা।
সা রামং মমত্তঃ করৌতু কুশলং রাজেন্দ্র রাজেশ্বর॥১॥

শ্রীগোবিন্দ গোপিনাথ মদনমোহন। জয় জয় শ্রীজান্নবা জয় ভক্তগন॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
করুনাসাগর জয় শ্রীগুরু গোসাই। জে কৃপাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুন গাই॥
জয় জয় ব্রজাঙ্গনা রসিক নাগরি। মেঘেতে বিদ্যুৎ জেন কৃষ্ণ সঙ্গে সারি।
শ্রীমতি রাধিকা আদি ললিতাদিগন। জয় চন্দ্রাবলি জয় জুথেশ্বরিগন॥

জয় বৃন্দাদেবী পৌর্ন্নমাসি যোগমায়া। এ দাসেরে কৃপা করি দেহ পদছায়া ॥
মন দিয়া শ্রবন করহ ভক্তগন। প্রথমেতে গোপীভক্তের কিঞ্চিৎ বর্ন্নন ॥
কৃষ্ণের রহস্যলীলা গোপীর সঙ্গেতে। নৌকাখণ্ড লীলা এই কহিব সাক্ষাতে ॥
ব্রজলীলা গৌরলীলা করিয়া মিলন। মধ্যমমালায় কিঞ্চিৎ করিব বর্ন্নন ॥
॥ পদ্যাবলী ॥
কুরু পারং যমুনায়া মুহুরিতি গোপিভি করাহুত। তরি তট কপট সয়ালুর্দিগুনালাস্যা
... ...

নৌকাখণ্ড ও বস্ত্রহরনের কথা। ... ...
[১০ক আপনার ঘাটে হরি পার করি দিলা। যমুনায় এত রঙ্গ কেহ না জানিলা ॥
চলিল গোপের কন্যা নিজ নিজ বাস। জেই জন শুনে সেই জায় কৃষ্ণপাষ ॥
গোস্বামির মতে এই নৌকাখণ্ড লিলা। গোপকন্যা বিদায় হইয়া ব্রজে গেলা ॥
প্রিয়াদাশের অগ্রে জিজ্ঞাশেন ভক্তগণ। বড়ায়ের দুই দাসির কহ বিবরণ ॥
কুন্দলি জঞ্জালি নাম ভেল কি প্রকারে। জন্মান্তরে কেবা ছিল কহিবে আমারে ॥
নাভা কহেন শ্রবণ করহ ভক্তগন। অগ্রেতে কহিব কিছু কুন্দলির বর্ন্নন ॥
রূপগোসাঞি কহে দোঁহার নাম অমঙ্গল। অতয়েব গ্রন্থেতে লেখিবার কিবা ফল ॥
নাভা তারে লেখিলেন গোপির মর্দ্ধেতে। জে জন কৃষ্ণেরে দেখে নিত্তই সাক্ষাতে ॥
ঋষিপত্নি ছিল পুর্ব্বে কলহ তার নাম। ব্রজে জনম পায়্যা ভেল কুন্দলি আক্ষান ॥
কলহা ঋষির কন্যা ছিলা জেকালেতে। কলহ করিথ সদা প্রতিবাসি সাথে ॥
কন্যার কলহ নিতি দেখিয়া দেখিয়া। বিভাহ না করে কেহ জায় পালাইয়া ॥
গেলেন কন্যার...১০ক] [১০খ মার কাছে। কহিলেন গিয়া এক কন্যা মোর আছে ॥
... ...

কহিলম কুন্দলির সংক্ষেপে বর্ন্নন। জঞ্জালির কথা এবে সুন ভক্তগন ॥...
॥ তথাহি ॥
চৈতন্যজীবনলীলার ভবিষ্যৎ বানীতে নারদ ও কৃষ্ণ উক্তি এবং নিত্যানন্দের জন্মকথা

দ্বায়াপরে সেই হরি পুতনাদি কংশ মারি মথুরাতে করে গিয়া বাস।
সেই কৃষ্ণ কলিযুগে অবতীর্ন্ন নবদ্বীপে তথা হৈতে নিলাচলে বাশ ॥
সাধু কহে প্রিয়াদাশ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস সত্যযুগে বামন জেমন।
মহাপ্রভু কি প্রকারে কলিযুগে সন্যাস করে বিবরিয়া কহিবে এখন ॥
মাতৃভক্ত শ্রীজসদা তেন গৌরাঙ্গের মাতা ভক্তমালায় শ্রীনাভা বর্ন্নিল।

বিদায় দিয়া গৌরাঙ্গেরে কেমনে শচী হিয়া ধরে সেই কথা বিবরিয়া বল ॥
প্রিয়াদাস কহে বানি শুন ভক্তসিরোমনি মহাপ্রভুর শন্যাসকথন।
মর্দ্ধখণ্ডের এই কথা অগ্রপশ্চাৎ হবে এথা কেহ না লইবে মোর দোষন ॥

অতঃপর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকথা, নিত্যানন্দকথা, তিন গোস্বামীর কথা, মধুপণ্ডিতের কথা ও জয়দেবের কথা
... ...

কেন্দুবিল্লি গ্রাম আছে অজয়কিনারে। জয়দেবের বাস সে...৭৩ক] [৭৩খ হিরে ॥
জয়দেব রাখেন করয়া কোপিন। বৃক্ষের তলেতে বাস সদা উদাসিন ॥
বি থা সুন ভক্তগন। কহে কন্যার বিভা পাব কোথা ধন ॥
কন্যার নাম পদ্মাবতি...... । দ্বিজ কহে কৃষ্ণ দিব কন্যারে নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণনাম করে কন্যা শিসুকাল হৈতে। ক জগন্নাথের সাথে ॥
পদ্মাবতির বিভাহের সময় আইল। রাখিতে উচিৎ নয় ॥
থের যোগ্য এই মোর কন্যা হয়। জগন্নাথকে কন্যা দিলে মঙ্গল আছয় ॥
... ... চলে জাব। জগন্নাথের চরনে কন্যা সমর্পিব ॥
প্রভাতে পদ্মারে লয় ... ...। ......দিনে গেলা শ্রীপুরুষোর্ত্তম ॥
বিষ্ণুশর্ম্ম জগন্নাথের চরন বন্দিলা। অ ... ... কহিলা ॥
কহে মোর কন্যা জানে তোমার চরন। তোমারে করিব আমি ॥
... অগ্রে প্রভু সাক্ষাৎ হইলা। বিভাহের কথা বিষ্ণুশর্ম্মারে ক ॥
.. ..আছয়। পদ্মারে লইয়া তথা জাহ মহাসয় ॥
মোর প্রতিনিধি ... ...। .. ...য়া দেহ জয়দেবে ॥
বিষ্ণুশর্ম্ম জগন্নাথের বন্দিলা চরন। ... ... ॥
......রে সঙ্গেতে করি গেলা পক্ষদিনে। পহুছিলা বিষ্ণুশর্ম্মা ... ... ॥
৭৪ক] [৭৪খ জাইয়া দেখিল। কতক্ষনে জয়দেবের ধ্যানভঙ্গ হৈল ॥
প .. ..। ... ...থের কথা জয়দেবে কহিলা ॥
তোমায় কন্যা দিব কৃষ্ণ .. ...। ... ...মি করিলম তোমারে ॥
সুনী জয়দেব কহে আমি কান । ... ...রি ॥
॥ তথাহি ॥
বিনা ধনেন সংসারঃ নয়নেন বিনা বপু......। ... ...জীবনং ॥

॥ ইতি ॥

জয়দেব কহে শুন দ্বিজচুড়ামনি। জগন্নাথ রাখে ··· ··· ··· ॥
······ন্যা লয়া তথা জগন্নাথ দেহ। কন্যা সুখে থাকিবেক বচন শুনহ ॥
··· ·· ···থ আপনে। কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমনে ॥
বাছা পদ্মাবতি তু··· ··· ···। ··· ···তোমার পতি বিধির লিখনে ॥
জয়দেবে কন্যা দিয়া দ্বিজ গৃহে গেলা। ··· ··· ···বশিয়া রহিলা ॥
ধ্যান করে জয়দেব মুদিৎ নয়নে। বশীয়া শ্রবন করে পদ্মা ······ ॥
···নি কোলে পদ্মা আজনম ছিলা। বৃক্ষতলে কৃষ্ণচন্দ্র তারে বাস দিলা ॥
জয় ··· ··· ···ঙ্গ ভেল কতক্ষনে। সমুখে আছেন পদ্মা নিরখে নয়ানে ॥
পদ্মারে শ্রীজয়দেব··· ··· ···। মোর এক কান্থা বিনা নাহি গৃহধন ॥
পদ্মা কহে শুন গোসাঞি নিবেদি তোমারে। ······৭৪খ] [৭৫ক কে ধন দুখি কহে তারে ॥
জার গৃহে লক্ষাবধি থাকে রত্নধন। শাস্ত্রে শুনি দুখি বড় নিশ্চয় সে জ··· ॥
······দ পায রায় ধনের লোভেতে। তার অন্তে তার ধন থাকে ধরনিতে ॥
জেই গৃহের বহু ধন রত্ন··· ···। ··· ···দেখি ভুপেরে লাগায় রিপুচয় ॥
তার গৃহে লুট করে জাইয়া রাজন। তার এই দসা জ······ ॥
দেখি সব প্রতিবাসি ইর্স করে তারে। ধনের শোকে নিশ্চয় সেই ধনে মরে ॥
অকা··· ··· ·· স্য জনম। দুই কুল জায় তার জার গৃহে ধন ॥
লক্ষিটঙ্কা মোহরাদি থাকে । ······বাড়াইতে মন করে ॥
জগৎমধ্যে সেই দুখি শাস্ত্রের লিখন। ঘর ভরা ধ ·· ··· ··· ॥
উপরেতে ফিরে কাল না দেখে নয়ানে। অন্তে সে ধন না পায় দান জজ্ঞে ॥
··· ··· ·· তে মিলে জারে ধন। ধনে জদি করে দ্বিজ বৈষ্ণবসেবন ॥
বিষ্ণু প ··· ··· ···। সে জন তির্থে বাস পায় নিশ্চয় অন্তে ॥
জেই জন দানজজ্ঞে ·· ··· ···। ··· ··· কৃষ্ণ না মিলয় ॥
জে বাসনা অন্তে জীব করেন মনেতে। তেন··· ··· ··· ॥
···জেন বিষয়মদে করে আউক্ষয়। অল্পদিন তেন জীব সর্গে ··· ॥
··· ··· ··· জ্বে জন। সর্গভোগ বেপারির বিপার জেমন ॥
ধন না ··· ···। ····· ৭৫ক] [৭৫খ কেবা খায় না জানে মনেতে ॥
যেস রজনিতে তার অন্তের সময়। ··· ··· ··· ··· ॥
··· সব মায়া কে বুঝিতে পারে। সেই বুঝে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হয় জারে ॥
··· ··· ··· ···। ···র ভুবনে অন্তে জায় সেই জন ॥

মির্থাবাক্য বিনা ধন সঞ্চয় না হয়। ... ...॥
রে পিতাপুত্র ধনের কারন। ধন লাগি ভাই ভাই হারায় জীবন॥
মি ... ...। ... ...র দাশিলোক তাহারে তেজিয়া॥
গৃহ পুত্র ধন সঞ্চে সব মির্থা মায়া।
জাহা... ... ...। থু বিভ্রময়ে জদি তভো না মিলয়॥
অতয়েব হরিভজন কেন তেজিয়া। ধনে .. ..॥
দ্বিজ কহে শুন পদ্মা ধন জার ঘরে। জগৎ সংশারলোক শুখি কহে তারে॥
প .. ..য়। মনের সন্তোষ বিনা শুখ নাহি হয়॥
বৃক্ষতলে থাকে করে অজাচিৎ ভোজন। স .. ..জন॥
না করয়ে রিন আর প্রবাসে না জায়। সাকন্ন নিতি ভোজন জে করে শন্ধ্যায়॥
তা .. .. জগতভিতরে। জেই জন পরধনের আষা না করে॥
কপিন করয়া রাখে কৃষ্ণে ধরে মন। ... ...ভিতরে সেইজন॥
পদ্মা কহে তুমি রাখ কপিন কাঠারি। ইহা বিনা আমি নাহি চাহি সর্গ ..॥
... ...ঙ্গাল কহি সর্গবাঞ্ছা জে করে। তিন দিনের সর্গ পুন জায় শংসারে॥
দেহ অন্তে পুন্যবা... ... ...। লক্ষ্মি জার পদদাশি না চিন্তয়ে তারে॥
সেই ধন জেদিন জাইতে করে মন। লোহার শিন্দুক হৈতে করেন... ...॥
... ...৭৫খ [৭৬ক য়। সর্গবাসি পুষ্পমালা ধরে তার গলায়॥
কহে জেই দিনে তোমার মালা শুখাবে। সেই দিন সর্গে... ...মি জাবে॥
কহিয়া তাহারে পুষ্পবিমানে চাপায়। দেবদাসিগন তারে চামর ঢুলায়॥
পুষ্প... ... ...কি সুখ হইল। বারে বারে মালা পানে চাহিতে লাগিল॥
কহেন জেদিন মালা জাবেক শুখ ..। ... . রে সেদিন দিবে পেলায়া॥
এই ভয়ে তেহ ভ্রমে বিমান উপরে। তবে কি শুখেতে জায় হে... ॥
... ... জয়দেবের অগ্রে কহয়। পিতা মোরে করিয়াছে তোমার আশ্রয়॥
জাথে ভাল হ... ... ...। ... ...হইয়াছ তুমি বিধির লিখনে॥
ভবার্ন্নবে পড়িয়াছি তরিতে না জানি। ভক্তি দি .. ..॥
জয়দেব পদ্মার মুখে শুজ্ঞান শুনীয়া। মুখেতে চুম্বন দিলা কোলেতে করিয়া॥
... ... মালা ছিল। জয়দেব সে মালা আপন গলে দিল॥
পদ্মাবতির গলে... ... ...। ... ...তে পুষ্পের বিভা দোঁহার হইলা॥
পুন জয়দেব কিছু বিচারিলা মনে। ... ... ॥
... ...নি হইল কৃষ্ণসেবার কারন। কহেন শ্রীমুর্ত্তিসেবা করিব স্থাপন॥

… … … … … …। শ্রীরাধামাধব নাম বিক্ষাত হইলা ॥
জয়দেব মহাকবিরাজ মহাসয়। … … … …না করয় ॥
পুন কহে এইকথা কেমনে লেখিব। রাধাপদে কৃষ্ণে প্র… … ॥
… … …৭৬ক] [৭৬খ বনা করে বর্ন্নন। কৃষ্ণ রাধার পদ ধরে এ বড় বিসম ॥
মনের বিয়োগে… … … …। … …মি গিয়া লেখিব এখনে ॥
জয়দেবের মন কৃষ্ণ জানিতে পারিলা। … … … … … ॥
পদ্মাবতি কৃষ্ণ লাগি করেন রন্ধন। সেকালেতে কৃষ্ণ গিয়াছিলা… ॥
… … … …গিয়াছিলা। তুরিতেতে স্নান করি কেমনে আইলা ॥
কৃষ্ণ কহে এক ‥ … …। … …র করি দেহ একবার ॥
তৈল অঙ্গে আছে মোর ভিতরে না জাব। এক চরন… … … ॥
পদ্মাবতি পুস্তক লইয়া স্মপিলা। পদ্মা ভিতর গেল কৃষ্ণ লেখিতে লাগিলা ॥
… ‥ … …লা আপনে। বাহির করিলা রাধার মান জেখেনে ॥
কৃষ্ণ কহে রাধে তোমা… …। … …আমা পানে কর শুন্দরি ॥

॥ গীতগোবিন্দে ॥
রাধে দেহি পদপল্লবমুদারং ॥
প্রি… … … …দেতে। রাধার মানের কথা শুনাব পশ্চাতে ॥
পুস্তকে লেখিয়া কৃষ্ণ পদ্মারে স্মপিলা। … …জাই কহি চলিলা ॥
বহুঁ স্তুতি রাধার লেখিলা জনার্দ্দন। পতি স্নানে গেলা পদ্মা বি ॥
… …দশ ক্রোষ গঙ্গা কেন্দুলি হইতে। জয়দেব নিতি স্নান করেন গঙ্গাতে ॥
পদ্মা জানে লো… ‥ …নে গেলা। আশিয়াছিলেন কৃষ্ণ চিন্তে না পারিলা ॥
সে কালে জয়দেব আইলা স্নান করি। ৭৬খ] [৭৭ক …য়া পুজিলেন রাধামাধব হরি ॥
পুস্তক লয়া লেখিতে বসিলা মহাসয়। জে লাগি ভাবিত ছিলা সে ॥
লেখা দেখি জয়দেব পদ্মারে পুছিলা। পদ্মা কহে লেখি এখন তুমি স্নানে গেলা।
আসি… — …নে জাইব পশ্চাতে। এক পয়ার লেখি পুন জাব স্নানেতে ॥
জয়দেব কহে এই লিখন মোর…। … …এই লিখন তোমার নিশ্চয় ॥
ফিরা আসি মোর কাছে পুস্তক মাগিলে। এক চরন লেখি… …গেলা ॥
শুনী শ্রীজয়দেবের চিন্তিত হিদয়। আকাশবানিতে কৃষ্ণ সেকালে… ॥
… … … …লাম তোমার বাড়িতে। শ্রীরাধার স্তুতি লিখিয়াছি পুস্তকেতে ॥
কহি কৃষ্ণ… … … …। …য় দেব মুচ্ছা হয়া পড়ে ভুমিতলে ॥
উঠিয়া পদ্মারে পুন পরিক্রমা দিলা। … … … …দেখিলা ॥

দেখ পদ্মা কৃষ্ণের হস্তের এ লিখন। পাইয়াছ অদ্য তুমি কৃ··· ··· ॥
··· ··· ··· ···দ্মা কান্দিতে লাগিলা। দোঁহাকার অশ্রুপ্রেম বঁহিয়া চলিল ॥
পদ্মারে··· ··· ··· ···। ···গোবিন্দে আছে সে সব কথন ॥
জয়দেবের ভক্তি প্রেম কে কহিতে প···। ··· ··· ···সাধুরে ॥
নিলাচলে রাজা এক পুস্তক বর্ন্নিল। শ্রীগীতগোবিন্দ গ্র··· ··· ··· ॥
··· ··· ···জা পণ্ডিত না মানে। না চলিবে পুস্তক কহে সর্ব্বজনে ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
নিলাচ··· ··· ··· ···। ······৭৭ক] [৭৭খ-পুস্তক জগন্নাথের অগ্রে ধরিলা ॥
পণ্ডিতসকলে রাজার অগ্রে ক···। ··· ··· ··· ···য় ॥
মানিবে সেই পুস্তক জগতসংসারে। এ সত্যকথা রাজা কহিল······ ॥
··· ··· ··· ···ক ধরিলা। জয়দেবের গ্রন্থ কৃষ্ণ শৈকার করিলা ॥
আনন্দ পাইল দেখি··· ···। ··· ··· ··· ···ল জগজন ॥
রাজার পুস্তক কেহ গ্রহন না করে। রাজা কহে প্রান দি··· ··· ॥
··· ··· ···থ কহেন বচন। তোর পুস্তক চালাইব শুন হে রাজন ॥
শুন রাজা তোর বর্ন্ন্যনা······। ··· ···বার শোলক দিব ॥
পণ্ডিতে অন্তরিক্ষে জগন্নাথ কহিলা। কৃষ্ণ আজ্ঞা··· ··· ॥
···য় দেবের পুস্তকে দ্বয়াদশ সর্গেতে। রাজার দ্বয়াদশ শোলক লেখিলা তাহাতে ॥
··· ··· ··· ···রাজন। শ্রীগীৎগোবিন্দগ্রন্থ বিক্ষাত ভুবন ॥
শুলোচনা মালিনি থাকেন নিলাচলে। ··· ··· ···রে প্রাতঃকালে ॥
গ্রামের বাহিরে খেৎ করিবারে জায়। খেতেতে জাইয়া নিতি বার্ত্তকি উ ॥
··· ··· ··· ···রে শ্রীগীৎগোবিন্দ। তার গান শুনি জগন্নাথের আনন্দ ॥
ধীরশমীরে গান করে শুলোচনা। ··· ···থ ভ্রমে লএ কলা ॥
গান করে শুলোচনা বার্ত্তকি উঠায়। গ্রামের বাহিরে খেৎ করিবারে জায় ॥
··· ···করে শ্রীগীৎগোবিন্দ। তার গান শুনি জগন্নাথেগ আনন্দ ॥
বার্ত্তকিবৃক্ষের কাঁটা বস্ত্রেতে লাগি ··। ···৭৭খ] [৭৮ক-সুক্ষ্মবস্ত্র কণ্ঠেকে ছিণ্ডিল ॥
প্রভু মন্দিরেতে গেলা ভোগের সময়। ভোজন যে ॅসে গেল···· ॥
রাজা কহে ছিড়াবস্ত্র প্রভু কেন পরে। ছিণ্ডাবস্ত্র দেখি রাজা জলিলা অন্তরে ॥
দূত পাঠাই ··· ··· ··· কয়। একে একে পণ্ডাগনে বান্দিয়া পেলায় ॥
প্রভুর কেন ছিণ্ডাবস্ত্র পুছেন রাজন। ··· ··· ···ন পণ্ডাগন ॥
বার্ত্তকিকাঁটা প্রভুর বস্ত্রে লাগিয়াছে। রক্তধারা জগন্নাথের চরনে প··· ॥

… … ·· দেখি রাজা প্রেমে পড়ি গেলা। সেইকালে জগন্নাথ রাজারে কহিলা ॥
প্রভু কহে… … … …। শ্রীগীতগোবিন্দগান নিতুই করয় ॥
তার গানে প্রেমে আমি রহিতে না পারি। … … …থে ফিরি ॥
বার্ত্তকির কণ্টকেতে ছিণ্ডাছে বশন। পণ্ডাদের দোষ নাই শুন হে …… ॥
… … … —লাশ করি দিলা। মালিনিরে আনিতে পালকি লয়া গেলা ॥
শুলোচনা… … … …। … …তার চরনেতে দণ্ডবৎ করে ॥
রাজা কহে মালিনিরে থাক এইক্ষেনে। … … … …নে ॥
শুলোচনা জগন্নাথের পুরিতে রহিলা। মহাপ্রশাদের রন্ধান র… … ॥
… … … …নগরভিতরে। গীতগোবিন্দগান জেন পথে না করে ॥
শুলোচনা … … …। … … …মগল গাইতে লাগিল ॥
গানের কালে মগল প্রেমে ভাষি জায়। … … … … ॥ ৭৮ক]
[৭৮খ নাভা কহে নিবেদন শুন ভক্তগন। পথে না করিবে গীৎগোবিন্দকির্ত্তন ॥
… … … … …। জয়দেবের আর কথা কহি সাক্ষাতে ॥
হরিভক্ত জয়দেব দ্বীজ্ব মহাশ। … … … … ·· য় ॥
জয়দেবের ভক্তি দেখি ভেট সবে আনে। রাধামাধবের ভাণ্ডার পু … ॥
… … … … …হর আইল। ভোগের সামগ্রি আন দেখ জেই ভাল ॥
কৃষ্ণশেবার ত… … … …। … রেতে গিয়া আন গ্রামান্তরে ॥
ভোগবস্তু আনিবারে জয়দেব গেলা। … … … …লা ॥
মিষ্টাদিক আনিবেন কৃষ্ণের লাগিয়া। গ্রামান্তরে চলিলেন মোহ ··… ॥
… … … …কৃষ্ণের সেবাতে। জয়দেব চলিলেন সামগ্রি আনিতে ॥
পদ্মাবতি কৃষ্ণ লাগি … …। — … …রাধামাধবের সেবন ॥
জয়দেব চলে পথে কানন আইলা। চারি দস্য জয়দে ·· … … ॥
… …র্য্যের মধ্যেতে এক গনৎকার আছয়। দুই মোহর আছে দ্বীজের গনিয়া কয় ॥
চারি… … …বচন। কহ দ্বীজ কোথা তুমি জাইবে এখন ॥
জয়দেব কহে জাব কানন পারেতে। দশ্য ক… … …সাথে ॥
জয়দেব মনেতে করেন বিচারন। কহে সঙ্গে নৈল চারি ধনের কারন ॥
পুন কহে মোহ … …নয়। দশ্যোরে মোহর দিলে প্রান রক্ষা হয় ॥
জয়দেব কহে শুন ভাই চারিজন। দু মোহর লেহ……৭৮খ] [৭৯ক-বন ॥
দশ্য কহে জানি মোহর তোমার সাথে। মোহর লইথম … …বনের মধ্যে'তে ॥
জয়দেব — ·· শ্যে স্মপিলা। মোহর পাইয়া দস্য পুন বিচারিলা ॥

দস্য কহে এ বৈষ্ণব দাগাবাজ……। … …ইয়া কয়েদ করিবে নিশ্চয় ॥
মোহর স্মপিল দ্বিজ মনে ভয় পায়া। নিশ্চয় গ্রামেতে… … …য়া ॥
কহে দ্বিজের মস্তক লেহ এই ক্ষেনে। কেহ কহে হস্ত কাট না মার পরানে ॥
চারি ‥ … … …ঙ্গি করিলা। দ্বিজেরে পথের বামে গর্ত্তে পেলি দিলা ॥
জয়দেব রহিলা সেই গ… …। …খিল তারে শীকারেতে গিয়া ॥
গর্ত্তে পড়ি দ্বিজ আছে রাজা নিরখয়। উঠাই… … … … ॥
জয়দেবে উঠাইলা রাজার আজ্ঞাতে। তিলক দেখি পড়ে দ্বিজের প… … ॥
… … …কৃষ্ণপরায়ন। হস্তপদ কেন কাটা কহ বিবরন ॥
জয়দেব কহে মো ‥ …। … … …শু দিলা নারায়ন ॥
এ জনমে করে পাপ জন্মান্তরে পায়। ভা… … … … ॥
শুনি বাক্য জয়দেব রাজারে কহিলা। শুনি রাজা সেইদিন শীকার… ॥
… … … …গ্রে ‥ত জানে। গীৎগোবিন্দ বর্ন্ন্ন বিদিৎ ভুবনে ॥
জয়দেব… … … …। …কি করি জয়দেবকে লয়া গেলা ॥
বৈদ্য লাগাই জয়দেবকে……। … …৭৯ক] [৭৯খ জার ঘরে ॥
দ্বিজের সেবায় রাজা তুৎ চারি দিল। বৈষ্ণব জয়… … … ॥
… … …জা মাগয়। জাথে মোর কল্যান কহ মহাসয় ॥
রাজ… … … …। … …কর বৈষ্ণবসেবন ॥
শুনি রাজা বৈষ্ণবের সেবা আরম্ভিলা। দেশ … ‥ লা ॥
বৈষ্ণবেরে দেন রাজা বস্ত্রাদিক ধন। ভোজন করিয়া গৃহে…… ॥
… … ‥ রাজগ্রতে জানিল। সেই চারি দশ্য কহে মোরা জাব চল ॥
মালা তিল… … …। …দৈব দণ্ড দিলা জেই চারি জন ॥
চারি চোর রাজার ধরমশালায় । … …জানিতে পারিলা ॥
কহে মোরে চৌরংঙ্গী করিলা এই চারি। আসি তারে সে… … ॥
‥ … …র উপকার করিয়াছে চারি জন। মৃত্যু অন্তে এই দণ্ড দিথ মোরে জম ॥
দণ্ড ‥ … …হৈতে। ধন দেয়াব চোরকে রাজার কাছেতে ॥
রাজারে শ্রীজয়দেব কহেন বচন। … … …রএ চ র জন ॥
দ্বিজের বাক্যে রাজা তারে আদর করিলা। চোর বৈষ্ণবেরে মহলেতে … ॥
… …করিলা চারি মিষ্টান্ন ভোজন। পালঙ্কেতে শয়ন করিলা চারি জন ॥
জয়দেব কহে… … রি। এ বৈষ্ণব চারি জন বড় উবগারি ॥
শুনি চোরবৈষ্ণবের ভয় হৈল মনে। সেই দ্বিজ… ‥৭৯খ] [৮০ক-র গনে ॥

চৌরংঙ্গি করিল জারে মোরা চারি জন। রাজগৃহে আইল কেমনে সে ব্রাহ্মন ॥
পুন কা· ······উচিৎ নয়। এই দ্বিজ জদি রাজার অগ্রেতে কহয় ॥
ভয়ে রাজঅগ্রে চারি বিদায় মাগিলা। ······রাজা তিন দিন রাখিলা ॥
তিন দিবস পরে কহিলা চারি জন। তারে ধন দিয়া বিদায়··· ॥
চারি জন সঙ্গে চারি চাকর চলিল। ধন মাথে লয়া রাজদুৎ সঙ্গে গেল ॥
চোর বৈ··· — ···বচন। এক কথা কহি শুন রাজদুৎগন ॥
হস্তকাটা জেই দ্বিজ রাজার দুয়ারে। ·········চারি জন তারে ॥
সেই দ্বিজ দেখ আর মোরা এই চারি। পঞ্চজনে করিথম র······ ॥
র অগ্রে অপরাদ করিল। রাজা তারে মস্তক কাটিতে আজ্ঞা দিল ॥
দ্বিজেরে ··· — —। করিলম চৌরংঙ্গি না মারিলম প্রানে ॥
চারি চোর কহে মির্থা র । ······চারি দাগাবাজ কহে ॥
দ্বিজেরে চৌরংঙ্গি করি ধন লয়াছিল। ধরনি ·· ··· ··· ॥
সাধু জয়দেবের করিলা নিন্দন। ধরনিভিতরে প্রবেশিল চারি জন ॥
··· ··· ···লা। জয়দেবেরে চারির মরন কহিলা ॥
মরন শুনীয়া জয়দে··· ···। ··· ···চ্ছাতে পড়য় ॥
মির্ত্তু শুনি দ্বিজ আছাড় খাই পড়িল। সে কা··· ··· ··· ॥
··· ··· ইল চারি চোর রাজার ঘরে। জয়দেব ধন দেয়াইলা সে চোরে ॥
··· ·· ··· ···। সেই পুন্যে জয়দেবের হস্তপদ হয় ॥
নাভা কহে শুন সাধু কহিয়ে । ··· ··· ··· ॥
ত্রেতার যেস পাপ রত্নাকরের ছিল। জয়দেব হয়া কলিযুগে ·· ॥
··· ··· ··· বর্ন্নন। হস্তপদ হৈল পুন পাইল মোচন ॥
ত্রেতাযুগে বাল্মিক জয় । ··· ··· রামের কৃপাতে ॥
ত্রিতাযুগেতে রত্নাকরের উর্দ্ধার। জয়দেব দ্বিজ হ··· ··· ॥
— ··· ··· শুনিলা রাজন। রাজা গিয়া জয়দেবের বন্দিলা চরন ॥
এক পালা··· ··· ···। ···কি করি পদ্মাবতিরে আনিলা ॥
জয়দেবের শিশ্বগন রহিলা সেবাতে। ··· ··· ···হেতে ॥
পদ্মা গিয়া জয়দেবের বন্দিলা চরন। রাজা রানি দোঁহাকার পু ॥
··· ···পদ্মারে দেখিতে। সবে ভেট দেন জয়দেবের পদেতে ॥
বাহিরে থাকেন জয়দে··· ···। ··· ···পদ্মা ভিতরে থাকয় ॥
খবর আইল রানির ভাই মরি গেল। তথা ভাউজ ভায়ে··· ॥

… …ভাউজ ছিলা পিতার গৃহেতে। শতি গেলা পতির কাটার লয়া হস্তে ॥
.. … …র মুখে শুনিল। ভাই ভাউজ মরিল কান্দিতে লাগিল ॥
রানি কহে হেন পিরিৎ— …। পতির কাটার লয়া মরয়ে পরানে ॥
পদ্মা কহে তবে জানি পতিব্রতা হয়। সুনিতে সুনিতে— …জয় ॥
রানি কহে হেন শতি নাহি জগতেতে। হেন পতিব্রতা শতি হয় তোমা হৈতে ॥
পদ্মাবতির … ৮০খ] [৮১কনে রহিল। রাত্র্যে রাজার অগ্রে রানি সে কথা কহিল ॥
রানি কহে জাহ রাজা বাগান দেখিবারে। বাগান… … …জয়দেব দ্বিজেরে ॥
পদ্মাবতির শতিপানা দেখি এখন। রাজার অগ্রেতে রানি কহিলা বচন ॥
… … …হয়েন তেজময়। স্মাপ দিলে শর্ব্বনাশের হইব উদয় ॥
সেই কথা কদাচিৎ রানি নাহি মানে। … …ব স্মাপ দিবেন কেনে ॥
জয়দেব চারি দস্য চৌরংঙ্গি করিল। তথাচ চোরেরে তেহ ধন… — ॥
… …জয়দেব মুখে না কহিলা। দ্বিজের মনকোপে চারি দশ্য মরি গেলা ॥
অনেক বুঝ… … …। রাজা কহে ধর্ম্ম জানে জাইব নিশ্চয় ॥
কহে দ্বিজেরে লয়া জাইব বাগানে। রানি .. … … ॥
…নিশ্চয় রানির বশ সে নৃপবর। জয়দেব লয়া গেলা বাগানের ভিতর ॥
… … …গে গেলা। মহলে দাশিরে রানি সংঙ্কেৎ করিলা ॥
রানি কহে বাহিরে ব…। — …মির্থা করি কহ আশি ॥
পদ্মাবতির শতিপনা জানিবার তরে। স… … … ॥
… …নির সংঙ্কেতে দাশি বাহিরে গেলা। দণ্ডেক পরেতে পুন মহলেতে .. … ॥
… … …গ্রে কয়। বাগানে মরিলা জয়দেব মহাসয় ॥
শুনি রানি মির্থা… … …। … … …শুনাইলেন পদ্মারে ॥
জয়দেবের মৃর্ত্ত্ব পদ্মা করিয়া শ্রবণ। রাধা… … … ॥ ৮১ক]
[৮১খ রাজার কাছে রানি দাশি পাঠাইলা। পদ্মাবতি মরি গেল দাশি সু .. ॥
… … … …রে। চাদর ঢাকাইয়া রাখিহ পদ্মারে ॥
পদ্মা অঙ্গে রাজা… …। … …কাছে বসীয়া রহিলা ॥
জয়দেব তুরিৎ গেলা মহলভিতরে। ব… … .. ॥
…আরম্ভিলা গীতগোবিন্দকীর্ত্তন। গান শুনি পদ্মাবতি পাইলা… ॥
… … …ঠিলা। জয়দেবের বামে বশি গাইতে লাগিলা ॥

দেখি তথা রাজা··· ··· ···। ·· ·· জয়দেবের চরনে পড়িল ॥
রানি কহে হেন কর্ম্ম না করিব আর। পদ্মা··· ··· ··· ॥
···লিতে পদ্মাবতির ছিল নিয়ম। জয়দেবের সঙ্গে করিথেন ॥
··· ··· ইতে লাগিলা। গান পুর্ন্ন করি দোঁহে বিদায় মাগিলা ॥
রাজা কহে এক ·· ··· ···। বাক্য রাখ গোস্বাই চরনে ধরি ॥
দ্বিজ কহে কৃষ্ণসেবা আছেন গৃহেতে। ম··· ··· র বাক্যেতে ॥
রাজা রানির প্রেমে দোঁহে মাষেক রহিলা। তবে রাজা জয়দেবকে বি··· ॥
··· ···সেবার লাগি রাজা দিলা কিছু ধন। রাজার পালকিতে দোঁহে করিলা গমন ॥
ধন··· ··· সঙ্গেতে চলিলা। পদ্মাসহ জয়দেব গৃহ পহুছিলা ॥
দুৎগণে দিলা বিদায় জ··· ···। ব গঙ্গাস্নানে গেলা সেদিনেতে ॥
তথা গঙ্গা জয়দেবকে দিলা দরশন। দ্বিজের দুখ··· ···৮১খ] [৮২ক কহেন বচন ॥
শুন জয়দেব আর এথা না আশিবা। বৃদ্ধ তুমি গৃহে বসি মোর ধ্যান করিবা ॥
জয়দেব কহে জ ·· ···ল গঙ্গাস্নানে। আইল দেহের অন্ত ছাড়িব কেমনে ॥
পুন গঙ্গা জয়দেবকে কহেন বচন। গৃহে বশি প··· ·· র দরশন ॥
জয়দেব কহে মাতা নিবেদি চরনে। দর্শন দিবে তোমায় চিনিব কেমনে ॥
গঙ্গা কহে··· ···আমার। সেইদিন অজয়েতে হইবে জুয়ার ॥
সেদিন অজয়ে হবে কমলের বন। নিশ্চয় জ··· ··· ··য় গমন ॥
পোউষ মাষের শেস সংক্রান্তির দীনে। মকরের দীন সেই জগজন জ ॥
··· ··· ···হেতে রহিলা। কথ দীন পরে মকরসংক্রান্তি আইলা ॥
প্রভাতে দেখেন দ্বিজ কম··· ···। ··· ··· খে সর্ব্বজন ॥
পদ্মাসহ জয়দেব গঙ্গাস্নান করিলা। অদ্যাবধি আছে সেই··· ··· ··· ॥
··· ···তে জায় জে লোকসকল।··· ···অবস্য মিলে তারে গঙ্গাস্নানের ফল ॥
পদ্ম··· ··· ··· ···। ·· ন গেল দোহার এমন প্রকারে ॥
রাত্র্যে পদ্মা কৃষ্ণের মন্দিরে জাই । ··· ··· ·· গিলা ॥
জয়দেব কহেন দেশে আর কি কারন। মরিলেন পদ্মা এখ··· ··· ··· ॥
··· ··· ···জয়দেবেরে। তোমার সংঙ্গেতে আমি জাব ব্রজপুরে ॥
সপ্নে ··· ··· ···। ··· ···তোমার না হয় গমন ॥
শুনি শ্রীরাধামাধব কহেন সেখেনে। ··· ··· ··· ··· ॥ ৮২ক]
[৮২খ থাকিব তোমার কলমদানের ভিতরে। পথে তণ্ডুল ভিক্ষা করি··· ··· ॥
··· ··· ·· লা চেতন। স্নান করি মন্দিরেতে করিলা গমন ॥

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট জেন··· ··· ··· । ··· ·· রে কলমদানে রাখিলা ॥
কলমদান বস্ত্রে বান্ধি করিলা ক··· । ··· ··· ···ন্ধেতে ॥
ত্রিতীয় মাষেতে পহুঁছিলা বৃন্দাবন। গিয়া ধীর সমীরে··· ··· ··· ॥
··· ···দ্বিজের মন লাগিল। বৃক্ষতলে জয়দেব বসতি করিল ॥
পত্রের ·· ··· ··· । ···বা রজনি থাকে কৃষ্ণের ভজনে ॥
কলমদান হৈতে কৃষ্ণে বাহির করিলা। ··· ··· ··· ···লা ॥
সংক্ষেপে জয়দেবের কিঞ্চিৎ কথন। শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ জ··· ··· ॥

··· মোচন ভক্ত কথা শ্রবণেতে। নিশ্চয় বশতি পায় সে জন ব্রজেতে ॥
প্রিয়াদা··· ··· ···গণ। বিবরী কহ রাধার মানের বর্ন্নন ॥
শ্রীগীতগোবিন্দে রাধার মান সমস্কা । ··· বে নিবেদি তোমারে ॥
কি প্রকারে ভেল রাধার মানভঞ্জন। কেমতে শ্রীকৃষ্ণ গিয়া ক ॥
শুনি গোপীনাথ রাধার পদ ধরিলা। সেকালে কৃষ্ণেরে রাধা দিষ্টি না করিলা ॥
শ্রীগীত ·· ·· আছে এ সব বর্ন্নন। গোপীনাথ ধরিছিলা রাধার চরণ ॥
জয়দেব করিলা বর্ন্নন জে প্রেকারে। ··· ·· ৮২খ] [৮৩ক কথা বুঝাইয়া কহিবে আমারে ॥
প্রিয়াদাশ কহে সাধু করহ শ্রবণ। কৃষ্ণ··· ··· ··· ··· ॥
··· ··· ··· ··· ··· । ইত্যাদি
··· ··· ··· ··· ··· । [৮৪খ মন্দির করিতে তুরিৎ আম··· ॥
·· রি কর গান গোসাঞি আনন্দে কয়। গোপীনাথের মন্দির শিঘ্র জেন হয় ॥
মন্দির হই ·· ··· ···তরে। স্থাপন করিলা গোসাঞি গোপীনাথেরে ॥
রায়শেল রাজা দেশে টংঙ্কা পাঠায়গি। ··· সেবা করে আনন্দিত হইয়া ॥
সহশ্র বৈষ্ণব কৃষ্ণের সেবাতে রহিল। গোপীনাথের রাজসেবা জগ··· ··· ॥
বৈষ্ণবচরনে শ্রীনাভার নিবেদন। কাম্যবনলীলা কৃষ্ণের করহ শ্রবণ ॥
··· ··· ··· ··· । অতঃপর কৃষ্ণকর্ণামৃতে লীলাশুক তত্ত্বকথা।
··· ··· ··· ··· ·· । [৯৬খ প্রতাপরুদ্রের প্রেম কহনে না জায় ॥
প্রিয়াদাশের অগ্রে জিজ্ঞ ·· ··· । ··· ··· ···টে কি কারন ॥
শ্রীগীৎগোবিন্দ গ্রন্থ বর্ন্নন জাহার। কি প ·· ··· ··· ··· ॥
দাশ কহে শুন সাধু মহাশয়। কদাচিৎ ভোগ বিনা কর্ম্ম না ছুট··· ॥
·· পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংসয়। জ্ঞো জং হস্তি সতং হস্তি বেদোক্ত··· ॥
··· ···দশ্য এক ছিল। কাননে থাকিয়া বহু জীবহীংসা কৈল ॥

ধনুর্ব্ব··· ··· ··· ···। ··· ···পথে জেই জায় তার প্রাণ হরে ॥
ধন বস্ত্র আদি তার সকল লুটয়। এ··· ··· ··· ··· ॥
চলিছেন সপ্ত ঋষি সেই পথ দিয়া। রত্নাকর সেই কালে ঘেরিল জ··· ॥
··· ··· ···হীংশা করে। মোরা সপ্ত ঋষি অদ্য কৃপা কর তারে ॥
সপ্তঋষির দিস্টে দশে··· ···। ·· ঋষি তারকব্রহ্ম নাম তারে দিল ॥
রত্নাকর মণিগনের চরণে পড়িলা। ধনুর্ব্বান··· ···ভঙ্গ করিলা ॥
রামনাম জপ কর কহে মনিগন। এইখেনে রাম তোমায় দিবে দ··· ॥
··· · মোরা এখন নারায়ন স্বরে। পুন এইখেনে আশি মিলিব তোমারে ॥
কহি সেই সপ্ত ৯৬খ] [৯৭ক শ্যাতে গেলা। তথাতে সহস্র বৎসর তপশ্যা করিলা ॥
তপ পুন্ন' হৈল ঋষি করিলা গমন।
রত্নাকর জে··· ··· ··· ···। ··· ··· ···দরশন ॥
তথা কহেন রত্নাকর আছে এ বালুতে। কুমণ্ডুলের জল দিলা বালুর টিরাতে ॥
টিরা হৈ·· ··· ·· র হইল। ঋষিগণ নাম তার বাল্মিক থুইল ॥
ঋষি কহেন বাল্মিক শুনহ বচন। থাকি এই খে··· ··· ·· ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া তেঁহ প্রনাম করিলা। সপ্তঋষি তথা হইতে সস্থানেতে গেলা ॥
রত্নাকর ·· ··· · সেইখেনে। সপ্তকাণ্ড রামায়ন দেখিলা সপনে ॥
ধ্যানমৎ সপ্তকাণ্ড বর্ন্ন'ন ·· ···। ··· ··· ···জগতে জানিলা ॥
প্রকাশ হইল পুরান জগৎ সংসারে। সেকালেতে বাল ··· ॥
···রিলম আমি রামের বর্ন্ন'ন। না হইল শ্রীকৃষ্ণের লিলার কথন ॥
আকা ··· ···। তুমি দ্বিজ হয়া জনম লৈবে কলিকালে ॥
কলিজুগে রাড়দেশে জনম···। ··· ··· ···করিবে তখনি ॥
কলিজুগে নবদ্বীপে লইব জনম। সেকালে তোমা··· ··· ·· ॥
··· ··· ···জেমন অল্পাক্ষরে। ব্রজলিলার বর্ন্ন'ন করিবে এ প্রকারে ॥
সে কা··· ··· ··· ··। ··· · লার গ্রন্থ হবে বড়ই বিস্তার ॥
কৃষ্ণ কহে ছোট এক গ্রন্থ বন ·। ··· ··· ··· ··· ॥
···কর্ন্ন'মৃৎ ব্রহ্মসংগিতা গীৎগোবিন্দ। এ তিনের শুত্রে হবে আ··· ··· ॥
··· ··· ···৯৭ক] [৯৭খ দুই জন। বৃন্দাবনে লক্ষ গ্রন্থ করিবেক বর্ন্ন'ন ॥
বালমিক কহে প্রভু নি··· ···। ··· ··· ··· ··· ॥
আকাশবচনে কৃষ্ণ বালমিকে বলে। অগ্রে দুই অংশ মোর প··· ··· ॥
··· ··· ···বৎসর। জখন জাবেক তার পাঁচ সহস্র বৎসর ॥

অজয় ধারেতে জন্ম··· ···। ···র গেলে মোর অবতার ৷৷
সত বৎসর তোমার জখন গত হবে। জ··· ··· ৷৷
··· ··রিব তোমার পুস্তক তখন। বালমিক কহেন তবে শুন নিবেদন ৷৷
জনম··· ··· ··· ··· ···। ··· ···কহ কি প্রকারে নিলাচল জাবে ৷৷
কৃষ্ণ কহে বালমিক তোরে আমি কহি। ··· ··· ··· ··· ··· ··· ৷৷
গোকুল মধুপুরে জন্ম বাশ দ্বারকাপুরে। সাগরেতে বাশ জন্ম কর্দ্দ··· ··· ৷৷
··· ··· ··· ··· ···তলেতে বাশ। গদাহস্তে বলির দুয়ারে মোর নিবাশ ৷৷
জন্ম হয়াছিল··· ··· ··· ···। ··· ··· ··দ্য বৎসর ছিলম বনেতে ৷৷
মথুরায় ছিলম জেমন গোকুল তেজিয়া। নিলাচলে··· ··· ··· য়া ৷৷
অগ্রে এ কারন মোর অংশ সীন্ধুতীরে। ভক্তগনের অগ্রে জন্ম নিলাচলে এ প্রকারে ৷৷
অগ্রে··· ··· ···অংশে পাঠাইব। অংশের পাঁচ সহস্র গেলে তথা আমি জাব ৷৷
জখন জাব নিলাচল নব··· ··· ···। গীতগোবিন্দ তোমার শুনিব তথাতে ৷৷
হরপার্ব্বতি সংবাদে ৷৷
ভবিস্যন্তি কলেরন্তে চতুর্ষ্ট ।৯৭খ] [৯৮ক গঙ্গাতিরে মহেশানি চৈতন্যস্য শচীশুত ৷৷ ইতি ৷৷
নবদ্বীপ তিয়াগিব শন্যাশি হইয়া। ভ্রমিব··· ···মন বনে ছিলা গিয়া ৷৷
শুনীয়া বালমিক কৃষ্ণের বন্দিলা চরন। কহেন কলিযুগ আইলে পাব··· ··· ৷৷
কহেন কলিযুগে জয়দেব নাম পাবে। তার পরে পুন জনম তুলসিদাস হবে ৷৷
সেকালে··· ··· মের বর্ন্নন। বারানশীপুরে সে বার পাইবে জনম ৷৷
কহি কৃষ্ণ অন্তর্ধ্যান সেকালে হইলা। ··· ··কালে তথা দেখা দিলা ৷৷
বালমিকের অগ্রেতে কহেন জমরায়। পাপমোচন ভেল··· ··· ··· ৷৷
রত্নাকর দেহের পাপ করিলে মোচন। শ্রবন করহ কিছু মোর নিবেদন ৷৷
ভোগ ··· ··· ছুটয়। কিছু দণ্ড অঙ্গিকার কর মহাশয় ৷৷
বালমিক কহেন শুন কলিযুগ অ । ··· ··বৈ সেই কালে ৷৷
শুনীয়া বিদায় হয়া গেলেন সমন। ত্রেতাযুগে বালমিকে ·· ··· ৷৷
··· ··· ···র ত্রেতায় দুই ছিলা। জয়দেব আর তুলশিদাশ কলিযুগে ভেলা ৷৷
··· ··· ··· ··· ···। রাধামাধব সহ বৃদ্ধ হয়া গেলা বৃন্দাবন ৷৷
ত্রেতাযুগে ছিল করা··· ···। ··· ···মজাইবে ব্রজেতে ৷৷
ত্রেতায় রত্নাকর দেহের পাপ কিছু ছিলা। ··· ··· ··· ··· ৷৷
শ্রীগীৎগোবিন্দ গ্রন্থ করিলা বর্ন্নন। সেই পুন্যে হস্তপদ পা··· ··· ৷৷
··· ··· ··· ···৯৮ক] [৯৮খ-ক নাম। কলিযুগে মহাকবি জয়দেব আক্ষান ৷৷

সংক্ষেপেতে বাল্মি ·· ··· ·· । ··· ··· ··· ··· ··মোচন ॥
বালমিকপুরান প্রচার জগৎ সংসারে। ততোধিক··· ··· ··· ··· ॥
··· ··· . দস্যের এই পুর্ব্ব বিবরন। কলিযুগে হইলেন জয়দেব ব্রাহ্মন ॥
··· ··· ··· ··· ··· ···রচিলেন ভক্তমালা এ মোহনদাস ॥
ইতি শ্রীভক্তমালায়াং মধ্য খ । বর্ন্ন নং নাম সষ্টোমোধ্যায় ॥৬॥

অতঃপব কেশব ভট্টের কথা, রসিকানন্দের কথা ॥
[১০৬ক··· ব করিলা হৈল বৈষ্ণবভোজন। মহোচ্ছব হয় তথা প্রতি বচ্ছরেতে
··· ··· ··· ··· ··· ···। ··· ··· ··· ··· ··· ··· ॥
শাঞি রশিকানন্দের কিঞ্চিৎ কথন। বৈষ্ণবচরনে মোর এই নিবে ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··শ। রচিলেন ভক্তমালা এ মোহনদাস ॥
ইতি শ্রীভক্তমালায়ং ম ·· ···। ··· ··· ···ন বর্ন্ন নং নাম পঞ্চমোধ্যায়ঃ ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

অতঃপর গোপালদাস ও শ্যামানন্দ কথা ॥
[১১১খ ··· ··· ··· ··· ···করিয়া। সে কালে সব গ্রামবাসি ভেট দেন গিয়া ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··। ··· ·· গিয়া গুরুদেবের চরনেতে ধরে ॥
শ্যামানন্দ গোশাঞি দিলা··· ···। ··· ··· ···নে চুম্বন ॥
রশিকেরে সেদিন মহান্তপদ দিলা। রাজা সেবক··· ··· ··· ॥
··· ··· গোসাঞি হস্তিরে দেয়ায়। গোপালদাস বৈষ্ণবে ॥
··· ··· ··· ··· ···। ··· ···১১১খ] [১১২ক দিবসে নারানগড় পহুঁছিলা ॥
শ্রীনিবাস কানপুরে··· ··। ··· ··· স্থাপন ॥
ভাবিয়া গোস্বাঞি রাত্রে সয়ন করিলা। নিদ্রাকা··· ··· ··· ॥
··· ··· ··· ·· নন্দ কি ভাব অন্তরে। মোর সেবা কর তুমি গোপীবল্লবপুরে ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··। ··· ···কর মোর সেবার বিস্তার ॥
মোর লিলাস্থল সেই আছিল পু ··। ··· ··· ··· ·· ··· ॥
স্বপ্ন দেখি শ্যামানন্দ গোশাঞি জাগিলা। অন্তর্দ্ধান শ্রীগো ··· ॥
··· ··· . ··· ···রেখার কিনারে। তথা গিয়া সেই গ্রাম গোশাই নেহারে ॥
তিন ··· ··· ··· ···। ··· গ্যস্থান গোশাঞি বিচারিলা ॥
জাইয়া বশিল গোশাঞি··· ···। ··· ··· ··· ···লেন তথাতে ॥
গোস্বামির সঙ্গে আছে পঞ্চ সাধুগন। গ্রাম··· ··· ··· ··· ··· ॥

… …শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরে ভোগ দিয়া। দ্বিজ বৈষ্ণব কাঙ্গালেরে দেন স… ॥
… … … … …লাগিলা। গোশাঞি কহেন গোবিন্দের ভাণ্ডার ভরিলা ॥
শ্যা… … … … … … …। … …ক জাইয়া মিলি আইল তথাতে ॥
বিরক্ত রহিলা গোসাঞি সংস… …। … … … …হিলা ॥
পুন শ্যামানন্দ গোশাঞি কহেন বচন। জীবগোস্বামি… … ॥
… …১১২ক] [১১২খ য়াছেন উপদেশ দিতে। বিষ্ণুমন্ত্র দিব নিশ্চয় উৎকল… ॥
… … … … … ॥ গোস্বামির কাছে অনেক সেবক হইলা ॥
দ্বয়াদস উচ্ছব করে… …। … … …গিয়া ভোজন করে ॥
সেবকে মন্দির মহল বনাইয়া দিল। দেশ… … … … ॥
… … … …র জস গায় জগৎভুবনে। শুনি মউরভুপ গেলা গোস্বামি… ॥
… … … …নে। পড়ি গেলা গোশ্বামির ধরিয়া চরন ॥
রাজা কহেন আমি বি… …। … … …র পড়ে পদতলে ॥
রাজা রানি গোশ্বামির সেবক হইল। গো… … … … ॥
… … …জা সেবক ভেল উৎকলেতে। শ্যামানন্দের আদ্যকথা ভেল সং… ॥
… … … …রন। জার গৃহে মহাপ্রভু করিলা নর্ত্তন ॥
তার শিস্ব শ্রীহৃদয়… …। … … …ই গৌর হরি ॥
তার শিস্ব দুখি কৃষ্ণদাস মহাশয়। শ্রীরাধার… … … ॥
… …স্ব রশিক গোস্বামি আপনে। রাধা কৃষ্ণ মন্ত্র জেহ দিলাহ সি… ॥
… … … … …গন। গোশাঞি রশিকানন্দের কহ বিবরন ॥
প্রিয়াদাশ ক… … …। … … …গুন বর্ন্নিব সংক্ষেতে ॥
মউরভুপ দেহ অন্তে পরলোক গেল। … … … … ॥
…১১২খ][১১৩ক ব না মানে থাকে অশৎ সঙ্গেতে। শীকার করিয়া ভ্রমে নিতি কাননে… ॥
… … … … …। …বল্লভপুরেতে জাইয়া উত্তরিলা ॥
শ্যামানন্দ গোসাঞি করেন গে…। … …খিলা রাজন ॥
মহান্তের সম্পত দেখিয়া নরপতি। গোবিন্দের… … … ॥
… …নন্দ গোশাঞি ভাবিৎ অন্তর। শ্রীরশিকানন্দ গিয়াছেন গ্রাম…… ॥
… … … …। …থা গিয়াছেন রশিক খাজানা আনিতে ॥
শ্যামানন্দ গোশ… …। … … …ই গ্রামে গেলা ॥
গোসাঞি লেখিলা রশিক জে হস্তে থাকিবে। … … … ॥
… … …বৈষ্ণবসেবা হইল অচল। বৈষ্ণবের সেবা বিনা সব অম… … ॥

... ...। পত্র পাঠ করিবারে গোশাঞি কহিলা ॥
ভোজন আরম্ভ... ...। ... ...ব পত্র শুনায় তারে ॥
সকলের অগ্রে বৈষ্ণব পত্র শুনাইলা। ... ... ॥
... ...লে গুরুর আজ্ঞাভঙ্গ হয়। আজ্ঞর্ছা বান্ধিয়া হস্তে গোশাঞি চ... ॥
... ...রে। চলিব প্রসাদি হস্তে মিলিতে ইষ্টেরে ॥
গুরুর নিকটে... ... ...। ... ...গিয়া প্রনাম করিলা ॥
গুরু কহেন পাছে প্রনাম কর কি কার...। ... ... ॥
...১১৩ক] [১১৩খ-র অগ্রেতে রশিক কহেন বচন। পত্র গেল যে সময় করিয়ে... ॥
... ...। লেখিয়াছ তরিতে আশিবে এই ক্ষেনে ॥
অতএব না করিলম... ...। ... ...হয় লংঘন ॥
শুনি শ্যামানন্দ গোশাই আনন্দ অন্তরে। ক... ... ... ॥
... ...রশিক সমুখেতে গেলা। গুরুদেবের মুখে রাজার বৃত্যান্ত... ॥
... ...ন। রাজার নগরে রসিক গোস্বামির গমন ॥
রনশিঙ্গার... ... ...। ... ...শাঞি গিয়া পহুছিলা ॥
খোল করতাল বাজে চলেন... ...। ... ... ॥
দেয়ান কহেন গোশাঞি নিবেদি চরনে। বড় দুষ্ট এই রা... ... ॥
... ...বেদন করি। গ্রামের ছুট কাগজ পাঠাব সত্তরি ॥
কহি... ... ...। ... ...গিয়া রাজার চরনে ॥
ভুপ কহে কেন দেয়ান বিলম্বে আইল...। ... ... ॥
...স্বামির কথা দেয়ান রাজারে কহয়। কহেন কোনমতে জদি... ... ॥
... ...বের সেবাতে। বিলম্ব হইল মোর এই কারনেতে ॥
গুরুদেবকে... ... ...। ... ...বেরে করিব দরশন ॥
রাজআজ্ঞায় চলে দেয়ান পথে বিচা...। ... ...১১৩খ] [১১৪ক কাগজ করিয়া ॥
গাড়ি রক্ষায় দশ পাইক লইলা সঙ্গেতে। চলিলা আচার্য্যপ্রভু মিলিয়া তিনেতে ॥
... ...ন্ত জীব গোশাঞি সঙ্গে গেলা। তিনে বিদায় দিয়া বৃন্দাবনেতে আইলা ॥
উভয়ের প্রে... ... ...। হেন প্রেম না হয় কভু প্রিথিবিমণ্ডলে ॥
চলিলা আচার্য্য প্রভু গৌউড় দেশেতে। নরত্তম... ... ...তে ॥
তিন মাষে রঘুনাথপুর পহুঁছিলা। দুষ্ট রাজার চর তথা সেকালে মিলিলা ॥
... ...কেন বিষ্ণুপুরে। সেই রাজার চর সব দেশে দেশে ফিরে ॥
দেশে দেশে দস্যবৃত্তি... ...। ... ...বৃত্তিতে করেন সংশার পালন ॥

সেই রাজার চর রঘুনাথপুরে গেল। গাড়ির উপ··· ··· ···ল ॥
গনৎকার ছিল সেই দশ্যগণের সাথে। সিন্দুক দেখিয়া তেঁহ লাগিলা গণিতে ॥
··· ··· ··· ·· হে সেই গণৎকার। দুই সিন্দুকেতে আছে মহারত্নসার ॥
প্রিয়াদাশ কহেন শ— ··· ···। —বের কথা কদাচিৎ মির্থা নয় ॥
লক্ষ গ্রন্থ আছেন দুই সিন্দুক ভিতরে। গণকে··· ··· ··· ॥
রাধাকৃষ্ণের নাম হয়েন অমূল্যরতন। গ্রন্থের ভিতরে আছে সে সব কথন ॥
— ··· ··· ...ৎকার। নন্দের নন্দন হয়েন মহারত্নসার ॥
শুনি বিচার করিলেন সেই দশ্য ···। ··· ··· ···না লুটিব ধন ॥
এই গাড়ির সাথে সাথে চল মোরা জাব। বিষ্ণুপুর আপনার··· ·· ··· ॥
··· ···১১৪ক] [১১৪খ লিলা শ্রীআচার্য্য ঠাকুর। পঞ্চদিনে গিয়া পহুঁছিলা বিষ্ণুপুর ॥
গোপাল প — ···লা। সেই রাত্রি সবে মেলি তথাতে রহিলা ॥
অর্দ্ধরাত্রির পরে সব করিলা শয়ন। — ··· ···দশ্যগন ॥
গাড়ির চৌকিতে দশ পাইক আছিল। দশ্য সঙ্গে জুর্দ্ধ করি··· ··· ·· ॥
— ··· ...দুই সিন্দুক দস্যে লয়া গেলা। মহারাজার অগ্রে দুই সিন্দুক স্থাপিলা ॥
শিন্দু ··· — ···ম্যা হৈলা। আচম্বিতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ঠাণ্ডা হৈলা ॥
দস্যগণের অগ্রে রাজা পুন ···। ··· ··· ···লি তোরা আমার মহলে ॥
অদ্য রজনিতে আমি দেখিলম সপন। জেন মোর ম··· ··· ··· ॥
·· ষোড়শ বচ্ছরের শিশু এক সঙ্গে। নবদ্বীপে জেন প্রকাশ তেন দেখায় মো··· ॥
··· — ···ন কহিলা বচন। ব্রেথা আউক্ষয় কর ভজন নারায়ন ॥
নিদ্রা তেজ দেখ রাজা আপ— ···। — —আমি আশিয়াছি বিষ্ণুপুরে ॥
দশ্যগণের অগ্রে রাজা কহিয়া বচন। উর্দ্ধহস্তে কৃ··· — — ॥
···ম্নানেরে রাজা সপ্নবৃর্ত্তান্ত কহিল। ব্রজে হৈতে সর্ব্বকান্তি পুরুষ এক আইল ॥
মোর ম··· — —চরন। শাক্ষাৎ দেখিলাম আমি জেন নারায়ণ ॥
রাজার মুখেতে দেয়ান শ্রবণ করিয়া। ··· ···র্থা বলি দিল উড়াইয়া ॥
পুন গোপনেতে দেয়ান লইয়া মন্দিরে। বৈষ্ণব না হয় রাজা এ মন্ত্রনা··· ॥
— ···১১৪খ] [১১৫ক হৈ না আইসেন জেন সাধুগণ। বৈষ্ণবের সঙ্গ জেন না পায়··· ॥
— — ··· ···। ···রে রাজমদে পুন দিল লাগাইয়া ॥
মন্ত্রির বাক্যে পাশরি ·· — ···। ··· ··· ···মন ॥

গ্রন্থ শোকে গুরু তার ভ্রমিছেন নগরে। সেই কারণ··· ··· ··· ।।
··· ··· ··· ··· আশ্চর্য্য ভাই। রাজার মুখে কৃষ্ণনাম কভু শুনি নাই ।।
··· ··· ··· ··· । ··· দশ্যবৃর্ত্তি রাজা মহাসয় ।।
শুন সাধু কহিলম বৃত্যান্ত রা·· ··· । ··· ··· ··· ··· ··· ॥
··· ·· চার্য্যঠাকুর কান্দেন তিনেতে। শ্যামানন্দ নরোর্ত্তম পড়ি··· ··· ॥
··· ··· ··· ··· ··· । শ্রীআচার্য্যপ্রভু দোহার বিদায় বিচারিলা ॥
কহেন তোম·· ··· ··· । ··· ··· ··· ·· য় জানিহ ॥
পর দিনে দোঁহাকারে বিদায় করিলা। নগ·· ··· ··· ··· ॥
··· ··· ··· ···ভু নগরে ভ্রময়। ভোজন করেন জদি অজাচিৎ মিলয় ॥
·· ··· ··· ··· ··· । ··· ·· র্য্য প্রভু কি নাম তোমার ॥
কৃষ্ণবল্লভ নাম মোর কহিলা প্র··· । ··· ··· ··· ··· ··· ॥
··· ··· ···পুছেন শুন দ্বিজের তনয়। কি পুস্তক দেখি তোমার কুক্ষে··· ॥
··· ··· ··· ··· ··· । ··· ···ন করাই আমি বৃত্তির কারণে ॥
দ্বিজেরে আচার্য্য প্রভু প··· ··· । ··· ··· ··· ··· ··· ।।
··· ·· ১১৫ক] [১১৫খ হঁ কহে এই রাজা দশ্যবৃত্তি করে। রাজবৃত্তি ভোগ করি অতি·· ॥
··· ··· ··· ··· । এই দুষ্টের কাছে জাইতে না চাহে মোর মন ।।
কি বুঝিবে ভাগ ·· ··· ·· । ··· ··· ··· ··· ··· ।।
··· ···বহু রত্ন লুটিয়াছে পঞ্চ দিন হইল্য। দুই শিন্দুক আনি আ··· ·· ।।
··· ··· ··· ··· · স্তরে। কহেন শিন্দুক মোর আছে রাজার ঘরে ।।
আচার্য্য··· ··· ··· ··· । ··· ··· ··· ···হ শ্রবণ ।।
।। জন্মাদৃশ্য ।।
।। ইতি শ্রীভাগবতে ।।
প্রভু অগ্রে দ্বিজ··· ··· ··· । ··· ··· ··· ··· ···কহিলা ।।
অর্থ শুনি দ্বীজ কহে আচার্যপ্রভুরে। ভাগবৎ প··· ··· ··· ।।
··· ··· ··· ··· ··· ন। আচার্য্য কহেন জাব চলহ ব্রাহ্মন ।।
প্রভুরে লইয়া দ্বী··· ··· ··· । ··· ··· ··· ···ইলা ।।
কায় মনে সেবে দ্বীজ আচার্য্য প্রভুরে। ভাগবৎ প··· ··· ··· ।।
··· ··· ··· ···নে পড়য়। দেখিয়া আচার্য্য প্রভুর সন্তোষ হিদয় ।।
প্রভু··· ··· ··· ··· । ··· ···তোমার দিলম আজি হৈতে ।।
শুনি ব্যাশ প্রভুর অগ্রে কহেন··· ··· । ··· ··· ··· ··· ।।

… … … …ন সেবক করিব তোমারে। অগ্রে রাজার সঙ্গে তুমি মিলাই… ॥
… … … …। … … গিয়া সেই অর্থ রাজারে শুনায় ॥
রাজা কহেন বহু অর্থ করি… …। … … … … … ॥
… …১১৫খ] [১১৬ক সেই নারায়ন হেন অর্থ জেই করে। দাশ হয়া আমি জেন সেবিয়ে তাহারে ॥
… … … … …। …বন হৈতে মোর গুরুদেব আইলা ॥
ভাগবৎ পড়াইলা মোরে কৃ …। … … … ॥
জা কহেন গুরুদেব দেখাহ আমারে। দ্বীজ কহেন প্রভা… … … ॥
… … … ন। আচার্য্যপ্রভুরে গিয়া কহিলা বচন ॥
শুনহ আচার্য্য গো… …। … … নে ॥
রাজা চাহে করিতে তোমার দরশন ॥ কৃপা করি সঙ্গে … … … ॥
… … …। ব্যাষ আচার্য্যেরে সেই দিনে মন্ত্র দিলা ॥
কহিলা আচার্য্যপ্রভু …। … … … … … ॥
প্রাতে দোঁহে পরদিনে গমন করিলা। মহারাজা জেইখেনে ত… ॥
… … জন। প্রভুর তেজ দেখি রাজার হইল কম্পন ॥
রাজা তুরিৎ… … …। … … … আলিঙ্গন দিলা ॥
দিব্য শিংঘাসনেতে প্রভুরে বশাইলা। তবে… … … ॥
… … …পণ্ডিৎ কহেন কথন। রাজারে আচার্য্য পুছেন কি পড়ে ব্রাহ্মণ ॥
… … … …। … …ৎ কহি কারে আচার্য্য পুছয় ॥
ভাগবৎ কৃষ্ণের সরূপ রাজা… …। … … … … ॥
… …চে ডাগুাইয়া দ্বীজ করেন পঠন। ভাগবৎ নিচে তুমি উপরে… … ॥
… … … …। ১১৬ক] [১১৬খ ভাগবৎ নিচে তুমি উপরে রহিলে ॥
প্রভুর মুখে শুনি রাজা … …। … … …ড়িল ॥
রাজারে দিলেন প্রভু প্রেমআলিঙ্গন। বারেবারে… … … ॥
… …লা আচার্য্য প্রভুরে। চরণেতে স্তুতি করি বশায় আদরে ॥
… … … …। … …ভাগবৎ করিব শ্রবণ ॥
সেদিন আচার্য্যপ্রভু ভাগবৎ… …। … … … … … ॥
চরণে ধরিয়া রাজা কহেন প্রভুরে। জন্মে জন্মে বিকাইলম… … ॥
… … …দিলা। প্রভুর চরণে রাজা পুন পড়ি গেলা ॥
রাজার অগ্রে… … । … … … হে রাজন ॥

ব্যাশাচার্য্য শিক্ষা জ্ঞান দিবেন তোমারে। ··· ··· ··· ··· ॥
··· ··র্য্য রাজারে দিলেন আলিঙ্গন। প্রণাম করি মহলেতে··· ··· ··· ॥
··· ··· ··· ··· ··· ···গেলা। তথাতে জাইয়া ব্যাশ আচার্য্যে কহিলা ॥
জে দিন··· ··· ··· ··· ···। ··· ··· ···তে সেবক হইয়াছ তুমি ॥
গুরুপ্রনালিকা লেখি দিলেন ·· ···। ··· ··· ··· ··· ···রে ॥
কিবা জানি রাজমদে জদি হয় বিস্বতি। তুমি রাজা··· ··· ··· ॥
··· ···দিক্ষাগুরু আমারে জানিবে। শিখাইয়া তুমি রাজা শিক্ষা··· ॥
··· ·· ১১৬খ] [১১৭ক ব আমি। রাজার কাছে নিতি গিয়া শিক্ষা দিবে তুমি ॥
ব্যাশ আচার্য্য··· ··· ···। ··· ··· ··· ···আচার্য্য পড়িলা ॥
উঠাইয়া ব্যাশেরে দিলেন আলিঙ্গন। ব্যা ·· ··· ··· ··· ॥
··· ···শায় রানি সহিৎ রাজা প্রাতে গেলা। রানিরে আচার্য্য প্রভু··· ··· ॥
··· ··· ··· ·· ··· ···। রাজা কহেন আচার্য্য প্রভুর পদতলে ॥
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা··· ···। ··· ··· ··· ··· ··· ··· ॥
প্রভু কহে জদি রাজা দিতে চাহ মোরে। দুই সিন্দুক গ্রন্থ··· ··· ··· ॥
··· ··· ··· ··· ···রাজা তুমি। গ্রন্থ মোর আনি দেহ ভাবিতেছি আমি ॥
দুই ·· ··· ··· ··· ···। ··· ···নিয়া রাজা প্রভুরে স্মপিল ॥
প্রভু কহে শুন রাজা আমার··· ···। ··· ··· ··· ··· ॥
দশু সশ্রেক টঙ্কা রাজা আনি দিলা। সত চাকর প্রভুর নি ॥
··· ··· ··· ··· ·· পনে। তিন ঠিকানাতে পাঠায়ে সেই দশজনে ॥
গ্রন্থ মিলি··· ··· ··· ···। ··· ··· ··· ···অগ্রেতে লিখন ॥
সম্বচ্ছর গেল এমন প্রকারে। ··· ··· ··· ··· ··· ॥
··· ···প্রভু এক পত্র পাঠাইলা। শ্যামানন্দের নিকটেতে এক পত্র··· ॥
··· ··· ··· ···। ···মাচার শুনি সবে আনন্দ পাইল ॥
জীবগোস্বামির কাছে এ··· ···। ··· ···১১৭ক] [১১৭খ ন্দ পাইয়া ॥
ব্যাশ আচার্য্যের কাছে রাজা শিক্ষা করে। শ্রীকৃষ্ণ··· ··· ··· ॥
··· ··· ··· ···ডিতে লাগিল। রাজা বৈষ্ণব হৈল জগৎসংসারে জানিল ॥
··· ··· ··· ··· ···। ··· ···দেখিতে জাব মাতার চরন ॥
রাজা কহেন জদি প্রভু সেবক· · ···। ··· ··· ··· ···বে ॥
বিষ্ণুপুরে বিভা নিশ্চয় দিব মুই তোমার। তোমার··· ··· ··· ॥
··· ··· ···রি দেশে প্রভু গমন করিলা। মাতৃআজ্ঞায় জাজিগ্রামে··· ··· ॥

… … … …পুরে। তথা গিয়া কহিলেন ব্যাশ আচার্জ্যেরে ॥
দুর দেশে… … .. । … … …স্ব হইবেন কাহার ॥
মোর গুরুর দর্ত্ত মন্ত্র দিয়াছি তোম… …। … … … … ॥
… .. চার্য্য শুনিয়া করেন বিচারন। গুরুর আজ্ঞা কদাচ না… .. ॥
.. … … …আপনে। মন্ত্র দিলা আচার্য্যপ্রভুর নারির কর্ন্নে ॥
শ্রীনি… … … …। … …লা আপনার নারির হস্তে ॥
রাজার বাক্যেতে আর জননি… …। … … … ॥
ঠাকুর মহাসয় খেতুর মকামেতে গিয়া। এক বৈষ্ণব… … … … ॥
… … .. জাইয়া মনিপুরে। শ্যামানন্দের কথা সাধু কহিব তোমারে ॥
… … … … …। … … … ॥ ১১৭খ]
… … … … … ..

[১১৮ক ……আইলা হ্রিদয়ানন্দ পরিক্রমা করি। শ্যামানন্দ পড়ে গুরুর চরণেতে ধরি ॥
তিলক দেখিয়া গুরুজ… …। বেত্র মারিলেন শ্যামানন্দের পিষ্ঠেতে ॥
কে দিল তিলক গুরু পুছেন বারবার। বেত্র মারে শে… …র্ব্বার ॥
মারনের খেদে শ্যামানন্দ পড়ি গেলা। তার গুরু ভিজ্যা এক আঙ্গছা আনিলা ॥
শি… … …জ্যা আঙ্গছাতে। কদাচ তিলক পুছা না জায় তাহাতে ॥
শ্যামানন্দের গুরু দেখি আশ্চর্য্য…। … … …ন্দ ধ্যানেতে বশিলা ॥
দুখি কৃষ্ণদাস তখন পাইলা চেতন। গুরুর ধ্যান দেখি তথা করে… ॥
… …দয়ানন্দের ধ্যান কালে। দেখা দিয়া সাক্ষাতেতে কোপ করি বলে ॥
শুন রে হ্রিদয়ানন্দ ত .. … …। … …নন্দেরে দণ্ড দিলে কি কারণ ॥
জেই জন মোর নপূর ধরেন লাটেতে। তারে দণ্ড দেই হেন .. … ॥
… …এই দণ্ডের মোচন পাইবে। দুয়াদশ মহোচ্ছব জদ্যপি করিবে ॥
গুরুর পাছেতে থাকি .. …। … …কহিলা জে সব গুরুদেবের সনে ॥
রাধার অগ্রে শ্যামানন্দ কহেন বচন। মোর ইষ্টের… … … ॥
…দশ উৎসব করিতে আজ্ঞা দিলে। মহোৎসব দিব আমি ইষ্টের বদলে ॥
নিবেদন … … …। … …বচ্ছুর দুয়াদশ উচ্ছব করিব ॥
নৈলম গুরুর দণ্ড কহিলম তোমারে। দুয়াদশ… … … ॥
.. হ্রিদয়ানন্দের ধ্যানভঙ্গ হৈল। রাধার অন্তর্দ্ধ্যান শ্যামানন্দ জানি গেল ॥
শ্রীশ্যা .. … … …। ১১৮ক] [১১৮খ সত্য দেখিলম রাধা কিবা হয় সপন ॥
আজ্ঞা দিলা দুয়াদশ উচ্ছব করিবারে। ক… … …কারে ॥

শ্যামানন্দ কহে আজ্ঞা কর মহাশয়। জাবৎ বাচিব উচ্ছব করিব নি··· ॥
··· ··· ···রিলেন কোলে। শ্যামানন্দ বারে বারে পড়ে পদতলে ॥
শিস্বের হ্রিদয়ানন্দ কহে ···। ··· ··· ···কর বৃন্দাবন ॥
প্রকাশ হইল কথা জগৎসংশারে। শ্রীহ্রিদয়ানন্দ গেলা অস্থি··· ॥
··· ··· এক আছিল নিয়ম। জজ্ঞ পাত্র পাইলে দেন উপদেশ শিক্ষণ ॥
হ্রিদয়ানন্দের কা··· ··· ··· ···। ···ব গোশ্বামি কাছে শ্যামানন্দের শিক্ষা ॥
শ্রীশ্যামানন্দেরে রাধার কৃপাপাত্র প্রকারে। ··· ··· ···হিব সাধুরে ॥
আচার্য্যপ্রভুরে জীবগোসাঞি বিদায় দিলা। গোউড়দেশে উপদেশ··· ··· ॥
···ঞি কহে নরোর্ত্তম শুনহ বচন। গৌউড়দেশ খেতুরেতে দেহ রে শিক্ষণ ॥
শ্রীশ্যামানন্দে··· ··গোসাঞি। তোমা বিনা উৎকল জাইতে কেহ নাই ॥
দীন কথক নরদেহে দেশেতে থা··· ···। ··· ···দেহে থাকিবে আশিয়া ॥
শুনি শ্যামানন্দ কহে দেশে নিশ্চয় জাব। নরদেহ তেজি রাধার নিকটে আ[সিব] ॥
উৎকলদেশেতে গিয়া কর উপদেশ। তবে মোর মনে হয় আ··· ··· ॥
···নকে জীবগোশাঞি বিদায় করিলা। পূর্ব্বদেশে একসঙ্গে তিনেতে চলিলা ॥
ধরিলেন··· ··· ···পরে। গ্রন্থ ধরিলেন দুই শিন্দুকভিতরে ॥
পথে দান মাগিবেক মনেতে জানিয়া। জাজপুর··· ··· ··· ॥
[১১৯ক শুনি রাধাপদ দেখেন নপূর কে···ল। কৃষ্ণেরে কহেন রাধা কি হবেক বল ॥
রাধা দেখে আপনার বামপদ শুন্য। ··· ···আমি না জাব ভুবন ॥
বিনা নপূরেতে আমি না জাইব ঘরে। কি জবাব দিব গিয়া পিতা··· ··· ॥
··· ·· কহে ভয় কি ন কহিবে পিতারে। টুটি গেল দি···স সর্ন্ন‘বর্ন্নিকের ঘরে ॥
বর্ন্নিকের ক··· ··· ···হিবে। কহিয়াছে কালি শন্ধ্যায় আশিয়া লবে ॥
নপুরের শুত্রে হবে কৃষ্ণের মিলন। ··· ···রে কঞ্জের মার্জ্জন ॥
রাধা কহে পিতা জদি জায় আনিবারে। তবে এই খেংরাবাড়ি ॥
··· ···র কথা রাধা শুনিলেন নাই। গোবিন্দ কহেন নপুর আনিবারে জাই ॥
গোপশিসু রূ··· ···লা। শ্যামানন্দের নিকটেতে নপুর মাগিলা ॥
স্যামানন্দ কহে শিসু নপুর মাগনে। ··· ···ইলে দিব সেইখেনে ॥
শুনি কৃষ্ণ শ্রীরাধারে কহিলেন গিয়া। মোরে বৈষ্ণব নাহি ·· ··· ॥
···রাধা ললিতাদি গেলা নিকুঞ্জেতে। দেখেন গিয়া বৈষ্ণব আছেন ভজনেতে ॥
রা ··· ··· ···মার। নপুর পড়িয়া গেছে আইলম আরবার ॥
দেহ এই নপুরের জোড়ি মিলা ···। ··· ··· ···রে স্মপিয়া ॥

বামপদ শুন্য রাধার বৈষ্ণব দেখয় । শ্যামানন্দ কহে এই গো··· ॥
··· .. ···শুনিয়াছি জেমন রাধিকা । সেইমৎ দেখি এই গোপের বালিকা ॥
পুন কহেন··· ··· ··· । ১১৯ক] [১১৯খ এই গোপীর পদে দেখি নপুর তেমন ॥
ইহার নপুর নাই দ্বিতীয় পদেতে । জে হউ সে ··· ··· ··· ॥
··· ··· তেছি আমি নিশ্চয় নপুর ইহার । চরনে পরায়া দিব এই মোর সার ॥
পরাইয়া দি ·· ··· ··· । ··· ···র বালিকা এই শ্যামানন্দ জানে ॥
পুন কহে কেহ হয় এই মোর রাধা । কহি প্রে··· ··· ··· ··· ॥
অন্তর্ধ্যান হয়া রাধা কৃষ্ণস্থানে গেলা । কৃষ্ণ পথে ঠাড়া আছে গিয়া নিরখিলা ॥
··· ··· ···রৎ করিলা পুরন । কৃষ্ণ কহে চল গৃহে জাইব এখন ॥
প্রচার হইল শ্রীমথুরা বৃন্দাব··· । ··· ··· ··· ···বৈষ্ণব জেখেনে ॥
সকলে দিলেন তারে প্রেমআলিঙ্গন । শ্যামানন্দ ভেল সভা··· ··· ॥
··· ···ক দিলা জীবগোশাঞি তার কপালে । শ্যামানন্দ কহেন বিকাইলম বিনিমুলে ॥
শ্রীকৃষ্ণ··· ··· ···থ পানে চায়া । নপুর দুই পদে রাধা দেখায়লেন গিয়া ॥
কৃষ্ণেরে না দিল নপুর আনি ··· । ··· ···র সাধু সন্দেহের বাধা ॥
দোঁহেঁ পহুঁছিলা গিয়া দোঁহাঁর আলয় । সেকালে শ্রীভানু দে ··· ॥
··· ···র অপার লীলাকে কহিতে পারে । এক লিলায় কত কার্য্য কত রূপ ধরে ॥
সন্তোষ হইলা··· ··· য়া । কৃপার কারনে গেলা নপুর ছাড়িয়া ॥
শ্যামানন্দ শ্যামাসখি আছিল পুর্ব্বেতে । ··· ··· ···এই কারনেতে ॥
নপূর সত্য জানিলম কহে সাধুগন । প্রিয়াদাশকে সভে দিলা আ ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···ইত্যাদি ।

অতঃপর রসিকদাস, কৃষ্ণদাস, গৌরীদাস, রামানন্দ, জীবগোস্বামী, রঘুনাথ, সনাতন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কবি ভক্তদের কথা ।

৬৪ ভজনমালিকা গ্রন্থ

রচয়িতা ঃ কৃষ্ণরামদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৯০৮। পত্রসংখ্যা ৫৩। অখণ্ডিত। আকার ঃ৫"×৫"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণবসাধননিবন্ধ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥
বন্দেহং শ্রীগুরুং শ্রীযুৎ পদকমলং শ্রীগুরূং বৈষ্ণবানাং
... ...
[৩ক ছআনই বৎসর ভরি এমত বিলাস করি কত জন করিল উদ্ধার
তাহে অভাগিআ দাস কৃষ্ণরাম নৈরাস
কোন রুপে নহিল নিস্তার ॥
... ...
[৩খ সবে কৃষ্ণরাম দাস তাহে নাহি করে আস
যুদ্ধ নহে দুষ্ট পাপমন ॥
... ...
[৩৪ক নিমুসাহড়া আদি জত অস্তষার। মলয় সমিপে মাএ গন্ধ ধায় তার ॥
পুর্ব্বনাম দুরজ্ঞায় হএত চন্দন। তেমতি বৈষ্ণবজাতি নাহিক গণন ॥
শ্রুতি সৃতি ইতিহাসে সত্য করি কহে। কৃষ্ণভক্তজনমাত্র সর্ব্ব পুজ্য হয়ে ॥
বেদসাস্ত্র পড়ি কেনে পশুতুল্য হয়। সর্ব্বসাস্ত্র বেদমত কৃষ্ণনাম লও ॥
কৃষ্ণরামদাস মাত্র ইথে ভেল দুর। করুনায় কর দআ বৈষ্ণবঠাকুর ॥
আরাধ্য বস্তুতত্ত্ব এই কহিল নিয়ম। ভজনমালিকা গ্রন্থ যুত্র জে প্রথম ॥
... ...
[৮৩ নানা বন্নে হএ ফুল সর্ব্বভাবে অনুকুল অতএব করি আহরণ।
হিদএ উপাজ খেদ নাহি জানি বস্তুভেদ দুই যুত্র করিল গ্রথন ॥×॥
দ্বিতিয় যুত্র করিল এই মালিকা ...ন। ...তৃতিএর কথা পুন যুন সর্ব্বজন ।।
অতঃপর তৃতীয় সূত্রের কথা। ...ইত্যাদি

৬৫ ভবানীমঙ্গল

রচয়িতা : দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ

পুঁথিসংখ্যা ১৫৪৯। পত্রসংখ্যা ১২৪। খণ্ডিত। আকার ১৩½"×৫"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

বন্দনাঅংশ। প্রথম পত্র নাই। সরস্বতীবন্দনা, শিবের বন্দনা, শ্রীরামের বন্দনা, বিষ্ণুবন্দনা, গঙ্গাবন্দনা, কালীর বন্দনা, প্রত্যক্ষদেবতার বন্দনা, নিমাএরীবন্দনা।

অতঃপর গ্রন্থারম্ভ।

[৯ক "দিয়া মন ভক্তগণ স্থুন সাবধানে। চণ্ডির চরিত্রলিলে সুধার সমানে॥
দুর্গতিনাসিনি দুর্গা নাম দিনমই। দুর্গানাম জপিয়া সংসারে করি জই॥
... ...ইত্যাদি।

[১০ক মোর জত সাধ্য রাধ্য জানিহ সকল। কৃপামতে চালাইবা আন মঙ্গল॥
আসরে উরিয়া ঘটে হবে অধিষ্টান। ১০ক] ১০খ] নাএকজনের সদা করিবে কল্যান॥
গায়েন বায়েন আর নৃর্ত্যেকের প্রতি। সদয় থাকিবা মাতা দেবি ভগবতি॥
মহারাজ বষন্তের সন্ততি সকলে। কৃপা করি রাখ মাতা কল্যান কুসলে॥
চণ্ডির চরণপদ্ম করিয়া বন্দন। রচিল সঙ্গিত দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ॥

[২৪খ উটের উপরে সাজি লইল আতস বাজি চলে সভে হৈয়া হরসিত।
হর হর করি রব এককালে উটে সব গিরিপুরে হৈল চমৎকিত॥
কেহু বোলে নাহি ডর আইল গৌরির বর তাহে সব্দ হয় কোলাহল।
জেখানে জে বাত্তা পায় ত্বরাতে তেমতি ধায় গিরিপুরি আনন্দ সকল॥
ফুলিআকুলের মনি সকল সভাতে জিনি ভিগুরাম মুখোর্য্যা সতকৃতি।
তার সুত নাম নিজ গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ বিরচিল ভাবি ভগবতি॥

[৩৬ক কেহু বোলে ব্রেথা রোষ নাহিক নন্দের দোষ গোকুলে গোধন হৈল কাল।
নিবাষ মেট্যারি গ্রাম গঙ্গানারায়ণ নাম বিরচিল ভবানিমঙ্গল ॥

[৩৭ক নন্দের নন্দন হরি সদা আনন্দিত। কত রঙ্গ কৈলা গোপিগণের সহিত ॥
ব্যাষের লিখিত বিস্তারিত ভাগবতে। সংখেপে কহিল কিছু নিজ সাধ্যমতে ॥
রানি কহে কৃষ্ণকথা ষুধার ষুমার[ন]। ষুনিয়া তোমার মুখে জুড়াল্য পরান ॥
সংপ্রতি ষুনিতে ইচ্ছা করি নিবেদন। দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ করিল রচন ॥

[৭৮খ নিবাষ মাট্যারি গ্রাম ফুল্যবংসে মনি। ভিগুরাম মুখর্য্যা সংকৃতি সভে জানি ॥
তাহার তনয় দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ। ভবানিমঙ্গল গান করিল রচন ॥

[৮৮খ ষুসেন জগদানন্দ গঙ্গানন্দ আর। ফুলিয়াকুলের চুড়া বিদিত সংসার ॥
ষুসেনসন্ততি দ্বিজ গঙ্গানারায়ন। ৮৮খ] [৮৯ক ভবানিমঙ্গল গান করিল রচন ॥

[৯৭খ আমি ত তোমার দাষি এই কথা সত্য বাষি তোমা বিনে য়র্না নাহি জানি।
ফুলিয়াকুলের মনি ষুসেন পণ্ডিত গণি ক্রমে কহি সন্ততির নাম।
সিবাচার্য্য গোপেশ্বর বিশ্বেশ্বর তারপর জনার্দ্দনষুত রামরাম ॥
সিবাষ মাট্যারি গ্রাম পিতামহ রামরাম ভিগুরাম তাহার নন্দন।
তার ষুত রাম নিজ গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ উমাগিত করিল রচন ॥

[৯৮খ চণ্ডির চরণপদ্ম চিন্তিয়া মানসে। দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ কহে অভিলাষে ॥
মহারাজা বসন্তের সন্ততি সকলে। করিয়া করুনাদৃষ্টী রাখিবা কুসলে ॥

[১০৫খ আমি নর অতি দিন বিষেসে ভকতিহিন জপ পুজা কি জানি তোমার।
গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ অভিলাষ কহে নিজ ষুন দেবি ভকতবৎসলে।
মোন মোর মধুকর অচঞ্চল নিরন্তর রাখো রাঙ্গা চরণকমলে ॥
ব্রাহ্মণকুলের মণি সকল সভাতে জিনি শ্রীজুত আনন্দচন্দ্র রায়।
তার সভাষদ কবি চণ্ডির চরণ ভাবি দ্বিজ গঙ্গানারায়ণে গায় ॥
[১১১খ সমনভয়াদিত চিন্তিত চিত্তং। করুনামই নাম পালায় নিত্যং ॥
পাঠ তিন রোজ স্তবমিদম মনং। ভবতি ভবান্নবমাদি স য়ভয়ং ॥
পাপস্তষ্ট চলন্তিতি সর্ব্ব। সোপি চলভতে পুন্যম পুর্ব্বঃ ॥
শ্রীজুত গঙ্গানন্দক রচিত। স্তবমিদং মঙ্গলং ভবতি সমাপ্ত ॥
অতঃপর সন্ধিপূজাদি।

৬৬ ভবিঠল ওমঝায়

রচয়িতা ঃ ভবিঠল

পুঁথিসংখ্যা ১৫৫০। পত্রসংখ্যা ৩। অখণ্ডিত। আকার ১২½"×৫"। লিপিকাল ১২৫৮ সাল। আধার তুলট। রায়বার জাতীয় গ্রন্থ। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

[১খ /০৭ শ্রীহরি ॥

শ্রীভবিঠল্ল রাওন কহে হাত জোরি। সুন নাথ মেরে বাত লঙ্কা ওধিকারি ॥

রঘুবির জলধির তির নেকে বঠে। কিয়া জানি সুভে শ্যাম গড লঙ্কামে পয়ঠে ॥

হনুমান তোফান পয়ধি পয়ারি। লকেমে পয়ঠেকে বয়ঠে উহারি ॥

পরবল পরতাপ উহু উগ্রচণ্ডা। দেখি ডারি চলে খপর ওখাণ্ডা ॥

রঘুনাথসংব্যাদ সিতাকো দিলো। হারাম নারদ ঘড়ি বিটকিলো ॥

করি জঙ্গ অক্ষয়কুমার নকো মারা। কাঞ্চনকো লঙ্কা কিএ খাক সারা ॥

ইহ রঙ্গহিন সঙ্গ কোপি এক ধায়া। সিতাকো সন্দেষ রাঘবকো দিয়া ॥

এসে বির রনধির অগনিত সুন। পরবল পরতাপ ওহি ভাই দোন ॥

করতার অবতার ওহি চক্রধারি। মীনদেহ ধরি বেদ তুল্লে ওধ্যারি ॥

ওহিতো বরাহ ওহি কুম্ভরূপা। ওহিতো পাছাড়া হিরন্ন্যকসুপা ॥

ওহিতো বলিকো ছাল বর্দ্ধকেনু। ওহিতো পুরুষরাম অবতার নিল ॥

ওহি সুগ্রিনিরে তিন লোক তারী। শিরে জট্টাজুটে ধরে হে পুরারী ॥

সনকাদী শম্ভূজেই পএধাএ। ওহি রামচন্দ্র অবতার নীএ ॥

ওহীত তাড়কারাক্ষশীকো মারা। চরনকে ধুলামে অহল্যা উদ্ধারা ॥

নেওাকো নেওাজে কিয়া কথোতো জা। সোনেমে জড়াউ হয়া তোলে আজা ॥

কিও রছ্যা কিনো সুরাদি মারি। মারিচকো নিএ বা লক্ষিম্বেমে ডারি ॥

জনকো ভয়নমে কোরিথি সঙ্গ আএ। সম্ভু চাপে সিতা বেহাএ ॥

হুএ রাম পুরুসরাম বাহারেকে কি লো। বানকে দুয়ারে ওসকে সক্তি হরি নিলো ॥

তাংকো বাতসে ছোড়ি রাজাধানি। গহনকো গয়ন কিএ সঙ্গে মোষসানি।

সুপনখা নাক কাটো ১খ] [২ক আখ খুসনকো মারা। ওহি জাএন্তা আগুআকি দাগ বরদারা ॥

অচলকে দুআরে আএ হনুমান মিলি। কোপিনাথ সাথে কিএ মিতোআলি ॥

তাংকো তারি বলি বলিকো সংহারি। কপীঠাট লিএ বয়েঠে সমুদ্যকিনারি ॥

অতএব মোরে বাত সুন দণ্ডধারি। চলে জাএ মেলেবন্দে গলেমে কুড়ারি ॥
জনকো সুতা নেহো নব জামিন মে চড়াই। চরনকে তলেমে রহে দোন ভাই ॥
দয়ালু কি পালু ওহো দুন ভাই। জনকসুতা তো তুলসে সয়াই ॥
দো পগ্য নিয়ে দোজা গিরেঙ্গে। অপরাধ সব মাপ দয়াহি করঙ্গে ॥
সুনি বাত দসমাথ জনে জেড্য হওাই। হুএ লাল পরভাল ওঠে আখজাই ॥
সুন রে বেঙ্গর অঙ্গর খোয়া। কাহাসে কাঠা কপি এক আআ ॥
তেরে বাত দঙ্কে কিআ অগআই। সনেকি লঙ্কা ওহেনে জনাই ॥
ওহে তো বধিবেক হুএ আএবাদি। এবেহু মালম হয়া ওহে ওয়াকিডেদি ॥
কাহা জো অবতার উহ ভাই দোন। এরে মূড় মুরখ কহবাখি সুন ॥
অবতারকি লক্ষন হরি লওকে খানা। বল চিল পহেরিল বলদ্রুমখানা ॥
অবতার জো সেই ফলমুলহারি। তপসি জাতি তো সঙ্গেমে হোসা নারি ॥
করিত দেখকে কোপ পিতা ওকিল। নগরসে নিকাসি বনবাস দিল ॥
গহনকো কিনারে নিএ জটাজুটে। গিহিনি ওদাসি জাতি রূটমটে ॥
কাহা জো তড়কাকি ওঅথিকালি। বলহিন প্রচানু ওভে জানালি ॥
মুনিকে বাতসে অহল্যা ওধ্যারা। ওসিমে ভুলে হে গউনা গয়ারা ॥
বন বিচ পাথান পড়েহে কোড়োর। চরনধুলতে দেখ এককে তোরো। ২ক]
[২খ মনি জজ্ঞবর্হ্নি অহেতু ষুরাদি মারা। কোফিল সাফিল গয়ালা গয়ারা ॥
পিনাকি পিনাক তো হোথা পুরানা। ওসিকো তোড়কে কিয়া মরদানা ॥
পরুষরাম আখেমে বিপ্র ভেক্ষারি। রাবণকে ষুতা এবহুল চারি ॥
বির্নন্ন ছোকরা ধুসনকো মারা। বেওাদ কাদকাছে বাল বালকো সঙ্গরা ॥
সুন জি জওান জননি গয়ারি। ওনিএমে ওসিকো ঠাহরা অবতারি ॥
আমারা নাগারা কাহানা রাজা। তিনলোক জিতা ধনি আদি রাজা ॥
হামে রহল কম্প বরজ বেচারা। পয়াতা ভওনমি দেতেহে বেহারা ॥
বিষ্ণেরি সয়াদর আনু ভানু। দরকে দরাএ করালা কিরসানু ॥
হুকুমকে তাবি নিজে তেনাক পানি। সভে এক পুজ কপালি ওকানি ॥
ওহেতে কইলাস হাসেনে ওঠায়া। ওনিকা হুকুমসে হুএ বরজ্যকায়া ॥
মেরাদপ্রদাপে তিনলোক কাপে। হাম জা মিলেঙ্গে জতিহে দবকে ॥
ভবিকুল কহে ফের করি পুটপানি। কাহেকো খোয়াঅএ এসা রাজধানি ॥
সুত হে অজোতো সত্ত্যা লাক নাতি। কৈ না রহেগা জালনে এক বাতি ॥
কপালি ও কালি ওহি পগ্য ধাএে। বিবি আদি জতেক ওনিকা কহাএ ॥

ওনিকা নামনে সদাসিব জোগি। ভএতো ভবানি ওনিকা বিবোগি ॥
তোমারি দিন তো বন হো সে বুঝা। তবি তো মেরে বাত অবহু না সুজা ॥
সামাল সামাল কহে ফকারি। ভজ রামচন্দ হোড়কে গয়ারি ॥
সুনিকে ঝড়কে তড়কে উঠে। আগে কে ভবকা লয়া নহে জুটে ॥
উটকে তাকাইস ভবিকুল হাতি। কুদকে কোপসে লাগাএ এক লাথি ॥
শ্রীরামকো ফুকারিস হুএ জো গিরেহে। ২খ] [৩ক পুঃকে ভাবাহে ধারা তো বহে ॥
বিধিবন্ত থম্ভে গগনকে চলাআ। ধমকতে থরহরে ধারাকে ধারায়া ॥
সাধুকে সন্তাএ সদা নির রোখে। অনন্ত অনাদি কুন্ত আদি যোখে ॥
ভবিহুল্য চেতন অতিকাক রাএ। নয়ানকি নির চিরসে মেটাএ ॥
দউকে নয়ানমে বহে প্রেমধারা। দোউত দোউক করতহে ইসারা ॥
চরনকো বোলা আউহু না আয়া। ওভিতে ছোড় দিল সুতকে সুমায়া ॥
ভাওনকে গউন তো ভবিকুল কিল। নারিকো নিরালে উপদেস দিল ॥
জনকো সুতাকো কর জাএ সেবা। হাম জাএ জাহা দোন দেবাদি দেবা ॥
পসু ওপাখান চণ্ডালকে তারি। ব্যাধকো ওধ্যাকুল চাহে নারি ॥
সরন কো দেয়া ওহো দোন ভাই। হামভি জাতেহে সবলকে নেওয়াই ॥
হাম জাকে রহেঙ্গে দোওপন নিচে। হিদিনকে দয়া হৈ লেঙ্গে ভিক্ষেচে ॥
কহকে শিধারো জাহা রামচন্দ। পলকে হুএ পার আগাদ সুমদ্য ॥
পহেলে জাএ পয়নকে সুতসে মিলেহে। জোড়হাত পুনিপাত কবিকে কহে ॥
দিনহিন মেরে ছোটা জয়ন মেলাএ। তওপন পায় জো ও মনে দিলাএ ॥
হনুমান সনমা করি কোল দিল। লছমনকো সব বাত ওয়াকিপ কিল ॥
লছমন রাঘব কো বুঝাই। সরন নেনে আএে বায়নকো ভাই ॥
রঘুবির কহে ষব কাহাএ সুনাএ। কপি ভুপ ভল্লুক ওল্লুক বোলাএ ॥
সুনি দূত মহজত তুলিলে ফুকারি। রনধির বলবির সব আএে ঘেরি ॥
নল নিল জাম্ববান সুসেন আদি রঙ্গে। কপিরায় মিলে আএ যুবরাজ সঙ্গে ॥
সুর সুর সুরদার সব আএে পঠে। [মিগচাম পায় রাম লছমন বঠে] ॥ ৩ক]
[৩খ ভবিহুল মিলায়া হুএ হাতবন্দে। আখি থির বহে নির দেখি রামচন্দে ॥
এক গোওর এক সাম অনুপাম ছন্দ। দোও রূপ সকরূপ জিতি কোটি চন্দো ॥
হুএ ভোর বহে লোর আখি দোওত ভোলে। ভবিহুল গিরে আএ দো পগমূলে ॥
ধরে হাত পনিপাত গলে লাগি কিলো। লছমন সনমান করি কোল দিল ॥
হুএ থির গলে চির বহে নয়নধারা। কহে বাত দসমাথ মুঝে লাথ মারা ॥

হাম জাএ বুঝাএ অধ্যানু অন্দে। অরে মুর অতি গুর ভজ রামচন্দে॥
সুনি ভুপ করি কোপ লাগাইস লাথি। সাক্ষাতে রঘুনাথ দেখ মেরে ছাতি॥
হামারি কোতলহ বক্ষ্যবিটে। দিনকে দয়া সো রাখ পগ্য নিচে॥
সুনিকে দয়ালু দয়াসি কহে। হামতো আজিস তুমারি হুএ॥
সুগিব জম্ববান লছমন ভাখে। এতবার জুত দেও তো তু তুমে রাখে॥
ভবিঠ্ঠল কহে মুন হও [উ]পকারি। কলি বিচ দিজ আর হুএ দণ্ডধারি॥
লছমন কহে খুব এতআর দিল। রঘুবির কহে হাম সব বুঝ নিলো॥
কহকে কিপালু হুতাসনকো জালি। ভবিঠ্ঠলকে সাত কিএ মিত মিতআলি॥
লঙ্কাকে ভুপ করি অবিসেক কিন লো। রঘুনাথ নিজহাত টিকা জো দিলো॥
দিননাথ নিজসাত ভবিঠ্ঠলকে রাখে। ধাই রাম নারায়ন লছমন ভাখে॥
ইতি ভবিঠ্ঠল ওমঝায় সমাপ্ত।
সন ১২৫৮ সাল তা ৪ আসাড় বোলতলার পাটসালে আন্দাজি ১ এক পহর বেলার সমএ সমাপ্ত হইল জমীদার শ্রীরাজনারায়ন নাএক নাএক শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষ শ্রীখুদিরাম পাড়ে লিখিলেন—

৬৭ ভাগবত সানুবাদ

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৮৩। পত্রসংখ্যা ৪৩। খণ্ডিত। আকার ১১"×৫½"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। ভাগবতের বঙ্গানুবাদ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[২ক ··· ···। অক্ষম আমি তথাপি সঙ্ক্ষেপে॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে করিয়া প্রণতি। ব্যাস তপোধন পাদপদ্মে করি মতি॥
শ্রীধরগোস্বামী পাদপদ্ম তরী করি। তোষনী চরনকর্ন্নধার সহ করি॥
বৈষ্ণবগণের কৃপা বায়ু সহকারে। যদি পারি ভাগবতসিন্ধু তরিবারে॥
অগ্রেতে মুলের শ্লোক করি উপন্যাস। পশ্চাত তাহার অর্থ করিব প্রকাশ॥
পূর্ব্বাপর অভিপ্রায় সংগ্রহ কারণ। অবশ্য প্রকাস করি করিবাম রচন॥

এ হেতু অধিক বাক্য না হবে দুষণ। মুলঅর্থ প্রকাশিব এই প্রয়োজন ॥
ইথে জদি ··প্রভবে আমার। বুধগণে করিবেন তাহা পরিহার ॥
তরুণ করুণাদিত্য কীরণ দীপণে। এই সে প্রার্থনা করি সাধু বিদ্যমানে ॥
॥ বাদরায়নিরুবাচ ॥
ভগবান পিতা রাত্রীঃ শারোদৎফুল নন্দিকাঃ। বিক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিত ॥
... ...
[১৪ক ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পার ১৪ক] [১৪খ মহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশম স্কন্ধে রাসক্রীড়ায়া মে কোন ত্রিংশঃধ্যায় ॥২৯॥
দশম স্কন্ধেতে রাশক্রীড়ার বর্ন্নন। উনত্রিংশ অধ্যায় হইল সমাপন ॥২৯॥
... ...। অতঃপর বিভিন্ন অধ্যায়ের অনুবাদ এবং খণ্ডিত।

৬৮ ভানুমতির উপাখ্যান

রচয়িতা : গৌরীকান্ত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৫১। পত্রসংখ্যা ২০। খণ্ডিত। আকার ৯½"×৬½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। রূপকথা জাতীয় গ্রন্থ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতুলকত্তা অথ ভানুমতি উপাক্ষান
[১ নবরত্ন লয়ে রাজা বসিয়া সভায়। হেনকালে ভাট এক আইল তথায় ॥
প্রণাম করিয়া গীয়া সভাতে বসিল। কিঞ্চিত বিলম্বে কিছু কহিতে লাগীল ॥
শুন হে বিক্রমাদিত্য করি নিবেদন। বহু দেশদেশান্তর করিলাম ভ্রমণ ॥
তোমার সামান রাজা না দেখি এমন। রূপে গুণে কিত্তি জসে বিক্ষাত ভুবন ॥
নবরত্নসভা দেখি নয়ন জুড়ায়। ভুতলে ইন্দ্র তুমি বুঝি অভিপ্রায় ॥
পুর্ব্বজ্জিত পুন্য কত ছিল হে রাজন। তালবেতাল সিদ্ধি হইল তেকারণ ॥
সদা কল্পতরুপ্রায় দানের সময়। কহিব তোমার গুণ কত মহাসয় ॥

প্রসংশা করিয়া তবে অধিক বা[নী]। ভোজরাজকন্যা যদি হয় তব রানি ॥
ভানুমতি নাম তার ভোজের কুমারি। তাহার সৌন্দর্য্য জত বর্ন্নি কি পারি ॥
বদন সরদ ইন্দ্র খঞ্জননয়নি। পক্কবিম্বফলপ্রায় ওষ্ট দুইখানি ॥
সুতিল কুসম জিনি নাসার বর্ন্ন্ন। ললাটে সিন্দুরবিন্দু অরুন কিরণ ॥
চাঁচর চিকুরে বেনি পাইয়াছে সোভা। বিদ্যুতবরনি রতিপতি মন[লো]ভা ॥
দন্ত দুই সারি যেন মুকুতা গাথনি। সদা··· ···কোকিলের ধ্বনি ॥
বাহুজুগ করিবর শুণ্ডর আকার। ১] [২ চাম্প···কা হেন অঙ্গুলি তাহার ॥
কুচ শুসোভন কটী জিনিয়া কেশরি। মানুসি না হয় জ্ঞান বুঝিবা অপ্ছরি ॥
জুগ্মভুরু রম্ভাতরু নিতম্ব শুঠাম। হেরিলে হরয়ে জ্ঞান মোহ জায় কাম ॥
বিচিত্র অম্বর অঙ্গে কনকে জড়িত। অভুরণ কিরণেতে ঝলকে তড়িত ॥
গজেন্দ্রগামিনি ধনি মধুর বচন। দয়ার সরির অতি ধর্ম্মপরায়ণ ॥
শস্ত্রজ্ঞ সুবেধা সান্তা সরল হৃদয়। সেই নারি তব উপযুক্ত মহাশয় ॥
শুনহে ভুপতি জদি কর অঙ্গিকার। ভোজের নিকট গিয়া কহি সমাচার ॥
ভোজনরপতি শুনি উত্তর কি করে। পুনর্ব্বার আসিতেছি তোমার গোচরে ॥
কহিছে বিক্রমাদিত্য কর্ত্তব্য আমার। শীঘ্রগতি গীয়া তুমি দেহ সমাচার ॥
হয়ে ভাট তবে হইয়া বিদায়। বহুমুল্য রতন দিলেন কিছু তায় ॥
রচিয়া পয়ার গৌরিকান্ত বিরচিল। ভানুমতি কন্যার বিবাহ উপক্ষন ॥

অতঃপর বিক্রমাদিত্যের পূর্বরাগ ও ভানুমতীর সহিত বিবাহ কথা আরম্ভ এবং খণ্ডিত।

৬৯ ভুবনমঙ্গল

রচয়িতা ঃ ভুবনমোহন

পুঁথিসংখ্যা ১৭৫৮। পত্রসংখ্যা ৭৭। খণ্ডিত। আকার ১০"×৭"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১ বলহ বদনে শুভনাম ভুবনানন্দ জৈ ভবন্তি রাধারমন গউরচন্দ্র বলরাম নিত্যানন্দ পরমানন্দ কারণ গদাধরাহ্লাদরূপা গোপিনাথবিগ্রহ বৃন্দাবননবদ্বিপআনন্দকন্দ মহোৎসব ঃ॥

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য ভুবনানন্দ। জয় বলরাম নিতাই স্বরূপ পরমানন্দ॥
জয় শ্রীগদাধর আহ্লাদিনি গোপিনাথ। জয় শ্রী মনহরাদ্বৈত গৌরসোহাগে বিক্ষাৎ॥
জয় শ্রীবাসাদি ভক্ত বৃন্দাবনে স্বুভালম্ব। সভে কৃপা কর লিখি বিধান সশ্রদ্ধ॥
ভাবতু জাহ্নবা গঙ্গা বিরচন্দ্র স্মরি। ভাব স্বুভ চৈতন্যপদে নতি করি॥
এ সব আঙ্গেতে অলঙ্কার বস্ত্র বেস। জত জত হিয়া কার্য্য জতেক বিশেস॥
আবাশ আবরন আদি হয় জত জত। শ্রীবদনচান্দ হৈতে আমাতে প্রদৃপ্ত॥
এই সব তত্ত কিছু না জানিথ আগে। সকল জা··· ···করি মহাভাগে॥
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

[২ না কহিলে হিআর উল্লাস নাহি হয়। ২] [৩ উল্লাসে লিখায় মোরে প্রভু কৃপাময়॥
আপনার গুন য়ার নিজ ভক্তের গুন। বিস্তার করিতে প্রভুর সদাই চিন্তন॥
ভক্তের দ্বারেতে প্রভু সক্তি সঞ্চারে। নিজগুন ভক্তগুন করায় বিস্তারে॥
আমি হিন মুর্খ নিচ অতি মন্দভাগ্য। আমার রিদয়ে কিছু না হয় আশ্চর্য্য॥
অতএব আমার চিত্ত চমৎকার করি। কুলের বাহির করি পথে দিল ডারি॥
গৌরাঙ্গের য়ন্বেসন করিতে হইল মন। তাহে কত সরূপের ভেল দরসন॥
ইথিমধ্যে অপরূপ শুনহ নিগুঢ়। ভক্তদ্বারে কৃপা জৈছে করিল ঠাকুর॥
কনেষ্ট মাতুলের মোর মধ্যম নন্দন। শ্রীরামকান্তানুজ নাম শ্রীবদন॥
উত্তররাঢ়ি কায়স্ত বাচ্যষ কুলেতে উৎপত্তি। সিহু বিক্ষাৎ ফতেসিংহ বেনিয়া বসতি॥
কনেষ্ট মাতু[ল] মোর সেন সিবানন্দ। তার জেষ্টপুত্র তাঁরি নাম রামকান্ত॥

ই[শ্ব]রের লিলা নিতি য়বিচিহ্ন হয় । কেবা কার পিতা কেবা কাহার তনয় ।।
ইশ্বরের ইচ্ছায় ততোধিনের জন্ম কম্ম । তেঁহোই জানেন এই সব জত মর্ম্ম ॥
জারে কৃপা করেন প্রভু করি য়ন্তরঙ্গ । শেই শে বুঝিতে পারে য়েসব প্রশঙ্গ ॥
ভবানন্দের পুত্র হএ রায় রামানন্দ । সিবানন্দের পুত্র রামরায় রামকান্ত ॥
ই তত্ত বিস্তারি লিখিব কার লাগী । শেই শে বুঝিব জেই য়ে সঙ্গসুখভাগী ॥
য়তেব শ্রীবদন সঙ্গেতে প্রসঙ্গেতে । কহিলা য়ামারে গৌর আছে পৃথিবিতে ॥
এখন কি নাম কহ ধরিয়াছে গোরা । কহিতে শে নাম তেহো গৌরপ্রেমে ভোরা ॥
আমার কনেষ্ট তেহোঁ ব্যবহার পরায়নে । ভক্তিপথে জেষ্ট করি করিল বন্ধনে ॥
স্থির হইয়া কহিলাম ভুবনমোহন । শ্রীসচিনন্দন গৌর শ্রীরাধারমন ॥
য়ন্তেসন ফুরাইল হৈল ভক্তশঙ্গ । রচিল হিয়ায় প্রেমভক্তির তরঙ্গ ॥
জে জাঁহা আছিলা ভক্ত সব জানাইল । কৃপা করি সভাসঙ্গে মোরে মিলাইল ॥

[৭ ভাবিতে ভাবিতে গৌর শ্রীসচিনন্দন । প্রকট হইলা গৌর ভুবনমোহন ॥
এই ত লিখিল ভক্ত কৃপাবল পায়্যা । বদন ভরিয়া ভুবনমোহন নাম গায়্যা ॥
শ্রীবদনচান্দ সুভ পাদপদ্ম করি সার । ভুবনমোহনলিলা প্রথম ভাস্কর প্রচার ॥
... ...

[১০ ভুবনমোহন নিজ গন করি সঙ্গে । জদাচার কৈল জে কহিল প্রসঙ্গে ॥
তাহাই লিখিৎ আত্মপবিত্র লাগিয়া । শ্রীবদন শুষুমায়ের চরন ভাবিয়া ।।
ভুবনমোহন লিলার কহিলা প্রকাশ । দিতিয় ভাস্কর এই হইল প্রকাষ ॥
... ...
... ...

[১৭ তৃতিয় ভাস্করের এই হৈতে সংপুন্ন । শ্রীবদনচান্দের সুশুর ভাবিয়া শ্রীচরন ॥
ভুবনমোহন গুন তাঁর সঙ্গি জেই । শে সব গুনের কথা লিখি আমি যেই ॥
য়েকান্ত করিয়া চিত্তে শে শব চিন্তিতে । স্ফূর্ত্তি করি লিখায়েন লিখিয়ে গ্রন্থতে ।।
ভুবনমোহনলিলা করিয়ে রচন । তৃতিয় ভাস্কর য়েই [হৈল সমাপন] ॥
... ...

অতঃপর বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারনা এবং খণ্ডিত ।

৭০ ভ্রমরসংবাদ

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৭৫৭। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

ভ্রমরসংবাদ ॥ ৭ শ্রীহরিঃ ॥ রাধাকৃষ্ণ জয়তি ॥
শুনহ ভকতলোক করহ শ্রবন। ভ্রমরা দেখিয়া জত কৈলা গোপিগন ॥
গোপিকার অঙ্গকান্তি পদ্মের সমান। তাহাতে পরিয়া ভ্রমর করে মধুপান ॥
দস পাচ গোপিগন কহে কৃষ্ণকথা। দৈবজোগে ভ্রমরা ওড়িয়া আইল এথা ॥ কৃষ্ণ ॥ ধুয়া
দেখিআ য়াইলাম ব্রজের রিৎ। ধুলায়ে কোমল বিকসিত ॥
হেদে রে ভ্রমর তুই কৃষ্ণের সঙ্গিয়া। বারে বারে পোড়াও প্রানে কেনে দেখা দিয়া ॥
গছ গছ অলিরাজ জথা আছে হরি। গুনগুন করিষ না রে আমি প্রানে মরি ॥
ভ্রমরা আসিয়াছে কাহার কাছে। রসিকনাগর ছারিয়া মোরে গিয়াছে ॥
কৃষ্ণ গেছেন মধুপুরি এথা গোপিগন। দিবানিসি নহে জত করএ রোদন ॥
এক ফুলে মধু খাইয়া আর ফুলে জায়। পুষ্পের মধু ফুরাইলে ফিরিয়া না চায় ॥
তোমার রসিক কৃষ্ণ তার এই মতি। মথুরা জাইয়া কৈল নবিন পিরিতি ॥
মথুরানাগরি পাইয়া আমা পাসুরিয়া। হেদে রে ভ্রমর তুই ভ্রমরির মাথা খায়া ॥
আমা সংম্বাদ লইয়া মথুরাতে জায়।
ললিতা বলেন নাহি কহিও ব্রজেরম্বরি। অবস্য মেলিবে তোমার নাগর শ্রীহরি ॥
কাগচ কাটকের ঘুড়ি বানাএে ওরাও পবন কা সাত। কা করে গাপবন বেঠা ডুরি হামারা হাত ॥
জখন উরি ধরি টান দিব। ঘরে বসি মাধব দেখিতে পাব ॥
ললিতা বলিল সখি বলি গো তুমারে। সদাকাল দেহ প্রান না দেখিয়া গদাধরে ॥
আমার মনের জালে বংসিধারি। আমারে কৃষ্ণ পাসরিলা জাইয়া মধুপুরি ॥
আধ আপুঘরের মিলন হে জানে রাত্রদিনে।
সেহ দসা আমার হইল। কৃষ্ণ ভাবি প্রান গেল ॥
ললিতা বলে মরিবা তুমি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া। আমারা মরিব শ্রীরাধে বলিয়া ॥
হুকুম করিয়া রাধে দেহ গো আমরে। বান্দিয়া আনিব জাইয়া ॥ ১খ]

অতঃপর পুঁথিটি খণ্ডিত।

৭১ মনসামঙ্গল

রচয়িতা ঃ বিষ্ণুপাল

পুঁথিসংখ্যা ১৭৩৯। পত্রসংখ্যা ১১। খণ্ডিত। আকার ১০"×৩½"। লিপিকাল আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশবিশেষ মুদ্রিত হইল।

[১খ ৭ শ্রীমনসার আদিপালা আরম্ভ।
শ্রী বন্দ দেব গণপতি বিনএউ কহি স্তুতি তুমি দেব হরের নন্দন।
দেব কি জানে মরম পার্ব্বতি উদরে জনম মুণ্ডুছেদ সনি দরসনে।
অম্বিকা ভাবএ বেথা হলো আনে গজমাথা জিআইল মুণ্ড আহোরনে।
দিব্ববস্ত পরিধান সদত মন্ত ধেআন আগে পুজা করে দেবগনে।
ধুপ ধিপ পঞ্চ আলা তব সঙ্গে সকলা নারেঙ্গ সারেঙ্গ সরকরা।
জো··· ··· ···ফল ··· ···নারিকল প্রথমে নইবিদ্যি মনহরা।
হেম জিনি নাথে গায় তোআ পঞ্চ মহাকায় ··· ···গম্ভির বচোন।

মন দিঞা সভাজন ষুনহ সঙ্গিত। জেইরূপে ধর্ম্ম জন্মীলা আচম্বিত॥
নব ভব নাঞি ছিল রষ রশাতল। দিবস রজনি নাঞি অস্থির সকল॥
তখন আদ্দি নামে ১খ] [২ক ছিল ছআপুরুষ একজন। তার পুত্র হৈলা প্রভু অনাদ্দি ধরম॥
অনাদ্দের উৎপত্তি জগতশংসার। হস্ত নাঞি পদ্দ নাঞি প্রমত্ত আকার॥
শন্ন্যতে আসন প্রভু শন্ন্যতে বষন। সন্নে ভর কর্য়ে প্রভু ফিরেন নিরঞ্জন॥
সেস্যেতে থাকিঞা গোষাঞি পাতিলেন মাআ। আপনে সিজ্জিলা গোষাঞি আপনার কাআ॥
চক্ষের মলআ প্রেভু নিচুতে ফেলিল। তাহাতে আসিঞা পক্ষ উলুক জন্মিল॥
উলুকের পিষ্টে প্রেভু আষন করিঞা। চর্দ্দ চৌ যুগ প্রভু বেড়ান ভ্রমিঞা॥
ষুন ষুন অরে বাছা উলুকের নন্দন। কত যুগ জায় বাছা বল রে এখন॥
ষুনিঞা উলুক পক্ষ হঞা গেল বক্তা। নিরঞ্জন হঞা ষুদাঅ যুগের বারতা॥
চর্দ্দ চৌ যুগ গেল প্রভু ব্রহ্মাগেআনে। শক্তি যুগ যেন চিষ্টি ২ক] [২খ কর নিরঞ্জন॥
তখন ছিড়িঞা ফেলিল প্রভু কান্দের কনক পইতা। একট গোটা নাগের হৈল সহস্র গোটা মাথা॥

নাগের নাম বাসকি থুইলা নিরঞ্জন। তাহাকে ষপীলা প্রভু ই তিন ভুবন ॥
অঙ্গের মঙ্গআ কৈল তিল প্রমান। বাসকির চক্রে থুতে প্রিথিবি হৈহল নবখান ॥
নবখান প্রিথিবি স্রিজিলা পষুপতি। একটি জে কন্না হৈইল নামে বষুমতি ॥
এস্য এস্য বষুমতি হইঅ শ্রীচাই। আমি জাথে জন্ম দিব তুমি দিঅ ঠাঞি ॥
বর পাঞা বষুমতি বসিল ধেআনে। মনসার বরে কবি বিষ্ণ পালে ভনে ॥
অতঃপর সৃষ্টি কথা পত্তন
.. ইত্যাদি

৭২ মনসামঙ্গল

রচয়িতা : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৯০৬। পত্রসংখ্যা ৩২। খণ্ডিত। আকার : ১৬½"×৫½"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। পাঠভেদের জন্য অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[৩ক ... ...লামভয় ॥
গালাগালি দেই তারা মৎস জে হাড়িভরা সকলি নিলেন ক্ষেমানন্দ।
জতো সিষুগণ মেলি দেই তা .. গালি পথ আগুলিয়া করে দন্দ ॥
মৎস লএ অভিরাম চলি গেল নিজ ধাম জতো সিষু গেলা ঘরাঘরে।
আমি মাত্র একেশ্বর প্রাণে নাহি করি ডর রহিলাম খড় কাটিবারে ॥
একেলা হইলাম জদি খড় না মিলায় বিধি কপালে নিখিল ঐ লাগি।
পগারের গোড়ায় খড় আশ্চম্বিতে আইল ঝড় সম্মুখে দাণ্ডাএ মুচিমাগি।
মুচিনির বেষ ধরি বলে মাতা বিষহরি কাপড় কিনিতে আছে টাকা।
বসন দেখাএ মোরে কপট চাতুরি করে জত্নে লুকাইয়া দিল ঢাকা ॥
চরনে পিপিড়া খায় ক্ষেমানন্দ ফিরে চায় মুচিনি হইল অদর্শন।
মুচিনিরে না দেখিয়া মোনে সবিস্মিত হইয়া ... ...জ্ঞান ॥
মোনে পাই তাপ অনেকগুল দেখি সাপ আমারে বেড়িল কতোগুলা ॥ ৩ক]
[৩খ বেষ্টিত ভুজঙ্গঠাট ... ...মাজে মাট দেখিয়া মুখেতে উড়ে ধুলা ॥
ষুন পুত্র ক্ষেমানন্দ এখন করো[হ] দন্দ আমার মঙ্গল গাইয়া বল।

জে রুপ দেখিনু দিষ্টে মানা কৈনু প্রকাসিতে কহিলে না হবে তোর ভালো ॥
ব্রাহ্মণচরণ আসে রচিল কেতকাদাসে তুয়া বিনে অন্ন নাহি গতি।
জেই জোন মুনে ভনে রক্ষে তারে অনুক্ষণে অন্তকালে হইবে সারথি ॥

করিয়া প্রণতি স্তুতি বন্দ দেব সরস্বতি বিধার মুখে বেদবানি।
নারায়[ন] দেব সঙ্গে তোমারে বন্দিলাম রঙ্গে সেতপদ্ম্য আসন ঠাকুরানি ॥
পরিধান সেতবস্ত্র খুঙ্গিপুথি মসিপত্র সেত বিনা হাথে সুধারিনি।
পিষ্টেপটে থোপ দোলে স্রবণে কুণ্ডলনলে অন্ধকার তিমির বিনাসিনি ॥
বিনা বর্ণ সপ্তসরে রথ [আরো]হন দ্বারে মৃদাঙ্গবাদিনি বাকদেবি।
ব্যাষ বাল্মিক আদি মুনি তবো গুনো নাহি জানি তোমারে সেবিয়া
দেবাসুরা নাগ নর মৃগ পক্ষ ... ...।
... ...তোমার ক্ষেয়াতি ॥
... ...।
... ... ॥
[৪ক বন্দিলাম ছয় রাগ জার চরিত্র... ... ...।
... ...বতি উর দেবি স্বরস্বতি ক্ষেমানন্দ বির...নি ॥
অতঃপর চাঁদসদাগর ও মনসার কাহিনী আরম্ভ এবং খণ্ডিত।

৭৩ মনসামঙ্গল

রচয়িতা : বিপ্রদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৯০৭। পত্রসংখ্যা ১৮১। অখণ্ডিত। আকার ১৫"×৫"। লিপিকাল ১২৩১ সাল এবং ১৩০৩ সাল। আধার তুলট। এশিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত মনসামঙ্গলের সহিত পাঠ মিলাইয়া প্রকাশযোগ্য পুঁথি। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১ক শ্রীশ্রীদূর্গা শ্রীশ্রীবানি জয়তি। গনেসায় নমঃ।
প্রথমে ভাস্করপদে ত্রিবাম্বরে নতি। ছায়াসঙ্গে প্রণমহ অরুণসারথি ॥
প্রবাল কুসুম জবা জীনি অঙ্গআভা। চতুর্ভুর্জ সুপ্রসন্ন বিষ্ণুতেজপ্রভা ॥

সুকর্ম্মদায়েক দেব পাপবিমর্দ্দন। জগত পবিত্র হয় পাইলে কিরন ॥
জাবদ না হয় দেব তব অধিষ্ঠান। জগতের জন অন্ধ থাকীতে নয়ন ॥
তিমিরে আব্রিত খিতি জন অবসন্ন। তোমার উদয়ে দেব জগত প্রসন্ন ॥
দিনগত জত কর্ম্ম ত্রৈলোক্যভিতর। সকৃত দুষ্কৃত নহে তব অগোচর ॥
তুমি সকলের সাক্ষি তোমারে জানে কে। পায় দিব্য গতি তুয়া মণ্ডলভেদে জে।
জে ভজে তোমার পদ করিয়া অভয়। তব সুত হইতে তার নাহিক সংসয় ॥
অরুণসারথি রথ একচক্রধর। সপ্ত হয় রথ বয় জায় সুন্দভর ॥
অবিরত ফিরে চক্র নাহি অবসান। অস্তগিরি গেলে ফিরি নাগপুরি জান ॥
বিভাবরি গেলে উরি উদয়সিখরে। এইমত অবিরত মেরুচক্র ফিরে ।।
ধ্রুবলোকে ধ্রুবসুখে টানে চক্রদড়ি। আয়েন প্রভেদ হইল দিন জায় বাড়ি ।।
রক্তসতদল মর্দ্ধে করি অবস্থিতি। ছায়াসঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে বঞ্চ দিনপতি ।।
সুপ্রভাত দিননাথ হও জেই নরে। সমন আর সনি তার কি করিতে পারে ।।
বাঞ্ছারাম ঘোষ কহে করি বহু স্তব। কৃপাবলোকন কর কমলবান্ধব ।।
লিখিতে আরম্ভ হইল সন ১২৩১ তারিখ ১০ চৈত্র সঅক্ষর শ্রীযুত জয়দেব নন্দী সাং জাগুলিয়া। ১ক]
[১খ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ। শ্রীশ্রীবানি জয়তি। নম গনেসায়ঃ।
খর্ব্বস্থূলকলেবর গজেন্দ্রবদন। লম্বোদর সুন্দর মুষকবাহন ।।
ত্রিনয়ন চতুর্ভূজ সেবকবৎসল। কুন্দ ইন্দুরুচি এক দসন উজ্জল ।।
সৈলসুতাসুত গণপতিমহং বন্দে। সর্ব্বকায্য সিদ্ধিবর প্রন মহানন্দে ।।
দন্তকুম্ভ গণ্ডমুণ্ড মদ বিগলন্ত। ভ্রমরনিকরবর লুব্ধ পুস্পবন্ত ।।
মদে মত্ত মহে অজ্ঞ মদে মত্তবান। শ্রুতিমুলে নিবারণ সুললিত গান ।।
দন্তাঘাতে বিদারয়ে প্রবল দুরন্ত। রুধিরে সুরঙ্গ অঙ্গ সিন্দুরে সোভন্ত ।।
গ্রেবেন্দক দির্ব্বজ্যোতি গজমুকুতার হার। রাতুল আচলে জেন বিজুলী ঝঙ্কার ।।
বেদান্ত করেন ভিস্ম সর্ব্বসিদ্ধি অন্ত। বিঘ্ন বিনাসন হেতু ত্রৈলক্য ভজন্ত ।।
গানে বিপ্রদাস ভক্তি ভজন্তহি রম্ভে। বিঘ্ননাস কর দেব সঙ্গিত আরম্ভে ।।*।।

দেব নিরঞ্জন বন্দো ত্রিদেবের স্রষ্টা। তাহা কেহ নাহি জানে সেই সবদ্রষ্টা ।।
প্রণমহো ব্রহ্মদেব পিতামহ ধাতা। শ্রুতিমুলে সুপ্রভব তিনলোক দাতা ।।
প্রণমহো নারায়ণ ত্রৈলক্ষপালন। সুক্ষ্য মোক্ষ্যদাতা দুষ্ট দৈত্যনিবারন ।।
গরুড়ারূঢ় শঙ্খচক্রগদাপদ্ম হাতে। লক্ষ্মি স্বরস্বতি বন্দো তার দুই ভিতে ।।

পরম ভকতি বন্দো দেব মহাদেবে। সুরাসুর নর জাহার পদ সেবে॥
ব্রসারূঢ় অর্দ্ধচন্দ্র সিরে ধরে গঙ্গ। ত্রিলোচন সুলপানি প্রথম সুসাঙ্গ॥
বন্দো মাহেস্বরিরে ত্রৈলক্ষে করে পুজা। ম্রগরাজধজাতেজা অষ্টাদশভূজা॥
রিদ্ধি সিদ্ধি নিধি বরপ্রদা সেই সার। ১খ] [২ক পারিসদগন বন্দো কার্ত্তিক কুমার॥
ডাকিনি জুগিনি বন্দো মোর ধর্ম্ম মা। মোর অঙ্গে কোন কালে না করিহ ঘা॥
ইন্দ্র অগ্নি জম নৈরি বরুন আনল। কুবের ইসান আর বন্দো দিকপাল॥
রবি সসি ভৌম বুধ গুরু সুক্র সনি। রাহু কেতু নবগ্রহ বন্দো পুটপানি॥
নারদাদী রিসি বন্দো সিদ্ধি বিদ্যাধর। নানাস্থানে নানা মুর্ত্তি বন্দো জোড় কর॥
জরৎকার মুনি বন্দো তপে তেজময়। অস্তিককুমার বন্দো পদ্মার তনয়॥
নেতের চরন বন্দো পদ্মার মুন্ত্রিনি। সর্ব্বনাগগন বন্দো সকল নাগিনি॥
দ্বিজ গুরু প্রনমহ জনক জননী। জাহার প্রসাদে ভোগ সম্ভবে অবনি॥
ভাবক সেবকে বর দেহ বিষহরি। দ্বিজ বিপ্রদাষ বলে করজোড় করি॥×॥

জয় জয় বিসহরি বিসধরি ভূসন। সর্ব্বঅঙ্গে সোভে দেবির নাগ অভরন॥
সেবক রক্ষিতে দেবি হইলে সুবেস। চিরনিয়ানাগ লৈয়া কুরু লিলা কেস॥
নাইনাভানাগে কৈল কবরি প্রতুল। উদয়কাল নাগেতে খোপার পঞ্চফুল॥
অলকাবলি চিত্রনাগ হইল সোভন। জেন নিলমেঘেতে উদয় তারাগন॥
সিন্দুরিয়ানাগ হইল সিমন্তে সিন্দুর। উদয়গিরি সুয্যে জেন করিছে মেদুর॥
ধুসরিয়াবোড়া দেবির হইল সুকুন্তলা। কুইয়াবোড়া হইল দেবির অভিনা চপলা॥
সর্ব্বনামে নাগেতে মাথার সিতি পাতি। নিলমেঘ তুটে জেন বিজলী দিপতি॥
কালচিতি নাগে দেবির ভূরুজুগ সাজে। কালিন্দীর হস্তি জেন সন্ন'গিরি মাজে॥
কালীনাগিনি হইল নয়নে কর্জ্জল। কুবলয়দলে জেন খঞ্জন জুগল॥
কনকচিতিনাগে দেবির নাসিকা উজ্জল। কুন্তলিয়ানাগ হইল শ্রবনে কুণ্ডল॥২ক]
[২খ গুরঙ্গসিন্দুরনাগে অধরের কান্তি। ধবলীয়াচিতি হইল দসোনের পাতি॥
এতেক উরগে জদী মস্তক সোভন। কলেবরে সোভেরে প্রবল নাগগন॥
সেতকন্ন'নাগেতে গলার কেয়াপাতি। পিতগিরি বেরি জেন বহে ভাগিরথি॥
কন্টে ভূসিত মুনিনাগের দিপতি। উদয়সিখরে জেন সন্নময় জুতি॥
হালীয়ানাগ দেবীর হৃদয়ে সোভে হার। সুমেরুসিখরে জেন বিজলী ঝঙ্কার॥
কনকম্রনালভূজে বলয়া প্রকার। রাজসর্প হইল দেবির তাড় অলঙ্কার॥
সঙ্কলীয়াচিতি হইল দুই ভূজে সঙ্খ। বাহুটী কঙ্কন হইল আড়িয়াল বঙ্ক॥

বিষতিয়াবোড়া হইল অঙ্গুলে অঙ্গরী। গন্ধচিতিনাগে দেবির কুমকুম কস্তুরী ॥
মলয়জনাগেরে চন্দন সোভে গায়। তাহার বিমল গন্ধ দস দিগে ধায় ॥
মঙ্গলীয়াবোড়া দেবির হ্রিদয়ে কাঁচুলী। নেতের আচলে হইল নাগ ধনীয়াহুলী ॥
উনুবোড়ানাগে দেবির কাছিয়া চরন। বেতআছাড় কটী ধটী করিল বন্ধন ॥
লাউডুগিনাগে দেবীর গাথিয়া বসন। চরনে নপূর সোভে নাগআভরন ॥
কালচিতিনাগে কৈল অঙ্গুলে অঙ্গুরী। আর জত নাগগন পাএর পাসুলী ॥
নাগআভরনে দেবি হইল প্রচণ্ড। কালীনাগিনী তাঁর সিরে ধরে দণ্ড ॥
দুই ভিতে নাগদল ধরিল জোগান। বাসুকি পঠেন কাছে সাস্ত্র পূরান ॥
অনন্ততক্ষক ন্রর্ত্ত করেন আপনি। সঙ্খ মহাসঙ্খরে করেন জয়ধ্বনি ॥
সেবকেরে বর দিতে উন্নমত্ত পূরী।. দ্বিজ বিপ্রদাষ বলে করোজোড় করি ॥ x ॥

জনম পাতালপূরী অঞ্জনীসম্ভবা। নির্ম্মানি জননী মহাদেবী তেজস্তবা ॥
অপনা আপনী কৈলা জীবের সঞ্চার। বাসুকি দিলেন বিস নাগ অধিকার ॥ ২খ]
[৩ক উদ্ভবা পাতাল নাম পাতালকুমারি। নাগদল পায়্যা নাম হইল নাগেস্বরী ॥
কালীদহে পদ্মবনে হইল উৎপত্তি। তথির কারনে নাম হইল পদ্মাবতি ॥
মনেতে জনম জানি দেব ত্রিপুরারী। তথির কারনে নাম মনসাকুমারী ॥
নিরঞ্জনকায় ভেদ সর্ব্বসাস্ত্রে জানি। ব্রহ্মজ্ঞান পায়্যা নাম হইল ব্রহ্মনী ॥
মহাজ্ঞান দিল জদি দেব সুলপানি। জোগেস্বরী নাম আর পরম জোগিনি ॥
চণ্ডির বিবাদে নাম হইল মন্দাক্ষি। চণ্ডি জীনে নাম হইল বিসপূর্ণআখি ॥
সুক্লপট্ট পরি জবে গেলা বনবাসে। সেতাম্বরী নাম আর সর্ব্বলোকে ঘোসে ॥
চণ্ডির বিবাদে হইল [নাম] নির্ব্বাসীনি। পর্ব্বতে পার্ব্বতি নাম পর্ব্বতবাসীনি ॥
জরৎকারপত্নি নাম হইল জগৎগৌরি। পতির বিচ্ছেদে নাম পতিমন্দদরী ॥
জাগিয়া জাগুলী নাম সিদ্ধব্রহ্মে স্থিতি। আমি কি বলীতে পারি আমার সকতি ॥
মুকুন্দপণ্ডিতসুত বিপ্রদাষ নাম। চিরকাল বসতি নাদুড়ে বটগ্রাম ॥
বাচ্যগোত্র পিপিলায় পঞ্চপ্রবর। স্বামবেদ কুতুব সখা চারি সহদর ॥
শুক্লা দষমি তিথি বৈসাখ মাসে। সিয়রে বসীয়া পদ্মা কৈলা উপদেসে ॥
পাচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেস। সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ ॥
কবিগুরূ ধিরজনে করি পরিহার। রচিল পদ্মার গিত শাস্ত্র অনুসার ॥

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সক পরিমান। ন্‌পতি হুসেন সাঁহা গৌড়ের সুলক্ষণ॥
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগিত। শুনিয়া দ্ররিদলোক পরম পিরিত॥
পদ্মাবতি চরনসরজমধু লোভে। দীজ বিপ্রদাষ তথি ভ্রঙ্গরূপে সোভে॥*॥

অতঃপর কাহিনী আরম্ভ॥
[১৩৫ক॥ অথ অষ্টমঙ্গলা॥
জয় জয় বিষহরি জগতঈশ্বরী। যাহার স্মরণে মহাসঙ্কটেতে তরি॥
শুনরে অবুধলোক হইয়া একমন। অষ্টমঙ্গলা কহে ইন্দ্র বিদ্যমান॥
চরাচর আদি যত আছয়ে ব্যাপিত। রচিতে না পারে মোর মহিমা চরিত॥
তপ করে মহেশ দেখিতে নিরঞ্জন। জন্মিনু পাতালপুরি তাহার কারন॥
রুদ্র বিষ্ণু পিতামহ ত্রিগুন শরীর। সবে এক সত্য সেই নিরঞ্জন বীর॥
পূর্ব্বেতে গন্ধর্ব্বসুত ছিলা মবহিতা। কুসুমকাননে রামা হইলা উপনীতা॥
তথা হরে অবিচারে কন্যারে ধরিয়া। শ্রঙ্গার করিল যুখে আনন্দিত হইয়া॥ ১৩৫ক]
[১৩৫খ অপমান ভাবি কন্যা সাঁপ দিল তারে। বিষ খাইয়া চলে সিব খিরদের তিরে॥
ক্ষিরদমথোনে জতো অমৃত উঠিব। সর্ব্বদেবগন তাহা হরিষে ভক্ষিব॥
উঠিব বিসমবিস দ্বিতীয় মথনে। তাহা খাইয়া অচেতন হবে ত্রিলোচনে॥
তথা নিরঞ্জন হবো হরের দুহিতা। তোমার জীবন তেহ করিব রক্ষিতা॥
সাঁপ দিয়া সেই কন্যা গেলা নিজস্থানে। দেবের ঘটন কভু না জায় খণ্ডনে॥
তত্ত জানি কালীদহে হরে বির্জ্জ টলে। সেই মহা বির্জ্জে আমি জন্মিলা পাতালে॥
পিতা মহেশ্বর সঙ্গে আইল তার পুরে। স্থান করি দিলা মোরে সিজুয়াসিখরে॥
ব্রহ্মসাঁপে গেলা লক্ষ্মি ক্ষিরদভুবনে। বিমচোন হইলা লক্ষ্মী সাগরমথনে॥
গরল ভক্ষিয়া চলে দেব ত্রিলোচনে। সর্ত্তরে আসিয়া আমি করাহু চেতনে॥
পাণ্ডুবংসে পরিক্ষিত মৈল সর্পঘাতে। মহাজজ্ঞ করে জন্মেজয় তার যুতে॥
তক্ষক সহিতে তোমা হুনিল আহতি। অস্তিককুমার সিগ্র পাঠাল্য তথি॥
কপটে মাগিয়া লইল হাথের আহুতি। সর্প সত্ত জজ্ঞনাষ পায় অব্যাহতি॥
ক্ষিতিপূজা প্রচারিনু মায়া অবতারে। প্রথমে রাখালগনে পূজিল আমারে॥
হাসন হুসেন রাজা পূজে তার পরে। তথা হইতে প্রচারিনু ঝাহুমাহু ঘরে॥
সন্ন্যবিষ্টী অনেক করিনু তার পুরি। তস্য পরে লইনু চাঁদের কুল হরি॥
ওজা ধন্বন্তরি বধি ধনা মনা সিস্য। বধিলাম চাঁদের পুত্র অন্নে দিয়া বিষ॥
তিন জর্ম্ম অনিরুদ্র উষা সেবে মোরে। তব সবা হইতে জন্মাইনু মর্ত্তপূরে॥

পঞ্চমাস গর্ভ হইল সনকা জখন । কপটে নৃপতি চাঁদো পাঠানু পাটন ॥
মিত্র ভোলে চাঁদো রাজা রহিল তথায় । সপ্ন দেখাইয়া তারে আনি কালীদয় ॥
ভাসাইয়া নৃপতি ডুবাই মধুকর । ছয় মাষ ভাষে চাঁন্দো সলিল ভিতর ॥
শ্রীজয়দেব নন্দীর·· জাগুলীয়া ১৩৫খ]

এই পুঁথির অনুলিখিত অংশ থেকে পাদপূরণ ।

[২খ কুলে তুলি পুনরপি নানা কেলেশ দিয়া । দেশে লৈল নরপতি হৃদয় ভাবিয়া ॥
লখাই বেহুলা হৈল দুই জনে বিয়া । বেহুলা ছলিল মুই সরোবরে গিয়া ॥
অহঙ্কারে চাঁদোবেন্যা লহুঘর কৈল । বিভারাএে লখিন্দর সর্পাঘাতে মৈল ॥
বেহুলা মাজষে ভাসি মৃতপতি লইয়া । আমার নিকটে স্বর্গে উত্তরিল গিয়া ॥
নানা রঙ্গে বেহুলা মোহিলা নৃত্যগীতে । লখিন্দর জিয়াইয়া দিলাম ত্বরিতে ॥
বেহুলার ছ ভাশুর দিলাম জিয়াইয়া । কালিদয়ে সপ্তডিঙ্গা দিলাম তুলিয়া ॥
সাত ডিঙ্গা ধনে পূর্ণ মৃতপুরি লইয়া । দেশেরে বেহুলা গেল হরষিত হইয়া ॥ ৩ক]
[৩খ মৃত্তপুরি পাইয়া রাজা হরিষ অন্তর । করিল আমার পূজা বিবিধ প্রকার ॥
লখাই বেহুলা দুহে রথেতে তুলিয়া । তব স্থানে ইন্দ্র রাজা দিলাম আনিয়া ॥
তিন জন্ম সেবিয়া করিব বিঘ্ননাশ । উদ্ধারিয়া দুহারে আনিনু স্বর্গবাস ॥
শুনিয়া দেবের রাজা হরষিত মন । অশেষ প্রকারে কৈল পদ্মার পূজন ॥
তুষ্ট হইয়া বিষহরি রথে কৈল ভর । উত্তরিলা নিজস্থানে সিজুয়াশিখর ॥
এসব সম্পূর্ণ কথা শুনে যেই জন । ধন জন বৃদ্ধি হয় বিঘ্ন বিনাশন ॥
সর্প হইতে কভু তার না হয় বিনাশ । ইহকালে সুখে বঞ্চে মৈল স্বর্গবাস ॥ ৩খ]
[৪ক কদাচিত ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই । তরিবে এ ভবসিন্ধু ভজ মহামাই ॥
যে জন পদ্মার ব্রত গায়ে বা গাওয়ায় । সর্ব্বক্ষন বিষহরি তাহার সহায় ॥
গায়েন বায়ান শেষে মাগিয়া লয় বর । তব পদে ভক্তি যেন রহে নিরন্তর ॥
যাহার কল্যানে গো তোমার ব্রত গাই । মনোনীত বাঞ্ছাপূর্ণ করিবে সদাই ॥
এই তো আসর মধ্যে আছে যত জনা । আপনি করহ পূর্ণ সবের কামনা ॥
এইতো গ্রামের মধ্যে বৈসে যত লোক । কদাচিত নহে জেনো কোন দুঃখ শোক ॥
হরি বল সর্ব্বজন চল নিজপুরে । মনসামঙ্গলগীত সাঙ্গ এতো দুরে ॥ ৪ক]
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে করিয়া প্রনতি । পরোলোকে হয় যেন তব পদে মতি ॥
ইতি মনসার অষ্টমঙ্গলাগীত সমাপ্ত ॥
যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং

পীতাম্বর বিপ্রসুত শ্রীনবীন নাম। বসতি ছোট জাগুলে গ্রাম ॥
বাতস্য গোত্র শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাকিম ছোট জাগুলীয়া জেলা ২৪ পরগনা সবডিভিজন বারাসাত কার্ত্তিকে মাসি তুলা রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে কাঞ্জিলাল পঞ্চপ্রবর। সামবেদ কুথুম শাখা চারি সহোদর ॥ হারান পরান কালী কনিষ্ঠ নবীন। দ্বাদশ্যাং তিথৌ নক্তঃ সোমবারাধিকরনক উনবিংশ দিবসে ত্রয়োদশ শত তিন সালে লিখিত ॥ ১৯ কার্ত্তিক ১৩০৩ সালে সোমবার দ্বাদশি কৃষ্ণপক্ষ ॥ মনসা কৃপায় তার হস্তের লিখন।

৭৪ মর্দগাজীপালা

রচয়িতা ঃ কবিবল্লভ

পুঁথিসংখ্যা ১৫৫৩। পত্রসংখ্যা ১২। অখণ্ডিত। আকার ১৩"×৪½"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সত্যপীর কাহিনী। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রী। নম গুরু গণেসয় নমঃ।
ভাবিনু অনেক ঠাঞি তোমা বিনে কেহ নাঞি এ ঘোর কলির ভিতর।
তুমি সে কতেক রূপ তুমি কৃষ্ণ স্যামরূপ তুমি বট শ্রীনন্দের কিসোর ॥
তেভা মোর্কা পিকাম্বর নিসানেতে কর ভর দরগায় হয়্যা আদিষ্টান।
তোমার কৌস তলে তা কবিবল্লোভ বলে বাঞ্ছারামে করহ কল্যান ॥
কালিয়া দিস্তার মাথে ছিড়াকাঁথা গায়। তোতার পিঞ্জিরা হাতে চলিল খোদায় ॥
শাসন বিচালিদড়া কোমড় আঁটিয়া খোঙ্গা তার ঠাঞি ঠাঞি দিয়া।
চর্ম্মঝুলি কাঁদেরেমে তারি বামহাথে গোবিন্দ চলিল জেন বলিরে ছলিতে।
রত্নসিংহাসনে রাজা গজেন্দ্র ভূপতি পাত্র মিত্র পুরহিত আছয়ে সংহতি ॥
কৃষ্ণরসে নৃপতি হয়েছে আমদিত। অভিমনুষুত জেন রাজা পরিক্ষিত ॥
এমন সময় দেওয়ান জাইয়া দরবারে। ভিক দেহ ভিক দেহ সমুখে ফুকরে ॥
ফকিরের ছর্ব্ব রাজা দেখিয়া নজরে। পাত্র মিত্র পুরহিতে কহেন সভারে ॥
ষুন ষুন সভাজন আমার বচন। অপূর্ব ফকির এক কৈনু দরসন ॥
সোন দুজ্জনের রাজা বড় নৃপবর। আমার নিকট আছে বিংসতি সহর ॥
অবিচারে ভিক্ষা জ ১খ] [২ক দি দিএ য়ে ফকিরে। বলির সমান দসা পাছে ঘটে মোরে ॥

ব্রহ্মসাপে মৈল জদি রাজা পরিক্ষিত। তার পুত্র জন্মেজয় জগতে বিদিত॥
পিতা সক্রু বধিবারে নাগ যুই করে। দ্বিজবেসে আহুতি দিলেন নৃপবরে॥
এতো মণে বিচারিয়া জায় নপমনি। উপন্নিত হৈল জথা আছেন পদ্মনি॥
গিয়্যা রাজা নিবেদয় সসিমুখি পাসে। ও রাণি অপূর্ব্ব ফকির এক আইল ভিক্ষা আসে॥
ফকির্যা দেখিয়া রাণি করেন সেলাম। শ্রীকবিবল্লভে কহে করি হাজার সেলাম॥
ফকিরে দেখিয়া রাণি হইল বিস্ময়। মায়াধারি এই সে ফকির কভু নয়॥
কতো মণি রত্ন আছে ফকিরের নিশানি। নবদলশ্যাম রুপ জেন রঘুমণি॥
শ্র্যামরসে আসিআছে চুয়াএছে ঘাম। জেন ধেনু গোঠে রাখি আইল কৃষ্ণ বলরাম॥
বসন্ত সময় সদা কোকিলের ধ্বনি। হস্ত মাগি কৃষ্ণ জে জসোদায় মাগে ননি॥
ফকিরের চরিত্র কিছু লখিতে না পারি। ক্যারামতি বটেন কি বল ভেকধারি॥
রাণি কহে মহারাজা যুণ হে বচন। ধন দিয়া ফকিরের বুঝে ন্যাও মণ॥
লোভ ২ক] [২খ করি রবি জদি ফকির হইব। এখনি আমার মাত্তা লৈয়া পলাইব॥
প্রেমে গদগদ রাজরাণি হৈয়ে। দেওয়ানের হুজুরে দিল অর্থ পাঠাইয়ে॥
দেখিয়া দেওয়ান বড় আগ বরাবর। এসা জবরদস্ত গিধি দুনিঙার ভিতর॥
জে রোজ সাহেব পওদা করিল তোমারে। কতো মালমাত্তা দিয়া পাঠাইলে দুনিঙারে॥
সাহেবের হুকুমে জবে মউত হইবে। এই মালমাত্তা তেরা কোথাকারে রবে॥
ঝুটমট তামাম দুনিঙার ধনকার। দু ঙাখি মুদিলে ভাই সব অন্ধকার॥
জর লেঙ্কা নাঞি মোর দুনিঙার ভিতরে। বিরানা এতেক মাত্তা নিব কি খাতিরে॥
তেরা মালমাত্তা রাজা রাখ নিয়াতেরে। সওয়া সের আতপ তণ্ডুল দেহ মোরে॥
সয়া শের বিনা দানা জিয়াদা না লব। বাড়া জদি হয় এক ফকিরে দিয়্যা জাব॥
যুনে রাণি নিবেদয় নৃপতি নিকটে। দেখিনু ফকির এই ক্যারামতি বটে॥
সেই মালমাত্তা রাজা রাখে নিয়া ঘরে। সত্তয়া শের আতব তণ্ডুল দিল তারে॥
দেওয়ান কহেন জদি দানা লৈয়া জাব। ২খ] [তক হিন্দুকুলে মোর পূজা আর না হইব॥
লোহ মোহ কাম ক্রোধ তোদিগের স্বরিরে। তোর হাতে ভিক নিতে না হয় আমারে॥
দুই চারি বরিসে জার ব্যাটা বেটী থাকে। তার হাতে ভিক দিয়্যা পাঠাও আমাকে॥
নৃপতি কহেন যুণ ফকির গোসাঞি। অভাগ্য করিনু মোর পুত্র কন্যা নাঞি॥
দেওয়ান কহেন তবে বড হইল দুখ। তবে ক্যান দেখিলাম অপুত্রির মুখ॥
তোমার দেশেতে জত অপুত্রি মরে। কে লয় তাহার মাত্তা সাচা কহ মোরে॥
রাজা কহে রার্য্যে জত আটকুড়া মরে। তাহার মালমাত্তা আইশে আমার ভাণ্ডারে॥
ফকির কহিল খুব কহিলে বচন। তুঞি মৈলে তোর মাত্তা নিবে কোন জন॥

থাকুক খানার দায় পানি নাঞ্রি পিব। তোমার দেশেতে রাজা গোছল না করিব ॥
এতো কহি দেওয়ান সহরে চল্যা গেল। রাজা রাণি দুইজনে কাঁদিতে লাগিল ॥
কোথায় ফকির বেটা ছিড়াকাঁথা গায়। পুত্র কন্যা নাঞ্রি বল্যা পানি নাঞ্রি খায় ॥
রাজা বলে রাণি থাক রত্নসিংহাসনে। আমি জেয়ে মরি দুষ্ট ফকিরের বচনে ॥
তক্ষক জেখানে জায় পুশ্ছঃ ছাড়া নয়। স্বামি বিনা নারি কি একলা কোথা রয় ॥
তুমি জথা আমি তথা একেত্র থাকিব। সোনায় স্বহগা জেন মিসাইয়া রব ॥
এত কহি রা ৩ক][৩খ র্য্যপাট পাত্রে সমর্পিয়া। রাজারাণি গেল দরিয়ায় মরিবের লাগিয়া ॥
দরিয়ার কিনারে উপথিত নরপতি। শ্রীবৎর্স্য নামেতে রাজা চিন্তা নামে সতি ॥
রাজা রাণি দুইজনে দরিয়ার কিনারে। আমি আগে মরি রাজা দেখ গো নজরে ॥
রাণি বলে মহারাজা আমি আগে মরি। এত গণ হৈয়া জাই পুন্নর্ পদধরি ॥
অভাগির মরণ দেখি তুমি জাও ঘরে। আর একটি বিভা কর পুত্র হবার তরে ॥
সর্ব্বপির দস্তগির অতি অনুপাম। শ্রীকবিবল্লভে কহে হাজার সেলাম ॥ ......

৭৫ মহাভারত

রচয়িতা : কাশীরাম ও কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ১৬১১। পত্রসংখ্যা ৭। খণ্ডিত। আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল ১২২১ সাল। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ ৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ কুন্তিদেবির বানভিক্ষা লিক্ষতে
রণে একু দিয়া কুরু গেলা নিজস্থানে। ক্রোধ করি দুর্জ্জোধন ডাকি সেনাগণে ॥
সভাই বলিল মোরে পাণ্ডব কোন ছার। এখন পালাহ সভে এ কোন বিচার ॥
সব সেনাগণ মোর দেস হতে লাজ। জয়বাদ্য দিয়া জায় পাণ্ডবসমাঝ ॥
তুমি কন্ন মহাবির বিদিত সংসারে। তোমার অগ্নিতে জুদ্ধ কে করিতে পারে ॥

ভিস্ম মিতামোহ দেখ প্রতাপে প্রচণ্ড। জার বানে সপ্তদিপ হয় খণ্ড খণ্ড ॥
মোর ভাগ্য সব বির রণে ব্যাম পায়। এখন কি হবে বল এহার উপায় ॥
... ...
[২খ ভিস্ম আজ্ঞা পায়া মুনি করিল গমন। কৃষ্ণের সাক্ষাতে গিয়া দিল দরসন ॥
মুনি বলে অবধান কর নারায়ণ। তোমারে মারিব কন্ন করিআছি পোন ॥
অজয় পায়াছি অস্ত্র সিবপুজার ফলে। পাণ্ডবগণেরে কালি মারিব সকালে।
মুনিমুখে সম চার পাইল শ্রীহরি। রাখিতে নারিলাম পাণ্ডব আহামরি ॥
অন্তরে জানিল ইবে ব্যর্থ সেই বাণ। পাণ্ডবের লাগ্যে হরি ধরণি লোটান ॥
ভক্তবৎস্যল্যে নাম এত দিনে গেল। এতদিনে পাণ্ডবের সর্ব্বনাস হৈল ॥
এতদিনে বিধাতা আমারে হৈল বাম। এতদিনে গেল মোর পতিতপাবন নাম ॥
যুধিষ্টীর হেন ভক্ত রাখিতে নারিল। কান্দিতে কান্দিতে কৃষ্ণ রাজার পাসে গেল ॥
জেষ্ট ভাব্য যুধিষ্টীরে প্রণাম করিল। কৃষ্ণ দেখি যুধিষ্টীর উঠি সম্বাসিল ॥
পদ্যঅগ্র দিয় রাজা বসাইল আসনে। জিজ্ঞাসিল ওহে হরি কি হেতু গমণে ॥
বিমন দেখিয়া তবে কহে নরপতি। দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ভাবি রমাপতি ॥
... ...ইত্যাদি কাহিনী তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে ষষ্ঠ পত্রে
... ...
[৬ক লজ্জা পরিহরি তোরে কহি সুন মহাবিরে তব জন্ম করি নিবেদন।
কন্নবিরের জন্মকথা অপূর্ব্ব ভারথগাথা সুন ভাই হয়্যা একমনে।
মন দণ্ড চিন্তা করি ভজ রামকৃষ্ণ হরি পরকালে তরিবে সমনে ॥৪॥
... ...ইত্যাদি
অতঃপর কাশীরামদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পত্র
[.৩খ কৃষ্ণেরে করিয়া স্তুতি যুধিষ্টীর নরপতি আজি মোর স্বস্তি হৈল মন।
তুমি জাহার সারথি ভাগ্যবান সেই রথি জিনিতে পারয় ত্রিভুবন ॥
আজি বসুমতি পাল্ল আজি সে নৃপতি হৈল্ল আজি সে সফল পরিশ্রম।
কন্নবির মহাবল পড়িল ধরনিতল সংগ্রামে পসিলা জেন জম।
কালের কলুসনাস পরলোকে স্বর্গবাস ভারথের পুন্যকথা সুনি।
শ্রোবণেতে পাপক্ষয় সংগ্রামে বিজয় হয় কাসিরাম বিরচিল বানি ॥
ইতি কন্ন’পর্ব্ব সমাপ্ত ॥৪॥
জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোস নাস্তিকং ভিমস্যাপে রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥
স্বাঅক্ষরমিদং শ্রীলুইধর সরকার সাং কাচগড়্যা পরগণে বায়ডা তরফ ভাণ্ডারহাটী এ পুস্তক

নিজ ॥ সন ১২২১ সাল তা ৭ ভাদ্র রোজ রবিবার বেলা ৬ দণ্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত হইল ইতি ॥

প্রসঙ্গতঃ পুঁথিসংখ্যা ৬৫১৮, কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য সঙ্কলিত হল।
খণ্ডিত পত্রসংখ্যা ৫, ৭, ৮ এবং ২২ থেকে ৫৮।

[২২ক পুন্যকথা ভারথের আনন্দলহরি। শুনিলে অধর্ম্মক্ষয় পরলোকে তরি ॥
হরিহরপুরবাসি সর্ব্বগুণধাম। পুরুসোত্তম মুকুন্দ মুরারি অভিরাম ॥
কাসিদাষ বিরচিল তার আসির্ব্বাদে। সদা চিত্ত রহে মোর দ্বিজপাদপদ্মে* ॥

[৩৬খ শ্রবণে মঙ্গল ভারথকমল সাধু দিলে সুপ্রকাস।
কৃষ্ণদাসাত্মজ কৃষ্ণপদাম্বুজ বন্দি কহে কাসিদাষ।

[৩৯ক মহাভারথের কথা অমৃতলহরি। শুনিলে খণ্ডয়ে পাপ ভবসিন্ধু তরি ॥
কাসিদাসের প্রভু নিলসৈলারুড়। দক্ষিণে অগ্রজ জার সম্মুখে গরুড় ॥

[৪২খ মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ। কহে কাসিরাম গদাধরদাসাগ্রজ ॥

[৪৯ মহাভারথের কথা অমৃত সমান। শ্রবণে পরম সুখ জন্মে দৃব্যজ্ঞান ॥
কাসিদাস দেব কহে বৈষ্ণবচরণে। মহাভারথামৃত করহ ভোজনে ॥

[২২খ ররুন্যক পর্ব্বক কথা বিচিত্র সুধার গাথা শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাস।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের পুত বিরচিল কাসিরামদাস ॥

৭৬ মহাযোগতত্ত্বসার

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৭০৮। পত্রসংখ্যা ১২। অখণ্ডিত। আকার ১০"×৩১/২"। রচনাকাল ১০৭৮ সাল। আধার আধুনিক কাগজ। লিপিকাল ১৩৩৯ সাল। নাথ বৈষ্ণবতত্ত্বগ্রন্থ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[৫০ক মহাযোগতত্ত্বসার
শ্রীহরি স্মরণং। নমো গণেশায়।
নমো নারায়ণায় প্রভু ত্রিজগৎপতি। যাঁহার অন্ত জানিতে পারেন ব্রহ্মা পশুপতি ॥
নমো নারায়ণ প্রভু কুর্ম্মঅবতার। লীলায় ধরিলে তুমি পৃথিবীর ভার ॥
নমো নারারণ প্রভু মৎস্যরূপ ধরি। মীনরূপ হঞা চারিবেদ উদ্ধারি ॥
নমো নারায়ণ প্রভু নরসিংহঅবতার। হিরণ্যকস্যপে কোপে করিলে বিদার ॥
নমো নারায়ণ প্রভু বামনরূপ ধরি। ছলিয়া লইলে বলির পাতালপুরী ॥
নমো নারায়ণ দশরথের কুমার। নিক্ষত্রিয় করিলে বসু তিন সাত বার ॥
দশমেতে কল্কিরূপ হৈঞা নারায়ণ। কল্কি হঞা কৈলে যবন নিধন ॥
নমো নারারণ দেব বৌদ্ধঅবতার। লীলায় করিলে সকলে একাকার ॥ ৫০ক]
[৫০খ একা হঞা হইলে প্রভু দশ অবতার। শিব বিধির অগোচর অনন্ত বিস্তার ॥
এক সুখ নাহি তার হয় নাহি রোগভোগ। নাহি তার জরা মৃত্যু নাহি [সোগ] ॥
যেই নিরঞ্জন ভাবনা না ভাবিহ আর। নিগু´নের গতি সেই সুখদাতা জান ॥
তবে অঞ্জন গেলেন নারায়ণ। তাহারে ভাবিলে হয় কোন প্রয়োজন ॥
তবে কৃষ্ণ বোলেন শুন ধনুর্দ্ধর। দৃঢ়ভক্তি হইলে তাঁহার স্মোসর ॥
বিষ্ণুভক্তি হইলে হয় তার স্বর্গভোগ। তথাচ নাহি তার জরা মৃত্যু রোগ ॥
তবে অর্জ্জুন বোলেন শুন নারায়ন। স্বর্গের অধিক আছে এ তিন ভুবন ॥ ৫০খ] ...ইত্যাদি
ইতি মহাযোগতত্বসারে কৃষ্ণঅর্জ্জু´ন সম্বাদ সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষ। ভীমস্বাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ ৬০খ] [৬১ক ইতি সন হাজার ৭৮ সাল তারিখ ১৭ই সতরঙ আষাঢ় সাকিম শ্রীদক্ষিণ খণ্ড। লিখিতং শ্রীপদ্মনাভ ঠাকুর জিউ ॥ ১লা আশ্বিন নকল হইল। ৺নৃসিংহপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দপ্তর হইতে সংগৃহীত। শ্রীপ্রফুল্লমোহন চট্টরাজ ১৩৩৯ সাল। দক্ষিণ খণ্ড পো বনওয়ারীবাদ জেলা মুর্শিদাবাদ ৬১খ]

৭৭ মহারাষ্ট্রীয়আক্রমণের কবিতা

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৮৭২ । পত্রসংখ্যা ১ । খণ্ডিত । আকার ৭"×৪½" । লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন । আধার তুলট । চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (২) গ্রন্থে মুদ্রিত । সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল ।

বিরভম থাক্যা আইল বরগি বর্দ্ধমানে থানা । বর্দ্ধমান ছাড়িয়া হুগুলি আইল কথজনা ।
ফজুদর সেহমান পলায় আর ফরাস । এনসাল ওলোন্দা[জ] প[লায়] পাইয়া তরাস ॥
কলিকাতায় ঙিঙ্গিরাজ পলায় আর পলায় শ্বাস । বরগিরে দেখিয়া তারা না করে বিশ্বাস ॥
হুগুলির ফৌজে আস্যা ব···অছা কামানি । মির হবিব সনে বর্গি করিছে মেলানি ॥
কেহ বলে নৈতন ফজুদর আসিছে মোর দেসে । মিলন করিতে কেহ জায় তার পাসে ॥
কানানি দিয়া হুগুলির ফৌজে আস্যে বর্গির পাল । বর্গি দেখ্যা লোকজন কাপে হানেহাল ॥
বর্গিসকল জখন আস্যা হবে এগস্তর । কাঙ্গাল গরিব মার্য্যা ঘুচাবে লুটিবে সহর ॥
॥ ইহার পর লিখিতে হবে ॥
কাটয়াতে পার হআ আইল হুগুলি সহর । বর্গি দেখিতে চলিল জত নগরের নাগর ॥
জসোর জায় বর্গি··· ··· ··· ···
অতঃপর খণ্ডিত ।

৭৮ মাধবসংগীত

রচয়িতা : পরশুরাম রায়

পুঁথিসংখ্যা ১৫৯৬ । পত্রসংখ্যা ১৩৬ । অখণ্ডিত । ১৩"×৪½" । লিপিকাল ১১৯৩ সাল । আধার তুলট । অংশতঃ মুদ্রিত হইল ।

[২ক নয়নং অবলোকন তাপিতপাপহরং । করুনাকর কীর্ত্তময়ং কলিকালভুজঙ্গমদর্পহরং ॥
২ক]

[২খ নমঃ শ্রীললিতায়ৈ ॥ স্যাস্থোন্দশদ্গু জগশক্র পতত্রি পত্র পট্টাংশু কামরুণ কঞ্চুলি কাঞ্চিতাঙ্কিং। গোরোচনারুচিরিগহর্ন গেবিমানাং। দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥১॥ রাধাশুধাং কিরণমণ্ডলকান্তিদন্তি বক্তৃশ্রিয়ং চকিত চারু চামুর নেত্রাং। রাধাপ্রশাদন বিধানকলাপ্রসিদ্ধা দেবিমিত্যাদি ॥২॥ বাৎসল্যবৃন্দ বসন্ত পশুপাল্ল বান্ধা সখ্যানুশিক্ষণ কলা সুগুরু সখীনাং। রাধা ব্রজেশসুত জীবিত নির্ব্বিশেষাং দেবি মিত্যাদিঃ ॥৩॥ রাধামুকুন্দপদসম্ভব ঘর্ম্মবিন্দু নির্ম্মঞ্ছনে পিকবলীকৃত দেহলক্ষ্মী। উত্যঙ্ক সৌদ্রিদি বিশেষবসাৎ প্রগল্ভাং দেবিমিত্যাদিঃ ॥৪॥ ধূর্ত্তে ব্রজেন্দতনয়ে তনু সুষ্টু বাম্যা মা দক্ষিণা ভবকলঙ্কিনি লাখবায়। রাধে গিরং শৃনিহিতামিতং শিক্ষায়ন্তিং দেবিমিত্যাদিঃ ॥৫॥ য়াজ্ঞামপি ব্রজকুলে বৃশভানুজায়া প্রেক্ষাস্ম পক্ষ পদবী মনুরুদ্ধমানাং। সঘস্ত দিষ্ট অটনেন কৃতার্থয়ন্তী দেবিমিত্যাদিঃ ॥৬॥ রাধামতি ব্রজপতে কৃতমাতত্ব জেন কটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীং। বাগভঙ্গিভিস্তমচিরেন বিন জয়ন্তীং দেবিমিত্যাদি ঃ ॥৭॥ রাধা ব্রজেন্দ্রশুত শঙ্কমঙ্কচর্য্যাং বর্যাং বিনিশ্রিত রতি মখিলোৎ সবেদ্য। তাং গোকুলপ্রিয়সখি নি সবমুখ্যাং দেবিং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৮॥ নন্দন মুনিন ললিতাং নিপদ্যা নিয়ঃ পঠতি নির্ম্মলদৃষ্টি বষ্টোপ্রত্যা বিকর্শাতি জনং নিজবৃন্দমধ্যেতং কং উদাপতিকুলো উবলকীর্ত্তিবৃন্দঃ॥ শ্রীললিতাষ্টকং সংপূর্ন্নং ॥ ২খ]

[৩ক প্রেমের স্বভাব ভাব ভাব না জানিঞা। জপ জোগ চর্য্য করে নামগুণ গাঞা ॥
নারদ প্রসাদ শুক বিরিঞ্চি বাশব। শনকাদি করে নিতি যার অনুভব ॥
হেন প্রেমধন প্রভু সকরুন হঞা। দুরন্ত দুর্গতে দিল জাচিঞা জাচিঞা ॥
জেই কর্ন্নদ্বারে কৃষ্ণকথা নাহি জায়। প্রেমার লালসে হেন সেহ নাচে গায় ॥
রাধাকৃষ্ণ পরিচর্য্য প্রতি গেহে গেহে। ভাবের সঞ্চার আজি প্রতি দেহে দেহে ॥
যত অবতার প্রভু কৈল যুগেযুগে। কলিযুগে গৌরহরি অখিলের ভাগ্যে ॥
ধন্য কলিকাল চারি যুগের ভীতরে। গৌরাঙ্গ করুনানিধি জাহাতে বিহরে ॥
অপার গুনের কথা শুধার সমুদ্র। কহিতে না পারে কত প্রজাপতি রুদ্র ॥
আনন্দে সাঁতার দিতে গৌরাঙ্গের গুনে। ভুবনমোহন গোরারূপ পড়ে মনে ॥
দামিনী ঘুমনি জিনি নব গোরোচনা। চম্পককন্দকোশকান্তি কাঁচশোনা ॥
অবদাত তনু পুন চলচল করে। এক অঙ্গে রূপ শত নয়নে না ধরে ॥
... ...
... ...ইত্যাদি

[৪ক পরুশরামের এই পরম বাশনা। মাধবসঙ্গীত মহাপ্রভুর বন্দনা ॥

[৭খ জানিঞা না জানে মন   বৈষ্ণবপ্রভুর ধন   ভক্তপদে হঞা প্রনীপাত ।
চম্পকনগরী ধাম   তাহাতে নিবাস ধাম   নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥
লোকনাথ হরিরায়   তৎসুত সুবুদ্ধি রায়   তার পুত্র শ্রীমধুশূদন ॥
দ্বিজকুলে জন্ম পাঞা   তাহার নন্দন হঞা   বিরচিল কৃষ্ণের কীর্ত্তন ॥
পাঞা গুরুউপদেশ   কৃষ্ণশেবা সবিশেষ   অনন্ত মহিমা গুনগ্রাম ॥
আপনি কলম ধরি   লিখন করেন হরি   পরুষরামের মাত্র নাম ॥

[৪৭ক কালিন্দির কুলে কৃষ্ণ করে মহাতপ ।   আপনার মন্ত্র আপনি করেন জপ ॥
পরুষরামের রহু গুরুপদে আস ।   দেহ পদতলছায়া মনোহর দাস ॥

[৬৬খ ক্ষেত্রি য়বতংশ   মহারাজবংস   কুমার সিখর স্যাম ।
জার দেসে বসি   সঙ্গিত বিলাসি   রচিল পরুষরাম ॥

[১০৬ক তুমি সে করুনাসিন্ধু   অনাথজনের বন্ধু   মোরা সভে চরনকিঙ্করি ।
খণ্ডিঞা সকল মায়া   মনোহরদাসে দয়া   কর কৃষ্ণ না কর চাতুরি ॥
অনুজ কিসোরদাস   তার পুর অভিলাস   কৃপা কর বৃন্দাবনদাসে ॥
মাধবদাসের মনে   বিলসই অনুক্ষনে   প্রিয়া জত পরিণত বেসে ॥

[১৩৬ক শ্রীরূপ সনাতন   পরম কারন   অনেক পুরানের ভাষা ।
শেষের উক্তি শুনি   মঙ্গল অনুমানি   মাধবসংগিত আসা ॥
নীগরবর শ্যাম   প্রসঙ্গ অনুপাম   বিবাহবিধি বৃন্দাবনে ।
অশেষ পাপ হরে   জাতনা জায় দুরে   শ্রদ্ধায় জে জন শুনে ॥
সংশারে ধনি ধনি   ক্ষেত্রীয় শিরোমনী   শিখরশ্যাম অধিপতি ॥
নৃপতি আশ্রমে   দ্বাদশকন্য গ্রামে   রচিল সংগীত পুথী ॥
ধন্য সে ঠাকুরাল   বাঢুক বহুকাল   ধনি সে পাত্র পরধান ।
ধন্য সে সব প্রজা   বৈষ্ণবপদ পুজা   করেন হরি গুনগান ॥
পরশুরাম দিন   সাধন মঙ্গল হিন   ব্রাহ্মনকুলশিল পাঞা ।
দিবস দুই চারি   প্রকারে পরিহরি   রাধিকা কৃষ্ণগুন গাঞা ॥

[১৩৭ক পরশুরামের রহু গুরুপদে আসা ।   এহোকালে পরকালে বৈষ্ণব ভরোষা ॥
ইতি শ্রীমাধবসংগীতগ্রন্থং সংপূর্ন্নং ॥

লিখিতং শ্রীরাধারমন ঘোষ তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণ শিংহ সাকিম বাতিকার॥ সন ১১৯৩ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র শুভা ষষ্টী মঙ্গলবার॥ শকাব্দাঃ ১৭০৮। ৪। ১৫। ৮। সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ॥ আদর্শ শ্রীযুত গোপীচরণদাস বৈরাগীঠাকুর মোকাম ৺পাএড়ের আখড়া॥ লিখিতং বহুজত্নেন যশোচারয়তি পুস্তকঃ। শূকরী তস্য মাতা চ পিতা চ ভব গর্দ্ধবঃ॥ শ্রীশ্রী॥ শ্রীশ্রী৺॥ এক শত সপ্তত্রিংশৎ পত্রে মাধবসংগীত গ্রন্থ সমাপ্তঃ॥ ১৩৭ক]

৭৯ মীনমছন্দগোরখগোষ্ঠ

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৬২৩। পত্রসংখ্যা ২। খণ্ডিত। আকার ১৪"×৩"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন আধার তুলট। সাহিত্যপ্রকাশিকা পঞ্চম খণ্ড গ্রন্থে মুদ্রিত।

৮০ মীরাবাঈএর কড়চাগ্রন্থ

রচয়িতা : মুকুন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৭১০। পত্রসংখ্যা ২৬। অখণ্ডিত। আকার ৮"×৩½"। লিপিকাল আ. ৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার আধুনিক কাগজ।

[১ মীরাবাঈএর কড়চাগ্রন্থ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥
একত্রে বন্দনা মোর সর্ব্বভক্তজনে। যত ইতি ভক্ত আছে স্ত্রীপুরুষগনে॥
আমি অতি ক্ষুদ্র হই পিপীলিকা জন। সবে কৃপা কর মুঞি দীনহীন জন॥
চৈতন্যের গম সব রস অতি ধীর। রসপ্রেমে ডগমগি বুঝিতে গম্ভীর॥
পূর্ব্বে শুষ্ক বিধি ধর্ম্ম দিলা গোরারায়। সেই শুষ্কধর্ম্মে ভক্তের কতদিন যায়॥
তবে শুষ্কধর্ম্মে ভক্তের বহু কষ্ট হয়। ভক্তের কষ্ট দেখি প্রভুর অন্তরে বাজয়॥১]
[২ এত চিন্তি মহাপ্রভু কহে অন্তরায়। রাধাতত্ত্ব প্রেমভক্তি জানাইতে আশায়॥
রসময়ী আদেশি তারে কিছু কয়। নিজঅংশ শক্তিদানে মাধুর্য্য জানায়॥

এই বাক্যে রসময়ীর আহ্লাদিত মন। মাধুর্য্য জানাইতে ভক্তে করিলা চিন্তন॥
রমনীর সঙ্গ বিনা মাধুর্য্য না পায়। রমনরঙ্গে ভাবতরঙ্গে মাধুর্য্য উদয়॥
এত চিন্তি নিজঅংশে অংশিনী প্রকাশিল। শুদ্ধরস লাগি প্রকাশ করিল॥
পূর্ব্ব রসিকগনে রসিকিনী দিয়া। সাধাইল আপনধর্ম্ম করুনা করিয়া॥
চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি জয়দেব হয়। বিল্বমঙ্গল সহ চারিজন হয়॥
এই সব পূর্ব্ব রসিক সাধে রসবতী। তারা পদ্মা লছিমা বেশ্যা চিন্তামনি তথি॥
এই চারি রতিশুদ্ধ রাধার অংশিনী। সাধিলেন চারিজন রসিকশিরোমনি॥
পূর্ব্বেতে গোস্বামীগণ সাধে প্রেমধন। ক্রমশঃ তাহাদের বিষয় করিব যোজন॥
প্রথমে স্ত্রীরূপ ছিলা ধর্ম্মঅধিকারী। আলবনে সিদ্ধ সেবা একাহারী॥
প্রকৃতিবদন তিঁহ কভু নাহি হেরে। সে সব কঠোরধর্ম্ম অন্যে কেবা পারে॥
এই ধর্ম্ম ব্রজরূপ রহে এইভাবে। ইহা বৈ অন্য ধর্ম্ম কিছু নাহি জাগে॥
এইমত প্রভুর স্থানে আসিতেছিলা। তথা হইতে মহাপ্রভু ব্রজে পাঠাইলা॥ ২]
[৩ ব্রজে আসি বাসা করি তথাই রহিলা। ভিক্ষা নিব্বাহনবৃত্তি করিতে লাগিলা॥
তবে সেই ব্রজের মধ্যে রহে মীরাবাঈ। রূপে গুনে সমপ্রভা রসবতী কয়॥
রসময়ীর ইচ্ছারূপে মাধুর্য্য জানাইতে। মীরাবাঈসহ প্রীত এই সে উচিতে॥
এক সহ চারি বারে আপন স্থান হইতে। পূর্ব্বেতে পাঠাইলা মীরা উদ্দীপন দিতে॥
সহচরি যাইবে সে রূপের কুঞ্জদ্বারে। দরশন পাই গোঁসাই চাহত আমারে॥
এত শুনি রূপ কহে একি বিপরীত। নারীসহ আলাপন না হয় উচিত॥
তুই কেন হেথা আইলি কিবা কার্য্য তোর। বুঝি কৃষ্ণ বিমুখ হইল ধর্ম্ম লাগি মোর॥
যাহ যাহ ব্রজবামা কিবা কার্য্য হেথা। প্রকৃতি হেরিলে মোর ধর্ম্ম যাবে বৃথা॥
এত শুনি ব্রজবামা রূপে কহে কথা। কাহার ভজন কর কহ সেই বার্ত্তা॥
রূপ কহে কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি জানি। সকলের মূলে কৃষ্ণ সর্ব্বশিরোমনি॥
এত শুনি সহচরি রূপে কহে বানি। আমি যাহা কহি তাহা শুনহ আপনি॥
কহ দেখি তোমার জন্ম কিরূপে হইল। রূপ কহে মাতাপিতার সঙ্গমে হইল॥
সহচরি কহে স্থিতি মাতায় কি পিতায়। রূপ কহে পিতার বীর্য্য আসি মাতার গর্ভে
জন্মায়॥
এত শুনি সহচরি কহিছে বচন। অবোধ অজ্ঞাত তোমার না হবে ভজন॥
রজে রজে জন্ম তোমার শুদ্ধরূপ দেহ। নারিগর্ভে জনমিয়া নারীনিন্দা কহ॥ ৩। ৪]
[৬। ৭ যদি বা জন্মিতে তুমি পুরুষউদরে। তবে নারী দোষবাক্য সত্য হইত মোরে॥
শক্তিগর্ভে জনমিয়া শক্তিনিন্দা কর। কিবা কার্য্য ভজনে তোমার মিছা শ্রম কর॥

মায়ের চারি বাপের চারি ঈশ্বরদত্ত দশ। এই আঠার কামে দেখ মহারস ॥
লোম চক্ষু রক্ত মাংস মায়ের এই চারি। সত্যা মিথ্যা দেখ দেহেতে বিচারি ॥
অস্থি নখ শির মজ্জার এই চারি দশ ইন্দ্রিয় দেখ ঈশ্বরের কারিকুরী ॥
তাহাতে মেলয়ে ভিন্ন শৃঙ্গার এক রস। সেই সব গুপ্তে রহি জগত করে বশ ॥
এত শুনি রূপ কহে এ কথা হয়। গুরুউপদেশে পুন জন্ম হয় ॥
পুনঃ সহচরি কহে অবোধ জ্ঞানহীন। বুঝিয়া না বুঝ ইথে কহয়ে কঠিন ॥
মাতাপিতার রক্তবীজ অষ্টচিজ হয়। গুরু উপদেশে এই অষ্টকশোধয় ॥
মাতাপিতার যেই বস্তু তাহাই হয় দেহ। গুরু তাহে মন্ত্র দিয়া শুদ্ধ করে সেহ ॥
প্রকৃতি পরমাশ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরানী। হেন যে প্রকৃতি ভজে কৃষ্ণ আপনি ॥
তুমি যারে ভজন কর প্রকৃতি নিন্দিয়া। সেই ভজন করে পদে পুষ্প দিয়া ॥
প্রকৃতি ভজিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং শিরোমনি। হেন শক্তি নিন্দি তোমায় কিসে গনি ॥
যে কৃষ্ণ ভজিয়া তোমার এতেক গুনন। সে কৃষ্ণ কি কহে তাহা করহ শ্রবন ॥

অতঃপর—এই ত কহিনু রূপ বিলাস লাগিয়া। সন্ধ না করিহ সাধ যতন করিয়া ॥
প্রকৃতি দেখিয়া তোমার সন্ধ ছিল মনে। সন্ধ নহে সেই উত্তম পরম কারনে ॥
প্রেমরসবস্তু মূলে মাত্র হয়। নায়িকা বিহনে তাহা কাঁহা না মিলয় ॥
এতএব ভজ রূপবতী রায়। সদা কলিজ্ঞার প্রায় দুভাগ নাহি হয় ॥
মিলিয়াছে তোরে রূপ রসবতী রাই। যেই শিক্ষা দিল তোরে নামে মীরাবাঈ ॥
যে সব কহিল তোমায় মীরাসহচরী। সব শুভ হয় সাধ মন ঐক্য করি ॥
তাহাতে না কর ভুল এই সত্যবচন। তোমারে কহিল রূপ করহ সাধন ॥
এত শুনি রূপ তবে হর্ষ হইল। উঠিয়া স্বরূপের বন্দনা করিল ॥
কোলাকুলী করি রূপ বিদায় হইল। মীরার স্থানেতে আসি উদয় হইল ॥
স্বরূপবাক্যেতে রূপ স্নিগ্ধ অন্তরে। প্রনয়াদি সাধ্য যত সব সারে মীরে ॥
এই ত কহিল মাত্র রূপ প্রসন্নতা। চতুর্থ অঙ্কেতে রূপ স্বরূপেতে কথা ॥
ইতি মীরাবাঈএর করচা সমাপ্ত ॥

৮১ মুকুন্দমঙ্গল

রচয়িতা : হরিদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৮৭১। পত্রসংখ্যা ৯৮। খণ্ডিত। আকার ১৪"×১০"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। মঙ্গলকাব্য। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[২০ক ··· ··· ··· ··· ··· ···। ··· ··· ভয় করহ অন্তরে ॥
এতেক বিনতি করে জেই দেবগ[ন]। তোমা সনে যুর্দ্ধ সে করিব কোন জন ॥
স্ত্রীগুন লইয়া ক্রিড়া কর অন্তঃপুরে। ভুবন জীনিতে পারে তোমার কিংকরে ॥
বহুস্থানে বিষ্ণু থাকে সিব বনবাসি। চন্দ্র সুর্য্য আদি দেবে ত্রিন হেন বাসি ॥
অল্প ধৈর্য্য ইন্দরাজা সংগ্রামে কাতর। অতিবৃদ্ধ ব্রহ্মা তপ করেন নিরন্তর ॥
অপেক্ষা না করিব পত্নি সদেবে। এমনি করিব জেন তোমা জানি সেবে ॥
আমা সভা যুক্ত কর সক্রুর নাসনে। কিছু না করিহ চিন্তা থাক সুস্তমনে ॥
অতি বড় রোগ যেন চিকিস্থা না হয়। ইন্দ্রিয়সকল যেন নিবারি না লয় ॥
তেন আমা সভার সরিরে আছে বল। ···করিয়া মানে বিপক্ষ সকল ॥
মহাদুষ্টমতি সব অসুর সঞ্চয়। সভে মেলি এই যুক্তি করিলেন নিন্নয় ॥
দেবতার মুল বিষ্টু জানিহ নিশ্চয়। জায় ধম্ম সনাতন সর্ব্বসাস্ত্রে কয় ॥
তার অজ্ঞ বিপ্র সব অজ্ঞ সদক্ষিনা। নিশ্চয় বলিএ রাজা তায় দিবে হানা ॥
ব্রহ্মবাদি ব্রাহ্মণ তপসি ধর্ম্মসিল। মারিব সকল গাই···থে নাহি উঠিল ॥
বিপ্রগরুমদসম তপস্যজ্ঞ দিয়া। ···ভিক্ষা হরের তনু ইথে নাহি মায়া ॥
বিষ্টু সব সর্ব্বধর্ম্ম কর্ম্ম গুহাবাসি। তাহার অধিন এই যত দেবঋসি ॥ ২০ক]
[২০খ ঋসি সকলের হিংসা বড়ই উপায়। সর্ব্বথা বলিএ নাস করিব সভায় ॥
···ত্রির সনে মন্ত্র করেএ দুর্ম্মতি। ব্রহ্মহত্যা হিত করি মানিল নৃপতি ॥
কালপাসে বান্দা গেল মতি হইল আন। অসুরে কহিল সব নাসের বিধান ॥
কামরূপি অসুরের করিআ আশ্বাষ। পুরি প্রবেসিল রাজা ছাড়িয়া নিশ্বাষ ॥
রাজা শুনি দৈত্য সব করে এক মেলা। চারিদিগে জিবহিংসা করিতে লাগিলা ॥
আয়ু লক্ষীয় সধর্ম্ম সব নষ্ট হয়। সাধুজন হিংসায় সকল সাস্ত্রে কয় ॥
দৈত্য মেলি সভে যুক্তি করিল সুন্দর। আগুন মেটায়্যা দিল পুড়ে কংসসর ॥

দসমের চতুর্থ অধ্যায় হইল সায়। মুকুন্দমঙ্গল হরি লিখিল ভাষায় ॥ ১৯ ॥
অতঃপর বিভিন্ন অধ্যায় আরম্ভ।
[২৪৪খ একাসি অধ্যায় দসমের হইল সায়। মুকুন্দমঙ্গল নাম হরিদাস গায় ॥৮১॥
অতঃপর গ্রন্থটি খণ্ডিত।

৮২ যাত্রাপালা

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৬৪২। পত্রসংখ্যা ৮। অখণ্ডিত। আকার ৯"×৫½"। লিপিকাল ১৩১০ সাল। আধার আধুনিক কাগজ।

শ্রীশ্রীদুর্গা স্মরনং (শিবা) সন ১৩১০ সাল। ৪ বৈশাখ
১ন। দুর্গে। তুমি দরিদ্র বল কাকে। ২ন। সর্ব্বমঙ্গলে। সকল সংসারেই কি তাই ॥ ৩ন। দীনতারিনী। দরিদ্র হলেই কি তার সংসারে দুঃখ ভিন্ন সুখ থাকে না, তুমিই তাই স্থির জেনেছে॥ ৪ন। ত্রিগুনতারিনী। তা নয়, এই ভবতলে যে অনিত্যধনে ধনী, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, শতশত দাসদাসী যার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত তার সহধর্ম্মিনী যদি পতিদ্বেষিনী, মুখরা ও কলহপ্রিয়া হয়, পুত্র কদাচারি ও সর্ব্বদা কুকার্য্যে রত এবং ভৃত্যগন অনুমতিপালনে বাধা উপস্থিত করে, তার সংসার অরন্য তুল্য, অতুলঐশ্বর্য্য স্বত্বেও তার মত দুঃখী জগতে আর কেহই নাই আর যে ব্যক্তি অতি দীন, কেবল নিত্যধনের ভরসায় নিত্য ভিক্ষাদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে তার পত্নি যদি পতিপরায়না প্রিয়ভাষিনী ও শুসিলা হয় এবং পুত্র সচ্চরিত্র, শান্ত ও পিতৃমাতৃ পরায়ন হয় সকল অভাব স্বত্বেও তার সংসার স্বর্গতুল্য তার মত মহাসুখী জগতে আর কেহই নাই অচিন্তরূপিনী। ইহলোকে যারা অনিত্যধন নিয়ে কারবার করে, ব্যবসায়ের লাভলোকসান অনুসারে তারা কখনও মহাসুখী কখনও যার পর নাই দুঃখ ভোগ করে, আবার কোন সুত্রে যদি সমস্ত মূলধন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তাদের

দুর্গতির সীমা থাকে না, হয়ত বাকীর দায়ে দেশ ত্যাগ কর্ত্তে হয়, আর যারা কেবল নিত্যধনের ভরসায় কারবার করে, তাদের ব্যবসা চিরদিন সমভাবেই থাকে, কখনও লাভলোকসান, সুখদুঃখ, অভাব সঙ্কুলন তাদের আর কিছুই চিন্তা কোর্ত্তে হয় না, পরিনামে দেশত্যাগ কোরে পলায়নও কোর্ত্তে হয় না, ধনি দরিদ্র কেবল ইহলোকের খ্যাতিমাত্র, আদর অনাদর সকলই ইহলোকের জন্য কিন্তু পরলোকে সকলেই সমান গতি সমান আদর তখন ধনীর জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট আছে, দরিদ্রেরও তাই তবে যার পুণ্যবল সম্বল থাকে সেই চরমে পরমধাম প্রাপ্ত হয় অভয়ে। অনিত্যধন কেবল ইহলোকের জন্য আজ আছে কাল নাই, তবে তার বিনিময়ে যদি কেউ সুকৃতি সঞ্চয় কোর্ত্তে পারে সেই ধনই তার সার্থক এবং চরমের সম্বল আর যে ব্যক্তি কুক্রিয়ায় অপচয় কোরে কলুষ সঞ্চয় করে সেই ধন তার পরিনামে কৈবল্যপথের কণ্টকস্বরূপ বিষম বিড়ম্বনার কারণ হয়। নিস্তারিনী। আর সেই নিত্যধন, নিখিল ভয়ভঞ্জন নিত্যানন্দ ময় হরির রাঙ্গা চরণ অবলম্বন করে যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে তার ইহপরকাল সর্ব্বত্রই সমান, বরং ইহকাল অপেক্ষা পরকালই পরম সুখ, কিন্তু দরিদ্রতা ভিন্ন নিত্যবস্তু লাভের সহজ উপায় আর কিছুই নাই॥ ৫ন। সর্ব্বার্থসাধিকে। সংসার আশ্রমেই সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, সংসার ধর্ম্মের তুল্য আর ধন নাই, সংসারি হলেই যে পরিণাম চিন্তার সময় থাকে না কুচিন্তা ভিন্ন সংসারীর হৃদয়ে পরিণামে পরমার্থপ্রদ সুচিন্তার উদয় হয় না একথা তোমায় কে বোলেছে, পঙ্কিলমৎস যেমন পঙ্কে বাস করে গায়ে পঙ্ক মাখে না পদ্মপত্র যেমন সর্ব্বদা জলে থাকে, অথচ গায়ে জলবিন্দু লাগতে দেয় না, সেইরূও যে ব্যক্তি নির্লিপ্তভাবে সংসারআশ্রমে থেকে সর্ব্বজিবে সমান দয়া অন্যের অহিত সাধনে বিরত এবং সর্ব্বদাই মনে করে যেন আমার দ্বারায় জগতে কারো মনঃকষ্ট সাধিত না হয় এইভাবে যথাসাধ্য সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, দিনান্তে একবার নিখিলভয়ভঞ্জন হরি বোলে ডাকে তার কি আর পরিনামে পরিত্রাণলাভের চিন্তা থাকে। ······ইত্যাদি

৮৩ যোগাভ্যার বন্দনা

রচয়িতা ঃ কৃত্তিবাস

পুঁথিসংখ্যা ১৮৫৩। পত্রসংখ্যা ৫। অখণ্ডিত। আকার ৯½"×৩½"। লিপিকাল ১২৩৯ সাল। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ নম গনেসায় নম। অথ জগৰ্দ্ধ্যার বন্দনা লিক্ষতে ॥ নিলকমলদল খঞ্জননয়ানি। য়ার কতোদিনে দয়া করিবে ভবানি ॥ জয় জয় জোগৰ্দ্ধ্যামাতা খিরগ্রামে বসি। য়বনিমণ্ডলে য়াসি গুপ্তবারানসি ॥ বামহস্তে খপর মাএর দক্ষিণহস্তে খাণ্ডা। রাবনের ঘরে মাতা ছিলে উগ্রচণ্ডা ॥ তব পূজা রাবন করিলা চিরকাল ॥ তোমা সেবি সৰ্গ্যমৰ্ত্ত জিনিল পাতাল ॥ রাবন হরিল রামের সিতা হেন নারি। জানুকি অন্ন্যাসনে হনুমান গেলা লঙ্কাপুরি ॥ লঙ্কা সমাৰ্পণ করিলা হনুমানের তরে। পাতালে রহিলাম মহিরাবনের ঘরে ॥ মহিরাবনের তরে বিধি হইলা বাম। কাঞ্চন হরিয়া নিল লক্ষনা শ্রীরাম ॥ ১খ] [২ক রামের উদ্দিসে গেলা তথা বির হনুমান। মহির মণ্ডু কাটিয়া তোমারে দিলা দান ॥ সংঙ্গে নিল হনু দেবি দসভূজা। য়বনিমণ্ডলে য়াসি তোমার কৈলা পূজা ॥ বিম্বকৰ্ম্মার তরে রাম দিলা য়াজ্ঞা দান। য়ক্ষয় দেউল বিশ্বাঞ করহ নিৰ্ম্মান ॥ সিংহপৃষ্টে মহামায়া করহ স্থাপন। রাবন বধিয়া দেসে গেলা নারায়ন। হরিদত্ত রাজা ছিল সয়ন করিয়া। সপ্নতে কহিলা মাতা সিয়রে বসিয়া ॥ কতো নিদ্রা জাহ বাপু হইয়া অচেতন। কাঞ্চনা ছাড়িয়া য়াইনু তোমার কারণ ॥ তোমারে পুসন্ন য়ামি হইলা ভদ্রকালি। মোর পূজা কর বাছা দিএ নরবলি ॥ এতেক য়ুনিয়া রাজা তুলিলেন গা ॥ ২ক][২খ দেখিল সিয়রে বসি জগতের মা ॥ করজোর করি রাজা করে ক্রিতাঞ্জলি। রাজা বলে নিত্য কোথা পাব নরবলি ॥ তুমি ভগবতি জদি দেহ প্রানদান। আপনার পুত্র কাটি দেব বলিদান ॥ এতেক য়ুনিয়া দেবি বলেন বচনে। তব পুক্র দান লইব কেমনে। ইসত হাসিয়া বলে দেবি ক্যাতায়নি। য়ুন বাছা পুজার নিয়মকথা বলি ॥ সমস্ত বৈসাখ গ্র্যামে হলিদ্রা না বাটি। সমস্ত বৈসাখে অন্নে নাহি দিবে আটি ॥ সমস্ত বৈসাখে গ্রামে বিওলি না ফিরাবে। সমস্ত বৈসাখ গ্রামে সল্ত্যা না পাকাবে। সমস্ত বৈসাখ গ্রামে না বাহিবে হাল। সংক্রাতিদিবসেতে পুজিবে চিরকাল ॥ এতে ২খ] [৩ক ক য়ুনিয়া রাজা ওলসিত প্রান। ছাগ মেস মহিস কাটিয়া দিল দান ॥ নানা উপহারে দিল দেবি বিদ্যমানে। আপনার পুত্র কাটি দিল বলিদান ॥ সাত দিন

পুজিল রাজা দিয়া সাত বালা। অবসেসে খিরগ্রামে করা দিল পালা ॥ সকল গ্রামের পালা নিবুড়িয়া গেল। পুজারি ব্রাহ্মনের পালা নিকট হইল ॥ এক পুত্র বিনে দুই পুত্র নাহি। কি দিয়া করিব পুজা য়ভয়ার ঠাই ॥ প্রানরক্ষা নাহি পাই খিরগ্রামে রয়া। স্ত্রী পুত্র লইয়া দ্বিজ জাই পালাইয়া ॥ স্ত্রী পুত্র লইয়া দ্বিজ পালাইয়া জায়। গম্ভিরে বসিয়া দেখে জগতের মায় ॥ ৩ক][৩খ মোর ভয়ে কৃষ্ণ দ্বিজ জায় পালাইয়া। ব্রাহ্মনির বেসে পথ য়াগলিল গিয়া ॥ এতো রাত্রে কৃষ্ণ দিজ তুমি জাহ কোথা। বুঝি পালাইয়া জায় খ্যায়া মোর মাথা ॥ ব্রাহ্মন বলেন জে কহিতে ভয় বাসি। জোগর্দ্ধা নামেতে রাজা এনেচে রাক্ষসি ॥ য়াপনার পুত্র কাটি দেবিপূজা কৈল। অবসেসে খিরগ্রামে পালা করা দিল ॥ সকল গ্রামের পালা নিবুড়িয়া গেল। অভাগা ব্রাহ্মনের পালা প্রভাত হইল ॥ প্রানরক্ষা নাই পাই খিরগ্রামে রয়া। স্ত্রী পুত্র লইয়া আমি জাই পালাইয়া ॥ এতেক ষুনিয়া বলে দেবি কাত্যায়নী। ব্রাহ্মনিরূপেতে হয় মহিষমর্দ্দিনি ॥ ৩খ] [৪ক বামদিগে কাত্তিক দক্ষিনে গনপতি। দুই দিগে সোভা করেন লক্ষি সরেস্বতি ॥ সিংহপিস্টে মহামায়া দসভূজরূপে। ষুলহস্তে বধে জেন য়ষুরের বুকে ॥ সর্ব্বাঙ্গ লোটায়্যা দ্বিজ করিল প্রনাম। সহস্তে আমার মুণ্ড নেহো বলিদান ॥ এতেক ষুনিয়া তবে দেবি মাহেসরী। ষুন বাছা আমি ব্রহ্মহত্যা নাঞি করি ॥ আজি হইতে দেসেদেসে নর জে আসিবে। বৎসর অন্তরে হবে নরবলি তবে। এতেক বলিয়া মা চলিল ঘরে। বসিলেন মহামায়া আপন মন্দিরে। একদিন মহামায়া ধামাসের কুলে শ্রান। করি বসিলেন বটবিক্ষতলে ॥ অঙ্গ মার্জ্জনা করেন দেবি মাহেশ্বরি। হেনকালে সংখ্যা লয়্যা আইল সাখারি ॥ দেবি বলে সাখারি তোমারে নিবেদি। মাথায় পসরা দেখি উথে আছে কি। সাখারি বলেন মাতা কহি বরাবরে। সঙ্খ লয়্যা জাই মাতা নগর ভিতরে ॥ শ্রীশ্রীদুর্গা ৪ক] [৪খ দেবি বলে দুইবাহু সংঙ্ক পরি য়ামি। সংঙ্কের উচিৎ মূল্য কহ দেখি তুমি। সংখ্যের উচিত মুল্য পাচ তংক্ষা হয়। দুইবাহু সংঙ্খ আমায় পরাইতে হয় ॥ সাখারি বলেন মাতা বস্যা আছ একা। কেমনে পরাব সংঙ্ক করি আমি সংঙ্কা ॥ এতেক ষুনিয়া মাতা মন্দ মন্দ হাসে ॥ আপনার পরিচয় সাখারির পাসে ॥ ষুন রে সাকারি য়ামি তোমারে নিবেদি। পুজারি ব্রাহ্মন জিনি য়ামি তার ঝি ॥ ...ইত্যাদি

অতঃপর [৫খ কিত্তিবাস জত জোগর্দ্ধার মায়া। কর গো কালিকা দেবি নাএকেরে দয়া ॥ ইতি জোগদ্ধ্যার বন্দনা সমাপ্ত। পটনাথে শ্রীব্রজমোহন সরকার সাং কাচগড্যা সোন ১২৩৯ সাল তাং ১ চইত্রি নিজ বাটিতে হইল ॥

৮৪ রসকৌমুদী

রচয়িতা ঃ সনাতন গোস্বামী

পুঁথিসংখ্যা ১৭০৩। পত্রসংখ্যা ৭। অখণ্ডিত। আকার ১০"×৩½"। লিপিকাল আ. ১০০ বৎসরের পুরাতন। আধার কাগজ। বৈষ্ণবরসতত্ত্ব। অনুবাদগ্রন্থ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[২০ক অথ রসকৌমুদী গ্রন্থ লিখ্যতে।
ভক্তের কারনে আমি করিনু অনুমান। মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর চৈতন্য ভগবান॥
শ্রীরূপ সনাতনে যেই কথা হইল। সেইসব কথা ভক্তে শুনিতে মন গেল॥
রসবস্তু কারে বলি কোথা হইতে আসে। সহস্রদলপদ্ম ছাড়ি বস্তু অষ্টদলে আইসে॥
শুনি কহি শোণিত শুক্রে বীজের জন্ম। বাহ্য ব্যাখ্যান করে নাহি জানে মর্ম্ম॥
জ্বরা মৃত ব্যাধি কিছু নাহি সেই স্থানে। নীরে দেহ কৈশরবয়স সবে জানে॥
এই বস্তু বিশেষ বুঝিবে কেবা নর। রসিক ভক্ত জানে ইহা বেদের অগোচর॥
গুনমুঞ্জরী হয় ইহার প্রমাণ। রসমঞ্জরী হইতে নানা মুঞ্জরীর উপাদান।
লীলামুঞ্জরী হয় যখন মিশামিশি। সেই কালে যুগলরস মিসে দেখ আসি॥
যুগলরস কারে বলি কেমন প্রকার। কায়মনবাক্য নায়ক নায়িকা বিহার॥
কায়মনবাক্য যদি নায়ক নায়িকা হয়। ২০ক] [২০খ উজ্জ্বলশৃঙ্গার করি তাহাকে বোলায়॥
শৃঙ্গারের কথা কিছু কহিয়ে তোমারে। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ইথে দুই ত প্রকারে॥
'এক দেহ দুই তত্ত্ব ঐশ্বর্য মাধুর্য্য। স্বকীয়া পরকীয়া এই দুই সম ঐশ্বর্য্য॥
নায়িকার একদেহ দুই ভাগ করি। ঐশ্বর্য মাধুর্য্য ইথে দেখহ বিচারি॥
দেহ মধ্যে স্থলপদ্ম দুই ভাগ হয়। বাম স্থল দক্ষিণ মাধুর্য্যময়॥
পুরুষের দক্ষিণহস্ত দেহ বাম স্তনে। দক্ষিণ হস্তেতে তারে ঐশ্বর্য্য বাখানে॥
রমন করয়ে সে যুবতি সঙ্গে। দুয়েতে অবশ হয় রতিরসরঙ্গে॥
নয়ানে নয়ন আর বয়ানে বয়ান। দৃঢ়আলিঙ্গন আর বদনে চুম্বন॥
ইহার বীজ তিন অক্ষর পীড়িতি। শুদ্ধ মাধুর্য্য প্রেম যার শুদ্ধমতি॥
এই তিন অক্ষর কোথা হইতে আইল। শ্রীমতি হইতে এই তিন নিষ্কসিল॥ ২০খ]
[২১ক তিন পদ্মেতে নয় অক্ষরের জন্ম হইল। বিলাসসময়ে সেই পদ্ম উলাটিল॥
পদ্ম উলাটিতে শ্যাম চমকিত হইল। আপনার রূপ রাই হৃদয়ে দেখিল॥
আসিতে যতন করি শ্রীরূপে জিজ্ঞাসিল। সহস্রদলপদ্মে সুধা আপনি কহিল॥
সুধা নামে বিষ্টু সে কাহারে কহিব। মহাসত্ত্বা নাম তার অমৃত ঢালিব॥

সেই অমৃত অধরে রসিকে পান করে। পানে মত্ত হইয়া থাকে প্রেমের সাগরে ॥
প্রেমের সমন্ধ কোথা কহ মহাশয়। কোথা হইতে প্রেম আইসে শুনিতে মন হয় ॥
নায়িকার হৃদয়েতে প্রেমসরোবর। মহালিঙ্গ মহাযোনি তাহার ভিতর ॥
তাহাতে রমিলে প্রেম কভু নাহি কামে। চারি যুগ বহি যায় যুগে [যুগে] রমে ॥
রমনের মন ক্রম শুন সাধু ভাই। রমন নির্ণয় শুন শুদ্ধ সত্ত্ব সেই ॥
শ্রীরূপ জিজ্ঞাসেন প্রভু সনাতনে। ধামের নির্ণয় কথা করাহ শ্রবনে ॥
শ্রীবৃন্দাবন আর গোবর্দ্ধন হয়। দ্বারিকা মথুরা এই গ্রন্থকারে কয় ॥ ২১ক]
[২১খ চৌদ্দ ভুবনে ভক্ত জানিব কেমনে। দেহে আপনা পাসরে কেন হইয়া অচেতনে ॥
ব্রহ্মাণ্ড চৌদ্দপোয়া দেহখানি রূপের গঠন। ইহাতে শুনিবে সব স্থান বিবরণ ॥
হৃদয়মাঝারে হয় অষ্টপদ্ম নাম। চারিপদ্ম সেই রসপদ্ম চারি ধাম ॥
অষ্টদশ শতদল ষড়্দল আর। চারিদলপদ্ম ধাম নিশ্চয় তাহার ।।
সতদল সতদল সহস্রদল আর। হৃদপদ্ম লইয়া এই রসের বিহার ।।
এই ভক্ত অনুসারে যে জন ভজিবে। রসিকা যুবতির সঙ্গে পিড়িতী করিবে ।।
প্রকৃতির রতি জানি হবে তার বশ। তবে সেই আখা দিবে এই সব রস ।।
নয়নে নয়নে আর বয়ানে বয়ানে। অধরে করিবে সেই অধরামৃত পানে ।।
অধরে অধর দিবে বুকের উপর বুক। স্তনপদ্ম মধ্যেতে বাড়াইবে সুখ ।।
আঁখির উপরে আঁখি রূপের দরসন। হৃদয়ে করিবে সে প্রেমআলিঙ্গন ।।
নাসাতে আঘ্রান লবে নায়িকার অধরে। কস্তুরী মুঞ্জরী আসি আকর্ষণ করে ।। ২১খ]
[২২ক নায়কের মনভৃঙ্গ নায়িকার পদ্মরসে। সদা মত্ত রহিবেক সেই মত্ত বসে ।।
সম্ভোগ পূর্ণ হইলে নায়ক নায়িকা বলি। নায়িকা সেবিবে নায়ক কুতুহলী ।।
শৃঙ্গারে যে বীজ জন্মে সে কোন শৃঙ্গার। স্বইচ্ছা পরইচ্ছা আগে করেছি বিচার ।।
হৃদয় মাঝারে তিন শতদলপদ্ম আছে। ইহা হইতে শৃঙ্গারের জন্ম পুন আছে ।।
নায়িকার দরশনে সেই পদ্ম ফুটে। শৃঙ্গারে উৎপন্ন রস ইহাতে উঠে ।।
নায়কের কটাক্ষবান নায়িকার হৃদয়ে। কন্দর্প স্মরিবে বান মারয়ে নির্ভয়ে ।।
সে বান খাইয়া কন্দর্প হবে অচেতন। আপনার পঞ্চবানে ডাকিয়া কহেন বচন ।।
তোমর থাকিতে আমার এমন দশা কেন। শীঘ্র সমাচার কহ আমার দুই নয়ন ।।
তিন মত শৃঙ্গার এই কহিল বিবরন। পিরিতি শৃঙ্গার কহি তাহে দেহ মন ।।
যখন গোবিন্দ সেই রসক্রীড়া করে। কেহ নাহি জানে সেই কত যুগান্তরে ।।
যেদিনে যেখানে গোবিন্দ যত ক্রীড়া করে। ২২ক]
... ...

[২৮খ যে রস শুকাইল সেই রস করি নব গুন। তাহাতে প্রমান দেখ গুরুমহাজন ॥
নিজ নিজ ভাবে সবে করিল উসার। ...স্বরূপে পরে করিছে বিহার ॥
নায়ক তুষিয়া নাম হইল রূপবতি। আপনাকে করি ভাব করে পরম পীড়িতি ॥
শ্রীগুরুপাদপদ্মে হৃদে করি ধ্যান। শ্রীরসকৌমুদী কহে গোঁসাই সনাতন ॥

৮৫ রসনির্য্যাস

রচয়িতা ঃ বৃন্দাবন দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৭৬১। পত্রসংখ্যা ৩৪। অখণ্ডিত। আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বছরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণবনিবন্ধ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যঅতী ॥ বৃন্দারন্যনিকুঞ্জমধ্যবসতিং কারণ্য বিস্তারকং বীরং ভক্ত জনৈক ভক্তিরসদং লাবন্যসারোজ্বলং। কৃষ্ণাকূল বিলাসি লালসপরং প্রেমোনিধিং সিতাপ্রিয়ং রাধা পুর্ব্বমহং নমামি সততং শ্রীমত প্রভু মাধবং ॥১॥ নমোমহ বেদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥২॥ কন্দর্প কোটী রন্যায় স্ফুরদি শ্রীধরত্বিষে। জগন্মোহনলীলায় নাম গোপেন্দ্র সুনরে ॥৩॥ তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গীরাধা বৃন্দাবনস্বরী। বৃষভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াং ॥৪॥ সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়সায়ী গর্ভোদসায়ী চ পয়োব্দিসায়ী। ...সা ষশ্চয়স্যাং শকলাঃ সনিত্যানন্দাত্যরাম শরনং মমাস্ত ॥৫॥ অদ্বৈতং হরিনাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তি সং সনাৎ। ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে ॥৬॥ প্রপন্ন মধুরোদয়ঃ স্ফুরদ মন্দ বৃন্দাটবী নিকুঞ্জময় মণ্ডপ প্রকরমধ্য বন্দ স্থিতিঃ। নিরঙ্কুস কৃপাম্বুধি ব্রজবিহার রজ্যন্মনাঃ সনাতন তনুঃ সদা মযিত নো তুষ্টিং প্রভু ॥৭॥ আদদানস্ত্রনং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ ॥৮॥ হস্তামলক বর্ত্ম্যং শ্রীমদ্ভাগবতস্যায়। দ...সয় মাস জীবেভ্যস্তং শ্রীজিবং প্রভুং ভজে ॥৯॥ সনাতনপ্রেমপরিপ্লুতা প্লুতং শ্রীরূপসখ্যেন বিক্ষিতা খিনং। নমামি রাধা রমনেক জীবনং গোপালভট্টং ভজতামাতীষ্টদং ॥১০॥ নিরবধি কৃত রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ নাম পূজন মুদিত কর্ণ্নঃ প্রজ্বল সর্ন্ন্ববর্ন্নঃ। হরিকথন বিহারী দুর্গতোদ্ধারকারী পরম রসনিবাস ঃ পাতু নঃ শ্রীনিবাস ॥১১॥ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধু ভাবেব চ। পতিতানাং পারনেভ্যো বৈষ্ণভ্যো নমঃ নমঃ ॥১২॥ মহাভাগবতৈর্যানি গীতানি রচিতা নিত্ত। দাস বৃন্দাবনে নৈব সংগ্রহস্তেকুমাদিহ ॥১৩॥ অথ শ্রীমত্যাঃ পুর্ব্বরাগ ॥ বংসি তথা নাম শ্রবনাদিনা ॥ তত্র শ্রীমহাপ্রভো ॥ ॥ ভূপালি রাগেন ॥

পুলকে পুরিল তনু নিজ নাম শুনি। ......গরগর লোটায়ে ধরনি ॥

…নে নরহরির অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। গদাধরের মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া ॥
খেনে মালসাট মারে খেনে বলে হরি। খেনে… … … … … ॥
… …খা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাশ। ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দদাশ ॥১॥

অতঃপর বিভিন্ন পদকর্তাদের পালানুক্রমিক পদসমাবেশ। যথা—গোপিকান্তদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, জদুনন্দনদাস, বল্লভদাস, বংশীবদন, বিদ্যাপতি, হরিবল্লভ, বলরাম দাস, চণ্ডীদাস, রামানন্দ, শ্যামদাস, কবিশেখর, মুরারি, বাসুদেব ঘোষ, হরিবল্লভ, মানসিংহ দাস, শ্রীবল্লভ, জ্ঞানদাস, কবিরঞ্জন, বিরবল্লভ, লোচনদাস, ভাগবতানন্দ, ঘনশ্যাম, যদুদাস, নরহরিদাস, রতিপতিদাস, গোপালদাস, নরোত্তমদাস, নয়নানন্দ, জগন্নাথ দাস, গিরিধরদাস, অভিরামদাস, নীলাম্বর, অনন্তদাস, মাধব, চম্পতিপতি, বসন্ত, বসু রামানন্দ, রামচন্দ্র, রামদাস, বৃন্দাবনদাস প্রমুখ।

৮৬ রসপূরকারিকা

রচয়িতা ঃ শ্যামানন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৬৮৫। পত্রসংখ্যা ৫। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৪"। লিপিকাল আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণবরসতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ।

[৩ক… … … … … …ত চিত্ত করিয়া জিজ্ঞাসা ॥
চিত্তের পরম লোভ তার রাগ কে। সে বস্তু না হয়ে প্রাপ্তি রাগানুগা তাকে ॥
রাগাত্মিকা নিত্তসিদ্ধা ব্রজবাসিজনে। কার্জ্যসিদ্ধি নাহি তার অনুগত বিনে ॥
শতন্তরা সেই হইলে কার্য কবুলয়ে ॥ পুন পুন এই কথা গ্রন্ত কারিকায়ে ॥ তথাহি ॥
অনুগত লোভে সর্ম্ম ভজনন্তে সাধকিঃ সুমিতে ॥
জ্ঞানজোগে ভক্তি তিন সাধনের রসে। ব্রহ্ম আর্ম্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাসে ॥
রাগ ভক্তে ব্রজেশ্বর ভগবান পায়ে। তৈছে ভক্তে পারিসদ দুহে বৈকণ্ঠ পায়ে ॥
জার জেই সাধন অনুসারে কর্ম পায়ে। এই কথা সর্ব্ব সাধু সাস্ত্রউক্তি কয়ে ॥
জা হইতে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়ে। সেই বস্তু যাধে ভক্তে অর্ম্ম নাহি লয়ে ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজে রাধাকৃষ্ণ মোন্ত্র লঞা। জ্ঞান কষ্ঠি তপ জপ দুরে তাগিয়া ॥
কায়মোনবাক্য নিষ্ঠা হয়ে কৃষ্ণজ্ঞানে। তবে কেনে নাহি পায়ে ব্রজসিদ্ধাগনে ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি নহে অনুগত বিনা। মন্ত্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে সাস্ত্র পরমানে ॥
ভৃঙ্গ রতি মধুখণ্ডে রতি ৩ক][৩খ র আশ্রয়। মধুখণ্ডে রতি হয়ে তাহার বিসয় ॥
ভৃঙ্গখণ্ড রব পিয়ে মধুখণ্ডো রসে। নাইকা নায়েক তর্ত্ত আছে এই রসে।
কেবা ভজে কেবা জজে সাধ্য কিবা হয়ে। সাধক সাধিব কারে করিয়া আশ্রয়ে ॥

জাবে সাধ্য করি তার সাধন নিশ্চয়। তার অনুগত কথ্য জজ্ঞনাসে হয়ে ।।
কৃষ্ণ হৈয়া নির্ত্তসিদ্ধ সাদ্ধ করে কারে। সার্ধ্য করি কৃষ্ণ পায়ে কোন তর্ত্তসারে ।।
নায়েক গৌরব অর্থো জাতে নাহি রহে। সেই তর্ত্তে প্রাপ্তি কৃষ্ণ কারিকাতে কহে ।।
অপ্রাকৃত হন গুরু বস্তু ভিন্ন নয়ে। সাধ্য বিনা অপ্রকৃত কারু না মিলয়ে ।।
প্রাকৃত জিবে তাহা সাধ্য নহে রতি। অপ্রাকৃত কৃপায়ে ভজে অপ্রাকৃত প্রাপ্তি ।।
রাধা হৈতে সেবা ভক্তি কভু নাহি হএ। রাগ বিনা না সেবা ভক্তি না হয়ে উদএ ।।
জাহার কলায়ে ঐচ্ছি হয়ে রহে জায়ে। তাহার আশ্রয়ে যুক অসম্ভব হয়ে ॥
জদি কহো আশ্রয়ে কোন বস্তু হয়ে। সে বস্তু জগতে রাছে জিবে নাহি পায়ে ॥
অনুগা হই করে আশ্রায় আস্বাদন। তাহা স্বাস্বাদিতে তিন বস্তু হৈলা মন ॥
সেই তিন বস্তু সাধে সাধ্যরূপ হৈঞা। আপন বন্নিত পুর্ন্য জিব নিস্তারিঞা ॥
নাইকাঅংসিনি কৃষ্ণ সর্ব্বাংসেতে হয়ে। অসোম্ভাব কর্ম তার অলৌকিকময়ে ॥
জিবে জারে না লয়ে সামান্য জ্ঞান করি। তারে গুরু করিআ আমি আশ্রয়ে তা হরি ॥
কেবল বাহ্যেতে তর্ত্তবস্তু আরপয়ে। সে বস্তু সাধন রিতে ৩খ][৪ক বাহ্যে নাহি হয়ে ॥
তারপর অন্তদসা বাহ্যে বৈদি কহে। তবে সে করিলে সিদ্ধি জানিয় নিশ্চয় ॥
বার্য্যে অর্দ্ধ রার্য্যে দসার কারণ। উপাসনা বিনা ইহা বুজে কোন জন ॥
প্রাপ্তিচিন্তা সাধন করে প্রাপ্তিআজ্ঞা পাঞা। সার্ধ্যবস্তু সাধ্য করে প্রাপ্তিবস্তু হৈঞা ॥
উপাসনা প্রাপ্তিরূপ অনুগার আশ্রয়ে। উপাশ্বি সাধিঞা তর্ত্ত প্রাপ্তিনুগা হয়ে ॥
সাধ্য কোন বস্তু হয়ে সাধনের মূল। সাধন পাইলে প্রাপ্তি হয়ে অনুকুল ॥
অবিধি য়ঙ্কার জদি ভাগ্য হৈতে হয়ে। তার প্রিয়জন পর ক্রমেতে বাড়এ ॥
কোন রাগ হৈতে কোন রাগপ্রাপ্তি হয়ে। কোন বস্তু হৈতে করে রাগের উদয়ে ॥
রাগ শ্রেষ্ট হৈতে হএ রাগের উদয়ে। শ্রষ্ট নহিলে সধ্যের অবিষ্ট না হয়ে ॥
সাধ্য না লয়ে সাধন অনুরাগে। পুন পুন সাধে সাধ্য পায়ে রসে রাগে ॥
সাধন জানিব কিসে করিঞা নির্ণ্যয়। প্রবস্ত সাধক সিদ্ধি তিন রাগ হয়ে ॥
এই তিন সাধন কাহাঁ কাহাঁ প্রাপ্তি হয়ে। মন্ত্রের স্বরূপ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের পতি ॥
মন্ত্রসিদ্ধি হৈলে হয়ে সেই ধাম প্রাপ্তি। ভাবের স্বরূপ শ্রীগোপেন্দ্রনন্দিনি ॥
ভাবসিদ্ধি হইলে পায়ে রাধা ঠাকুরানি। রসের স্বরূপ ব্রজে জুগল কিসোর ॥
রস আস্বাদিয়া পাএ রসিকসিখর। প্রবস্তভাব সাধকভাব সিদ্ধিভাব তিন ॥

প্রবর্ত্তভাবে প্রাপ্তি কি শ্রীগুরুর চরণ। সাধকভাবে প্রাপ্তি মন পুঁতুলবা সিদ্ধিভাবে প্রাপ্তি কিএ সেবা ॥
নিগুড় ব্রজের রষ জগতে বিহরে। অন্ধজন নাহি জানে রহে বহু দুরে ॥
বৈকণ্ঠ ভিতরে আছে নাহিক বাহিরে। ৪ক] [৪খ সে বস্তু জগতে আছে ভকত অন্তরে ॥
বস্তু বহু দুরে রহে নাহি জানে রতি। তাহার প্রাপ্তি নাহি এ ভাব পীরিতি ॥
অসম্ভাবে স্থাইরতি সম্ভাবে না রহে। অসম্ভাব জেবা জজে কারিকাতে কহে ॥
প্রেমের স্বরুপ জেই ভজে প্রেমরুপ। রাগা ভজে তার সেই য়নুরুপ ॥
রাগের অনুগাগন সাধে সাস্ত্ররিতে। শে কেনে পাইবে গুপি অনুগা হইতে ॥
সাক্ষ্যাতে আছএ বস্তু জ্ঞ্যানসিদ্ধি করে। ধ্যানমন্ত্রে নাহি পায়ে প্রাপ্তি হবে কারে ॥
ব্রজসির্দ্ধাভাব জার হ্রিদয়ে প্রকাসে। ঐ সির্দ্ধি নাহি তার প্রেম নেত্রে ভাষে ॥
সাক্ষ্যাতে আশ্বাদে রষ গোলে নাহি লয়। শুর্দ্ধভক্তি সেই পাএ কারিকাতে কয় ॥
দেখিলে উন্মাদ খেদ না দেখিলে মরি। লর্জ্জা ধর্ম্মে বস্তু রাখিতে না পারি ॥
সদা চির্ত্ত রসে ডুবি করে আশ্বাদন। দৈবে আসি নারে মন করিতে চালন ॥
বার্য্যেতে দেখায়ে এই দেহো এক রুপ। অন্তরে মিলন সেই দেহ এক রুপ ॥
বৈতভাব নাহি পুরে সেই কায্য হেতু। তাহে প্রান ডুবিয়াছে সেই সে জিবতু ॥
এই প্রায় রষশ্রায় রসিক মুজনে। বির্চ্ছেদ হইলে রষ মরয়ে সে প্রানে ॥
সহজ ভাবের কার্য্য ভজে এই রিতে। সামান্য পাত্রে নহে কহে কারিকাতে ॥
সহজ গোপির ধর্ম্ম সাক্ষ্যাতে সাধনে। এই অনুরুপে পাব রাগানুগাগনে ॥
জর্দ্দপি গোপির ভাব ভাবে রাত্রদিনে। তেহো নাহি পাবে রাধা অনুগত বিনে ॥
শুর্দ্ধভাব অম্রতরষ গুপি য়াস্বাদয়ে। লক্ষি মহিসি ৪খ] [৫ক রাধা কদাচ না লয় ॥
নির্ব্বিগারে হয়ে প্রেম নাহিক বিগার। এই প্রেমপ্রাপ্তিমাত্র শুর্দ্ধ চিত্ত জার ॥
এ ভাবের যদি কিছু আছে মহিসিতে। কৃষ্ণতনু একে রাধা কহে কারিকাতে ॥
প্রিকিতি মাআর শ্রষ্ট সাস্ত্রে ইহা কএ। ইশ্বরাধি বস্তু তেহো প্রকিতির আশ্রায় ॥
তেহো কোন অনুগত আশ্রায়স্বরুপা। কোন বস্তু প্রাপ্তি তাথে বস্তু কোন রুপা ॥
উপাসকজনের এই হ্রিদয়ে পসিব। অন্য জনে অসম্ভব ষম্ভব না হব ॥
অকাজ্য সকাজ্য করি জদি কেহো মানে। অসম্ভব সম্ভব হয়ে পৈসে তার কানে ॥
সহজভাবের কার্য্য ভজে জেই জন। প্রাপ্তিবস্তু তার চিত্তে বাড়ে অনুক্ষণ ॥
প্রাপ্তি হইলে সার্দ্ধ্য তবে অনুগত। সাধ্য হইলে কার্জ্য ভজনে নিশ্চিত ॥
দুই বস্তু অপ্রাকৃত গুনেতে অধষ্য। গুরু বর্ত্তাইলে থাকে এই তার কার্জ ॥
এই দুই বস্তু ইহা জানে কৃষ্ণগণে। মানুষ বিগ্রহ ভজে গৌরব অর্থ হৈলে ॥
কৃষ্ণের অন্য বস্তু কৃষ্ণের সাক্ষ্যাতে। গোপিগণ জানে মাত্র শ্রীরাধা হৈতে ॥

রাধার সমান সুখ নাহি ত্রিভুবনে। লক্ষি আদি নাহি গুনি মহিসিগনে ॥
গুপির ভজনমাতৃ জার ভাব লঞা। তার ভাব জগতে সাধক যাধে পাঞা ॥
গুস্তির গম্ভিররসে জার গম্য হয়ে। অমৃত তেজিয়া কেন চিন্তা মরয়ে ॥
প্রেমানুগা কেবা হয়ে অনুগা আশ্রায়। তার অনুগত কেবা কি কার্জ্য করয়ে ॥ ৫ক]
[৫খ বহু গ্রন্থ কৈলা কৃষ্ণ বস্তু জানাইতে। সে বস্তু জানে এক সহস্র হইতে ॥
সে পাতৃ মধ্যম বলি বস্তুমাতৃ জানি। তার পরে জার গর্ম্ম কোটী মধ্যে গনি ॥
গোসাঞি করিলা সাধারনির রুপন। এই দুই অক্ষরে পাই সিদ্ধিসাধ্যা জন ॥
রপিসৃজ্য করিলে প্রাপ্তি বিধয়ে সংবাদ। ইহা হইতে উক্তি তারে কহে অনুবাদ ॥
সে জোনার হয়ে অংষ ব্রহ্ম্যদেহো প্রাপ্তি। ইহা বুজিবারে হৈলা অতয়েব ভক্তি ॥
নিরসেতে রষ হএ গুরসে নিরষ। সেবা রষ কেবা জজে কেবা তার বষ ॥
এই অঙ্গে দুই রষ সাধ্য সাধারনি। অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা কুচি মধ্যে গনি ॥
প্রসিদ্ধার নিত্তপ্রিয়াবংষ ইতি। নির্ত্তনিলাপ্রাপ্তি নির্ত্ত য়েকতৃ বসতি ॥
লবিনার বর্গ উতকণ্ঠিতা অনুসারে। কালে কালে প্রাপ্তি দেহো বিন্দাবনে ধরে ॥
আকার স্বরুপ কৃষ্ণ তেহো নৈরাকার। সেই রুপে কৃষ্ণ করেন কুঞ্জেতে বিহার ॥
রাধা তৈছে হুন নৈরাকার স্বরুপ। অতয়েব দুই রুপ হয়ে একরুপ ॥
প্রেমরুপ রাধা তৈছে জগতকারন। তৈছে কৃষ্ণ সুকরুপে করে আস্বাদন ॥
পিরিতি কাহার বস পিরিতের বষ কে। পিরিতি হইল কিসে সেহো বস্তু কে ॥
আমার অন্তরে জার হয়ে মুখ্য রতি। সে দেহে জত মুক্ষ্য বিসয়ের স্থিতি ॥
পুরুসের আদি ছেষ্ট ব্রজেন্দ্রকুমার। জাহা নিস্তারিবারে বস্তু নাহি আর ॥
তেছো কেন অনুগত আশ্রয়ে স্বরুপা। কোন বস্তু প্রাপ্তি হয়ে বস্তু কোন রূপা ॥
বহুরস মধ্যে সপ্তরয় হয়ে সার। এই সপ্তরসে কৃষ্ণ করেন বিহার।
ইহ মধ্যে মুল য়েক রত্তিছেষ্ট হয়ে। জাহা ৫ক] [৬ক হৈতে কৃষ্ণ মুখি ভক্তবস হয়ে ॥
সমসার্ম্যর সহ ভাল ভিন্ন্য নাহি গুনি। সমোন্তরে বস্তু ইহা অর্থ হয়ে হানি ॥
সমরসাদি ধামরূপ গ্রহন্তকারে গনে। দ্বারকাএ বিলাসয়ে আর বৃন্দাবনে ॥
মথুরাতে সমরষ মধুর তুলহে। আত্মাইন্দ্রায়ো প্রিতিইর্চ্ছা করে দেহে ॥
অনুবয্যমি ছিলা ভাব ভজন থাকিত। না হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি গুপির সহিতে ॥
অতয়েব ঐসি বৈদি সকল ছাড়িব। রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা অন্তরে চিন্তিব ॥
উপাসনাতর্ত্ত জার অন্তরে জাগয়ে। সেই যে বুঝিবে ইহা অন্ন নাহি হয়ে ॥
নিগুড় ব্রজের রস বুজিতে বিসম। তিন স্থানে লিলা কৃষ্ণ করে তারতম ॥
ব্রহ্ম্যার একদিনে ব্রোজেন্দ্রকুমার। হংষর্দ্ধজ প্রবর্ত্তনে করে অবতার ॥

সেই ছল্যে মন নির্ত্তবস্তু আস্বাদয়ে। দ্বাপরের সেষে তবে করএ উদয়ে ॥
ব্রহ্মা’ণ্ড প্রকাষ তুমি বৃন্দাবন বলি। তাহা ভগবান লিলা কর্ম্ম দিল করি ॥
তবে নির্ত্তস্থান তাহা বৃন্দাবন ধাম। নিত্যবৃন্দাবন বলি ইহা হয়ে নাম ॥
তথা ভগবান রহে অস্বজ্য সাগর। অংসি রাধা সহো পরম ইশ্বর ॥
সর্ব্বধামপর বৃন্দাবনস্থল হয়ে। নরলিলা হয়ে তাহা সধর্ম্ম আলয়ে ॥
শত সার্দ্ধ জন তাহা নায়েক নাইকা। পরকিয়া রস আস্বাদয়ে সর্ব্বধিকা ॥
নিত্ত নব কৈষর মুরতি য়নুপাম। তাহা ছাড়ি কৃষ্ণ নাহি জান অন্যস্থান ॥
সেই নটবরতনু রসিকসিখর। রসের নির্জ্জাষ আস্বাদয়ে নিরান্তর ॥
সে দেষ নিবাস জর্ম্ম হয়ে সেইজন। সেই যে ৬ক] [৬খ মাধর্য্যরস করে আস্বাদন ॥
নিজদেসে রহে কিবা জাএ অন্ন’ স্থান। নিজ ইতসায়ে ভৃমোনের দৈবে নাহি টান ॥
বিসয়ে বেসুর্দ্ধ সত্য নাহি দোষগুন। পাপপুর্ণ্য দিক তাহে না হয়ে মচন ॥
সদবংসে উনমর্ত্ত দেখি মনহর। আপন স্বভাব ছাড়ি অর্ন্য নাহি ধর ॥
রসিকসিখর কৃষ্ণ রষ আস্বাদয়ে। সে রষ আশ্রয় বিনা ব্রজোপ্রাপ্তি নয়ে ॥
সে রষের আশ্রায় করে সে রসিক জন। নিগুড় ব্রজের রষ করে আস্বাদন ॥
রসের শ্বরুপ কৃষ্ণ হয়ে শুখমএ। মহাসুখমঅ তাহা কৃষ্ণ আস্বাদয়ে ॥
কেবল পিরিতিভাব অই অনুভাবে। তাহাতে রসের উদয়ে করে তবে ॥
পরকিয়া রস হএ পরম মধুর। রসিকমুগুলি সদা এই রসে ঝুর ॥
অপ্রাকৃত বস্তু এই জিবে নাহি সয়ে। অতয়েব অসম্ভাব করি মন লয় ॥
নৃহেতু সোমবন্ধ ব্রতাল সরদ। কহিতে অনেক মাতৃ আছয়ে জগত ॥
কহিলে কি হয়ে জানি না জজিলে লএ। জেমত আচার তেমত বস্তু পাএ ॥
অন্ন’র কি কাজ কৃষ্ণচৈতন্ন আপনে। পরকিয়া রষ মেট লাগে রার্ত্তৃদিনে ॥
চণ্ডিদাষ বিদ্যাপতি লিলাসুখ আদি। রসিকমণ্ডলে হয়ে এ সভাব বসতি ॥
ইহা সভাকার হয়ে অলৌকিক কর্ম্ম। মহাপ্রভু বুঝে কেবল এ সভার মর্ম্ম ॥
নির্জ বসিয়া নিজ ভক্তগণ ষঙ্গে। এই রষবস্তু সব আশ্বাদন রঙ্গে ॥
শ্রীস্বরুপ রূপ রঘুনাথ ভট্ট। এ রস করিলে তেহো সর্ব্বরষ শ্রষ্ট ॥
গোসাঞি করিল তাহা মুক্ষ নিরাপনে। ৬খ] ৭ক] গুরুতর্ত্ত বস্তুতর্ত্ত লিলাতর্ত্ত ষণে ॥
ভাবতর্ত্ত প্রেমতর্ত্ত রষতর্ত্ত সার। প্রেমে ছয় তর্ত্ত করিলা বিস্তার ॥
সর্ব্বোপরি রষতর্ত্ত জাহারে আশ্রয়। নিরবধি তার চির্ত্তে রষবিদ্ধি হয়ে ॥
জে জন রসিক তার রষময়ে তনু। জাহা তাহা জায়ে না জানে রষ বিনু ॥
বহু জর্ম্মবধি জার সুজন চরিত। তাহাতে সম্ভবে এই রসিকের রিত ॥

সুজনের হয়ে জেন সুজনের সঙ্গ। সেই সে বুজিতে পারে রসের প্রসঙ্গ ॥
বেদ বিধি অগোচর চরিত তাহার। মূঢ়লোকে বলে তাহে বড় দুরাচার ॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কি য়ার কি বিচার ধরম করম। কিছই না জানে মাতৃ রসের নিগম ॥
রাধাকৃষ্ণরসে স্বরুপ মুর্ত্তিমান। স্বরুপ করিঞা সে দেখে বির্ত্যমান ॥
বত্তমান আরতি পিরিতি রস যেবে। নিজ অঙ্গ সম প্রেম আশ্রায়র লোভে ॥
গুরুজন পরিজন বলে কুবচন। সকল সৈকার করি করে আস্বাদন ॥
নিজ দুঃখ সুখ করি কিছুই না মানে। সমন্ত্রিয় কামে রষ করে আস্বাদনে ॥
অতঃপর [৭খ রসপুরকারিকা রসিক মোননিত। শ্যামানন্দদাসে কিছু কহয়ে বিদিত॥ ইতি শ্রীরসপুরকারিকা সমার্পন হইল ইতি জতৃ দিষ্টতাং তত্ লিখীতং লিখকে সো দোষ নাস্তি গ্রন্ত শ্রীপ্রিতরাম দাসের সাকিম মুলগ্রাম। ইতি

৮৭ রসমঙ্গল

রচয়িতা ঃ গোপালদাস

পুঁথিসংখ্য ১৬৯৭। পত্রসংখ্যা ৮। অখণ্ডিত। আকার ৯"×৩২" । লিপিকাল আ. ১০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণবরসনিবন্ধ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

॥ রসমঙ্গল ॥ শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায়নমঃ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ ॥
প্রথমে বন্দিব প্রভূ গৌরচন্দ্ররায়। যাহার প্রসাদে ভক্ত চক্ষুদান পায় ॥
রসরাজ মহাভাব দুই এক হৈঞা। প্রেমরস পিয়াইল বন্ধন ঘুচাইয়া ॥
রসের সমুদ্র প্রভূ রস তার প্রান। রসে তনু ডগমগ রস সদা পান ॥
প্রভূর অন্তরকথা কোন লোক জানে। অরসিক মুর্খ জন ধরম বাখানে ॥
তাহার অন্তরকথা রূপ মাত্র জানে। স্বরূপ গোস্বামী আর রঘুনাথ বাখানে ॥
আর কার গোচর না হয় সেই কথা। এই তিনে জানে তত্ব কহিলাম বারতা ॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায় মহাশয়। জয়দেব কর্ণামৃত এ সব জানয় ॥
অপ্রাকৃত বস্তু যেই এই সব জানে। পুর্ব্বাপর দুই কহি জান অনুমানে ॥
৪৭] সে সব মানুষ হয় অপ্রাকৃত হেন। তাহার অন্তরকথা এবে কহি শুন ॥

শুন শুন অহ ভাই মানুষলক্ষন। মানুষ ভরসা হয় মানুষ ভজন ॥
মানুষস্বভাবে বড় বেদবিধিপার। ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি তার নাহিক আচার ॥
মানুষ মানুষ সবাই বলে মানুষ কেমন। যাহার আশ্রয় হইলা স্বয়ং ভগবান ॥
প্রাকৃত হইয়া যেই করয়ে আশ্রয়। সেই ত মানুষ হয় জানিহ নিশ্চয় ॥
শরীর ভিতর হয় মানুষ আকার। অপ্রাকৃত সেই বস্তু জানিহ বিচার ॥
অপ্রাকৃত সেই হয় নিত্যানন্দময়। অপ্রাকৃত লীলা তার কারু বেদ্য নয় ॥
তাহার বসতি শুন অপূর্ব্ব কথন। নিত্যানন্দপুরী হয় নিত্যবৃন্দাবন ॥
সেই বৃন্দাবন কোথা শুন দিয়া মন। অপ্রাকৃত ধাম সেই করহ মনন ॥
এ সকল ধাম দেখ শাস্ত্রমত হয়। যে ধামে সে বেদগোপ্য হয় ॥
[৪৮ সে ধাম প্রকট কথা শুন মন দিয়া। অপ্রাকৃত জান সেই নিশ্চয় করিয়া ॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে হয় জান সেই পুরী। ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া সেই কহিনু বিবরি ॥
ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে হয় কারণার্ণবশায়ী। তদুপরী আছে ব্রহ্মলোক কর স্থায়ী ॥
ব্রহ্মলোক পার হয় মায়ার বসতি। ব্রহ্মলোক ভেদ হইতে নাহিক শকতি ॥
সেই মায়া সর্ব্ব জীবে জানিহ কারণ। যাহাতে উৎপাৎ জীব তাই শুন করণ ॥
ব্রহ্মলোক উর্দ্ধে হয় পরব্যোম নামে। মহাবিষ্ণু আছেন জান সেই ধামে ॥
সর্ব্বোরি বৃন্দাবন শুন সর্ব্বজন। রসিকের সঙ্গ হইলে জানিবে কারন ॥
সেই বৃন্দাবনে সদা বিরাজে মানুষ। তাহার আশ্রয় হৈয়া বিহরে পুরুষ ॥
ব্রহ্মাণ্ড আকার হয় মনুষ্যশরীর। শরীর ভিতরে হয় একাকার নীর ॥
সেই ত জনের মধ্যে তিনবস্তু হয়। আদি বিষ্ণু মধ্যে ব্রহ্মা অন্তে শিব কয় ॥
... ...
[৬০ এমন রসিকসঙ্গ সদা যেন হয়। তার সঙ্গ বিনে মোর প্রাণ নাহি রয় ॥
রসিক সঙ্গ হইলে প্রাণ মোর জিয়ে। তাহার বিচ্ছেদ প্রাণ সদাই কান্দয়ে ॥
মানুষের সঙ্গ যেন জন্মে জন্মে হয়। এই মনসাধ মোর এই যেন হয় ॥
রসিক ভকত সিদ্ধ এই দেহে হয়। এই দেহ প্রাপ্তি তার কহিলাম নিশ্চয় ॥
সর্ব্বগ্রন্থে কহে প্রাপ্তি রাগবস্তু হয়। সেই রাগবস্তু যার হৃদে উপজয় ॥
রাগবস্তু হৃদে যদি উদয় হইল। নিত্যসিদ্ধ সেই জন এই দেহে হৈল ॥
রাগবস্তু প্রাপ্তি বলি রাগ বলি কারে। রসবস্তু যেই হয় রাগ বলি তারে।
রতি শব্দে রস কহি তার অনুগত। প্রেম সম্বন্ধে গুরু নাই কহি অতিনত ॥
আরোপ কাহাকে বলি রস যার নাম। রসিকের গুরু সেই কহি অনুপাম ॥
মানুষ ভজন আর কত বা কহিব। অল্পাক্ষরে কহি কিছু নাহি অনুভব ॥

রসিকনাগর আর রসিকনাগরি। দোঁহার নিছনি লঞা যাই বলিহারি॥
সংক্ষেপে কহিলাম এই শ্রীরসমঙ্গল। ইহা বই আর নাই কহিলাম সকল॥
শুন হে রসিকজন নিবেদন করি। বেদগুহ্যকথা এই বাহির করিলে মরি॥
অন্তরের কথা এই করিল লিখন। শ্রীরূপ ভাবনা এই জানহ কারন॥
শ্রীরূপের চরণকমল করি আশ। শ্রীরসমঙ্গল কথা কহে গোপালদাস॥
ইতি শ্রীরসমঙ্গলগ্রন্থ সমাপ্ত।

৮৮ রসমঞ্জরী

রচয়িতা ঃ গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৫৩৬। পত্রসংখ্যা ১৯। খণ্ডিত। আকার ৯½"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণবরসতত্ত্ববিষয়ক। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ ৭ অথ রসমঞ্জরী॥ অভিসারিকা বাসকসজ্জা উৎকণ্ঠিতা তথা। বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা কলহান্তরিতা পরা। প্রোষিৎ প্রেয়সী প্রোক্তা তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকা। ইত্যাষ্টৌ নায়িকাভেদা রসতন্ত্রে প্রকৃর্ত্তিতা॥ তত্রাভিসারিকা॥
সেই অভিসারিকা হয়ে অষ্ট প্রকার। ষোৎস্নী তামসী বর্ষা দিবা অভিসার॥ কুজ্ঝটীকা তীর্থযাত্রা উন্মত্তা সঞ্চরা। গীতপদ্য রসশাস্ত্রে সর্ব্বজ্ঞনোৎকরা॥ তথাহি সদ্ধি তদামোদরে। সক্তারি কুজ্ঝটি হেমন্ত রজনিধান্ত সর্ব্বয়া। গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন বাতানি কোলাহল বিধু:দয়া বাষ্টুভঙ্গ নৃপাতঙ্ক পূরদাব মহোৎসব॥ প্রদোষ শ্বেতি কথিতা দ্বাদশে বেদৃশঃ ক্রমাৎ॥ অথ ষোৎস্নী॥ মল্লীকামালভারিণ্য সর্ব্বাঙ্গে সুভ্রচন্দন॥ ক্ষমবত্যো ন লক্ষন্তে ষোৎস্নায়ামভিসারিকা॥ ধানসী॥ বেংকুচরঙ্গিত মৌক্তিক মালা। তথা রাগঃ॥ কুন্দকুশুমে ভরি কবরিক ভার। হৃদয়ো বিরাজিতমো তিমহার॥ চন্দনরুচিত রুচিরকরপুর। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর॥ চান্দনী রজনি উজোরল গোর। হরি অভিসারে রভসরসে ভোর॥ ১খ] [২ক ধবল বিভুষণ অম্বর লই। ধবলিনিকৌমদি মিলি তনু চলই॥ হেরইতে পরিজন লোচনৎপল। বন্ধু পুতলি কিএ রসমহোবুর। পুনরতি মনোরথ গতি অনিবার। গুরুকুলকণ্টক কি করই পার। মুরতি শিঙ্গার পিরিতিময় ভাষ। মিলনকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥০॥
অথ তামসী॥ কালাগুরুবিচিত্রাঙ্গি নীল রাগবদম্বরা। চন্দোদয়ে পবিত্রস্তা কৃষ্ণ পক্ষাভিসারিকা॥ ভূপালি॥ গুরুজন নয়ন বিধুন্তদমন্দ। নীল নিচোলে ঝাপি

মুখচন্দ্র ॥ কুহু জামিনি ঘন তিমির দুরন্ত। মদনদীপ দরসাওল পন্থ ॥ চলু গজগামিনি হরি অভিসার ॥ গতি অতি মন্থর আরতি বিথার ॥ পরিহরি মৌলিক মালতি মাল। তেজল মনিময় গীমকহার ॥ হরি অভিসার ভরমময় ভোর। পিন্ধয়ে পীন পয়োধর জোর ॥ রস ধাধসে চলু পদ দুই চারি। লীলাকমল তেজল বরনারি ॥ বেশ সেশ রহু নীলমবাস। মিলনকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥০॥ অর্থবর্ষাভিসারিকা ॥ কেদার ॥ যব ধনি ঘর সঞে ভেল বাহার। ঝরঝর বরিখে জলদ অনিবার। কবঠে রনহে ঘন আন্ধিআর। [২খ দীশ দরশায়ল মদন দীশার ॥ কি কহব মাধব পুনফল তোরি। এতহু দুরন্ত তোহে মিললি গোরি ॥ ঝলকত বিজুবি নয়ন ভরু ঝম্প। চলতহি খলত সঘন মহিপঙ্ক ॥ উচইতে উজোর ফনিমনি হেরি। কনয়াদণ্ডবলি ঘর কত বেরি। গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগি। মীলল স্যাম সঙ্গে ব্রজনরনারী। দিবাভিসারিকা ॥ মধ্যাহ্ন সময় জখন প্রচণ্ড দীনমনি। ঝঞ্ঝাপবন বহে বনট যেন তপ্তআগুনি ॥ পরিজন সব রহে কপাট লাগাই। দিবসে অভিসার অপসর পাই। । বরাড়ি রাগ ॥ মাথহি তপন তাপ তপথ বালুক আতপ গহন বিথার। নুনিকপুতলি তনু চরনকমল জনু তরহি কয়ল অভিসার ॥ হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার। কানু পরসরস পরবস যুবতি বিছুরল সবহে বিচার ॥ গুরুজন পাপ নয়নগণ বারল মারুতমণ্ডল ধুলী। তাহা পয় মেলি চললি বররঙ্গিনী পথিকহি গেলহি ভুলি ॥ ইত্যাদি।

॥ ভোটআরি রাগ ॥

চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে ১৮খ] [১২ক পুলক জোবনভার। বাময়ঙ্গআখি সঘনে নাচিছে নাচিছে হিয়ারহার ॥

সো জানি মাধব মিলব তোয়। সব যুলক্ষণ পাওল এখন স্বরূপে কহবি মোয় ॥

দেখিনু সপন চারুচন্দন গিরির ওপরে বসি। মালতির মালা ধনির ডালা মাধব মিলব য়াসি ॥

প্রভাত সময়ে কাক কলকলি আহার বাটিঞা খায়। বন্ধু য়াসিবার নাম যুনইতে নড়িঞা বাঞা বসএ তায় ॥

য়ঙ্গের বসন খসিঞা পড়িছে দেবের মাথার ফুল। গোবিন্দদাস কহে সব যুলক্ষন বিধি ভেল য়নুকুল ॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরী সমাপ্ত।

৮৯ রাধাকৃষ্ণলীলারসপুর

রচয়িতা : রসিকানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৭৬০। পত্রসংখ্যা ১৭। খণ্ডিত। আকার ৯"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণব রসতত্ত্বগ্রন্থ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[২ক··· ··· ··· ··· ···। শ্রীবংশীবট বন্দো শভাব প্রধান ॥
পক্ষিবৃক্ষমূলে বন্দো গৌরী ভগবান। যার অঙ্গকান্তী স্থান গৌর মুত্তিমান ॥
যমুনার চব্বিশ ঘাট বন্দো শাবধানে। লতা তরু বন্দো যত বেশে বৃন্দাবনে ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

[৩খ ॥ যথারাগ ॥
মধুমতি মধুরূপ রাধিকার প্রাণরূপ প্রাণসখি যুথের ইস্বরী।
অভরণ মণিময় প্রতি অঙ্গে অভিনয় নবগোরাচনারক্ত গৌরী ॥
নিলপট্টবস্ত্র শাটী পরিধান পরিপাটী শিখি পিঞ্চ বশনে কাচুলী।
নীবিবন্ধে হেমঝাপা বেলনপাটের খোপা মৃতুহাস্যে ঝলকে বিজুরি ॥
প্রৌঢ়াস্বভাবে রামা নিজগুণে হঞ শমা রাধিকা দক্ষিণে যার ঘর।
ভদ্রকিত্তি নামে পিতা মেনকা শুন্দরি মাতা মধুদ্যান নামে বনবর ॥
[১৯খ ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
চৌশষ্টী মহান্ত বন্দো দ্বাদশ গোপাল। নিজ নিজ রশে সব পরম রশাল ॥
বিশেষে শ্রীনরহরি চরন দুখানি। তাহারি ভরশা শেই প্রেমের শরনী ॥
প্রেমময় দেহ তাঁর বাক্য প্রেমময়। প্রেমে উদাশীন তার বাহির আশয় ॥
গৌরাঙ্গের নরলীলা প্রেম আস্বাদনে। গৌর আস্বাদিল প্রেম নরহরি শনে ॥
শ্রীখণ্ডের ভাগ্য নাহি ধরে অন্য গ্রাম। নরহরি যাহাতে হইলা উপাদান ॥
শ্রীমুকুন্দ তত্তনুজ শ্রীরঘুনন্দন। অবতারিয়াছে চিরঞ্জীব শুলোচন ॥ ১৯খ]
[২০ক এই পঞ্চজন শ্রীখণ্ডে অবতরি। প্রেম আস্বাদঞ শভে প্রেম অধিকারি ॥
নরহরি প্রভুর চরন কৃপা প্রকাশিল প্রেমরশ ঠাকুর গোপালে ॥
ঠাকুর গোপাল মোর পরাপরগুরু। তাহার দুখানি পদ ভক্তিকল্পতরু ॥
সে পাদপদ্মমধু করিয়া চিন্তন। লীলামৃতরসপুর করিল বর্ন্নন ॥

শুদ্র আরম্ভীয়া প্রভু বৃত্তি করিবারে। প্রেমপাত্র হরি তাঁর দিলেন তাঁহারে॥
শ্রীহরিচরন প্রভু গুরু আজ্ঞা পায়্যা। প্রকাশীল লিলামৃতরসপুর দিয়া॥
শেই বৃত্তি আস্বাদএ প্রভু রামচন্দ্র। শ্রীহরিচরন চিন্তি হৃদয় আনন্দ॥
আস্বাদিতে আস্বাদিতে কৌতুক উঠিল। ভাষা করিবারে প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল॥
আজ্ঞা পায়্যা নিবেদিল মো অতি অধম। কাতর দেখিয়া প্রভু কহএ বচন॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা জানিব ইহাতে। এ বৃত্তি ভাষা জদি হএ দিন হৈতে॥
এই আজ্ঞা পায়্যা হৈল হৃদয়ে আনন্দ। লীলামৃতরশপুর করিল আরম্ভ॥
মুই ছার মূঢ়মতি কি বলিব আন। তাহা লেখি প্রভু রামচন্দ্র যে বোলান॥
তাঁহার চরনপদ্মে আমার ভরোসা। ২০ক] [২০খ পুন্ন কৈল লিলামৃতরসপুর ভাশা॥
... ...
[২৬খ ... ... না পাইএ গৌরচন্দ্র। এ কথা কহিল মোরে প্রভু রামচন্দ্র॥
এ আজ্ঞা প্রভুর ঠাই...বাবে বার। শেই বাক্য সত্য মোর শর্ব্ববেদসার॥
তাঁহার চরন বন্দো করিয়া চিন্তন। [লীলা]মৃতরশপুর করিল বর্ন্নন॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ করিএ ভরশা। রশীকানন্দদাশ কহে [প]রতাশা॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব ঠাকুর মোর প্রানধনে। তাহা বিনু গতি মোর নাহি ত্রিভু[বনে]॥
ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণলিলারশপুর নামা গ্রন্থোহয়ং শমাপ্ত॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবিন্দ॥ জয় রাধে শ্রীরাধে জয় জয় [রা]ধে॥ নৃসিংহ মোহন জয় পিথির্ব্বা আনন্দময় জয় জয় নরহরিঃ॥
... ...

৯০ রামায়ণ

রচয়িতা ঃ কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ১৫০৮। পত্রসংখ্যা ২। খণ্ডিত। আকার ৮½"×৩"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট।

৭ শ্রীশ্রীহরি॥
[১খ অথ সিতার পরিক্ষ্যা লিক্ষতে॥
সাজিল রাবন রাজা পায়্যা পুত্রসোক। হাহাকার করে যে লঙ্কার জত লোক॥

জাত্রাকালে দেখে রাজা বড় অমঙ্গল। সুকুনি গিধিনি উড়ে মাথার উপর ॥
মন্দোদরি বলে রাজা যুদ্ধে কাজ নাঞি। সিতা দিয়া পড় গিয়া শ্রীরামের ঠাঞি ॥
সুন রাজা দসানন কহি আমী মন্দ। শ্রীরাম মানুস্য নন হন পূর্ন্নব্রহ্ম ॥
পুত্রসোকে দসানন হয়্যাছে কাতর। না সুনে রানির বাক্য চলিলা সত্তর ॥
নানা বাদ্য বাজাইয়া সসৈন্য সহিতে। উত্তরিল রথা বহে রামের সাক্ষাতে ॥
নানা যুদ্ধ দুই জনে হৈল পরস্পর। কে কোথা পড়য়ে রনে রাক্ষস বানর ॥
শ্রীরাম রাবনে রনে কেহো নহে টুটা। ... ... ॥
অতঃপর ১৬ পৃষ্ঠা—
[১৬ক কান্দিতে কান্দিতে রাম হৈল অচেতন। ব্রহ্মা আদি দেবতা সভে করয়ে স্তবন ॥
হংসবাহনে আইলা জগতের কর্ত্তা। বলদবাহনে আইলা সিব কান্দে সাপের পৈতা ॥
দুইকর তুলি তারা রামের তরে ডাকি। কার বোনে অগ্নিতে রাখ্যাচ জানকি ॥
ব্রহ্মা বলেন সুন রাম পূর্ন্নঅবতার। জগথের নাথ তুমি সংসারের সার ॥
তোমার গায়ের নোমাবলি জত দেবগন। সিতা পরমলক্ষ্মি তুমি নারায়ন ॥
মাৎস্যরূপ কৈলে তুমি বেদের উদ্ধার। কুর্ম্মঅবতার তুমি স্থাপিলে সংসার ॥ ১৬ক]
[১৬খ তৃতিয় জন্মেতে তুমি বরাহরূপ ধারি। সংসারে না ধরে টান হিরনাক্ষ বিদারি ॥
হিরণ্যকস্যপরুপে অসুর মহাবল। আপন তেজেতে দেব জিনিল সকল ॥
সর্গ্য মর্ত্ত পাতাল কাপে অসুরের প্রতাপে। তাহা সংহারিলে তুমি নৃসিংহরূ[পে]তে ॥
বাঙনরূপ ধরিলে তুমি পঞ্চম অবতারে। বলি রাজায় থুইলে তারে পাতালভিতরের ॥
সিতা সিতা বলি রাম করেন ক্রন্দন। কাষ্ঠ পুড়িয়া অগ্নি ধুম নিকনে ॥

অতঃপর খণ্ডিত।

৯১ রামায়ণ (লংকাকাণ্ড)

রচয়িতা ঃ কৃত্তিবাস

পুঁথিসংখ্যা ১৫৯২। পত্রসংখ্যা ৬৬। খণ্ডিত। আকার ১৬"×৫½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর। আধার তুলট। আত্মপরিচয় অংশটুকু মুদ্রিত হইল।

[১খ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ বন্দনা লিখিতে।
লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ ॥

একভাবে বন্দো সিতা রামের চরন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বরের কারন॥
শ্রীরাম জানকি বন্দো লক্ষন একভাবে। দেব দ্বিজ গুরু বন্দো পরম গৌরবে॥
রাজা দষরথ বন্দো রঘুবিরের পিতা। শ্রীরামচরন বন্দো চন্দ্রমুখ সিতা॥
কৌসল্যা ঠাকুরানি বন্দো রামের জননি। জার গর্ভে রামচন্দ্র জন্মিলা আপনি॥
কৈকৈ সুমিত্রা বন্দো দুই ঠাকুরানি। এক ঠাই বন্দিব জে রাজার সাতসত রানি॥
হাথে বিনা বন্দো নারদের চরন। বিনা লয়্যা রামের আগে গাইল রামায়ন॥
বাষ্পবারি পরিপূর্ন্ন অরুনলোচন। সদেষে বন্দিব হনুমানের চরন॥
কোথা হনুমান আছ পবননন্দন। আমার আসরে বির করহ গমন॥
কাতর সেবকে ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে। ওর ওর হনুমান আমার নিকটে॥
জেখানে হয়েন প্রভু রামগুনকথা। করজোড়ে হনমে হনুমান রহে তথা॥
শ্রীষ্টীকর্ত্তা বন্দো প্রভু ব্রহ্মার চরন। হাথে তালে বন্দো দেব ত্রিলোচন॥
খিরদসাগর বন্দো দক্ষিনে হরিহর। পুর্ব্বদিগের গুরু বন্দো আচার্য্য দিবাকর॥
পাছভুমের গুরু বন্দো মুরারি নামে ওঝা। মাঙ্গের ভিতরে বন্দো স্বর্গের রাজা॥
চারিদিগের মুনিহে পর্ব্বত হেন গুনি। কুলেসিলে চারিজনা জগতে বাখানি॥
সরস্বতিদেবি বন্দো মস্তক ওপরে। আপনি বিনার সুখে কণ্ঠের ভিতরে॥
নম নম বন্দো মুনি বালিম্মিকচরণ। স্লোকার্থে গাইল সপ্তকাণ্ড রামায়ন॥
রাম জন্মিতে আছিল সাটীসহস্র বৎস্বর। অনাগত করিয়া করিল মুনিবর॥
রাম না জন্মিতে কৈল রামঅবতার। হেন মুনির চরনে আমার নমস্কার॥
কোথা আছ প্রভু রাম রাজিবলোচন। আমার আসরে প্রভু করহ গমন॥
জথা তথা গাই প্রভু তোমার কাহিনী। কৃপা করি রামচন্দ্র সুনিবে আপনি॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি। জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবি সরস্বতি॥
গ্রাম হে ফুলিয়াগ্রাম সর্ব্বলোকে জানি। জার উত্তর চাপ্যা বন গঙ্গা ঠাকুরানি॥
তাহাতে মুকুটির জন্ম হইল সংসার বিদিত। ১খ] [২ক জন্ম লভিলেন তাহো কিত্তিবাষ পণ্ডিত॥

বাপ বোনমালি ওঝা মালিনি উদরে। জন্ম লভিলেন ওঝা ছয় সহদরে॥
গর্ভ হইতে পুত্র জেই সপ্তম ভুমিতলে। উত্তম বষন দিয়া পিতামহি তোলে।
ধ্যানেতে জানিল পুত্র পণ্ডিতমুরতি। সাস্ত্র পড়াইতে দিল তবে করিল অনুমতি॥
বড়বারেন্দ্র ছোটবারেন্দ্র বড়গঙ্গার পার। জথা তথা থাকিল ওঝা করিয়া সঞ্চার॥
হেন কিত্তিবাষ পণ্ডিতের বন্দিয়া চরন। জাহা হইতে সুনে লোক গিত রামায়ণ॥
আপন পিতা মাতা বন্দো হইয়া একচিত। তাহার আসীর্ব্বাদে গাই রামাঅনগীত॥

মুন্সগায়েন পালিগাএন জেবা তাল ধরে। কিত্তিবাষ পণ্ডিত বন্দিয়া গাইব আসরে।
ভক্ত নাএকেরে রাম তুমি পুরাও আষ। শ্রীরামের বন্দনা রচিল কিত্তিবাষ॥
... ...ইত্যাদি।

৯২ রামায়ণ

রচয়িতা : কৃত্তিবাস. কেশব মিত্র

পুঁথিসংখ্যা ১৮১০। পত্রসংখ্যা ১১৬। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৪"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। এই পুঁথিখানির উপর মণিকা ভট্টাচার্য গবেষণা পত্র রচনা করিয়াছেন। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নম নম॥ নম শ্রীশ্রীগনেসায় নম॥ শ্রীশ্রী[সরস্ব]তি নমঃ॥ রাম লক্ষ্মণ পুর্ব্বজ রঘুবরং সিতাপতিসুন্দরং কাকুস্ত করুনময়ং গুণনিধি বিপ্রপ্রিয় ধাম্মিকং রাজ...সখ্য সন্দেহং দসরথ [ত]নয়ং স্যামলং সান্তমুর্ত্তিং বন্দোলোকাভি-রামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবনারিং॥ রাময়ে রামচন্দ্রায়ে রামভদ্রায়ে বিধসে রঘুনাথায়ে রঘুনাথায়ে সিতাপতয়ে নম নম॥

অথ উত্তরাকাণ্ড লিক্ষতে॥
শ্রীরামের কথা মুনি বলিছে লক্ষন। মাথা তুলিয়া সিতার মুখ না কর নিরক্ষন॥
গলার না দেখি তাঁহার হার কেয়ুর। সভেমাএ দেখিয়াছি পায়ের নুপুর॥
ফল মুল আনিয়া দেও তোমার সভার ঠাঞি। আনিয়া দিলে তোমা সভার আজ্ঞা নাই পাই॥
বনের ফল ফুল খাইত তোমারা আপনার মনে। কি কারণে জিজ্ঞাসা না কর দুইজনে॥
শিতাঠাকুরানি জাহাতে তুমি ত প্রধান। সেবক হইয়া ফল ফুল খাইবো আগুআন॥
... ...ইত্যাদি।
[১৪ক পতিব্রতার সাপ আর বিষ্ণুর তেজে। অহংকারে রাবন রাজা সবংসেতে মজে॥
সিতার জন্মের কথা কহে মুনিবরে। পাঁচালি প্রবন্ধে কির্ত্তিবাষ থুইল সংসারে॥
[১০০ক সেই দুই ছাওয়াললয়্যা আমি জাব দেষে॥
জজ্ঞে পুর্ন্ন দেহ গিয়া জজ্ঞ অবসেসে। ... ...লইয়া রামচন্দ্র আইলা দেষে॥

এত দূরে জয়মুনিভারথ অবসান। কেসব মিত্র রচে… … … … ॥
গাইয়া দিন জয় ১০০ক] [১০০খ মনিভারতের গিত। রামায়ন মুন এখন হইয়া একচিত।

৯৩ রামায়ণ

রচয়িতা ঃ কবিচন্দ্র, গৌরচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ১৮৮৯। পত্রসংখ্যা ৪। খণ্ডিত। আকার ১৩½"×৪½"। লিপিকাল ১৮৩০ সাল, ১২৩৮ সাল। আধার তুলট।

[৮ক … … … … …। … … …ধরেছ দেব ত্রিনয়ান ॥
জে রামের নামগুণ পঞ্চমুখে গায়। সে রামের নাম লয়্যা ভিক্ষে মেগে খাঅ ॥
জন্ম মৃত্যু জরা কৈলে জে রামের নাম। ভুলিয়া এসেছ হর রামের সংগ্রামে ॥
… … … … … … … … … … … … … …
[৮খ পুন পুন দোহাকার প্রেমআলিঙ্গন। দোহাকার প্রেমের কথা না জায় বর্ন্নন ॥
সদাসিব বলেন ভাই কহ সমাচার। কোনে আগমন…এ বেস তোমার ॥
রাম বলেন সেই সব পশ্চাতে শুনিবে। কেমনে আমার প্রাণ লক্ষ্মণ বাচীবে ॥
ভাএর লাগিয়া প্রান মোর কেদে কেদে উঠে। লক্ষ্মণ না দেখিয়া বুক মোর ফাটে ॥
এতো বলি কাদে রাম কমললোচন। সিব বলেন জীয়াইব প্রানের লক্ষ্মণ ॥
এতো বলী সভে মেলি গেলে সেইখানে। লক্ষ্মণ পড়ীয়া জথা পর্ব্বত চাপানে ॥
সিব বলেন আগে আইসো বির হনুমান। তুল্লে ধর একবার এই পর্ব্বতখান ॥
জে আজ্ঞা বলিয়া হনু পর্ব্বত তুলীল। জেখানে পর্ব্বত ছিল সেইখানে চলীল ॥
সদাসিব বলেন রাম আমার কোলে দেহো। এখনি বাচীবে ভাই না করিহো মোহ ॥
আদ্যাসক্তি বলেন সীব কোলে করি আমী। জল আনী লক্ষ্মণের মুখে দেহা তুমি ॥
দুর্গম কানন বন জল পাব কোথা। সদাসিব ভাবে মোনে হেট হয়ে মাথা ॥
দুর্গা বলেন ভাব কেনে দেব শুলপানি। জটার ভিতরে তোমার আছে মন্দাকীনি ॥
মৃতসঞ্জীবিনিমন্ত্র পতিমুখে দীল। রাম রাম বলি প্রাণ লক্ষ্মন পাইল ॥
রামায়নে রামলিলা কবিচন্দ্রে বলে। গৌর কীঙ্করে প্রভু রাখ পদতলে ॥ ৭ * ১২ ॥
॥ সন ১৮৩০ সাল ॥
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ দেখিল দেবগণ। গলা ধরাধরি কৈল ভাই দুই জোন ॥

সিবদূর্গা হরসিত দেখিল হনুমান। সভে সুখি হইল লক্ষ্মণ পাইল প্রানদান ॥
শিব কহেন ওহে প্রভু কমললোচন। অযোর্দ্ধা ছাড়িয়া কেন বোনেতে গমন ॥
রাম বলেন রাজ্যপাট ভরথেরে দীয়া। বোনবাসে আইলাম পীতার আজ্ঞা পাইয়া ॥
... ...
[৯খ সকল দুখু পাসরিলাম পায়ে হনুমানে। সিবের কাছে বিদায় হইল তিন জোনে ॥ ৯খ]
[১০খ আজ্ঞাকারি হইল হনু রামের কাছে জায়। চম্পানদীর কুলে গীয়া বসি[ল] তথায় ॥
তরূতলে বসতি করেন তিন জন। কালি হবে হনুমানের মন্ত্র গ্রহন ॥
রামায়নে রামলিলা গৌরচন্দ্র গায়। পুন্ন্য করি বল হরি পালা হইল সায় ॥

ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ১ মাঘ ব্রসপতিবার জতা দীষ্টান্ত তথা লিখিতং লিখিতে দোস নাস্তি ॥ ভিমস্যামির নিমভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ মোঃ কাথা মহাশয় সাহেবের বাশায় ॥ এই পুস্তক শ্রীনারায়ণ সিং সাকীন দারুয়া ॥ পরগণে মাজনাঘটা লিখিত সঅক্ষর শ্রীগৌরমোহন দাষ বগু উমেদোয়ার সাং ঘলদীয়া পং হাথীয়াঘর জেলা চবিষ পরগনা কেহ পড়িবার তরে লইয়া জ্ঞান শুর্দ্ধ অশুর্দ্ধ বড়বোদ করিবে না ॥

৯৪ রামায়ণের সূত্রমালা

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৩৭। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৩½"। লিপিকাল আ. ২০০ বছরের পুরাতন। আধার তুলট। রামায়ণের বিষয়সূচী। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১ক *৭ শ্রীরাম ॥ অথ সূত্রমালা লিক্ষ্যতে ॥ অজোধ্যা ॥ ভরথের মাতামহের ঘরগমন ॥ রামের অধিবাস ॥ কেকৈ পাসণ্ড করিলেন ॥ পরে বোনবাশ ॥ গুহক সঙ্গে মৈত্রতা ॥ পরে ভরদ্বাজের আশ্রম ॥ শ্রীত্রকুট গমন ॥ দশরথের প্রানত্যাগ ॥ ভরথের দেশ গমন ॥ রাজার শতকার ॥ ভরথের জাত্রা ॥ প্রথম শৃঙ্গারপুর ॥ ভরদ্বাজের আশ্রম ॥ পরে চিত্রকুটে ভরথের মিলন ॥ পরে সিতার পিণ্ডদান ॥ পাদুকা লঞা ভরথে রাজ্যে গমন ॥ নন্দিগ্রামে বাস ॥ অরূন্যক ॥ অর্ত্রিকের আশ্রম ॥ শবোভঙ্গের আশ্রম ॥...আশ্রম ॥ পীপলিমুনির আশ্রম ॥ অগ্রস্ত আশ্রম ॥ পঞ্চবটীগমন ॥ সুর্পনখার সাক্ষাত ॥ পরে ...বধ ॥ সুর্পনখার লঙ্কাগমন ॥ রাবন মারিচকে লঅা সীতাহরণ করিল ॥ পরে সীতার অশ্বাসন ॥ নপুর প্রাপ্য ॥ জুটায়ু দরসন ॥ কবন্ধ দরশন ॥ সর্ব্ববির আশ্রম

…কিস্কিন্ধ্যা ॥ সুগ্রীব সহিত মৈত্রতা ॥ রঘুনাথের বলপরীক্ষা ॥ বালিবধ ॥ সুগ্রীব রাজা ॥ মাল্যবানে বাস ॥ কটক সঞ্চয়… ॥ কটক পাঁচুলী ॥ হনুমান কটক সহিতে পাতালে সয়ম্ভরা দরসন ॥ পরে সম্পাতির …খাদান ॥ কটক লঞা সমুদ্রতীরে গমন ॥ সুন্দরা ॥ সমুদ্র ॥ উগ্রচণ্ডী দরসন ॥ লঙ্কাভ্রমন ॥ অশোকবনে সীতা দরশন ॥ পরে রনভঙ্গ ॥ বড় কিঙ্করবধ ॥ সাত মন্ত্রি বধ ॥ অক্ষয়কুমার বধ ॥ ইন্দ্রজিতার বানে হনুমান বন্দি ॥ লঙ্কাদগ্ধ ॥ বিভিসনের মৈত্রতা ॥ সমুদ্রবন্ধন ॥ লঙ্কা ॥ সুখসারুনের রায়বার ॥ সাধুনলের রায়বার ॥ মায়ামুণ্ড ॥ … … … ॥ অঙ্গদের রায়বার ॥ নাগপাশ ॥ ধুর্ম্মাক্ষ অকম্পন ॥ রক্তদণ্ড ॥ …বধ ॥ মকুটকাট ॥ কুম্ভকর্ন্না… ॥ অতিকার জুর্দ্ধ ॥ চতু…হানা ॥ লঙ্কাদগ্ধ ॥ শুম্ভনিশুম্ভবধ ॥ মকরাক্ষসবধ ॥ বিশ বরিসন ॥ মায়াসীতা ॥ ইন্দজিতবধ ॥ শক্তিশেল ॥ রাবনবধ ॥ বিভিসন রাজা ॥ সীতার পরীক্ষা ॥ দেশাগমন ॥ রাজরাজেস্বর ॥ উত্তরা ॥ মুনিগন দেবগন নৃপতিগন গমন ॥ সুমেরু পবনে জুদ্ধ ॥ শিবের বিবাহ ॥ পর্ব্বতের পাখাছেদ ॥ … … … … ॥ রাক্ষষের জন্ম ॥ বিষ্ণুর সঙ্গে জুদ্ধ ॥ … …রাক্ষসের ক] [খ… … …জয়যুর্দ্ধ ॥ পাতালে নাগযুদ্ধ ॥ … … … ॥ বলী ॥ … … ॥ … … ॥ রাবণ সহিত … …গমণ ॥ … …সঁাপ ॥ কাল কেয়ার যুদ্ধ ॥ ইন্দ্র সহিত রাবনের যুদ্ধ ॥ রঘুরাজার প্রসঙ্গ ॥ হনুমান… … … কটক বিদায় ॥ অশোকবন নির্ম্মান ॥ … … …রাবন… …সিতানির্মাণ ॥ কুশলবের জন্ম ॥ … … বধ ॥ ব্রাহ্মণ যুদ্ধেরে প্রসঙ্গ ॥ ব্রাহ্মণ… …জন্ম ॥ … … … ॥ … …রাজা প্রসঙ্গ ॥ দণ্ড বা… …প্রসঙ্গ ॥ ভক্তি আরম্ভ ॥ … … … ॥ … … … ॥ … ॥ দশ অবতার কথা ॥ … …সূত্র কহিলেন… ॥ চন্দ্র… … । সমুদ্রমন্থন ॥ বুধ । পুরোরবা ॥ ধুন্দসারি… … ॥ বেনু । … …স্বর্গ ॥ … … সত্রাজিত … ॥ জন্মেজয় ॥ মৃত্যুঞ্জয় ॥ জুবরাজা হইহা… জনক । ইতি । সুর্জ্জবংস ॥ … … কস্যপ । ভানু । সার নিমামন । … … । সুসেন । … … … … … … । মান্ধাতা … মুচকুন্দ ॥ ধুন্ধমারি ॥ সতবাহু ॥ বেনু । … … । পৃথু … … । … … । … … …জোড়… …ছিষ্টিধর । কাকুস্ত । … … । সভারম্ভ । … ব্রত । ভারথ । ভূধর । খাণ্ডব । … … । … … । হরিচন্দ্র । … দাস । মৃত্যুঞ্জয় । মোহা…ন্ধ । … … … । ধর্ম্মান্ধ ॥ … … । বিকর্ম্ম । … অম্ব । দিলিপ । ভগীরথ । … … । উথান পাদ ॥ দিলিপ । রঘু । অজ । দসরথ ।

৯৫ রায়মঙ্গল

রচয়িতা : রুদ্রদেব

পুঁথিসংখ্যা ১৬১৯। পত্রসংখ্যা ৪। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৫"। লিপিকাল আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সাহিত্যপ্রকাশিকা পঞ্চম খণ্ডে মুদ্রিত।

৯৬ রালদুর্গার কথা

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫২১। পত্রসংখ্যা ২৪। অখণ্ডিত। আকার ১৫"×১½"। লিপিকাল আ. ১২০ বৎসরের পুরাতন। আধার তালপত্র। দুর্গামাহাত্ম্য কথা। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রীহরি

[১ নম নম প্রনাম সহস্র শতেক চরাচর শতেক কাহিনী প্রভু দেব[াদি…] করি হরের চরণে যেবা করিয়া প্রণাম তাহার পুজা হল বেদের প্রচার। একদিন কৈলাসে… … … কৌতুকে খেলান পাশা দুর্গার… … … … …বুঝি জয়দেব পাশয় দুরিতে হেন বুঝি ভগবতি পায়সায় জিনে… … …ভস্ম করিয়া… … … সর্ব্বাঙ্গ… …নিকটে চাহিয়া দেখেন… … … …ত্রৈলোক্যের গোঞ তুমি মৃত্তঞ্জয়। কেমনে বলিব আমি তোমার পরাজয়। … … … … … কৈতুকে … … চলিল… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

[২… … … …বৃক্ষের উপর। ব্রাম্বন বলেন ওহে পক্ষী কর উপকার। তিন শিষ্য ধান্য লয়ে দাও এক্ষনে। তিন শিষ্য ধান্য লয়ে দিলেন সেই স্থানে। তিন শিষ্য দেখে ব্রাম্বন আনন্দিত মনে। ধীরেধীরে সরোবরে ব্রাম্বন স্নান করিল। পথের মধ্যে বিপ্র বটু

পরিয়া রহিল। রাজার কন্থে সঙ্গে সহচরি করে স্নান করিতে যায়। পথ ছেড়েদেরে বটু স্নান করিতে যাই। বটু বলে নড়ি·····গতি বারেবারে··· গেছে কত ইচ্ছাবতি। তুমি কেন না লজ্যয়াও যাও কন্যা ইচ্ছাবতি। কেমনে লঙ্ঘিবে আমি এ হেতু জ্ঞান। বিশেষে ব্রাম্বন তুমি বিষ্টুর সমান। তবে সত্য কর কন্যা। কি সত্য করিব আমি রাজার ঝি। আমরা রাজার কুমারি।

[৩ক টাকা··· ··· ···চাও তাহা দিতে পার বলে কন্থে স্নান করিতে গেলান স্নান আহ্নিক করে কন্যা ফিরে আইলেন পথ ছেরে দে বটু স্নান করি[তে] যাই বটু বলেন নড়িবার নাহিক সংগতি বারেবারে লজ্ঘে গেছে কত ইচ্ছাবতি। তুমি কেন না লজ্ঘে যাবে কন্যা ইচ্ছাবতি। কেমনে লঙ্ঘিব আমি এ হেতু জ্ঞান বিশেষে ব্রাম্বন··· ··· ··· তবে··· ··· ···কন্যা হবে স্বয়ম্বর। কপালে ঘা মেরে কন্যা গেলেন নিজ ঘর। ··· ···

পরিয়া রহিল··· ··· ··· ···দেখে বলেন রাজকুমারি তোমায় কে করেছে হেলন ··· ··· ··· ···করেছে হেলন ·· ··· ·· ··· ··· ··· ···

[৪ ·· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···মালিনি··· ··· ··· ··· ··· মালি'নি মাসি গো নগরের এমন বিচিত্রকথা কোথা হইতে শুনি রাজকন্যার আজি স্বয়ম্বরা দেখিতে উল্লাসি মালিনি মাসিগো হাতী ঘোড়া চাপায় মরে না মরিব মাসিগো সূর্য্যার কৃপায় না মরিব মাসিগো দেবের কৃপায় পূর্ব্ব বিবরণকথা তা কহিল তায় শুনে মালিনি আনন্দি[ত] হইল সুগন্ধি চন্দ্র[ন] পুষ্প মাল্য লয়ে গেল উত্তম পট্টবস্ত কন্যারে পরাহইল। পাদ্য অর্ঘ আসন দিয়ে তারে পরাহইল। বসাইল সগন্ধি চন্দন···পুষ্প মাল্য দিল [গলে]॥

[৫ তাহা দেখিয়া রাজাগন করে ধীবা ধীবা কন্যাদান করে রাজা মনেতে দুষ্কিত দেখিবার যোগ্য নয় এ হেতু কুমারি। বনোবাসে থুয়ে এস বাঁধিয়া ঝুমুরি। বনোবাসে বটুক সহিত বড় কৃমি খায়। কন্যার মাথার উপরে তপ্ত দুগ্ধ খেয়ে · ·· কন্যার পিক্কারণ করে। কেন কন্যা কাঞ্চ সমস্কারে যে ব্রত করে কন্যা হইবে পেয়েছি সুন্দরি আমা বসে পেলে ১৬। ১৭ ধান্য··· ··· ··· ···।

[৬ উত্তলন করিল ১৬। ১৭ দিন কথা সুনি[লে] সজ্জন প্রথমেতে গুলি শুনি করিল সৃজন দুই মাসে খাইল [পায়স] তিন মাসে দধিঅন্ন মনের হরশে সম্পনে মুগের গুলি খেলেন ইচ্ছাবতি। যোড়পুল যোড়কলা রক্তচন্দন জবার মালা তাম্রপত্র ধুয়ে দিবাকরে অর্ঘদিয়ে দুর্ব্বা জল দিয়ে ভক্তি করে পান সুপারি দিলেন আকৃতি কন্দপ সমান রূপ হইল পতির। তব চরণে রহু ভক্তি এমন করে তার কিছুদিন যায় শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন।

[৭ পুরুষের রূপ···নি কিবা শোভা হয় ধন ধান্য বিনে নাহি শোভা পায় যে ব্রত করে

কন্যা হইলাম সুন্দর সেই ব্রত কর কন্যা হইবেন ধন ধান্য একদিন অগ্রমাসের তিথি আমবস্যা পেলে ১৬ ধান্য ১৭ দূঃর্ব্ব উত্তল করিল প্রথমেতে… … …সুলি করিল সৃজন দেবতারে নিবেদিয়া করিল ভক্ষন দুইমাসে পায়েস তিন মাসে দধি অন্ন মনের…

[৮ সম্পুনে মুগের গুলির খেলেন ইচ্ছাবতি সূযোর কৃপায় তার ধনধান্য হইল অচল … … …দাসদাসী গো মহিসি হাজারে হাজার হাতী ঘোড়া প্রজা নানা জাতি কন্যার ভক্তি দেখে ইষ্ট ইষ্ট মতি এমনি ধারা করে তার কতক দিনয় শুন শুন প্রান্ননাথ করি নিবেদন

[৯ পুরুষের ধনধান্য নিয়ে কিবা শোভা হয় পুত্র বিনে শোভা নাহি পায় যে ব্রত করে কন্যা হল ধন ধান সেই ব্রত কর কন্যা হইবে পুত্রবতি সুর্য্যার কৃপায় রানী হল গর্ভবতি গননা গণিতে তার নয় মাস গেল সুভক্ষণে দশমাসে পুত্র হইল একে একে একশত পুত্র হইল

[১০ এক আনন্দে প্রণিত হইল ব্রম্বন ভনিতে গ্রাম সকল খালেন প্রজা নানা জাতি কন্যার সম্পতি দেখি এমন করে তার কতকদিন যায় সুন সুন প্রাণনাথ করি নিবেদন মাতা পিতাকে দেখিতে লয়েছে বড় মন। রানি তখন সম্পন্ন

[১১ স্বপ্ন দেখিয়া রানী রাজারে কহিল কোন বনে রেখে এলে কন্যা ইচ্ছাবতি তার না করিল তল্লস কন্যার সে হুতাস কারনে বুকে লাগিল হুতাশ

[১২ রাজা তখন সাজন সাজিল সেজে ঘোড়ায়ালা চরিল ইচ্ছাবতির নগরে পৌছিল ইচ্ছাবতি আগেরে বাড়িয়ে বাপেরে লইয়ে পদ্য অর্ঘ্য দিয়ে আসন দিয়ে তাহারে উত্তম তৈজলে স্নান করাইল মিষ্টাঅন্ন সামগ্রী ··ভোজন

[১৩ করাইল। উত্তম পালনপোশে শয়ন করিল। সয়ন করিয়া কন্যারে সুধা… … মাগো তোমার সামী কুষ্টের গলন্তি ছিল। এরূপ মহৎ রূপ কোথা হইতে হইল বাপুগো মিথাকথা কহিহেছিল দেবতার স্থানে ভস্ম না করিয়া দিজের সর্ব্বঙ্গ কুষ্টে রো……

[১৪ মাগো শুনিতে ইচ্ছা করি নাই দেখিতে ইচ্ছা করি। আবার সেই ব্রত করিল কন্যা যোড়ফুল যোরকলা রক্তচন্দন জবার মালা তাম্রপত্র ধুয়ে দিবাকরে অর্ঘ্য দিল দুর্ব্ব জল লয়ে ভক্তি করে গুয় পান দিলেন আকৃতি তাহার স্বামী হলো… …

[১৫ একদিন অগ্রমাসের তিথি আমাবশ্য ১৬ ধান ১৭ দুর্ব্ব উত্তল করিল ১৬ দিনে ১৭ কথা [শুনিল] সজ্জন প্রথামতে গুলি সুলি করি সৃজন দুইমাসে খাইল পায়েস তিনমাসে দধিঅন্ন মনের হরশে সম্পুনে মুগের গুলি খেয়ে ইচ্ছাবতি যোড়ফুল যোড়কলা রক্তচন্দ্রন জবার মালা তাম্রপত্র ধুয়ে… …]

[১৬ দিবাকরে অর্ঘ্য দিলে দুর্ব্বা জল দিয়ে ভক্তি করে পান সুপারি দিলেন আকৃতি… …

কন্দর্প সমান রূপ হইল পতির। পিতা বলেন মাগো এমন মহ ব্রত কোথা হইলে পাইলে পুত্র সন্তান নাই মা সবে মাত্র তুমি পুত্র দিয়া পিতার তোমার বাড় পিরীতি

[১৭ অপুত্র পিতা তোমার বরই দুক্ষিত ধূপ দ্বীপ নৈবিদ্য নানা আয়োজন সূর্য্যের পুজা বিধির বিধানে যোড়ফুল যোড়কলা রক্তচন্দ্রন জবার মালা তাম্রপত্র ধুয়ে দিবাকরে অর্ঘ্য দিল দুর্ব্বা জল দিয়ে ভক্তি করে গুয়োপান দিলেন আরূতি··· ··]

[১৮ রানী হলেন গর্ভবতি গননা গনিতে তার নয় মাস গেল সুভক্ষণে দশ মাসে সন্তান হইল। একে একে পঞ্চপুত্র হইল রানীর। রালদুর্গার কথা সমাপন করিলাম আমি। যে যা মনে করে আস ঠাকুর ঠাকুরন স্বর্গবাস ॥]

৯৭ লক্ষ্মীর বন্দনা

রচয়িতা : ফকীর বিরাম

পুঁথিসংখ্যা ১৫২৯। পত্রসংখ্যা ৫। অখণ্ডিত। আকার ৮½"×৫½"। লিপিকাল আ. ১২০১ সাল। আধার তুলট। রাজনগরের ইসলামি গুচ্ছের অন্তর্গত পুঁথি।

শ্রীহবিব লক্ষ্যির বন্দনা ত্রিপদি ছন্দ

[১ জোড়হাত করিঞা ভক্তি লক্ষি বিনে নাই গতি তুমি কৈলে ত্রিভুবন রক্ষ্যা।
কথ মিনিমূলে বিকাইঞা কাহুকে ইন্দ্রপদ দিঞা কেহু ঘরে ঘরে মাগিঞা খায় ভিক্ষ্যা ॥
তুমি বিরূপকালে জায় স্বেই রসাতলে তুমি নইলে জয় নয় বোন।
লক্ষি নাই জার ঘরে নিজ ধন কিবা করে অহনিসি তোমা সোঙরন ॥
তুমি কৃপা কর জাখে সদাই আনন্দ থাকে সেহ জ্ঞানে তোমার মর্যতা।
তেত্তিষ কুটি দেবগোনে তোমায় করে সোঙরনে দুআরি সে আপনে বিধাতা ॥
সআল জে সংসা[রে]তে ধর তুমি বামহাতে আকাষ পাতাল বসমতি।
সর্গ্নে তোমার সিংহাসন সেবা করে কত জোন হেমের কীরন তোমার জোতি ॥ ১]
[২ এই মোতে পুজা করি ছাড় তুমি সর্গপুরি মর্ত্তে এল্যে গ্রাম সাটিনন্দ।
সেইখানে অবতন্য লোকে বলে ধন্য ধন্য ঘরে ঘরে নরের আনন্দ ॥
মএসা পুর্ণমা কালে পূজা তোমার কলিকালে ধন্য ধন্য জগত বাখানি।

দিজগোনে করে সঙ্কধনি ।
কীবা হিন্দু মোছলমান   জায় তোমার বির্দমান   দুরে থেক্যে মধুর বাক্য বুনি ॥
ঢাক ঢোলে দিঞা কাঠি   ঘৃতে জালাঞা বাতি   ঘরে ঘরে দেখি ওজিআলা ।
লোকের নাহি সম্খ্যা   তাহার আলা দেখ্যা   সোভাব ঘুচাও দুখ চিন্তা জালা ॥
চান্দমুখের বানি   বুন প্রনয়কাহিনি   কাহুকে করিলে লক্ষ্যেশ্বর ।
কেহু মত্তমান হঞা   তোমা নাম সোঙরিঞা   বুখে থাকে জগতের ভিতর ॥ ২]
[৩ কারু কর্ণে দোলে কর্ণসোন[া]   কেহু পাতে লক্ষ্যিজোনা   সেহত তোমার পুর্ণফলে ।
তোমারে চিনএ জে   আনন্দে থাকএ সে   তাহার সত্রু জায় রসাতলে ॥
রাজার বুখের বুখ   কুনুকালে নাই দুখ   ধন্য ধন্য জগতে বাখানি ।
পথের পথিত জায়   সেহ ফিরে কথা কয়   কুটুমদ্বারে চুড়ামুনি ॥
কেহু অকুলিন কুলিন হয়   তুমি যারে কৃপামএ   জাতিভেদ নাইখ তার ।
তুমি জারে কৃপামতি   মিনি তৈলে জালে বাতি   এই হেতু মহিমা তোমার ॥
তুমি কৃপা কর জাখে   সদাই আনন্দে থাকে   সেহ বৈসে পণ্ডিত সভায় ।
তুমি আছমানের থুনি   দিপ্ত কৈলে মেহুনি   তুমি দেবি অখিলের মা ॥
তুমি বাম হয় জারে ৩]   [৪ সেহ ফিরে ঘরে ঘরে   তমৃত ওদর নাহি পুরে ।
মিনি দোসে অপমান   কাটায় আপনার কান   তুমি বিরূপ হও জারে ॥
সদাই অন্তরে সোগ   বান্ধারে করএ জোগ   বাটের ঝিকুটি সেও হয় বৈরি ।
সাতে সাতে রোগ ফিরে   দুর্ব্বোনে বাঘে ধরে   ঘরের গ্রহনি তার বৈরি ॥
জিয়ন্ততে হয় মরা   বুখানাতে ডুবে ভরা   জতি জায় বানিজ কারন ।
থাকুক লাবের দায়   মুলে টানাটানি হয়   তুমি নইলে সব আকারন ॥
বুন ভাই সর্ব্বজোন   গ্রহ কাজ্য অকারন   কদাচিত নাই কর্য় হেলা ।
তবে লক্ষ্যি দোনৰ্দ্দন   থাকীব সর্ব্বক্ষ্যান   আনন্দিতে দুকুল উজালা ॥ ৪]
[৫ এমন গুনের তুমি   অভাগা বালক আমি   দোহারের মুণ্ডে পদধুলা ।
গাএনে কৃপা কর্য় সেসে   বুখে থাকি মাসে মাসে   ঘুচাইয় ওদরের জালা ॥
এমন গুনের তুমি   আভাগা বালক আমি   জোড় হাতে কহে নিজ দায় ।
ধরিঞা পিরের পায়   ফকীর বিরামে গায়   পুরাইবে নাএকের আস ॥   বন্দনা তামাম—

৯৮ লিঙ্গপুরাণের প্রশ্নোত্তর

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৯৩। পত্রসংখ্যা ২। অখণ্ডিত। আকার ১১"×৪½"। লিপিকাল ১২৮৮ সাল। আধার তুলট।

[১খ *৭শ্রীশ্রীহরি ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ নারায়নং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীহ ঞ্চৈব ততোজয় মূদীরয়েৎ ॥

॥ সুত উবাচ ॥

মুনেঃ সর্ব্বঙ্গ যোগীস সর্ব্বং বিৎনীলয়া হরে ॥ যাং যাং রূপ ধৃতং বিষ্ণুঃ স্তাং মাং বিজ্ঞতুমহ´সি ॥ ১ ॥

॥ নারদ উবাচ ।

শ্যনুঙ্গং মুনয়ঃ সর্ব্বে হরিলীলা কথামৃতং। যশ্চঃ নোতি কথা বিষ্ণুঃ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ২ ॥ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা। যামদগ্ন্যশ্চ বুধ্বস্তু কল্কী রূপৈক কারনাৎ ॥ ৩ ॥ রামঃকৃষ্ণদ্বয়ং রূপ লীলাকারী জনার্দ্দন। চতুর্থাংসে রামরূপ পূর্ন´ কৃষ্ণদ্বয়াংসকে ॥ ৪ ॥ বেদানুদ্ধরনার্থেষু মৎস্যরূপ ধরোহরিঃ। প্রথিবী ধারনং দ্ধরো কূর্ম্মরূপেন মাধবঃ ॥ ৫ ॥ ভূগোলোদ্ধারনার্থায় হিরনাক্ষ্য বধেনতু। ধৃতং বরাহ রূপঞ্চ এস তু দ্বয়কারনাৎ ॥ ৬ ॥ হিরণ্যকসিপূর্দ্ধংসী প্রহ্লাদং রক্ষ্যনার্থ বৈ। মহোগ্ররূপ ভগবান নরসিংহ বপূধ্যৃতঃ ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রায় রাজ্য দানার্থং বটুরূপী চ বামনঃ। ত্রিসপ্তবার নিধনং ক্ষত্রিয়ানাং কৃতং ভৃগু ॥ ৮ ॥ নিন্দুকানাং বিনাসার্থং বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনঃ। কল্কীরূপ ধরং কৃষ্ণ ম্লেচ্ছসংহার কারনাৎ ॥ ৯ ॥ কলা কলাংস রূপেন ভ্রমন্তং প্রথিবীতলে। নানারূপ ধরো বিষ্ণুঃ র্মবতারহ্যসংক্ষয়ঃ ॥ ১০ ॥ বিষ্ণুরুৎপাদিতং সর্ব্বং বিষ্ণুং খাদতি বিষ্ণুবে। খাদ্য খাদক সর্ম্মন্ধঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥ ১১ ॥ যত্র জীবো শিবস্তত্র অত্রৈবোনান্যথা কচিৎ। জগদ্বিষ্ণুময়ং জ্ঞেয়ং বহুরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ১২ ॥ এক এব মহাশক্তি নানারূপ ধরাস্বয়ং। ১খ] [২ক যা সীতা রুক্মিনী রাধা সা দুর্গা লক্ষ্মী কালীকা ॥ ১৩ ॥ ... ...

এ জাবৎ কথনে নৈব সন্ধ্যা কালমুপস্থিতং। শ্রীহরিঃ স্মরনং কৃতো ব্রহ্মলোক গতং মুনি ॥ ৩৪ ॥ ইতি শ্রীলিঙ্গপুরাণে হরপার্ব্বতীসম্বাদে ঋষিনাং প্রশ্নোত্তরে নারদ ভাষিতং

রামঃকৃষ্ণলীলানুসঙ্গিনাং নামপ্রকাসানুনামস্ত্রিষষ্টিতমোধ্যায় ॥ ওঁ তৎসৎ ॥ ॥ সুসমাপ্তস্ত ॥ ইতি শন ১২৮৮ শাল তাঃ ২১ য়াসাড় ॥ লেখক শ্রীত্রিলোচন রায় ॥ শাঃ ভাড়া ॥

৯৯ শতনাম বলরামচাঁদ ও রাধিকা

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৯৫৪। পত্রসংখ্যা ১। অখণ্ডিত। আকার ১৩½"×১০"। লিপিকাল ১২৬৬ সাল। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

সেস ষর্ব্বত্র বাচ ॥ সিন দেবি পরিক্ষামীঃ নামাষ্টতং সতং শ্রীবলরাম চান্দের নামাষ্টতং ঃ সরপঞ্চ সর্ব্বপাপ বিনাসনং ॥ কৃষ্ণ গজ সর্ব্বস্বেষুঃ কিষ্ণলিলা সদাসিঞা। রামরমনস্বেষু আত্মা সর্ব্বতা পরমেস্বর ॥ রেবত্তি বলনা হায় রেবত্তিরমনরম। মহাসংক্কর শোনপীমান শ্রীষ্টীসংহার কারকং ॥ কৃষ্ণ বাসনা পরাঅ চ স্বয়ং কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবল। হলিহল ধরসি লক্ষ কাকস্বয়ুমরসন ॥ সর্ব্বসর্ব্বঃদরস্বপঞ্চ সর্ব্বসক্তি বিনাশকং। নিত্ররূপ সরূপা তুরূপা চ সদানন্দ সুধাময় ॥ উজ্জল স্বেম রসিয়ানন্দ সেবি গন্দু। পরমেস্বর দাতা চ য়পার মহিমানিধি ॥ অলক্ষিতা পতেস্বৈব কোটী সুজ্যময়পভা। ললামোবরে চ নানা অলঙ্কার ধারে নিলপট্টধর প্রভু ॥ জগতের লোক নিরাসিষ্ট জগতাং পানবল্লভ ॥ রাসমণ্ডলমাধবান পূর্ণরাজ বিনাসক। গোপ বালক······চ শ্রীদ্ধিরে বরুপ্রভু ॥ সর্দ্ধব জতব পাল্য গোকুলং খসনং প্রভু। পদ্মোম্বিনি সুদামন্ত সুদাম্বিনিত লোচন। অনন্ত কস্যক নাগরূপ ফলরাজ বিরাজিত ॥ অশেষ গুনপারাসর্ব্ব সর্ব্বশক্তিধর প্রভু। সর্ব্ব জিবন নিবাসিদ্ধি চ সর্ব্ব চেতন কারকং ॥ সংক্করসন চক্র বম্ন জহ্নুনাকুলবর্দ্ধন। সঙ্কিত রসবেতাঞ্চ নানা তাণ্ডব পণ্ডিত ॥ কোটী সজ্য সমাজুক্তি কোটী কন্দপমোহন। নাগরিপালনাথস্য করুনাময় সাগর ॥ কৃষ্ণ সোহ সদাবাস কৃষ্ণ কৃড়া মহিরত। কৃষ্ণলিলা পরিআন্ত সর্ব্বপ্রেমময়ং প্রভু ॥ পত ক্ষেপেম রূপস্য সর্ব্ব পেম মায়াধর। সর্ব্ব অবতার কারি চ আদিদেব সনাতন ॥ ইতি নামাষ্টকং সতং মন্তএ গদিতং সিষ্ট বম্নি পাত ভুবন মন্তায় জোপমালা পরাঅন্তে বাপিতন জবেং বাঞ্চিত ফলং ভবেতৎ ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরানে ধবলি সেষ সংবাদে ॥ শ্রীশ্রীবলরামের চান্দের নামাষ্টরং সতং সংপূর্ণ ॥ ইতি সন ১২৬৬ সাল। তাং ১৪ বেইশাখ। ক]

[খ ৮/৭শ্রীশ্রীহরি সহায়
শ্রীরাধিকার সতনাম লিক্ষতে
শ্রীমন্ধা : রসময়ির সংঙ্গ রসিকা তথা : রসেস্বরি রসপোজা : রসপুন্ন্যা : রসপদসঙ্গিনি : রাসন্নাথ রাসমণ্ডলিকারিনি ॥ রসবিলাসিনি রাধা রাধিকা রসপুন্ন্যদা রামারম্মা রত্নামহি রত্নমালা সোসভনা রক্তউহীরক্ত নয়ানিঃ রোজ ওপলবিধারিনি ॥ রমনি রমনি গোপী বিন্দাবনবিলাসিনি । নানারঙ্গি বিচিত্রাঙ্গি নানা সুখমহী সদা ॥
... ...
সতনামাস্তবনাম নাম জত্র পঠেৎ পিতর সুচি । পাতকালে চ মধ্যান্নে সন্দায়াং মধ্ব্য রাত্তিকে জত্র তত্র ভবো থোব পঠে তু পেমপরায়ন ॥ কৃষ্ণভক্তি ভবেৎ তস্য পেমযুক্ত ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ইতি সিকিষ্ণচৈত্তন্য চন্দ্রাবলি গত শ্রীরাধিকার সুকরে নামাস্তোত্রং সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১২৬৬ সাল । তাং ১৩ বেইশাখ ।

১০০ শতনাম (নিত্যানন্দ)

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৯৫৫ । পত্রসংখ্যা ২ । খণ্ডিত । আকার ১৩"×৪½" । লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন । আধার তুলট । সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল ।

[১ক শ্রীরাধাকৃষ্ণ নমঃ
সমাসিন সন্দর্ভৈঃ যদিপি কবিতা নাতি ললীতা ১ম সুধাস্য ন্যশ্যত দদপি হরি গন্ধাদ্ব্ধজনা । অপঃ সালগ্রাম পবনগরিমাদ্যার সরসাবুধি কো বা কোপিরপিমুৎ মুহ্যান পিরিতি ॥ শ্রুন দেবী পরক্ষ্যামি নাম্নামষ্টবিরং সতং । নিত্যানন্দস্বরূপষ্য মহাপাতকনাশনং । গৌড়েন্দ্র কির্ত্তনানন্দ সংকীর্ত্তনবিনাসকঃ । গৌরাগ্রজো গৌরভৃত্য গৌরারাধ্যো গুণাকর । গৌরপ্রিয়ো গভিরামো গৌরাঙ্গপ্রতিপালক । নিত্যানন্দ জগদ্ধেতুক নবধৌত কলেবর । লৌহদণ্ডধারি দেব পাষণ্ডপরিমর্দন । অবধৌত শ্রীপাদঞ্চ স্বন্ন্য মুক্তাবসক ॥ ন্যাম্বি রাজো নাগরেন্দ্রো নাগরিপ্রাণবল্লভা । ন্যাম্বীচার বিহিনশ্চ রসাবেস বিঘুর্ন্নিত । রসাশ্রয়ো রসময় রসভুক্তা রসপ্রদ । রষউল্লাসমদাঘোন্ন্যা

জাহ্নবিপ্রাণবল্লবা। বসুধানায়েক দৈব বিদগ্ধগুনসেখর ॥ সর্ব্বে বিধিনিসেধাসুরভিত চরিতাদ্ভুত। সর্ব্বসম্পদস্বরূপশ্চ সর্ব্বশক্তীবিনাষক। নীত্যরূপ স্বরূপশ্চ চিদানন্দ সুধাময়। উজ্জলপ্রেমরসিক আনন্দময় বিগ্রহ ॥ ১ক] [১খ পরমস্বর্য্যদাতা চ অপার মহিমানিধি। অলক্ষিত গতশ্চৈব কোটিসূর্য্য সমপ্রভা। নানালঙ্কারধারি চ নেত্র পট্টবিভূসিত। জগৎবন্ধু জগৎকর্ত্তা জগৎউদ্ধারয়েবচ। প্রেমাধার প্রেমময় প্রেমভক্তি নিবেসিত। রামদাসাদি সর্ব্বস্ব গৌরিদাসপ্রিয়েশ্বর ॥ মানিনি দুগ্ধভোক্তা চ ব্যাশ পুজাপরায়ণ। অজাচক প্রেমদাতা অদোশদৃর্শিত প্রভু। অনন্তগুণগম্ভির নির্বেধ শ্চঞ্চলামতি। সুধারসদনন্দ বামপতি ন্যাসমেচক। সর্ব্বঅপরাধহরণ সর্ব্বদুস্খ বিনাষন। সর্ব্বশক্তিপ্রদাতা চ সদা পতিতপাবন। হরিনাম্নী প্রদাতা চ হরিনাম পরায়ন। বৃন্দাবনরসোমোদি বৃন্দাবনরসপ্রদ। সঙ্গিতরসবিক্তা চ নানা তাণ্ডব পণ্ডিত। অমাই অনহংঙ্কারি সদা নির্ম্মলচেতস। বাঞ্ছাকল্পতরু পুর্ন্ন ভক্তিচিন্তামণি প্রভু। দিনোধারি দিননাথ রূপানুক্লেসনাসক। দুর্গতিত্রাণকর্ত্তা চ প্রেমভক্তি বিনাসক। দৈতহৃদয়ানন্দ শ্রীনিবাসপৃয় প্রভু। শ্রীসেবিতপদদ্বন্দকেস ষেশাদ্যগোচর। গঙ্গাবগাহনো ন্যাস কোটিগঙ্গানিসেবিত। মৃগেন্দ্র কোটি হুংঙ্কারমুগ্ধি হৃত জগত্রয়ং সিদ্ধগুরো পদ্মনেত্র রক্তাম্বুজপদদ্বতি। নাগরিপ্রাণনাথেশক রূনাময় নাগর। পরক্ষে পুরুষশ্চৈব পত্যক্ষে ১খ] [২ক প্রকৃতিস্তথা। ... ...
নিত্যা শ্রীরাধিকানাম আনন্দকৃষ্ণবিগ্রহ। উভৌ সংমিলনং নাম নিত্যানন্দ বসুন্ধরে
ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ধরণিসেসসম্বাদে শ্রীনিত্যানন্দনাম্নাষ্টোত্তর সতং সম্পুর্ন্নং ॥

১০১ শাক্তপদ

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৬৬০। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ৯"×৪"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

*৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

কালিম্নাবরণে বপু কার ঘরে রমা মা। মাইয়া দিতে পরে অষ্টসিদ্ধি নয়নকোনে চাইয়া ॥
ক্ষণে অসি ক্ষণে বাঁশি ধরে বাম করে। ললিতা ত্রিভঙ্গভঙ্গি পুরুষ হইতে পারে ॥

নরকর কটিবেড়ি মুণ্ডমালা গলে। গজ্জি গজ গতি অতি পতিপদতলে ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যারে না পায় ধেয়ানে। ... ...সাজিয়াছ রণে ॥
কালী নাচে গো রণের মাঝে নাচে গো। হইয়া উন্মত্তবেশা নাচে শ্যামা মুক্তকেশা
দিগম্বরি করালবদনা।
বামে অসিমুণ্ডধরা দক্ষিণে অভয়বরা ঘোররূপা বিকটদশনা ॥
শিবা শত রব করে মুণ্ডমালা গলে দোলে শবযুগ্ম ভয় কর্ন্ন‍মুলে ॥
[খ পৃষ্ঠায় চিত্র]

১০২ শাক্তপদাবলী

রচয়িতা : কমলাকান্ত

পুঁথিসংখ্যা ১৬৬৮। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১৬"×৩½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

শ্রীদুর্গা জয়তি
গোবিন্দপদারবিন্দ চিন্তা কর রে মোন। দেখ জেন বিফলেতে জায় না জনম ॥
কতো জনমে জনমে জাতোনা পেয়েচো মোন ও মোন ভুলেচো এখন
চতুবর্গফলপ্রাপ্ত নামসংকীর্তন রে ॥
কালী কানু একুয়ি তনু ভিন্ন ভেবো না মোন। ওরে কতো রঙ্গ জানে বাঁকা মদনমোহন ॥
তব লাগী দিবানিশী করি হে রোদন ... ...প্রাণনাথ এমন ॥
অবশেষে এ হইল বাকী জীবন ॥
পাসরিতে চাহি তারে না জায় পাসোরা। আমারে সজালে নয়ানের জারা ॥
মোন করে চোরে ধ্যান... ...। না দেখিলে আখিকোরে জিয়ন্তে মরণ হল ॥
... ...
কমলাকান্ত নাম... ...দুরে... ...গুরুগঞ্জনা।
তুমি জে ভাব গৃহিনী ভবানী না রবে ভবের ভাবোনা

১০৩ শাক্তসঙ্গীত

রচয়িতা ঃ দীনবন্ধু ঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ১৫৩৪। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৫"। লিপিকাল আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

*৭ শ্রীশ্রীহরি তব চরণে স্মরণং

[১৮ক ... ... সোধন ॥

সকল সভে পুর্ণ্য হবে করিলে শ্রবণ। কালিনাম বরন স্যাম বিক্ষাত ভুবন ॥

অজুতাযুত বলযুত নাম মহিসাসুর। তারে বধিবারে খড়্গ করে চরণে নপুর ॥

তারে বধি সম্ভু আদি নিসম্ভু মাথন। সর্গবাসী ব্রহ্মহিংসি জানে এ ভুবন ॥

মহাতেজে রক্তবিজে বধিনু সমরে। যুড়ি খিতি যুড়া পাতি ক্ষ্যাত চরাচরে ॥

সুরগনে বধি রণে দেবতা স্তবনে। উনমত্ত এই তত্ত স্থুন সভাজনে ॥

বুঝিবারে যেবা পারে সক্তির মন্ত্রনা। চক্রধারি পার করি প্রলয়জমুনা ॥

হেন মত আর কত করি নিবেদন। সভে জানি কাত্ত্যায়নি পতি পঞ্চানন ॥

ত্রিলোচন নিন্দঃ কেন এত নহে ভাল। জার পদরেনু সেবে সদা কাল ॥

জারে ইন্দ্র আদি ব্রাহ্মা বিধি পুজে দেবগন। হেন সিব নিন্দা জীব কর অকারন ॥

দক্ষমুনি সুলপানী নিন্দা কর্য্যাছিল। সভে জানি দক্ষমুনি ছাগমুণ্ড হইল ॥

ত্রিনয়নি অঙ্গখানি জার অঙ্গে রহে। হেন সিব নিন্দ জীব প্রাণে নাই সহে ॥

ডমরউরু কল্পতরু গৌরি ভাযাা জার। হেন সিব নিন্দঃ জীব রক্ষা নাই আর ॥

সভে জানি সুলপানী তিনপুরপালী। দিনবন্ধু বলে বিপদকালে পার কর কালী ॥

। দোষল ॥

কালি কপালিনী নিত্য বিসাদলোচনি। সম্ভু নিসম্ভু মধুকৈঠবনাসীনি ॥

চণ্ডমুণ্ড খণ্ড খণ্ড ১৮ক] [১৮খ করালবদনি। মহিষমর্দ্দি[নি] রক্তবিজবিনাসিনি ॥

নিসম্ভুনাসীনি দুর্গে নগের নন্দিনী। হরপ্রিয়া হৈমবতি ব্রহ্মার জননি ॥

ভগবতি উমা সতি অসুরকারিনি। সর্ব্বজয়া মহামায়া সুলবিনাসিনি ॥

ইন্দ্রানি রুদ্রানি স্যামা দেবি কাত্যায়নী। বেদে বলে লোকে গায় সমনতারিনী ॥

সষীমুখি খঞ্জননয়নি কলাবতি। জয়ন্তি মঙ্গলা দুর্গেঃ অপর্ণা পার্ব্বতি ॥

খড়্গধারি মাহেশ্বরি কালি কপালিনী। দক্ষের দুহিতা দক্ষজজ্ঞবিনাসিনি ॥

অমিল্য কমলদল খঞ্জননয়নী। দক্ষজজ্ঞে শরির তেজীলে কেন তুমি ॥

সতিকন্যা বলাইলে দক্ষের ভবনে। শরির ছাড়িলে দুর্গা কীসের কারনে॥
সেই কথা বিশ্বমাতা সভা মধ্রে কয়। দক্ষের নন্দিনী জদি সতি কন্যা হয়॥
সংষারতারিনি তুমি সংসারের সার। ছাগলবদন কেন তোমার পিতার॥
কোন দোসের দুসি সেই দক্ষমুনি ছিল। ছাগলবদন দক্ষের কী হেতু হইল॥
সেই কথা কহ দেখি নন্দের নন্দিনী। দক্ষজজ্ঞে শরির তেজীলে কেন তুমি॥
ঘোষ দিনবন্ধু কন কহ মাতা সিবা। তোমার চরনে মন রগ রাত্রিদিবা॥ ইতি॥

১০৪ শিবরামের যুদ্ধ

রচয়িতা : শ্রীযুত লক্ষ্মণ

পুঁথিসংখ্যা ১৯১৪। পত্রসংখ্যা ৪। খণ্ডিত। আকার ১০"×৩২" । লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রীদুর্গা অথ সিবরামের যুর্দ্ধ লিক্ষতে ঃ। সিত্যার সৌকে কাতর রামচন্দ পড়ে ভূমে ঃ। দুই আখী ঝুরে লক্ষ্মণের বাক্য নাই মুখে ঃ। ধারা বএ পড়ে জল যুগললোচনে ঃ। বিদরিএ জায় বুক চাইলে রাম পানে॥ মহাঘোর বিপত্যে স্বহায়মাত্র নাই ঃ। রাজপুত্র হইয়া ভূমে পড়্যা দুটী ভাই ঃ। পালিতে পিতার সর্ত্ত কাননিবাসি ঃ। দারুন বিধির চক্র হারাল্য রুপসি ঃ। জগত ইশ্বর রাম লভিয়া জনম ঃ। নারদঋসির সাঁপে আপনাকে ভম ঃ। অকথ অখীলনাথ অশ্রু অনিবার ঃ। বিনএ করেন রৌদন সুমিত্রা কুমার ঃ। ধরা তেজি ওঠ প্রভু ধয্য হও মনে ঃ। নহিকে স্বহায় কেহ সঙ্কট কাননে ঃ॥ আপনারে বোধ মান মোর বোল রাখী ঃ। কে নিলেক কোথা সিতা তত্ত করা৷ দেখী ঃ। এত বলি ধরি তুল মুখে দেই জিল ঃ। চান্দমুখ মুছাইল দিয়া বাকলআচল ঃ। কতোক্ষনে উত্তরিল পম্পানদির কুলে ঃ। বসিলেন দুই ভাই অস্বর্ত্ত বিক্ষতলে ঃ। সন্ধাথে কমূর্খ রাক্ষী বিক্ষে দিয়্যা ঠেস ঃ॥ সোকে দগ্ধ দয়ানিধি মোহীত আবেস ঃ। তাহাতে দারুন রোদ্র লাগ্যাছে পিপাসা ঃ। কদাচিত দুই এক কহে খিন ভাসা ঃ। বুঝিয়া রামের ভাব কহে লক্ষ্মণ ঃ। বোনফল আনি কিছু করহ ভক্ষন ঃ। ভোকে সৌকে মলিন হয়্যাছে চান্দমুখ ঃ। করমে আছীস এত বিধি দিল দুখ ঃ। লক্ষ্মণের বচনে বলেন দয়াসিন্ধু ঃ। জুড়াইলাম তোমার বোলে ভাই প্রানবন্ধু ঃ। আর কিছু আন গিয়া পাকা ফল বোনে ঃ। চলিতে না পারি আমী থাকি এই স্থানে ঃ। অনুমতি রামের লক্ষ্যাবির জান ঃ চারদিগ

নেহালেন ভক্ষণ সন্ধান ঃ। বিধির বিদ্দোয় কিছু নাই মিলে বোনে ঃ। প্রেবেস করিল বির গহন কাননে ঃ। চঞ্চল লোচনে চান জান সিত্রগতি ঃ। এড়াইল জোজন বাট মুমিত্রাসন্ততি ঃ॥ দুরে হইতে দিষ্টী হয় অপূর্ব্ব বাগান ঃ। জিনিয়া অমরাবতি ইন্দ্রের উদ্যান ঃ। বেষ্টীত সমস্ত বোন সোভে চারীদিগে ঃ। খিরস মনির জলাসয় মর্দ্ধভাগে ঃ। পুর্ব্ব পশ্চীম দিগে দুইথান ঘাট ঃ। নির্মাইয়াছে বিস্বকর্ম্মা দিয়া সম্ন´পাট ঃ॥ জলের নিকট পুষ্প রুপনিয় নানা ঃ। মনিমুক্তা প্রস্তরে বান্ধিআছে থানা থানা ঃ। কুমুম মল্লিকা মধু মন্দার মালতি ঃ। জবা জয়ত্রিক জয়ন্তি জন্তি যুতি ঃ॥ চন্দকলা চমেলি চম্পক চন্দমনি ঃ। বাতজম্ন´া রত্নকলা রাতুল রঙ্গীনি ঃ। বাগনখি নাগেরশ্বর টগর স্বেতঝিটি ঃ। কাঞ্চন কেতুকি কিএ কুসম দুবটি ঃ। কত জাত্তিক কবরি কুন্দ কমলাকেসরি ঃ। সিরহা নানাসিষ নিসি গোলঞ্চ গোলাপলতা গৌলাপ নখরি। পবিত্র পারুল পঞ্চমুখি পারিজাত বসি সম্ন´ সম্নপাত ঃ। কড়চি কনকচাপা কদম্বকম্নিকা ঃ। মছন্দা মাধবিলতা মন্দার বল্মীকা ঃ। ৪৪৪৪ অতোসি অসোক আদি অব্যনি অসনি ঃ। গুলচিনী গুনী গহন গাধনী ঃ। মালতি মাধবীলতা কাষ্টবম্বিকা ঃ। সন্ধ্যামক্ষী সর্ব্বজয়া মুষ্যবল্লিকা ঃ। ··· · ইত্যাদি

১০৫ শিশুজ্ঞান চরিত্র

রচয়িতা ঃ দুর্গারাম

পুঁথিসংখ্যা ১৫৫৯। পত্রসংখ্যা ৪। খণ্ডিত। আকার ১৩২/২"×৪১/২"। লিপিকাল ১২৫৫ সাল। আধার তুলট। শিশুশিক্ষাবিষয়ক। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ নম গণেসায় নমঃ॥ শ্রীশ্রীস্বর স্ব··· ··· ··· ···
একান্ত হইআ ভাব দেবি স্বরেস্বতি। জাহা··· ··· ··· ··· ···
তা ঘুচে জম্নে দির্ব্বজ্ঞান। মহাকবি সে··· ··· ··· ··· ···
নাম করজোড় করি। ত্যোহো য়নুকুল··· ··· ··· ···
হইলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে। কৃষ্ণের করুন··· ··· ··· ··· ···
কৃষ্ণ জানহ কারন। এহাতে বিশ্ছেদ··· ··· ··· ···
ম হইয়ে সাবধান। ত্যোহো অনুক্ষ··· ··· ··· ···
তি ব্রহ্মা আদি দেবগণ না পায়ে খিআনে। হেন হরি পড়িল পাট গুরুর যদনে॥

জাহার স্বরিরে বিদ্যা সেই মহাজ্ঞোন। বিদ্যান হইলে সর্ব্বেত্রে পুজ্জিত সেই জ্ঞোন ॥
জম্মদাতা মাতাপিত্যার বন্দিলাম চরন। জাহা হইতে দেখিলাম ই তিন ভুবন ॥
পিতা হইতে মাতার দুক্ক্যের নাই ওর। জঠরজতানা বড় দুক্ষু অতিঘোর ॥
দস মাস দস দিন গভ্ভের জাতন। খাইতে মুআস্ত নাই সোদা পোড়ে মন ॥
হেন মাতা বন্দিলাম মস্তক উপরি। এক খির দুগ্ধের ধার সুধিতে না পারি ॥
জম্ম দিয়ে মাতাপিত্যা কোন কম্ম করে। মুক্ষু পুত্র হইতে গালি দিয়ে জায় পরে ॥ ২ক]
[২খ পিত্যা হইয়া পুত্রে জদি পাট না পড়ায়ে। কি কব তাহার কথা পুত্রবধ পায়ে ॥
ভার্গেপুন্নে জন্মে পুত্র বংসের চুড়ামনি। সেই পুত্র হইতে স্বর্গ জনকজ্জননি ॥
পুত্র হইআ গআতে করয়ে পিণ্ডদান। বংসের তিলক সেই সর্ব্বেত্রে বাখান ॥
কুপুত্র জন্মিলে হয়ে নরকে বসতি। চোর ছিনার জুয়ার সদাই তার মতি ॥
পুত্র হইতে স্বর্গ পায়ে পুত্র হইতে নর্কঃ। পুত্র হইতে প্রিত্রিরিলোক মুখে জায় স্বর্গ ॥
পুত্র হইতে পিত্রিরিলোক হয়েতো উদ্ধার। বিচার করিয়ে দেখহ গ্রহস্তসার ॥
দ্বিজ দুর্গারাম বলে সুন সর্ব্বজোন। ২খ] [৩ক সিষু বুঝাইতে আমি করিলাম রচন ॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

সুন সিষুগন আমার বচন পড়িতে না করিহ হেলা।
পড়হো কৌতুকে কাল জাবে সুখে দুর কর জত খ্যেলা ॥
বিদ্যামন্ত জেই সর্ব্বত্রে পুজই স্বদেসে বিদেসে জয় ॥
মহারাজা হয়ে সকলে পুজয়ে স্বদেসে বিদেসে তাহার পৌরুস ॥
মর্খু জেই জোন সোভ্রার হেলন কখন তাহার নাই জস।
বিদ্যা গোপ্তধন জানিহ কারন বিদ্যা নাই লয়ে চোরে ॥
ভাএ ই বাট বায়ে সর্ব্ব ভাগ পায়ে বিদ্যাভাগ লইতে না পারে।
বিদ্যার আবেসে গমন বিদেসে সর্ব্বেত্রে তাহার জয় ॥
বিদ্যা নাই জার দিবসে আধার চক্ষু থাকিতে য়ন্ধ হয়।
না করিহ হেলা দুরে জাবে জাল্লা মন দিয়ে নি[ত্য] পড়।
শ্রীদুর্গাচরণ করে নিবেদন বিদ্যারত্ন হইল বড় ॥ ৩ক]

[৩খ ॥ পআর ॥

স্বারদা বন্দিআ পড় জতো সিষুগণ। একান্ত হইআ ভাবো সিক্ষ্যাগুরুর চরন ॥
প্রথমে আরম্ভ বিদ্যা চৌত্রিস য়ক্ষ্যর। ক কিঙ কর কলো লিখ তার পর ॥

কবো কন কম কিরি কিল্বী আদি কালা। আস্ক আস্ক সিদ্ধি লিখ না করিহো হেলা॥
সিখিলে বানান সর্ব্ব জানিবে নীদান। য়ক্ষ্যরে য়ক্ষ্যরে তবে করিবে প্রমান॥
বানান সিখিলে কিছু নাই য়গোচর। য়বোহেলে চাঁলাইবে পুথির য়ক্ষ্যর॥
গুরুদক্ষিণে পড় জত সিযুগন। খড় পাটা আদি করি···খিল পড়ন॥
অতপর কড়ি য়ঙ্ক সিখ জত বালা। কড়ানে গণ্ডাকে লিখ না করিহো হেলা॥
য়টিকে বুড়িকে লিখ পোনক্কে আদি জত। চৌকে লিখিতে কেহো না করিহো ভ্রন্তো॥
একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ্য তিনে নিত্র হয়ে। চ্যেরে ব্যেদ পাচে বান ছয়ে রিপু কয়ে॥
সাতেতে সমুদ্র হয়ে আটে হয়ে বযু। নয়েতে নবোগ্রহ দসে দিগ জান জত সিযু॥
সব্দ স্যাখত সিখ জায় হবে জ্ঞান। মুখের জড়তা জাবে পড় য়ভিধান॥
দ্বিজ দুর্গারাম বলে যুন সর্ব্বজোন। সিযু বুঝাইতে আমি করিলাম রচন॥ ৩খ]

[৪ক দআরাম নন্দলাল আর সক্রুঘন। রাম হরি মাধব··· গোবর্দ্ধন॥
রামনাথ কিনুরাম আর রূপচরন। মুক্তারাম রঘুনাথ মুকুন্দ মদন॥
দস বালকে যুন আমার বচন। ভিন্নভাব কাহারে কেহ না কহি কুবচন॥
মাতাপিত্যা বাক্য কেহ না করিবে হেলন। মাতাপিত্যা মহাগুরু জানি করিবে সেবন॥
ব্রাহ্মণ দেখিলে সভে হবে দণ্ডবত। অবোহেলে এড়াইবে যমনের পত॥
বৈষ্ণব দেখিলে সভে হবে দ্রঢ়ভক্তি। বৈষ্ণব করিলে দআ হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি॥
বৈষ্ণব বিষ্ণুর অংস জানিবে নিদান। বৈষ্ণবের আসির্ব্বাদে সর্ব্বত্রে কল্যান॥
পিত্যামাতা জেষ্ট ভাই করিআ মার্জ্জন। বিসতুর্ল্ল দেখিবে পরের অমুর্ল্ল ধন॥
পড়ুআ পড়ুয়া দ্বন্দ না করিহ কেহ। মনে কর সকলে হইবে এক গ্রহ॥
জত্ন করি সভারে বলিবে জনে জন। কাএক্লেসে ভজ সভে শ্রীগুরুচরণ॥ ৪ক]
[৪খ দ্বিজ দুর্গারাম বলে ভাবি চক্রধরে। সিযুজ্ঞানচরিত্র সোমাপ্ত হইল এতো দুরে॥
সোলক॥ অবিদ্যা জিবনং যুন্ন দিগযুন্নঞ্চঃ বান্ধবাঃ অপুত্রুস্য গ্রহ যুন্নঞ্চঃ সর্ব্বযুন্নঞ্চঃ দ্বারিদ্রতা॥ এই পুস্তক লিখিআ দিলাম শ্রীচুড়ামনি মণ্ডলকে এহাতে কার দাঅআ নাই সাং মহাদেবপুর ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ২১ চৈত্র সোমবার তিথৌ যুক্লপক্ষ্য দষমি ইতি। নো চৌর চযাং নৃপতির সাধ্যং ব্যায়ক্রতো বিদ্যা··· ··· ···ন ভ্রাতির ভ্রাগেনঃ ন করত্তি ভ্রায় বিদ্যাধনং সর্ব্বধনং প্রধানং॥

১০৬ শীতলার বিরাটপালা

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৩৫। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৫"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট।

… …কহে বেহুলা নাচনি। যুনহ দেবতাগণ দুখের্র কাহিনি ॥
জদি মোরে জিজ্ঞা[স] ত্রিদসঠাকুর। চাঁদ সদাগর বঠে আমার সযুর ॥
সনকা সাযুড়ি মোর লখিন্দর পতি। তার সনে বিভা হৈল পুন্যমার রাতি ॥

অতঃপর, বিরাটপালা আরম্ভ। সিতলার বিরাটপালা লিক্ষতে ॥

আছিল বিরাটরাজা বিরাটনগরে। না হয় দেবির পুজা বিরাটসহরে ॥
হেনকালে শ্রীতলা ভাবেন মনে মনে। পাত্র জরাযুরে ডাকি আনিল জতনে ॥
বুদ্ধের সাগর পাত্র বোলি রে তমারে। না হয় আমার পুজা বিরাটনগরে ॥
সপ্তম দ্বিপেতে ছিল বিরসিংহ রাজা। প্রতিজ্ঞা মানিএ মোর না করিল পুজা ॥
বিরাটমোস্ত্রীরে পুজা লইবারে। এত যুনি জরাযু[র] কহে জোড়করে ॥
পাত্র জরাযুর বলে নিবেদি চরনে। জদি পুজা নিবে মাতা বিরাটভুবনে ॥
নিসিজোগে বিড়ম্বনা দেখাহ রাজারে। সিয়রে বোসিএ কহ স্বপ্ন গো তাহারে ॥
সপ্ন দেখি পুজা জোদি করে মহিপতি। লইবে রাজার পুজা হইএ যুমতি ॥
তবে জদি নাহী করে করি অহঙ্কার। দেসযুদ্ধ মজাইব বিরাটরাজার ॥
জরাযুর কহীল সকল বিভরন। যুনিএ এতেক মাতা কোরিল গমন ॥
অতঃপর খণ্ডিত।

১০৭ শীতলামঙ্গল

রচয়িতা ঃ মানিক গাঙ্গুলী

পুঁথিসংখ্যা ১৬২২। পত্রসংখ্যা ৮। অখণ্ডিত। আকার ১৩"×৪"। লিপিকাল আ ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সাহিত্যপ্রকাশিকা পঞ্চম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

১০৮ শ্যামানন্দপ্রকাশ

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫১৮। পত্রসংখ্যা ২০। খণ্ডিত। আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। আচার্য শ্যামানন্দবিষয়ক গ্রন্থ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[২ক ...স্যামানন্দ গোসাঞি ব্রজে বাস কৈল ॥
শ্রীজিব গোসাঞি সঙ্গেতে রহিল। শ্রীজিব তাহাকে তুর্ত্ত কহিতে [লা]গিল ॥
রাধাকৃষ্ণ রসলিলা সুনি রাত্রিদিনে। সেই সে মধুর বস্তু করি য়াস্বাদনে ॥
মধুরে বাড়িল লোভ...চেষ্টা নাঞি। কুঞ্জসেবা করি রহে শ্রীস্যামানন্দ গোসাঞি ॥
... .. ইত্যাদি

[৫খ . ...
শ্রীস্যামানন্দ গোসাঞির চরনকমল। স্বরন করিয়া কহি এই মাত্র বল ॥
শ্রীরূপমঞ্জরিপাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে কহিল দুই কালের য়াক্ষান ॥২॥
জয় জয় স্যামানন্দদেবের চরন। স্বরন করিয়া গিন্থ করিএ রচন ॥ ইত্যাদি।

[১২ক . ...
শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন থাকুক তোমার মাথাতে। এহা বলি নপুর ছুঞাইল কপালেতে ॥
নপুর পরসে মাথে তিলক হইল। স্যামানন্দ নাম মোর তখনি রাখিল ॥

স্নামার স্যামার স্নাহ্ন হইল আনন্দ। আহুহ ইতিক্তয়া নাম হউক স্যামানন্দ ॥
... ...ইত্যাদি

[১৯খ শ্রীস্যামানন্দ গোসাঞি চরনকমল। স্বরন করিয়া কহি এই মাত্র বল ॥
শ্রীরূপমঞ্জরিপাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে কহিল চারি কালের আক্ষান ॥৪॥
জয় জয় স্যামানন্দ দেবের চরন। স্বরণ করিএ গিন্থ করিএ রচন ॥
পঞ্চদসা গিয়াছে সংসারবিলাসে। এই চারি দসায় কৃষ্ণভক্তিলাসে ॥
এই নবদসাতে সাধনপুন্য হইল্য। সেইকালে সাধুর বিরহ জন্মিল ॥
শ্রীজিব গোসাঞি জবে বৃন্দাবনে আইহল। তাহার বিরহে গোসাঞি ব্রজেপ্রাপ্তি হৈল্য ॥
দসমেতে রাধাকৃষ্ণ সেবাতে রহিল। শ্রীরূপমঞ্জরি পদে অনুগত হৈইল্য।
শ্রীরূপ গোসাঞির পাপ্তি য়ুত্ররূপ হৈল্য। মুঞি মুর্ক্ষর স্বধমতে জে য়াজ্ঞা হইল ॥
শ্রীস্যামানন্দ গোসাঞির চরনকমল। সরন করিয়া বলি এই মাত্র বল ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে কহিল চারি কালের আক্ষান ॥৫॥
স্যামানন্দ গোসাঞির ক্রিপা আজ্ঞ্যা হৈইতে। এই গিন্থ রচন করি গাইল সভাতে ॥
তাই লিখি জাই মোরে করান স্বরন। মোর সক্তি নাঞি ইথে করিতে বর্ন্নন ॥
জেইরূপে হৈল ক্রপা সুন সাধুজন। সকল কহিব আমি তার বিবরন ॥
... ...ইত্যাদি।

১০৯ শ্যামাসঙ্গীত

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৯২৪। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ৯½"×৬½"। লিপিকাল আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

শ্রীদুর্গা প্রতুলকত্তা
এইসো মা তারিনী তোমায় নিবেদন করে রাখী। স্থান দিও রাগা চরনে অ[ন]ন্তিমে দিও না ফাকি ॥ জদিও রবিরো য়ুত পাঠাইবে নিজো দুত পালাইবে পঞ্চভুতো আকিতি

বিকৃতি দেখি।
কালী নিভ[ান]নি হএ বেথ্যা কাল গলো। ঐ নিকট আছলো জনকাল যবে কাল প্রহারিব শেকালে গোতি কি হবে কালী বিনে নিস্তরিবে কে বলো। ভবের গমন করন কি বোল কালীর নাম দিন আ[ন]তে সরন নিয়ে প্রভআতে হয় মখোধাম জেনেচি শুনেচি বেদ আগমে তোবু ভবতোদয় অদেষ্ট কেনে কালী বোলী বোলী ভুবে জপ উক্তি পদে মুক্তিপাদ ভক্তিধিনে মুর্খর পুজা কৈ হইলো দি• ....গরু দিএেছে
[খ তারাপদের তরনী কালীপদে রোএেছে ··· ···রোতি উপায় এেখন কি আছে এখন সাধনের পথ আছে শোজা আকিত ভোকিতী তান্তিক পুজা এেতে মন তুর কি ভার বোজা হইলো।

১১০ শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণবসঙ্গীত

রচয়িতা ঃ নরচন্দ্র, নীলাম্বর, দ্বিজ মনোমহেশ

পুঁথিসংখ্যা ১৯৪৩। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১১"×৭"। লিপিকাল ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রতুসকত্তা
আর খেমটা তাল একতালা ॥
মন তারার প্রজা হওরে আসি। বড় দয়ামই মা মুক্তকেশী ॥
রামপ্রশাদ এক পাট লঞা মহর্ত্তান পেয়েছে কাশী। তাহে কড় দীএ মা অন্নপুর্ন্না হএ আছেন কাশীবাসি ॥
দুরন্ত কোমলাকান্ত না হলো কৈলাষবাসি। বেটী ভাবছে বশে দিবানিসি আবার কোথাও পাব কাসি ॥
ভেক লএছে নরচন্দ্র কালীপদ অভিলাসি। বেটী জা বল্যে তাই কল্যে তা হৃদকমলে কৈল বষী ॥
লীলাম্বরের মনবাঞ্চা পুরাও কেলে সর্ব্বনাশী অন্তিমকালে এই করো মা জেন বিমাতার সলীলে ভাসী ॥

··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

আড়া ও খোমটা

সখিরে কালবরণ হেরব না আর কালবরণ। খশাএ ফেলচ সখী নয়নে অঞ্জন ॥

ককিল তমালো উপরে ৰূদী কৃষ্ণের রব করে বলো তারে স্থানান্তরে করিতে গমন ॥

কালো বর্ন্নে সখি আছে তাদীকে না এনো কাছে কৃষ্ণ মনে পরে পাছে হেরিএ বয়ান ॥

আড়া

অরসিক নারি জাড়া প্রেমে কি জানে তিলেক বিচ্ছেদ হলে খাওয়াএ বিশ মারে প্রানে ॥

শে ৰূদী রশীক হতো সহশ্র দোশ ক্ষমা নিতো না দেখিলে প্রানে মারিত বেড়াইত মোর শনে শনে ॥

দ্বিজ মোনমহেশের কথা শুনে মনে পেলাম ব্রথা কাঙ্গকী প্রেম করে শে[থা] ॥

প্রেনাম সে নাঙ্গীর চরনে ॥

অতঃপর, ভনিতাহীন রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী।

১১১ শ্রীধর্মপুরাণ

রচয়িতা ঃ ঘনরাম, ময়ূরভট্ট, ধর্মদাস প্রমুখ

পুঁথিসংখ্যা ১৫৩০। পত্রসংখ্যা ৩৩৬। অখণ্ডিত। আকার ১২$\frac{1}{2}$"×৪$\frac{1}{2}$"। লিপিকাল ১২৪৩ বঙ্গাব্দ। আধার তুলট। বিভিন্ন কবির রচিত বিভিন্ন পালার সংগ্রহ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

গ্রন্থকার ঃ ঘনরাম, ধর্মদাস, রূপরাম, মৌরভট্ট, হরিদাস, দ্বিজ ভবানন্দ, গৌরভট্ট, বলরামদাস, রামপ্রসাদ, মাধবদাস, লোচনদাস, গোবিন্দদাস, গোবিন্দ রায়, ক্ষেপা রামপ্রসাদ, রাসবেহারী, কাশীরাম, বিদ্যাপতি ও ক্ষেপাচাঁদ।

[১ক শ্রীশ্রীধর্মপুরাণ ॥ নিঘণ্টন ...জে পালা ......। ......তাহা মিলে... তির উক্তী ১ এক। ভগবতির লিলা ১। ২ ঐ পত্র। ... ...বন্দনা ৩। ... ...বন্দনা ৪। ... ...ধর্মরাজের ১। ৫ পত্র দুই ...। রঞ্জাবতির জন্মকথা ২। ৬ ... ...। ... ... সিক্ষ্যা আরম্ভ ৮। ৪ পত্র। লুইচন্দ্রের পালা ৯। ৫। লুইচন্দ্রোকে নিরঞ্জনমায়া। ... ...না করি বধকথা ২০। ১৬ পত্র। রঞ্জার বিব্যাহ ২৩। ১ পত্র। আদী পত্র তের পালার অন্তাপত্র এক। পতিনিন্দা ২৭। ৫। রঞ্জা সন্তানধর্ম্মর ব্রত তপস্যাকথা ৩২। ১। চাঁপাইনদির ধার ঐ ৩৩। ২। ধর্ম্মরাজ বর দিতে আইলেন ৩৮। ৭।

রঞ্জাবর্তি পুত্রবর পাঞা সেন সহিত বাসরসজ্জা পাতিঞা সয়ন করেন ১১।৫২। কস্যপনন্দন জন্ম নিলেন রঞ্জার উদরে সেই কথা ১৪।৪৫ ১ক]। [১খ আখড়ার পালা ও চৌতুর্থপালা। লাউসেনের জন্মকথা ১।৪৯। ভগবতির··· ···১।৫২। কাচলি বন্দনা ১।৫৩। লাউসেনের সহিত··· ··গৌড়জাত্রা ৫।৫৫। ··· ···সেনের কপূরের··· ···১।৭৪। কামদলবাঘের জন্ম ৩।৭৭। কামদলবাঘ ভগবতির স্তব করিআ বরপ্রাপ্ত। এবং সামন্তসিখরের রাজার সবংশ প্রজা। এবং রাজা[রা]নি ইহাদীগে ভক্ষণ করেন। রাজা গৌউড়কে পালাই জান এই প্রসঙ্গ ১৩।৮৩। গৌউড়ের সসমে চৌদ্দ ক্রোটী দল সমিভারে এই কামদলবাঘ বধ করেন। গমন এই প্রসঙ্গ ১৩।৮৪। কপূরকে পালিতার গাছের উপর বান্দিআ রাখিআ লাওসেন বাঘের উদেশ কারন জান সেই কথা ১৮।৮১। কামদলের সহিত সাক্ষ্যাতে ২০।৯৩। কামদলবাঘবধকথা ২১।৯৪। কামদলবাঘ একবার বধ হঞা। পুনুবার ভোগবতির বরে পুণর্ব্বার বাচিল সেই কথা ২৭।১০০।

[২ক শ্রী*ধর্ম্মপুরাণে যুচীপত্র দুই পত্র। জলন্দায় কামদলবধ ২৮।১০১। কুমিরবধ। জাবতিনগরে রাজা বারুইকুমার ৩৬।১০৯। নয়ানি নামে বারুএর স্ত্রী ৩৮।১১১। গোলাহাটে যুরুক্ষ্যার কথা ৪৫।১১৮। এবং অভাজনি বুড়ি বর কৌসল ৪৬।১১৯। গোলাহাটে যুরিক্ষ্যা সহিত মিলন ৪৯।১২২। যুরুখার রন্দন ৫২।১২৫। এবং ভগবতি সাক্ষাত ৫১।১২৪। যুরুক্ষ্যার সমস্যাকথা। ঝিএর পেটে মাএর জন্ম আর আর কথা ৫৫।১২৭। স্ত্রীলোক ধাও তবে··· ··· ···। ··· ··· ··· ··· ··· গৌউড়নগর। গৌউড়ে লাওসেন বন্দি এবং ধর্ম্মরাজ সাক্ষ্যাত সপ্নদেন৬৩।১৩৬। ২ক] [২খ গোউড়ে লাওসেনের সঙ্গে রাজার এবং মাহামদ পাত্রের কথোওপকথন পরিচয় ৬৫।১৩৭। গোউড়ে লাওশেন হস্ত্রী বধ করেন এবং জিউদান পুনরায় দেন সেই কথা ৬৭।১৩৯। গৌউড়ের রাজা লাওসেনকে ময়না জাইগীর দিলেন এবং রত্তীর পা···ড় ঘোড়া ৭৯।১৪১। লাওসেন গৌড় হইতে বিদায় হইআ। রমতিনগরে কালুডোমকে লইআ ময়না জাত্রা ৭০।১৪২। গৌড়েস্বর রাজা মা[হা]মদকে বাঙ্গালা মুলুকের কাগজ তলপ করিলেন সেই কথা ৭৭।১৪৯। পুনুর্ব্বার গৌউড়ের রাজা লাওসেনকে পত্র লেখেন কামিক্ষা জয় করিবার কারন সেই কথা ৭৮।১৫১। ভাট গঙ্গাধর··· ··· ···পত্র লইআ। ময়না··· ··· ··· ··· ···২খ] [৩ক দ্বিতিয়া তিতিআ গোউড়জাত্রা লাওসেন করিতেছেন জনক জননীর স্থান বিদায় হইতেছেন সেই প্রসঙ্গকথা। পালার দাগ। পুস্তকের দাগ।

দাগপিষ্টে ৩ । ১৫৩ । লাওসেন কাঙর জয় করিতে জাত্রা করিআ রাজমহীসী কনকা নামে সেনের মাসীর সহীত কথা ৭ । ১৫৭ । কনকামাসির স্থানে সকল জাতো হঞা বল্লবা নামে রানি গৌউড়েরবর রাজামাতা তার স্থানে পাণ্ড হয়গা ব্রহ্মার জন্মিআ এবং খড়্গাসেন কথা ৮ । ১৫৮ । ব্রহ্মার কর জাম্ব্রালা এবং কাটারি ধর্ম্মপাল নামে রাজা গৌউরের পিতা । বল্লবা আদী একসত স্ত্রী ৯ । ১৫৯ । কাঙরের রাজার সহিত লাওসেনের জুদ্ধকথা ১৩ । ১৬৩ । রাজা কালুবিরের স্থানে জুদ্ধে পরাভব হঞা ধর্ম্ম বুঝান বুঝাইছেন অথ সয়ঙ্কালের কথা ১৫ । ১৬৪ । অথ নলরাজার উপাক্ষণ কথা ১৮ । ১৬৯ । বিরাহ নলের দময়ন্তীর সহীত ২৪ । ১৭৬ ৩ক] [৩খ … …লাওশেন কালু দুইজন জুর্দ্ধে জত সেনা ক্ষয় করিআছিল তাহাদিগে পুনুর্ব্বার জিউদান দিল লাওসেন সেই কথা ২৯ । ১৭৯ । লাওসেনের সহিত কলিঙ্গার বিব্যাহ এই কথা ৩১ । ১৮১ । অথ পতিনিন্দা ৩৪ । ১৮৪ । সামুলার গড় কানড়ার ৩৭ । ১৮৮ । গৌউড়ের রাজা ১ । ১৮৮ । সন্নসামন্ত লইআ কৃ প্রকার সামুলের গড়ে কানড়াকে বিব্যা[হ] করিতে জান সেই প্রসঙ্গ ৪ । ১৯২ । ভগবতি কানড়াকে বর প্রদান করিয়া লহার গাণ্ডার নির্ম্মাণ করিআ দিলেন সেই কথা ৯ । ১৯৬ । সামুলের গড়ে লাওসেনের জুদ্ধ কারণ এবং গাণ্ডারবধ এবং কানড়াকে বিব্যাহ এই কথা ১৪ । ২০১ । গাণ্ডার ছেদন ১৬ । ২০৩ ৩খ]

[৪ক কানড়ার সহিত বিবাহ হেতু গৌউরের রাজার জুদ্ধ এবং কালুবিরের সহিত ধুমুসির যুদ্ধ ঘোরযুদ্ধ ১৫ । ২০২ । কানড়ার সহিত লাওসেনের যুদ্ধ অপ্রকাশে ২০ । ২০৭ । সেমুলাতে লাউসেনের পরাভব সহিত ভগবতির উক্তী কানড়ার বিব্যাহ ২১ । ২০৯ । অথ ঢেকুরগড়ে লাউসেন জাত্রা করিবেন আরম্ভ কথা ১ । ২১৪ । মাহামদ পার্থ ঢেকুরের গড় জয় কারন লাওসেনকে পত্র নিআ দিতে গেল পত্র লিখিবার … …কথা ২ । ২১৫ গৌড়ের রাজার পত্র গঙ্গাধর ভাট লইয়া ময়না জান ৩ । ২১৬ । অথ সন্ধ্যাবুরের আগমন… ৯ । … । অজয় নদি কি… …লাউসেনের সহিত ঘোড়া… …পুরো লইল ১৩ । ২২৬ । সেই কথা হনুমান অজয়ের… …জল এবং… … … … …৪ক] [৪খ অজয় নদিতে… …আদি বার দলই মঞ্চ বান্ধিআ মৎস ধরার কথা দাগ পিষ্টে ১৬ । ২২৯ । লোহাটার মুণ্ড কালু ছেদন করিল সেই কথা ১৮ । ২৩১ ২৩০ । লহাটার মস্তক লইআ মেঘা ডোম গৌউড়েরস্বরের নিকট দেন সেই মুণ্ড মহামদ পাত্র ময়নায় পাঠায় ২০ । ২৩৩ । কহে জে ঃ এই মুণ্ডকে রাজার স্থানে ছলনা করিআ লআ এই মুণ্ডকে জো… …পিয়া হিঙ্গুল হরিতালের রং দিআ ময়না কর্ণসেনের নিকট ২৩৩ ।

এবং রঞ্জার নিকট মায়ামুণ্ড নিম্মিত করিআ ২০। ২৩৩। মামদা পাঠাইআছেন ঐ মুণ্ড দীষ্ট রঞ্জা এবং রাজাকি কথা ২১। ২৩৪। ঐ মায়ামুণ্ড [দেখীআ রানি] সহমতা হইতে গেল ২৩। ২৩৬। নিরঞ্জন ঐ রানিদিগে রক্ষ্যা হেতু ময়নায়··· ···কলিঙ্গা রানি সহমূর্ত্তা হইতে গিআছিলেন ২৪। ২৩৭। ভগবতি পিতিজ্ঞা করিলেন লাওসেনের রক্ত পান অদ্য করিব সেই কথা ২৯। ২৪১। ৪খ] [৫ক ভগবতির প্রতিজ্ঞা যুনিঞা বিস্বকর্ম্মাকে লইআ এক যুবর্ন্ন মুণ্ড তাহাতে লাহার··· ···ভাবিআ সেই মুণ্ড হনুমান লাওসেনের মস্তকে উপর বসাইআ দীল মায়ামুণ্ড ৩১। ২৪৪। ইছাইঘোষ রনে সাজিল সেই কথা ৩১। ২৪৪। ইস্বরঘোষবধকথা ৩২। ২৫০। এবং মঅনায় লাওসেনের গমন এবং কলিঙ্গার··· ···ধ্যান··· ··· ··· ···ঐ। গৌড়েস্বর রাজা ধর্ম্মের পুজা হেতু দেউল নির্ম্মাণ করিআ মামদা পাত্র ··· ···ধন লইআ ··· ··· ···সেই কথা ১। ২৫১। দেউল দেহারা নির্ম্মাণ হলে ধর্ম্মপুজা হএ··· ···মামদা সেই জানিআ ··· ·· ··· ··· ··· ·· গৌউড়ে ধর্ম্ম··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···৫ক] [৫খ লাউসেন হাকন্দ জায়া সেনের পিতামাতা গৌউড়ে··· ··· ···মামদা করা হয় হাকন্দজাত্রা ১৩। ২৬৩। হাকন্দ প্রিবিষ্ট কথা ২২। ২৭২। দাগ পিষ্ট জাগরণ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···। কলিঙ্গার সহীত মামুদার··· ···কথা ১৭। ২৮৯। কলিঙ্গার মৃত্যু এবং কানরার রোদন এবং ভগবতি আরাধনা এবং ভগবতি চৌসষ্টি দানা মামদার রণে পাঠাইলে এই কথা ১৭। ২৯০। মামদাকে ইক্ষুভূমে··· ···অগ্নীতে জাআ··· ··· ···করিল ··· ··· ··· ·· ···২০। ২৯২। হাকন্দ হইতে সারি পুজা পক্ষ্য চলিল মঅনার··· ···আনিতে সেই প্রসঙ্গ ··· ··· ···। অথ লাওসেন ··· ··· কাটে ধর্ম্মরাজের চরনে দিছেন নাম জাগরণের সেই কথা ··· ··· ··· ··· ··· ·· ডাকিআ সকলের ··· হাকন্দে··· ··· ··· ··· ··· ··· ·· ৫খ] [৬ক হাকন্দে নবখণ্ড ধর্ম্মের পাদুকাপুজা এই জাগরণপালা ৩৩। ৩০৫। ঐ ৩৪। ৩০৬। নিরঞ্জন ব্রহ্মচারিমুর্ত্তি হআ ··· সহিত ·· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···ঐ ধর্ম্মরাজ লাওসেনকে প্রাণদান দিলেন এবং ··· ·· উদাএর বরপ্রদান প্রসঙ্গ ৩০। ৩১০ পছিমউদায় হইল ভক্তগন এবং সামুলা এবং হরিহর বাউতি মালি গঙ্গাধর ভক্তসমিভারে জিউদান ৩৯। ৩১১। লাওসেনের হাকন্দে ·· ··· উদয় দিআ দেস গেলেন কথা ৪২। ৩.৪। ময়নায় কলিঙ্গা এবং [কালু]··· ·· আদি··· ···জে জে স্থানে যুদ্ধে প্রান পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহাদিগ্যে লাওসেন প্রানদান দিলেন সেই কথা প্রসঙ্গে ১। ৩১৫। ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·· ··· ২। ৩১৬ ৬ক]। [৬খ লাউসেন ময়না হইতে গোউরকে জেঞা প্রবিষ্ট ২। ৩১৬। এবং মামদা লাওসেনের সহিত দন্দ করিআ হরিহর

বাউত্তিকে সাক্ষ্যসরূপ ধর্ম্মকথা তাহার এক শ্লোলক ফুলছেদে ৬।৩২০। ঐ শ্লোক ১॥
ধর্ম্ম পক্ষাপক্ষ বিজনিআৎনোভাৎ ক্রোধাত ভবাদপিঃ
আত্মনে সুকরজোনি পিতিরিলোক রসাতল॥ ১॥

পুনর্ব্বার পছিমউদয়ে গৌউড়ে ৭।৩২১। লাওসেন পিতামাতার উদ্ধার করি মঅনা প্রবিষ্ট ৮।৩২২। অহএব মামদা চোর বলিআ হরিহর বাউত্তিকে সুলি দিতে আনিল এই প্রসঙ্গ ৯।৩২৩। বাউত্তির সর্গ॥ ১১।৩২৫। লাওসেনকে ধর্ম্মরাজ নিত বুঝাআ সর্গগমন ১৩।৩২৭।
অথ কলির আচরণকথা ১৩।৩২৭। অষ্টমঙ্গলা বর দেআ দাগদিষ্ট ১।৩২৮।৬খ]

অতঃপর, শ্রীশ্রী৺ধর্ম্মপুরাণ প্রসঙ্গ আরম্ভঃ॥ আদিকথা ঃ ভবিশ্যতকথা ঃ নারদের উক্তি ঃ গোলকধামে ঃ গোলকনাথের সহিত॥
বন্দনাংশ ঃ—
[২খ অবনিতে পুজা লঞা ভর্দ্যো অনুকুল হঞা কালি করেন বিজয় কৈলাশ।
বন্দিলা ঘনরামে স্যামা মাকে ভাবি মনে পুন্ন্য হবে মন অভিল্যাশ॥
[৩খ এই মন অভিলাশে কহয়ে ধর্ম্মের দাসে বিরচিল গান মননিত॥
ধর্ম্মপদে করি আশ গাইল ধর্ম্মের দাস অবধানে সুন সর্ব্বজন।
জেবা হয় ছন্দদোশ সুনি না করিবে রোশ হরিহরি মুখ ভরি বল বন্ধুজন॥
দ্বিজ ঘনরামে গাঅ বন্দি দ্বিজগন পায় কৃপা কর দেব করতার।
গীত সুন ধর্ম্মরায় নিবেদিঞা তুয়া পায় সঙ্গে লঞা পবনকুমার॥ ইতি॥
[১৮খ সইলো সইলো কুল গেল কলঙ্ক তো' গেল না॥ লোচনদাসের আশে মানা কেনে সুনে না॥
লোচন বলে অগো দীদী কৈতে লাজ বাশী। কালা কানু গেরাসিল রাহু চঁন্দ্রে আশী॥
[৪৮খ ককিল কুহরে তাহে ডাকে সুখসারি। উভপুচ্ছ্য করি নাচে মউরা মউরি॥
গোবিন্দদাশের মনে কিভা সোভা বৃন্দাবনে মধ্যস্থলে স্যামচান্দে লয়া আছে প্যারি॥
[৫৬খ দুই জনে দন্দ করি মানিল জে বেদ। জার জেই অভিমত কয়া দিলা বেদ॥
নিরাঞ্জন পদজুগে করিআ ভাবনা। দ্বিজ ভবানন্দে গিত করিল রচনা॥
দ্বিজ ঘনরাম কয় ধর্ম্ম বরাবরি। বদন আনন্দে বন্ধু মুখে বল হরি॥
[৫৭ সিব সঙ্করি ঃ এ মাঁ সিব সঙ্করি ঃ এ মাঁ হর মনমোহিনি ঃ জগতজননি ঃ জয় সিব সঙ্করি সসানিবাসিনি মাঁ। রাম প্রসাদের বানি সুন অগো ত্রিলচনি ভবে তারিবে কিনা বল্যা জ*।॥

[৫৯ক শ্রীধম্মপুরানকথা য়পুর্ব্ব মঙ্গলগাথা সাদরে য়ুনহ সর্ব্বজন।
নিরঞ্জনপদ আশে দ্বিজ ভবানন্দে ভাশে নৌতুন মঙ্গল বিরচন॥
[৯৬ক নিরঞ্জনমঙ্গল য়ুনহ সর্ব্বজন। দ্বিজ রূপরামে গায় দর্মঅস্তি নন্দন॥
ঘনরাম বলে সুন জত ভক্তজন। মুখ ভরি হরি হরি বল সর্ব্বজন॥
[১৬০খ কখন ত্রিভুজা হয় কখন অষ্টভুজা। রামচন্দ্রে কৃপা করি বধিলে রাবন রাজা॥
কখন সিবের ভাঙ্গ ধুতুরা য়ুধন তাহে গাজা। ক্ষেপাচান্দ্রে ভাবি বলে এয় ত দোহার মজা॥
[১৬৯খ মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাসীরাম দাশ কহে সুনে পুন্নবান॥
ঘনরাম দ্বিজ গান ভারথআক্ষ্যান। বদন আনন্দে হরি বল সর্ব্বজন॥
[১৮৭ক সাদরে কালিন্দি পার হৈল কুতুহলে। ময়না প্রবেস কৈল ধর্ম্মদাসের বরে॥
গোউর ভষ্ট গায় গিত ভাবি মনেমন। মোরে কৃপা কর প্রভু দেব নিরঞ্জন॥
[২০২ক সেন বলে প্রজাগন জাহ নিজ ঘরে। সেমুলের গড়ে আমি জাইব সমরে॥
রচিল ধর্ম্মে দাস গোউর ভষ্ট বরে। দ্বিজ ঘনরামে গায় নিরঞ্জন বরে॥ ১॥
রূপরাম গায় গীত অপুর্ব্ব বর্ন্নন। বদন আনন্দে হরি বল বন্ধুজন॥
[২২২ক পদ্ম পুরাণের কথা য়ুন নিবেদন। গাইব ধর্ম্মের গিত য়ুমধুর বচন॥
দ্বিজ ঘনেরামে গায় গৌউরভট্টমতে। তিন গ্রন্থে মিলাইআ ধম্মদাশ মতে॥
বদন আনন্দে বন্ধু মুখে বল হরি। জে নাম শ্রবণে ভাই ইহলোকে তরি॥
[২৩৩খ লাওশেন নাশহেতু চিন্তেন উপায়। ধম্মের মঙ্গলগীত ধম্মদাসে গায়॥
[২৪৫খ ক্ষেপা রামপ্রসাদের বানি য়ুন মা গো ভবানি সেই ভোলা বুঝি ভুলে রয়েছে॥
[২৬৯ক অশেষ কল্মশহরা মেরুচিঙ্গ তিন ধারা য়ুন গঙ্গার অবতার।
নিবাস শ্রীমোরগ্রাম দ্বিজ মৌর ভষ্ট নাম কৈলা গিত পুরানের সার॥
[৩১৬ক রচিলা ধর্ম্মের দাস সরগ্রামে স্থিতি। বাবনপুরে জারে কৃপা কৈলা য়ুগপতি॥
ঘনরাম দ্বিজে বন্দে ব্রাহ্মণচরণ। জারে কৃপাবান হঅ দেব নিরঞ্জন।
গৌরভষ্ট গায় গিত রূপরামে মতে। জারে কৃপা কৈলা ধম্ম ইছাপুরের পথে॥
বদন আনন্দে বন্ধু মুখে বল হরি। এহলোক পরলোক জেই নামে তরি॥
অতঃপর অষ্টমঙ্গলা।
[৩৩০খ ইতি ধম্মমঙ্গল সমাপ্ত॥ জথা দিস্টং তথা লিখিতং লিখক দোস নাস্তিক। ইতি সন ১২৫১ সাল তারিখ ২৪ আশ্বীন—পুস্তক শ্রীযুত পরেশনাথ আচাজ্য সাং আদীত্যপুর—৩৩০ আর আদ্যকথা ১ পত্র য়ুজি ৬ একুনে ৩৩৭ তিন সত সাইত্রিস।

১১২ ষষ্ঠিমঙ্গল

রচয়িতা ঃ অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৩৩। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১৩½"×৪"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

… … … … … … ষুন মাতা সভার আমার।
ভ্রজন করিবার কালে জল খায় উভগলে মস্য পাতে হতে লই তার ॥
… … ষুন আমাদের নিজগুন হাতি খাইয়া করি লগুভগু।
তাড়ালে পালায়ে জাই পাড়া…স্তর দিই ধাই মাগু ভাতারে বাজে বড় দন্দ ॥
কোলা ভোলা কেদে কয়ে সুন অগ্নে মহামায়ে জত গুন বলি তো আমার।
জেই তিরে লেজ মারি আগু আদি সেষ করি বিসেসয়ে ছএ মাষ করি তার ॥
ধোনা মোনা কাল্য সোনা কহি মোরা চারি জোনা পাড়াএ বুলি ঘরে ঘর।
ছেলের হাতের মাছ লইয়া উভরড়ে ধাই দিইয়া খির দুগ্ধ খাই নিরন্তর ॥
ঘরঘড়্য বলে বানি জার ঘরে জাই আমি আঁটকুড়া আঁটকুড়ি করি।
সংসারে কেহ না থাকে নেঙ্গাপেঙ্গা করে মোকে আনন্দে…থাকি গ সর্ব্বরি ॥
জষ্টামষ্টা রাঙ্গি তবে আমাদিগের গুন নেবে য়েসেষ প্রকারে ফিরি আমি।
তার ঘরে… … … … … … … …মারেন তিনি ॥
এইরূপে জত জোন বলিলেক নিরাপোন … … …।

১১৩ সংগ্রহতোষনী

রচয়িতা ঃ যদুনাথ দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৯১০। পত্রসংখ্যা ১২৬। খণ্ডিত। আকার ১০"×৭"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। বৈষ্ণবনিবন্ধ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

সূচীপত্র ঃ অথ সংগ্রহতোসনী। [১ম বন্দনা ঃ শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, রূপসনাতনাদি ষড় গোস্বামী।
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নাই। [২ জাম্বুনদতত্ত্ব ত… … …[৩ক জয় শব্দের তত্ত্ব। … … …

[৩খ বিশ্বরূপ মহাবিষ্ণু উপাক্ষন ॥ [৪খ তর্ত্তে মহাবিষ্ণু ঈশ্বর উপাক্ষান। [৫ক ৪ তর্ত্তে মহাবিষ্ণুতর্ত্ত ॥ [৫ তর্ত্তে কুরঙ্গতর্ত্ত লক্ষ্যন। [৬ তর্ত্তে ব্রহ্মের উদ্ধার। [৭ তর্ত্তে কৃষ্ণের কৃপা। [৮ তর্ত্তে জটিলা উক্তি চপান গোপাল। [৯ তর্ত্তে বিংশতি ভাবতর্ত্তলক্ষ্যণং [১০ তর্ত্তে অস্তি সন্ধি ছাড়া লক্ষ্যন। [১১ তর্ত্তে সমুদ্র পতনভাব। [১২ তর্ত্তে কুম্মাণ্ড ভাবনির্ন্নয়। [১৩ তর্ত্তে মুখমর্দ্দন দন্তস্খলিতভাব। [১৪ তর্ত্তে জ্ঞানপদ্ধি বৃত্তি গোপ…। [১৫ তর্ত্তে রজিনী রজকিনীর সুত্র। [১৫ তর্ত্তে চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি তত্ত্ব ॥ জয়দেব বিল্বমঙ্গল রায়শেখর তত্ত্ব। [১৫ক ১৮ তর্ত্তে রাধাকৃষ্ণলীলামৃতরস ॥ … … …আদি অষ্ট রস ॥ [১৫খ ১৯ তর্ত্তে পুর্ব্বে সখী এবে পুরুষতত্ত্ব লক্ষণ ॥ [১৬ক ২০ তর্ত্তে … … … … …। [১৭ক ২১ তর্ত্তে নিগুঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার রাধার স্বরূপ ॥ ২১ তর্ত্তে বিংশতি ভাব অতি গুঢ়… … …বিবিধ প্রকার। ২১ তর্ত্তে রাধাপ্রেম… … …স্থাননির্ণয়। [১৮খ ২২ তর্ত্তে স্বয়ংতর্ত্ত লিলাতত্ব তিন নাএক … … …বিবরণ। [১৯ক ২২ তর্ত্তে সিক্ষা ধর্ম্ম ষোড়শ বীজতর্ত্ত… … … [১৯খ ২৩ তর্ত্তে স্বয়ং চৈতন্যতত্ত্ব নিত্যস্থান লক্ষণং ॥ নিধুবনে গৌরাঙ্গ হএন ॥ [২০খ ২৩ তর্ত্তে শ্রীচৈতন্যের বিবাহতর্ত্ত ॥ [২১ক ২৩ তর্ত্তে বিরভদ্র ও গঙ্গার জন্ম ॥ [২১খ ২৩ তর্ত্তে অদ্বৈতপ্রভুর জন্মলক্ষণ ॥ [২২ক অতপর তর্ত্তের সুত্র ॥ ভরতকাব্য ॥ [২২খ ২৪ তর্ত্তে ভরত উক্তি ॥ [২৩ক ২৪ তর্ত্তে ভগবান ভরত উক্তি ॥ [২৩খ ২৫ তর্ত্তে বৃন্দাবনলক্ষণং। [২৪ক ২৫ তর্ত্তে বৃন্দাবনলক্ষণ এবং সাধ্যসাধন ক্রিয়া ২৬… … … …। [২৪খ ২৭ তর্ত্তে বংশীর জন্ম এবং অনেক তত্ত্বকথা ॥ [২৫ক ২৮ তর্ত্তে বেনুমুরারি বংশীতত্ত ॥ যবন বৈষ্ণব লক্ষনং ২৯ তর্ত্তে। [২৫খ ২৯ তর্ত্তে পাঠান বৈষ্ণব ॥ [২৬ক ২৯ তর্ত্তে শ্রীরূপস্য শক্তিসঞ্চার ॥ ৩০ তর্ত্তে শ্রীবাসপ্রাঙ্গনে প্রথম সংকীর্ত্তন সুত্রবিত্তি ॥ [২৬খ ৩০ তর্ত্তে শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রথম সংকীর্তন বিত্তি। [২৭খ ৩১ তর্ত্তে কংশারি ইতস্তত শ্লোকের অর্থ ॥ [২৮খ ৩১ তর্ত্তে কংশারিরপি দুই শ্লোকের বিচার। [২৯ক ৩১ তর্ত্তে ইংসা উদ্দাম দুই তত্ত্ব ॥ ৩২ তর্ত্তে আদি বেশ্যা প্রভুর স্কন্দে তত্ত্ব সুত্র বির্ত্তি ॥ [২৯খ ৩৩ তর্ত্তে এক ভৃত্য তর্ত্তলক্ষণং। [৩১ক অস্ট শক্তি তত্ত্ব ॥ ৩৪ তর্ত্তে দীগবিজয়ীর সুত্রবৃত্তি ॥ [৩২খ ৩৪ তর্ত্তে দিগ্বীজই শুত্রবিত্তি ॥ ৩৪ তর্ত্তে মায়া দেবি ব্রজে স্থান পান নাই ॥ [৩৯ক ৩৯ তর্ত্তে উদ্ধব আগমন ॥ [৩৯খ ৩৯ তর্ত্তে উদ্ধবসংর্ব্বাদ ॥ ৪০ তর্ত্তে লীলাতর্ত্ত… …॥ [৪০ক ৪০ তর্ত্তে… …অমৃত বরিসনে ॥ অন্ধ কুল্লটীর বৃত্যান্ত ॥ [৪০খ ৪১ তর্ত্তে বাল্য পৌগণ্ড কৈসরতত্ত্ব ॥ তিন লিলারাস ॥ [৪১ক ৪১ তর্ত্তে তিন লীলায় সমরাস। [৪১খ ৪২ তর্ত্তে কৃষ্ণলীলামৃত সারতত্ত্ব ॥ [৪২খ ৪২ তর্ত্তে কৃষ্ণলীলামৃতসার প্রলাপের অর্থ ॥ [৪৩ক ৪২ তর্ত্তে কৃষ্ণলীলামৃতসার ও

বৈষ্ণব বৈরাগ্য ভক্ত তিনের তত্ত্ব । [৪৩খ ৪৪ তত্ত্বে ব্রহ্ম পরমাত্মালক্ষণং ॥ [৪৪ক ৪৫ [তত্ত্বে নি]ত্য লীলালক্ষণং । [৪৪খ ৪৫ [তত্ত্বে নিত্যলীলা ব্রজলীলার লক্ষণ ॥ [৪৫ক ৪৫ তর্ত্তে চারি লীলা এবং নিত্য ॥ এবং চারিযুগের ধর্ম্ম ॥ [৪৫খ ৪৫ তর্ত্তে নবদ্বীপে কাঞ্চির সুত্র বিত্তি ॥ ৪৫ তর্ত্তে চারিযুগের ধর্ম্ম ॥ [৪৬খ ৪৬ তর্ত্তে নাড়া অদ্বৈত তর্ত্ত লক্ষণং ॥ [৪৭ তর্ত্তে চারি সংপ্রদা ॥ [৪৮ক ··· ·· ···বিলাস ॥ [৪৮খ ৪৯ তর্ত্তে বরাত্তি সন্দেহভঞ্জন ॥ [৪৮খ ৫০ তর্ত্তে··· দিব্র পঞ্চ পঞ্চ ·· ··· ॥ [৪৯ক ৫০ তর্ত্তে ··· ···আজ্ঞা বেদধর্ম্মতর্ত্ত ॥ [৪৯খ ৫১ তর্ত্তে কুম্ভিরের পুর্ব্বসুত্র লক্ষনং ॥ [৫০খ ৫২ তর্ত্তে দেহতর্ত্ত অন্তর্যাগ বহির্যাগ ॥ [৫১খ ৫২ তর্ত্তে দেহতর্ত্ত অন্তর্যাগ বহির্যাগ ॥ ৫২খ ৫৩ তর্ত্তে নবদ্বীপে বারকোনার ঘাটতর্ত্ত সুত্রবিত্তি ॥ [৫৩খ ৫৪ তর্ত্তে বিসয় তর্ত্ত আশ্রয় তর্ত্ত ····· ॥ [৫৪খ ৫৪ বিষয় তর্ত্ত লক্ষন তর্ত্তে গোপনীয় সাধন মহাপ্রভু ও রায় ··· ···রায় ॥ [৫৫খ ৫৫ তর্ত্তে শী··· ···তর্ত্ত লক্ষণং ॥ [৫৬ক ·· ···· ·· লক্ষণং ॥ [৫৬খ ৫৭ তর্ত্তে সন্ন্যাশতর্ত্ত ॥ [৫৭ক ৫৭ তর্ত্তে ··তীয় চতুর্থমত ॥ [৫৮ক ৫৯ তর্ত্তে ··· ···প্রেম গোপাল··· ·· র্ত্তা ॥ [৫৮খ ৫৯ তর্ত্তে চৈতন্য গোপাল ভট্টে··· ··· ॥ [৫৯খ ৬০ তর্ত্তে শ্রীমুর্ত্তির সুত্র বিত্তি ॥ [৬০খ ৬১ তর্ত্তে নিত্যসিদ্ধ উপাসনা । [৬১খ ৬১ তর্ত্তে নিত্যসির্দ্ধ লক্ষ্যণং ॥ [৬২খ ৬১ তর্ত্তে নিত্যসির্দ্ধ লক্ষণং ॥ [৬৩খ তর্ত্তে নিত্যসির্দ্ধ লক্ষ্যণং ॥ [৬৪খ ৬১ তর্ত্তে নিত্যসির্দ্ধ লক্ষণং ॥ ··· ···কেবলিত ॥ [৬৫খ ৬১ তর্ত্তে ·· ··· ··· ··· ··· ॥ [৬৬ক [মুকুন্দ] স্বামীতর্ত্ত ॥ [৬৭খ ·· — ··· ··· ··· ॥ [৬৮ক ৬১ তর্ত্তে ·· ··· ···আচার্য্য শিক্ষা ॥ [৬৮খ ··· ·· ··· ··· ॥ [৬৯ক ··· সিদ্ধলক্ষণ ॥ [৭০ক ··· ·· ব্দার সংবৈদ্য সাধুলক্ষণং ॥ [৭১খ ··· ··· বৈদ্য সাধুতত্ত্ব [৭২খ ·· ··· ·· সত বৈদ্য সাধুলক্ষণং ॥ [৭৩খ ··· ···সত বৈদ্য সাধুলক্ষণং ॥ [৭৪খ ··· ·· আাচর্য্য শিক্ষাধর্ম্ম— ··· ··· ॥ [৭৫খ ও নরোত্তম ··· শিক্ষা ধর্ম্ম কথি ·· ··· ॥ [৭৬ক ৬২ তর্ত্তে··· ··· ···প্রভু ঠাকুরন··· শিক্ষা ধর্ম্ম··· ··· ··· ॥ [৭৬খ ··· ·· ···লক্ষণং ॥ [৭৭খ ··· ··· ···উদ্দিপন ॥ [৭৮ক ·· ··· —রা]ধারানিপ্রেমে··· ···লক্ষণ ॥ [৭৮খ ··· ·· ·· ও রাগধর্ম্ম ··· ··· ··· ॥ [৭৯খ ··· ··· ·· ধর্ম্মতত্ত্বলক্ষণ ॥ [৮০ক ৬৮ তর্ত্তে··· ··· তর্ত্ত ও মহাবিষ্ণু ·· ··· ···তর্ত্তলক্ষণং ॥ [৮০খ ·· ··· ·· ···ত সাধনতর্ত্ত লক্ষণ ॥ [৮১ক ··· বিষ্ণু] মহেশের জন্ম··· ···স্যা ॥ [৮১খ ··· ··· ···সাধন ॥ [৮২ক [৬৯ তর্ত্তে [সা]ধনতর্ত্ত ॥ [৮২খ ··· ···চৌষষ্ঠী অঙ্গ সাধন [আশ্রয়] ॥ [৮৩ক ৬৯ তর্ত্তে ত্রয়োমত লক্ষন ও পঞ্চাঙ্গ ·· ··· ··· ॥ [··· ·· ··· ··· ··· ··· ॥ [৮৩খ ··· ··· ···[চৌষষ্ঠী] সাধনের বি··· ··· ॥ [৮৪ক ··· ·· সাধন

তত্ত্ববিচার ·· ···· ॥ [৮৪খ ··· ···· ···প্রভুর সাধন··· ··· ··· ॥ [৮৬খ ৮৭ক ··
···একুই দফা একশত একাদশ শাখা ॥ [৮৭ক ··· ·· একবিংশতি অযুক্তে শতরুদ্র শাখা
বর্ণনং ॥ [৮৮ক ··· ·· শাখানির্ণয় । [৮৯ক··· ···শাখাবর্ণনা ··· ··· ··· ॥
[৯০ক··· ···শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সাখাগনের বর্ণনা (প্রেমভক্তি বিবরণ সাখা
দ্বিপিকা গ্রন্থ সংপূন্ন ॥ আদি··· ·· দৃষ্টে অনুসারার্থ লিখ্যতে ॥ [৯১ক ··· ···
[শ্রীনিবাস আচার্য্যের] মাহাত্য ॥ [৯১খ ··· — অদ্বৈতের তত্ত্ব। [৯২ক··· ···
অদ্বৈতবংশ লক্ষ্যনং ॥ [৯২খ ৭১ তর্ত্তে গনপতি কার্ত্তিকের জন্ম ॥ এবং··· ··· ···
[৯২ক ৭১ তর্ত্তে সাত সম্প্রদাকী গুণের সুত্রবৃত্তি ॥ [৯৩খ ··· জগমোহন পরিমুণ্ডার
জাঙ ॥ [৯৪ক ৭২ তত্তে জগমোহন পরিমুণ্ডার তর্ত্ত ও অর্থ ॥ উড়ি ··· [৯৪খ [৭২ তর্ত্তে
প্রভুর ভিক্ষা বাদ] [৯৫ক ৭২ তত্ত্বে শ্রীরামচন্দ্র পুরি মহাপ্রভুর ভিক্ষা বাদ করে··· ॥
[৯৫খ··· ··· ॥ [৯৫খ ৭৩ তত্ত্বে হিতশিক্ষা ॥ [৯৬ক ৭৩ তত্ত্বে হিতশিক্ষা ॥ ৯৭ক ৭৩
তত্ত্বে হিতশিক্ষা ॥ [৯৮ক, খ ৭৩ তত্ত্বে হিতশিক্ষা ॥ [৯৯ক, খ ৭৩ তত্ত্বে হিত
শিক্ষা ॥ [১০০ক, খ ৭৩ তত্ত্বে হিতশিক্ষা ॥ [১০১ক ৭৪ তত্ত্বে অক্রুত লক্ষণং ॥
[১০১খ ৭৫ তত্ত্বে নৃত্যানন্দ তত্ত্ব ॥ [১০২খ ৭৫ তত্ত্বে বিরভদ্রর গুরূকরন ॥ [১০৩ক, খ
৭৫ তত্ত্বে নিত্যানন্দ তত্ত্যো ॥ [১০৪খ শ্রীনৃত্যানন্দ প্রভুর উপাখ্যান শ্রীবিরভদ্র প্রভুর
গুরূকরনপ্রনালি নিদ্ধার যথা ॥ [১০৫ক, খ ৭৬ তত্ত্বে গতিগোবিন্দর গুরুকরন ॥
[১০৬ক, খ ৭৭ তত্ত্বে বাসন্তিক দোলজাত্রার মেড়াপোড়ার তত্ত্ব ॥ [১০৭ক ৭৮ তত্তে
জন্মজাত্রা আরাধনা তত্ত ॥ গোস্বামীদির্গের আরাধনাক্রম তত্ত্বলক্ষণং ॥ [১০৭খ
৭৯ তত্ত্বে পাতসার তত্ত্ব লক্ষ্যণ ॥ [১০৮ক, খ ৭৯ পাতসার তত্ত্ব লক্ষ্যণ ॥ [১০৯খ ৭৯
তত্ত্বে পাতসার সুত্র বির্ত্তি ॥ [১১০ক ৮০ তত্ত্বে বৈষ্ণব প্রসাদ চরণামৃত লক্ষণ ।
[১১০, ১১১খ ৮০ তত্ত্বে বৈষ্ণবামৃত প্রসাদচরণামৃত মাহাত্য ॥ [১১২খ ৮০ তত্ত্বে
বৈষ্ণবামৃত প্রসাদচরনামৃত মাহাত্যো ॥ [১১৩ক, খ ৮১ তত্ত্বে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত
সুত্র লক্ষণং ॥ [১১৪ক, খ ৮২ তত্ত্বে মৎ বিভিন্ন সুত্র ॥ [১১৫ক, খ ৮২ তত্ত্বে মৎ
বিভিন্ন সুত্র ॥ [১১৬ক, খ ৮৪ তত্ত্বে গঙ্গাদেবির জন্ম ॥ [১১৭, ১১৮ ৮৪ তত্ত্বে
গঙ্গাদেবির জন্মসুত্র হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাক্ষ্যান ॥ [১১৯খ ৮৫ তত্ত্বে চৈতন্যপ্রভুর
বয়োসুত্র ॥ [১২০ক ৮৫ তত্ত্বে চৈতন্যমহিমা পরতত্ত্ব লক্ষ্যান ॥ [১২০খ ৮৫ তত্তে
··· ··· পিতলক্ষণ । [১২১খ ৮৫ তত্তে পরতত্ত্ব সুত্রবিত্তি সাধনশিক্ষা ॥
[১২২ক, খ ৮৫ তত্ত্বে সুত্র বির্ত্তি শিক্ষা লক্ষ্যণ চৈতন্য জন্মসুত্র ইন্দ্র··· ··· ··· ··· ···
[১২২ক, খ ৮৬ তত্ত্বে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে শোলকের সুত্র বিত্তি ॥ [১২৩খ ৮৭ তত্ত্বে তিন
প্রভুর তত্ত্ব লক্ষণ ॥ [১২৩, ১২৪ ৮৮ তত্ত্বে চতুর্ব্বিধা পাপ নির্ন্নয় ॥ [১২৫ক ৮৯ তর্ত্তে

মধুর মধুর শ্লোকের অর্থ ॥ [১২৫খ ৮৯ তত্ত্বে ··· ···লক্ষণ ॥ ১২৬খ ৯০ তত্ত্বে শৃগাল উদ্ধার [১২৭ তত্ত্বে বত্রিশ শ্লোক নিত্য প্রমাণ স্থাননিন্নয় ॥ [১২৮ক ৯১ তত্ত্বে বত্রিষ শ্লোক নিত্য প্রমাণ স্থাননিন্নয় ঐ উপাসনা ॥ [১২৮খ ৯২ তত্ত্বে জাতিনিন্নয় ও চক্রি নস্যাৎ [১২৯ক ৯৩ তত্ত্বে বলরামকৃষ্ণ একআত্মা এক দেহস্য লক্ষনং ॥ [১২৯খ ৯৪ তত্ত্বে তিন প্রভুর তিন শক্তির বিধেয় ॥ [১৩০খ ৯৫ তত্ত্বে হরিদাস তত্ত্ব সুত্র বিত্তি ॥ [১৩১খ ৯৫ তত্ত্বে হরিদাসের তত্ত্ব লক্ষ্যণ ॥ [১৩২ক, খ ৯৬ তত্ত্বে শ্রীহরিনাম মাহাত্ত্ব ॥ ১৩৩খ ৯৭ তত্ত্বে বলিরাজ তত্ব লক্ষ্যণং ॥ [১৩৪খ ৯৮ তত্ত্বে শিক্ষাদিক্ষা ॥ [১৩৫ক, খ ৯৮ তত্ত্বে দিক্ষাশিক্ষা তত্ত্ব গুরুশিষ্য সংর্ব্বাদ ॥ [১৩৬ ··· ··· ···ও শিক্ষাদিক্ষা তত্ত্ব ॥

[৫ক হেমলতার শিষ্য আমি বিপ্রকুলে জন্ম। কণ্টক নগরে বাস কহিলাম মর্ম্ম ॥
গাইল গ্রামে জন্ম হয় যদুনাথ নাম। ভক্তির অযোগ্য হই সদা অভিমান ॥
শিবুপ্রসাদ পীতা মোর মাতা ব্রহ্মমহি। আচার্য্য প্রভুর পরিবার যদুনাথ কহী ॥
সত্তির্থ জেষ্ট হন রঘুনাথ দাস। তার আজ্ঞাসারে লিখি সংগ্রহবিলাস ॥
বিশ্বরূপের সুত্র বৃত্তি সুন বিবরন। পাল্য পালক পুর্ব্বাপর করিএ বর্ণন ॥
॥ অথ ব্রজলক্ষণ ॥ ··· ···ইত্যাদি।

[৬ক শ্রীহেমলতা ঠাকুরানীর চরণ করি আশ। সঙ্গহতোসুনি কহে যদুনাথ দাস ॥

[১৪ক রঙ্গিনি নামে রজকিনী ছিল বৃন্দাবনে। শ্রীরাধিকার বস্ত্র ধোত করে প্রতিদিনে ॥
এক রাত্রে রাই কানু সম্ভোগবিলাস। নিধুবনে সখী সঙ্গে অধিক উল্লাস ॥
রতি বিলসে কোন ধনি রজকিনি লয়া ॥ কেসিঘাটে পাখালিছে আনন্দিত হৈয়া ॥
বস্ত্রের সৌরভ গন্ধ ভরিল উদ্যান। দুই পক্ষ অলি উড়ে নাসা ঘুর্ণমান ॥
রতিরমণ দাগ চিহ্ন পাইল বসনে। ধন্য ধন্য রজকিনি মহাভাগ্যবানে ॥
রাই [বস্ত্র] লইয়া রামা মস্তকে বান্ধয়। খসাইয়া বুকে মুখে সৌরভ আস্বাদয় ॥
সুক সারি ছিল তথা কদম্বের ডালে। হাতসানে রজকিনি ডাকে সেইকালে ॥
নিকটে আসিয়া দেখে সারি ভাগ্যবতি। রাইবস্ত্র পরসিয়া মুর্চ্ছাপর্ণমতি ॥
তিন জনে প্রেমানন্দে হইয়া বিভবলে। সেই বস্ত্র লৈয়া গেলা যমুনার জলে ॥
পর্ষ পাইল যমুনা তাহে সৌভাগ্য মানিয়া। প্রেমে আলিঙ্গন দিল ধুবি পরসিয়া ॥
শ্রীবৃন্দাবনে সুক সারি ভাগ্যবান। লীলাঅন্তে নিধুবনে রসোল্লাস গান ॥
রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগাদি বিলাস পিরিতি। গোপ্ততর্ত্ত লীলাতর্ত্ত জানে নিতি নিতি ॥
সারি হৈলা চণ্ডিদাস সুক বিদ্যাপতি। গৌরাঙ্গ অগ্রেতে আশি ধন্য কৈল খিতি ॥

রাধাকৃষ্ণলীলামৃত সহজ বর্ণন। প্রাকৃতে অপ্রকৃতে ঘটাই প্রণব সাধন ॥
পদপদার্থ গৃন্থাদিক সিদ্ধান্ত চরিত। ভাবিনি সংগ্রহ করি ভাবের প্রতিত ॥
রঙ্গিনী হইলা এবে রামী রজকিনি। চণ্ডিদাসে ভাব রাখি আপনে ভাবিনি ॥
কপোত আছিলা পুর্ব্বে লীলা বৃন্দাবনে। লছিমা হইয়া সাধন বিদ্যাপতি সনে ॥
মাধবিনি ছিলা পুর্ব্বে এবে চিন্তামনি। কল্পতরু বিল্বমঙ্গল তাহার ভাবিনি ॥
কদম্বতরু ছিল ব্রজে জয়দেব ঠাকুর। জার মুলে রাধাকৃষ্ণ বিলাস প্রচুর ॥
ভ্রমরিনি বৃন্দাবনে এবে পদ্মাবতি। কৃষ্ণকে করাইল ভোজন সাধিয়া পিরিতি ॥
অসক বৃক্ষ রাইশেখর বৃন্দাবনে শোভা। জার মুলে রাধাকৃষ্ণ দুহু মনলোভা ॥
রাজহংশি দুর্গাদাসি ছিলা বৃন্দাবনে। রায়শেখর সঙ্গে এবে সহজ ধারনে ॥
এই ত কহিল পঞ্চ কবিবরের তর্ত্ত। জাহা হৈতে সহজলীলা প্রকাশ মহর্ত্ত ॥৬॥৩৩॥

[২২ক ঠাকুরের ঠাকুর মোর শ্রীনিবাস আচার্য্য। তেহো কৈল বৃন্দাবনে গোপালভট্টে পুষ্য ॥
কৃপা করি শ্রীজীব গোসাঁই বহু গৃন্থ দিল। তার মধ্যে সংগ্রহগৃন্থ সতরে ধরিল ॥
সন্দেহ ছেদন ইথে সুত্র বিত্তমানি। শ্লোকময় সমস্কার বুঝিতে না জানি ॥
হেন গৃন্থ আচার্য্য প্রভু আমাকে সমর্পন। নয় পত্র গৃন্থ ইথে ষড়দর্শন ॥
প্রভু মোরে পঢ়াইলা নৃভৃতে বসিয়া। পয়ার করহ যদু উপাসনা দিঞা ॥
হেন আজ্ঞায় হেমলতার চরন প্রত্যাস। সংগ্রহ পয়ার লেখেন যদুনাথ দাস ॥
... ... — ... ...

[২৩খ পুর্ব্বাপর মহাজনের গৃন্থের আভাস। তাহা দৃষ্টে লেখেন কিছু যদুনাথ দাস ॥
... — .. ..

[৫২ক শ্রীহেমলতার শিষ্য হই পালিগ্রামে বাস। সংসারবাসনায় থাকি হৈয়া মায়ার দাস ॥
কেশে ধরি হেমলতা আকাশে (উকাসে) তুলিল। আচার্য্যপ্রভুর পদে সিক্ষায় সমর্পিল ॥
পুর্ব্বে কিছু লিখাছি এ ধর্ম্ম ছাপাইয়া। গোপনে রাখিব বলি তোরে ডরাইয়া ॥
দিক্ষাশিক্ষা মর্ম্ম ইথে শ্রীযুতের ধর্ম্ম। শিক্ষাগুপ্ত অতি গুহ্য গুহ্যান্তর বর্ম্ম ॥
অনের কি কথা সব ইন্দ্রে নাহি জানে। যেন মম জ্ঞানযুক্ত স্কন্দন সাধনে ॥
ওরস মুক্ষ্য প্রভু আচার্য্য ঠাকুর। হৃদএর পদ্মকলি না হয় বাহির ॥
তথাপিহ পুন পুন লিখিএ প্রকাশ। হেমলতা মোর ইষ্ট বেগুনকোলায় বাস ॥

[৬৬খ উভোদণ্ডে মুকুন্দ পড়ে গোসাঁইচরনে। পরসিয়া কৃষ্ণদাস কৈল আলিঙ্গনে ॥
কে তুমি কোথা ছিলে দেহ পরিচয়। মুকুন্দ কহেন প্রভু তোমার আশ্রয় ॥
সুলতান মুল্লুকে জন্ম সয়দাগরি ধাই। কস্তভ্য লইতে আসি সুনহ গোসাঁই ॥
কোন দ্রর্ব্বের অভাব নাই আমার গৃহেতে। কস্তভ্য অভাব লাগি আইল অভ্যাসিতে ॥
তের শত ডিঙ্গা আর দশ সহস্র লোক। দস ক্রোটী মুদ্রার দ্রব্য তরনী পুরক ॥
তার মধ্যে চিন্ত মোর কস্তভ্য লাগিয়া। উপায় দেহ ত গোসাঁই হৃদয়ে বসিয়া ॥
... ...

[৭৮ক অথ অমৃততোষনি দৃষ্টনং সংগ্রহ গৃন্থ যদু[নাথ] বিরচিতং
যথা ॥ ... ... ॥

[৮০ক শ্রীজীব মূল দৃষ্টে শ্রীনিবাসআজ্ঞাসম্মত। হেমলতা প্রসাদেন
যদুনাথ নিত্যে বর্ণনং ॥ ... ... ॥

[৮৪ আচার্য্য প্রভুর পাদপদ্ম আশ। বহু অঙ্গ সাধন কহে যদুনাথ দাস ॥
... ...

জয় জয় হেমলতার মোর প্রভু ঠাকুরানী। জয় জয় আচার্য্যগন জগতে বাখানি ॥
সভে মেলি কর মোর বাঞ্চিত পুরন। তবে সে বর্ণিতে পারি প্রভুর নিজগন ॥
[আ]গে বিচার কেহো না করিহ মনে। অক্ষর অনুবন্দে হেন গ্রন্থ অনুক্রমে ॥
শ্রীবৃন্দাবনে গোপালভট্টের কৃপা পেয়ে। আইলেন আচার্য্য প্রভু মল্লভূমি দিয়া ॥
তথায় হইল চর্য্য গৃন্থ চিন্তা[ম]নি। ভূপতিরে নিজ প্রবা দেখাইলা আপুনি ॥
... ...

[৮৬ক অথ সাখাবর্ণন ॥
কর্ণপুর নৃসিংহাখ্য শ্রীভগবান কবিভূপতি। শ্রীবল্লবিদাস কবিরাজ শ্রীগোপীরমন গোকুলপতি ॥
শ্রীকবিরাজ বাসুদেব শ্রীবৃন্দাবন দাসকো। শ্রীবনমালি কবিনৃপ শ্রীদুর্গাদাস রূপকো ॥
সোদর্য্যেরূপ কবিরাজ শ্রীনিমাই কবিভূমিপো। শ্রীকান্ত সদাশিব দ্বিজরাম উজ্জ্বল নৃপো ॥
ত্রয়ো বিমাভ্যোজ শ্রীশ্যামদাস কবিরাজ মহামতি। শ্রীনারায়ণ কবিলাক্ষ্য শ্রীনৃসিংহ সহোদর তথি ॥
এতে ত্রিংশই মেক্ষ্যাতো কবিরাজ মহিতলে। সত্তিক শ্রীল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তি মহাশয়।

তৎপুত্র মাধবিন্দ শ্রীবংশীগোপাল ঠকুর। ঘটকত্যে··· ···বিক্ষ্যাতো শ্রীরূপ রঘুনন্দন। সহোদর রাধাকৃষ্ণ শ্রীমথুরানাথ দাস কায়ব্যহু। ঠকুর শ্রীরঘুনাথ শ্রীরামদাসপ্রভুপ্রিয়। শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীমোহন কুমদানন্দ সহোদর। শ্রীল মোহনদাস শ্রীরামদাস সহোদর। শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তি শ্রীবিক্ষাত ভক্তিদাইকং। তৎ[প]ত্নি শ্রীমতি ঠাকুরানি ভক্তিপ্রেমপরায়নি॥ তৎপুত্র শ্রীশ্যাম চক্রবর্ত্তি মহাশয় মহামতি। [শ্রী]ল শ্রীবিরহাম্বির মহামল্ল মহামতি। প্রথমসঃ যুগ্য শাখা বিক্ষাতে দস্যভুপতি। শ্রী··· ···গোকুলানন্দ রঘুনাথ দাসখ্য ভক্তি লম্পট॥ তৎপুত্র ধাড়িহাম্বির যুবরাজ্ঞ শ্রুয়যুত। ··· ···রসমুরকোঃ শ্রীগোপাল শ্রীরঘুনন্দন। স্যালক শ্রীশ্যামদাস শ্রীরামচরণ তথা। ৮৬ক] [৮৬খ আত্মারাম শ্রীশ্যাম চট্ট শ্রীমান রমণদাসক। কবিবল্লভ শ্রীনারিকণ্ঠ শ্রীরাধাবল্লভ [ঠকু]র। মণ্ডলক্ষ্যাতো কামদেব তৎপুত্র গোপালদাসকো॥ শ্রীমতি ঈশ্বরি নাম্নী প্রভুর জেষ্টা··· ···স্না সুভা। কনিষ্টা প্রিয় শ্রীগৌরপ্রিয়া পরম সুন্দরিং॥ তৎপুত্র শ্রীবৃন্দাবন জেষ্ট শ্রীরাধা[কৃ]ষ্ণ মধ্যমা। কনিষ্ট পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ বংশজাত ক্ষ্যাতকো॥ জেষ্টা কন্যা হেমলতা সর্ব্বক্ষ্যাতো পরম পুজিতা। শ্রীমতি কৃষ্ণপ্রিয়া নাম্নী কমলা লোকমানিতা॥ কনিষ্টা কাঞ্চনলতা কৃষ্ণপ্রেমময়ি সদা। চৌধরিত্যেন বিক্ষ্যাতো শ্রীনারায়ন বৈষ্ণব শ্রীমান্॥ তি ফুল্ল সর্ব্বক্ষ্যা··· ···ইমে ঠাকুর কন্যাকো। মণ্ডল তেন স্বতি শান্ত শ্রীসুধাময় ঠাকুর॥ তত্র পত্নি শ্রীশ্যামপ্রিয়া সেবাসুখপরায়নি। তৎপুত্র রাধাবল্লভাক্ষ্য মণ্ডলং তৎ ভগতরো শ্রীনারায়ণ কায়ব্যহু॥ শ্রীরামকৃষ্ণ কুমদ সর্ব্বেসাং পরিপুজিতাং। সহোদর চট্টরাজ কুলজাত বিধান··· ···॥ শ্রীমৎ চৈতন্যদাস চট্টরাজ সুভাসুভ। বন্দোপাধ্যায় রাজন্দ্র তৎ জামাতা চিয়াজুত। সহদর গোকুল বন্দো শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তিনো। শ্রীদাস তস্য পুত্র ত্রয়ো এব সুবিশ্রুতা। জয় কৃষ্ণ জগদাসাখ্যা শ্রীশ্যামবল্লভ ঠাকুর। শ্রীমন্ত সাধক যস্য শ্রীগোপীজনবল্লভ ঠাকুর॥ শ্রীগোবিন্দ শ্রীরাম শ্রীগৌরাঙ্গবল্লভ শ্রীয়াযুত। শ্রীগোপাল দাসাখ্যাঃ শ্রীগোকুলানন্দ দাসকো॥ শ্রীয়াযুত চৈতন্যদাস শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ঠাকুর। উৎকল বাসি ব্রাহ্মণ যস্য শ্রীদুর্গারাম চৌধরি। সরকার পাথি্মক শ্রীমঃ খ্বিরবল্লভ ঠকুর। আচার্য্য সাধিকাএ তৈ সর্ব্বেসাং পরিমানিতা॥ ··· ·· ॥ একবিংশতি মণ্ড[ল] নিযুক্তেন এক সত্ত্য শাখাবর্ণনং॥ ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

[৮৭খ শ্রীবাস আচার্য্য নিবাস সোনামুখি গ্রাম। আশ্চর্য্য তাহার গুন অতি অনুপাম॥
কুমেদ রাম[কৃ]ষ্ণ চট্টরাজ দুই ভাই। বেকুনকোলা মধুরগ্রাম নিবাস তথাই॥
প্রেমধনের ধনি দোঁহে সৎকুল বিধান। শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবসেবা অশেষ প্রমান॥

বিকিহাটে নিবাসন দুই মহামতি। শ্রীরূপ ঘটক শ্যামদাস চক্রবর্ত্তি ॥
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তি বোরাকুলি স্থিতি। কৃষ্ণনাম প্রেমদান সদা জার গতি ॥
শ্রীদাস ঠাকুর আর শ্রীগোকুলানন্দ। দুই সহোদর সদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দ ॥
কা[ঞ্চনগা]ড়িয়া গ্রাম অতি মনোহর। প্রভু জাহা কহেন মোর নেউারের ঘর ॥
শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তি মহাসয়। ফরিদপুর নিবাস সদা কৃষ্ণ প্রেমময় ॥
বড় শাখা রামচন্দ্র অনুজ গোবিন্দ। বুধর নিবাস খ্যাতি কবিরাজ চন্দ্র ॥
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ খেতুরে নিত্য স্থিতি। ঠাকুর নরোত্তম সঙ্গে অভিনাত্যো অতি ॥
কাটাগড়া নিবাসন কবিরাজ কর্ণপুর। কৃষ্ণউনমাদ সদা ভক্ত মহাসুর ॥
কবিরাজ নৃসিংহ কাঞ্চনগড়্যায় স্থিতি। শ্রীদাস ঠাকুর সহ একত্রে বসতি ॥
শ্রীবল্লবিদাস কবিরাজ শ্রীগোপীরমণ। শান্ত দান্ত কৃষ্ণভক্তি নিষ্টাপরায়ন ॥
শ্রীগোকুল কবিরাজ গোয়াসে বসতি। কৃষ্ণনাম প্রেমদান সদা তার কির্ত্তী ॥
বিরভোম বসতি কবিরাজ ভগবান। উদার বৈষ্ণবপ্রেমি সৎগুণ বিধান ॥
... ...ইত্যাদি।

[৯০খ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সাখাগনের বর্ণনা প্রেমভক্তিবিবরণ সাখাদ্বিপিকা গ্রন্থ সংপূন্ন ॥ আদি দৃষ্টে অনুসারার্থ লিখ্যতে ॥ ... ...
[৯১ক মোর প্রভুর প্রভু হন শ্রীনিবাস আচার্য্য। গোপাল ভট্টের কৃপাপাত্র শ্রীজীবের পাই আর্য্য ॥
... ...

[১০৩ক রাঢ়দেশ মধ্যে হয় পরগনে মৌড়েশ্বর। একচাকা খনোকপুর গ্রাম সর্ব্বপর ॥
দ্বিজের নন্দন হই ছয় সহদর। পীতা হয় হাড় ওঝা পণ্ডিত সুসর ॥
পদ্মাবতি মাতা মোর পতিব্রথা সতি। স্বগর্ব্ভেতে জন্ম মোর কহিল প্রতিতি ॥
সুন্দরামল্ল বন্দীঘাটি পদবি নিন্নয়। পুর্ব্বাপর পরিচয় সুন মহাশয় ॥
কুলাচার্য্য ছিলা তথা দশ বিষ জন। তারা কহে সুন্দরামল্ল বের্থ বচন ॥
পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঞী গৃন্থের লিখন। সুন্দরামল্ল গাঁই হয় কুহুত্যা বচন ॥
বন্দিঘাট সুত্র পাই সভার সম্মত। আর এক বট[বধন] পদ বিচলিত ॥
... ... ইত্যাদি

[১০৫ক রাজর্ম্মিত পুরি আচার্য্যের অতি মনোহর। বিরভদ্র শোভে জেন অনিরুদ্র শোসর

সংগ্রহতোষণীর বয়স (পৃ. ৫১৫)

গতিগোবিন্দ শিষ্য কৈল আর গৌরপ্রিয়া। এই দুই শিষ্য চলিত বিরভদ্র দিয়া ॥
প্রেমবিলাস গ্রন্থে ইহা [সু]স্পষ্ট প্রমান। দ্বাবিংশতি অধ্যায় ইহা দেখ বর্ত্তমান ॥
[১০৭খ সাত লক্ষ সেনা রাজার যবন হিন্দুয়ান। সকলে দেখিয়া ভোর গৌর ভগবান ॥
অট্টালিকা হইতে পাতসা করে দরসন। দবিরখাসে জিজ্ঞাসিল সন্ন্যাশী কারন ॥
[১০৮ক সাকরমল্লিক দবিরখাস বলি মন বুঝি। কি কারনে মোর রার্য্যে সন্ন্যাশী বিরাজী ॥
... ...

[১০৮ পাতসার ভাগ্যদয়ে শ্রীচৈতন্য দরসনে তাহার এতত বির্ত্তি লক্ষ্যণং ॥
... ...

[১১৯খ অত সন সকাব্দার সূত্র লক্ষ্যন॥ সকাদৈত্য রাজর্ত্তের সকাব্দা ॥ বাঙ্গলা পাতসার অধিকার সন ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগে বৎসর ॥ চারিযুগে ৪৩২০০০০ ॥ সত্যযুগ ১৭২৮০০০ ত্রেতাযুগ ১২৯৬০০০ দ্বাপরযুগ ৮৬৪০০০ কলিযুগ ৪৩২০০০ ॥
রামচন্দ্র মনিবন্দ সাকে সকে করিয়া প্রবন্ধ ॥ একুন করিলে হয় জত ॥ কলি বহি জায় ততো ॥ অত কলির ক্ষয় ৪৯৫২ বৎসর ॥ ... ...ইত্যাদি
... ...

[১১৯খ আচার্য্য দিক্ষিত গুরু লীলাতর্ত্ত দিল। নিত্যোতর্ত্ত জানাইতে শিষ্যে আজ্ঞা কৈল ॥
... ... ইত্যাদি।

১১৪ সত্যনারায়ণের পুঁথি

রচয়িতা : দ্বিজ রামনারায়ণ

পুঁথিসংখ্যা ১৬৫৩। পত্রসংখ্যা ৬। খণ্ডিত। আকার ৭½"×৩"। লিপিকাল আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট।

[১খ নারায়নং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তম দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয় মদীরয়েৎ
*৭ শ্রীহরিঃ।
প্রথমে বন্দিব বিঘ্নরাজের কারন। পার্ব্বতী সহিৎ বন্দ দেব পঞ্চানন ॥

দেব চক্রপানি বন্দ করিয়া প্রনতি। তার দুই জায়া বন্দ লক্ষ্মী সরস্বতি ॥
হংসপৃষ্ঠে বিধি বন্দ পাতালে বাসুকি। অষ্টলোকপাল বন্দ হইআ কৌতুকি ॥
চন্দ্র সূর্য্য বন্দিয়া বন্দিব গ্রহগণ। একত্র বন্দিব ভাই যত ত্রিভুবন ॥
ক্ষিরগ্রামের যুগার্দ্যা বন্দ জগতে বিদিত। রঘুমুনি পুজি লঙ্কা জিনিল ১খ] [২ক ত্বরিৎ ॥
কায়মনোবাক্যে ভজ গুরুর চরন। সত্যরূপে বন্দ প্রভু সত্যনারায়ন ॥
দ্বিজ রামনারায়ন সত্য উপদেশে। রচিল নুতন পুঁথি সকরুন ভাসে ॥
সুন সুন বন্ধুজন সকরুন চিতে। যেরূপে সত্যের কথা জগতবিদিতে ॥
কলিতে কলুষযুত হইল যত লোক। তেকারণে বাড়ে নিত্য নানা রোগশোক ॥ ২ক]
[২খ পৃথিবী সহিতে নারেন পাপিজনের ভার। কলুষতারণ হইলা সত্য অবতার ॥
অবতীর্ণ পূর্ব্বদেশে হইলা মূর্ত্তিমান। নিজগুণ প্রকাশিতে হইলা যত্নবান ॥
জ্যোতির্ম্ময় মহাশয় বিশ্বের আকার। একস্থানে কহিল প্রভু পূজার প্রকার ॥
দুক্ষিত ব্রাহ্মনে দেখা দিল নিজগুনে। সন্ন্যাসী হইলা প্রভু দ্বিজ বিদ্যমানে।
জিজ্ঞাসিলা ধিরে ধিরে ২খ] [৩ক ঈষত হাসিয়া। কহ দ্বিজ কোথা জায় কিশের লাগিয়া ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া দ্বিজ করিল প্রণতি। কহিল শকল তত্ত মধুর ভারতী ॥
সুন প্রভু ভগবান মোর নিবেদন। প্রতিদিন ভিক্ষা হেতু আমার গমন ॥
অন্নবস্ত্রহীন করি লিখিল বিধাতা। সংক্ষেপে কহিল প্রভু মরমের কথা ॥
বুঝিয়া ভকতিচিহ্ন কমললোচন। কহিল অবশ্য ৩ক] [৩খ হবে দুস্খ বিমোচন ॥
আজি হইতে সেব তুমি সত্যের চরণ। না হইবে দুস্খশোক অকালমরণ ॥
তোমা হইতে পূজার প্রচার যদি হয়। আমি সত্যনারায়ণ কহিল নিশ্চয় ॥
চতুর্বর্ণ্যে পূজিবেক আর যতেক জবন। সত্যনারায়ণ বল্যা শীর্ণ্যি করিবে রচন ॥
মনেতে করিয়া পূজা মানিবে জখন। সাবধানে শুন দ্বিজ তার বিবরন ॥ ৩খ]
[৪ক আটা গুড় কলা দুগ্ধ আনিবে যতনে। জাহার যেমন শক্তি হৃষ্ট হইবেক মনে ॥
একত্র করিলে মিষ্ট অতি মনোহর। ইহাতে প্রীত আমি শুন দ্বিজবর ॥
সওয়া বিড়া পান আর গুয়া সওয়াগা। আনিবে যতনে শেষে নিবেদিবে তা ॥
সন্ধ্যাকালে বন্ধুবর্গে করি নিমন্ত্রণ। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া দিবে বসিতে আসন ॥
প্রাঙ্গনের মাঝে কাষ্ঠাসন আরোপিয়া। ৪ক] [৪খ তদুপরি দিব্যবস্ত্র দিবে আচ্ছাদিয়া ॥
গন্ধমাল্য পুষ্প দিবে তাহার উপর। দিব্যবস্ত্র দিবে তথি অতি মনোহর ॥
উপহার পাঁচ ঠাঞি আসনের পাশে। রাখিয়া করহ পূজা অশেষ বিশেষে ॥
কায়মনোবাক্যে সভে সাবধান হইয়া। পাঁচালী শুনিবে সভে ভকতি করিয়া ॥
প্রসাদ বাঁটিয়া তবে দিবে সভাকারে। পরম হরিষে সভে জাবে নিজঘরে ॥ ৪খ]

[৫ক এইরূপে চারি বর্ণ্য আর যতেক যবন। নিজ ব্যবহারে সভে পূজিবে চরন ॥
মনের কামনা সিদ্ধ নির্দ্ধনের ধন। অপুত্রের পুত্র হয় বন্ধ বিমোচন ॥
কায়মনোবাক্যে ভজ সত্যনারায়ন। মনের কামনা সিদ্ধ না জাবে সমন ॥
সুনি দ্বিজ হরসিত পুজার প্রকার। প্রণতি ভকতি স্তুতি করে বারে বার ॥
দ্বিজ রামনারায়ন ভনে শুমধুর। অলক্ষিতে অন্তর্দ্ধ্যান হইলা ৫ক] [৫খ ঠাকুর ॥
হাহাকার করে দ্বিজ প্রভু না দেখিয়া। কোন দোষে গেলা হরি আমারে ছাড়িয়া ॥
কি করিবে ধন জন পুত্র পরিবার। তোমার চরন বিনে সব অন্ধকার ॥
ক্ষণমাত্র দ্বিজবর মূর্চ্ছিত হইল। স্বপ্ন দেখিল হেন মনেতে জানিল ॥
তথাপি প্রতীত নহে পুনঃ পুনর্ভাবে। স্বপ্ন নহে এই কোন দেবতা হইবে ॥
অবশ্য পূজিব আমী বিধিব্যবহারে। ৫খ] [৬ক দয়ার ঠাকুর দুস্থ নাশিবারে পারে ॥
এত বলি ভিক্ষা হেতু করিল গমন। অন্য দিন হইতে ভিক্ষা পাইল দ্বিগুণ ॥
তুষ্ট হইয়া দ্বিজ ঘরে করিল গমন। বাহ্মনীরে বিবরণ কহে সাবধান ॥
প্রতিব্রতা রূপবতী আনন্দিত মনে। আলিপনা নানা চিত্র লিখিল প্রাঙ্গনে ॥
আনিল পূজার দ্রব্য বাজারে ব্রাহ্মণ। ইষ্টমিত্র আনাইল করি আমন্ত্রণ ॥
বসাইল সভাকারে পাদ্য ৬ক] [৬খ অর্ঘ্য দিয়া। মধ্যভাগে কাষ্ঠাসন বশন ঢাকিয়া ॥
উপহার গুয়াপান রাখে পঞ্চস্থানে। সারি সারি মাল্য দিয়া পূজিল চরনে ॥
তাহার উপরি বস্ত্র কুলোচিত রূপে। পূজে নানা গন্ধ পুষ্প দিয়া ধূপ দীপে ॥
কায়মনোবাক্যে পূজে আজ্ঞা অনুসারে। স্ত্রীগণ জয়ধ্বনি করে বারে বারে।
পূজা সমাপন করি ঘরেতে চলিল। জার জেবা অভিলাস কহিতে লাগিল ॥
অতঃপর খণ্ডিত।

১১৫ সত্যনারায়ণের পুঁথি

রচয়িতা : অসিতাচরণ, দ্বিজ গঙ্গাধর

পুঁথিসংখ্যা ১৬৯৫। পত্রসংখ্যা ৩০। অখণ্ডিত। আকার ১৪½"×৩½"। লিপিকাল ১৭৫২ শকাব্দ। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা॥ ওঁ নমঃ সত্যনারায়ণায়॥ নত্বা রামপদদন্দং সেবিতং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ সত্যদেবস্য মাহাত্ম্যং সংচিনোমি সুধাময়ং। উর্জ্জয়ন্ত জয়োর্মধ্যে শাকাখ্য নগরে বসন্। কীর্ত্তিবাসাত্মজো ধীমান্ সত্যসেবাং তনোতিহি॥ মনোভীষ্টার্থ সিদ্ধ্যর্থং বিকর্ম্মস্তস্য দেহিনঃ। অবতীর্ণ সত্যদেব কলৌ কিল্মিহা বিভুঃ॥ য়দিতস্যৈব মাহাত্মং বিদুদ্ব্নৈদঃ হৃতং ভবেত। তথাপি ভক্তিতো ভক্তিঃ শ্রীকালীচরণে দ্বিজঃ॥

বিঘ্নবিনাশন প্রভু মঙ্গলকারন। প্রকটিতে সত্যকথা বিবিধ বন্দন।
দেব গনপতি বন্দ মুষিকবাহন। খগধরসুত খর্ব্ব করীন্দ্রবদন॥
গরুড়বাহনে ১খ] [২ক বন্দ দেব দামোদর। শিবের চরন বন্দ বৃষের উপর॥
হংস আরোহনে বিধির বন্দিল চরন। উদয়পর্ব্বতে ছায়া সঙ্গে বিরোচন॥
সিংহতে পার্ব্বতী বন্দ পেচকে কমলা। পরভৃতে সরস্বতী গলে শ্বেতমালা॥
মকরবাহনে গঙ্গা ইন্দ্র ঐরাবতে। হরিনে পবন বন্দ হিমাংশু পর্ব্বতে॥
মক্ষিকায় বরুন বন্দ মহিষে সমন। ধবল তুরঙ্গপৃষ্ঠে বন্দ নিরঞ্জন॥
নরেতে কুবের বন্দ নাগে বিষহরী। বন্দিল উভয় সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী॥
ময়ূরে কুমার বন্দ ছাগলে অনল। সপ্ত পাতাল বন্দ গগনমণ্ডল॥
দংশন তরাসে বন্দ অনন্তাদি ফণী। চতুর্যুগ সপ্ত সিন্ধু কলিঙ্গনন্দিনী॥
নবদ্বীপচন্দ্র বন্দ গৌর কলেবর। প্রেম ২ক] [২খ সিন্ধু ভক্তবিন্দু তারিল বিস্তর॥
কেশব ভারতী বন্দ জয়াদ্বৈত নিত্যানন্দ। রূপ সনাতন আদি বন্দ ভক্তবৃন্দ॥
নারদাদি দেবঋষির বন্দিল চরণ। মরীচ অঙ্গিরা শুক ব্যাস তপোধন॥
পরাশর বিশ্বামিত্র গৌতম দেবল। অত্রি ভৃগু বৃহস্পতি কৌশিক পিপ্পল॥
দুর্বাসা লোমস ঔর্ব্ব উতথ্য চ্যবন। শনক সনন্দ আর বন্দ সনাতন॥
পুলহ পুলস্ত ক্রতু সুত মহাশয়। কুম্ভযোনি বেদবাহু মৃকণ্ডতনয়॥
তরীতে তরণী বন্দ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। অবনী লোটাঞা বন্দ সত্যনারায়ন॥
কলির কলুস খণ্ডে জাহার স্মরণে। সেই প্রভু সত্যদেব বিদিত ভুবনে॥
স্যামল সুন্দব তনু ২খ] [৩ক বনমালা গলে। রত্নের কুণ্ডল দোলে শ্রবণযুগলে॥

নাদিত মঞ্জিরে পদ করিয়াছে শোভা। কোকনদ ভ্রমে ভৃঙ্গ দেখ্যে পায় লোভা॥
শ্রীবতস কৌস্তভ উরে পীতবস্ত্র পরি। জীবের নিস্তার হেতু ক্ষিতিতলে হরি॥
ক্ষিতি মহীরুহ বীজ সত্যনারায়ণ। অনাদি অনন্ত প্রভু ভুবনমোহন॥
স্মরণে উরহ প্রভু খণ্ডহ দুর্গতি। কলিতে কেবল দেহ তব পদে মতি॥
কলির দলন্ হেতু সত্য অবতার। অসীতাচরন কহে প্রভাব তাহার॥
গৌড়বাসী পুরারক্ষো বিষ্ণু শর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ। পথি সত্যে স্বরং দৃষ্টা প্রাপ্তং ধন মনির্ম্মং॥
বিষ্ণু নামে বিপ্র এক গৌড়েতে নিবাস। কলিত ব্রততি কিশালয়েতে আওয়াস॥ ৩ক]
[৩খ পৃথক তণ্ডুল ভোগ কৌপিন বসন। পুরাণের প্রতি যেন সুদাম ব্রাহ্মণ॥
শ্রীধর সংজ্ঞক পূজে শালগ্রাম শিলা। সহস্র তুলসী প্রতিদিন দেয় তুল্যা॥
স্মরণ মঙ্গল প্রভু পার কর হরি। দারিদ্রযন্ত্রণা এত সহিতে না পারি॥
এত বলি বিষ্ণু দ্বিজ ভিক্ষা করি নিতি। এড়ায় দারিদ্রদোষ সুন দৈবগতি॥
একদিন বিষ্ণু দ্বিজ উঠিয়া প্রভাতে। বন্দিয়া গোবিন্দপদ সাজিলা ভিক্ষাতে॥
হৃদিপাশে গোপীর দুকুলচোর বন্দী। রশাবেশে পুলকিত প্রেম ভবানন্দী॥
কৃপাসিন্ধু মহাশয় অনাথের নাথ। সন্ন্যাসীর বেশে পথে হইলা সাক্ষাত॥
অন্তরে সাটকাএ নাজিন পরিধান। দণ্ড কমণ্ডলু করে দয়ার নিদান॥
বল্লকী ৩খ] [৪ক নিনাদ নিন্দী ললিত বচন। দ্বিজে জিজ্ঞাসিল কহ গমন কারণ॥
প্রণাম করিয়া দ্বিজ কহিল বৃত্তান্ত। অন্নাভাবে ভিক্ষা করি এই সে নিতান্ত॥
সন্ন্যাসী কহিল চারু নহে ত ভ্রমন। দুর্গতি খণ্ডিতে ভজ সত্যের চরণ॥
দ্বিজ কহে সত্যদেব এমন ঠাকুর। ভজিলে তাহারে নাকি দুস্থ জাবে দুর॥
শিবের শপথ প্রভু সত্য কহ বাণী। কি রূপে ভজিব তারে মহিমা না জানি॥
স্বরূপে সন্ন্যাসী তারে কহেন সকল। কলিতে কল্মুষ জীবলোকে করে বল॥
রাজপীড়া ব্যাধিপীড়া যমের যন্ত্রণা। মিছা মায়াজালে বদ্ধ অজস্র ভাবনা॥
গাবিগণ দুগ্ধ হরে শস্যহীনা ক্ষিতি। নিত্য উপহত শঙ্কা দেখিয়া দুর্গতি॥
কৃপাসিন্ধু মহাশয় ৪ক] [৪খ হইলা প্রচার। জে রূপে তাহার পূজা করিবে সংসার॥
দ্বিজবর্য্য সুন সত্যপূজার প্রকার। ঘটে গণেশাদি পূজা পঞ্চদেবতার॥
ঘটের নিকট পীঠ্ পট্ আচ্ছাদিত। তাহাতে নৈবেদ্য পঞ্চ করিবে শোভিত॥
ডাকি ইষ্টবন্ধু প্রতিবেশি কপটলী। সপাদ প্রমান আটা সন্দেষ কদলী॥
ভব্যজনে গব্য দিয়া করিবে একত্র। পূগ বর্ণ্য পুষ্পমালা তাহে সে বিচিত্র॥
কে কহিতে পারে সত্যের লিলা বিচিত্রতা। সন্দেষ্ গুবাক পর্ণ্য তাহার পক্কতা॥
সপাদ নৈবেদ্য পূজা শিষ্টের আচার। অথবা গোবিন্দমায়া অশেষ প্রকার॥

তথাহি আবাহ্য বিধিবাক্যেন সপাদ দ্রব্য সংখ্যয়া প্রণবাদিন মোহন্তেন পূজাং কুর্য্যাত ৪খ] [৫ক যথাবিধিঃ। তস্য ধ্যানং। নীলনীরদসংকাশং বনমালাবিভূষিতং। দ্বিভূজং কমলাকান্তং ফুল্লরাজীবলোচনং। ভক্তস্যাভীষ্টদাতারং সত্যনারায়ণং ভজে॥
সন্ন্যাসীর বেশে এত কহিতে বচন। দেখিতে ভুবনধাতা হল্যা অদর্শন॥
উদ্দেশে সত্যের পদে করিয়া প্রণাম। ভিক্ষা আশে দ্বিজ এক প্রবেশিল গ্রাম॥
আর দিন ভিক্ষা করি না পায় যত ঋদ্ধি। সেদিনে সত্যের কৃপায় তাহে অষ্টসিদ্ধি॥
গৃহে আসি দ্বিজ নিজ ব্রাহ্মণি সহিতে। ইষ্টমিত্র প্রতিবাসী ডাকিয়া ত্বরিতে॥
বিধিমতে সত্যপূজা করি সমাধান। হস্তে হস্তে প্রসাদ বান্ধবে দিল দান॥
পূজিয়া সত্যের পদ হইলা মহা ধনি। মুক্তা মাণিক্য হিরা মকরত মনী॥
অজ গজ তুরঙ্গ ৫ক] [৫খ মহিষ গরু মেষ। পুত্র পৌত্র দাস দাসী তাহাতে বিশেষ॥
সত্য পূজা ফলে বিষ্ণু দ্বিজ ধনবান। ষোড়শোপচারে নিত্যপূজার বিধান॥
একদিন কাঠুরিয়া সত্যপূজাকালে। তৃষ্ণায় পীড়িত বিষ্ণুদ্বিজে আসি মিলে॥
সৃদামা সুদামা নিমা শামা রামা কিনা। মুকুন্দা ফড়িঙ্গা তুলা হিরা জয়া বিনা॥
বিপ্রের সম্পদ দেখি করে অনুমান। কেহ বলে গঙ্গায় সুবর্ণ দিল দান॥
কেহ বলে যক্ষের ধন পাইল ব্রাহ্মণ। কেহ বলে বাঁসা দিয়া কাটিল মহাজন॥
তথাহি ব্রজন্তো বিপিনং সর্ব্বে কাষ্ঠার্থং কাষ্ঠজীবিনঃ। তৃষ্ণায়া পীড়্যমানাস্তে দদৃসু দ্বিজমন্দিরং॥ ইত্যাদি
[১৯খ কহিল সত্যের কথা সুনিয়া বচন। সুনিলে সকল বর্ণে ভাণ্ডারে সমান॥
বিষ্ণুদ্বিজে সাক্ষাত হইল জেই জন। জাহার ১৯খ] [২০ক প্রসাদে পাইল কাঠুরিয়া ধন॥
জাহার প্রসাদে হইল সাধু ভাগ্যবান। তাহার চরণে কোটী করিল প্রণাম॥
ভক্তি করি সেবে জেই সত্যনারায়ণ। না ছাড়েন কমলা কভু তাহার ভবন॥
হারাইলে ধন পায় কহিল বিশেষ। বিদেসে থাকিলে লোক আইসে নিজ দেশ॥
কাকবন্ধ্যা মৃতবতসা আর বন্ধ্যা নারি। সে দোষ ঘুচয়ে যদি সত্যসেবা করি॥
যেই স্থলে সমুহ করায় দশ জন। সেই স্থলে অধিষ্ঠান সত্যনারায়ণ॥
সুনয় সুনায় জেবা সত্যগুণগাথা। ২০ক] [২০খ মনোরথ সিদ্ধ হয় কহিলে সর্ব্বথা॥
সত্যের সভায় জত বৈসে দ্বিজগণ। অবনী লোটায়্যা তাহার বন্দিলাম চরন॥
প্রভো রামচন্দ্রস্য পাদৌতু নত্বা চরিত্রং হৃতং সত্যদেবস্য রম্যং উম্বিত্বাপ্যসীতা পাদাখ্যেন শাকাখ্যকেবাসিনা॥ তন্নথাধি স্বগেহে শঙ্ক কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বা মনমতে শ্রীকীর্ত্তিবাস বৈতত পুত্রেণ হৃতং হি সত্যরচিতং রম্যং সভারঞ্জনং॥ শাকে বেদ গুণতুর্ চন্দ্র গনিতে ধাত্বা গুরোস্তত পদং। সত্যং পাঠক বংশজস্য কৃতিনঃ স্থিত্বা ২০খ] [২১ লয়ে শোভনে করয়ো

বহবো ধীরাঃ সন্তিত্যস্তবিমণ্ডলে ॥ তথাপি ততপদং নত্বা যথামতি ময়াকৃতং ॥ প্রসাদ পাইয়া সভে বস্যগা বাসায় । সত্যদেব সকলে হইবে বরদায় । সত্যের মহিমাগুণ ত্রিভুবন ব্যাপ্ত । অসীতাচরণ কহে এই সে সমাপ্ত ॥ যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যচ্চোরয়তি মন্দধীঃ নরকে তস্য বাসঃ স্যাত যাবচন্দ্রদিবাকরৌ ॥ শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্যস্য লিপি শকাব্দাঃ ১৭৫২ সাল পৌষস্য একোনবিংশতি দিবসে সমাপ্তশ্চায় গ্রন্থ ॥ শ্রীদুর্গা প্রতুল কর্ত্তা ॥০॥

[১খ ওঁ নমঃ সত্যনারায়ণায় ।

বন্দ দেব গণপতি গৌরির নন্দন । স্মরণেতে কার্যসিদ্ধ বিঘ্নবিনাশন ॥
পরাৎপর বন্দ ভাই শ্রীগুরুচরণ । অজ্ঞান তিমির অন্ধ নাসের কারণ ॥
বন্দ বিপ্র বেদ ব্রহ্মা বিষ্ণু বিশ্বনাথ । আদ্যাশক্তি মাতা বন্দ হয়্যা প্রণিপাৎ ॥
ভাগীরথি গুণবতি মাএর বন্দনা । নিবিষ্ট হইয়া চিত্ত সুন সর্ব্বজনা ॥
শৈলসুতা সপত্নী সুন্দরী সুরধনী । মহিমা মানবে মা গো কি বর্ণিতে জানি ॥
ত্রিলোকে জতেক পুত্র দুইত জননী । তাহে দ্রপময়ি গুণ নিগমে বাখিনি ॥
কর্মফলে জন্ম আর জননীর জঠরে । ধারণ প্রসব প্রতিপোষনাদি করে ॥
জন্মাবধি জননী জগতে স্নেহ সদা । দিবানিশি কোলে করি লালন সর্ব্বদা ॥
সেই সুতে যমদূতে আসি জবে লয় । পিতামাতা বন্ধু ভ্রাতা পরামর্ষ কয় ॥
কেহ বলে বাহির কর গৃহে পাছে মরে । কেহ বলে অনচিৎ বাটির ভিতরে ॥
ইহা বলি সভে মেলি গঙ্গা গঙ্গা কয় । অনুকূল হয়্যা মা তোমার তীরে লয় ॥
মরনসময়ে স্নেহ দূরে তেয়াগিয়া । স্নান করি ঘরে জায় তব নিরে থুয়া ॥
সেইকালে স্নেহ করি লহ ভাগিরথী । সুতরক্ষা হেতু আসি অবনিতে স্থিতি ॥
জদবধি আগমন পুরাণেতে কয় । তব সম মাতা আর কুত্রাপি না হয় ॥
গঙ্গাবারি পাপহারি মুরারিচরণে । উদ্ভবা হই মোক্ষা দিলা ত্রিভুবনে ॥
তব জলকনিকার কি মোহিমা জানি । জগতে জতেক দ্রূহ পাপ করে প্রানি ॥
অতি জড় মূঢ় মূক্ষ অন্ধক অজ্ঞান । ব্রহ্মাহত্যা আদি পাপ করে সুরাপান ॥
এ সব পাতকী মাকে গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে পাপে মুক্ত হয় শেই ক্ষণে ।
অপূর্ব্ব বিমান আনি চতুর্ভুজ মুক্তিখানি দিয়া নাও বৈকুণ্ঠভুবনে ॥
যমদূত ত্রাস পায়্যা তারা গেল পলাইয়া বিস্ময় হইলা দেবঋষি ।
১ক] [১খ অসম্ভব তব শক্তি দেখিঞা পাপিষ্ট মুক্তি আনন্দসিন্ধুতে সভে ভাষি ॥

তুমি মাতা যজ্ঞসূতা জাহ্নবী আখ্যানযুতা উৎকলখণ্ডেতে গোপি খোন।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ত্রিভুবনে তিন ধারা সাগরবংশ উদ্ধার কারণ॥
তব পদে করি নতি এই কর্য্য ভাগীরথী জ্ঞান দিহ নিধনের কালে।
মুকতি কারণ তুমি কি বর্ণ্যতে জানি আমি তিনলোকে কি দিব তুলনা।
জাহ্নবীজলের গুণে জত পাপি ত্রিভুবনে উদ্ধার হইবে সর্ব্বজনা॥
গঙ্গার বন্দনা সায় প্রণমিয়া গুরুপায় বন্দ করি বাল্মিকিচরণ।
বেদব্যাস আদি জত দেবাদেবী সেবি কত একে একে করিয়া বন্দন॥
বন্দ সত্যনারায়ণ একান্তি করিয়া মন প্রকাশ হইলা জেইমতে।
দ্বিজগঙ্গাধর বলে শ্রীগুরু চরণতলে হরি হরি বল একচিতে॥
সভা সম্বোধন করি নিবেদন সুন পীর ইতিহাস।
অবনীতে আসি ভক্তমন তুষি জেরুপে হল্যা প্রকাশ।
এক দ্বিজবর বিষ্ণু নাম তার গউড় দেশে অবস্থিতি।
বড়ই দারিদ্র অপূর্ব্ব চরিত্র ভিক্ষা বিনা নাহি গতি॥
তাহার ঘরনী পতিব্রতা ধ্বনী দ্বিজে করে নিবেদন।
কুড়্যাঘরে বসি কল্য উপবাসি ভিক্ষায়ে কর গমন॥
জায়াবাক্য ধরি বলিঞা শ্রীহরি ভিক্ষা মাগিবারে গেলা।
প্রতিঘরে জায় কটুকথা পায় মনস্তাপ বড় হল্যা॥
দুনয়নে ধারা মন্দাকিনি পারা গেলেন গ্রামবাহিরে।
প্রত্যাশা করিঞা মোর মুখ চেয়া ব্রাহ্মণী আছে কুটীরে॥
মনঃপীড়া যত তাহা কব কত বসিলেন বটমূলে।
উদ্বেগসমুদ্র ভাবিলা দারিদ্র দেখিতে না পায় কুলে॥
অনাথ জনাথে চাহ বন্ধুসুতে আর কেহ নাহি মোর।
আমি ত অজ্ঞান অধমপ্রধান হেন অনুচিত তোর॥ ২ক]
[২খ গোবিন্দ অচ্যুতে জসোদার সুতে মকুন্দ মুরারি বিষ্ণো।
আমি অতি দিন ভক্তিলেস হিন মোরে রক্ষা কর কৃষ্ণো॥
মাধব বামন তুমি পুরাতন পুরুষ মৎস্যাবতার।
বরাহমুরতি উদ্ধারিতে ক্ষিতি জা হইতে সৃষ্টি সংসার॥
জয় জগদীস জনার্দ্দন ধিষ কেশব কংশারি নাম।
গোবর্দ্ধনধারি বিপিনবেহারি বৃন্দবনে তুমি শ্যাম॥
অর্জুনের সখা মোরে দেহ দেখা হৃশীকেশ নারায়ণ।

উদ্ধবাহু করি উচ্চশ্বরে হরি ডাকেন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ॥
সুনিঞা না সুন পতিতপাবন কোথা জাবে অল্পজ্ঞানি।
কেবল ভরসা তব পদে আসা চিন্তা কর চিন্তামুনি ॥
বিপ্রের রোদনে বৈকুণ্ঠভুবনে হরিতে নারিলা হরি।
ফকীরের রূপ হয়্যা অদভুৎ আইলা কুঞ্জবেহারি ॥
যেখানে ব্রাহ্মণ করিছে রোদন বসিলেন তার পাসে।
দ্বিজ গঙ্গাধর ভাবে নিরন্তর এই মধুরস ভাষে ॥ ইত্যাদি
[৭খ কুলেতে উঠিয়া সাধু সভা বিদ্যমানে। মনের হরিশে পূজে সত্যনারায়ণে ॥
প্রশাদ বাটিয়া দিল সভার গোচরে। সদানন্দ হয়্যা সাধু গেলা নিজ ঘরে ॥
সত্যনারায়ণে শীর্ণ্যি যেবা করে দান। মনবাঞ্ছা পূর্ণ্য হয় প্রভুর সম্মান ॥
শীর্ণ্যি দিয়া পুথি পাঠ করে জেই জন। আশনে থাকিয়া দেব করেন শ্রবণ ॥
দ্বিজপদ সেবি দ্বিজ গঙ্গাধর গায়। হরিধ্বনি কর সভে পুথি হল্য শায় ॥
শ্রীদুর্গা শরণম্। অপ্রাপ্তে প্রাপকো বিধিঃ। ১। শাস্ত্রে সংঙ্কেতঃ সংজ্ঞা। ২।

১১৬ সত্যপীরপাঁচালী

রচয়িতা : ভগীরথ দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৮৩৫। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১৩½" × ৪½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট।

[১খ নম গণেসায় নম ॥ সর্ত্তপিরের পাচালি লিক্ষতে ॥
ধরনি লুটায়ে শির বন্দ দেব সর্ত্তপির স্তুতি করে পান তেলে।
তোমার জাহির বানি কি য়ার বলিতে জানি কতোদিন বাউলে য়াছিলে ॥
এলাহির হুকুম পায়্যা দিলেতে খোসল হয়্যা খাড়া হইল দরিয়া উপর।
পদ্মফুল সারি সারি পিকে স্মরণ করি লুকাইল তাহার ভিতর ॥
জমুনাতে সেই পানি গো[ছু]ল করিল ফরমানি ফুল তুলি খোসবয় নিল।
বিবির উদরে পয়দা কি য়ার বলিব জেয়দা পিরের নাম জাহির হইল ॥
কহে আল্লা পরআর যুন সর্ত্ত খনকার দুনিয়াতে জাই ত চলিয়া।
দিলেতে খোসাল হয়্যা আমিনের সাতে লইয়া ফকির হইল উপরে দুনিয়া ॥

জাহির করিস পির   মনেতে করিয়া স্থির   আইলেন সংসারভিতর।
আপনি তো সত্ত্যপির   মনেতে করিয়া স্থির   এই যুক্তি করিলেন সার ॥
কখন সিফাই হয়্যা   খোড়া ঘোড়া জিন দিয়্যা   ফেরে উদাসিনির বেসে ॥
কখন ফকির হয়্যা   অঙ্গ পরে কাথা দিয়া   ভ্রমণ করয়ে দেসে দেসে ॥
সত্ত্যচরণ সার   গতি নাহি বিনে আর   নসিবে এমন ছিল লেখা।
পিরের চরণতলে   ভগিরথদাসে বলে   [অ]বস্য নায়েকে হইবে সখা ॥
॥ পয়ার ॥
গোছ দিয়া জমিনে ছাতিতে দিয়া হাত।
অতঃপর খণ্ডিত।

১১৭ সত্যপীরপাঁচালী

রচয়িতা ঃ সেখ ফয়জুল্লা

পুঁথিসংখ্যা ১৯০৫। পত্রসংখ্যা ৪। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১৬ক ··· ··· ··· নাম আর লবে কে। ······চলিয়া জাবে পড়ে রবে···দে ॥
বর্দ্ধমানের ঘাট সাধু পশ্চাত রাখিয়া। পাড়াদুয়ারি হাট গেল ছাড়াহিয়া ॥
তালদহা তালুঘাট রাখিল দিগহাটি। ব্যানেঘাটা বালেণ্ডা বাহিল তাল··· ॥
সারি গাএ ডাড়ি সব দুকুলে লাগে যুর। ডাহিনে নগর হছে বামে অদমপুর ॥
এই ঘাটে তোমার বাপ দুয়া দিতে আল্য। দুয়া দিবার দায়ে থাকুক তির খেয়ে গেল ॥
তোমার বাপের কথা বড় বিপরিত। নিমাইকুলের ঘাটে গিয়া হৈল উপনিত ॥
সেকড়াহাটি ভোমরাপাড়া বাএ পানপুর। সোনামুখি এড়াইয়া আইল বহুদুর ॥
কুলফি মালদহার নদি বাএ তরাতরি। মালদারাজ ছাড়ায়া সাধু গেল লঙ্কাপুরি ॥
জেখানে রাবণ রাজা সিতা হরেছিল। সিতার উদ্দিসে রাম সেতু বন্দ কৈল ॥
বাহিয়া পালাণ্ডার নদি পঙ্কদহে গেল। বিসেষ কাহিনি পির কহিতে লাগিল ॥
এই নদি সঙ্কট বড়ই দুরাচার। এইখানে বাচিলে সাধু মিত্ত্যু নাই আর ॥
তোমার দেসের পঙ্ক বাটুলে মারা জায়। এই দেসে পঙ্ক সবে ডিঙ্গা চুক্তি লেয় ॥
সওদাগর বলে পির কেমন কাহিনি। পঙ্কে ডিঙ্গা চুক্তি খাএ কখন না যুনি ॥

কহিলে আপন মুখে শুনিলাম কানে। ১৬ক] [১৬খ তবে তো পিত্তর জাই দেখিলে নয়নে ॥
পির বলে কামান দাগ করে বনের মুখ। উড়িবে জ্বতেক পক্ষ দেখিবে কৌতুক ॥
সাল বিসালের ডালে ডিঙ্গা খায় নিয়া। কামানের ধুমকো পাইলে জাইবে উড়িয়া ॥
... ...
[২০ক জদি সেই ফকিরে পাবো ধরে লএ ব্যাড়ি দিবো বেড়ি দে রাখিবো কারাঘরে।
এইরূপে কতোদিনে দুক্ষু পাএ বোনে বোনে দেসে গেল বেলা অবসানে ॥
আপনার ঘরে গেলা রত্নমালা ঘরে ছিলা স্বোয়ামি দেখিল বির্দ্ধমানে।
আসন জোগায় ধনি ভ্রিঙ্গারে পুরিয়া পানি দেই জল সাধুর চরণে ॥
চরণে চুলেতে মো[ছে] বসিল সোয়ামির কাছে ফএজল্লা গাএন এহা ভনে ॥
... ...
॥ পয়ার ॥
অতঃপর খণ্ডিত।

১১৮ সত্যপীরের পুঁথি

রচয়িতা : গোহর ফকির

পুঁথিসংখ্যা ১৬৪৬। পত্রসংখ্যা ১৫। খণ্ডিত। আকার ১০"×৭"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১ক ৭ শ্রীশ্রীদুর্গা চরণ সহায় সত্তপিরের সাহেবের মদনকামদেবের পুথি লিক্ষতে
রা[গ ত্রি]পদি
বন্দ আল্লা করতার দুনিয়া পত্তন জার সেই সারা দুনিয়া ভিতর।
বসিয়া কেসের আড়ে এক ভাঙ্গে আর গড়ে একিদা সাবুদ ভাব তার ॥
দুনিয়া দৌলত সাই তাহা বিনে কেহ নাই সকলি তাহার লাগে বাদ।
একেতে অনেক দেখি ভূবন জুড়িয়া আখি রিযু ফজো গান সভাকার ॥
আলি অলি পেয়াগম্বরে সকলি সে পয়দা করে চোদ ভুবন জমিন আসমান।
হাত পায় নাহি মাতা মুখে নাহি কয় কথা হুকুমেতে তামাম জাহান ॥
কোদরত কামাল সাই কোনখান ছাপা নাই সকলি দেখিতে তিনি পায়।
জেই জাহা মনে করে সকলি সে পয়দা করে তার ঠাই কিছু না এড়ায় ॥

মেহের করেন জাকে বাদশাই দেন তাকে ছারখার করেন কাহায়।
এছা সেই পরআরে পাহাড় দরিয়া করে দরিয়াকে পাহাড় বনায়॥
দুনিয়া সে মিছা ধন্দ মায়াতে করিল বন্ধ মকরুল্লার মকর কিবা জানি।
ঐছ্যা করিম কারসাজ বুঝিয়া দিলের মাঝ বেহস্ত দোজক করিল দুই খানি॥
নুর নবি পেয়াগম্বরে বন্দিনু তাহার তরে রছুল এল্লা আসিহে ছালাম।
পঞ্জ...ন পাক জানি রছুলের তলখানি সের আলি ফতেমা এমাম॥
আলির ফতেমা যার বন্দিনু কদম তার হুসেন হাসন পাইল স্থান।
আহতাব ১ক] [১খ মাহাতাব জারে ভএ কম্প......জরে তুড়িলেক জতেক কোপরান॥
আরবক.........ছমানেরে আলি অক্ষরের তরে বন্দিলাম রেসান... ...না।
আলি আউল্লা প্রোগম্বরে বন্দিলাম স[ভা]কারে নবির এল্লার জত জনা॥
বাবা আদম হায়া মা[য়] বন্দিনু তাহার পায় কোউসে সেলাম বহুতর।
মুছা মুছা সোলেমান আর দাউদ পালয়ান বন্দিনু সভারে জোড় কর॥
এব্রাহিম খলিলুল্লা জাহাকে মেহের আল্লা কয় সবুক্তুর বন্দ জত আর।
আরজ সভার কাছে আলি আউল্লা জত আছে সভাকে বন্দিনু একবার॥
বন্দিনু কোরান আল্লার জোবান চারি কলেমা বন্দ সিক্তি এমাম।
চাহারি কোরসি বন্দ আর চৌদা খোন্দার চারি মজা হবি বন্দ সভাকার॥
মনকির নেকির তিনি মউতের বেনা জিনি হাজির হবেন কবরেতে।
কে রাখিল কাতবিন আর বন্দিনু কদম তার হিসাব দিবেন কারামতে॥
আজরাইল মেকাইল জিবিরিল এছারাফিল বর্দ্ধ চারি ফেরেস্তা আল্লার।
আর আতস খাকবাদ জাহা মুড়িআদ কাম নাহি চলে দুনিয়ার॥
বন্দনু সভার কাছে জাহানে জে কেহ আছে একেবারে বন্দিনু সভায়।
গাজির হুকুম জানি একিদা সাবুদ আনি ফকির গোহরে এবা গায়॥*॥

॥ রাগ পয়ার॥

হরি হরি বলহ আসরে জত জন। সভাকে তরাবে আল্লা পাক.........জতন॥ ১খ]
[২ক বন্দিলাম সত্তপির কদমে তোমার। করম করিয়া আইস আসরে আমার॥
হাজার সাল্লাম করিনু নয়ায়িয়া সির ঘোর কলিকালেতে প্রতক্ষ সত্তপির॥
আটকুড়র পুত্র হয় জদি সত্ত ভাবে॥ নির্ব্বলির বল হয় পিরের প্রতাপে॥
একিদা করিয়া জাহা করিবে মাননা। নিয়ত হাসিল হয় মনের কামনা॥
এছাই আল্লার অলি কামাএর ধনি। পিরের মহিমা জাহা কি বলিতে জানি॥
সত্যার কউসে সভে নয়াইয়া মাথা। দিল দিয়া সুন কিছু সুন্দরের কথা॥

বানিয়াকুলেতে জর্ম্ম নাম জয়ধর। সাকিম হুগলি বাড়ী চন্দননগর ॥
জয়ধর সয়দাগর মরিবার কালে। মদন কামদেবে সাধু ডাকিয়া কিছু বলে ॥
মদন কামদেব বাছা ষুন তুই বালা। এক সত্য করে যাই মরিবার বেলা ॥
এতেক বলিয়া সাধু লাগিল কান্দিতে। ষুন্দরে সপিয়া দিল তুই ভেএের হাতে ॥
ষুন্দরের সারথি কেহ নাহি তোয়া বিনে। ষুন্দরে সপিয়া জাই তোমা দুইজনে।
আজি হৈতে যুন্দর বাছা হইল তোমার। তোমা বিনে পালন করিতে নাহি আর।
ষুন্দরে ডাকিয়া কিছু বলে সদাগর। আর এক কথা কিছু ষুন রে সুন্দর ॥
তোমারে পাইনু সত্তপির খিয়াইয়া। মরিবার কালে যাই সকল কহিয়া ॥
একে একে সয়দাগর জত কথা বলে। সত্তপির সয়রন কর বিপত্য পড়িলে ॥
তিলহস্তে ষুন্দরে করিল সম্প্রন। এতেক বলিয়া সাধু তেজিল জিবন ॥ ২ক]
... ...ইত্যাদি

১১৯ সহজিয়া পুঁথি

রচয়িতা : আদি চণ্ডীদাস, লোচন, বিদ্যাপতি প্রমুখ

পুঁথিসংখ্যা ১৭৪৬। পত্রসংখ্যা ১০। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশত মুদ্রিত হইল। সহজিয়া তত্ত্বগ্রন্থ।

বাগি বাগী পারখি নাচিয়া বল্যায়। এ পঞ্চবকে গুরু নাহি ত.ঙ্গসে' উপজায় ॥ গুরুআশ্রয়ণ ॥ ১ ॥ কি করে তীলকে ললাটফলকে কি করে কৌপিনডোরে। কি করে তুলষী গলায় দোলষী কি করে মুণ্ডন শীরে ॥ কি করে উদাসে ছাড়িয়া আবাসে কি করে মউন মুখে। কি করে রোদনে কি করে ভাবনে কি করে করঙ্ক ভেখে ॥ কি করে নোটনে সুন্দর গঠনে কি করে ভকতি অঙ্গে। কি করে পুথিতে কি করে থুঁতিতে কি করে সতের সঙ্গে ॥ কি করে আচারে কি করে বিচারে কি করে সুমত হৈলে। কি করে এসবে নাহএ স্বভাবে কি করে প্রশাদ খাইলে ॥ পিরিতি ভজন

না জানে কখন জে জনে তারে না মানে। তার মন্দকথা না সুন সর্ব্বথা কহএ দাস লোচনে ॥ ২ ॥ গোপীভাবের উপর পতিটী আছয়ে তাহে গুরুজনগাথা। তাহার উপরে উপপতিভাব একি অদভুত কথা ॥ দেখিলাঙ কলিকা ফুলবিকসীত তাহাতে হইল সুধা। ফুলের সৌরভে ভ্রমর গুঞ্জরে আসী আসী পীএ সদা ॥ জত গোপকন্যা রূপে হঞা ধন্যা পতিরষ নাহি পায়। পিরিতি করিয়া পতি করে মানে রসিক না কহি তায় ॥ পতি উপপতি বিচারি দেখিলে কাহাতে কতেক রষ। পর উপকার মনে হয় জার সভাই তাহার বষ ॥ সভার উপরি শ্রীরূপমঞ্জরী তাহারি উপরি রাধা। এ রসমাধুরী জে পীএ পেট ভরি তার নাম কহি সাধা ॥ শৃঙ্গাররসকে মিশ্রি কহিএ পরকিয়া তাহে মেস্তা। তাহার উপর পিরিতি বচন অতি সুমধুর নেহা ॥ আর অদভুত অধর চুমবন সে রস কহিব কারে। বুঝিনু বিচারি আশ্বাদে ব্রজনারী বংশী আশ্বাসিতে পারে ॥০॥৩॥ সহজের কথা সুন গো সোই। সহজ পিরিতি ভজন সেই ॥ নীজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে। সহজ পিরিতি কহএ তারে ॥ সহজ মরমে মজিল জারা। সহজ পিরিতি বুঝিল তারা ॥ সহজ মানুষ দেহেতে ভজে। তাহার নিছনী জগতমাঝে ॥ সহজ নাগর নাগরি হৈলে। ১ক] [১খ সহজ পিরিতি না ছাড়ে মৈলে ॥ ...ভনঙে বিদ্যাপতি সহজ রীত। বুঝিয়া নাগরি করহ প্রীত ॥৪॥ পিরিতি করিয়া ভাঙ্গএ জে। সাধন অঙ্গ না পায় সে। সকলি ছাড়িল জাহার তরে। তাহারে ছাড়িতে সাহস করে ॥ প্রেমের পিরিতি আরতিময়। ঘটনা ঘটনা ঘটন কতেক হয় ॥ রাগ সাধনের এমন রীত। যে পতিজনাএ মতিচীত ॥ আদি চণ্ডীদাস বিচারি ভাল। ঘট উঠাইলে জেমন মাল ॥৫॥ সুনীতে সুসম রষের তত্ত। ভজিতে বিসম তাহার মত ॥ আরোপ করিব একের সঙ্গ। দ্বিতীয় জনার সঙ্গ বিভঙ্গ ॥ বৈরাগী বৈষ্ণবের এ পথ নয়। রষিকজনার এই সে হয় ॥ সামান্য মানুষ বেপথে ধায়। পরিনামে সেই হানা পায়। মদনে চঞ্চল পরান জার। নানা দীগে ফিরে না পায় পার ॥ কহে নরহরি রসিক রীত। বুঝি করিব আরোচীত ॥০॥৬॥ আশকের কথা সুন গো সোই। দুহী"কার মন একোই হোই ॥ সে রূপ লাবন্য বেশ সঞ্চার। মনেতে আরোপ করি বিচার ॥ সেখানে এখানে একোই রূপ। এমনী জানিবে রষের কুপ ॥ জেমন মানুষ বানর রাখে। পুনরোপি তারে জাতি না দেখে ॥ কুলবতী হৈঞা আগুনী খায়। আগুন দেখিয়া পালাঞা জায় ॥ পুন না আনে তারে আপন জন। কোয়ানির ঘরে করএ পন ॥ এমন জানিবে পিরিতি শার। কোন ধর্ম্মে তারে না করে পার ॥ কহে নরহরি পিরিতি রীত। সদাই চমকী উঠএ চীত ॥০॥৭॥ পিরিতি আখর তীন ॥৮॥ পিরিত কীএ মীন ॥৯॥ পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ॥১০॥

এই মোর মনে হয় রাত্যেদিনে ॥১১॥ পিরিতিরসের সাগর দেখিয়া ॥১২॥ হিয়াএ মাঝারে ঃ জতনে রাখিয়া ॥ এসব জতেক কথা মরম না জানে ধরম বাধানে সে আর দ্বিগুনে ব্যথা ॥ জারে না জনমে শয়ণ সপনে না দেখে নয়ানকনে। এ বেসে সজনী দিবস রজনী সদাই পড়িছে মনে ॥ হায় অভাগিনী পরের অধিন সকলি পরের রসে। সদাই এমনী পরান পুড়নী ঠেকিনু পিরিতিরসে ॥ অনুক্ষণ মন রসিক আছএ দেশে ॥ সভাই না জানে রসিকরীত। রসিকনাগরি বুঝী পীত॥ রসিকনাগর রসিক নারি। দোহে দোহার পুরমে নাগরি ॥ ......ইত্যাদি

১২০ সহস্রমুখ রাবণের যুদ্ধ

রচয়িতা ঃ দ্বিজ জগৎরাম

পুঁথিসংখ্যা ১৫৮৬। পত্রসংখ্যা ৩২। খণ্ডিত। আকার ১২½"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশত মুদ্রিত হইল।

[১খ *৭শ্রীশ্রীহরি। অথ সহস্রমুখ রাবণের যুর্দ্ধ।
রামচন্দ্র রাজা হল্যা অজোধ্যারাধ্যেতে। চতুর্দ্দিগবাসি ঋসি আস্যে আনন্দেতে ॥
বিশ্বামিত্র জব ক্রিতং বৈদ্যসেষ্ট ঋষি। চ্যবন সান্দ্নুল কন্ন আখ্যা পুর্ব্ববাসি অম্বমুনি।
অপর আইলা পশ্চিমেতে ছিলা জিনি।
এইমতে দক্ষিণ কি উত্তর নিবাসি। ক্রোটী রিসি আইলা জাজ্বল্য তেজরাসি ॥
মনি আগমন সুনি পতিতপাবন। ভাত্যে মন্ত্রিগণ জুতে করিলা গমন ॥
অনুবর্জি আনি রাম পুজি মনিগনে। সকলেরে বসাইলা রত্নসিংহাসনে ॥
পরস্পর সাগত জিজ্ঞাসি মনিগণ। রামচন্দে সম্বোধিয়া বলেন বচন ॥
অগস্থ্য বলেন প্রভু শুন রঘুমনি। দুরন্ত রাবনে বধি রাখিলে অবনী ॥
রাক্ষসের বংসে নাসি হরিলে···। অনাথের নাথ পরব্রহ্ম অবতার ॥
রাবন অধিক বলি নাই ত্রিভুবনে। বাহুবলে অবহেলে বধিলে আপনে ॥

এইমতে নানা রামে প্রসংসেন রিসি। তাহা সুনি জানকির মুখে মন্দহাসি ॥
সভামধ্যে স্বামিসন্নিধানে সীতা হাসে। সর্ব্বসভা চমৎকার ভাবএ মানসে ॥
সভে সভার মুখ চায়্যা ভাবে নিজচির্ত্তে। জানকির হাস্য কেনে হৈল কি নিমির্ত্তে ॥
কেকই ভরতমাতা ভাবে মনে মনে। রাম রাজা না করিয়া পাঠাইলাম বনে ॥
পুনর্ব্বার সেই রাম রাজা হল্যা পাটে। এ বুঝি হাসিলা সিতা রামের নিকটে ॥
ভরত ভাবেন মনে করি হেষ্টমুখ। মোর হেতু রাম কত পাল্যা বনে দুখ ॥
মোর অফরাধ বুঝি সিতা কন্যা মনে। তেঞি বা করিলা হাস্য সভাবিদ্যমানে ॥
ভাবেন লক্ষণ বির আপন মানসে। ১খ] [২ক কটুকথা সিতারে কয়্যাছি বনবাসে ॥
রাবন হরন পুর্ব্বে বলি লয় কথা। ধিক ধিক সিতা নাস হইবে সর্ব্বথা ॥
এই দ্রোহবাক্য বনে সিতারে বলিল। এই মনে করি জানকির হাস্য হল্য ॥
শুগ্রিব বানররাজা ভাবেন অন্তরে। জেষ্ট ভাই নষ্ট করি হল্য রাজ্যেশ্বরে ॥
তেকারনে হাসিলেন জনকনন্দিনি। এ ভাবি শুগ্রিব নখে লেখেন ধরনি ॥
চিত্তবির্ত্তে বিভিসন ভাবেন অপার। রাজ্যকাজ্যে বন্ধুবর্গ করিল সংহার ॥
আপন সবংস আমি করিল বিনাস। সেই হেতু জানকির সভামধ্যে হাস ॥
রামচন্দ্র আপনে ভাবেন মনে মনে। আকস্মাৎ জানকী হাঁসিলা কি কারনে ॥
জানকিরে জোগাবারে কাননে নারিল। বুঝি এই হেতু সিতা সভাতে হাঁসিল ॥
এই মনে পতি জনে গনে চমৎকার। সে সভা নিরব হল্য বাক্য নাহি আর ॥
পরম্পর বদন সভার সভে চায়। কেহো কিছু নাই কহে রহে মুকপ্রায় ॥
সুন সুন মনিগণ সভার প্রখর। সিতারে সম্বোধি সিঘ্র কন পত্যুর্ত্তর ॥
সভামধ্যে অগস্থ্য বলেন উগ্ন হয়্যা। আমার বচন সিতা সুন মন দিআ ॥
শ্রীরামের প্রসংসা করিএ ঋসি মেলি। এ কথাতে হাস্য কেনে করিলে মৈথিলি ॥
লখনোমে জুত ক্ষত পবিত্র বাকল। হস্তে দর্ভ খর্ব্ব সিরে জটার মণ্ডল ॥
মন্দ দেখি চন্দ্রমুখি করে উপহাস। ভাল কর্ম্ম না করিলে হল্য সর্ব্বনাস ॥
আমার্দ্দের আজ্ঞাবহ জত দেবগন। নিমিসে নাসিতে পারি এ তিন ভুবন ॥
আমি সে অগস্ত খাত এ মহিমণ্ডলে। গণ্ডুসে করিল পান আসমদ্র জলে ॥
বিন্ধাচল বাড়িল সে আপনার তেজে। তা দেখিয়া ত্রাস পাল্যা দেব ইন্দ্ররাজে ॥
রবির গমনপথ হইল বারন। বিন্ধের প্রভাপে কাঁপে ২ক] [২খ এ তিন ভুবন ॥
হেন বিন্ধ গর্বা খর্ব্ব আমার কথাতে। হেন আমি হাস তুমি আমার সাক্ষাতে ॥
জুহ্নুমনি জাহ্নবিকে করিল ভক্ষন। সুর্য্যবংসবধু হয়্যা না চিন ব্রাহ্মন ॥
কপীলদেবের সাপে সগরের বংস। সাটি সহস্রেক পুত্র ক্ষণে হল্য ধ্বংস ॥

গৌতমের সাপে ইন্দ্র ভগাঙ্গ হইলা। ব্রহ্মসাপে বিষ্ণু আসি ভূমে জন্ম নিলা ॥
ভৃগু পদাঘাত কল্যা বিষ্ণুর বক্ষেতে ॥ শ্রীবৎস করিয়া হরি ধরিলা হ্রিদ্রেতে ॥
ব্রাহ্মন বর্নে‍র গুরু জগতে পুজিত। প্রাণান্তে না করে কেহো ব্রাহ্মন অহিৎ ॥
ব্রাহ্মনের বদনেতে বেদ অধিষ্ঠান। এ হেন ব্রাহ্মনে তুমি কর অবজ্ঞান ॥
সত্যকথ' বল সিতা হাস্যের কারন। নতুবা উঠিল অগ্নি নহে নিবারন ॥
দ্বিজ জগদ্রামে রামে সমর্পিয়া কায়। অদ্ভূত আশ্চয্য রামাজন ভর্ত্ত গায় ॥ ইত্যাদি

১২১ সিদ্ধসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৮৪৭। পত্রসংখ্যা ৭। খণ্ডিত। আকার ১০"×৫১/২"। লিপিকাল ১২৬১ সাল। আধার তুলট। বৈষ্ণবনিবন্ধ। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১খ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥ শ্লোক ॥
বন্দে কস্তুরিকা দেবিং কৃষ্ণস্য প্রিয়বল্লভাং। রত্যাদি গুনসং···ভাদ্রাধিকা প্রিয়সংঙ্গিনি ॥
সরূপ রূপ রঘুনাথ শ্রীসনাতন। ভট্ট যুগ শ্রীজীব গুরুগোষ্ঠী··· ॥
তা সভার পাদপদ্ম ধর সিরপরি। তা সভার গুন গাঙ মনবাঞ্ছা ভরি ॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর [কবি রা]জ গোসাঞি। তাহার তুলনা দিতে তৃভুবনে নাঞি ॥
সর্ব্বজ্ঞ তত্তজ্ঞ সর্ব্ব বিজ্ঞসিরোমনি। ঈছ···তি হয় যার গুন শুনি ॥
কৃষ্ণলিলা গৌড়লীলা একত্র বর্ণন। চৈতন্যচরিতামৃত যাহার গ্রন্থন ॥
ভ[ক্তিতত্ত] প্রেমতত্ত রসতত্ত যার। ক্রমে ক্রমে লিখিয়াছেন করিয়া বিচার ॥
জ্ঞানজোগ বৈধিভক্তি রাগ নিরুপণ। [কভু] নাহি দেখি যুনি এমন বর্ন্ন‍ন ॥
হেন প্রভু মোর মুঞি বড় ভাগ্যবান। জার কৃপালেশে হৈল এ সব [বর্ন্ন‍ন] ॥
···এ ধৃত কোন লীলা না কৈল বিস্তার। আচার্য্য সভারে কাহা না কৈল প্রচার ॥
বিস্তারিতে প্র···মোর চিত্র হয়। অতএব লিখিব সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ॥
প্রকরণভেদে তাতে অষ্টাদশ নাম। ক্রমে ক্রমে সব···করিব বিধান ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তগণ ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে [মো]র নমস্কার। আসির্ব্বাদ কর বাঞ্ছা পুরুক আমার ॥
কবিরাজ গোসাঞী মোর ক্ষম অফরাদ। কৃপাদৃষ্টী করি···১খ] [২ক···রহ প্রশাদ ॥

তব কৃত গ্রন্থ অর্থ জানিবার তরে। আত্মসুদ্ধি হেতু কিছু কহিঅ…ক্ষরে ॥
…ভঙ্গ পুনরুক্তি এই দুই দোষ। এই দুই ক্ষমি মোরে করহ সন্তোষ ॥
কস্তুরিমঞ্জরিপাদপদ্ম করি সার। প্রথমে লিখিয়া কৃষ্ণে স্বরূপ বিচার ॥
বৃন্দাবনে স্বয়ং রূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন। গোপমূর্ত্তি গোপবে[স] মুরলিবদন ॥

……ইত্যাদি

[২৬ক নিসিদ্ধাচার কর্ম্ম করে ভক্তগন। তথাপি সর্ব্বদা সুচি পতিতপাবন ॥
তার দোষ জেবা দেখে সে নরকে জায়। জন্মে জন্মে জোম তারে নরকে ভূঞ্জায় ॥
ভক্তসুখে সুখি কৃষ্ণ ইথে নাহি আন। ভক্ত রক্ষাহেতু কৃষ্ণ সদা সাবধান ॥
সাধুমুখে সুনি[য়া]ছি অপূর্ব্ব কথন। জগন্নাথ পরিছা আছিলা একজন ॥
জগন্নাথে স্থানে কর ২৬ক] [২৬খ করে নানা বেস। জগন্নাথপাদপদ্মে বিশেষ বিশ্বাষ ॥
বেস্যাসঙ্গ করি বিপ্র করে কৃষ্ণসেবা। দুই সুখে মহানন্দ জায় রাত্রিদিবা ॥
একদিন দেবরাজ প্র[ত্যু]সে আইলা। বাসি প্রসাদমাল্যে লই রাজারে মিলা ॥
সেই বিপ্র ছিল রাত্রে বেস্যার সঙ্গতি। কি লইয়া জাব ভাবি ক্লিষ্ট হইল মতি ॥
জগন্নাথের মালা ছিলো বেস্যার নোটনে। মাগিয়া লইল বিপ্র করিয়া জতনে ॥
সেই মালা লইয়া বিপ্র নিপতিরে দিল। মালা পাইয়া নরপতি প্রনাম করিল ॥
সিরে নেত্রে মুখে বক্ষে করয়ে স্পর্শন। ঘ্রাণ [ল]ইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় তপ্ত তনু মন ॥
মালা দিয়া সেই বিপ্র নিজকার্য্য গেলা। সেই নরপতি দেখিতে লাগিলা ॥
সার্দ্ধ দুই হস্ত তাথে জড়িত কুন্তল। দেখিয়া রাজার মন হইল চঞ্চল ॥
এই মালা ছিল জগন্নাথের গলাতে। ইহাতে কাহার চুল আইল কেমতে ॥
পরিছা সকল কহে কহি করি ভয়। না কহিলে তোমার কাছে প্রাণ নাহি রয় ॥
যেই বিপ্র মালা দিল সেই দুষ্টমতি। সমস্ত রজনি ছিল বেস্যার সঙ্গতি ॥
বেস্যার নোটনে বুঝি এই মালা ছিল। সেই মালা লইয়া বিপ্র ২৬খ] [২৭ক তোমারে আনি দিল ॥

শুনিয়া হইল রাজা জলন্ত পাবক। এখনি কাটীব মাথা কে হবে সাধক ॥
কৃষ্ণসেবা করে বিপ্র করে বেস্যাসঙ্গ। পুরির ভিতরে হয় এ সকল রঙ্গ ॥
এক লোক ধাওাইতে দষ লোক গেলো। কটুভাসা বলি বিপ্রে ধরিয়া আনিল ॥
রাজা কহে শুন হে পাপীষ্টব্রাহ্মণ। এখন তোমার মুণ্ড করিব ছেদন ॥
জগন্নাথের কণ্ঠে ছিল এই পুষ্পমালা। ইহাতে কাহার চুল হইল মিশালা ॥
বিপ্র বলে জগন্নাথের এই কেস হয়। মালাতে জড়িত ছিল ইথে কি সংষয় ॥
হাসিতে লাগিলা সুনি পরিছারগণে। চাহিতে লাগিলা রাজা পাকলনয়ানে ॥

জগন্নাথের কেস জদি মোরে দেখাইবা। তবে শে আমার ঠাঞী নিস্তার পাইবা ॥
আইস আইস বলি বিপ্র তখনি চলিল। আগে পাছে দশ লোক ঘেরিয়া চলিল ॥
জগন্নাথে প্রণাম করি কহিছে ব্রাহ্মন। আজি মোরে রক্ষা কর পুভু জনার্দ্দন ॥
তোমার সেবা করি প্রভু করি বেস্যাসাথ। এই অফরাদে ক্ষেমা কর জগন্নাথ ॥
মালাতে বেস্যার চুল জড়িত আছিল। জগন্নাথের কেস বলি রা[জা]রে কহিল ॥
সেই কেস নিজ সিরে ধরহ আপনি। তবে রক্ষা পাইয়াছি শুন চ[ক্র] ২৭ক] [২৭খ পাণি ॥
এত বুনি জগন্নাথ ইসদ হাসিলা। বিপ্র বিনা সেই হাসি কেহ না দেখিলা ॥
জগন্নাথের সিরে দোলে সেই কেস ভার। দেখিয়া রাজা বড় হইল চমৎকার ॥
বিপ্রের চরনে রাজা করে প্রীনিপাত। জগন্নাথ তোমার বশ তুমি জগন্নাথ ॥
অফরাদ ক্ষেমা কর আমি দুরাচার। বুঝিতে নারিল কিছু চরিত্র তোমার ॥
জগন্নাথে স্তব করি কহিছে রাজন। তুমি শে ভক্তের বশ বুঝিল কারন ॥
বেস্যার মাধুরী দেখি আপনি ইচ্ছিলে। ভক্তরূপে সে মাধুরী পুন আস্বাদিলে ॥
তোমাতে ভক্তেতে ভেদ করে যেই জন। জন্মে জন্মে করে যেই নরকে গমন ॥
এত বলি নরপতি কান্দিতে কান্দিতে। নিজস্থানে গেলা পুন ভাবিতে ভাবিতে ॥
দেখি চমৎকার হৈলা জগন্নাথবাসী। বিপ্রের উপরে বর্ষে পুষ্প রাসীরাসী ॥
এই ত কহিল মুঞ ভক্তের মহিমা। আপনি করেন কৃষ্ণ ভক্তের গরিমা ॥
বেদনিন্দিত কর্ম্ম জদি ব্রাহ্মণ করিল। তার দোষ আচ্ছাদিয়া আপুনি লইল ॥
অবশেষ আত্মসাঁথ কৈল জগবন্ধু। অপার করুনাময় করুনার সিন্ধু ॥
বেস্যাসঙ্গ ২৭খ] [২৮ক করি বিপ্র পাইল জগন্নাথ। কৃষ্ণে নিষ্ঠা হৈলে তার কি করে উৎপাত ॥

এই এক অধিকারি পুন কহি আর। পিরিতির বস কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
তাহার দৃষ্টান্ত কহি পূর্ব্ব কবিগন। নিজ কৃষ্ণ তারা করিল বর্ন্ন´ন ॥
তারা রজকিনি সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডিদাষ। আস্বাদিল প্রেমসুখ রসের নির্জ্জাস ॥
তারার রূপের কথা না জায় কথন। আনের কি দায় দেখে মুরছে মদন ॥
কাঞ্চনবরন তনু বিদ্যুতবরনি। ইসত মধুর হাস্য বঙ্কিম চাহনি ॥
কনকরচিত অঙ্গ নানা অলংঙ্কার। কটাক্ষে হরয়ে চিত্র জাড্য জার ॥
সহজে হরিতে পারে রসিকের মন। জ্ঞানি যোগী বৈধি জাড্য না ধরে জীবন ॥
তারার জতে[ক] গুণ জতেক চরিত। রাধাকৃষ্ণলিলারসে করিল বিদিত ॥
একদিন চণ্ডিদাষ সঙ্কেত করিয়া। মেঘের আরম্ভে গৃহে রহিল বসিয়া ॥
নিয়ম করিয়াছিল দশ দণ্ড রাত্তি। সময় বহিয়া গেলো না আইল যুবতী ॥

সহচরি সঙ্গে করি আছয়ে সদনে। নিরবধি ঝুরে প্রাণ প্রভুপ্রেমগুনে ॥
হেনকালে চণ্ডিদাস রহিতে নারিল। ভাবিতে ভাবিতে পুন সঙ্কেত আইল ॥
তাহা না দেখিয়া হইল অত্যন্ত কাতর। কান্দিতে কান্দিতে গেলা ধোবানির ঘর ॥
নির্ভিতে আঙ্গিনা এক মিলনের তরে। দাড়ায়্যা রহিলা তথি বাক্য নাহি স্বরে ॥
নিজ সহচরি বিনা অ[ন্ত] ২৮ক] [২৮খ জদি হয়। জানিলে সকল নাস পাইলে পরিচয় ॥
হেনকালে রজকিনি সখিরে [বলি]ল। কেন বা আমার প্রান চমকি উঠিল ॥
ঠাকুর বুঝি আসিয়াছেন সঙ্কে[ত]স্থানে। একবার জাহ সখি আমার বচনে ॥
সখি দেখি কহিলে নাহিক ঠাকুর। কান্দিয়া ব্যাকুল হৈলা বিরহে আকুল ॥
কি করিব কোথা যাব অন্ধকার রাতি। কেমনে হইব দেখা প্রভুর সঙ্গতি ॥
কান্দিতে কান্দিতে রামা বাহির হইলা। প্রিদিপ লইয়া করে দেখিতে লাগিলা ॥
আঙ্গিনার একভিতে আছয়ে ব্রাহ্মন। মদনে পীড়িত অঙ্গ সঘনে কম্পন ॥
সব তনু তিতিয়াছে মন্দ বরিসনে। অনর্গল প্রেমধারা বহিছে নয়নে ॥
ঠাকুরের দুই কর ধোপেনি ধরিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু বিনউ করিয়া ॥
এ ঘোর মেঘের ঘটা কেমনে আইলা। আমার লাগীয়া আজি এত দুঃখ পাইলা ॥
কি করিব কোথা জাব কি হবে একাকিনি। দুরন্ত সাশুড়ি মোর ননদি বাঘিনি ॥
আমার মনের কথা সব তুমি জান। আজিকার দুঃখ সব সুখ করি মান ॥
এইরূপে সব কথা কহিল ধোপানি। ঘরে আসি চণ্ডিদাস করিল পাথনি ॥
সখি মরম কহিল তোরে ॥
বহু পুন্নফলে সো হেন বন্ধুয়া আনি ২৮খ] [২৯ক মিলয়বি মোরে ॥
এ ঘোর রজনি মেঘের ঘটা কেমনে আইলা বাটে।
আঙ্গিনার কোনে বন্ধুয়া তিতিছে দেখিয়া পরান ফাটে ॥
বিসম বন্ধুর নেহা।
কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া ছাড়িব আপন দেহা ॥
নহি সতন্তরি কুলের বহুরি বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া কত না জাতনা দিনু।
আজিকার দুঃখ শুখি করি মানি আমার দুখের দুখি।
চণ্ডিদাস কহে বন্ধুর পিরিতি জিবন সংসয় দেখি ॥ × ॥

লছিমা রাজার স্ত্রী পরম শুন্দরী। বিদ্যাপতি আস্বাদিলা সে রূপমাধুরী ॥
একদিন সিবসিংহ বিদ্যাপতি লইয়া। কহিতে লাগিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥

রাধা দেখি কৃষ্ণ জেন এখনি আইল। পুন নর্ম্মসখাগনে কহিতে লাগিল্ল ॥
এইমত একপদ করিয়া বর্ন্ন্ন। আমারে শুনায় শুনি জুড়ায় শ্রবন ॥
লছিমাকে না দেখিলে না পারে বর্ম্মিতে। সমস্ত দিবস গেল ভাবিতে ভাবিতে ॥
কোন ছলে গোধুলিসময় কবিবর। প্রেবেশ করিলা গীয়া মহলভিতর ॥
শুবেসা হইয়া সেই লছিম সুন্দরি। দর্পনে দেখয়ে মুখ আপনার মাধুরি ॥
হেনকালে বিদ্যাপতি তাহারে দেখিলা। ইসত হাঁসিয়া রাম[া অ]ন্তরে গেলা ॥
মদনে পীড়িত করি না পায় দর্ষন। নিজভাবে কৃষ্ণভাব করিল বর্ন্ন[ন] ॥ ২৯ক]
[২৯খ সেই পদ নৃপতিরে আসি ষুনাইল। সুনিয়া রাজার মন সন্তোষ পাইল ॥
॥ পদ ॥
গোধু[লি] পেখনু বালা। জব মন্দির বাহির ভেলা ॥
থুরি দরশনে আসা না পুরিলা। বাড়িল মদন··· ··· ···লা ॥
অল্প বয়েসে বালা। জেন গাথনি পহুপ মালা ॥
নবজলধরে বিজুরি রেরি দন্দ্ব বাড়ায়া গেলা ॥
ওরি কলেবরকোনা। কাজরে উজরে সোনা ॥
কেসরি জিনিয়া মাজা অতি খিনা। দুল্লভ লোচনকোনা ॥
রসিক সেহ সে জানে। হানিল মদনবানে ॥
চিরজিব রহু রাজা। সিবসিংহ কবি বিদ্যাপতি ভনে ॥ × ॥
চিন্তামুনি নামে বেস্যা পরম রূপসি। সচি তিলোত্তমা রূপে মেনকা উর্ব্বসি ॥
তাহার সহিত লিলাশুক মহাশয়। আস্বাদিল প্রেমরস কহন না হয় ॥
পিতৃবাসর দিনে বিপ্রে ভুঞ্জাইয়া। অন্নব্যোঞ্জন থালি কোটরা পুরিয়া ॥
বেস্যার লাগীয়া সব করিয়া সাজন। কথকক্ষণে চিন্তা মোর করিব ভোজন ॥
নদীতিরে আসি দেখে নাহি পারাবার। কিরূপে জাইব মনে করিয়া বিচার ॥
অন্তরে নিবিড় চেষ্টা নাহি বাহ্যজ্ঞান। বেস্যার নিকটে জাব এইমাত্র জানে ॥
সকল ছাড়িয়া বেস্যা তাকে সার কৈল। অন্য পুরূসের মুখ সপ্নে না দেখিল ॥
এক মুর্ত্তি স্বরির আছিল জলমাঝে। তারে লক্ষ করি পার হৈল দ্বিজরাজে ॥
কলাকন্দ বলি তারে টানি ২৯খ] [৩০ক য়া রাখিল। বেস্যার মন্দিরে গীয়া উপস্থিত হইল ॥
হইয়াছে অনেক রাত্রি বেস্যা নিদ্রাগত। উত্তর না পায় বিপ্র ডাকিলেক কত ॥
কৃষ্ণভুজঙ্গ এক লোকসন্দ পেয়্যা। পাচিরের গর্ত্তে অর্দ্ধেক রহিল সামাইয়া ॥
রর্জু বলিয়া তারে টানিয়া ধরিল। পাচির উপর চড়ি লম্ফ দিয়া পৈল ॥
দ্বারি খুলি অর্ঘ্ল লয়া প্রেবেসিল ঘরে। চেতন পাইয়া রামা উঠিল সত্বরে ॥

অঙ্গের দুগন্ধ পাঁইয়া হৈল চমৎকার। কিরূপে না আইল নদি কিশে হইলা পার ॥
বিপ্র কহে রর্জ্জু ধরি পাচির লংঘীনু। কলা সকন্ধ লক্য করি নদি পার হৈনু ॥
রজ্জু' কদলিকন্দ চিহ্নত করিতে। প্রদিপ লইয়া চলে দাশীগণ সাথে ॥
পাচিরে দেখিল সর্প টানে মরিয়াছে। কলাসকন্দ নহে মিতুতনু পড়ি য়াছে ॥
বেস্যাদরসনে বিপ্রের উৎকণ্ঠা ঘুচিল। মিতুসর্প মিতুতনু প্রিতিতি হইল ॥
বেস্যা কহে এত রতি আমা প্রিতি কেন। কৃষ্ণে রতি করে জাতে ভবে ত্রান ॥
এত শুনি বেস্যা বিপ্রের চরণ বন্দিল। বিচ্ছাদে বিপিন মাঝে প্রবেশ করিল ॥
বেস্যার বিরহ জত না জায় বর্ন্ন'ন। কেন বা কহিনু বিপ্রে দারুণ বচন ॥
ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে বৈশে ক্ষেনে মুর্চ্ছা জায়। হা হা প্রাণনাথ বলি কান্দে উভরায় ॥
এ কথা লি[লা]শুক লয়্যা কর অবধান। বেস্যার বিরহে তার না রহে পরান ॥
বেস্যার করিল ··· ··· ···৩০ক] [৩০খ ব্রজেন্দ্রকুমার। আপনি গোপীর ভাব কৈল অঙ্গিকার ॥ ইত্যাদি

··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

অতঃপর মহাভারতের উল্লিখিত গরুড় কর্তৃক ব্রাহ্মণভক্ষণ ও ব্রাহ্মণের কৈবর্তপত্নীর কাহিনী ইত্যাদি।

[৩১খ শ্রীকস্তুরিমঞ্জরিপাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে কহিল এই পিরিতিআক্ষান ॥
ইতি সিদ্ধচন্দ্রোদয়ে সাধকানাং সম্বন্ধে ভক্তো লক্ষে প্রিতমাহাত্যাং নাম সপ্তম প্রকরণং ॥
অতঃপর নায়কনায়িকার পালানুক্রমিক অবস্থাভেদে বর্ণনা এবং নিত্যানন্দের বিবাহকথা ও তাঁর ভক্তদের কাহিনী।
[৬৬ক চম্পকলতিকা আদি জত সখিগন। প্রাণের অধিক সব কহিল কারন ॥
অনঙ্গমঞ্জুরি হয় প্রানের রহিনি। তাহার গুণের কথা কি কহিব আমি ॥
তোমার সহিত জবে করি সমর্পণ। তখন সন্তোষ হয় মোর তনু মন ॥
তার মধ্যে আছে মোর ছয় মঞ্জু'রিকা। শ্রীরূপমঞ্জরি নাম সভার অধিকা ॥
তা সভার অনুগত কস্তুরিমঞ্জরি। ৬৬ক] [৬৬খ কি কহিব তাহার রূপ গুণের মাধুরি ॥
······ইত্যাদি
[৭১খ অষ্টাদশেতে অনুবাদের লক্ষণ। নিত্যানন্দতত্ত্ব তাহে সংক্ষেপে কথন ॥
অষ্টাদশ প্রকরণ সিদ্ধান্ত কথন। স্বরূপাদি ভক্তগণ ক্রমেতে বর্ন্ন'ন ॥
সিদ্ধান্তচন্দ্রে জাহা নাহি পরকাস। অজ্ঞানাদি অন্ধকার কৈল সর্ব্বনাস ॥
কস্তুরিমঞ্জরি কভু যদি দয়া করে। এসব সিদ্ধান্তরশ তাহারে সঞ্চারে ॥
কস্তুরিমঞ্জরিপাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে কহিল চন্দ্রোদয়ের আক্ষান ॥

ইতি শ্রীসিদ্ধচন্দ্রোদয়ে অনুবাদতর্ত্ত নিত্যানন্দতত্ত অষ্টাদশ প্রকরন সংপুন্ন ॥৹
ইতি গ্রন্থ জথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লিখ্যক নাস্তী দোশকং পাঠক শ্রীদয়াল দাষ মোঃ কল্যা
সমাপ্ত।
সন ১২৬১ সাল তারিখ ২৪ জৈষ্টি রোজ মঙ্গলবারে দিবা অঢাই দণ্ডে সময় তিথী দশমী।

১২২ সুদামাচরিত্র

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৯১১। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৪½"। লিপিকাল ১২৩৫ সাল। আধার তুলট। মূল্যবান পুষ্পিকা। সম্পূর্ণ মুদ্রিত।

[৫ক যুন যুন সব্বলোক হয়্যা একমন। যুদামার দারিদ্র ভঞ্জিলা নারায়ন ॥
এ কথা যুনিবেন জেই হয়া একমন। ৫ক] [৫খ তাহাকে সে দয়া করে লক্ষিনারায়ন ॥
এই উপক্ষন জে লিখিয়া রাখে ঘরে। তাহাকে সে তুষ্টু হয়ন লক্ষিগদাধরে ॥
জেই জন পাট করে জে করে শ্রবন। দারিদ্রতা দোস তার না থাকে কখন ॥
বিপ্র পুরুস রামগান পুরানের সার। কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা জার ॥
ইতি যুদামার দারিদ্রভঞ্জন সমাপ্ত পুস্তক শ্রীকেনারাম দেব[স]স্মার পাটক শ্রীসনাতন দে সাং বোঙাক্রি পরগনে খণ্ডঘোস চৌকি ইন্দাস জেলা বর্দ্ধমান।
ইতি তারিখ ১৬ আশ্বিনি মঙ্গ[ল]বারে প্রায় বেলা তিন প্রহর জিতাগোউট সমাপ্ত হইল তিতি সষ্টী যুক সন ১২৩৫ সাল যুকবছ্যর দেবাতা বরিসিল না য়[ত]এব পুতি লিখিলাম কোন কম্ম নাই আর গ্রামের লোক গৈতন জাইতে লাগিল য়তএব চেলে ভাউ চব্বি[স] সের ২৪ সের হইল তাহ মেলে নাই আর গ্রামে য়ন্দেখান লোকে অন্ন জোটে নাই আর গ্রামের লোক অন্য গ্রাম দিয়া জাই লাগিল পেটের খাতিরে পলাইতে লাগিল অন্য গ্রামে লোক বলে বেলক্ষে লোক এ লোকে রাখা হবে না জদি রাখ হয় তবে আপনাদের জদি চাকর ছাড়িএ রাখ জায় তবে ওই লোক' মাহ কাত্তিক মাসে জদি

দেবতা জল হৈলে ওই লোক বলিবে কি আমা দেসে জল হয়াছে বাড়ি জাই চলরে কপ্ন বসাইতে হবে য়তএব রাখে না আর জে গ্রামের ধর্ম্মকর্ম্ম নাই আর গ্রামে মনুস্য নাই আর গ্রামে মণ্ডল খোসামুদে হয় আর বোঙাক্রি গ্রামে য়নেক কুড়খেক মণ্ডল আছে ইতি সন ১২৩৫ সাল ১৬ আসীন
দেখ ভাই খপরদার আয়ছে তৈসিলদার তারাচাঁদ আর তালুকদার নারায়ণ পোদার রে
আর কি কহিব পউস মাসে লাগ্যঁ জোড়ে
পউস মাসে নাগনি চাটুজ্য ফদার গোমস্তা আর গোমস্তা রূপন নেউকি জোরে নাই রে নাই
মানিক মণ্ডলের লাগীল সুয়া এতখানেই

১২৩ সুবচনীর কথা

রচয়িতা : দ্বিজ রামপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ১৮৬২। পত্রসংখ্যা ৪। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত।

[১খ "৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ নম গনেসায় নমঃ॥ অথ যুবচনির কথা লিক্ষতে ॥
বন্দ মাতা যুবচনি কল্পতরু ঠাকুরানি কলিতে জাগ্রত মহাঁমায়া।
সর্গ্য মর্ত্ত রসাতলে সকল সাশেততে বলে জগিনি জোগেন্দ্র মহামায়া ॥
তুমি রজ তুমি সত্ত কে জানে তোমার তত্ত আদ্য অন্ত অনন্তরুপিনি।
দক্ষ্যকন্ন্যা তুমি দাক্ষী বিস্বরুপ বিসালক্ষি মহামায়া মহিশমর্দ্দিনি ॥
কালরাত্রি কপালিনি মহাকাল কাত্তায়নি কুমদিনি কন্নিকি কমলা।
যুরাযুরদাহিনি তুমি সর্ব্বত্রে তোমার গামি যুরেসি যুবানি সুমঙ্গলা ॥
সরুজুনদির কুলে সরজ সতেক দলে কৌসল্লা করিল তব পুজা॥
তার পুত্র রঘুনাথ রাবনে কৈল্য নিপাত অজদ্ধানগরে হৈল্য রাজা ॥
যুরেসি মঙ্গলাকথা আগম নিগম গাথা আমি সিযু কি বলিতে জানি।
ভনে রামপ্রসাদ দ্বিজ লহ ভক্তের পুজ যুখদা সর্ব্বদা দাহিনি ॥*॥
পুত্র ইশ্চা কর জত পুত্রহিন নারি। পুত্রবতি যুন কথা পুত্র কোলে করি ॥
শুত মাত্র মুক্ত বাছা দোস জায় দুরে। প্রবাসে জাহার পতি নিএ আইসে ঘরে ॥ ১খ]

[২ক এ কথার কালে জেবা অন্য কথা পারে। মহারোগ মহাসোগ ধরে গীয়া তারে ॥
মুবচিত্রে নিষ্টাতে মুনিবে সর্ব্বজন। প্রথবিতে মুবচনি প্রকাষ জেমন ॥
বিরাটনগরে এক বিধবা ব্রাহ্মনি। বিধাতা করিল তারে অতি কাঙ্গালি ॥
অন্যহিন দেখি ক্ষিন নেহালের দরি। তৈল্য বিহনে কেস গাএে উড়ে খড়ি ॥
একাদশি একাহারি ধর্ম্মশিলতা। হায় হায় কি করিব সেই বিধাতা ॥
হায় হায় কি করিব সেই বিধাতায়। কহিতে তাহার কথা বুক ফেটে জায় ॥
দ্বারুন তুখনি তুখে জায় তার কাল। সভে ধন নিলমুনি একটি ছাওাল ॥
অতি তুঃস্খ হিন সেই তুঃস্খে জায় কাল। চিন্তা জ্বরা অতি ক্ষিন অধিক জঞ্জাল ॥
সেই পুত্রের পালন করে আপনি না খায়্যা। অনাহারে থাকে নারি কৃষ্ণ ধেয়াইয়া ॥
আনচান করে প্রান উদর জালায়। পুত্রকে করিএ কোলে কান্দে উচ্চরায় ॥
না মান্য হইয়া আমি না মান্য হইয়া। এখানে জাকু প্রান কি মুক বাচিয়া ॥
মায়ের ক্রন্দনে কান্দে কোলের কোঙার। কৃষ্ণকথা কহ মাতা কান্দহ আর ॥ ২ক]
[২খ সুক তুখ কপালে বিরাজে তুই জন। দৈব সমজুক্ত মাতা না কর ক্রিন্দন ॥
সংক্ষেপে আভাষ ভাসা ভাসি তব তুখে। রোদন করহ দুর রাম বল মুখে ॥
ভিক্ষাঝু[লি] করে তুলি দেহ গো আমারে। ভিক্ষাতে ভ্রিমিব আমি ভ্রমরানগরে ॥
মাতা বলে মরি জাদু লইয়া বালাই। তব ভিক্ষা কর আগে আমি মরে জাই ॥
সিমু কহে আগো মাতা মানা না মুনিব। ব্রাহ্মনের ভিক্ষাধর্ম্ম অবস্য করিব ॥
জননি কহিছে বাছা মুন তোরে বলি। কেমনে তোমার হাথে দ্বিব ভিক্ষা ঝুলি ॥
কে মারিবে কে ধরিবে কেবা দিবে তেড়া। মাগিয়া পাইলে ভিক্ষা কেবা লবে কেড়া ॥
না জেও ভিক্ষারে জাদু না জেয়ো ভিক্ষারে। অভাগি মায়ের প্রান আনচান করে ॥
তবু না মুনিল সিমু মায়ের বচন। ভিক্ষাঝুলি কান্দে তুলি করিলা গমন ॥
কমল জিনিয়া রুপ মুখ জেন সসি। বাহির হইল দ্বিজ গোউর সন্নাসি ॥
আগে গেল মৎস্যদেষ ভিক্ষার লাগিয়া। অভাগি জননি কন্দে তার মুখ চায়্যা ॥
হংসর্দ্ধজ নামে এক রাজা আছয়ে তথায়। তাহার জতেক ২খ] [৩ক হংস্য কহনে না জায় ॥
বিংসতি একুই হংস্য অতি রুপবান। খোড়া এক হংস তাহে সভার প্রধান ॥
ভিক্ষাসিক্ষাতে গিয়া দ্বিজের নন্দন। সেই খোড়া হংস গিয়া ধরিল তখন ॥
ঝুলিতে পুড়িল তার ঘাড়মড়া দিয়া। জত রাজহংস তাহে ডাকে মুখ চায়া ॥
হংস লইয়া বিপ্রমুত চলিল ধাইয়া। সেই হংস্য আনি দিলা জননিরে লয়া ॥
দেখিয়া জননি কহে করিয়া রোদন। কার হংস্য আনিআছ আরে বাছাধন ॥
কে মারিবেক কে ধরিবেক কে বা হবে খপু। কাঙ্গালের ছেলে হৈয়া এত কেন বাপু ॥

পুত্র কয় নাহি ভুয় না কর রোদন। উদর পুরিয়া মাংস করিব ভোজন ॥
মাতা বলে আরে জাদু না খাইয় মাস। বিপ্রসুত হয়া এতো কেন অনাচার আস ॥
সুনিয়া অবধ সিসু কহে সুন মাতা। ক্ষুধানলে পেট জলে রাখ নানা কথা ॥
আপন আলয়ে বসি আমি খাব মাস। কে জানিবে কে করিবে এ কথা প্রকাস ॥
তবে সে ব্রাহ্মনি কয় হাসিতে হাসিতে। আপনার ধর্ম্ম হয় আপুনি রাখিতে ॥
পাপ তাপ ক্রি্তকর্ম্ম ছাপা নাহি রয়। ৩ক] [৩খ ...ছাওাল নাহি সুনিল কথায় ॥
কাটীয়া কুটীয়া মাংস্য নিকাস করিল। পংসকুড়ে ধংস্য করি পাস চাপা দিল ॥
মাংসের সম্বল দিল সাক পাত আনি। তৈল্য লবন নাগ্রি রান্ধ্যে ব্রাহ্মনি ॥
হোথা হংস্যর্দ্ধজ রাজা...নের কালে। সানবান্ধা ঘাটে বৈসে বকুলের তলে ॥
খোড়া হংস নাহি দেখি ছাড়য়ে হুঙ্কার। কোথা সে কোটালে বেটা কুটীলে গোওার ॥
জমকেতু কোটালিয়া সভার প্রধান। সমুখে হইল খাড়া জমের সমান ॥
রাজা বলে আরে বেটা দেষ খাও লুটে। চুরি করে খেয়ে বুক বেড়ে গেছে বটে ॥
মদে মাতয়ালা হৈয়া পড়ে থাক কোথা। না পাইলে হংস্য আজি ধংস্য হবে মাতা ॥
ভিসন ভাষায় ভয় লেগে গেল চিত্রে। লস্কর সহিত জায় তস্কর ধরিতে ॥
কার হাতে তির বাস কার হাতে খাড়া। মহা ধুম সহরে পড়িয়া গেল সাড়া ॥
কেহ বা চলিয়া গেল মাংসের বাজারে। ফটক আটক করে জত জমাদারে ॥
ঢাল খাড়া জামাজোড়া কেহ পেলাইয়া। ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে সন্তাসি হইয়া ॥
ব্রাহ্মনির বাড়ি গেলা কোটাল চতুর। তথায় দেখিল এক কালিয়া কুকুর ॥
সুনিত সৌরবে সান আকুল হইয়া। কোটাল আছিল ৩] ...... ॥

অতঃপর ৬ পাতায়

[৬ক ... ...সেই নিসাকালে। ক্রোধভরে নৃপতিরে সপনেতে বলে ॥
কালি প্রাতে বিপ্রসুতে খালাষ করিবে। অর্দ্ধরাজ্জ্য দিয়া নিজ কন্ন্যাদান দিবে ॥
নহে রাজা সহ প্রজা জাবে রসাতল। দেখিতে দেখিতে দেসে পড়ে অমঙ্গল ॥
বজ্জাঘাত উল্কাপাত ঘনঘন পড়ে। চোতুদিগে অগ্নিবিষ্টী ছিষ্টি জায় পুড়ে ॥
অন্তধেন হৈল্য দেবি নিসাভোগ রাত্তি। রাম রাম সব্দ করি উঠিল ভুপতি ॥
সুপ্রভাতে বিপ্রসুতে খালাষ করিয়া। অর্দ্ধরাজ্জ দিয়া নিজ কন্নাদান দিয়া ॥
বাজে বাদ্য নানা সব্দ অতি ঘোরতর। দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে সারদাকিঙ্কর ॥*॥

দডমি দডমি দম্ফ রনজয় ঢাক বক্ষ জয়ঢাক বাজে কোটী কোটী।
কংস করতাল পড়া নানা জাতি বাদ্য সাড়া দামামাতে ঘন পড়ে কাটী ॥

ঘোর ঘন্টা বাজে ঘন   ঝাঝরিকা রুনুঝন   ঝাঝর ঝনকে ঝাকে ঝাকে । •
সানাই মুরঙ্গ সংখ   সিঙ্গা ভেরি ভূঙ্গে চম্প   লাহুর লাহুর লাখে লাখে ॥
তরত তংতির জত   তম্বর তকত তকত   ভেউর ভোচঙ্গ বাজে ভঙ্গ ।
চম্পকে চম্পকে দণ্ডি   খেমখোল খেমখণ্ডি   উপতঙ্গ মোচঙ্গ মৃদঙ্গ ॥
দরিভরি বাজে ভেরি   দণ্ড মসাহুর হরি   ঘোম্বরি মহরি মহাসব্দ ॥
কাশি বাসি বাজে রায় ৬ক] [৬খ দ্বিজ রামপ্রসাদ গায়   মুনি প্রজাগন হৈলা স্তব্দ ॥ × ॥

মুভক্ষনে বিভা করি দ্বিজের নন্দন ।   সহ নারি নিজপুরি কোরিলা গমন ॥
পাইক পেওাদা মল্ল্য রায়বেসে জত ।   আসে পাসে নাচিয়া চলিলা কতো সত ॥
দেখিয়া বাম্মনি অতি আনন্দিত মোন ।   আওয়তি যুবতি নারি আনে নয় জোন ॥
ডাঢাগুয়া পান মুবচনি নামে দিল ।   মুমঙ্গল কোরি পুত্রবধু ঘরে নিল ॥
পছাতে পাটায় রাজা জতেক বেবহার ।   সগড়ে বহিছে ইট বাহান্ন হাজার ॥
বাড়ি ঘর দরোজা দেয়াল দিলা ইটে ।   আগে পিছে জায় কতো সতো জন মুটে ॥
তারপর মুবচনি পুজিলা ব্রাম্মনি ।   তারপর নারিগনে নিজালএ আনি ॥
পানগুয়া ক্ষই কলা চাদমালা গলে ।   ছয়কুড়ি ছয় হংস রচনা করিলে ॥
গলে বস্ত্র দিয়া চারিভিতে রামাগন ।   খোড়া এক হংস তাহে করিলা রচন ॥
জগতে প্রকাস হৈলা দেবি মুবচনি ।   খোড়া হংস একসিহ হরিলা তখনি ॥
প্রজাপরে প্রসাদ বাটীলা নারিগণে ।   ব্যাম্মনি করএ স্তুতি পড়িয়া চরণে ॥
জগতে প্রকাস হৈলা দেবি মুবচনি ।   জেবা জাহা বাঞ্ছা করে···   ··· ॥
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

অতঃপর খণ্ডিত ।

১২৪ স্বর্ণকারের ব্যবসায়ের সংকেত

রচয়িতা : অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৭৪২। পত্রসংখ্যা ১। অখণ্ডিত। আকার ২০"×৭"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

৺৭ শ্রীশ্রীগোপাল জিউঃ॥ স্বরণং—
সোনা পোড়াইঞা নিসেদলের গুঁড়ি দিলে তামার বর্ন্ন হয় তবে তাহাকে পিতল বলা জায়। আর জদী নিসেদলের গুড়ি দিলে জদী উত্তম রঙ্গ হয় তবে তাহাকে সোনা বলা জায়॥

সিএ

সোনার নাম সিএ॥ পাকা সোনার পরিক্ষা॥ পোড়াইলে উত্তম রঙ্গ থাকে তাহাকে পোরকারক কহে॥ অর্থাৎ পোড়াইঞা জল না দীলে তাহাকে পোরকারক কহে॥ খাইদ সোনার পরিক্ষা॥ পোড়াইঞা জলপালক দিলে অর্থাৎ জল দিলে জদি ঠাই ঠাই কাল হয় তবে শেই সোনার দর॥ ১০৲ দশ টাকা কহে॥ জদি জল দিলে কাল হয় তবে ৮৲ টাকায়… … … … … … … … … … … …

ছয় আনা ॥ [আনা] কএে এক টাকা হাতুরি

সলি আনা

চুরির ঘাট॥ ঝালাপালা অর্থাৎ হাতের চাটুমর্দ্ধে রাখে॥ সাঁটান অর্থাৎ রূপা অধিক পোর হইলে আপর মর্দ্ধে পরে॥ আফর মর্দ্ধে রূপা রাখিলে কহে॥ জালে আলিগী দাও॥ নিরূনিতে আলিগী দাও কহিলে তখন মালসার জলমর্দ্ধে রাখে॥ জঁাতি অর্থাৎ কাপরের ভিতর রাখে॥ বেত্তে রাখিলে কহে বুলিঞা জা॥
ধেঁার দিঞাছে অর্থাৎ নজর দেওাকে বলে॥ কাঁটু উকচে কেনেরে অর্থাৎ সঁাটান॥ ভিগচে অর্থাৎ চেঞো আছে॥ ঘের দাও অর্থাৎ খরিদারের কথা কও আন মন হউক॥

ক্রমসন্দর্ভ পুস্তক

শ্রীজিব গোসামী কৃত

জাতিসকলের নামবিশেষ॥

মরু	কাঁপাই	রাঙ্গি	মসিদ	ভুঁর	বাকচানা	কই
ব্রাহ্মণ	শেকার	বারুই	কায়স্থ	চাসা	বেনে	পোদ্দার

চিকন চানা
কুম্মু সেকারর পুরুষ এবং সকল জাতি পুরুসের নাম··· ··· ··· ··· ··· ···
সকল জাতির মেএকে ভাতি কহে ।। বটুকাকো স্থকা বলে ।। গিতেনকে রাখা বলে ।।
দেসানকে দেওা কহে ॥

দস্তাতে গালা মাখাইয়া আঙ্গারের সহিত রাখে সেই আঙ্গার রূপা গলাইবার সমএ দেয়
তাহাকে গাবাকাঁটু কহে এবং আঙ্গারকাঁটু কহে ।। কেঁককাটু বলে এবং দস্তাতে তুতে
মাখাইলে আঙ্গারের বন্ন হয় সেই দস্তা রূপাতে দেয় ।

··· ···আঙ্গারের নাম কেঁক ॥ কেঁক আনিতে ভেঁরে ।] অর্থাৎ আঙ্গার আনিতে জা ।।
নিরুনিতে ভাসিএ্রা জা ।। অর্থাৎ জলে রাখাকে বলে বাঁকের নাম খুরসী ।। হাশুলীর
নাম গল্সাসী ।। উক বলে ।। উজন করা ।। উকটী জেল··· ···।। দাঁন্দি হয় না ।।
অর্থাৎ উজানে বেসী নেওা গেল্স ।। দাঁন্দি হয়নার অর্থ জানিতে পারে না ।। নেইকাট
করা অর্থাৎ সিরিপান টান ।। কামি নেইকাট করা অর্থাৎ সিরিপান টান ।। মাটা ।।
অর্থাৎ সিরিপান টান ।।

সোনার পাইন করার ভাগ ॥ এক আনা সোনা ১৫ তিন পাই ইহাকে দলপাইন কহে ॥
টানপাইনের ভাগ ॥ সোনা এক আনা রূপা অৰ্দ্ধ পাই তামা অৰ্দ্ধ পাই । ইহাকে টান
পাইন কহে ॥

রূপার পাইনের ভাগ ॥ রূপা ১্ এক তোলা পিতল চারি আনা এই পাইন চোকা
রূপার ॥

খাটী রূপার পাইনের ভাগ ॥ রূপা ১্ এক তোলা দস্তা ··· ··· ··· ··· ···
পাচ আনা খাইদের রূপার পরিক্ষা ॥ রূপা গলাইএ্রা সিরি ঢালিলে জোল হয় ॥ অর্থাৎ
গালার আকিতি হয় ॥

খাটীর পরীক্ষা ॥ সহগা না দিএ গলাইলে রওা হয় ॥ দুই আনা খাইদ পর্য্যন্ত
বিনী সহাগাতে রওা হয় ॥ দস্তা খাইদ হইলেই সেই রূপাকে চোঁকা বলা জায় ॥ তামা
খাইদ হইলে সেই রূপাকে সুপ্‌রা কহে ॥ আর তামা এবং দস্তা দুএ মিলিত করিএ
খাইদ দিলে সেই রূপাকে পানফিটে কহে অর্থাৎ পিতল খাইদ হইলেই পানফিটে কহে ॥—
রূপার নাম ॥ উব রূপা কহে এবং উব কহে ॥ কাঁটু দস্তাকে কাটু কহে ॥ গৌর
নোরকে গোঁর কহে ॥ সোর তামাকে সুব কহে ॥ খাইদের রূপা হইলে তাহাকে কেঁটন
কহে ॥ খাটী রূপাকে নাকার কহে । তামা খাইদকে শুপর কহে । কেটনদস্তা বোঙ্গ
রাঙ্গা নাগশিশে ॥

সোন্ পাই ১০ দুই পাইকে কহে ॥

… … … … … …সোনার মাদুলীর মদ্ধে চোটান হইলে রূপর মাদুলীর ভিতর চোটের ফঁাকে হরিদ্রারঙ্গের পোঁতিমালাকে গুঁড়িঞা খএরের সহিত মিলিত করিঞা সেই চোটের ভিতর দেয় পরে অগ্নিতাপ দিলে সোনার সহিত মিলিত হইঞা বন্ন হয়॥ উজ্জনে বাড়ে॥—এবং সহরার সহিত পুতিমালা দিঞা খাম করিলে ঐরূপ হয়॥ নথের ডাটে পিতলের মালা দেওয়া চলে॥

রূপার জিনিশে খাল করে॥ মূর্দ্দাসঙ্খ মুমের সহিত মিলিত করিঞা… … …মর্দ্দে দিঞা অগ্নির উত্তাপ দিলে রূপার সমিত হয়॥ খান ছারাইবার… … … … …॥ সাদা গহনার খাল করে তবে তাহাকে পোড়াইআ মঁাজনা দিলে খাল খসিঞা জায়॥ অন্য হলায় পোড়াইঞা জলে ডুবাইঞা কাষ্ঠের মর্দ্দে ঠুকীলে খসিঞা পরে॥ সোনা গলাইলে জদী কেহু চানক্ চাহে তবে মুচির মর্দ্দে মরাসোনা আগে দিঞা সেই সোনা গলিলে পর পাকাসোনা তাহাতে দিলে সিঘ্র গলে না মুচি নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে পাশে কিছু চানক··কীন্ত মরাসোনার চানক পায় পাকাসোনা মদ্দেতে থাকে মিসায় না॥ জদী পাকাসোনার চানক নেবার মত হয় তবে পাকাসোনাকে আগে মুচির মর্দ্দে দিঞা পরে চোঁকাসোনা দিলে চুরি চলে না॥০॥

তাবিজের মালায় এবং কাকনের কোলপাত এবং মর্দ্দানা এবং তাবিজের পুটের কেঁাজা খুপি এই সনে পোর দেওা চলে॥ এবং গুনতে পোর দেওা চলে॥ সোনার মাদুলীতে পিতলের চাকী দেওা যায়॥ বাঁকে চাকি নোর দেওা যায়॥

খাল করিবার ভাগ॥ মূর্দ্দা সঙ্খ ১৲ এক তোলা সহগা ছয় আনা সহরা…আনা নিসেদল দুই আনা এই সকল একত্তর করিঞা পরে চুর্ণ করিয়া বালার ভিতর দিআ … … … … … … … … …সহিত মিলিত হয়॥ …

১২৫ স্বরূপদামোদরের কড়চা

রচয়িতা : স্বরূপদামোদর

পুঁথিসংখ্যা ১৯৪৯। পত্রসংখ্যা ৯। খণ্ডিত। আকার ১৩"×৪২/১"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১৮ক দামুদর স্বরূপ কহেন এই তত্ত্বসার। রামানন্দো মুখে ধর্ম্ম করিলা প্রচার॥
মুলশ্লোক অষ্টাদশ কড়চা দেখিয়া। তার অর্থ করিলাম পয়ার করিয়া॥
গোপন রাখিবে গৃহ্য সুন ভক্তগণ। সহজরূপের ধর্ম্ম সর্ব্বদা গোপন॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দপদ আশ। স্বরূপদামুদর কড়চা করিল প্রকাশ॥
শ্রীরামানন্দ রায় মিলনে ভক্তিপূর্ণ রসকথনে রসপঙ্কানুসারে রসরাজ মহাভাবদর্শন সংক্ষেপে কড়চা পুষ্পরূপ ইতি। ...ইত্যাদি

... ...

[১৮খ গুরুর স্থানে এই বস্তু গ্রহণ করিয়ে। সাধিবে শৃঙ্গারতত্ত্ব প্রকৃতি হইয়া॥
নাএক নায়িকার হেটেতে রহিয়া। সুঘড় রসিকনারি হৃদয়ে রাখিয়ে॥
রমন করিতে বস্তু উদয় না হয়। নাইকার সুখেতে নাএক ডুবি রয়॥
দুই বস্তু জবে আসি একত্রে মিলিব। সেইকালে রূপ আসি দরশন দিব॥
শৃঙ্গারের কালে রস এই মত হয়। মূর্ত্তিমান হৈয়া সর্বচিত্ত আকর্ষয়॥
অবশেষে নাইকার অনুমতি লৈয়া। সম্ভোগ করিব তবে মনানন্দ হয়ে॥
কামক্রিড়া নিরন্তর নাইকার সনে। শৃঙ্গার মধুররস দেখ বর্ত্তমানে॥
কেবল রমনকাজে জার ঘৃন্না নাই। উপাসনা জানি তবে মিলিবা গোসাঁই॥
আলিঙ্গনে ভাববস্তু চুম্বনেতে রস। শৃঙ্গারেতে প্রেমসার কৃষ্ণ জার বস॥
মানুষভজন এই কেবল শৃঙ্গার। সাম্যক জজিতে পারে এত শক্তি কার॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হৈয়া অবতরি। গ্রহণ করিলা নাম প্রথমে শ্রীহরি॥
স্ত্রিলোক হরণ করি নাম হৈল হরি। অতএব হরি বলি নাচে গৌরহরি॥
শ্রীহরি শ্রীহরি প্রভু বলে বার বার। অঙ্গে পুলকিত বহে চক্ষে অশ্রুধার॥
এতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গার মাধুরি। ১৮খ] ...ইত্যাদি

১২৬ স্মৃতিকল্পক্রম

রচয়িতা : কবিবাগীশ রাধাবল্লভ শর্ম্মা

পুঁথিসংখ্যা ১৬৫৯। পত্রসংখ্যা ৪৭। অখণ্ডিত। আকার ১৪"×৩"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আধার তুলট। অংশতঃ মুদ্রিত হইল।

[১ক সংশারক্লেশদগ্ধাহং ব্রতেনানেন শঙ্করপ্রশীদ সমুখা নাম জ্ঞানদিষ্টে প্রদো ভবেৎ॥ হস্তে জল লইয়া মন্ত্র পাঠান্তে খাইবেক ইতি

*৭ শ্রীশ্রীদুর্গা॥ অথ নির্ঘণ্টনং

সপিণ্ডাদিব্যবস্থা ১। অসৌচব্যবস্থা ১। বিদেশস্থাশৌচব্যবস্থা ২। গর্ভস্রাবাশৌচ ব্যবস্থা ২। বাল্যাদ্যশৌচব্যবস্থা ৩। কন্যামরণঅশৌচব্যবস্থা ৪। অগ্নিয়োগের ব্যবস্থা ৪। অশৌচশঙ্করব্যবস্থা ৪। রজস্বলাশৌচব্যবস্থা ৬। খণ্ডাশৌচব্যবস্থা ৬। মরণবিশেষের অশৌচব্যবস্থা ৭। অশৌচাভাবব্যবস্থা ৭। শবাদিগমনাশৌচব্যবস্থা ৮। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যশৌচব্যবস্থা ৮। সহমরণানুমরণয়োব্যবস্থা ৯। নিত্যোশৌচব্যবস্থা ৯। অধিরীব্যবস্থা ১০। পর্ণনবদাহব্যবস্থা ১০। পিণ্ডদানব্যবস্থা। ষোড়শদানব্যবস্থা ১১। ১ক]

[১খ শ্রীশ্রীদুর্গা॥ ওঁ নমঃ সরস্বত্যৈ॥

স্মৃতিকল্পক্রমাখ্যানং গ্রন্থং প্রাকৃতি ভাষয়া। কুরুতে কবি বাগীশো রাধাবল্লভ সংজ্ঞকঃ॥ শাস্ত্রং প্রাকৃত ভাষয়া কৃতমিদং গৃহ্নন্তি যে মানবাস্তে কুর্ব্বন্ত সুখেন সদসি সদা পাণ্ডিত্য মাস্থায়িতাঃ। যে কুর্ব্বন্তি বিশেষ তোহএ কথনে মন্নামনোপং জনাস্তে। মূঢ়া নরকে পতন্তি নিত বামা ব্রহ্ম বেদোদয়ং॥ সর্ব্বত্র শুচিস্তুত কালজীবী পুরুষাথিকারী হয় অতএব প্রথমে শুদ্ধিনির্ন্নয় করিতেছি। তত্রাদৌ। সপিণ্ডাদি ব্যবস্থা॥ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড হয়। ইহার মধ্যে যদি পিতা পিতামহ প্রপিতামহ জীবদ্দশাতে থাকে তবে দশমপুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড হয়। অবিবাহিতা কন্যার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড হয়। অপর সপিণ্ডানন্তর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক হয়। তদনন্তর সম্বন্ধনাম স্মৃতি পর্য্যন্ত সকুল্য হয়। তদনন্তর গোত্রজ হয়। ইহাতে অশৌচ ব্যবস্থা। সপিণ্ড বর্গের জনম মরণে সংপূর্ণাশৌচ হয়। তাহাতে ব্রাহ্মণের দশ দিবস। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিবস। বৈশ্যের পঞ্চাদশ দিবস। শূদ্রের এক মাস ত্রিংশ দিবস। ... ...ইত্যাদি।

[৯ক ... ...

অতঃপর সহমরণ অনুমরণের অশৌচের ব্যবস্থা॥ ইহাতে পতিকে আলিঙ্গন করিঞা যে

স্ত্রী অগ্নিপ্রবেশ করে তাহাকে সহমৃতা ব্যবহার হয়। অপর দুই চারি দিবস ব্যতিরেক কিম্বা অশৌচান্তে পাদুকাচিহ্ন লঞা যে স্ত্রী অগ্নিপ্রবেশ করে তাহাকে অনুমৃতা ব্যবহার হয়। তাহাতে সহমৃতা স্ত্রীর যদি ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। তথাপি স্বামীর অশৌচের তুল্য কাল অশৌচ হয়। স্বামি পিণ্ড তুল্য কালে দিবেক। অনুমৃতার বিশেষ। স্বামীর অশৌচের মধ্যে যদি অনুমরন করে তবে স্বামীর অশৌচের তুল্য কাল হয়। কিন্তু যে দিবসে অনুমরন হয় সেই দিবস হইতে তিন দিবসের মধ্যে পৃথক পিণ্ড দিবেক। পরন্তু স্বামীর অশৌচান্ত কালে স্বামীর শ্রাদ্ধাদি সমস্ত ক্রিয়া করিবেক। অপর মহাগুরু নিপাতে সংবতসর পর্য্যন্ত দেব ৯ক] [৯খ কর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম না হয় ॥ ... ...ইত্যাদি।

অতঃপর শবদেহে পলাশপত্র দেবার ক্রম প্রসঙ্গ। [১০ক সর্ব্বাঙ্গে পলাশপত্র দিবার ক্রম শিরসি ৪০ চল্লিস পত্র। গ্রীবাতে ১০ দশ পত্র বক্ষস্থলে ৩০ তিরিষ পত্র উদরে ২০ বিংশতি পত্র। বাম বাহুতে ৫০ পঞ্চাস পত্র দক্ষিন বাহুতে ৫০ পঞ্চাশ পত্র ১০ক] [১০খ দক্ষিণাঙ্গুলিতে ৫ পাচ পত্র বামাঙ্গুলিতে ৫ পাচ পত্র অণ্ডকোষদ্বয়ে তিন তিন করিয়া ৬ ছয় পত্র লিঙ্গে ৪ চারি পত্র বাম উরুতে ৫০ পঞ্চাশ দক্ষিণ উরুতে ৫০ পঞ্চাশ পত্র জানু জঙ্ঘাতে ৩০ তিরিস পত্র পাদাঙ্গুলিতে পঞ্চ পঞ্চ করিয়া দশ পত্র দিবেক। এবং ৩৬০ তিনশত সাটি পত্র সর্ব্বাঙ্গে দিবেক। ... ...ইত্যাদি। ... ...
[১১ক ইতি শ্রীমুকুন্দ মিশ্র তনুভব কবিবাগীশ রাধাবল্লভ শর্ম্ম বিরচিতে স্মৃতিকল্পদ্রুমে শুদ্ধিমঞ্জরী সমাপ্তা॥ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ। লিপি লম্বোদরায় নমঃ সর্ব্বদা॥

[১১খ অথ প্রায়শ্চিত্তমঞ্জরী নির্ঘণ্টনং

... ...। অতঃপর তিলতর্পন কালভেদে নিষেধ ব্যবস্থা। রবিবার শুক্রবার অয়ন বিষুব ভয় সংক্রান্তি পিতৃশ্রাদ্ধ মাতৃশ্রাদ্ধ সপ্তমী জন্মদিন জন্মনক্ষত্র রাত্রি ইহাতে তিলযুক্ত তর্পন অবস্য না করিবেক। কিন্তু শ্রাদ্ধবাসরের মধ্যে অমাবাস্যা শ্রাদ্ধে তর্পন করিবেক। সংক্রান্তি মধ্যে অয়নসংক্রান্তিবিষুব সংক্রান্তিতে তর্পন করিবেক নিসিদ্ধ দিনে যদি তিলতর্পন করে তবে রক্ত তর্পন হয়। তর্পনকর্ত্তার নরক হয়। অয়ন সংক্রান্তি বিষুবসংক্রান্তি গ্রহণ উপাকর্ম্ম বৃষোতসর্গ যুগাদ্যা মন্বন্তরাসত্তীর্থ গজ প্রেতপক্ষে সূর্যবার শুক্রবারে তিলযুক্ত তর্পন করিবেক। অন্যথা প্রত্যবায়ী হয়। অপর প্রেতের মরণ অবধি বৎসর পূন্ন‍্ পর্য্যন্ত পিতৃ তর্পন না করিবেক। কিন্তু প্রেতের তর্পন তিলযুক্ত অবস্য করিবেক। তর্পনের শেষে বস্ত্র নিষ্পীড়ন দিবেক। তর্পনের পূর্ব্বে যদি বস্ত্র নিষ্পীড়ন করে তবে পিতৃলোক নিরস্ত হয়। অপর অসমান জাতীর তর্পন না করিবেক কিন্তু ভীষ্মদেবের তর্পন মাত্র করিবেক ॥×॥ ইতি স্মৃতিকল্পক্রমে শ্রাদ্ধমঞ্জরী সমাপ্ত ॥ ওঁ নমো গুরবে ॥

১২৭ হরধনুভঙ্গ

রচয়িতা ঃ রসিক কবি

পুঁথিসংখ্যা ১৭২৮। পত্রসংখ্যা ১। অখণ্ডিত। আকার ১৩½"×৯½"। লিপিকাল ১২৩৬ সাল। আধার তুলট।

শ্রীরাম লক্ষণ মনির সঙ্গে ঃ মীথীলা প্রবেস করিলা রঙ্গে ঃ বিচীত্রমণ্ডিত সে গণ্ডিখান ঃ ত্রিভঙ্গে ভঙ্গিমা রঙ্গিমা চলিয়া জান। মুধা রাশীরাশী মধুর বোল ঃ শীরে পঞ্চবটীর এসে সোনা ঃ পাছুতে লক্ষণ আগুতে রাম ঃ দূর্ব্বাকে জিনিয়া বরণ স্বাম ঃ॥ মকরকুণ্ডল দুলিছে কানে ঃ জাহার কিরনে রবিকে জিনে ঃ ॥ গজেন্দ্র জিনিয়া চলিয়া জান ঃ হেন লক্ষণ কখন পান ॥ মুচান্দ বদন মুণ্ডিত কেস ঃ কামিনি জিনিয়া ধরল বেস ॥ দেখিতে আইল মিথিলা লোক। দূরহি পিআস দূরহি সোক ॥ আবাল যুবতি জতেক জারা। শ্রীরামকে দেখিতে ধাইলা তারা ॥ কানাতে খুরাতে হইল দেখা। ধাইতে না পারি এ বড় বেথা ॥ খোরা বলে কানা না কর রোল। মুণিব শ্রীরামের মুখের বোল ॥ অন্তরে জামিনি জানীলা তায়। খোড়াকে দিলেন তখনি পায় ॥ কানাকে দিলেন সে দিবো আখি। নয়ান ভরিয়া শ্রীরামকে দেখি ॥ নগরের নাগরি দুপাষে ধায়। পরান নিছেন দিছেন তায় ॥ কেহু বলে বড়ি সোন গো মাই। কোথা হৈতে আইল এ দুটা ভাই ॥ এ কুটী

জিনিয়া কন্দপ কাম। আহা মরি মরি কি রূপ রাম॥ ধন্য স্য যুবতি ধন্য সে সতি। কাহাকে মিলিবে এহেন বসতি। না রূচে স্বামি না রূচে ঘর। কেহু কেহু বলে সিতের বর॥ কনক বুরাতে উঠিয়া সিতা। কৃপন ধনুক রাকেছে পিতা॥ কমট কঠুর পিষ্ঠের পারা। এ ধনু ভাঙ্গিতে শকতি কারা : নুনিকে অধিক কমলতনু : কেমনে ভাঙ্গিবে কাষ্টের ধনু : মোরে বর দয়া হও গো মা চণ্ডি : শ্রীরামের হাথেতে ভাঙ্গুক গণ্ডি : হে বিধি বঞ্চিত কি লাগি মোরে। বিচিত্র রঙ্গিল রামেরি তরে॥ কি রূপ সুন্দর বদন সসি : না হইতে পাইলাম শ্রীরামের দাসি॥ সিতার আরতি ভকতি জত : অন্তরে জানিল শ্রীরঘুনাথ : সুবাহু মারি মারিচ দ্বারে : প্রবেস করিল ধেনুক গরে : সাজিয়া আইল জনকরাজে :। বিবিধ দুন্দভি বাজনা বাজে : সিন্দুরে মণ্ডিত জে ঘরে চণ্ডি : তাহার সম্মুখে আছয়ে গণ্ডি : মুনিকে শ্রীরাম পুছেন পুনু : কহ মনি কাহারে ধনু : মুনি বলে বাপু সুনহ তুমি : এ গাণ্ডি থুইল সে ভিগুমনি : তিথ ভ্রমনে মনি গমন কৈল : এই পন করিএ এ গাণ্ডি থুইল : এ গণ্ডিখানা জে ভাঙ্গিতে পাড়ে : তারে রাজকন্যা দান জে করে : সিতা নামে কন্যা জনকঘরে : রূপে গুনে রামা জিনিতে পাড়ে : দেবের আরতি সুন্দরি সিতা : জদি ভাঙ্গিবারে পারহ এহা : সিতা নামে কন্যা দেবেক বিভা : মনির মুখেতে এ কথা সুনি : সে গণ্ডি তুলিলা শ্রীরঘুমনি। পিথিবি সহিতে উঠিতে চায় : সিখর মিলিছে ধেনুক গায় : জানুক ঠেকাইয়া শ্রীরঘুনাথে। নোঙাইয়া গুন দিছেন তাথে॥ টংক্কার দিলেন সে গুন মাঝে। সে হাথে সে গণ্ডি সুন্দর সাজে॥ আকন্ন পুরিয়া দিলেন টান : ভাঙ্গিল শ্রীরাম সে গণ্ডিখান :। জেন করি ভাঙ্গে ইক্ষুর দণ্ডি। এ মতে দুখান হইল খণ্ডি॥ এমতি সিতা ১ক] [১খ আরাধে চণ্ডি। দুখানি করিলা ভৃগুর গাণ্ডি॥ ধনুক সবদে চমকে মনি। ই সব্দে সাগরে উথলে পানি :। লঙ্কাতে সঙ্কা রাবন মানে। হেন বুঝি গণ্ডি ভাঙ্গিল রামে॥ টলে সিংহাসন অমরাপুরে : অনন্ত পিথিবি ধরিতে নারে : সুমেরুসিখর কৈলাসগিরি : সেহ টলমল করিছে ভারি : আকাষের রবি রথের ঘোড়া : চৌদিগে পালায় ছাড়ীয়া দড়া : নাহি বরিসন না ডাকে মেঘ : হেন বুঝি গণ্ডি ভাঙ্গিল কে॥ দাসীমুখে সিতা সংবাদ পাইল॥ দেবে জয় জয় মঙ্গল গাইল : ইন্দ্র বরিসন করিল ফল। কে জানে শ্রীরামের গুনের বল। তিভঙ্গ ভঙ্গম রঙ্গিম টাম : ঠমকে ঠমকে চলিয়া জান : বাসাকে জাইয়া মুনির ঘরে : রচিলা রসিক এ ভবডড়ে : ধেনুকভঞ্জন জে জন সুনে : বিসম সমন দমন মানে॥ ইতি ধেনুকভঞ্জন জে জনা সুনে। বিসম সমন দমন মানে॥ ইতি ধেনুকভঞ্জন সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখোকো দোষ নাস্তিক পাঠক শ্রীহারাধোন গরাঞি সাঃ ইলামবাজার সন ১২৩৬ স্যাল তারিখ ৩০ বৈশাখ॥

১২৮ হরিনামতত্ত্বতরঙ্গিণী

রচয়িতা : সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণি

পুঁথিসংখ্যা ১৯২২। পত্রসংখ্যা ১। খণ্ডিত। আকার ৯"×৩½"। লিপিকাল ১১৮১ সাল। আধার তুলট। সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

র দিক্ষা সুদ্রের মুখতে ॥ কিম্বা হরিনামকথা সুদ্রমুখে সুনে। তার সম মহাপাপি নাঞি ত্রিভুবনে ॥
অথবা অজ্ঞানরূপে করয়ে গ্রহন। তথাচ উভয় পাপ করয়ে শ্রবন ॥
উত্তম মন্ত্রাদি বিদ্যা হরিনাম কিবা। শুদ্র হয়্যা সুদ্রমুখে ইহা সুনে জেবা ॥
কাচিবংস সহজোগে পড়ে নর্ককুণ্ডে। গরিহন পাপ এই কভু নাঞি খণ্ডে ॥ ·· ···
যার পোষকাৎ উক্তঞ্চ। দীক্ষাং বা হরিনামং বা জদি সুদ্রমুখা শ্রুত। অজ্ঞান·· দি গৃহ্নিয়াৎ তস্য পাপফলং শৃনু। সুদ্র ঃ ২। মুখাৎ··· ···ত্তমাবিদ্যাং রামমন্ত্র মু ·· ···কোটিবংসান সমাদায় রৌরবং প্রতিগচ্ছতি। বাসুদেবরহস্যে ইত্যুক্তং ॥
সুনহ সাধক সর্ব্বে মোর নিবেদন। জ্ঞানান মুর্ত্তির কর পথ অভ্যাসন ॥
সদগতি দিক্ষা শিক্ষা সেই মতে। না হল্যে দুকুল জায় ডুব্যা মর সেঁাতে ॥
সাধকে ১১ক] [১১খ···· ·এই সার সুর্দ্ধবানি। প্রকাসিল হরিনামতত্ত্বতরঙ্গিনি ॥
ইতি শ্রী সা···মতত্ত্বতরঙ্গিনিয়ে শ্রীসাধকেন্দ্র সিরোমুনি বিরচিতে বৃহৎ সামন্য হরিনামার্থ নিরূপনে সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ ॥ শ্রীগুরবে নম ॥ যামলে ॥ অপ্রতিষ্ঠতাভির্ম্মানাভিমন্ত্রং জপতি মানবঃ। সর্ব্বং তৎ নিষ্ফলং বিদ্যাৎ ক্রু······ভবতি দেবতা ॥ শকাব্দা সন ১১৮১ সাল ১৬ মাঘ লিখিতং শ্রী···বানন্দ দেবশর্ম্মা সাং ছোট বুইনান ॥ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ শ্রীরামগোপালায় নমঃ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। শ্রীহরেকৃষ্ণ।

১২৯ হৃদয়রাম সোঁ প্রমুখের ধর্ম্মমঙ্গল

পুঁথিসংখ্যা ১৭০০। পত্রসংখ্যা ২৫। খণ্ডিত। আকার ১২"×৪২/১"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। বীরভূম জেলার নানুর থানার অন্তর্গত নাহিনা গ্রামে শ্রীবৈদ্যনাথ পাল মহাশয়ের বাড়ীতে প্রাপ্ত। সংগ্রাহক শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উপহৃত। হৃদয়রামের এই পুঁথিতে শ্রীশ্যাম পণ্ডিত, ধর্মদাস প্রমুখের ভনিতা আছে।

সৃষ্টিপত্তন [৬খ নিরঞ্জনমঙ্গল ষুনহ সর্ব্বজনা। শ্রীস্যাম পণ্ডিত ভাসে করিঞা ভাবনা॥
ঐ [৭ক মউরভট্ট দ্বিজবরে বিনয় করিঞা তারে শ্রীস্যাম পণ্ডিত রস গায়॥
আদ্যঢেকুর [১৭ক লোহাটাকে আসির্ব্ব[দ] দিলেন ভবানী। ত্রিহট্টে রক্ষ্য্ক হবে দিবস রজনি॥
এত বলি ভবানি হইল য়ন্তধ্যান। পাঁচালিপ্রবন্ধে গিত ধর্ম্মদাস [গান]॥
ঐ [১৯খ ৎর্ম্পুজা করিঞা হইঞাছে সতন্তর। রচিএ ধর্ম্মের দাস সেবি মায়াধর॥
ঐ [২৪ক নিরঞ্জনচরণে মজুক নিজ চিত। রচিল ধর্ম্মের দাস প্রভুর সঙ্গিত॥
গৌড়গমন [২৫খ নিরঞ্জনমঙ্গল সুনহ সর্ব্বজন। রচিল ধর্ম্মের দাষ সুখি নিরঞ্জন॥
রঞ্জার বিবাহপালা [২৬খ ধর্ম্মদাস য়াস মনের য়ভিলাস রচন করিল রঙ্গে॥
ঐ [৩০খ ধর্ম্মের চরণ করিঞা সেবন শ্রীস্যামপণ্ডিত গায়॥
কামদলপালা [৯৯ক এত বর দিঞা প্রভু হল্যা অন্তধ্যান। মউরভট্টে বন্দিঞা শ্রীহ্রিদয় রাম গান॥
কামদলপালা [১০৬খ কর্পূর বান্ধিয়া রাক্ষ্যা লাউসেন জায়। মউরভট্ট বন্দীঞা হ্রিদয়রামে গায়॥
ঐ [১০৭খ বাঘ দেখাইঞা হনু হইলা বিদায়। ইহা মউরভট্ট বন্দিঞা হ্রিদয়রামে গায়॥
কুম্ভীরবধ [১১৬খ পুস্নস্নান করিতে নামীলেন ময়নার রায়। ইহা গাইলা শ্রীহ্রিদয়রাম স্বহায় চান্দরায়।

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুতগ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৯২৭	অঙ্গদের রায়বার	অজ্ঞাত	রায়বারিচ্‌	৫	খণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	
১৬৯২	অধ্যাত্মরামায়ণ	ঐ	অধ্যাত্মরামায়ণের বঙ্গানুবাদ	১৬	ঐ	ঐ	
১৫৮৫	অরণ্যকাণ্ড	কৃত্তিবাস	রামায়ণ	১৯	ঐ	ঐ	
১৬৯৩	অষ্টোত্তর শতনাম	সার্বভৌম ভট্টাচার্য	শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম	২	ঐ	ঐ	
১৫৩৮	আজদ্দার কেচ্ছা*	গরীব তৈয়ব	সত্যপীরের কাহিনী	৮৪	অখণ্ডিত	আ. ১২০১ সাল	১
১৬৯৮	আত্মজিজ্ঞাসা	নরোত্তম	বৈষ্ণবনিবন্ধ	৫	ঐ	১২৫০ সাল	
১৭০৭	আত্মতত্ত্বাদি	অজ্ঞাত	ঐ	৭	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৭৭	আদিপর্ব	কাশীরাম	মহাভারত	১০১	ঐ	ঐ	
১৭০৪	আনন্দভৈরব*	নরোত্তমদাস	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১৩	ঐ	আ. ১০০ বৎসরের পুরাতন	২৯
১৮২৬	আর্যা*	সদাশিব দত্ত, শুভঙ্কর, ধূলাদণ্ডী	গণিতবিষয়ক	১	ঐ	১২১১ সাল	৩৭

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুতগ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮৩৯	ঐ*	গুরুদাস, আদি চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস, সারদাচন্দ্র, পীতাম্বর, দ্বিজ পঞ্চানন	ঐ	৬	ঐ	১২৩৬ সাল	৩৯
১৯৪৬	ঐ*	অজ্ঞাত	ঐ	৩	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৪২
১৭২৪	আর্যাদি	বিজয়রাম প্রমুখ	ঐ	৮	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৭২	আশ্রয়নির্ণয়	অজ্ঞাত	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৭৫	ঐ	ঐ	ঐ	৪	ঐ	ঐ	
১৫২৪	উত্তরাকাণ্ড	কৃত্তিবাস	রামায়ণ	৩	ঐ	১২৩৬ সাল	
১৫৮৭	ঐ	ঐ	ঐ	২১	ঐ	ঐ	
১৫৯৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬৮	অখণ্ডিত	ঐ	
১৯৭৪	উদ্ধবচরিত্র	অজ্ঞাত	ভাগবতামৃত গ্রন্থে বিধৃত	১	খণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	
১৫৭৬	উদ্যোগ পর্ব	ঐ	মহাভারত	১১	ঐ	ঐ	
১৭৮৯	উপাসনাপটল	নরোত্তম	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১৩	অখণ্ডিত	১২৩৬ সাল	
১৫৫৮	একাদশী পাঁচালী*	কবিচন্দ্র মিশ্র	নারদীয় পুরাণের অনুবাদ	১২	ঐ	১২৬০ সাল	৪৪

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুতগ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/ অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭৯৭	ঐ*	বড়ু শ্রীধর	ঐ	১২	ঐ	১২১৬ সাল	৫০
১৭৯৬	ঐ ব্রত*	কবিচন্দ্র মিশ্র	ঐ	১৬	খণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	৫৪
১৫৩৯	ওফাতনামা *	অনন্দি নাগর	জঙ্গনামাবিষয়ক	১০	খণ্ডিত	আ. ১২০১ সাল	৫৫
১৬৯৯	কড়চা গ্রন্থাবলী	অজ্ঞাত	বৈষ্ণবনিবন্ধ	২১	অখণ্ডিত	১১৮৯ সাল	
১৫২৫	কথকতার পুঁথি *	ঐ	শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে	৩০	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৫৮
১৭২১	কপিলামঙ্গল	কবিচন্দ্র	গোবিন্দমঙ্গল	১০	অখণ্ডিত	১২৪৪ সাল	
১৭৪৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৪০	কবিকঙ্কণ চণ্ডী *	মুকুন্দরাম	চণ্ডীমঙ্গল	১	ঐ	১১৭৭ সাল	
১৫৯৯	ঐ	ঐ	ঐ	৫৫	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৬০৬	ঐ	ঐ	ঐ	৬৬	ঐ	১১২৮ সাল	
১৮২৫	ঐ	ঐ	ঐ	২২	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৩৩	ঐ	ঐ	ঐ	৪	ঐ	ঐ	
১৮৩৮	ঐ	ঐ	ঐ	১২	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৮০	ঐ *	ঐ	ঐ	১৭৭	অখণ্ডিত	১১৭৬ সাল	৭১

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুতগ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/ অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮৯৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬	খণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	
১৮৫৪	কবিরাজী পাতড়া	অজ্ঞাত	চিকিৎসাদর্পণ অবলম্বনে	১৫	ঐ	ঐ	
১৮৫৮	ঐ	ঐ	ঐ	৯	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৬১২	কবুলতিপত্র	যোগীশ্বরী বক্সী প্রমুখ	সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল	১	অখণ্ডিত	১২৩৬ সাল	
১৫৬৫	কর্ণমুনির পালা	কবিচন্দ্র	ভাগবতামৃত গ্রন্থে বিধৃত	৬	ঐ	১২৩৬ সাল	
১৮০১	ঐ	ঐ	ঐ	৭	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৮০৩	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	৩	খণ্ডিত	ঐ	
১৮৭৬	ঐ	কবিচন্দ্র	ঐ	১০	ঐ	ঐ	
১৮৮২	কলঙ্কভঞ্জন	ঐ দ্বিজ	ঐ	১১	অখণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৯১৭	কাকচরিত্র*	অজ্ঞাত	কাকের বিভিন্ন ডাকে শুভাশুভ শাকুন নির্দেশ	৪৩	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৭২
১৫২০	কার্ত্তিকপূজাবিধি	ঐ	পুরোহিতদর্পণধৃত পূজাবিধি	২৬	অখণ্ডিত	১২৭৫ সাল	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুতগ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৫৯১	কালিকাবিলাস*	কালিদাস	কালিকামঙ্গল জাতীয় গ্রন্থ	৪৫	অখণ্ডিত	১২৬৫ সাল	৮৪
১৫৬৮	কালিকামঙ্গল	ভারতচন্দ্র	অন্নদামঙ্গল	৩৩	খণ্ডিত	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৭৮৪	ঐ	ঐ	ঐ	৪১	অখণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	
১৭৮৫	ঐ	ঐ	ঐ	৫২	ঐ	ঐ	
১৯৬৭	কালিকাপূজাবিধি	অজ্ঞাত	পুরোহিতদর্পণ ধৃত পূজাবিধি	২	ঐ	ঐ	
১৯১৩	কালিকাসঙ্গীতামৃত*	রামকিশোর শিরোমণি	বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা বিষয়ক	৯	খণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	৮৬
১৫১৭	কালীপূজাপদ্ধতি	অজ্ঞাত	পুরোহিতদর্পণ ধৃত পূজাবিধি	১০১	অখণ্ডিত	১৭৫১ শকাব্দ	
১৭৪১	কীর্তনের তুক*	ঐ	কীর্তনগানের আখর সম্বলিত গ্রন্থ	২	ঐ	১২৫০ সাল	৯৯
১৯৩৮	কুরুক্ষেত্র নামক পাঁচালী*	শ্রীকান্ত	মুদ্রিত গ্রন্থ	১৯	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	১০৪
১৮০৯	কৃষ্ণমঙ্গল	মাধবাচার্য	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	১৫	ঐ	ঐ	
১৬৪৫	কৃষ্ণযাত্রা (টপ্পার খাতা)*	অজ্ঞাত	কৃষ্ণযাত্রা	১৩০	অখণ্ডিত	আ. ১৩০ বৎসরের পুরাতন	১০৭

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুতগ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৯৪৭	কৃষ্ণলীলা	নেহালচন্দ্র	ভাগবতের ভাবানুবাদ	১	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৪১	কেচ্ছা আলি অলি	অধম বালক, গরীব বরকত,	সত্যপীরপালা	৭৩	অখণ্ডিত	আ. ১২০১ সাল	১১৩
১৯৬২	কোষ্ঠী	জগদীশচন্দ্র	কোষ্ঠীপত্র	১	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৭২৩	খসড়া দলিল	রামবল্লভ চক্রবর্তী	সম্পতি হস্তান্তর বিষয়ক	১	ঐ	১২৪৫ সাল	
১৫৭৩	গঙ্গাবন্দনা	মুকুন্দ	চণ্ডীমঙ্গলের বন্দনাংশ	২	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৫৯	গঙ্গাস্তোত্র	শঙ্করাচার্য	গঙ্গাবন্দনা	১	খণ্ডিত	ঐ	
১৫১১	গয়াক্ষেত্র উপাখ্যান*	কাশীরাম দাস	গয়াক্ষেত্রমাহাত্ম্য	৮	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	১৩৫
১৫৪২	গরীব গদাই	অধীন তৈয়ব, অধীন বালক, জয়রামদাস	সত্যপীরপালায় আরবীয় কাহিনী	৮৩	অখণ্ডিত	আ. ১২০১ সাল	১৩৬
১৭২৬	গান ও ছড়া*	অজ্ঞাত	গান ও ছড়া	৬	খণ্ডিত	১২৪৪ সাল	১৬২
১৮৭০	গানের পাতড়া	ঐ	গানের খাতা	১০	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৪৩	গীত মদন গুড়িয়া*	গরীব তৈয়ব	সত্যপীরকাহিনী	৫৩	অখণ্ডিত	আ. ১২০১ সাল	১৬৪
১৮৯৮	গুরুগোসাঞীমাহাত্ম্য	বলরামদাস	বৈষ্ণবনিবন্ধ	৩	ঐ	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	
১৫০৭	গুরুদক্ষিণা	কবিচন্দ্র	ভাগবতামৃত	৯	ঐ	ঐ	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুতগ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/ অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৫৫৫	গুরুদক্ষিণা	দ্বিজ শঙ্কর	ভাগবতামৃত গ্রন্থধৃত অনুচ্ছেদ	১১	অখণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	
১৫৭০	ঐ	ঐ	ঐ	১৪	ঐ	১২৬২ সাল	
১৫৭১	ঐ	কবিভূষণ	ঐ	১১	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৭২	ঐ	ঐ	ঐ	১২	ঐ	ঐ	
১৭৯৩	ঐ	ঐ	ঐ	১৭	ঐ	১২৩৪ সাল	
১৭৯৪	ঐ	শঙ্কর	ঐ	২০	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৭৯৯	ঐ	ঐ	ঐ	১১	ঐ	১২৩৪ সাল	
১৮৭৭	ঐ*	ঐ	ঐ	২২	খণ্ডিত	১২৩৫ সাল	১৮০
১৮৭৯	ঐ	কবিভূষণ	গোবিন্দমঙ্গল	১২	অখণ্ডিত	১২৬৬ সাল	
১৭০৬	গুরুসিদ্ধপ্রণালী	লোচনদাস	বৈষ্ণবনিবন্ধ	২	ঐ	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	
১৯৭৩	গোপীগোষ্ঠ	অজ্ঞাত	ঐ	১	খণ্ডিত	ঐ	
১৫৪৪	গোপ্তচেতন*	সেখ যুনিদ	মীনচেতনের ইসলামি রূপ	৪১	অখণ্ডিত	১২০১ সাল	১৮১
১৫৪৫	গোবিন্দচন্দ্র পুস্তক*	হাসাম দিন	পঃ বঙ্গে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের গীত	১৫৬	ঐ	১২০১ সাল	১৯৪
১৭৪৩	গোবিন্দচরিত্র	যদুনাথদাস	ভাগবতানুসারী রচনা	৩	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুতগ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৯০৯	গোবিন্দবিলাস*	যশশ্চন্দ্র (হরিদাস)	ভাগবতানুসী শ্রীকৃষ্ণলীলা	৪৯৮	অখণ্ডিত	১২৩৮ সাল	২৫৬
১৭১৭	গোবিন্দমঙ্গল	কবিচন্দ্র	ভাগবতের অংশবিশেষ	১১	ঐ	১২৪৪ সাল	
১৮০০	ঐ	ঐ	ঐ	৫	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৮০৮	ঐ	কৃষ্ণদাস	ঐ	১৬	ঐ	ঐ	
১৮৬০	ঐ	দ্বিজ কবিচন্দ্র	ঐ	৯	ঐ	১২৪৬ সাল	
১৮৯০	ঐ	ঐ	ঐ	৪	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৬২১	গোবিন্দরতিমঞ্জরী	ঘনশ্যামদাস	বৈষ্ণবনিবন্ধ	৪	অখণ্ডিত	ঐ	
১৬৮১	গোবিন্দলীলামৃত	যদুনন্দনদাস	ভাগবতানুসারী রচনা	২০৫	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৬০	গোষ্ঠপদাবলী	অজ্ঞাত	বৈষ্ণবপদ	৪	ঐ	ঐ	
১৫১৬	গৌরীমঙ্গল*	ভিষক রসিক	চণ্ডীমঙ্গলের অনুরূপ রচনা	৮৫	ঐ	১২৬৬ সাল	২৫৯
১৭৯২	চণ্ডীমঙ্গল	মুকুন্দরাম	চণ্ডীমঙ্গল	৯	খণ্ডিত	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৭৮	চাটুপুষ্পাঞ্জলি	রূপগোস্বামী	বৈষ্ণবনিবন্ধ	৪	অখণ্ডিত	আ, ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৭৪	চাণক্যশ্লোক	অজ্ঞাত	চাণক্যশ্লোকাদির সংকলন	১৩	ঐ	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	
১৬৫১	চিঠিপত্র	অজ্ঞাত	পুরাতন চিঠিপত্রাদি	১	ঐ	আ, ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৭১	ঐ	ঐ	ঐ	৩	ঐ	ঐ	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭২৫	চিঠিপত্র	অজ্ঞাত	পুরাতন চিঠিপত্রাদি	২০	অখণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৯২৩	ঐ তাড়া	ঐ	ঐ	৮	ঐ	ঐ	
১৯৩৪	ঐ আদর্শ	ঐ	ঐ লেখার আদর্শ	১	ঐ	ঐ	
১৬২৪	চৈতন্যচরিতামৃত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৯১	ঐ	১১৯১ সাল	
১৬২৫	ঐ	ঐ	ঐ	১৪১	খণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৬২৬	ঐ	ঐ	ঐ	১০	ঐ	ঐ	
১৬৩৪	ঐ	ঐ	ঐ	৯	ঐ	আ. ২৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৩৫	ঐ	ঐ	ঐ	৪০	ঐ	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	
১৬৩৬	ঐ	ঐ	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৬৩৮	ঐ	ঐ	ঐ	৩৯	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৩৯	ঐ	ঐ	ঐ	১৮	ঐ	আ. ২৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৪০	ঐ	ঐ	ঐ	৫৪	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৯৪	ঐ	ঐ	ঐ	২৬	ঐ	১১৮২ সাল	
১৮৪৮	ঐ	ঐ	ঐ	২৬	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৪৯	ঐ	ঐ	ঐ	৫০	ঐ	ঐ	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮৫০	ঐ	ঐ	ঐ	১৯	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৫১	ঐ	ঐ	ঐ	৫২	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৫৩	ঐ	ঐ	ঐ	৬	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৯১	চৈতন্যচন্দ্রামৃত	প্রবোধানন্দ	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১৯	অখণ্ডিত	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৬১৮	চৈতন্যভাগবত	বৃন্দাবনদাস	শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত	৩১৪	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৬০০	চৈতন্যমঙ্গল	লোচনদাস	শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল	১৫	ঐ	১২০১ সাল	
১৬২৮	ঐ	ত্রিলোচনদাস	ঐ	৩	ঐ	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	
১৬৮৭	ঐ	জয়ানন্দ	ঐ	১৫	ঐ	ঐ	
১৭৮৮	ঐ	লোচনদাস	ঐ	২০	ঐ	১২৮৮ সাল	
১৯০৩	ঐ*	জয়ানন্দ	ঐ	১১	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	২৬২
১৬৭২	ছড়ার খাতা*	অজ্ঞাত	বাঙ্গালা গান ও ছড়া	৩২	অখণ্ডিত	আ. ১০০ বৎসরের পুরাতন	২৬৪
১৭৭৬	জমাখরচ খাতা	রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	সাংসারিক জায় জাবেদা	৪	ঐ	১২৮৯ সাল	
১৯১৯	জায় থোকা	কৈলাশচন্দ্র হাটী	ঐ	৮	ঐ	১৩০১ সাল	
১৯২০	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	৩	ঐ	১২৯১সাল	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো।)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৫৫৭	জৈমিনি ভারত*	অনন্ত মিশ্র	জৈমিনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ	১৪	খণ্ডিত	১১৬৫ সাল	২৬৬
১৯৬১	জ্যোতিষ	অজ্ঞাত	জ্যোতিষতত্ত্ব	৪১০	অখণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৬৩	ঐ	ঐ	ঐ	১	ঐ	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৬৪	ঐ	ঐ	ঐ	২	ঐ	ঐ	
১৬৬২	ঐ তত্ত্ব	মদনমোহন শর্ম্মা	ঐ	৪১	খণ্ডিত	ঐ	
১৬৫৬	ঐ তত্ত্বভাষা	অজ্ঞাত	ঐ	২৯	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৫৮	ঐ পাতড়া	ঐ	ঐ	৫	ঐ	ঐ	
১৬০৪	টপার খাতা*	আশুতোষ সরকার	আদিরসাত্মক টপ্পার খাতা	১৮	অখণ্ডিত	১২৬৭/৬৮ সাল	২৬৯
১৮৯৯	টীকাবলী*	কৃষ্ণদাস	টীকাবলী	৬	ঐ	১১৪৫ সাল	২৭০
১৯১৮	টোটকা*	অজ্ঞাত	চিকিৎসাদর্পণ থেকে গৃহীত	১৯	খণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	২৭১
১৫০১	তমসুক পত্র	ঐ	সম্পত্তির দলিল	১	ঐ	ঐ	
১৮৯৩	তরণীসেনবধপালা	শ্রীযুত লক্ষ্মণ	রামায়ণ	১১	ঐ	ঐ	
১৬৮৩	তুলসীচরিত্রমাহাত্ম্য	ভগীরথ রায়	ভাগবতানুসারী রচনা	৯	ঐ	১২৪৪ সাল	
১৬৩২	তৈজস অলংকারাদির ফর্দ	অজ্ঞাত	পুরাতন হিসাব	২	অখণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৬৬	তৈজসাদির তালিকা	ঐ	ঐ	১১	ঐ	১২২৪ সাল	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭৩০	দণ্ডাত্মিকা পদাবলী	রায়শেখর	বৈষ্ণবপদাবলী	৪১	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৫২	দণ্ডীপর্ব	অজ্ঞাত	মহাভারত	৩	খণ্ডিত	ঐ	
১৬৭৭	দলিল	ঐ	পুরাতন দলিল	২	অখণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৬৬	ঐ	ঐ	ঐ	৪	ঐ	১২৩৮ সাল	
১৯৬৬	ঐ	ঐ	ঐ	১	ঐ	১২৮১ সাল	
১৫০৫	ঐ, পত্রাদি	ঐ	ঐ	৪	ঐ	আ, ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৫২	দশাবতার কথা*	ঐ	বিশ্লিষ্ট রচনা	১২	খণ্ডিত	১২৩৯ সাল	২৭২
১৮০৭	দাতকর্ণপালা	ঐ	ভাগবতের অধ্যায়বিশেষ	৬	অখণ্ডিত	১২৩৫ সাল	
১৭৫০	দানখণ্ড	বিপ্রপরশুরাম	ঐ	১৩	খণ্ডিত	১২৩৮ সাল	
১৫৯৪	দুর্গাপঞ্চরাত্র*	জগৎরাম, রামপ্রসাদ	দুর্গাপঞ্চরাত্র	৬৮	অখণ্ডিত	১২৩৮ সাল ১২৬৫/৬৬ সাল	২৭৩
১৯৪২	দোহাবলী *	সুরদাস	সুরদাসের দোহার বাংলা রূপ	২	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	২৭৭
১৫১৩	দ্রোণপর্ব	কাশীরাম ও কবিচন্দ্র	মহাভারত	১৫৬	অখণ্ডিত	১২৩১ সাল	
১৫৭৮	ঐ	কাশীরাম	ঐ	৬৯	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৮০	ঐ	ঐ	ঐ	৪৯	ঐ	ঐ	

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮২৪	ধর্মমঙ্গল	রূপরাম	ধর্মমঙ্গল	৪৫	অখণ্ডিত	১৩১৬ সাল	
১৬২৯	ধামালী	লোচনদাস	বৈষ্ণবপদাবলী	১৫	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৬৭	নন্দবিদায়	কবিচন্দ্র	ভাগবতের অংশবিশেষ	৭	ঐ	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৭১৩	ঐ	ঐ	ঐ	১২	অখণ্ডিত	আ. ১২৪৪ সাল	
১৮০২	ঐ	ঐ	ঐ	৬	খণ্ডিত	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৮১১	নরমেধযজ্ঞ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ	১০	অখণ্ডিত	১২৬৬ সাল	
১৮৮৮	ঐ	ঐ	ঐ	৭	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৯০০	নামসংকীর্তন	নরোত্তম	বৈষ্ণবগ্রন্থ	২	অখণ্ডিত	১২০৪ সাল	
১৯৩৩	ঐ*	দীন রামপ্রসাদ	ঐ	১	খণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	২৮০
১৭৯৫	নারদপুরাণ	কৃষ্ণদাস	ভাগবতের অংশ বিশেষ	২৩	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৯০১	ঐ	ঐ	ঐ	৭	অখণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৯০	ঐ সংবাদ	ঐ	ঐ	২১	ঐ	১২২৩ সাল	
১৭১৬	ঐ	কবিচন্দ্র	ঐ	৮	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৮২	নিগমকথা*	গোবিন্দদাস	বৈষ্ণবতত্ত্বকথা	৩	ঐ	১১৪৪ সাল	২৬২
১৬৯৬	নিহে'তু প্রেমতত্ত্ব	নরোত্তম	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১০	অখণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/ অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭২৭	নৈষধসঙ্গীত* (কালিকাবিলাস)	অজ্ঞাত, কালিদাস	নলদময়ন্তীর উপাখ্যান	১৩	ঐ	১২৪৭ সাল	
১৫৩১	নৌকাখণ্ড*	বনমালীদাস	ভাগবতানুসারী রচনা	১	খণ্ডিত	আ. ২৫০ বৎসরের পুরাতন	২৮১
১৯৮১	পঞ্চতত্ত্ব প্রকরণ	জীবন	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১	অখণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	২৯৭
১৯৬৫	পঞ্জিকা	ঐ	পঞ্জিকা	১২২	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৬১	পত্র	ঐ	সাংসারবিষয়ক	৩	ঐ	ঐ	
১৯৮০	ঐ	ঐ	ঐ	১	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৯২	ঐ	ঐ	ঐ	১	ঐ	১২৭৭ সাল	
১৯৮৪	পত্রাদি	ঐ	ঐ	১	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৮০	পত্র, ক্যানভাস	ঐ	পত্র ক্যানভাসের উপর লেখা	৫	ঐ	ঐ	
১৭১১	ঐ চিত্রিত	ঐ	ঐ	৫	ঐ	ঐ	
১৬৭৯	ঐ চিত্রিত পাটা	ঐ	পুঁথির চিত্রিত পাটা	৬	ঐ	ঐ	
১৬৩১	ঐ হিসাবাদি	ঐ	পুরাতন পত্রাদি	২	ঐ	১১৮২ সাল	
১৯৩৩	পদ	জগদানন্দ	বৈষ্ণবপদাবলী	১	খণ্ডিত	১১৯৩ সাল	
১৫৪৬	পদরত্নাকর*	কমলাকান্ত দাস	বৈষ্ণবপদসংকলন	২৪০	ঐ	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	২৯৯

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/ অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৫৬৬	পদাবলী*	শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর	বৈষ্ণবপদাবলী	৩	অখণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	৩৪৯
১৬৩০	ঐ	গোবিন্দদাস	ঐ	১	খণ্ডিত	ঐ	
১৬৩৩	ঐ	ঐ	ঐ	১	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৭৩১	ঐ	ঐ ভূপতি প্রমুখ	ঐ	১৭০	অখণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৭৩২	ঐ	ঐ জ্ঞানদাস প্রমুখ	ঐ	৭৪	ঐ	ঐ	
১৭৩৩	ঐ	ঐ রায়শেখর প্রমুখ	ঐ	১৩৩	ঐ	ঐ	
১৭৩৪	ঐ	ঐ বলরাম প্রমুখ	ঐ	১৭	ঐ	১২৯৭ সাল	
১৭৫১	ঐ*	ঐ নীলাম্বর প্রমুখ	ঐ	৬	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	৩৫০
১৭৫২	ঐ*	নীলকণ্ঠ	ঐ	৩	ঐ	ঐ	৩৫১
১৭৫৩	ঐ	রাধাদাস	ঐ	৩	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৭৫৪	ঐ	নটবরদাস	ঐ	১০	অখণ্ডিত	ঐ	
১৭৬৪	ঐ	বলরামদাস	ঐ	৪১	ঐ	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৭৬৫	ঐ	জ্ঞানদাস	ঐ	২৮	ঐ	ঐ	
১৭৬৮	ঐ	ঐ শিবরামদাস প্রমুখ	ঐ	৪২	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৭৬৯	ঐ	জ্ঞানদাস প্রমুখ	ঐ	১৯	খণ্ডিত	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭৭০	পদাবলী	ঐ	বৈষ্ণবপদাবলী	১৫	ঐ	ঐ	
১৭৭১	ঐ	ঐ	ঐ	২৪	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৭৭২	ঐ	বিদ্যাপতি	ঐ	৭৬	অখণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৭৭৪	ঐ	ঐ প্রমুখ	ঐ	৬	খণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৭৭৫	ঐ	ঐ	ঐ	৮	ঐ	ঐ	
১৭৮০	ঐ	ঐ বাসুঘোষ প্রমুখ	ঐ	২৪	ঐ	ঐ	
১৭৮১	ঐ	ঐ	ঐ	৯	ঐ	ঐ	
১৭৮২	ঐ	গোবিন্দদাস প্রমুখ	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৮৪৫	ঐ	লোচন প্রমুখ	ঐ	৬	ঐ	ঐ	
১৯৩৭	ঐ	বাসুদেব ঘোষ	ঐ	২	ঐ	ঐ	
১৯৩৯	ঐ	চণ্ডীদাস প্রমুখ	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৪১	ঐ	কান্তদাস	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৪৫	ঐ	বিদ্যাপতি	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৫০	ঐ	লোচন	ঐ	১	ঐ	ঐ	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৯৫১	পদাবলী*	লোচন প্রমুখ	বৈষ্ণবপদাবলী	১২৪	অখণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৩৫২
১৯৫৬	ঐ	গোবিন্দদাস	ঐ	১	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৭৬	ঐ	বাসুদেব ঘোষ	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৮২	ঐ	চণ্ডীদাস	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৮৩	ঐ	ঐ	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৮৫	ঐ	গোবিন্দদাস	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৮৬	ঐ	ঐ	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৮৭	ঐ	বাসুদেব ও জগন্নাথদাস	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৮৮	ঐ	হরিদাস	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৮৯	ঐ	বিদ্যাপতি	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৯০	ঐ	ঐ	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯৯১	ঐ	জ্ঞানদাস	ঐ	১	ঐ	১২৬২ সাল	
১৯৯৪	ঐ	রামানন্দ	ঐ	১	ঐ	১২৯৫ সাল	
১৯৯৫	ঐ	নরোত্তম, গোবিন্দদাস	ঐ	৭	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৯৬	ঐ	গোবিন্দদাস	ঐ	২	ঐ	ঐ	

নির্ঘণ্ট

। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ।

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৯৯৭	পদাবলী	যদুনন্দন	বৈষ্ণবপদাবলী	১	ঐ	ঐ	
১৯৯৮	ঐ	গোবিন্দদাস	ঐ	১	ঐ	ঐ	
২০০০	ঐ	বলরাম প্রমুখ	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৭৮৩	ঐ গুটিকা*	চণ্ডীদাস প্রমুখ	ঐ	৬০	ঐ	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	৩৫৩
১৬৮২	পদ্যাবলী	রূপগোস্বামী	বৈষ্ণবনিবন্ধ	৫৪	ঐ	ঐ	
১৭৫৫	পরমানন্দ অধিকারীর পদ	পরমানন্দ অধিকারী	বৈষ্ণবপদাবলী		অখণ্ডিত	১২৬০ সাল	
১৬২০	পশ্চিমউদয়পালা*	হৃদয়রাম সৌ	ধর্মমঙ্গল	৩২	ঐ	১৩২৬ সাল	৩৫৫
১৬৭৮	পাঁচালী	অজ্ঞাত	চণ্ডীমঙ্গল	১৫	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৫০৯	পাতড়া	ঐ	বিবিধ	২৫	ঐ	ঐ	
১৬১৭	ঐ	ঐ	ঐ	৪	ঐ	ঐ	
১৭২২	ঐ	ঐ	ঐ	৩	ঐ	ঐ	
১৭৫৮	ঐ	কবিচন্দ্র	ঐ	২	ঐ	ঐ	
১৭৭৯	ঐ	জ্ঞানদাস	ঐ	১১	ঐ	ঐ	
১৮৬৭	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	১৮	ঐ	ঐ	
১৯৭০	ঐ	ঐ	ঐ	৬	ঐ	ঐ	

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮৮৩	পার্বতীপুরাণ*	রামনারায়ণ	শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গে হরপার্বতীসংবাদ	১১	খণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	৩৫৬
১৫৬৯	পাষণ্ডদলন	কৃষ্ণদাস	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের অংশ বিঃ	৯	অখণ্ডিত	১২৬৫ সাল	
১৫৮১	ঐ	ঐ	ঐ	১১	ঐ	১২২১ সাল	
১৭৯০	ঐ	ঐ	ঐ	১২	ঐ	২১২০ সাল	
১৯৬৯	পূজাপদ্ধতি	অজ্ঞাত	পুরোহিতদর্পণ	২১৯	ঐ	১৩০১ সাল	
১৫২৩	কবিকঙ্কণ চণ্ডী	মুকুন্দরাম	চণ্ডীমঙ্গল	১০	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৫২২	পূর্ণিমার ব্রতকথা*	ঐ	পৌর্ণমাসী ব্রতকথাবিষয়ক	৫	ঐ	ঐ	৩৫৮
১৫৪৭	পোস্তক কেচ্ছা* মানিক ছওদাগর	বালক মিঞা	মানিকপীরের নতুন কাহিনী	৭৩	অখণ্ডিত	আ. ১২০১ সাল	৩৫৯
১৯৪৪	প্রহেলিকা (চণ্ডীমঙ্গল),	কবিকঙ্কণ, নারায়ণ প্রমুখ	চণ্ডীমঙ্গল অবলম্বনে লিখিত	১	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৬০৫	প্রহ্লাদচরিত্র	কবিচন্দ্র	ভাগবতের অংশবিঃ	১১	অখণ্ডিত	১২৬৫ সাল	
১৬০৭	প্রসাদচরিত্র	ঐ	ঐ	১৩	খণ্ডিত	১১৭৬ সাল	
১৭০২	প্রেমতত্ত্বকথা	অজ্ঞাত	বৈষ্ণবনিবন্ধ	৬	অখণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৫৬	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা*	নরোত্তম	ঐ	১০	ঐ	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	৩৬০
১৭৮৬	ঐ	ঐ	ঐ	৮	ঐ	১২০৪ সাল	
১৮৪৬	ঐ টীকা	শ্রীযুত মাধুরী গোস্বামী	ঐ টীকা	৪৫	খণ্ডিত	১২৪০ সাল	

নির্ঘণ্ট

। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ।

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮৭৩	ঐ রসার্ণব*	অজ্ঞাত	ঐ নিবন্ধ	৮	ঐ	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	৩৮৬
১৭৩৬	প্রেয়োভক্তিরসার্ণব*	নয়নানন্দ ঠাকুর	ঐ	৩৩	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৩৮৭
১৫০২	ফার্সী দলিল	অজ্ঞাত	পুরাতন দলিল	২২	অখণ্ডিত	ঐ	
১৭৬২	বাঙ্গালা অভিধান*	ঐ	পুরাতন বাঙ্গালা অভিধান	৯৮	খণ্ডিত	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	৩৮৮
১৬৭০	বাঙ্গালা মন্ত্র	ঐ	বাঙ্গালামন্ত্রবিষয়ক	২৩	ঐ	ঐ	
১৯৩৬	ঐ	ঐ	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৯০২	ঐ (নবিদুর্গা)*	ঐ	ঐ	৪	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৬২	বাজানার বোল	ঐ	বাজানাবিষয়ক	৩	ঐ	ঐ	
১৫৫২	বাল্মীকি অরণ্যকাণ্ড (সং)	বাল্মীকি	সংস্কৃত রামায়ণ	২৫	ঐ	ঐ	
১৫২৭	ঐ (উত্তরাকাণ্ড)	ঐ	ঐ	৮৮	অখণ্ডিত	১২৭৪ সাল	
১৫২৮	ঐ (সুন্দরাকাণ্ড)	ঐ	ঐ	৯৪	ঐ	ঐ	
১৫১৫	বিবাহপদ্ধতি	অজ্ঞাত	বিবাহপদ্ধতি	১৬	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৫১৯	ঐ	ঐ	ঐ	৬৭	খণ্ডিত	ঐ	
১৭৭৭	বিবিধ পদাবলী	জ্ঞানদাস	বৈষ্ণবপদাবলী	৮	ঐ	ঐ	
১৭৭৮	ঐ	ঐ	ঐ	৩	ঐ	ঐ	

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/ অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৫১০	বিরাট পর্ব	কাশীরাম	মহাভারত	৮৯	অখণ্ডিত	১২৬৪ সাল	
১৭৪০	বিশ্বম্ভর পদাবলী*	বিশ্বম্ভর ঠাকুর	বৈষ্ণব পদাবলী	৩	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	৩৩৯
১৬৮৪	বৃন্দাবন ধ্যান ও বর্ণনা	দীন কৃষ্ণদাস	বৈষ্ণব নিবন্ধ	৪	ঐ	১২৩৭ সাল	
১৫৮৯	বৃন্দাবনলীলা	অজ্ঞাত	ঐ	১	খণ্ডিত	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৬১৫	বৈদ্যক	ঐ	কবিরাজী পাতড়া	১	ঐ	ঐ	
১৫৮৮	বৈদ্যক (নিদান)	ঐ	ঐ	১৩	ঐ	ঐ	
১৭৬৬	বৈষ্ণব অভিধান	দৈবকীনন্দন	অকারাদি বর্ণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা	২	ঐ	ঐ	
১৫০২	বৈষ্ণব কড়চা	অজ্ঞাত	বৈষ্ণব কড়চা	৮	অখণ্ডিত	ঐ	
১৯৪০	ঐ	ঐ	ঐ	২	ঐ	১২৫৮ সাল	
১৮৪৪	ঐ*	ঐ	ঐ	২	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৩৯৬
১৬৯৫	ঐ	লোকনাথ গোস্বামী	ঐ	৯	ঐ	১৩৩৯ সাল	
১৭০১	ঐ	নরোত্তম	ঐ	১০	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৭৬৩	বৈষ্ণব কবিতা	অজ্ঞাত	ঐ কবিতা	১	ঐ	১২৮২ সাল	
১৭৮৭	বৈষ্ণব নিবন্ধ	ঐ	ঐ নিবন্ধ	৪	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৬২৭	বৈষ্ণব পদ	রাধামোহন দাস	ঐ পদাবলী	১	ঐ	ঐ	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৬০৩	বৈষ্ণব পদাবলী	চণ্ডীদাস	বৈষ্ণবপদাবলী	১২	খণ্ডিত	১২৫৩ সাল	
১৭২৯	ঐ	মন্মথদাস	ঐ	৩	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৪৮	ঐ*	চণ্ডীদাস প্রমুখ	ঐ	৮৯	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	৩৯৬
১৯৭৭	ঐ	গোবিন্দদাস	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৬৪৪	বৈষ্ণব (বন্দনা)	দৈবকীনন্দন	গোপালবিজয় ধৃত বন্দনাংশ	৭	অখণ্ডিত	১১৮৪ সাল	
১৯৫৭	বৈষ্ণব বিধানপুস্তক	অজ্ঞাত	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১০	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৭৬	বোলানের খাতা	ঐ	গায়নের বোলান গান	৫০	অখণ্ডিত	আ. ১০০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৪৮	ভক্তমালা*	দ্বিজ মোহনদাস	জয়দেব চণ্ডীদাস প্রমুখ ভক্তদের কাহিনী	২৪১	খণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	৩৯৯
১৭৪৪	ভক্তিরসকৌমুদী	প্রেমদাস	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১৪	অখণ্ডিত	ঐ	
১৭০৮	ভজনমালিকাগ্রন্থ*	গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম দাস	বৈষ্ণবসাধননিবন্ধ	৫৩	ঐ	ঐ	৪২৪
১৫৪৯	ভবানীমঙ্গল*	দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ	দেবীদুর্গার ব্রতকথা জাতীয় গ্রন্থ	১১৪	ঐ	ঐ	৪২৫
১৫৫০	ভবিদ্বল ওমঝায়*	ভবিদ্বল	রায়বারিচ্ জাতীয় রচনা	৩	ঐ	১২৫৮ সাল	৪২৭
১৫০৬	ভাগবতামৃত	কবিচন্দ্র	ভাগবতের অংশবিশেষ	৪	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৬৪	ঐ	ঐ	ঐ	৬	অখণ্ডিত	ঐ	
১৮০৪	ঐ	ঐ	ঐ	৪	ঐ	১১৯৩ সাল	

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭০৯	ভাগবতসন্দর্ভ	অজ্ঞাত	বৈষ্ণবনিবন্ধ	২৪	খণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৮৩	ভাগবত সানুবাদ	ঐ	শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ	৪৩	ঐ	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	
১৫৫১	ভানুমতীর উপাখ্যান*	গৌরীকান্ত	রূপকথাজাতীয় গ্রন্থ	২০	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৪৩২
১৭৪৮	ভুবনমঙ্গল*	ভুবনমোহন দাস	বৈষ্ণবনিবন্ধ	৭৭	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	৪৩৩
১৭৫৭	ভ্রমরসংবাদ*	অজ্ঞাত	ঐ	২১	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৪৩৫
১৭০৫	মঞ্জরীনির্ণয়	ঐ	ঐ	৩	ঐ	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৬০	মনসামঙ্গল	কেতকাদাস	মনসামঙ্গল	৩৮	ঐ	ঐ	৪৩৬
১৭৩৯	ঐ*	বিষ্ণু পাল	ঐ	১১	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৮২৭	ঐ	কেতকাদাস	ঐ	৫২	ঐ	আ. ১২৫৫ সাল	
১৯০৬	ঐ*	ঐ	ঐ	৩২	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	৪৩৭
১৯০৭	ঐ*	বিপ্রদাস	ঐ	১৮১	অখণ্ডিত	১২৩১/১৩০৩ সাল	৪৩৮
১৯১৫	ঐ	কেতকাদাস	ঐ	৫	খণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৬১	ঐ (জাগরণ)	ঐ	ঐ	১৬	ঐ	১২৪৮ সাল	
১৭৯৮	ঐ	ঐ	ঐ	১৭	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/ অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭৫৯	মন্ত্র	অজ্ঞাত	বাঙ্গালা মন্ত্র	৬	খণ্ডিত	ঐ	
১৫৫৩	মর্দগাজীপালা*	কবিবল্লভ	সত্যপীরপালা	১২	অখণ্ডিত	ঐ	৪৪৪
১৫৩২	মহাভারত	কাশীরাম	মহাভারত	১৮	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৯৭	ঐ	কবিচন্দ্র	ঐ	৩	ঐ	ঐ	
১৫৯৮	ঐ	কাশীরাম	ঐ	১৮	ঐ	১২০৯ সাল	
১৬১১	ঐ*	কাশীরাম, কবিচন্দ্র	ঐ	৭	ঐ	১২২১ সাল	৪৪৬
১৬১৩	ঐ	ঐ	ঐ	৩৩	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৬১৪	ঐ	ঐ	ঐ	১০	ঐ	১১৭৪/১২২০ সাল	
১৬১৬	ঐ	ঐ	ঐ	৩০	ঐ	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৪৯	ঐ	ঐ	ঐ	২৭	ঐ	ঐ	
১৬৫০	ঐ	ঐ	ঐ	৭	ঐ	ঐ	
১৭১২	ঐ (বিরাট)	ঐ	ঐ	৭২	ঐ	১২১৩ সাল	
১৭১৮	ঐ	ঐ	ঐ	৫২	ঐ	১২৫০ সাল	
১৭১৯	ঐ (কর্ণপর্ব)	ঐ	ঐ	২৭	অখণ্ডিত	১২০৭ সাল	
১৭২০	ঐ	ঐ	ঐ	১৪৪	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭৩৫	মহাভারত	কাশীরাম (প্রমুখ)	মহাভারত	১৪৬	অখণ্ডিত	আ. ১৮০ ,বৎসরের পুরাতন	
১৭৩৭	ঐ	ঐ	ঐ	৩৩	ঐ	১২৩৫ সাল	
১৭৩৮	ঐ	ঐ	ঐ	১৩২	ঐ	১২৩৭ সাল, ১২৩৯ সাল	
১৭৭৩	ঐ (শান্তি) (গদাপর্ব)	ঐ	ঐ	৫২	খণ্ডিত	১২৪৯ সাল	
১৮১৪	ঐ (মুষল)	ঐ	ঐ	১৪	অখণ্ডিত	১২১৬ সাল	
১৮১৫	ঐ (গদা)	ঐ	ঐ	১৪	ঐ	১২৩৭ সাল	
১৮১৬	ঐ (নারী)	ঐ	ঐ	২৭	ঐ	১২১৩ সাল	
১৮১৭	ঐ (উদ্যোগ)	ঐ	ঐ	৮৩	ঐ	১১৭১ সাল	
১৮১৮	ঐ (দ্রোণ)	ঐ	ঐ	৩৭	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৮১৯	ঐ (আশ্রম)	ঐ	ঐ	১৩	ঐ	ঐ	
১৮২০	ঐ	ঐ	ঐ	২৪	অখণ্ডিত	১২২৮ সাল	
১৮২১	ঐ (আদি)	ঐ	ঐ	১৫০	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৮২২	ঐ (মুষল)	ঐ	ঐ	৭	খণ্ডিত	ঐ	
১৮২৩	ঐ (কর্ণ)	ঐ	ঐ	৩৫	অখণ্ডিত	ঐ	
১৮২৪	ঐ	ঐ	ঐ	২৯	খণ্ডিত	ঐ	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/ অখণ্ডিত	লিপিকাল •	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮২৯	ঐ (কর্ণ)	অজ্ঞাত	মহাভারত	৬	খণ্ডিত	ঐ	
১৮৪০	ঐ	কাশীরাম	ঐ	৩৪	ঐ	ঐ	
১৮৪১	ঐ	ঐ	ঐ	৪	ঐ	১০৮৪ সাল	
১৮৪২	ঐ	ঐ	ঐ	১৩	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৪৩	ঐ	ঐ	ঐ	১০	ঐ	ঐ	
১৮৬৫	ঐ	ঐ	ঐ	৫৬	ঐ	১২২৮ সাল	
১৮৬৮	ঐ	ঐ	ঐ	১০	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৮৫	ঐ (গদা)	ঐ	ঐ	১৬	অখণ্ডিত	১২৩৬ সাল	
১৮৮৬	ঐ	ঐ	ঐ	৪৬	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৮৭	ঐ	ঐ	ঐ	৫৪	ঐ	১২২৯ সাল	
১৮৯৬	ঐ	ঐ	ঐ	৪৫	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৯৭	ঐ	ঐ	ঐ	২১	অখণ্ডিত	১২২২ সাল	
১৯০৪	ঐ (মুষল)	ঐ	ঐ	৩৩	ঐ	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৯২৮	ঐ	ঐ	ঐ	৩০	খণ্ডিত	ঐ	
১৯৫৮	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	২	ঐ	ঐ	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭০৮	মহাযোগতত্ত্বসার*	পদ্মনাভ ঠাকুর, পুলক	বৈষ্ণবসাধনানিবন্ধ	১২	অখণ্ডিত	রচনা ১০৭৮ সাল, ১৩৩৯ সাল	৪৪৯
১৮৭২	মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের কবিতা*	অজ্ঞাত	বর্গীর হাঙ্গামার কথা	১	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৪৫০
১৫৯৬	মাধবসঙ্গীত*	পরশুরাম	শ্রীকৃষ্ণজীবনকথা	১৩৭	অখণ্ডিত	১১৯৩ সাল	৪৫০
১৬২৩	মীনমছন্দগোরখগোষ্ঠ*	ঐ	নাথসাহিত্য	২	খণ্ডিত	আ. ৭৫ বৎসরের পুরাতন	৪৫৩
১৭১০	মীরাবাঈএর কড়চা*	মুকুন্দদাস	মীরাবাঈএর কড়চার বাঙ্গাল রূপ	২৬	অখণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	৪৫৩
১৮৭১	মুকুন্দমঙ্গল*	হরিদাস	মুকুন্দানন্দগ্রন্থের অনুরূপ শ্রীকৃষ্ণকাহিনী	৯৮	খণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	৪৫৬
১৯৭১	মুকুন্দমুক্তাবলী স্তোত্র	রূপগোস্বামী	স্তোত্রাবলী	৪	অখণ্ডিত	ঐ	
১৭১৪	মোহমোচন	বাণীকণ্ঠ	বৈষ্ণবনিবন্ধ	৪	খণ্ডিত	ঐ	
১৮৭৪	মোহামুদ্গর	কবিচন্দ্র	ঐ	২১	অখণ্ডিত	১১৭৫ সাল	৪৫৭
১৬৪২	যাত্রাপালা*	অজ্ঞাত	যাত্রাপালার আখ্যানাদি	৮	ঐ	১৩১০ সাল	৪৪৯
১৮৫৩	যোগাদ্যার বন্দনা*	কৃত্তিবাস	শাক্তগ্রন্থ	৫	ঐ	১২৩৯ সাল	
১৯৬৮	যোটকপ্রকরণ	অজ্ঞাত	বিবাহপদ্ধতি	৮	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৫২৬	রত্নমালা	ঐ	গৌরীদাসের রত্নসার গ্রন্থের অনুরূপ	১৮	ঐ	ঐ	
১৭০৩	রসকৌমুদী*	সনাতনগোস্বামী	বৈষ্ণবনিবন্ধ	৭	ঐ	আ. ১০০ বৎসরের পুরাতন	৪৬১

নির্ঘণ্ট

। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ।

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭৬১	রসনির্যাস*	বৃন্দাবনদাস	বৈষ্ণবনিবন্ধ	৩৪	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৪৬৩
১৬৮৫	রসপূরকারিকা*	শ্যামানন্দদাস	ঐ	৫	খণ্ডিত	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	৪৬৪
১৬৯৭	রসমঙ্গল*	গোপালদাস	ঐ	৮	অখণ্ডিত	আ. ১০০ বৎসরের পুরাতন	৪৬৯
১৫৩৬	রসমঞ্জরী*	গোবিন্দদাস	ঐ	১৯	খণ্ডিত	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	৪৭১
১৬৮৯	রাগময়ীকণা	কৃষ্ণদাস গোস্বামী	ঐ	১৬	অখণ্ডিত	ঐ	
১৭৬৭	রাধাকৃষ্ণবিলাস	জয়নারায়ণ, গৌরীকাণ্ড	ঐ	১৬৭	খণ্ডিত	ঐ	
১৯২৬	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব	যদুনন্দন	ঐ	১	ঐ	ঐ	
১৭৬০	রাধাকৃষ্ণলীলারসপূর*	রসিকানন্দ	ঐ	১৭	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৪৭৩
১৫৬৩	রাধিকামঙ্গল	কবিচন্দ্র	ঐ	৬	অখণ্ডিত	১২১৩ সাল	
১৯৫২	রাধিকার শতনাম	অজ্ঞাত	ঐ	১	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৪৭৪
১৫০৮	রামায়ণ*	কবিচন্দ্র	রামায়ণ	২	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৭৫	ঐ (আদিকাণ্ড)	কৃত্তিবাস	ঐ	২০	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৯২	ঐ (লংকাকাণ্ড)	ঐ	ঐ	৬৬	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৪৭৫
১৫৯৬	ঐ	ঐ	ঐ	৬৪	ঐ	ঐ	
১৬০৮	ঐ	ঐ	ঐ	১৪	ঐ	১২৩৫ সাল	
১৬৪৭	ঐ	ঐ	ঐ	১০	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৬৫৫	রামায়ণ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ	৪	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৮১০	ঐ*	ঐ, কেশব মিত্র	ঐ	১১৬	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	৪৭৭
১৮১২	ঐ	ঐ	ঐ	১১	ঐ	১২৫২ সাল	
১৮১৩	ঐ	ঐ	ঐ	১১	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৩০	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	৬	ঐ	ঐ	
১৮৩২	ঐ	কৃত্তিবাস	ঐ	১৯	ঐ	ঐ	
১৮৩৬	ঐ	ঐ	ঐ	১৫	ঐ	ঐ	
১৮৩৭	ঐ	ঐ	ঐ	১১	ঐ	ঐ	
১৮৫৬	ঐ	ঐ	ঐ	২	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৫৭	ঐ	দ্বিজ কবিচন্দ্র	ঐ	৩	ঐ	ঐ	
১৮৫৯	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	৩	ঐ	ঐ	
১৮৬১	ঐ	কৃত্তিবাস	ঐ	১২	ঐ	ঐ	
১৮৮১	ঐ	ঐ	ঐ	৭১	ঐ	ঐ	
১৮৮৯	ঐ*	কবিচন্দ্র, গৌরচন্দ্র	ঐ	৪	ঐ	ঐ	৪৭৮
১৮৯২	ঐ	কৃত্তিবাস	ঐ	৪৬	অখণ্ডিত	ঐ	

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/ অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮৯৪	ঐ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ	২৩	খণ্ডিত	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৯২৯	ঐ	ঐ	ঐ	৩১	ঐ	ঐ	
১৯৩০	ঐ	ঐ	ঐ	১৮	ঐ	১২১৮ সাল	
১৯৩১	ঐ	ঐ	ঐ	৫০	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৩২	ঐ	ঐ	ঐ	৩২	ঐ	ঐ	
১৫৩৭	রামায়ণের সূত্রমালা*	অজ্ঞাত	রামায়ণের সূচীপত্র	১	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	৪৭৯
১৬১৯	রায়মঙ্গল*	রুদ্রদেব	রায়মঙ্গল সা.প্র. ৪র্থ খণ্ড দ্র.	৪	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	৪৮১
১৫২১	রালদুর্গার কথা*	অজ্ঞাত	দেবী দুর্গার রাঢ়ীয় উপাখ্যান	২৪	অখণ্ডিত	আ. ১২০ বৎসরের পুরাতন	৪৮১
১৫২৯	লক্ষ্মীর বন্দনা*	ফকির বিরাম	অভিনব বন্দনাপালা	৫	ঐ	১২০১ সাল	৪৮৪
১৯১২	ঐ (নাগরী)	ঐ	নাগরি অক্ষরে লিখিত বন্দনা	৭	ঐ	ঐ	
১৫৯৩	লিঙ্গপুরাণের প্রশ্নোত্তর*	অজ্ঞাত	লিঙ্গপুরাণ অবলম্বিত রচনা	২	অখণ্ডিত	১২৮৮ সাল	৪৮৬
১৯৫৪	শতনাম* (বলরাম ও রাধিকা)	ঐ	বলরামের শতনাম ও রাধিকার শতনাম	১	ঐ	১২৬৬ সাল	৪৮৭
১৯৫৫	শতনাম* (নিত্যানন্দ)	ঐ	নিত্যানন্দের শতনাম	২	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৪৮৮

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৬৬০	শাক্তপদাবলী*	অজ্ঞাত	শাক্তপদাবলী	১	খণ্ডিত	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	৪৮৯
১৬৬৮	ঐ*	কমলাকান্ত	ঐ	১	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৪৯০
১৫৩৪	ঐ সঙ্গীত*	দীনবন্ধু ঘোষ	ঐ	১	ঐ	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	৪৯১
১৬০৯	শান্তিপর্ব	কাশীরাম, বসু কৃষ্ণানন্দ	মহাভারত	৮৬	অখণ্ডিত	১১৭৫ সাল	
১৬১০	শিবমঙ্গল	রামেশ্বর	শিবায়ণ	৫	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৭৫	শিবরামের যুদ্ধ	কবিচন্দ্র	অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে রচিত	১৬	অখণ্ডিত	১২৩৯ সাল	
১৯১৪	ঐ*	শ্রীযুত লক্ষ্মণ	যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ অবলম্বিত রচনা	৪	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৪৯২
১৮৫৫	শিবায়ণ	দ্বিজ রামেশ্বর	শিবায়ণ	২	ঐ	ঐ	
১৫৫৯	শিশুজ্ঞান চরিত্র*	দুর্গারাম	শিশুশিক্ষাবিষয়ক নিবন্ধ	৪	অখণ্ডিত	১২৫৫ সাল	
১৬২২	শীতলামঙ্গল*	মানিক গাঙ্গুলি	শীতলামঙ্গল	৮	ঐ	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	৪৯৩
১৫৩৫	শীতলার বিরাট পালা	অজ্ঞাত	ঐ	১	খণ্ডিত	ঐ	৪৯৭
১৫১৮	শ্যামানন্দপ্রকাশ*	ঐ	শ্যামানন্দের জীবনকথা	২০	ঐ	ঐ	৪৯৬
১৯২৪	শ্যামাসঙ্গীত*	ঐ	শাক্তপদাবলী	১	অখণ্ডিত	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	৪৯৭
১৯৪৩	ঐ (বৈষ্ণব কবিতা)*	নীলাম্বর, দ্বিজ মনমহেশ	ঐ বৈষ্ণবপদ	১	ঐ	আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন	৪৯৮
১৮৩১	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	দ্বিজ মাধব	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	৩	খণ্ডিত	ঐ	৪৯৯

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮৩৪	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	দ্বিজ মাধব	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	৯	খণ্ডিত	ঐ	
১৯২৫	ঐ	দ্বিজ পরশুরাম	ঐ	২	ঐ	ঐ	
১৯০৫	ঐ	গঙ্গানারায়ণ	ঐ	১১	ঐ	ঐ	
১৫০০	শ্রীধর্মপুরাণ*	ঘনরাম, রূপরাম, ময়ূরভট্ট প্রমুখ	ধর্মমঙ্গল	৩৩৬	অখণ্ডিত	১২৪৩ সাল	৫০০
১৯৯৯	শ্রীসাধনতত্ত্ব	অজ্ঞাত	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১১	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৫৩৩	ষষ্ঠীমঙ্গল*	ঐ	ষষ্ঠীমঙ্গল	১	খণ্ডিত	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	৫০৬
১৯১০	সংগ্রহতোষণী*	যদুনাথ (নন্দন) দাস	বৈষ্ণব সহজিয়াগ্রন্থ	১২৬	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৫০৬
১৬৫৩	সত্যনারায়ণপুঁথি*	দ্বিজ রামনারায়ণ	সত্যনারায়ণপালা	৬	ঐ	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	৫১৪
১৬৬৫	ঐ পাঁচালী*	অসিতাচরণ, দ্বিজ গঙ্গাধর	ঐ	৩০	অখণ্ডিত	১৭৫২ শকাব্দ	৫১৮
১৬৭৩	ঐ	দ্বিজ রামভদ্র	ঐ	১০	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৭৪	ঐ	কাশীনাথ	ঐ	৩	খণ্ডিত	ঐ	
১৬৮৮	ঐ	রামভদ্র	ঐ	২৬	অখণ্ডিত	ঐ	
১৬৬৯	ঐ পালা	অজ্ঞাত	ঐ	৮	খণ্ডিত	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৫৪	ঐ	ঐ	ঐ	৬	ঐ	ঐ	

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	অখণ্ডিত / খণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৬৫৭	সত্যনারায়ণের পালা	অজ্ঞাত	সত্যনারায়ণপালা	৩	অখণ্ডিত	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৫১৪	সত্যপীরপাঁচালী	রামেশ্বর	ঐ	১২	খণ্ডিত	১২৫১ সাল	
১৭৯১	ঐ	শঙ্কর	ঐ	৮	ঐ	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৩৫	ঐ*	ভগীরথদাস	ঐ	১	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৫২৩
১৮৬৩	ঐ	শঙ্করাচার্য	ঐ	৭	ঐ	১২৭০ সাল	
১৮৬৪	ঐ	ঐ	ঐ	১০	ঐ	১২৭৫ সাল	
১৮৬৯	ঐ	দ্বিজ রামেশ্বর	ঐ	৮	ঐ	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৯০৫	ঐ*	সেখ ফয়জুল্লা	ঐ	৪	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৫২৪
১৬৬৩	ঐ (পালা)	অজ্ঞাত	ঐ	৬	অখণ্ডিত	আ. ১৭০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৬৪	ঐ	রামভদ্র	ঐ	১৭	খণ্ডিত	ঐ	
১৬৪৬	সত্যপীরের পুঁথি*	গোহর ফকির	ঐ	১৫	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৫২৫
১৭৪৬	সহজিয়া পুঁথি*	আদিচণ্ডীদাস, লোচন, প্র.	বৈষ্ণবসহজিয়াগ্রন্থ	১০	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৫২৭
১৭৪৭	ঐ	গোকুল প্রমুখ	ঐ	২৫	ঐ	ঐ	
১৭৪৯	ঐ	ভবানীদাস প্রমুখ	ঐ	৬	ঐ	১২২৭ সাল	
১৫৮৬	সহস্রমুখ রাবণের যুদ্ধ*	দ্বিজ জগৎরাম	জগদ্রামী রামায়ণ	৩২	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৫২৯

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত/অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৬৮৬	সাধননির্ণয়	অজ্ঞাত	বৈষ্ণবনিবন্ধ	৫	খণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	
১৮৪৭	সিদ্ধসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়*	ঐ	ঐ	৭	ঐ	১২৬১ সাল	৫৩১
১৮৯১	সীতাপরীক্ষা	কৃত্তিবাস	রামায়ণের অবলম্বিত রচনা	৬	অখণ্ডিত	১২৩৫ সাল	
১৫৫৪	সুদামাচরিত্র	পরশুরাম	ভাগবতের অংশ বিশেষ	৮	ঐ	১২৭৫ সাল	
১৮০৫	ঐ	ঐ	ঐ	৪	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৯১১	ঐ*	অজ্ঞাত	ঐ	১	ঐ	১২৩৫ সাল	৫৩৭
১৮৬২	সুবচনীকথা*	দ্বিজরামপ্রসাদ	ব্রতকথা	৪	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	৫৩৮
১৬৭৫	ঐ ব্রতকথা	ঐ	ঐ	৭	ঐ	ঐ	
১৯৭৯	স্তবাবলী	অজ্ঞাত	বিভিন্ন দেবদেবীর স্তব	১	ঐ	ঐ	
১৫৭৯	স্বর্গপর্ব	কাশীরাম	মহাভারত	১২	ঐ	১৭০২ শকাব্দ	
১৭৪১	স্বর্ণকারের ব্যবসায়ের সংকেত*	অজ্ঞাত	স্বর্ণকারের ব্যবহৃত সাংকেতিক ঠার	২	ঐ		
					ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৫৪২
১৬৯৩	স্বরূপপ্রকাশ	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১২	ঐ	আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন	
১৯৪৯	স্বরূপদামোদরের কড়চা*	স্বরূপদামোদর	বৈষ্ণবগ্রন্থ	৯	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৫৪৫

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৬৫৯	স্মৃতি কল্পদ্রুম*	রাধাবল্লভ শর্ম্মণ কবিবাগীশ	স্মৃতিশাস্ত্র	৪৭	অখণ্ডিত	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৫৪৬
১৭২৮	হরধনুভঙ্গ*	রসিক কবি	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১	খণ্ডিত	১২৩৬ সাল	৫৪৮
১৮৭৮	হরপার্ব্বতীসংবাদ	অজ্ঞাত	শাক্তগ্রন্থ	৭	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৬৭	হংসদূত	নরসিংহদাস	বৈষ্ণবনিবন্ধ	১	ঐ	ঐ	
১৬৪৩	হরিনামকবচ	গোপীকৃষ্ণদাস	ঐ	১০	অখণ্ডিত	১২৪৩ সাল	
১৭৪৬	ঐ	গোবিন্দদাস	ঐ	১৪	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৯২২	ঐ তত্ত্বতরঙ্গিনী*	রামকিশোর শিরোমণি	ঐ	১	ঐ	১২৮১ সাল	৫৫০
১৭১৫	হরিশচন্দ্রের পালা	কবিচন্দ্র	ভাগবতের অংশবিশেষ	১৩	অখণ্ডিত	১২৫৪ সাল	
১৮০৬	ঐ	ঐ	ঐ	১৫	খণ্ডিত	আ. ১৮০ বৎসরের পুরাতন	
১৬৮৪	ঐ	ঐ	ঐ	১৪	ঐ	ঐ	
১৯১৬	ঐ	ঐ	ঐ	২৪	অখণ্ডিত	১২৩৫ সাল	
১৬৪৮	ঐ	ঐ	ঐ	৯	খণ্ডিত	১২৩৫ সাল	
১৬৪১	ঐ পাঁচালী	ঐ	ঐ	১৪	অখণ্ডিত	আ. ১৭৩ বৎসরের পুরাতন	
১৬৩৭	হিসাব	অজ্ঞাত	পুরাতন হিসাব	১	খণ্ডিত	১২৮৯ সাল	
১৫০৪	ঐ	ঐ	ঐ	৫	ঐ	আ. ১৬৩ বৎসরের পুরাতন	

॥ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির বিশেষ পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থে প্রদত্ত হলো)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	বিষয়	পত্রসংখ্যা	খণ্ডিত / অখণ্ডিত	লিপিকাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
১৫৮৪	ঐ (বৈদ্যক)	ঐ	ঐ	১	খণ্ডিত	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৫০৩	ঐ (খাতা)	ঐ	ঐ	২২	ঐ	ঐ	
১৬০১	ঐ	বিপ্রদাস সরকার	ঐ	১৩	ঐ	১২৫৯ সাল	
১৯২১	ঐ (তাড়া)	অজ্ঞাত	ঐ	১৫	ঐ	আ. ১৬০ বৎসরের পুরাতন	
১৫১২	হোমপদ্ধতি	ঐ	অনুদিত	১০	ঐ	ঐ	
১৭০০	হৃদয়রাম সৌ প্রমুখের ধর্মমঙ্গল	হৃদয়রাম প্রমুখ	ধর্মমঙ্গল	২৫	ঐ	আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন	৫৫১

মূল্য পঞ্চাশ টাকা